বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা

(অখণ্ড)

রচনা : মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র অনুবাদ : শরচ্চন্দ্র দাশ

সম্পাদনা : ডঃ বিষ্ণু বসু

লি পি কা

৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
ডি. চক্রবর্তী
৩০/১-এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রথম লিপিকা সংস্করণ
বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৬৮

প্রচ্ছদ
চারু খান

অলঙ্করণ
শ্রীপ্রভাস

মুদ্রক
বাসন্তী আর্ট প্রেস
১/২-বি, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রকাশকের নিবেদন

সমগ্র বোধিসত্ত্বদান কল্পলতা একসঙ্গে প্রকাশিত হোল। কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও লোডশেডিং-এর ধকল সামলেও বইটি সুধীজনের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে খুশি হয়েছি।

ভূমিকায় লেখক ক্ষেমেন্দ্র এবং অনুবাদক শরচ্চন্দ্র দাশ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে অবদান সাহিত্যে বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার স্থান নিয়ে কিছু আলোচনা।

অনুবাদের কোন অংশ পরিহার করা হয়নি, কেবলমাত্র প্রতিপল্লবের সুরুতে যে সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত ছিল, তার অনুবাদ সঙ্গে থাকায় মূল শ্লোকটি বাহুল্যবোধে বর্জিত হয়ে যায়। বানান যথাসাধ্য আধুনিক করা হয়েছে।

মূল গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত পর্ব-বিন্যাস অনিবার্য কারণেই এখানে পরিবর্ধিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত অনুবাদকের মুখবন্ধটি হুবহু এখানে পুনর্মুদ্রিত হোল।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করবার মুহূর্তে ডঃ বিষ্ণু বসুর নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম এবং সক্রিয়তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁর সম্পাদনায় বইটি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছে।

আমাদের বহু সুধী পরামর্শদাতা বইটির জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এই মহৎ গ্রন্থ পাঠক সাধারণের উপকারে লাগলে প্রকাশনার শ্রম লাঘব হবে।

বিনীত

প্রকাশক

ভূমিকা

লেখক প্রসঙ্গে—কাশ্মীর এককালে ভারতকে বহু কবি ও মনীষী উপহার দিয়েছে। ক্ষেমেন্দ্র তাঁদের অন্যতম। বিচিত্রগামী এই কাশ্মীরী লেখক কাব্য, মহাকাব্য, একটি নাটক, বহু কবিতা, গুণাঢ্যের বৃহৎকথার অনুকরণে গল্পগ্রন্থ, সাহিত্যতত্ত্বের বই, কাশ্মীরের রাজাদের নিয়ে ইতিহাস, এমন কি, একটি অভিধান পর্যন্ত রচনা করেছেন। বলতে কি, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সর্বতোমুখী প্রতিভা খুব কমই আছেন। সব চাইতে বিস্ময়ের বিষয় এসকল বিভিন্নমুখী রচনার প্রায় সব কটিতেই তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন।

ব্যক্তি-পরিচয়—ক্ষেমেন্দ্রর ছেলে সোমেন্দ্র বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার ভূমিকায় যে পিতৃ-পরিচয় দিয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে একটি বংশ তালিকা বানানো যায়:

নরেন্দ্র
[রাজা জয়াপীড়ের মন্ত্রী]
|
ভোগেন্দ্র
|
সিন্ধু
|
প্রকাশেন্দ্র
|
ক্ষেমেন্দ্র — চক্রপাল [এঁর কথা ক্ষেমেন্দ্র রচিত কবি কণ্ঠাভরণ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে]
|
সোমেন্দ্র

ক্ষেমেন্দ্রের পূর্বপুরুষের কাল সম্পর্কে কোন ধারণা গড়ে নিতে গেলে সঙ্গত কারণেই কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'র শরণ নিতে হয়। এতে পাওয়া যায়, জয়াপীড় নামে একজন রাজা কাশ্মীরে অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্য রাজা জয়াপীড়ের মন্ত্রীদের নামের তালিকায় নরেন্দ্র বলে কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন, নরেন্দ্র সম্ভবতঃ একজন গুরুত্বহীন মন্ত্রী ছিলেন।

আবার জয়াপীড় যদি অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করে থাকেন আর ক্ষেমেন্দ্রর আবির্ভাব কাল দশম শতকের শেষ দশক বলে স্বীকৃত হয় তাহলে মাত্র পাঁচ পুরুষে দুশ বছরের ব্যবধান যেন একটু বেশি বলে মনে হয়। তাই নরেন্দ্র যথার্থ ই রাজা জয়াপীড়ের আমলের লোক কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যায়।

রাজতরঙ্গিণীতে ভোগেন্দ্র নামে এমন কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না যাঁকে ক্ষেমেন্দ্রর প্রপিতামহ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রাজা উচ্চলের রাজত্বকালে জনৈক ভোগেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু উচ্চল রাজত্ব করেছিলেন ১১০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাই সময়ের বিচারেই তাকে ক্ষেমেন্দ্রর পূর্বপুরুষ বলে মেনে নেওয়া অসম্ভব। রাণী দিদ্দার রাজত্বকালে (৯৫৪ খ্রীঃ—১০০৩ খ্রীঃ) সিন্ধু নামে একজন কোষাধ্যক্ষের প্রমাণ মেলে। কাল অনুসারে এঁকে ক্ষেমেন্দ্রর পিতামহ বলে স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু এখানেও কিছু অসুবিধে রয়েছে। রাজতরঙ্গিণীতে সিন্ধুর চরিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আর যাই হোক সজ্জন নয়। রাজতরঙ্গিণীতে তাঁকে কলঙ্কিত ও পাষণ্ড বলেই আঁকা হয়েছে। অথচ ক্ষেমেন্দ্র, পিতামহ সিন্ধুর উজ্জ্বল পরিচয় দিয়েছেন। পিতামহ সিন্ধু নাকি বিরাট দানবীর ও শিবভক্ত হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। তাছাড়া রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, সিন্ধুর মতঙ্গ নামে এক ছেলে ছিলেন। তিনি সংগ্রামরাজের (রাজত্বকাল ১০০৩ খ্রীঃ—১০২৮ খ্রীঃ) কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রর কোন রচনায় মতঙ্গ নামে রাজপুরুষের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজতরঙ্গিণীর মতে সিন্ধুর বাবার নাম কুয্য। সোমেন্দ্রর দেওয়া বংশতালিকায়, আগেই বলা হয়েছে, সিন্ধুর বাবার নাম রয়েছে ভোগেন্দ্র। রাজতরঙ্গিণীতে সিন্ধুর ছেলে বা নাতির কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য রাজতরঙ্গিণীতে নৃপাবলির লেখক হিসেবে ক্ষেমেন্দ্রর নাম করা হয়েছে।

এসব কারণে কেউ কেউ মনে করেন ক্ষেমেন্দ্রর পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরের ইতিহাসে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন না। অন্যথায় তাঁদের নাম অবশ্যই রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হত। কাজেই তাঁরা কাশ্মীরের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা কতটা পেয়েছিলেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যাই হোক সোমেন্দ্রর পূর্বপুরুষেরা রাজাদের অনুগ্রহ না পেলেও তাঁরা যে ধনী ছিলেন এমন তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্রর রচনাতেই আছে, তাঁর বাবা প্রকাশেন্দ্র বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। দান ধ্যানের জন্যও তাঁর নামডাক ছিল। তিনি অত্যন্ত উদার মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও মঠের সেবার জন্য

তিনকোটি মুদ্রা খরচ করেছিলেন। শিবের মন্দিরে দেবমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া আরও নানাভাবে তিনি ব্রাহ্মণদের সেবায় বিস্তর ব্যয় করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত শিবভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি নাকি শিবমূর্তি বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ক্ষেমেন্দ্রও শৈব ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে সোমাচার্যের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব হয়েছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্রর বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন বিলাসের মধ্যেই কেটেছিল। তিনি তিনজন বিখ্যাত আচার্যের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। বৃহৎকথামঞ্জরীতে জানিয়েছেন, তিনি আচার্য অভিনবগুপ্তের কাছে অলঙ্কারতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনবগুপ্ত পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। আনন্দবর্ধন রচিত ধ্বন্যালোকের লোচন টীকা এবং ভরতমুনির টীকা, নাট্যশাস্ত্রের অভিনব ভারতী তাঁকে অমর করে রেখেছে। দার্শনিক হিসেবে প্রাচীন ভারতে তিনি বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। এ হেন গুরুর কাছে সাহিত্য পাঠ করে ক্ষেমেন্দ্র যথার্থই উপকৃত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ শুধুমাত্র তাঁর বহুমুখী সাহিত্য রচনাতে ব্যক্ত হয়নি, সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত তিনটি রচনাতেও তা বিধৃত রয়েছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের টীকা লিখেছিলেন ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই ক্ষেমেন্দ্র এর কাছাকাছি কোন সময়ে অভিনবগুপ্তের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন এমন ধারণা করা চলে। ক্ষেমেন্দ্র বৃহৎকথামঞ্জরী লিখেছিলেন ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এ তাঁর রচিত তৃতীয় গ্রন্থ। কেউ কেউ মনে করেন বৃহৎকথামঞ্জরী রচনাকালে ক্ষেমেন্দ্রর বয়স হয়েছিল পঁচিশ বছর। এ তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয় জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অভিনবগুপ্তের কাছে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছিলেন। এটা অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয়। ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স পঁচিশ হলে তিনি নিশ্চয়ই ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দের বেশ কিছু পরে অভিনবগুপ্তের ছাত্র ছিলেন। অন্যথায় বৃহৎকথা-মঞ্জরী রচনাকলে তাঁর বয়স নিশ্চয়ই পঁচিশের চাইতে বেশি ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, বৃহৎকথামঞ্জরীর রচনাকাল ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং এটি তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ। আবাব তাঁর শেষ গ্রন্থ দশাবতারচরিত রচিত হয়েছিল রাজা কলসের রাজত্বকালে। ঔচিত্যবিচারচর্চা ও কবিকণ্ঠাভরণ তিনি লিখেছিলেন রাজা অনন্তের রাজত্বকালে। অনন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেছিলেন ১০২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র কলসকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি অবসর নেন। ১০৮১ খ্রীষ্টাব্দে একষট্টি বছর বয়সে অনন্তের মৃত্যু হয়।

দশাবতারচরিত ক্ষেমেন্দ্র লিখেছিলেন ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ বইটি লেখার সময় কবির নিশ্চয়ই পরিণত বয়স হয়েছিল। অন্তত বেয়াল্লিশটি বই তিনি রচনা করেছিলেন। স্বাদে ও বৈচিত্র্যে তার প্রত্যেকটিই আলাদা। এগুলো লিখতে বহু বছর লাগার কথা। এসব কারণে তাঁর সাহিত্য-জীবনকে বেশ বিস্তৃত বলে ধরে নেওয়া চলে। বৃহৎকথামঞ্জরী যদি তাঁর লেখা তৃতীয় বই হয় তাহলে প্রথম বই ১০২৫ থেকে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হয়েছিল। সে হিসেবে তাঁর সাহিত্যজীবন আনুমানিক ১০২৫-৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম বই রচনাকালে তাঁর তরুণ বয়স হলে তাঁর জন্ম ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের সামান্য আগেপিছে হওয়াই সম্ভব।

ক্ষেমেন্দ্রর মৃত্যু কত সালে হয়েছিল তারও কোন নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় না। দশাবতারচরিত লেখা হয়েছিল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এটি তাঁর শেষ রচনা। এর পরেই কিছুকালের মধ্যে সম্ভবত তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। কেননা তাঁর মত নিরলস লেখক শেষ জীবনে লেখা থেকে অবসর নিয়েছিলেন এমন কথা মেনে নেওয়া কঠিন। তাই যদি হয় তাহলে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এ হিসেবে ক্ষেমেন্দ্রর জীবৎকাল একাদশ শতকের প্রথম সাত দশক। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নানা বিষয়ে অক্লান্তভাবে তিনি লিখে গেছেন। অবশ্য ধনিক রচিত দশরূপকের টীকা অবলোকে ক্ষেমেন্দ্রর বৃহৎকথামঞ্জরীর কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ধনিক দশম শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বৃহৎকথা-মঞ্জরীর অংশ অবলোকে উদ্ধৃত হওয়ায় মনে হতে পারে ক্ষেমেন্দ্র বুঝি এর আগে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং বৃহৎকথামঞ্জরী লিখেছিলেন। আসলে পরবর্তীকালে অবলোকের পুঁথিতে কেউ ক্ষেমেন্দ্রর রচনার অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

পিতৃ-পিতামহের মত ক্ষেমেন্দ্রও শৈব ছিলেন। ছাত্রজীবনের এক অধ্যায়ও বিখ্যাত শৈব দার্শনিক অভিনবগুপ্তের কাছে তিনি কাটিয়েছিলেন। পরবর্তী-কালে আচার্য সোমগতার প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন রচনায় নিজেকে তিনি ব্যাসদাস নামে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধধর্মও তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রভাব চিহ্নিত হয়ে আছে বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থে। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ রয়েছে দশাবতারচরিত নামের বইটিতে। এতে তিনি ভগবান বুদ্ধকে বিষ্ণুর

অন্যতম অবতার বলে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীকালে বাঙালী কবি জয়দেবের বিখ্যাত 'কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে' শ্লোকটির উৎস হিসেবে ক্ষেমেন্দ্রর এ গ্রন্থটিকেই ধরতে হয়। সম্ভবতঃ জনমানসে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার বলে বহুদিন ধরেই পূজিত হয়ে আসছিলেন। লোকপ্রিয় এই ধারণাটিকে ক্ষেমেন্দ্র সর্বপ্রথম বাণীরূপ দিয়েছিলেন। দশাবতারচরিত বৈষ্ণবীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ রচনা। এটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনাও বটে। কাজেই অনুমান করা চলে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বৈষ্ণব থেকে গিয়েছিলেন। সেযুগে শৈব থেকে বৈষ্ণবধর্মে তরণ সম্ভবত সহজে হয়নি। এ পরিবর্তনের নেপথ্যে কিছু নাটকীয় উপাদান লুকিয়ে থাকতেও পারে। কিন্তু মহাকালের বুকে সে কাহিনী চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। আজ তা আর খুঁজে বার করা বোধ হয় সম্ভব নয়।

সাহিত্যকীর্তি ঃ ক্ষেমেন্দ্র অন্যূন বিয়াল্লিশটি বই লিখেছিলেন। স্বাদে ও মেজাজে এসব রচনার পার্থক্য বিস্তর। তাঁর এই সমগ্র রচনাবলীকে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

এক. কাব্যগ্রন্থ ঃ কলাবিলাস, সময়মাতৃকা, চারুচর্যাশতক, সেব্যসেবকোপদেশ, দর্পদলন, দেশোপদেশ, নর্মমালা এবং চতুর্বর্গসংগ্রহ।

দুই. অনুসৃত রচনা ঃ রামায়ণ মঞ্জরী অথবা রামায়ণকথাসার, ভারতমঞ্জরী, বৃহৎকথামঞ্জরী এবং বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা।

তিন. কাব্যতত্ত্ব ও ছন্দতত্ত্ব ঃ কবিকণ্ঠাভরণ, ঔচিত্যবিচারচর্চা এবং সুবৃত্ততিলক।

চার. বিবিধ ঃ লোকপ্রকাশ কোষ, নীতিকল্পতরু এবং ব্যাসাষ্টক।

এ ছাড়াও আরও বহু বই তিনি লিখেছিলেন। তাঁর কিছু বই বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে, কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বহু রচনা উদ্ধার করাও যায় নি। আদৌ কোনদিন পাওয়া যাবে কিনা কে বলতে পারে। তবু ক্ষেমেন্দ্রর বিপুল রচনাবলীর যেটুকু অংশ বর্তমান রয়েছে সংখ্যায় ও প্রকৃতিতে তারাও কিছু কম নয়।

মধুসূদন কাউল ক্ষেমেন্দ্রের রচনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা রচনা করেছেন। তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত হল—

ক. বৃহৎকথামঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী।

খ. পবনপঞ্চাশিক, সুবৃত্ততিলক।

ক. বিনয়বতী, লাবণ্যবতী, মুনিমতমীমাংসা, নীতিলতা, অবদানকল্পলতা, অবসরসার, ললিতরত্নমালা, মুক্তাবলী, বাৎসায়নসূত্রসার, ঔচিত্যবিচারচর্চা।

ঘ. পদ্মকাদম্বরী, শশীবংশমহাকাব্য, দেশোপদেশ, নর্মমালা, চিত্রভারতনাটক, কনকজানকী, অমৃততরঙ্গমহাকাব্য, চতুর্বর্গসংগ্রহ, কবিকণ্ঠাভরণ।

ঙ. দর্পদলন, কলাবিলাস, সময়মাতৃকা, সেব্যসেবকোপদেশ, দশাবতারচরিত, কারুচর্যাশতক।

অবশ্য এ কালানুক্রম সকলে মেনে নেন নি। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ নিঃসংশয়। বৃহৎকথামঞ্জরী ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। এটি ক্ষেমেন্দ্রর আদিযুগের রচনা। দশাবতারচরিত শেষ হয়েছিল ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এটি সম্ভবত তার শেষ রচনা।

অবদান কল্পলতা সমাপ্ত হয়েছিল ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রন্থ প্রসঙ্গে : বৌদ্ধজাতকের অনুকরণে ক্ষেমেন্দ্র এ গ্রন্থটি লিখেছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র সবশুদ্ধ একশ সাতটি পল্লব রচনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র সোমেন্দ্র এর সঙ্গে আরও একটি পল্লব যোগ করেছিলেন। ফলে এর পল্লবসংখ্যা হয়েছিল একশ আট।

সোমেন্দ্র জানিয়েছেন, ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধজাতকগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সজ্জনানন্দের অনুপ্রেরণায়। নক্ক নামে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নাকি নানাভাবে তাগিদ দিয়েছিলেন। উৎসাহ নিয়ে শুরু করলেও রচনায় সম্ভবত কিছু ভাটা পড়েছিল। কেননা তিনটি 'অবদান' লেখার পর তিনি উদ্যম হারিয়ে ফেলেন। লেখাটি বিশাল হতে চলেছে বলে নাকি তিনি লেখা বন্ধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং বুদ্ধদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে রচনাটি সমাপ্ত করার জন্য ক্ষেমেন্দ্রকে নির্দেশ দেন। ক্ষেমেন্দ্র তখন রচনাটি সমাপ্ত করেন। বৌদ্ধ সাহিত্য ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বীর্যভদ্র ক্ষেমেন্দ্রকে নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

শাক্যশ্রী নামে একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত অবদানকল্পলতার একটি পুঁথি তিব্বতের লামা কুন্-দগাহ বৃগিয়াল মৎশানকে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে উপহার দিয়েছিলেন। এর প্রায় সত্তর বছর পরে গ্রন্থটির একটি তিব্বতী অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেছিলেন সন্-তন্ লোচাব। শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে গিয়ে এই অনুবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। তিব্বতী সাহিত্যে গ্রন্থটি নাকি ক্লাসিক বলে স্বীকৃত।

অবদানকল্পলতার প্রথম চল্লিশটি পল্লব ভারতে হারিয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাস বিবলিওথেক ইণ্ডিকার তরফ থেকে বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন।

ইউরোপেও গ্রন্থটি সমাদর লাভ করেছিল। হেরমান ফ্রাঙ্কে জর্মান ভাষায় অবদান কল্পলতার একটি কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। লিপজিগ শহর থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল।

অনুবাদক প্রসঙ্গে ঃ শরৎচন্দ্র দাশ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই চট্টগ্রামের আলমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখানে বাস করবার সময় থেকেই তিব্বতী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। লামা উসিয়েন গিয়াৎসের কাছে তিনি তিব্বতী ভাষা শেখেন। উসিয়েন গিয়াৎসো তাঁর সহকর্মী শিক্ষক ছিলেন। উসিয়েন গিয়াৎসো ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের তাশী লুহুম্‌পো যাবার আমন্ত্রণ পান। তাঁরই আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রও তিব্বতে যাবার সুযোগ পান। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি তিব্বত পৌঁছোন। তখন বিদেশীদের পক্ষে তিব্বতে প্রবেশ অসম্ভব ছিল। তাই তাঁর এই সুযোগলাভ বাইরের বিশ্বের কাছে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। রাজধানী লাসায় তিনি প্রায় ছ' মাস বাস করেছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি প্রাচীন তিব্বতী পুঁথি ও অন্যান্য সংস্কৃতি বিষয়ক উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হন। সেকালে এ কাজে রত হওয়া সহজ ছিল না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁরা আবার তাশী লুহুম্‌পো এবং লাসা যান। এবারে তিনি সেখানে তৎকালীন দলাই লামার সাক্ষাৎ পান। বৌদ্ধ শাস্ত্র ও তিব্বতী ভাষায় তাঁর অধিকারের জন্য লামাদের কাছে অতি সম্মানিত ব্যক্তি বলে তিনি গৃহীত হন। তিব্বত ও হিমালয়ের কিছু অংশের বহু অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই লাসা যাত্রা ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ নিয়ে দুটি অসাধারণ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। বই দুটির নাম Narrative of a Journey to Lhasa এবং Narrative of a Journey round Lake Palti (Yamdok), and in Lhokha, Yarlung and Sakya.

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা সংস্কারের অন্যতম সচিব কোলম্যান মেকলের সঙ্গে সিকিমের লাচেন উপত্যকায় যান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পিকিংয়েও গিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁকে পুরস্কৃত করেন। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য আরও বিশেষভাবে আয়ত্ত করবার জন্য শরৎচন্দ্র

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামদেশে যান। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার রাজা তাঁকে 'তুষিতমত' পদক দান করেছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বুদ্ধিষ্ট টেক্সট বুক সোসাইটি' স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি তাঁর ট্র্যাভেলস ইন টিবেট বইখানি প্রকাশ করেন। টিবেটান-ইংলিশ ডিক্সনারী রচনা সমাপ্ত হয় ১৯০২ সালে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাপানেও গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র বাঙলা সরকারের অধীনে তিব্বতী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রন্থ রচনা সম্পাদনা ও অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতার মূলগ্রন্থ সম্পাদনা করে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, এটি অনুবাদ করেও বাঙালী পাঠকের কাছে তার মাধুর্য পরিবেষণ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৮ বঙ্গাব্দে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

—বিষ্ণু বসু

মুখবন্ধ

মহারাজ অনন্তদেবের কাশ্মীর রাজ্য শাসনকালের পূর্বে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীর দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তদীয় পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত কল্পলতা গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, মহারাজ অনন্তদেবের রাজ্যকালের সপ্তবিংশ সংবৎসরে (খৃঃ ১০৩৫) কল্পলতাগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে রাজতরঙ্গিণী অনুসারে জানা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ক্ষেমেন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র তদানীন্তন সময়ে একজন বিখ্যাত কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে ভারতমঞ্জরী ও বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা এই দুইটি বৃহদাকার। ক্ষেমেন্দ্রকৃত কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ, কাব্যমালার মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে এবং চারুচর্য্যাশতক নামে একখানি গ্রন্থ বঙ্গানুবাদসহ আমি প্রকাশ করিয়াছি।

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতাগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অতি সুললিত গল্পচ্ছলে অভিহিত হইয়াছে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি বৌদ্ধধর্মের প্রধান চিত্তবৃত্তির বিষয় বিশদভাবে এই গ্রন্থে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ১০৮টি পল্লব অর্থাৎ অধ্যায় আছে, তন্মধ্যে শেষ অধ্যায় ক্ষেমেন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র সোমেন্দ্র রচনা করিয়াছেন।

কল্পলতাগ্রন্থের ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য কালিদাসের তুল্যই বলা যায়। তাহার কিছু নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যেক পল্লবেরই প্রথম শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠকগণ মহাকবির কবিত্বের কতকটা পরিচয় পাইবেন।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যেমন বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের সারসংগ্রহ-রূপে রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ চারুচর্য্যাশতক গ্রন্থও সনাতন আর্যধর্মের সার উপদেশসংগ্রহস্বরূপ রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষেমেন্দ্র সনাতন আর্যধর্মাবলম্বীই ছিলেন এবং বৌদ্ধ অনুশাসনকেও তিনি আর্যধর্মেরই অন্তর্গত বিবেচনা করিতেন।

অবদান কল্পলতাগ্রন্থ ভারতীয় কবি-রচিত হইলেও, কালক্রমে ভারতে ইহার

বিলোপ ঘটিয়াছিল। বহু সন্ধান করিয়াও ইহার সম্পূর্ণাংশ পাওয়া যায় নাই। এসিয়াটিক সোসাইটি নেপাল হইতে এ গ্রন্থের উত্তরার্ধ মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত ১৮৮২ সালে আমি যখন তিব্বত (হিমবং) প্রদেশের রাজধানী লাসা (দেববং) নগরে যাই এবং কিছুকাল সেখানে বাস করি, সেই সময় পোতলনামক রাজপ্রাসাদের পুস্তকাগার হইতে কতকগুলি অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তন্মধ্যে এই কল্পলতাগ্রন্থ অন্যতম। এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় বিবেচনা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটি ইহার প্রকাশে বদ্ধপরিকর হওয়ায় মূলগ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশও দুই-এক বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত হইবে আশা করি।

ভগবান বুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে কি কি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি কি কার্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে পরে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেন এই কথাই ইহাতে বিবৃত আছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ ধর্মমূলক উপদেশ উদাহরণসহ বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান স্বয়ং ভিক্ষুগণের নিকট এই সকল কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

তিব্বত, চীন এবং শ্যাম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার পর, সময়ে সময়ে কোন কোন মাসিক পত্রিকায় আমি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু একরূপ উদ্যম সত্ত্বেও এ যাবৎ বঙ্গভাষায় কোন উত্তম গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হই নাই, এ জন্য অন্তরে একটা ক্লেশ অনুভব করিতেছিলাম। ইদানীন্তন সময়ে নাটক, উপন্যাস ও নভেলের অভাব নাই। অনেক সুবিজ্ঞ লেখক অনেক সুপাঠ্য নভেল লিখিয়াছেন, তাহাই প্রচুর। এ বিষয়ে আমি বিবেচনা করিলাম যে, এই উপাদেয় ও বৌদ্ধধর্মের সারসংকলনস্বরূপ কল্পলতা গ্রন্থটি যদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের একটা অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে এবং বিশেষত বঙ্গবাসীরা এতদ্বারা বুদ্ধের উন্নত শিক্ষার পরিচয় পাইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমার এই গ্রন্থের প্রকাশভার লওয়ায় আমি এ কার্যে উৎসাহী হইয়াছি। সোমেন্দ্রকৃত উপক্রমণিকা ও শেষ পল্লবের অনুবাদ সর্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরে ক্ষেমেন্দ্রের প্রথম পল্লব হইতে পঞ্চবিংশ পল্লব পর্যন্ত এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০ পল্লব পর্যন্ত হইবে এবং তৃতীয় খণ্ডে ৭৫ পল্লব পর্যন্ত হইয়া চতুর্থ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। এক্ষণে সাহিত্যসেবা বিদ্বন্মণ্ডলী ইহাকে সস্নেহনয়নে বিলোকন করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সোমেন্দ্র গ্রন্থের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

যাবত্তারা তরুণকরুণালোকনী ভক্তিভাজাং
কল্যাণানাং কুলমবিকলং সিদ্ধায় সন্নিধত্তে।
লোকে যাবদ্বিমলকুশলধ্যানধী র্লোকনাথঃ
তাবদ্বৌদ্ধী বিবুধবদনামোদিনীয়ং কথাস্তাম্॥ ১॥

যাবদ্বুদ্ধঃ সকলভবনোত্তারণায় প্রবুদ্ধো
যাবদ্ধর্মঃ সুকৃতসরণির্নৈরত্নপ্রদীপঃ।
যাবৎ সঙ্ঘঃ সরসমনসাং দত্তকল্যাণসঙ্ঘঃ
স্থীয়াত্তাবজ্জিনগুণকথাকল্পবল্লী নবেয়ম্॥ ২॥

যাবদ্ভূভু রিভূভৃৎস্রুতসলিলচলন্মালিকা শেষশীর্ষে
মায়ূরচ্ছত্রশোভামনুভবতি ফণারত্নরশ্মিপ্রতানৈঃ।
ধত্তে যাবৎ সুমেরুঃ ক্ষিতিতল কমলে কর্ণিকাকারকান্তিঃ
শাস্তস্তাবৎ কথেয়ং কলয়তু জগতাং কর্ণপূরপ্রতিষ্ঠাম্॥ ৩॥

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যেই আমি এই সুবৃহৎ ও সুকঠিন গ্রন্থের অনুবাদকায সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ বৌদ্ধগ্রন্থের সংস্কৃত সাধারণ সংস্কৃত হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন এবং তাৎপর্যার্থ স্বতন্ত্র। ইহার কারণ এই যে, প্রথমত বৌদ্ধগ্রন্থগুলি মাগধী ভাষায় রচিত হয় এবং পরে সিদ্ধ নাগার্জুন, আর্যদেব ও দিঙ্‌নাগাচার্য প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণের চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক বিষয় লিখিত হয়। কাজেই উভয় ভাষার সংমিলনে বৌদ্ধ-সংস্কৃত একটা নূতন রকম ভাষাই হইয়াছে।

এতাদৃশ গম্ভীরার্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা ভারতীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অতি বিরল। পূর্বোক্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয় ১৮ বৎসরকাল এসিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পুস্তকের অনুশীলন করিয়া বৌদ্ধ তাৎপর্যার্থ গ্রহণে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহার সাহায্য পাইয়াই, আমি এ কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম হইতে এতাদৃশ পণ্ডিতের সাহায্য পাইলে অনেক কাল পূর্বেই এই অনুবাদকার্য সম্পাদিত হইয়া যাইত।

কলিকাতা
বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩১৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত

মঙ্গলাচরণ

যাঁহার চিত্ত স্ফটিকবৎ নির্মল ও কদাপি রাগাদি দোষ গ্রহণ করে না, যাঁহার করুণার্দ্র মনে নিখিল দোষ শোষিত হইয়াছে, যিনি অক্রোধদ্বারা সংসারশত্রুকে স্বয়ং অভিহত করিয়াছেন, সেই সর্বজ্ঞ ভগবান্ তোমাদিগের অবিনশ্বর মঙ্গলের হেতু হউন।

যাহার ছায়া অতি শীতল, সনাতন ধর্মই যাহার মূল, পুণ্যরূপ আলবালমধ্যে অবস্থিত, বুদ্ধি বিদ্যা ও করুণারূপ জল সেচনে যাহার শাখাসকল বিস্তীর্ণ হইয়াছে, সন্তোষই যাহার উজ্জ্বল পল্লবস্বরূপ ও বিশুদ্ধ যশই যাহার পুষ্প, এতাদৃশ সর্বদা উত্তম ফলশালী ও সর্বাশাপরিপূরক শ্রীবুদ্ধ-রূপ কল্পবৃক্ষই সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কল্পলতাগ্রন্থের প্রতি পল্লবের প্রথমেই একটি করিয়া পল্লবসারার্থ শ্লোক আছে। ঐগুলি সকল পল্লবের অগ্রেই নিবিষ্ট হইতেছে। সোমেন্দ্রকৃত অষ্টোত্তর শততম পল্লব যাহা পূর্বে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে উক্ত সারার্থ শ্লোকটি সন্নিবেশ না করায় এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।



প্রথম পল্লব

প্রভাসাবদান

সংসার সাগর হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য মহানুভবগণের বুদ্ধি প্রবর্তিত হয়। এ বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি।

পুণ্যকর্মাদিগের বিমানগণমণ্ডিতা স্বর্গনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রভাশালিনী স্বুবর্ণময় অট্টালিকাবেষ্টিতা প্রভাবতী নামে এক মহানগরী আছে। যে নগরীতে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও গন্ধর্বগণ সতত বিদ্যমান থাকায় বোধহয় যেন নগরীবাসী লোকগণের পুণ্যবলে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। পবিত্র ধর্মমন্দিরশোভিতা ঐ নগরী সতত সত্যব্রত দানপরায়ণ ও দয়াবান্ ব্যক্তিগণের অধিষ্ঠিত বলিয়া সাক্ষাৎ ধর্মের রাজধানী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পৃথিবীর তিলকস্বরূপ প্রভাস নামে ভূপতি এই নগরীর রাজা ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্তি দেবতাগণও আদর করেন। সৌন্দর্যে ও সৌরভে সম্পন্ন তাঁহার যশোরূপ পুষ্পমঞ্জরী পৃথিবীবাসী সমস্ত নারীগণের কর্ণভূষণ স্বরূপ হইয়াছিল। সামন্ত মহীপালগণ সামাদি উপায়জ্ঞ মহারাজ প্রভাসের আজ্ঞা স্বুবর্ণময় পুষ্পে গ্রথিত মালার ন্যায় জ্ঞান করিয়া মস্তকে গ্রহণ করিতেন।

একদা নাগবনের অধিপতি তথায় আগমন করিয়া জানুদ্বয় দ্বারা ক্ষিতিতল স্পর্শপূর্বক উপবিষ্ট হইয়া সভাসীন জগতীপতি মহারাজ প্রভাসের নিকট নিবেদন করিলেন, মহারাজা দিব্যকান্তি একটি অদ্ভুত হস্তী আমরা পাইয়াছি। বোধ করি স্বর্গরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত আপনার কীর্তি শ্রবণ করিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। দেবতার ব্যবহারযোগ্য সেই হস্তীটি আপনার দ্বারে উপস্থিত; কৃপাপূর্বক একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিলে কৃতার্থ হই। প্রভুর দৃষ্টিপাত হইলেই ভৃত্যের শ্রম সফল হয়। মহারাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া অমাত্যসহ বহির্গত হইলেন ও গতিশীল কৈলাসপর্বতসম হস্তীটিকে দ্বারদেশে দেখিলেন। উহার উৎকট মদগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরগণ গণ্ডদেশে বসিয়া গুনগুন ধ্বনি করিতেছে। তাহাতে বোধ হইয়াছিল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দ্বারা উহার গণ্ডদেশ অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

হস্তীটি উপযুক্ত নানাবিধ আভরণ দ্বারাও সজ্জিত ছিল, একারণ সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় সুন্দরাকৃতি হইয়াছিল। উহার বৃহদাকার দন্তের একদেশে শুণ্ডটি বিন্যস্ত ছিল এবং চক্ষুদ্বয় থাকায় বোধ হইতেছিল হস্তী যেন বিন্ধ্যগিরির কদলীবন ও শল্লকীবনের শোভা স্মরণ করিতেছে। সপ্তচ্ছদসদৃশ মদগন্ধশালী ঐ হস্তীটি দেখিয়া স্বতই বোধ হইতেছিল যে স্বয়ং বিন্ধ্যাচল তদীয় গুরু অগস্ত্যমুনির আজ্ঞানুসারে কুঞ্জররাজরূপ ধারণ করিয়াছেন। ক্ষিতিপতি শুভাকৃতি দন্তদ্বয়ে ভূষিত সেই হস্তীটি দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্মীর বাসভবন বলিয়া জ্ঞান করিলেন ও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো, সংসার সৃষ্টির মধ্যে কতশত নূতন নূতন উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; আশ্চর্য সৃষ্টিকার্যের ইয়ত্তা করা যায় না। সুধাসাগরের মন্থন না করিয়া ও বাসুকিকে কোন ক্লেশ না দিয়া এবং শৈলরাজ মন্দারকে আকর্ষণ না করিয়াই কে এই গজরত্নটি উৎপাদন করিল। অনন্তর ভূপতি আজ্ঞাকারী সংযাত-নামক মহামাত্রকে আদেশ করিলেন যে এই হস্তীটিকে তুমি শিক্ষিত কর।

মহীপাল এই কথা আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে পর মহামাত্র সংযাত সর্ববিধ শিক্ষার যোগ্য নাগরাজকে গ্রহণ করিলেন। প্রাজ্ঞ নাগরাজ পূর্ব সংস্কার সম্পন্ন সংশিষ্যের ন্যায় সংযাত কর্তৃক প্রযত্ন সহকারে সর্বপ্রকারে শিক্ষিত হইয়াছিল। হস্তীটি বহুতর মদস্রাবী হইলেও উদ্বেগজনক হয় নাই; শক্তিমান্ ও উৎসাহসম্পন্ন হইলেও ক্ষমাশীল ছিল এবং শত্রুবিনাশ কার্যে ত্বরিতগতি ছিল। এ কারণ সেও রাজার তুল্যই ছিল, অর্থাৎ রাজগুণ সাদৃশ্য উহাতে ছিল।

অনন্তর মহাপাত্র সংযাত তাহার আদিষ্ট কার্য সম্পাদন করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন যে গজরাজ শিক্ষা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজা অতিশয় উৎসাহ-সম্পন্ন, নির্বিকার এবং বলশালী গজরাজকে অঙ্কুশের আয়ত্ত দেখিয়া জয়লক্ষ্মীকে করায়ত্ত বোধ করিলেন। অনন্তর হর্ষান্বিত হইয়া গজরাজের কিরূপ দক্ষতা হইয়াছে তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ সহকারে গজোপরি আরোহণ করিলেন। তখন বোধ হইল যেন সূর্যদেব উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহাপাত্র সংযাত মন্ত্রীর ন্যায় স্ববশবর্তী গজরাজের সমস্ত রাজ্যমণ্ডলের সঞ্চারণের চাতুর্য দেখাইলেন। এই পরীক্ষা প্রসঙ্গে মহারাজ মৃগয়াক্রীড়াভিলাষী হইয়া অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে মহাবনে অবগাহন করিলেন। মহারাজ দূরপ্রসারী রত্নময় কেয়ূরের কিরণরূপ শল্লকী পল্লব দ্বারা যেন দিঙ্নাগগণকে আহ্বান করিতে করিতে গিয়াছিলেন। বনদেবতাগণ আনন্দ ও বিস্ময়বশতঃ আকর্ণ-নয়ন বিস্ফারিত করিয়া গজারূঢ় মহারাজ বনে যাইতেছেন দেখিয়াছিল। শবরীগণের কবরীপাশনিহিত-

পুষ্প সৌরভে সুরভিত বিন্ধ্যগিরির পবন বসুধাধিপতি প্রভাসকে সেবা করিয়াছিল। অনন্তর গজরাজ স্বচ্ছন্দপ্রচার ও সুখকর বিন্ধ্যগিরির উপকণ্ঠ প্রদেশে স্বীয় বিলাস-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। গজরাজ প্রেমবদ্ধ করিণীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, গর্বিত রাজা যেরূপ নীতি পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অঙ্কুশাঘাত আর লক্ষ্য করিল না। অতিবেগে ধাবমান ও অনুরাগাকৃষ্ট হস্তী সংসারমূঢ় ব্যক্তির ন্যায় কিছুতেই বিরত হইল না।

রাজা বায়ুবেগে ধাবমান কুঞ্জরকে দেখিয়া শিক্ষাবিষয়ে সন্দিহান হইয়া মহামাত্র সংযাতকে বলিলেন, এই গজটিকে তুমি ত বেশ আশ্চর্য শিক্ষিত করিয়াছ। দেখিতেছি যে শিক্ষাগুরুত্বও অঙ্কুশের বাধ্য না হইয়া বিমুখে ধাবিত হইতেছে। ইহার গতিবেগে বোধ হইতেছে যেন দিক্-মণ্ডলে ঘুরিতেছে ও পাদপগণ আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। ইহার পদবিন্যাসভারে পৃথিবী যেন অতিশয় নত হইয়া ঘুরিতেছে।

এরূপ সময়ে হস্তীটি প্রতিকূল হওয়ায়, দৈবপ্রতিকূলতায় পুরুষকার যেমন নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ আমাদের সমস্ত প্রযত্নই বিফল হইল। মহামাত্র সংযাত প্রভুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিক্ষাদানেরই দোষ হইয়াছে বুঝিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও সভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, দেব, এই হস্তীটিকে আমি সর্ববিধ কার্যেই আয়ত্ত করিয়াছিলাম, পরন্তু অদ্য করিণীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিকৃত হইয়াছে। কামবশ জন্তুরা কখনই উপদেশ নিয়ম সরলতা বা সাধুতা কিছুই স্মরণ করে না। রতিরসাপ্লুত বিষয়াভিমুখী বুদ্ধিকে গর্তোন্মুখী গিরিনদীর ন্যায় কেহই নিবারণ করিতে পারে না। আমরা হস্তীকে শিক্ষা দিয়া থাকি। কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রমেরই শিক্ষা দিতে আমরা সমর্থ। পরন্তু মানসিক শিক্ষাদানে মুনিরাও অক্ষম। এই হস্তী মূর্খ খলের ন্যায় কোনরূপ ক্লেশ গণ্য না করিয়া ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া কুমার্গে ধাবিত হইতেছে। মহারাজ, আপনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া ইহাকে সত্বর ত্যাগ করুন। যেহেতু ব্যসনাসক্ত দুর্জন স্বয়ং পতিত হয় ও অপরকেও পতিত করে।

রাজা সংযাতের কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত একযোগে একটি মহাতরুর শাখা অবলম্বন করিলেন। রাজা তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে পর গজরাজ গহনবনে অবগাহন করিয়া করিণীর সহিত সংমিলিত হইল।

অনন্তর সাতদিন যাবৎ করিণীর সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া শারীরিক শান্তি

সম্পাদন করতঃ স্বয়ং আসিয়াই বন্ধনস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইল। মহামাত্র সংযাত স্বয়মাগত হস্তীকে দেখিয়া নিজেরই শিক্ষার কৌশল জ্ঞান করিলেন ও অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, যে হস্তী অনুরাগজালে আকৃষ্ট ও অত্যন্ত কামাতুর হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে আমার শিক্ষাপ্রভাবে স্বয়ং আসিয়াছে। শল্লকীভূমির রসজ্ঞ সেই হস্তীটি এখন আমার সঙ্কেতের বাধ্য ও অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছে। এতদূর বিনীত হইয়াছে যে তপ্ত লৌহশলাকা গ্রহণ করিতে বলিলেও গ্রহণ করে। এই হস্তী কামরসাকৃষ্ট হইয়াই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা ইহার মদনজ্বর প্রশান্ত হইয়াছে এবং হস্তী পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। মহারাজ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণকে দমন করা যাইতে পারে। পরন্তু রাগমদমত্ত ও বিষয়সুখাভিমুখ মনকে দমন করা যায় না।

রাজা সংযাতের এইরূপ বাক্য শুনিয়া মনে মনে আলোচনাপূর্বক বলিলেন, সংযাত তুমি সত্য ও উচিত কথাই বলিয়াছ। ইহজগতে কি এরূপ কোনও লোক আছে যে চিত্তরূপ মত্তহস্তীকে প্রশমস্বভাবদ্বারা সংযমরূপ বন্ধনস্তম্ভে বদ্ধ করিতে পারিয়াছে।

রাজা এই কথা বলিলে পর দেবতাধিষ্ঠিত মহামাত্র সংযাত বলিলেন, মহারাজ, জগতের ক্লেশরাশি নিঃশেষরূপে উন্মূলন করিবার জন্য অনেক মহাপুরুষ উদ্যত আছেন।

যাঁহারা বিবেকালোকে আলোকিত, বৈরাগ্যে অতিশয় আগ্রহবান, শান্তি ও সন্তোষে বিশদ এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্, তাঁহাদিগকে বুদ্ধ বলা হয়।

সংযাতকথিত বুদ্ধ-নাম শ্রবণ করিয়াই সম্যক্-সম্বুদ্ধচেতা রাজার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত প্রনিধাণ হইল। রাজা কহিলেন, সংসাররূপ অপার পারাবারে নিমজ্জমান এই জগৎকে কিরূপে কুশলময় সেতু নির্মাণ করিয়া পারে লইয়া যাইব।

ইত্যবসরে বিশুদ্ধ বেশ ও বিশুদ্ধদেহধারী দেবতাগণ আকাশ হইতে বলিলেন, মহামতে, তুমি সম্যক্‌রূপে সম্বোধিসম্পন্ন হইবে। রজোগুণবর্জিত জাতিস্মর ও দিব্যচক্ষু রাজা দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্বভাব গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বিপুলসত্ত্বসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী মহারাজ প্রভাস সংসার-সাগরে মজ্জমান সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া নবোদিত (চিত্তোৎপাদ) জ্ঞান ও উৎসাহযোগে সর্বপ্রাণীর পরিগমনোপযোগী একটি কুশলময় সেতু নির্মাণ করিলেন।*

* মহারাজ প্রভাস ভগবান বুদ্ধের আদি জন্ম বলিয়া মহাযানী বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন।



দ্বিতীয় পল্লব
শ্রীসেনাবদান

যাঁহারা চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় পরোপকারার্থে ছেদন ঘর্ষণ ও দহন পর্যন্ত অক্লেশে সহ্য করিয়া থাকেন, ঈদৃশ পুণ্যশীলগণই ইহজগতে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

অবিষ্টা নামে নানাগুণে গণনীয়া এক পুরী আছে। শক্রনগবী অমরাবতীও তাহাব সহিত স্পর্ধা করিয়া গরীয়সী হইতে পারে না। সেই অরিষ্টা নগরীতে বত্নাকরের ন্যায় সমগ্র গুণরত্নের আকর অতি বিখ্যাত শ্রীসেন নামে এক বাজা ছিলেন। পরোপকারে অতিশয় আসক্ত চতুর ও সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী শ্রীসেনের প্রভাবে সর্বদিগবর্তী-প্রজাগণ অনুরক্ত ছিল। ইনি প্রভূত দানজনিত কল্পবৃক্ষসদৃশ শুভ্র যশ-দ্বারা ও মদস্রাবী বহুগজ-দ্বারা জগৎ শোভিত করিয়াছিলেন। ইনি কলাবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেও সরল ছিলেন, সরল হইয়াও মহামতি ছিলেন এবং মহামতি হইয়াও বঞ্চক ছিলেন না। অধিক কি, প্রজাগণের মহাপুণ্যেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সূর্যদেব যাবৎকাল উত্তাপ প্রদান করিবেন ও পবনদেব যাবৎকাল প্রবাহিত থাকিবেন, তাবৎ পর্যন্ত তাঁহাব কীর্তি ও আজ্ঞা অপ্রতিহত থাকিবে। সন্ধিবিগ্রহাদি ষডগুণশাস্ত্রে পরম ব্যুৎপন্ন ও ব্যায়াম বিদ্যায় সুপটু দ্বাদশ সহস্র মন্ত্রিগণ তাঁহার পর্যুপাসনা করিতেন। পরমধার্মিক শ্রীসেনের রাজ্যকালে প্রজাগণ সকলেই সুকৃতী ছিল। কামিনীগণ ও প্রজাগণ ভর্তৃসদৃশই হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে তদীয় প্রজাগণ সকলেই স্বর্গগামী হইয়াছিল এবং তাঁহাদের বিমান পরম্পরায় শক্রনগরীর পথ দুঃসঞ্চার হইয়াছিল।

দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গলোকে মনুজগণের অত্যধিক সমাগম দেখিয়া রাজা শ্রীসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীসেন আশ্চর্য দানশীল। ইনি বসুধার সমস্ত সম্পদই নিত্য দান করেন। এই কল্যাণস্বভাব শ্রীসেনের দানপ্রভাবে আমাদের মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব আমি মায়াবিধান দ্বারা ঐ দৃঢ়চিত্ত ও মহানুভব শ্রীসেনের ধৈর্য পরীক্ষা করিব।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে রূপ পরিবর্তন করিয়া মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবসরে প্রজাকার্য পর্যালোচনাপরায়ণ ও রাজ্যরক্ষাগুরু মহামতি মন্ত্রী রাজাকে বলিয়াছিলেন, রাজন্ আপনি কোনরূপ দম্ভ না করিয়া রাজ্যশাসন করায় অতিশয় যশস্বী হইয়াছেন। আপনার অকপট দান দেখিয়া দেবরাজও লজ্জিত হইতেছেন। অন্যের গুণাধিক্য ও নিজের গুণহীনতা দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি মাৎসর্যপরায়ণ না হয়। ঈর্ষ্যাপরায়ণ ব্যক্তি প্রায়ই পরের উৎকর্ষ দেখিয়া মর্মাহত হয় এবং মহতের পুণ্যধর্ম দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। আপনি সর্বস্বদান ও মর্যাদাদানে অভিলাষুক হইয়াছেন, কিন্তু পুত্র, দারা ও আত্ম-দানে সংকল্প করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য হইয়াছে। আমি রাত্রিকালে অতি দারুণ ও ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিতে পাই। তাহাতে অতি ভয়াবহ জগতের চূড়ামণির পতন সূচিত হইতেছে। তত্ত্ববাদী দৈবজ্ঞগণের মুখেও অতি দুঃসহ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে পৃথিবীপাল নিজ শরীরও দান করিবেন। আপনি শরীর দান করিলে সমুদয় অর্থিগণই নিষ্ফল হইবে। যেহেতু সর্বপ্রদ আপনাতেই কল্পবৃক্ষগণ অবস্থান করিতেছেন। অতএব হে মহীপাল, ঈদৃশ দানসাহস হইতে বিরত হউন। আপনার দেহই প্রজাগণের আয়ত্ত রক্ষারত্নস্বরূপ।

রাজা শ্রীসেন মন্ত্রিবর কথিত ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যদ্বারা অধরকান্তি অধিকতর ধবল করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মন্ত্রিবর, আপনি মন্ত্রীর উচিত হিতবাক্যই বলিয়াছেন, পরন্তু আমি অর্থিজনের বৈমুখ্যজনিত সন্তাপ কখনই সহিতে পারিব না। যাচকগণ দেহি বলিলে যাহারা নিষেধ বাক্যে কঠোরতা প্রকাশ করে, তাহারা সজীব হইলেও মৃত বলিয়া গণ্য হয়। যাচক, ইহার নিকট আমি এইটি পাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়া যাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার বাঁচিয়া থাকায় ফল কি? যে ব্যক্তির মন আর্তজনের সন্তাপ শ্রবণ করিয়াও শীতল থাকে, ঈদৃশ নিষ্করুণ পুণ্যহীন জনের জন্মে ধিক্। এ দেহ বিনশ্বর বলিয়া প্রার্থনীয় না হইলেও যদি কখনও কোথাও কাহারও উপকারে লাগে, এজন্যই সজ্জনের প্রীতিপাত্র। অমাত্য সত্ত্বশালী নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবিতব্যতাকেই অচলা বিবেচনা করিলেন এবং কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না।

তৎপরে একদিন একটি বেদাধ্যাপক মুনি রতিপতির রতিসদৃশী ও চিত্তমৃগের বন্ধনজালস্বরূপা যদৃচ্ছাগতা লীলাবিহারী রাজা শ্রীসেনের জায়া জয়প্রভাকে দূর হইতে নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিয়াছিলেন। পরম ধীর মুনি পূর্বজন্মের অভ্যাস সম্বন্ধ ও স্নেহবশতঃ পরিচিতার ন্যায় জয়প্রভাকে দেখিয়া ধৈর্য ধারণ

করিতে পারে নাই। তিনি বীতস্পৃহ হইলেও তাঁহার মন বাসনায় উল্লসিত হইয়া মুক্তিপথ পরিত্যাগপূর্বক অভিলাষ-ভূমিতে গমন করিল। এই পূর্বজন্মবাসনা সতত প্রীতিতন্তুদ্বারা অনুস্যূত থাকে এবং কাহাকেও কখন পরিত্যাগ করে না। এমন সময়ে তাঁহার এক শিষ্য অধ্যয়নব্রত সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য সেই আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, গুরুদেব দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

মুনিবর শিষ্যকে বলিলেন, আমি বনবাসী। আমার কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি তুমি যদি আগ্রহ কর, তাহা হইলে আমার কি ইচ্ছা শুন। মহারাজ শ্রীসেনের মহিষী জয়প্রভাকে যদি লাভ করিয়া আমাকে দিতে পার, তাহা হইলেই আমার দক্ষিণা দেওয়া হইবে। শিষ্য গুরুকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত-মানস হইলেন এবং নিতান্ত অসম্ভব প্রার্থনায় অত্যন্ত সংশয়াকুলিত হইলেন। অনন্তর শিষ্য অর্থিগণের জন্য সততই অবারিতদ্বার মহারাজ শ্রীসেনের বিশ্রম্ভভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য নিতান্ত অলভ্য বস্তুর প্রার্থনা করিতে গিয়া দৈন্য ও চিন্তায় ক্লিষ্টমনা হইয়া মুখমণ্ডল নত করিয়া মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। মহীপতি শ্রীসেন ঐ মুনিশিষ্যকে অর্থিরূপে সমাগত দেখিয়া চন্দ্রোদয় কালে সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত প্রহৃষ্ট হইলেন।

মহারাজ তাঁহাকে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি চাহেন? মুনিশিষ্য নিতান্ত অনুচিত প্রার্থনা বশতঃ লজ্জায় গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, মহারাজ, আমি পূর্বে কখনও কাহারও নিকট প্রার্থনা করি নাই। সম্প্রতি গুরুদক্ষিণার জন্য আমি অর্থিকল্পতরু আপনার নিকট অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। রাজন্, আমার বিদ্যাব্রত পূর্ণ হইয়াছে। গুরুদেব ভবদীয় মহিষী জয়প্রভাকে দক্ষিণারূপে অভিমত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি যদি পারেন ত দান করুন। মুনিশিষ্য এই কথা বলিলে সহসা মহীপতির মন স্নেহ ও দান-রসে আবিদ্ধ হইয়া দ্বিধাভূত হইয়াছিল।

অনন্তর মহারাজ অগ্রবিস্তারী দন্তজ্যোতিরূপ স্বচ্ছ বস্ত্র দ্বারা দ্বিজকে আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, এই আমার দয়িতাকে গ্রহণ করুন। আপনার গুরুর অভিলষিত বস্তু আমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই দান করিলাম। আমার মন বিয়োগে ভীত হইয়াছিল, কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

মহারাজ এই কথা বলিয়া গুরুতর বিয়োগদুঃখাগ্নি কর্তৃক নিবারিত হইলেও এবং কামসহকৃত বহুকালপ্রবৃদ্ধ স্নেহকর্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও প্রাণপ্রতিমা প্রাণপ্রিয়া রাজীবলোচনা এবং এ কি হইল এই বলিয়া ভয়ে হরিণীর ন্যায় তরলেক্ষণা, হৃদয়-

দয়িতাকে তৎক্ষণাৎ মুনিশিষ্যকে প্রদান করিলেন। ত্যাগশীল মহারাজ এইরূপে মহিষীকে প্রদান করিলে পর সমুদ্রমেখলা পৃথিবীও যেন ত্যাগভয়ে কম্পিত হইলেন। ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি দেবগণ যাহার জন্য দেহে অতি দুঃসহ দুর্দশা সহ্য করিয়াছেন, ঈদৃশ প্রেয়সী কাহার না প্রীতিপাত্র হয়। প্রেয়সীর জন্য কেহ বা সুশীলতা, কেহ বা ধনসম্পদ, কেহ বা ধর্ম, কেহ বা তপস্যা, কেহ বা লজ্জা, কেহ বা দেহ পর্যন্ত দান করিয়া থাকেন। যাহা অনুরাগসর্বস্ব পুরুষের জীবনের জীবন, সেই বস্তুই দানকালে মহাসত্ত্ব ব্যক্তির নিকট তৃণবৎ গণ্য হয়। মুনিশিষ্য রাজমহিষীকে গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে বিরহাকুলিত মহারাজ মনোভবের ন্যায় বিরহীর সুখদ্বেষী হইয়াছিলেন।

মুনিবর শিষ্য কর্তৃক আনীত জীবন্মৃতসদৃশা রাজমহিষীকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন ও অত্যন্ত অনুতাপ করিয়া নিজের অনুচিত কার্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো আমি বালকের ন্যায় চপলতাবশতঃ আপনাকে নিঃসংশয়ে অযশঃপঙ্কে নিক্ষিপ্ত করিয়াছি। ইনি ধার্মিকা, প্রজাগণের জননীস্বরূপা, বর্ণ ও আশ্রমের গুরু রাজার মহিষী। আমি নিতান্তই অধার্মিক, যেহেতু ইহাকে দুঃখানলে নিক্ষেপ করিয়াছি। কেন আমি সুশীলতার মুখাপেক্ষা করিলাম না, কেন বা সংযমের বিষয় স্মরণ করিলাম না, কেন আমি বৈরাগ্যকেও গণ্য করি নাই, কেনই বা বিবেকের দিকে দেখি নাই। অহো, নির্বিচারকজনের মন কিরূপ সন্মার্গ-বিমুখ ও অসংযমমদে মত্ত হইয়া অপথগামী হয়।

মুনিবর এইরূপ চিন্তা করিয়া লজ্জায় হীনপ্রভ হইলেন ও রাজদয়িতার নিকট আগমন করিয়া বিনতবদনে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ সমাশ্বস্ত হও, শোক করিও না। এটা নিতান্তই ভবিতব্যতা। যেহেতু তোমার ঈদৃশ ক্লেশ ও আমার এরূপ দুর্নীতি প্রকাশ হইল। এই তীরতরুতলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া এখনই তুমি আত্মীয়গণ সহকারে নিজধামে যাইবে।

মুনিবর এই কথা বলিলে মহিষী যেন অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সিক্ত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং ভয় ও সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিলেন। দাতার এতাদৃশ ত্রিদিবব্যাপী অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া দেবরাজ বাসব রাজার সত্ত্ব ও দয়া জানিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাসব এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীরের অধোভাগ বিজনবনে ব্যাঘ্র কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; তদীয় চারিটি পুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ধরিয়া আছে; তাঁহার দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতেছে এবং নাড়ীগুলি

ঝুলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার জীবন যায় নাই। পাপ যেন তাঁহাকে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। অর্থবান ব্যক্তি যেমন লুব্ধ রাজা ও চৌর হইতে সমুত্থিত অনর্থে বেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ তাঁহার চতুর্দিকে আমিষগন্ধে আকৃষ্ট মাংসাশী জন্তুগণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বাসব এইরূপ বীভৎসাকার ধারণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক কারুণ্য ও দৈন্যদুঃখ প্রকাশ করিয়া পুরবাসীগণের ভ্রম ও বিস্ময়ের হেতু হইয়াছিলেন। তিনি মূর্তিমান্ শোক ও মূর্তিমান ত্রাসের ন্যায় সহসা পুরযোষিদ্-গণের ভয় ও ক্লেশ বিধান করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি যাচকসন্দর্শনস্থানে স্থিত মহারাজ শ্রীসেনের সম্মুখে পুত্ররূপধারী দেবতা চারিজন কর্তৃক নীত হইয়া স্থাপিত হইলেন। তত্রত্য জনগণ এতাদৃশ বিষমক্লেশ বিহ্বল জীব দেখিয়া মুখ কুঞ্চিত করিয়া নয়ন মুদিত করিল। তখন তিনি কম্পবিহ্বল দক্ষিণবাহু উত্তোলন করিয়া ও ব্যথায় স্খলিতাক্ষর হইয়া রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, আপনার মঙ্গল হউক; আমি মহাপাপী ব্রাহ্মণ ঈদৃশ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে করুণানিধে, আমার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করুন। আমি ঘোর বনে ব্যাঘ্রকর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু এই গুরুতর দুঃখ আমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। এই বিপৎকালে প্রাণ তীব্রক্লেশ সহ্য করিয়াও সজ্জন সুহৃদের ন্যায় আমায় ত্যাগ করিতেছেন না। যদি কেহ দেহার্ধ ছেদন করিয়া দান করে, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়। আকাশ-দেবতা আমায় এই কথা বলিয়াছেন। হে করুণানিধে, ইহজগতে কে নিজ জীবন দান করে? লোকে প্রায়শই নিজসুখান্বেষী ও পরার্থবিমুখ হইয়া থাকে। আপনি সর্বদাই সকল বস্তু দান করিয়া থাকেন ও আপনি দীনজনের পরমবন্ধু, এমন কি দেহদানেও আপনি কাতর নহেন; একারণ আপনার শরণাগত হইয়াছি। ইহজগতে একমাত্র আপনিই সুকৃতপাদপ স্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছেন; সেহেতু আপনার দান অকপট ও সমাদরযুক্ত। এইরূপ দানেরই ফল হয়। হে বদান্য প্রধান, আপনার অন্যান্য গুণকীর্তন করা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র দানই আপনার পুণ্যের ঢক্কা জগতে বাজাইতেছে। ভাবদ্বিধ বিপন্নজনের দুঃখমোচনের দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিকে বিপৎকালে লাভ করা পুণ্য ব্যতিরেকে ঘটে না। দক্ষিণ পবনের ন্যায় অমন্দানন্দদায়ক ও হরিশ্চন্দ্রসদৃশ শীতল সরল ও উদার সজ্জনগণ লোকের সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন। পূর্ণেন্দুসদৃশ ত্বদীয় বদন হইতে সমুদিতা জ্যোৎস্নার ন্যায় পীযূষবর্ষিণী বাণী লোকর জীবন দান করে।

কপটরূপী বাসব এইরূপ বাক্য বলিলে পর রাজার হৃদয়ে সহসা তদীয় ব্যথা

সংক্রামিত হইল। তখন তিনি সম্মোহমূর্ছিত ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি আশ্বস্ত হও। প্রাণবিয়োগজনিত ভয় ত্যাগ কর; হে দ্বিজ, আমি কোন বিচার না করিয়াই শরীরার্ধ দান করিতেছি। ধন্য জনেরই এই নশ্বর দেহ পরোপকারার্থে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ দেহ ক্ষণস্থায়ী; ইহা যত্ন করিয়া রাখিলেও কখনই অক্ষয় হয় না।

রাজা এই কথা বলিলে পর মহামাত্য-মহামতি বজ্রাহতবৎ কম্পিতমানস হইয়া বলিলেন, অহো, মহারাজ সাংসাভ্যাসবশতঃ মহাক্লেশ সহ্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রজাগণের নিশ্চয়ই পুণ্যক্ষয় হইয়াছে, যেহেতু প্রভু হিতকথাও গ্রহণ করিতেছেন না। মহারাজ, আপনার ন্যায় প্রজাগণের মঙ্গলবিধানে সমর্থ গুণী রাজা অন্য কে আছে! যেহেতু ভৃত্যগণ ভক্তিভরে কেবল আপনার গুণগান করে, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াও নিজ কর্তব্য করিয়া থাকেন। রাজা প্রায়শই গজের ন্যায় মুদিত নয়ন হইয়া থাকেন। প্রজাহিত করিবার চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। পরন্তু আপনার ভৃত্যগণের কিরূপ সুখ-সম্পদ, তাহা গণনা করিয়া দেখুন। আপনি ত চিরকালই বিনয়বাদী ও অল্পবাদীর বাক্য মধুমঞ্জরীর ন্যায় সমাদরের সহিত কর্ণে গ্রহণ করেন। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন রাক্ষস বা পিশাচ হইবে, ব্রাহ্মণের আকার গ্রহণ করিয়াও রক্ষারত্নস্বরূপ আপনার দেহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ইহা যদি ইহার একটা মহীয়সী মায়া না হইবে, তাহা হইলে ছিন্ন দেহে ক্ষণকালের জন্যও কিরূপে জীবন আছে। আপনি কোন বিচার না করিয়াই দুগ্রহবশতঃ এই পুণ্যকর্ম করিতেছেন। কিন্তু ইহা কেবল আত্মপীড়াদায়ক। পরকালেও ইহাতে সুখ নাই। যাহা দিতে পারা যায়, তাহাই লোকে দিয়া থাকে। অসম্ভব বস্তু কখনও কেহ দিতে পারে না। সর্বস্বদান ও দেহদান প্রভৃতি কথা প্রবাদেই শোভা পায়। ইনি বড় দাতা, ইনি আর্যগণকে মণি-মুক্তাদি দান করেন, এ-কথাটা দূর হইতেই শুনিতে ভাল। কিন্তু সেই দাতার নিকট গিয়া সকল অর্থির সকল বস্তু লাভ ঘটে না। মহারাজ, আপনি প্রজাগণের জীবনস্বরূপ ও অর্থির পক্ষে চিন্তামণিস্বরূপ। অতএব অন্যের জীবন দ্বারাও আপনার জীবন রক্ষা করা উচিত। হে দেব, দয়া করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এরূপ দুঃসাহস কার্য করিবেন না। সামান্য একখণ্ড কাচের জন্য কেন আত্মবিক্রয় করিতেছেন।

অমাত্যপুঙ্গব মহামতি এই কথা বলিয়া রাজার পায়ে পতিত হইলেন। তথাপি রাজা শরীরদান সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না।

তখন রাজা সপ্রণয় হাস্য দ্বারা দশনকান্তি বিকীর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,- বোধ হইল যেন জীবনের প্রতি মমতাবশতঃ যে মোহান্ধকার বিদ্যমান ছিল, তাহা পরিহার করিলেন। মন্ত্রিবর, তুমি কেবল ভক্তিযুক্ত বাক্যই বলিতেছ। পরন্তু আমি এই ব্রাহ্মণের প্রাণসংশয় সহ্য করিতে পারিব না। অর্থি বিমুখ হইলে আমার অন্তরে যে সন্তাপ হইবে, তাহা অতি শীতল হার, তুষার কোমল মৃণালচন্দ্র বা চন্দন দ্বারাও শান্ত হইবে না। হে সুমতি, যে কোন প্রকারেই হউক আমি সকলের দুঃখ মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। অতএব ইহাতে তোমার বাধা দেওয়া উচিত নহে। পূর্ব জন্মেও আমি দান করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার কোনও ক্লেশ হয় নাই। আমি সম্বোধি-চিত্ত দ্বারা অতীত বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করিতেছি। পূর্বে আমি ক্ষুধার্তা এক ব্যাঘ্রীকে নিজ শাবক ভক্ষণে উদ্যত দেখিয়া সেই শাবকের রক্ষার জন্য অবিচারে নিজ শরীর দান করিয়াছিলাম। আমি শিবিজন্মে এক অন্ধকে নিজ নেত্রদ্বয় দিয়াছিলাম এবং দেহদান করিয়া শ্যেন পক্ষী হইতে ভয়াতুর কপোতকে রক্ষা করিয়াছিলাম। চন্দ্রপ্রভ জন্মে আমি রৌদ্রাক্ষকে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলাম; এবং অন্যান্য জন্মেও আমি সর্বস্ব পুত্রদারাদি দান করিয়াছি।

রাজরূপী বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিলে পর অমাত্যবর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তৎকালে তিনি সজীব কি নির্জীব ছিলেন, তাহা বুঝা যায় নাই।

অলঙ্ঘ্যশাসন রাজা পল ও গণ্ড নামক দুই ব্যক্তিকে ক্রকচদ্বারা নিজদেহ ছেদন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তাহারা শোকে বিবশাঙ্গ ও ইন্দ্রের মায়ায় মোহিত হইয়া অতিকষ্টে রাজার দেহচ্ছেদে উদ্যত হইল। নির্বিকার নৃপতির দেহার্ধ কঠিন ক্রকচ ধারায় বিদার্যমান হইলে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। তখন আকাশ হইতে রক্তবর্ণ উল্কাপাত হইল, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল এবং ঘন ঘন তারকাপাত হইল। বোধ হইল যেন আকাশ অশ্রুপাত করিয়া সশব্দে রোদন করিতেছে। সূর্যদেব ঈদৃশ অভাবনীয় রাজার দুর্দশা দর্শন করিয়া তীব্র দুঃখ সহ্য করিতে না পারায় ঝটিতি ধূলিরূপ পটের দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।

প্রজানাথ শ্রীসেন ক্রকচদ্বারা আক্রান্তদেহ হইলে সমস্ত প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল; এবং এই শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিগ্বধূগণও কাঁদিলেন।

দ্বিজাকারধারী ইন্দ্র রাজার ঈদৃশ মহাসত্ত্ব অবলোকন করিয়া বিস্ময় ও পশ্চাত্তাপে আক্রান্তচিত্ত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, অহো মহামতি রাজা শ্রীসেনের মন কি করুণার্দ্র ও কোমল। ইনি পরের জন্য বজ্র অপেক্ষাও কঠিন

হইয়া এত ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। অহো, মহাত্মা ব্যক্তির চরিত্র সাগর অপেক্ষাও আশ্চর্যজনক। অহো, মহাসত্ত্ব রাজার কি বিপুল সত্ত্বগুণ যে, প্রাণ গমনকালেও বিপৎকালে সাধুজনের ন্যায় ইহার মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইতেছে না।

ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় মহারাজ শ্রীসেনের নাভিদেশ হইতে শরীরের অধঃস্থ অর্ধভাগ ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তিনি দ্বিধাভূতদেহ হইয়াও হর্ষময় ও উৎসাহময় ছিলেন এবং সর্ব প্রাণীর পরিত্রাণকারী সত্ত্ববলে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে শরীরার্ধ যোজনা করিয়া ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণদেহ লাভ করিলেন এবং স্বচ্ছচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, অহো মহারাজ, তুমি যথার্থই রজোগুণ বর্জিত। এই অকপটভাবে দেহ দান করাতে তোমার যশ বিশেষরূপে বিখ্যাত হইল। তোমার মনের বিমলতার সদৃশ কোন বস্তু সৃষ্টি না করায় বিধাতা মূর্খতা করিয়াছেন। যেহেতু ইহার উপমা খুঁজিয়া পাইতেছি না। উন্নত ব্যক্তি ইক্ষুকাণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত, সরল ও মধুরাশয় হইয়া থাকেন। আপনি পরের জন্য কর্তিত হইয়া দুঃসহ পীড়া সহ্য করিতেছেন।

ব্রাহ্মণাকারধারী ইন্দ্র রাজা শ্রীসেনকে এই কথা বলিয়া সুধাকে স্মরণ করিলেন ও তদ্দ্বারা রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন। তৎপরে পুরন্দর নিজ আকার প্রকট করিয়া ও রাজার দেহার্ধ সংযোজন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে প্রশংসা করিলেন। তখন আকাশ হইতে শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাশির বৃষ্টি হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন তৎকালে পৃথিবীর হর্ষজনিত হাস্যবিকাশ হইয়াছিল।

ইত্যবসরে পূর্বোক্ত মুনি তদীয় প্রিয়া মহিষী জয়প্রভাকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নিজকীর্তিসদৃশ বিরুদ্ধ ও পবিত্রচরিত্রা পত্নীর সহিত সঙ্গত মহারাজ শ্রীসেন ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, এরূপ পরাভবেও তাঁহার কোনরূপ বিকার হয় নাই।

তৎপরে দেবরাজ জম্বুদ্বীপমধ্যে বিশ্বকর্মানির্মিত রত্নবর্মী সিংহাসনে দয়িতাসহ মহারাজ শ্রীসেনকে অভিষিক্ত করিয়া প্রসন্ন করিলেন। তাঁহার দান-পুণ্য সমুদিত কুশল প্রজাবর্গে পরিব্যাপ্ত হইল। সংসারস্থ প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য উদ্যত মহারাজ শ্রীসেন সম্যক্-সম্বোধিতে প্রবুদ্ধমনা হইয়া প্রমুদিত হইয়াছিলেন।

দেবরাজ মহারাজ শ্রীসেনের মৈত্রীসম্পন্ন, করুণার্দ্র ও সত্ত্বপ্রধান বিশুদ্ধ চিত্ত এবং বিপন্নের দুঃখমোচনার্থে আত্মদান অবলোকন করিয়া হর্ষাতিশয়ে আপ্লুতনয়ন

ও লজ্জিত হইয়া নিজপুরী অমরাবতীতে গমন করিলেন। মহারাজের যশে অমরাবতী পূর্ণ হইল।

পুলকিতাঙ্গ দেববৃন্দ ও সিদ্ধ যক্ষ এবং উরগগণ কর্তৃক অভ্যর্চ্যমাণ প্রভাব সর্বভূতের রক্ষাকারী ভগবান বোধিসত্ত্ব এইরূপে পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিয়া অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ জিন পূর্বাবতার সংবাদকালে দানের উৎকর্ষ উদাহরণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণের উপদেশার্থ এই কথা বলিয়াছিলেন।



তৃতীয় পল্লব
মণিচূড়াবদান

জগৎসৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুত, যেহেতু মকর প্রভৃতি হিংস্রজন্তুসমাকুল সমুদ্রমধ্যেই (মহামূল্য) মণিমুক্তাদির উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্রূপ (দুঃখশোকাদিসমাকুল) এই সংসারেও বিখ্যাত পুণ্যবান পুরুষরত্ন উদ্ভূত হন।

সুধাধবল অট্টালিকা সমূহের প্রভাপ্রবাহে কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পৃথিবীর সৌভাগ্যতিলকস্বরূপ সাকেত নামে একটি নগর আছে। ঐ নগরে সজ্জনের সেব্য, প্রভাময় ও সত্ত্বময়, গঙ্গার ন্যায় নির্মলমনা এবং তীর্থসদৃশ পবিত্র পুণ্যকর্মা লোকসকল বাস করেন। যশঃ-দ্বারা কুসুমিত ও পুণ্যসৌরভে সুরভিত সুকৃতের উদ্যান-সদৃশ ঐ নগরে বাস করিয়া পুরবাসিগণ নন্দনকানন বাসের সুখভোগ করেন। এই নগরে প্রভূত গুণরত্নের উৎপত্তিস্থান মহোদধিস্বরূপ ও যশোরূপ চন্দ্রের উদ্ভবস্থান হেমচূড় নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি সততই সজ্জন সঙ্গদ্বারা কলিকালদোষ হিংসা-প্রবঞ্চনাদি দূরীভূত করিয়া সত্যযুগের ন্যায় প্রজাগণকে ধর্মচারী করিয়াছিলেন। ইনি ক্ষমাসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ও বিজিতেন্দ্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অহিংসাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র অভয় দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাবসম্পন্ন হইলেও নিরহঙ্কার, বিভবধান্ হইলেও প্রিয়ভাষী, শক্তিশালী হইলেও ক্ষমাশীল, এবং যৌবনেও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতি, উন্নতিশীল, শূর ও চন্দ্রবৎ কমণীয়, এবং সজ্জনের পক্ষপাতী অথচ নিরপেক্ষ রাজা হওয়ায় বিস্ময়কর হইয়াছিলেন।

সেই অদ্বিতীয় রাজা হেমচূড়ের দুইটি প্রধান আভরণ ছিল; একটি ত্যাগপূর্ণ কারুণ্য ও অপরটি পুণ্যশ্রীর সম্যক্ বিকাশ। লক্ষ্মীর আবাসস্থান রাজা হেমচূড়ের প্রভাবশ্রীর ন্যায় নির্দোষা ও অভ্যুদয়োৎসুকা কান্তিমতী নামে পরমপ্রিয়া মহিষী ছিলেন।

মহিষী কান্তিমতী প্রভুগুণদ্বারা নীতির ন্যায়, দানদ্বারা সম্পত্তির ন্যায় ও সুশীলতা দ্বারা সৌন্দর্যের ন্যায় রাজা হেমচূড় দ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ হেমচূড়ও স্বর্গপুরীর শোভাদ্বারা মেরুপর্বতের ন্যায় বিখ্যাত যশোমতী মহিষী কান্তিমতী দ্বারা অধিকতর শোভিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে মহিষী কান্তিমতী, ত্রিভুবনস্থ পদ্মের অভ্যুদয়ের জন্য অদিতি যেরূপ দিবাকরকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরম কল্যাণনিলয় গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেরূপ অগ্নিদ্বারা শোভিত হয় ও সমুদ্রের তটভূমি যেরূপ চন্দ্রকিরণ দ্বারা শোভিত হয় এবং ব্রহ্মার নাভিপদ্ম যেরূপ ভগবান্ গোবিন্দ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল, মহিষী কান্তিমতীও গর্ভদ্বারা তদ্রূপ শোভিত হইয়াছিলেন।

রাজা তদীয় গর্ভ দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া মহিষীর ইচ্ছানুসারে সমস্ত প্রার্থিগণকে বাঞ্ছিতের অধিক ধন দান করিয়াছিলেন। রাজা পুনঃপুনঃ দোহদ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে পর শুভগর্ভা মহিষী সরস্বতীর ন্যায় স্বয়ং সদ্ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। পুণ্যরূপ মণিপরিপূর্ণ বিধিসম্বন্ধ ধর্মরূপ নিধি সুরক্ষিত হইলে উহা বিপদ ও বিপুল দুঃখ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অতি দুর্গম পরলোকমার্গের পথিক ও সংসারস্থিত দুঃখতাপে তাপিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্মসদৃশ স্নিগ্ধ ও ফলপূর্ণ মহান ছায়াবৃক্ষ অন্য আর নাই। ধর্মই অন্ধকারে আলোকস্বরূপ। ধর্মই বিপদ বিষের নাশক মণিস্বরূপ। ধর্মই যাচকের পক্ষে কল্পতরুস্বরূপ। ধর্মই পতনকালে হস্তাবলম্বনস্বরূপ। ধর্মই জগজ্জয়ের রথস্বরূপ। ধর্মই পথিকের অবলম্বন পাথেয় স্বরূপ। ধর্মই দুঃখ ও ব্যাধির মহৌষধ। ধর্মই সংসারে ভয়োদ্বিগ্ন জনের আশ্বাসক। ধর্মই তাপনাশক চন্দনকাননস্বরূপ। ধর্ম ব্যতীত সজ্জনের স্থিরপ্রেমা অন্য বান্ধব আর নাই।

রাজা মহিষীর এই প্রকার ধর্মধবল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবন ও জনমধ্যে একমাত্র ধর্মকেই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে মহিষী কান্তিমতী, আকাশ যেরূপ চন্দ্রকে প্রসব করে; তদ্রূপ জগতের তিমিরনাশক একটি কুমার প্রসব করিলেন। এই বালকের মস্তকে স্বাভাবিক অলঙ্কারস্বরূপ একটি মণি সংযুক্ত ছিল। উহা তাহার পূর্বজন্ম সংসক্ত বিবেকের ন্যায় নির্মল ছিল। বালকের মস্তকস্থিত পুণ্যময় সেই সুন্দর মণিটি এত উজ্জ্বল ছিল যে তাহার প্রভায় রাত্রিকালও দিনের আকার ধারণ করিয়াছিল। বালকের মস্তকস্থিত ঐ উষ্ণীষমণি হইতে প্রস্রুত অমৃতবিন্দুর সম্পর্কে লৌহ সুবর্ণ হয় ও তাপের শান্তি হয়। রাজা জাতিস্মর ঐ শিশুটির বাক্যানুসারে তদীয় উষ্ণীষ মণির রসসম্পর্কে উদ্ভূত সমস্ত সুবর্ণই সর্বদা অর্থিদিগকে দান

করিতেন। দেবতাগণ ঐ কুমারের জন্মকালে আকাশে পুষ্প রত্ন ধ্বজ ছত্র পতাকা ব্যজন ও অংশুকমণ্ডিত একটি পুরী প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন।

রাজা উজ্জ্বলকান্তি ও সর্ববিদ্যায় সুনিপুণ ঐ কুমারের মণিচূড় নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ সুন্দরাকৃতি কুমার উৎপন্ন হইয়া চন্দ্র যেরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে, তদ্রূপ পিতার মনকে হর্ষামৃত দ্বারা উচ্ছলিত করিয়াছিল। তদীয় জননী কান্তিমতী ইন্দ্রাণী যেরূপ জয়ন্ত নামক পুত্রের দ্বারা ও পার্বতী যেরূপ কার্তিকের দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ সুকুমার কুমার দ্বারা অধিকতর শোভিত হইয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে রাজা হেমচূড় পুণ্যময় সোপানদ্বারা স্বর্গধামে আরূঢ় হইলে মণিচূড়ই রাজা হইয়াছিলেন। অর্থীর পক্ষে চিন্তামণিসদৃশ মণিচূড়ের দানপ্রভাবে তদীয় রাজ্য পুণ্যময় ও সুখময় হইয়াছিল। তদীয় প্রজাগণের মধ্যে কেহই আর্ত বা যাচক ছিল না। রাজা মণিচূড়ের ভদ্রগিরি নামে একটি প্রকাণ্ড হস্তী ছিল। ঐ হস্তীটিও প্রভুর ন্যায় দানার্দ্রকর ছিল অর্থাৎ তাহার শুণ্ড হইতে অজস্র মদস্রাব হইত।

একদা ভৃগুবংশীয় ভবভূতি নামক মুনি লাবণ্যময়ী সুমুখী মূর্তিমতী তদীয় প্রতালক্ষ্মীর ন্যায় একটি দিব্যকন্যা সঙ্গে লইয়া রাজ সভান্বিত জগতীপতি হেমচূড়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ কন্যা তদীয় কুচদ্বয়ের সমধিক উন্নতিরূপ অবিবেক দ্বারা ও চরণ পদ্মদ্বয়ের সমধিক রাগদ্বারা এবং নেত্রদ্বয়ের চপলতাদ্বারা অতিলজ্জিতা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজা তপঃশ্রী-সদৃশ ঐ কন্যাসমন্বিত মুনিবর ভবভূতিকে আসন দানাদি দ্বারা সমাদর করিয়া যথোচিত পূজা করিয়াছিলেন। ঐ কন্যাটিও ধীর গম্ভীর অথচ সুন্দর রাজাকে অবলোকন করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প, পরপীড়া নিবারণার্থে করুণা পরতন্ত্র হইয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পাপনাশক এতদীয় চূড়ারত্নের কিরণ দ্বারা যেন দশদিকে কুঙ্কুমবর্ণে রক্ষালিপি লিখিত হইতেছে। আহা দোদুল্যমান চামর দ্বারা কি শোভা হইয়াছে। বোধ হয় যেন জগতের উদ্ধারের নিমিত্ত সোচ্ছ্বাস সত্ত্বগুণ বিকীর্ণ করিতেছেন। আহা ইনি কি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী রত্নহার পরিধান করিয়াছেন। বোধ হয় নাগরাজ বাসুকি পাতাললোকের বিপৎশান্তি কামনায় ইহার সেবা করিতেছেন। কি সুন্দর আজানুলম্বিত বাহু! ইনি এই বাহুদ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং চিত্তে প্রচুর ক্ষমাগুণও ধারণ করিয়াছেন। কন্যাটি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং তাহার প্রতি অভিলাষিণী হইলেন।

মুনিবর ভবভূতি কুরঙ্গনয়না অনঙ্গের জীবনীশক্তিস্বরূপা। ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মহারাজ হেমচূড়কে বলিলেন, জগজ্জনের নয়নরূপ শতদলপদ্মের বিকাশকারী আপনি ও ভগবান্ সূর্য এই দুইজন দ্বারাই জগজ্জনের অধিকতর শোভা হইয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে আপনি এতই সাধুস্বভাব যে আপনার এতাদৃশ বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কোনরূপ মোহ বা গর্ব নাই। মহারাজ, আপনি লোকের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরায়ণ রাজা। আপনার এই মৈত্রীবুদ্ধিজনিত কীর্তি অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছে। আপনি অতি সরল দাতা; দানজন্য আপনার কোন খেদ হয় না। আপনার পুণ্যকর্মে কোনও ছলনা দেখা যায় না; এজন্য আপনি মনীষিগণের বিশেষ মাননীয়। এই কমললোচনা কন্যাটি পদ্মগর্ভে উদ্ভূত হইয়াছে এবং মদীয় আশ্রমে হোমাবশিষ্ট দুগ্ধ আহার করিয়া বর্ধিত হইয়াছে। মহারাজ, আপনি এই কন্যাটিকে প্রধানা মহিষীরূপে গ্রহণ করুন। হে পুরুষোত্তম, লক্ষ্মী যেরূপ বিষ্ণুর যোগ্য, তদ্রূপ ইনি আপনারই যোগ্য। যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ফল যথাকালে তুমি দিবে। মুনিবর এই কথা বলিয়া যথাবিধি রাজাকে কন্যা দান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রিয়মহিষী পদ্মাবতীকে লাভ করিয়া, মন্মথ যেরূপ রতিকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন এবং পুণ্যবান লোক যেরূপ পুণ্যকার্যে রত হয়, সেইরূপ ইনিও মহিষীর সহিত রমণীয় উদ্যানবিহারে রত হইলেন।

কিছুকাল পরে মহিষী পদ্মাবতী বংশবল্লীজাত মৌক্তিকের ন্যায় গুণে পিতার আদর্শস্বরূপ পদ্মচূড় নামে একটি কুমার প্রসব করিলেন। শক্রাদি লোকপালগণ যাঁহার শাসন লঙ্ঘন করেন না এবং স্বয়ং ব্রহ্মাও যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করেন, যদীয় সৌরভে দিগদিগন্ত পরিপূর্ণ ও যিনি প্রার্থিগণের অভিলষিত বস্তু প্রদানকারী কল্পপাদপসদৃশ, সেই রাজা মণিচূড় মুনিবচন স্মরণ করিয়া যথোচিতকালে বিপুল আয়োজন ও বিপুল দক্ষিণা দ্বারা অহিংসাযজ্ঞের আহরণ করিয়াছিলেন। সর্বকামপ্রদ অবারিতদ্বার সেই যজ্ঞস্থলে ভার্গবপ্রমুখ মুনিগণ ও দুপ্রসহ প্রভৃতি নৃপতিগণ আগমন করিয়াছিলেন। অসংখ্যধনবর্ষী সেই যজ্ঞ সমারব্ধ হইলে দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্নিমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। কৃশ ও বিকৃত-বিগ্রহ রক্ষোরূপী ইন্দ্র রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত ভাব জ্ঞাপন করতঃ পান ও ভোজন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজার আজ্ঞানুসারে পরিচিত পরিজনগণ তাহাকে বিবিধ ভোজন দ্রব্য ও পানীয় আহরণ করিয়া দিল।

তৎপরে রাক্ষস কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া রাজাকে বলিল, রাজন্‌, এ সকল আমাদের প্রিয় নহে। আমরা মাংসাশী। সদ্যোহত প্রাণীর মাংস ও প্রচুর রুধির পাইলেই আমাদের তৃপ্তি হয়; অতএব ঐরূপ বস্তু যদি আপনার অভিপ্রেত হয় ত দিউন। আপনি সকলের সকল কামনা পূর্ণ করেন শুনিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনিও দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে না দিলে আপনার উচিত নহে।

করুণাপরায়ণ রাজা রাক্ষসের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অহিংসা নিয়মবশতঃ অর্থীর বৈমুখ্য হয় বিবেচনা করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তখন রাজা চিন্তা করিলেন যে দৈবাধীন এই ধর্মসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। পরন্তু আমি দুঃসহ হিংসা সহ্য করিতে পারিব না। অথচ অর্থি-বৈমুখ্যও বড়ই দুঃসহ। হিংসা ব্যতিরেকে কোন প্রকারেই শরীর হইতে মাংস পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি একটি পিপীলিকার পর্যন্ত কায়ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। আমি সর্ব-প্রাণীকেই পবিত্র অভয় দক্ষিণা দিয়া কি প্রকারে এখন প্রাণী বধ করিয়া মাংস প্রদান করি।

করুণাকুল রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন, আচ্ছা আমি নিজ শরীর হইতে মাংস ছেদন করিয়া রুধির ও মাংস তোমায় দিতেছি।

রাজা এই কথা বলিলে পর জগৎশুদ্ধ লোক ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং মন্ত্রিগণ কোন প্রকারেই তাঁহার দেহনাশের উদ্যমে অনুমোদন করিলেন না। মহারাজ সমাগত নৃপতিগণ ও মুনিগণ কর্তৃক অতি আগ্রহ সহকারে নিবারিত হইয়াও নিজ দেহ কর্তন করিয়া তাহাকে মাংস, রুধির ও বসা প্রদান করিলেন।

যখন ঐ রাক্ষস মহারাজের রক্ত আকণ্ঠ পান করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছিল, তখন পৃথিবী ক্ষণকাল কম্পিতা হইয়াছিলেন। তৎপরে মহিষী পদ্মাবতী স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া বিলাপ করতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভূপতিতা হইলেন। রাক্ষসরূপী দেবরাজ মহারাজের এবম্ভূত বিপুল সত্ত্ব দেখিয়া রাক্ষসরূপ পরিত্যাগ পূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন—মহারাজ, আপনার এই আশ্চর্য ও দুষ্কর কর্ম দেখিয়া কোন ব্যক্তির দেহ রোমাঞ্চিত না হয়। মহারাজ, আপনাতে রজোগুণের লেশমাত্রও নাই। আপনার পুণ্য আশ্চর্য ও অসামান্য। আপনার সত্ত্বগুণের উপমা নাই এবং ধৈর্যেরও সীমা নাই। পুণ্যময় সজ্জনগণ এইরূপই পরদুঃখে দুঃখিত হয় ও দুর্লভ বস্তুতেও তাঁহাদের লোভ হয় না এবং শত্রুর প্রতিও তাঁহারা ক্ষমাবান হন। মহাত্মগণের কি এক অপূর্ব সত্ত্বোৎসাহ

দেখা যায়, যাহা দ্বারা তাঁহারা এতই করুণার্দ্র হন যে ত্রৈলোক্যস্থ প্রাণিমাত্রেই তাঁহাদের অনুকম্পাপাত্র হন।

দেবরাজ এই কথা বলিয়া দিব্য ঔষধ দ্বারা মহারাজকে সুস্থ ও প্রসন্ন করিয়া লজ্জাবনত হইয়া নিজধামে গমন করিলেন।

তৎপরে দেবপূজিত মহীপতি মণিচূড় যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্তি করিয়া সমাগত মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন।

রাজা মণিচূড় যজ্ঞান্তে রত্নবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কন্যা গ্রাম ও পুরী দান করিয়াছিলেন; এবং ব্রহ্মরথ নামক তদীয় পুরোহিতকে একটি স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত দেবভোগ্য অশ্ব ও সেই ভদ্রগিরি নামক গজরাজটিও দান করিয়াছিলেন। ঐ গজটী একদিনে শতযোজন পথ যাইতে পারিত। মহারাজ ঐ গজরাজটি দান করিলেন দেখিয়া সমাগত রাজগণের মধ্যে দুষ্প্রসহ নামক একজন রাজা ঐ গজটির প্রতি স্পৃহাবান্ হইয়াছিলেন। সমাগত রাজগণ যজ্ঞ দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে প্রস্থান করিলে পর মহীপতি মণিচূড় যজ্ঞের ফল ভার্গবকে প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে মরীচিশিষ্য বাহীক নামক মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া সমাদরের সহিত আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বস্তিবচন সহকারে মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি; এক্ষণে মদীয় গুরু পরিচর্যার্থী হইয়া সামান্য জনের পক্ষে দুর্লভ গুরুদক্ষিণা চাহিতেছেন। ইহজগতে একমাত্র আপনাকেই বিধাতা দুর্লভ বস্তুর প্রদানকারী সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্পবৃক্ষ কখনইত বহু হয় না; উহা চিরকালই এক। অতএব তপঃকৃশ ও বৃদ্ধ মদীয় গুরুর পরিচর্যার্থে পুত্রের সহিত পদ্মাবতী দেবীকে আপনি দান করুন।

বাহীক মুনি এই কথা বলিলে রাজা মনে মনে দয়িতাবিরহজনিত বেদনা সম্যক্‌রূপে স্তম্ভিত করিয়া ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন; মুনিবর, আমি আপনার অভীপ্সিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতেছি। আমার জীবনাধিক প্রিয়তমাকে যুবরাজের সহিত প্রদান করিলাম।

রাজা এই বলিয়া সপুত্রা পদ্মাবতীকে মুনির পরিচর্যার্থে দান করিলেন। সত্ত্বময় মহাত্মগণের দান এইরূপই নিজ জীবনের প্রতি নিঃস্নেহ হয়। বাহীক মুনিও বিরহক্লেশে কাতরা সপুত্রা রাজমহিষীকে গ্রহণ করিয়া আশ্রমে গমনপূর্বক গুরুকে দান করিলেন।

ইত্যবসরে বলদৃপ্ত কুরুরাজ দুষ্প্রসহ দূতমুখে রাজার নিকট ঐ ভদ্রগিরি নামক গজটি প্রার্থনা করিলেন। রাজা মণিচূড় গজটি পুরোহিতকে অর্পণ করিয়াছেন

বিবেচনায় উহা দিলেন না। তখন দুষ্প্রসহ বিপুল সৈন্য সহকারে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন।

বলবান্ কুরুরাজ নগরের মার্গসকল রোধ করিলে পর মণিচূড়ের সৈন্যগণও রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়াছিল। বীরকুঞ্জর রাজা মণিচুড শত্রুবিদারণে সমর্থ হইলেও লোকক্ষয় ভযে উদ্বিগ্ন হইয়া করুণাবশতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো রাজা দুষ্প্রসহ আমার পরম মিত্র ও অনুকূল; অধুনা এই গজটির লোভে সহসা শত্রু হইয়াছেন। সুজনের স্নেহ চিরকালই থাকে, মধ্যম লোকের স্নেহ শেষে বিলুপ্ত হয়; এবং দুর্জ্জনের স্নেহ পরিণামে ঘোর শত্রুতায় পরিণত হইয়া প্রাণনাশক হয। অহো, সামান্য বিভব লোভে এই ক্ষণস্থাযী জীবনে আমাদের এইরূপ পরপ্রাণ নিপাতের জন্য উদ্যম হইতেছে। অহো, কলহকার্যে সমর্থ ও হিংসা দ্বারা অপ্রশান্তচিত্ত এবং রণরক্তে অভিষিক্ত রাজগণের ভোগের জন্য এরূপ সমুদ্যম হইযা থাকে। সেবার জন্য জীবন বিক্রয় করিয়াছে ঈদৃশ পিণ্ডার্থী কুক্কুরেব সদৃশ ক্রূর ও খল রাজগণের কলহ বডই দুঃসহ। অহো, বিভবলুব্ধ রাজগণের বুদ্ধি কি নৃশংস যে উহা পরের সন্তাপে শীতল হয এবং নিজের সুখের জন্যই ধাবিত হয়। যাহারা যুদ্ধভয-রূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া শোণিতপাতে রঞ্জিতা রাজশ্রী ভোগ কবে, তাহাদেব ক্রূরতর হৃদয়ে কিরূপে করুণালেশ থাকিতে পারে।

এই রাজা দুষ্প্রসহ বিভবলোভে মোহিত হইয়া অপরাধী হইলেও আমার বধ্য নহে, বরং আমার কারুণ্যেরই পাত্র। বাজা কারুণ্যবশতঃ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন ও বনে গমন করিতে ইচ্ছা কবিতেছেন, ইত্যবসরে চারিজন প্রত্যেক-বুদ্ধ আকাশমার্গে তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা রাজকর্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহপূর্বক প্রশমশীল রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলষিত তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিয়াছিলেন, হে ভূপাল, মোহান্ধকারে অন্ধ সংসারী লোকের প্রতি সত্ত্বদর্শনজনিত বিবেকসম্পন্ন তোমার দয়ালুতা বডই শোভা পাইতেছে। রাজন্, আপনি আপনার অভিপ্রেত কার্যই করুন, বোধিতেই বুদ্ধি নিহিত করুন। সম্প্রতি আপনার নগর শত্রুকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। আপনি বনেতেই অবগাহন করুন। নির্ঝরিণীর মধুর ঝঙ্কার ও শীতল বারিকণায় পরম সন্তোষপ্রদ নির্জন কানন-প্রদেশ প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তিরই প্রীতিপ্রদ।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ এই কথা বলিয়া আকাশমার্গে রাজার গতি বিধানপূর্বক প্রভাদ্বারা দিগন্ত আলোকিত করিয়া রাজার সহিত গমন করিলেন। তাঁহারা নিজ আশ্রম হিমালয়তট-কাননে গমন করিলে পর রাজা মণিচূড় সম্যক্ শান্তি লাভ

করিলেন। সত্ত্বসম্পন্ন রাজার বুদ্ধি বিবেক দ্বারা নির্মল ছিল, এজন্য তিনি কানন-ভূমিকে প্রিয়বোধ করিয়াছিলেন। রাজরূপ সূর্য ভূধরে অন্তরিত হইলে প্রজাগণ মোহান্ধকারে পতিত হইয়া শোক করিয়াছিল।

তৎপরে তাঁহার মন্ত্রিগণ মরীচি মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহার নিকট রাজ্য রক্ষায় সমর্থ রাজপুত্রকে প্রার্থনা করিলেন। মুনিবর কর্তৃক অকপটহৃদয়ে অর্পিত রাজকুমারকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণ স্বনগরে গমনপূর্বক সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে উদ্‌যোগী হইতে আদেশ করিলেন। তৎপরে সৈন্যগণের উৎসাহদাতা রাজপুত্র সৈন্যগণের অগ্রসর হইয়া যুদ্ধস্থলে কুরুরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুরুরাজ রাজপুত্র কর্তৃক হতবিধ্বস্ত হইয়া এবং রথ ও কুঞ্জরাদি সমস্ত নষ্ট হওয়ায় পলায়ন-পরায়ণ হইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দুষ্প্রসহ বলবান্ রাজপুত্র কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে পর মন্ত্রিগণ তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং ভূমি ও ধৃতি দুইই প্রাপ্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে কলুষাত্মা রাজা দুষ্প্রসহের নগরে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল এবং তৎসঙ্গে মড়কও উপস্থিত হইল। রাজা দুষ্প্রসহ প্রজাগণের ভীষণ আপদ উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং যাহা কিছু মঙ্গল কার্য করিলেন তৎসমুদয়ই বিফল হইল দেখিয়া কোনরূপেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

রাজা দুষ্প্রসহ অমাত্যগণকে বিপদের প্রতিকারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ, প্রজাগণের এই বিপৎপাত বড়ই দুঃসহ। যদি রাজা মণিচূড়েব সুধাবর্ষী চূড়ামণিটি লাভ করা যায়, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। আমরা চরমুখে শুনিয়াছি যে মণিচূড় সংসারে বিমুখ ও বিবেকদ্বারা বিমলাশয় হইয়া হিমবান্ পর্বতের তটভূমিতে বাস করিতেছেন। ভূমণ্ডলে চিন্তামণিসদৃশ মহারাজ মণিচূড় প্রার্থিত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মস্তক হইতে মণি দান করিবেন। তাঁহার নিকট এমন কি শরীর পর্যন্ত অদেয় নাই।

রাজা দুষ্প্রসহ মন্ত্রিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই অবধারণ করিলেন এবং মণি প্রার্থনার্থে কয়েকটি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। ইত্যবসরে রাজা মণিচূড় বনে বিচরণ করিতে করিতে মুনিবর মরীচির আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় মুনির আজ্ঞানুসারে ফলমূলাশিনী ধৃতব্রতা পদ্মাবতী দেবী বিজন বনে ভীতভাবে গমন করিতেছেন। এমন সময় মৃগয়াপ্রসঙ্গে তথায় সমাগত শবরগণ তাঁহাকে দেখিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তিনি কম্পমান কলেবরা

হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছিলেন। রাজা মণিচূড়, "হা মহারাজ মণিচূড়, রক্ষা কর" এইরূপ সুদুঃসহ কুরঙ্গীকুজিতসদৃশ সকরুণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সবেগে ধাবিত হইলেন ও রাহু সন্ত্রাসিত চন্দ্রের নিপতিত দ্যুতির ন্যায় নিজকান্তাকে দেখিলেন।

রাজা মণিচূড়, অঙ্গরাগবসনাদিরহিতা, কজ্জল পরিগ্রহবর্জিতা, হাররহিত-স্তনমণ্ডলা ও অশ্রুকষায়নয়না কলহংসগামিনী পদ্মাবতী দেবীকে সম্ভোগ সংযোগের অনিত্যতার সাক্ষিস্বরূপ অবলোকন করিলেন, তখন তাঁহার মন সংসারের অনার্য আচরণ বিচার করিয়া কর্কশ হইলেও কৃপারূপ ছুরিকা দ্বারা যেন ছিন্ন হইয়াছিল। অনাথা দেবী পদ্মাবতী ছত্রচামরবর্জিত লোকনাথ নিজনাথকে একাকী তথায় আগত দেখিয়া তাহার বিয়োগবিষে জর্জরিতা ও তদ্দর্শনরসে আপ্লুতহৃদয়া হওয়ায় শোক হর্ষ উভয়েই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। শবরগণ রাজাকে দেখিয়া শাপভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সূর্যের উদয় হইলে অন্ধকার কোনমতেই অবস্থান করিতে পারে না।

ইত্যবসরে সর্বপ্রাণীর আশয়শায়ী শান্তিবিদ্বেষ্টা কামদেব পুরুষরূপ পরিগ্রহ করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন,'হে রাজীবলোচন মহারাজ, আপনার এই প্রণয়িনী প্রিয়তমা ভার্যাকে এইরূপে বিজনবনে ত্যাগ করা উচিত নহে। হে রাজরাজ, ইনি আপনার মনোবৃত্তি অনুসারেই রাজ্যভোগ-সুখ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ভাল দেখাইতেছে না।

রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উহাকে বিবেকের অন্তরায় মনোভাব বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং হাস্যসহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন, কামদেব, আমি তোমাকে জানি। শান্তি বা সংযমে তোমার ইচ্ছার লেশও নাই। সন্তোষশীলদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার দ্বারা মোহিত হয় নাই।

রাজা এই কথা বলিলে পর কামদেব সহসা অন্তরিত হইলেন। বিরহাগ্নিসন্তপ্তা দেবী পদ্মাবতীও অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়াছিলেন। কামবিজয়ী রাজা মণিচূড় পতি-বিয়োগিনী অতিদুঃখিতা নিজ জায়াকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন, দেবী, তুমি ধর্মকর্মে লিপ্ত আছ। ইহাতে কোনরূপ দুঃখ করিও না। ভোগবিলাসাদি সমুদয়ই পরিণামে বিরস ও দুঃখপ্রদ। তরঙ্গসদৃশ তরল আয়ুঃসম্পন্ন দেহিগণের দয়িতাসঙ্গ ও পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় অতি চঞ্চল। সম্পদাদি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে বিদ্যুল্লতার ন্যায় মুহূর্তকালমাত্র নৃত্য করিয়া লীন হয়। উহা সংসাররূপ সর্পের জিহ্বাস্বরূপ ও অতি চপল। ভোগবাসনার ক্ষণকাল পরেই বিয়োগ উপস্থিত হয়।

বিভবসম্পত্তি স্বপ্নসময়ে বিবাহসদৃশ সুখশ্রী বাতাহত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চলা। যাহা কিছু সংসারের ব্যবহার দেখিতেছ, তৎসমুদয়ই ভূতের নৃত্য জানিবে। করুণাই সকলের আশ্রয়নীয়; লক্ষ্মী নহে। ধর্মই আলোকপ্রদ, দীপ নহে। যশই রমণীয়, যৌবন নহে। তদ্রূপ পুণ্যই চিরস্থায়ী। জীবন চিরস্থায়ী নহে।

সত্যব্রত রাজা এইরূপে নিজপত্নীকে সান্ত্বনা করিয়া মহর্ষির আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে সন্তোষ ও পুণ্যময় সংসার-পরাঙ্মুখ মুনিগণের তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রাজা দুষ্প্রসহ কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া অর্থিগণের একমাত্র বন্ধু বিশুদ্ধসত্ত্ব মহারাজ মণিচূড়কে বনান্তে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ভয়প্রযুক্ত অধীর হইয়া মন্দস্বরে স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস দ্বারা তীব্র দুঃখ জ্ঞাপনপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ, রাজা দুষ্প্রসহের নগরে ক্রূর উপসর্গ দ্বারা শান্তি নষ্ট হইয়াছে; তত্রত্য লোকগণের সমস্ত কামনাই নির্মূল হইয়াছে; কেবল আর্তস্বরমাত্র আছে। হে দেব, অশেষদোষের শান্তির একমাত্র কারণ ও ত্রৈলোক্য রক্ষাকার্যে বিখ্যাতপ্রভাব ভবদীয় চূড়ামণিটি যদি দান করেন, তাহা হইলে সমস্ত উপসর্গের শান্তি হয়। দয়াপরায়ণ চন্দনপল্লববৎ শীতল স্বচ্ছাশয় ও চন্দ্রকান্তমণিবৎ প্রকাশমান ভবাদৃশ মহাত্মগণই লোকের সন্তাপকালে রক্ষক হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া করুণারসে আপ্লবমান রাজা মণিচূড় শ্রবণমার্গ দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্ট জনগণের সন্তাপের কথা চিন্তা করিয়া বলিলেন, আহা রাজা দুষ্প্রসহ দৈব উপসর্গে নিপীড়িত প্রজাগণের বিয়োগ দুঃখজনিত মর্মস্পর্শী আর্তনাদ কিরূপে সহ্য করিতেছেন। এই আমার মস্তকমূলসমুদ্ভূত মণি সত্বর কর্তন করিয়া গ্রহণ করুন। অদ্য আমি ধন্য হইলাম; যেহেতু ক্ষণকালের জন্যও অর্থিজনের দুঃখক্ষয়ের কারণ হইলাম।

রাজা মণিচূড় এই কথা বলিবামাত্র সসাগরা ধরিত্রী রাজার শিরস্তটের উৎপাটন-জনিত তীব্র দুঃখবশতই যেন বহুক্ষণ কম্পিতা হইয়াছিলেন। তৎপরে করুণা-কোমলচিত্ত ও (ইদানীং অর্থিকার্যবশতঃ) সুতীক্ষ্ণ শস্ত্র অপেক্ষাও তীক্ষ্ণচিত্ত রাজা মণিচূড় নিজ হস্তে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা মস্তক পাটন করিতে উদ্যত হইলেন।

মহারাজ মণিচূড়ের এই দুষ্কর কর্ম অবলোকন করিবার জন্য ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সিদ্ধবিদ্যাধরগণ সমভিব্যাহারে আকাশমার্গে আগমন করিয়াছিলেন। অর্থিগণের সুখের নিমিত্ত উদ্যুক্ত রাজা মণিচূড় মস্তক হইতে মণি উৎপাটনকালে

রত্নপ্রভার ভ্রান্তিপদ রক্তপ্রবাহে অভিষিক্তদেহ হইয়া প্রবল ব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন। রাক্ষসভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ সত্ত্ব ও ধৈর্যসম্পন্ন রাজা মণিচূড়কে তৎকালে তীব্রবেদনায় নিমীলিতনয়ন দেখিয়াও ক্ষণকালের জন্য নৃশংস ব্যবহার হইতে বিরত হন নাই। রাজা নিজ শরীরে দুঃখ অনুভব করিয়া সংসারিগণের শরীর এবম্বিধ লক্ষ লক্ষ দুঃখে আক্রান্ত হয় বিবেচনা করিয়া অধিকতর দুঃখিত হইয়াছিলেন। রাজা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে এই দেহসংলগ্ন মণিদানদ্বারা আমি যাহা কিছু পুণ্যফল প্রাপ্ত হইলাম, তদ্দারা আমি কামনা করি যে জনগণের পাপজনিত নরকে যেন উগ্র দুঃখ না হয়।

রক্তলিপ্ত ও বসালিপ্ত সেই মণিটি নিশ্চল তালুমূল হইতে উৎপাটিত হইলে পর রাজা মূর্চ্ছাবুল হইয়াও অর্থীর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে বিবেচনায় সহর্ষ হইয়াছিলেন। রাজা কম্পিতাঙ্গুলিপল্লব নিজ হস্তদ্বারা ঐ মণিটি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া মোহ-বশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।

সত্ত্বসম্পন্ন রাজা মণিচূড় দেবগণের পুষ্পবৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হইলে পর দ্বিজগণ মণি গ্রহণ করিয়া সত্বর রাজা দুপ্রসহের নগরে গমন করিলেন। রাজা দুপ্রসহ সেই মণি লাভ করিলে তাঁহার সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হইল এবং তিনি স্বর্গোচিত ভোগ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের সমস্ত সত্ত্বসন্তারনের উপযুক্ত সত্ত্বগুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে মরীচি, ভার্গব ও গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ রত্নদানে বিখ্যাত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজা মণিচূড়ের নিকট সমাগত হইলেন। মরীচিমুনির অনুগামিনী পদ্মাবতী দেবী রাজাকে পরিক্ষত অবস্থায় বিলোকন করিয়া ক্ষণকাল মোহবেগবশতঃ ছিন্ন বাললতার ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। তৎপরে নভশ্চর চারণগণকর্তৃক রাজার প্রশংসাবাদ দিগন্তে সঞ্চারিত হইলে রাজপুত্র ও মন্ত্রিগণ সহ সমস্ত প্রজাগণ রাজার নিকট আগমন করিল। তাহারা রক্তাক্তকলেবর ও প্রবলবেদনাক্লিষ্ট ভূপতিত রাজা মণিচূড়কে এত ক্লেশ ও অক্ষীনসত্ত্ব অবলোকন করিয়া সকলেই এই অসম্ভব ঘটনার বিষয় জল্পনা করিতে লাগিল।

(তাঁহারা বলিয়াছিলেন) হায় কতকগুলি দুরাত্মা কুঠারিক স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই দয়ার্দ্র সরল ও সদাচারী মহারাজরূপ ছায়াতরুকে ছেদন করিয়াছে। আহা ইনি পরের জন্য জীবন ত্যাগ করিয়া কি চমৎকার দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সহকার বৃক্ষেরই সৌরভযুক্ত দেহ ছিন্ন হয় এবং উহাকেই উদার বলে। লুব্ধজনের পক্ষে স্বজনও আত্মীয় হয় না এবং কামী ব্যক্তি ধনের অনুরোধ করে না। তদ্রূপ

প্রাণিগণের হিতোদ্যত দয়ালু ব্যক্তির নিজ দেহও স্নেহপাত্র হয় না। অর্থিগণ যে প্রাণের জন্য সর্বপ্রকারে দীনভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রাণই দীনজনের উদ্ধরণেচ্ছু মহাত্মগণের পক্ষে তৃণতুল্য বিবেচিত হয়।

মুনিগণের এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সাশ্রুনয়ন মরীচিমুনি রাজার নিকট আসিয়া প্রণয়পূর্বক বলিলেন, রাজন্ আপনি দয়াবশতঃ লোকের প্রতি নিষ্কারণ বন্ধুভাব অবলম্বন করিয়া প্রজাগণের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়স্বরূপ নিজদেহ তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছেন। নিরপেক্ষবৃত্তি ও অর্থিবন্ধু আপনি কমলার আশ্রয়ভূত নিজদেহকে বিনাশ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রাণপণ পুণ্যব্রতে আপনার কোনরূপ ফলস্পৃহা আছে কি না এবং আপনার চিত্ত অর্থীর জন্য তালুভেদজনিত খেদে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে কি না।

মুনিগণের সম্মুখে অদ্ভুতরসাবিষ্টমানস মরীচিমুনিকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজা মণিচূড় প্রযত্নসহকারে বেদনা স্তব্ধ করিয়া এবং রক্তাক্ত মুখমণ্ডল প্রমার্জিত করিয়া বলিয়াছিলেন, মুনিবর, আমার অন্য কোন ফলকামনা নাই। একমাত্র প্রবল অভিলাষ এই যে ঘোর সংসারে নিমগ্ন জন্তুগণের উদ্ধারের নিমিত্তই আমি সংসারে যেন আসি। অর্থিজনের প্রিয় এই দেহচ্ছেদে আমার কিছুমাত্রও বিকার হয় নাই। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার এই শরীর সুস্থ হউক।

সত্যধন রাজা এইরূপ সত্ত্বগুণোচিত বাক্য বলিবামাত্র সত্যবলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর আরোগ্য লাভ করিল এবং মস্তকস্থ রত্নও উদ্ভূত হইল। তদনন্তর ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি হর্ষান্বিত দেবগণ এবং মুনিগণ কর্তৃক পৃথিবী পালনের জন্য প্রার্থিত হইয়াও রাজা মণিচূড় আর ভোগাভিলাষী হইলেন না। প্রাপ্তসংজ্ঞা পদ্মাবতী দেবী মুনি কর্তৃক প্রযুক্তা হইয়া রাজপুত্রের সহিত নিজের বিরহবেদনার শান্তির নিমিত্ত প্রজাগণের সুখকর রাজার সিংহাসনারোহণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৎপরে কৃপাপরায়ণ পূর্বোক্ত প্রত্যেকবুদ্ধগণ জগতের হিতার্থে দেহপ্রভাদ্বারা দিগন্ত পূর্ণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ও সহাস্য বদনে রাজাকে বলিলেন, রাজন্, বহুকালের পর বিরহের অবসান হইয়াছে; এখন রাজপুত্র বা দেবী পদ্মাবতী কেহই অসহ্য পরিত্যাগদশা সহ্য করিতে পারিবেন না। দুঃখপরম্পরা বারংবার উপর্যুপরি হইতে পারে না। যিনি শরণাগত ব্যক্তির দুঃখনাশার্থে নিজ দেহ অর্থীকে প্রদান করেন, তিনি স্বজনের প্রতি কিরূপে উপেক্ষা করিবেন। ইহাও পরোপকার ধর্ম জানিবে।

নরেশ্বর প্রত্যেকবুদ্ধগণকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তথাস্তু নিশ্চয় করিয়া বিমানদ্বারা আকাশমার্গে নিজপুরীতে গমন করিয়া পুত্রের সহিত নিজ রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে বিপুলসত্ত্ব ও সত্যবান্ বোধিসত্ত্ব সুচিরকাল রাজ্য ভোগ করিয়া সৌগতধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ জিনমন্দির মণিময় চৈত্য এবং ছত্র রত্ন ও প্রদীপ প্রভৃতি দ্বারা বিপুল কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ দানোপদেশ দ্বারা ভিক্ষুগণের সম্যক্ সম্বুদ্ধিলাভের জন্য এইরূপ নিদর্শনস্বরূপ নিজের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।



চতুর্থ পল্লব

মান্ধাত্রাবদান

স্বর্গীয অপ্সরাগণের বাহুদণ্ড দ্বারা সঞ্চালিত মনোজ্ঞ চামরকলাপ যাহার হাস্যচ্ছটা বলিযা গণ্য হয, এরূপ অতুল সম্পদ এবং কর্পূররাশির ন্যায উজ্জ্বল ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজনক যশোগান ত্রিভুবনস্থ পুণ্যশীলগণেরই হইযা থাকে। এ সকলেই তাঁহাদের সামান্যমাত্র দানের স্বল্পমাত্র ফল বলিয়া জানিবে। দানই সকল সম্পদের নিদান।

উপোষধ নামে প্রভাবশালী এক রাজা ছিলেন। দেবগণ দুগ্ধোদধির সুধার ন্যায তদীয় কীর্তিও অতিশয় ভালবাসিতেন। বিপুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও তেজস্বী এই পৃথিবীপালের সম্মুখে প্রণামকালে এমন কোন রাজা ছিল না, যাহার মস্তক স্বযং নত হয নাই। বিশুদ্ধা বুদ্ধি যেমন ধর্ম দ্বারা ভূষিত হয়, দযালুতা যেমন দান দ্বারা অলঙ্কৃত হয এবং ঐশ্বর্য যেমন বিনয়দ্বারা শোভিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার দ্বারা পৃথিবী ভূষিতা হইয়াছিলেন। ইনি গুণবান্, উন্নতবংশসম্ভূত ও চন্দ্রসদৃশ বিমলকান্তি ছিলেন বলিয়া অন্যান্য রাজগণ আতপত্রের ন্যায ইঁহাকে মস্তোকোপরি স্থান দিয়াছিলেন। গঙ্গাজলের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল এতদীয যশ রাজগণ শিরোধার্য করিতেন। উহা ত্রিভুবনের আভরণস্বরূপ হইয়া ত্রিলোকে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। ইনি দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্যবান ছিলেন এবং সহস্র সুন্দরী নারী ইঁহার কলত্র ছিলেন।

একদা ইনি মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণের ধ্বংসসাধন মানসে অশ্বারোহণ করিয়া তপোবনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন। তথায় কতিপয় রাজর্ষি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া একটি মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলস রাখিয়াছিলেন। ইনি পথশ্রান্তিবশতঃ পিপাসার্ত হওয়ায় ঐ কলসের সমস্ত জলই পান করিয়াছিলেন। মহীপতি বিজনস্থানে প্রাপ্ত কলস হইতে ঐ মন্ত্রপূত জল পান করিয়া যখন রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

স্বপ্ন মায়া ও ইন্দ্রজালাদি যাহার কৌতুকবারির এক একটি বিন্দুস্বরূপ, সেই

ভবিতব্যতাই শত শত আশ্চর্য কর্মের আকর ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালিনী। বিবিধ বিচিত্র কর্মের বিধানকর্তা বিধাতার আশ্চর্য লিপিবিন্যাসের কে অন্যথা করিতে পারে।

কালক্রমে রাজা উপোষধের মস্তকে একটি ব্রণ হইল এবং ঐ ব্রণস্থান ভেদ করিয়া সূর্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যকান্তি কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন।

রাজপত্নীগণ বাৎসল্য বশতঃ প্রস্রুতক্ষীরা হইয়া জগৎসাম্রাজ্য রক্ষা উদ্দেশ্যে মূর্তিমান্ পুণ্যসদৃশ ঐ বালককে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্লাঘ্য শিশু আমাকে জননীপদে ধারণ করিবে, রাজপত্নীগণ পরস্পর এইরূপ আলাপন করিতেছিলেন বলিয়া ঐ রাজকুমারের নাম মান্ধাতা হইল।

ঐ বালক পুণ্যক্রীড়া করিবার জন্য অক্ষয় আয়ুঃকাল লাভ করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল। ছয়জন ইন্দ্রের পতনকাল পর্যন্ত ইনি বাল্যলীলাতেই বর্তমান ছিলেন। অতঃপর ইনি নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং পিতার স্বর্গারোহণের পর পুরুষক্রমাগত রাজ্য লাভ করিলেন। ইহার পুণ্যবলে দিবৌকসনামক যক্ষ ভৃত্যরূপে ইহার অভিষেকের সমস্ত দিব্য উপকরণ আহরণ করিয়াছিলেন। ইনি উষ্ণীষশেখর ও স্বর্ণমুকুট ধারণ করিলে শরৎকালীন মেঘের উপর সুমেরু পর্বতের ন্যায় শোভা হইত। ইহার অভিষেককালে চক্র, অশ্ব, মণি, হস্তী, স্ত্রী, গৃহ ও সেনা এই সাতটি রত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

শত্রুবিজয়ী রাজা মান্ধাতার সহস্র পুত্র হইয়াছিল। এবং সকল পুত্রই পিতার ন্যায় রূপবান্ ও বলবীর্যসম্পন্ন হইয়াছিল। রাজা মান্ধাতা চতুঃসাগরমেখলা এই বিপুল বসুধাকে নিজহস্তে ধারণ করিয়া বাসুকিদেবের মস্তকের বিশ্রান্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি ত্রিভুবনের সন্তাপনাশে বদ্ধপরিকর ছিলেন। লক্ষ্মী ইহাকে নূতন আশ্রয় পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইহার কীর্তি জাহ্নবীর ন্যায় ত্রিভুবনের পবিত্রতাকারিণী ছিল। প্রভাবই ইহার সম্পদের আভরণ ছিল। ইনি পুণ্যলতার প্রথম পুষ্পোদ্‌গম্ স্বরূপ ছিলেন।

একদা মান্ধাতা মন্ত্রিগণের সহিত বনান্তভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন ও মনোজ্ঞ বিকশিত পুষ্পরাশির শোভা বিলোকন করিতেছিলেন। তথায় তিনি কতকগুলি পক্ষহীন পাদচারী পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তাহারা যেন আকাশ-গতির কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে কৃশ হইয়াছিল। রাজা বস্ত্রহীন ও বৃত্তিহীন দরিদ্রগণের ন্যায় পক্ষহীন এবং গতিহীন বিহগগণকে বিলোকন করিয়া কৃপাপরবশ

হইয়া বলিয়াছিলেন, আহা এই দীন বিহগগণ কি দুষ্কর্ম করিয়াছে যে ইহারা পক্ষহীন হইয়া অতিকষ্টে পদদ্বারা বিচরণ করিতেছে।

করুণাকুলিতচিত্ত রাজা এই কথা বলিলে পর তাঁহার সম্মুখস্থ সত্যসেন নামক মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ, আমি বনে চরগণের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, কি কারণে এই সকল পক্ষীগণের পক্ষপাত হইয়াছে। এই পুণ্যধাম তপোবনে তপস্বী স্বাধ্যায়নিরত ও দীপ্ততেজা পাঁচশত মুনি বাস করেন। এই পক্ষীগণ সর্বদাই বনমধ্যে কোলাহল করিয়া ইহাদের অধ্যয়ন ধ্যান ও জপের বিঘ্ন সম্পাদন করিত। মুনিগণ কর্ণজ্বরকারী বিহগগণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঐ দলবদ্ধ বিহগগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শাপানলে অপরাধী পক্ষিগণের পক্ষসকল ক্ষণকাল মধ্যে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এই সেই বিহগগণ পক্ষরহিত হইয়া অতিকষ্টে আপনার বিপক্ষগণের বনমধ্যে পাদদ্বারা বিচরণ করিতেছে ও অত্যন্ত শ্রম বোধ করিতেছে।

রাজা মান্ধাতা অমাত্যকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণাপরায়ণ হইলেন এবং পক্ষীগণের পাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বড়ই তাপিত হইলেন।

অহো শান্তিপরায়ণ বনবাসী মুনিগণেরও কি ভয়ানক ক্রোধ। অঙ্গারবর্তী অগ্নি ও মুনিগণের পরিণত তেজ নিশ্চয়ই দগ্ধ করিবে। ইহাদিগকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। যাঁহারা ক্ষমাবারি দ্বারা কোপতপ্ত মনের পরিষেচন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিজসুখের জন্য মিথ্যা তপস্যা করার প্রয়োজন কি। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রসন্ন ও মন মৈত্রীসম্পন্ন এবং যাঁহাদের দয়া দান সংযম ও ক্ষমা আছে, তাঁহাদেরই তপস্যা প্রশংসনীয়। তদন্য ব্যক্তির পক্ষে তপস্যা শরীরশোষণমাত্র। কোপান্বিত ব্যক্তির তপস্যায় কি প্রয়োজন; ভীরু ব্যক্তির বলের কি প্রয়োজন; লুব্ধ ব্যক্তির ধন নিষ্ফল; দুর্বুদ্ধি ব্যক্তির শাস্ত্রাভ্যাসও নিষ্ফল। ঈদৃশ কলুষিতচিত্ত কোপপরায়ণ দুঃসহ মুনিগণ আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউক।

রাজা এই কথা বলিয়া তখনই লোক দ্বারা মুনিগণকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে যেপর্যন্ত আমার অধিকার আছে, সে পর্যন্ত ভূমি তোমরা ত্যাগ করিয়া যাও।

মুনিগণ বিহঙ্গগণের পক্ষপাত দর্শনে কুপিত রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই রাজা মান্ধাতা চতুঃসাগরমেখলা পৃথিবীর অধিপতি। আমরা এখন কোন দেশে যাইব যাহা ইহার অধিকারভুক্ত নহে।

মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া কনকাচলের পার্শ্বে দেবগণে ও সিদ্ধগণে সমাকীর্ণ জম্বুখণ্ডের নিকট গমন করিলেন।

অনন্তর রাজা মান্ধাতার প্রভূত প্রভাববলে পৃথিবী কর্ষণ না করিলেও প্রচুর শস্য প্রদান করিতে লাগিলেন ও আকাশ রত্ন ও বস্ত্র প্রসব করিতে লাগিল। রাজা মান্ধাতার শাসনানুসারে সমূহবর্ষী মেঘগণ সপ্তাহকাল ধরিয়া অনবরত সুবর্ণবৃষ্টি করিয়াছিল। তদ্দর্শনে ইন্দ্র বড়ই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ইনি নিজ মহৎ প্রভাব বলে সৈন্যগণের সহিত আকাশমার্গে গমনপূর্বক দিব্যলোকের আবাস-স্থান পূর্ববিদেহ নামক দ্বীপ নিজ বশে আনিয়াছিলেন। তাঁহার আকাশ গমন-কালে বলবীর্যসম্পন্ন অষ্টাদশ কোটি যোদ্ধা সৈন্য অগ্রগামী হইয়াছিল। ইনি গোদানীয় দ্বীপ ও উত্তর-কুরু প্রদেশ এবং সুমেরুর পার্শ্ববর্তী প্রদেশসকল নিজ শাসনেব অধীন করিয়াছিলেন। বুত্রাপি ইঁহার আজ্ঞার লঙ্ঘন হইত না। চতুর্দ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি রাজা মান্ধাতা বহু ইন্দ্রের ভোগকাল পর্যন্ত সুমেরু পর্বতের কনকময় সানুপ্রদেশে বিহার করিয়াছিলেন।

দেবতুল্য রাজা মান্ধাতা দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আকাশ-মার্গে গমন করিতেছিলেন। সে সময় ইঁহার পার্শ্বচর হস্তিগণকে দেখিয়া লোকে মনে করিয়াছিল, যে দশদিক্‌ব্যাপ্ত প্রকাণ্ড নীল মেঘের উদয় হইয়াছে। তাহার হস্তী ও অশ্বগণের পুরীষ আকাশ হইতে মেরু পার্শ্ববর্তী তপস্বী পূর্বোক্ত নির্বাসিত মুনিগণের মস্তকে পতিত হইয়াছিল।

তৎপরে মুনিগণ ক্রোধরক্ত নয়নে আকাশপথ বিলোকন করায় তাঁহাদের নেত্রপ্রভায় দশদিক রক্তবর্ণ হইয়াছিল—একি ? এ লোকটা কে ? এই কথা বলিয়া যেই তাঁহারা শাপানল ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় দেবদূত তথায় আগমন করিয়া হাস্য সহকারে তাঁহাদিগকে বলিলেন, সমস্ত রাজগণ যাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করেন, ইনি সেই ইন্দ্রসদৃশ ঐশ্বর্যবান্ রাজা মান্ধাতা। ইনি সম্প্রতি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশমার্গে গমন করিতেছেন। বাণী ইঁহার পবিত্র নাম কীর্তন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও পুণ্যা বোধ করেন। সর্ববিধ সুখ-সম্পদ্ ইঁহার জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তথাপি ইঁহার কখনও বৈভবজন্য গর্ব দেখা যায় নাই। ইঁহা ধনদানব্যপদেশে কুবেররূপ, শক্তিশালী বলিয়া কার্তিকেয়রূপ, বৃষ (ধর্ম) যোগবশতঃ মহাদেবরূপ, লক্ষ্মীর আশ্রয় বলিয়া বিষ্ণুরূপ, প্রতাপশালী বলিয়া সূর্যরূপ, সর্বজনের আহ্লাদক বলিয়া চন্দ্ররূপ এবং গর্বিত জনের দর্পচ্ছেদ করেন বলিয়া ইন্দ্ররূপ, ইত্যাদি নানাবিধ দিব্যরূপ ধারণ করেন। বলি রাজা পাতালে

গিয়াছেন এবং দধীচি মুনি অস্থিশেষ হইয়াছেন। পরন্তু ইহার দানপ্রভাবে অদ্যাপি সমুদ্র ক্ষোভ পরিত্যাগ করেন নাই।

দেবদূতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের মধ্যবর্তী দুর্মুখ নামক মুনি আকাশে শাপজল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে সেনানায়ক হাস্য করিয়া ঐ মুনিকে বলিয়াছিলেন, মুনিবর, ক্রোধ সংবরণ করুন, বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। আপনার এই অভিশাপ মহীপতির নিকট গিয়া বিফল হইবে ও আপনিও লজ্জিত হইবেন। হায়, আপনারা যাহাদের পক্ষচ্ছেদে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহারা সেই পক্ষিগণ নহে।

সেনাপতি এই কথা বলিলে পর রাজা সম্মুখবর্তী নিজ সৈন্যগণকে অভিশাপ-বশতঃ স্তব্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও বলিলেন, এ কি?

অনন্তর সেনাপতি কুপিত হইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, সেই সকল মহর্ষিগণের শাপে আমাদের সৈন্য স্পন্দহীন হইয়াছে। এই আপনার চক্ররত্ন শাপবশতঃ আকাশে বিঘূর্ণিত হইয়া মেঘ দ্বারা সংরুদ্ধ সূর্যের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাজা সেনাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সম্মুখে তদ্রূপই দেখিয়া একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিযাই প্রচণ্ড শাপকে বিফল করিলেন। মহারাজ কৃপাপরবশ হইয়া মহর্ষিগণের দেহনাশ করিলেন না, কেবল তাঁহাদের জটাভার ভূমিতে পাতিত করিলেন। যাঁহারা ক্রোধ ও মোহকে জয় করিতে পারেন নাই, তাহাদের মস্তকে বৃথা ভারভূত হইয়া থাকা আমাদের উচিত নহে, একারণ লজ্জিত হইয়াই যেন জটাভার ভূমিতে লীন হইয়াছিল।

তৎপরে রাজা মান্ধাতা দেবগণের আবাসস্থান মেরু পর্বতের শিখরে গমন করিয়া সুদর্শন নামক একটি প্রিয়দর্শন পুরী দেখিতে পাইলেন। বিখ্যাত নাগগণ সমুদ্র-জল হইতে নির্গত হইয়া তথায় রক্ষাকার্যে নিযুক্ত আছে। স্বরমালাধর নামক যক্ষগণ করোটাস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া নগর রক্ষা করিতেছে। অন্যান্য মহারাজ কায়িক-নামক বলবত্তর দেবগণ ও কবচায়ুধধারী চারিজন মহারাজাও ঐ কার্যে নিযুক্ত আছেন। রাজা মান্ধাতা নিজ প্রভাবে ইহাদিগকে জয় করিয়া নিজ সেনার অগ্রগামী করিয়া লইলেন।

তৎপরে কল্পদ্রুম ও কোবিদার বৃক্ষে মনোরম পারিজাতনামক দেবগণের আশ্রয় স্থান দেখিয়াছিলেন, এবং মেরু পর্বতের মস্তকে শুভ্রবর্ণ মালার ন্যায় বিদ্যমান সুধর্মা নামে দেবসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সভায় সুবর্ণ বিদ্রুম ও বৈদূর্য

মণি দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ-সম্ভারে উজ্জ্বল বৈজয়ন্ত নামক বিখ্যাত প্রাসাদ শোভিত হইতেছে। যেখানে পদ্মিনীগণ বদনসদৃশ পদ্ম দ্বারা ও অলকসদৃশ ভৃঙ্গ দ্বারা সুরনারীগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সুরনারীগণও পদ্মিনীগণের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মণিময় ভূমি, স্তম্ভ ও ভিত্তিতে দেবগণের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় এক সুরলোককেই অনেক সুরলোকের ন্যায় বোধ হইতেছে। যেখানে দিক্‌সকল রত্নময় তোরণ ও প্রাসাদের কিরণজালে চিত্রিত হইয়া শত শত ইন্দ্রায়ুধ দ্বারা চিত্রিত বোধ হইতেছে। যেখানে আনন্দদায়িনী নন্দনবনশ্রী মন্দ পবন দ্বারা চালিত কল্পবৃক্ষের পল্লবরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া যেন নৃত্য করিতেছে। যেখানে চৈত্ররথ নামক মনোরম দেবগণের উদ্যান কাম ও বসন্তের নিত্য উৎসব-স্থান হওয়ায় প্রেমিকগণের কামনা পূর্ণ করিতেছে। সেই সর্বকামপ্রদ, সর্বসুখের আগার ও সকল ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল সর্বাতিশায়ী দেবগণের আশ্রয় অবলোকন করিয়া রাজা বিস্ময়বশতঃ মুহূর্তকাল নির্নিমেষলোচনে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন এবং চিন্তা করিয়াছিলেন যে ইহাই পুণ্যবানগণের পুণ্যফলভোগের স্থান। তিনি তথায় উড্ডীয়মান অলিকুলে পরিব্যাপ্ত মদগন্ধে আমোদিত মূর্তিমান্ নন্দনকাননের ন্যায় ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তী দেখিয়াছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীন্দ্র মান্ধাতা সমাগত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে সমস্ত দেবগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিলেন। নিরহঙ্কার রাজরাজ মান্ধাতা দেবরাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া রত্নরাজি বিরাজিত সভাভূমিতে গমন করিলেন। অন্যান্য দেবগণ রত্নময় পর্যঙ্ক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইলে পর রাজা মান্ধাতা ইন্দ্রের আসনার্ধে উপবেশন করিলেন। সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইলে তখন উভয়ের উদার গুণ ও রূপের কোনরূপ বিভেদ পরিলক্ষিত হয় নাই।

তৎপরে সভাস্থ সমস্ত দেবগণের নয়নভৃঙ্গ রাজা মান্ধাতার মুখপদ্মে আসিয়া মধুপানাসক্ত হইলে পর ইন্দ্র রাজাকে বলিয়াছিলেন। হে তেজোনিধে, তোমার পদমর্যাদা কি প্রশংসনীয়। ভগবান্ সূর্য যেরূপ স্বর্গরাজ্য ভূষিত করিতেছেন, তদ্রূপ তুমিও ভূমিরাজ্য ভূষিত করিতেছ। অত্যুন্নত ও প্রভাবসম্পন্ন তৃতীয় সাম্রাজ্যের বিজয়ধ্বজা ত্বদীয় শুভ্রযশোরূপ অংশুক মস্তকে ধারণ করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে শোভিত হইতেছে। মদীয় কর্ণ ও নেত্র ত্বদীয় কথামৃত পানের নিমিত্ত এবং ত্বদীয় দর্শনরসের আস্বাদের জন্য সরস্বতীকে (বাণীকে) প্রেরণা করিতেছে। তুমি সুকৃত বশতঃ মহাবিভব প্রাপ্ত হইয়া

লোকসমাজে কর্মফলের নিশ্চয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ। লোকের আর এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে পুণ্যোচিতাচার, যেহেতু ভবাদৃশ ব্যক্তিকে পুণ্যবশতঃ চক্ষুদ্বারাই দেখিতে পাওয়া যায়, একারণ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষুই প্রধানতঃ স্পৃহণীয়।

দেবরাজ এই কথা বলিলে পর যশোনিধি মান্ধাতা নতানন হইয়া বলিলেন, ইহা সমস্তই আপনার প্রসাদ প্রভাবে হইয়াছে।

এইরূপ দেবগণকর্তৃক নিত্য সমাদর সহকারে পূজ্যমান রাজা মান্ধাতা ষডিন্দ্র ভোগকাল পর্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়াছিলেন। দেবগণ তাঁহাব পরাক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করায় দেবরাজের জয়সমৃদ্ধি হইয়াছিল, তাঁহাদের কোনরূপ অপায় হয় নাই। প্রচণ্ড দানবগণের সংগ্রামের সময় দেবগণ শৌর্যসম্পন্ন মহাতরুস্বরূপ রাজা মান্ধাতার ভুজচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়াছিলেন।

রাজা মান্ধাতা যে কালপ্রবাহে তাঁহার নিজ পুণ্যপণে ক্রীত অক্ষয় সুখ ভোগ করিতেছিলেন, সেই কালপ্রবাহমধ্যে ছয়জন ইন্দ্রের পতন হইয়াছিল। নির্মল মনই সৎকর্মের ফলভোগেব চিহ্নস্বরূপ। মনকলুষিত হইলেই পতন নিকটবর্তী হয়।

অনন্তর কালক্রমে রাজা মান্ধাতার মন কলুষিত হইয়াছিল। তিনি অভিমানে ও লোভে অভিভূত হইয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে এই দেবগণের সমৃদ্ধি আমাবই বাহুবলে রক্ষিত হইয়াছে। আমি অর্ধাসন গ্রহণ করিয়া আর বিডম্বিত হইব না। অতঃপর আমি একাকী ত্রিভুবনের রাজা হইব। অন্য কাহাকেও লক্ষ্য করিব না। আমার এই বাহুই ত্রিজগতের ভারগ্রহণে সমর্থ। আমি ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত করিয়া ও স্বয়ংবরাব ন্যায় এই স্বর্গসাম্রাজ্যলক্ষ্মীকে গ্রহণ কবিযা ত্রিভুবনমধ্যে একাতপত্র-তিলক রাজ্য করিব।

রাজা মান্ধাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া ইন্দ্রদ্রোহে অভিলাষী হইলে শুভ্রবর্ণা তদীয় প্রভাবশ্রী পর্য্যুষিত মালার ন্যায় ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মীরূপ নদী অভ্যুদয়রূপ মেঘোদয়ে উদ্রিক্ত হইযা সৌজন্যরূপ তটকে পাতিত করে এবং লুব্ধ-মনোরূপ জলকে কলুষিত করিয়া থাকে। পাপাকুলিত চিত্ত বিপদের অগ্রদূত-স্বরূপ। ইহা বড়ই দুঃসহ। ইহা মহৎ ব্যক্তিরও সুকৃতের উন্মূলনে সমর্থ হয়।

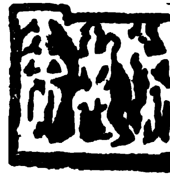
রাজা মান্ধাতা পূর্বোক্ত পাপবুদ্ধির কল্পনা করায় ক্ষণকালের মধ্যে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। অনভ্যাস বিদ্যা নষ্ট করে; গর্ব সম্পত্তি নষ্ট করে; বিদ্বেষ সাধুতা নষ্ট করে; লোভ অভ্যুদয় নষ্ট করে। হায় বিভবমদে মত্ত জনগণের অভ্যুদয় কিরূপ উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করিয়া হঠাৎ অধঃ-

পতিত হয়। মান্ধাতা পূর্বজন্মে সর্বময় বিভুকে পূজা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ইন্দ্রেরও স্পৃহণীয় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রচুর ভোজ্যবস্তু সংবলিত পূর্ণপাত্র দান করিয়াছিলেন। তাহারই প্রভাবে এইরূপ বিস্ময়াবহ ইন্দ্রাধিক প্রভাব হইয়াছিল। ইনি পূর্বজন্মে বন্ধুমতী নামক নগরীতে উৎকরিক নামক শুচি-স্বভাব বণিকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রাণীর উদ্ধারের জন্য উদ্যত সম্যক্সম্বুদ্ধ ভাবাপন্ন বুদ্ধ বিপশ্যী ভিক্ষার জন্য ইহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রসন্নচিত্তে তদীয় ভিক্ষাপাত্রে একমুষ্টি মুদ্গ ও চারিটি ফল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কয়েকটি মুদ্গ অসাবধানতা বশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। সেই দানপ্রভাবে পৃথিবীপতি মান্ধাতা সমস্ত দ্বীপের অধিপতি হইয়া ইন্দ্রের অর্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু অন্যমনস্ক হওয়ায় কয়েকটি অবশিষ্ট মুদ্গ ভূমিপতিত হইয়াছিল, এ কারণে ইনি সুখভোগের শেষকালে স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন।

সংকল্প পরম্পরা যেখানে বিকলাঙ্গবৎ লুন্ঠিত হয় অর্থাৎ যেখানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না এবং যাহা স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল মধ্যে কদাপি স্ফুরিত হয় না, ঈদৃশ দানরূপ কল্পদ্রুমের অতুলনীয় ফল-সন্ততি ভাগ্যবানগণের বিভবভোগের সাধন হয়।

ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুগণের অনুশাসন সময়ে নিজ জন্মান্তর বৃত্তান্ত কহিবার সময় জন্মান্তরীয় দানফলের বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন।

পঞ্চম পল্লব



চন্দ্রপ্রভাবদান

ক্ষীরসাগর দেবগণ কর্তৃক (মন্থনের নিমিত্ত) প্রার্থিত হইলে অতিশয় বিষণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়া বহুক্ষণ কম্পিত হইয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষগণও স্বভাবতঃ ফলদানকালে কম্পিত হইয়া থাকে। পরন্তু এতাদৃশ অনির্বচনীয় ধৈর্যসম্পন্নও কেহ কেহ উৎপন্ন হন যাঁহারা শত শত বার অবিচলিতভাবে দেহ দান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এবং তৎকালে তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হইয়া থাকেন।

কৈলাস পর্বতের শুভ্রকান্তি দ্বারা হাস্যময় উত্তরাখণ্ডে ত্রিভুবনের আভরণ স্বরূপ ভদ্রশিলা নামে একটি অপূর্ব নগরী আছে। যেখানে সর্ববিধ-সম্পত্তিই দানরূপ উদ্যানে ফলশালিনী লতার আকার ধারণ করিয়া শুভ্রযশোরূপ পুষ্পবিকাশদ্বারা পুরবাসিগণের প্রীতি সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীতে অবলাগণ চঞ্চল ভ্রূভঙ্গদ্বারাই মহাদেবের নেত্রাগ্নি হইতে ভীত কন্দর্পকে রক্ষা করিতেছে। সেখানে মুক্তাজালে উজ্জ্বল, স্বর্ণময় গৃহাবলী উজ্জ্বল তারকামণ্ডিত সুমেরুপর্বতের শিখরমালার ন্যায় শোভিত হইতেছে।

এই নগরীতে চন্দ্রপ্রভ নামে একজন প্রধান রাজা ছিলেন, যিনি কৈলাস পর্বতের ন্যায় নিজ কান্তিদ্বারা দিবাভাগে জ্যোৎস্নার বিকাশ করিতেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর তদীয় দেহপ্রভায় রাত্রিকালে দীপে তৈল ও বর্তিকার আবশ্যক হইত না। তারকাগণ ইঁহার দর্শনে কামজ্বর প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ বিবর্ণ হন) এ কারণ (তারকাপতি) চন্দ্র ছত্ররূপ ধারণ করিয়া ইঁহার উপরিস্থ আকাশ আচ্ছাদন করিতেন। ইনি কোশসংশ্রয়া লক্ষ্মীকে সততই বিতরণ করিয়া থাকেন। এ কারণ পদ্মিনী ইঁহার দর্শনে (লক্ষ্মীনাশভয়ে) সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইতেন। ইনি অহঙ্কারজনক সেনা না রাখিয়া কেবলমাত্র দানের শুভ্রকান্তি দ্বারা রাজলক্ষ্মীর ছত্র ও মুকুট পুরবাসিগণের নিকট প্রকট করিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানেই উন্নত ছিলেন, একারণ ইঁহার বৈভব অত্যন্ত শোভিত হইয়াছিল। ধনু নত হইলেই তাহার গুণ উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় আরোহণ করে।

কলিবিদ্বেষী রাজা চন্দ্রপ্রভের রাজ্যকালে তদীয় প্রজাগণ চল্লিশ হাজার চল্লিশ শত বৎসর আয়ুঃকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। লোকপালাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন লোকপাল চন্দ্রপ্রভের রাজ্যমধ্যে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ষাটি হাজার পুরী বিদ্যমান ছিল। ইহার কীর্তিই রাজলক্ষ্মীর তিলকস্বরূপ ছিল। ইহার পুণ্যকর্মই রাজলক্ষ্মীর বিভূষণস্বরূপ ছিল। যজ্ঞীয় ধূমলতাই লক্ষ্মীর অলকের ন্যায় শোভিত হইত।

চন্দ্রলোকের ন্যায় উজ্জ্বল মহাচন্দ্র নামক মন্ত্রী ইহার সম্পদস্বরূপ কুমুদিনীর বিকাশের সহিতই উদিত হইয়াছিলেন। বিপুল রাজ্যসাগরের কর্ণধারস্বরূপ, স্থিরমতি মন্ত্রী বুদ্ধিরূপ পোতকের দ্বারা প্রভুর যশকে পারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

মহীধর নামে ইহার আরও একটি শ্রেষ্ঠ অমাত্য ছিলেন। তিনি এই বিপুল রাজ্যভার মস্তকে ধারণ করায় পঞ্চম দিগ্‌গজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। ইনি মন্ত্রণাকার্যে বৃহস্পতিসদৃশ ছিলেন। ইহার মন্ত্রণা প্রভাবে প্রতিপক্ষ সামন্তরাজগণ, সর্প যেরূপ (বাধ্য হইয়া) বিষ ত্যাগ করে, তদ্রূপ বিপক্ষতা ত্যাগ করিয়াছিল।

রাজা ঐ অমাত্য দ্বারা এবং অমাত্যও ঐ রাজাদ্বারা পরস্পর শোভিত হইয়াছিলেন। গুণজ্ঞতা দ্বারা প্রভু ও সৎপুরুষের প্রভেদ যে জানিতে পাবা যায়, ইহাই সম্পদের চির ভ্রান্তির বিশ্রাম।

পূর্বোক্ত মন্ত্রিদ্বয় ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ একদা একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহার ফল এই যে দানে অত্যাসক্তি বশতঃ রাজার দেহক্ষয় হইবে। মন্ত্রিবরদ্বয় দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন এবং সতত শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর্মে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তপোবনগত মহর্ষিগণও দুর্নিমিত্ত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে রৌদ্রাক্ষনামা এক ব্রাহ্মণ, যে পূর্বজন্মে ব্রহ্মরাক্ষস ছিল এবং মাৎসর্য ক্রূরতা ও দৌজন্যে অতি দুঃসহ ছিল, সেই নির্গুণ ও গুণদ্বেষী রৌদ্রাক্ষ রাজা চন্দ্রপ্রভের দানজনিত উজ্জ্বল কীর্তির কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্ত হইল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অহো রাজা চন্দ্রপ্রভের যশঃ সর্বদাই গগনমার্গে সিদ্ধ গন্ধর্ব ও গীর্বানললনাগণ কর্তৃক গীত হইতেছে। সর্বদাই তদীয় গুণস্তুতি সূচীর ন্যায় আমার কর্ণে বিদ্ধ হইতেছে। কি করিব, আমি স্বভাবতই পরের গুণ ও উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারি না। অতএব আমি তথায় গমন করিয়া সেই দানশীল রাজার দানার্জিত যশ নষ্ট করিব। আমি তাঁহার মস্তক প্রার্থনা করিয়া প্রতিষেধবাক্য শ্রবণে তাঁহার সমস্ত যশ নষ্ট করিব। যদি তিনি মস্তক প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দানজনিত যশ নষ্ট হইবে এবং যদি প্রদান করেন, তাহা হইলেও

আমার (হৃদয়স্থ) বিদ্বেষের শান্তি হইবে। গন্ধমাদন পর্বতের তলদেশবাসী, ক্রূর ও শঠ ঐ রৌদ্রাক্ষ অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভদ্রশিলা নগরীতে গমন করিল।

ইন্দ্রজাল-প্রয়োগ-নিপুণ রৌদ্রাক্ষ নিজ পাপ সংকল্পের সাধন জন্য প্রশমোচিত বেশ বিধান করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিল। এই গুণদোষময় সংসারকাননে কল্পবৃক্ষ ও বিষবৃক্ষ উভয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। খলগণ দুর্নিমিত্তের ন্যায় সর্বনাশ-সূচক ও ঘোর ভয়জনক হইয়া সকলকেই খেদ প্রদান করে। খল ও অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। ইহারা স্বভাবতই গুণীকে বিদ্বেষ করিয়া থাকে। অন্ধকার প্রকাশ অর্থাৎ আলোকেব বিরোধী এবং খলত্ব প্রকাশ অর্থাৎ যশের বিরোধী, অন্ধকার দোষাশ্রয় (দোষা অর্থাৎ রাত্রির আশ্রয়), খলও দোষের আশ্রয়। খলরূপ ভীষণ ও দীর্ঘ পক্ষশালী সর্প কে নির্মাণ করিল? ইহাদেব বিদ্বেষবিষ অত্যন্ত দুঃসহ। ইহারা সচ্ছন্দে সাধুজনকে হত্যা করে।

এই ব্রহ্মবাক্ষস নগরে প্রবেশ করিবামাত্র পুরদেবতা নিজরূপ ধারণ করিয়া ভয়চকিতনয়নে রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মবন্ধু তোমার মস্তক প্রার্থনা কবিবার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে। তুমি জগতের জীবনস্বরূপ, এ ব্যক্তি তোমার জীবনের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছে। অতএব ইহাকে বধ কবিবে। আমি এই পাপাশযকে নগরদ্বাবে নিরুদ্ধ করিযাছি। ইহাকে দেখিযা আমাব' মন অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।

রাজা নগরদেবতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, যাচককে রুদ্ধ করা হইয়াছে, এজন্য লজ্জাবশতঃ নতানন হইলেন। পরে পুরদেবতাকে বলিলেন, দেবি, এ ব্যক্তি যাজ্ঞা করিবার জন্য আসিতেছে। অবারিতভাবে প্রবেশ করুক, আমি যাচকের আশার বৈফল্যজনিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহ্য করিতে পারি না। যাচকের জন্য দেহনাশ হওয়া বহু পুণ্যফলে ঘটিয়া থাকে। দেহিগণ যুগান্তকাল পর্যন্ত থাকিলেও নিশ্চয়ই তাহাকে মরিতে হইবে। ইহজগতে সুজাতগণের এরূপ জীবনই প্রশংসনীয় হয় যে ইহাদের সম্মুখে যাচক কখনও ভগ্নমনোরথ হয় না। আপনি আমার প্রতি আনুকূল্য করুন। ইহা আমার পক্ষে কুশল। সত্বর ঐ যাচকের আশানাশজনিত সন্তাপ নিবারণ করুন। পুরদেবতা রাজার এইরূপ নিশ্চল ও নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাসন্তপ্ত হৃদয়ে অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর সেই স্বয়ং উদ্যত দারুণ করবালের ন্যায় কুটিল ও খল ব্রহ্মরাক্ষস

সরলপ্রকৃতি রাজার ছেদনের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। ঐ ব্রহ্মরাক্ষস অর্থিগণের পক্ষে অবারিতদ্বার রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর্বতগণ সংবলিত ভূমি রাজনাশভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। রাহুসদৃশ দুর্মুখ ঐ ব্রহ্মরাক্ষস রাজচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে অমঙ্গলার্থক আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্বক বলিয়াছিল, রাজন্ আপনার মঙ্গল হউক। আমি ব্রাহ্মণ বিজন দেশে সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছি। আমি অভীষ্টলাভের জন্য অর্থিগণের কল্পপাদপসদৃশ আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার দৃষ্টি অমৃতবৃষ্টির ন্যায়। মন সৌজন্যাস্পদ। আপনার ক্ষমাগুণ ক্রোধরূপ ধূলির বিনাশকারিণী নদীস্বরূপ। আপনার মতি দুঃখিতজনের মাতাস্বরূপ। আপনার রাজ্যসম্পদ দানজলের অভিষেকে বিমল হইয়াছে। আপনার বাক্য সত্যের উপযুক্ত। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন জগজ্জনের বান্ধবস্বরূপ একমাত্র আপনিই উৎপন্ন হইয়াছেন। কতকগুলি লোক আমাকে বলিয়াছেন যে চক্রবর্তীর মস্তক আনিতে পারিলে আমার সিদ্ধি হইবে। আপনি ভিন্ন কে আমাকে উহা দিতে সমর্থ হইবে। চিন্তামণি ও কল্পদ্রুম প্রভৃতি অনেক অর্থদাতা আছে, পরন্তু দুর্লভ বস্তু প্রদানকারী ভবাদৃশ ব্যক্তি অতি বিরল।

ঐ ব্রহ্মরাক্ষস এই কথা বলিলে পর মহামান্য রাজা যাচক দর্শনে আনন্দে নির্ভর হইয়া অবিচলিত ভাবে তাহাকে বলিয়াছিলেন। দ্বিজবর, আমি ধন্য হইলাম। যেহেতু আমার এই নিষ্প্রয়োজন জীবন অদ্য যাচকের প্রার্থনা পূরণের জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কবে আমার প্রাণ পরোপকারার্থে গত হইবে, এইটি আমার বহুকালের অভিলাষ ছিল। আপনি যখন ইহাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার মহাপুণ্য প্রমাণিত হইতেছে। আপনার সিদ্ধির উপকরণ স্বরূপ অতএব প্রশংসনীয় আমার মস্তক আপনি গ্রহণ করুন। ইহলোকে যাহা কিছু অর্থিকে সমর্পণ করা যায়, তাহাই স্থির বলিয়া জানি।

সত্ত্বসম্পন্ন রাজা হর্ষসহকারে এই কথা বলিলে পর অমাত্যপ্রবর মহাচন্দ্র ও মহীধর রাজাকে বলিয়াছিলেন। মহারাজ, আপনার নিজ জীবন রক্ষাই প্রধান ধর্ম। যেহেতু আপনি জীবিত থাকিলে সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকিবে। আপনি মস্তক দান করিতে পারেন না। আপনার দেহই সকলের আধারস্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণকে হেমরত্নময় মস্তক দান করুন। যাঁহারা সর্বরূপ প্রয়োজন দ্বারা অর্থিগণের মনোরথ পূর্ণ করেন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেই সমস্ত রক্ষিত হয়। এই পাপাশয় ব্রাহ্মণের সংকল্প অত্যন্ত ক্রূর। কল্পতরু কখনও মূলোচ্ছেদ দ্বারা অর্থীর মনোরথ পূর্ণ করেন না। এ ব্যক্তি হেমরত্নময় মস্তক লাভ করিয়া চলিয়া যাউক। মস্তক

লইয়া ইহার কি হইবে। বুভুক্ষিত ব্যক্তি কখনও দুর্নিরীক্ষ্য চিন্তামণি আহার করে না।

মন্ত্রিবরদ্বয় এই কথা বলিলে পর ঐ ব্রাহ্মণ বলিল যে, হেমবত্নময় মস্তক আমার সিদ্ধির উপযোগী হইবে না।

অনন্তর রাজা মস্তক হইতে মুকুট উন্মোচন করিলেন। ঐ মুকুটের মুক্তাজাল রাজার মস্তকবিয়োগ দুঃখজনিত অশ্রুবিন্দুর ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তৎকালে দিগদাহকাবী অগ্নিশিখার ন্যায় উল্কাপাত হইতে লাগিল। এবং পুরবাসীগণের মস্তক হইতেও মুকুটসকল ভূতলে পতিত হইল।

রাজা নিজ মস্তকদানে দৃঢ় সংকল্প হইলে মন্ত্রিবরদ্বয় উহা দেখিতে নিতান্ত অক্ষম হইযা অগ্রেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তব রাজা বত্নগর্ভ উদ্যানে প্রবেশ কবিযা উৎফুল্ল চম্পক বৃক্ষের তলদেশে নিজ মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উদ্যানদেবতা রাজাকে নিজ মস্তক ছেদনে উদ্যত দেখিযা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া বলিলেন, মহারাজ এইরূপ দুঃসাহস করিবেন না। নবোদগত লতাগণ অলিকুলের ঝঙ্কারে প্রলাপিনী হইযা লোলপল্লবরূপ পাণি উত্তোলন কবিযা রাজাকে নিবারণ করিয়াছিল। রাজা স্থিরসংকল্প হইযা উদ্যানদেবতাকে প্রসন্ন করিযা বিমলা বোধি অবলম্বন পূর্বক প্রণিধানপরাযণ হইলেন।

রাজা চন্দ্রপ্রভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা কবিলেন যে এই রত্নময় উদ্যানে প্রাণিগণেব উদ্ধারের জন্য ভগবানেব একটি স্তূপ হউক। আমি এরূপ সংকল্প করায যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা সংসারস্থ সর্ব প্রাণীর সংসার মোচন হউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া চম্পক বৃক্ষে কেশ দ্বাবা নিজ মস্তক বন্ধন করিয়া ছেদনপূর্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

অতঃপর রাজার অলৌকিক সত্ত্বগুণ, উৎসাহ ও প্রণিধানবশতঃ অনির্বচনীয় দিগন্তপ্রসাবী নির্মল পুণ্যালোক দ্বারা জনগণের মহামোহান্ধকার বিনষ্ট হইযাছিল, এবং লোকে স্থিররূপে বুঝিযাছিল যে এ সংসারে পুনঃপুনঃ আগমন করা বড়ই ক্লেশকর।

ভগবান নিজ নিজ পূর্বজন্মবৃত্তান্ত দ্বারা ভিক্ষুগণ সমক্ষে বিশুদ্ধ দান ও সদ্ধর্মের এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পল্লব

বদরদ্বীপ-যাত্রাবদান

অহো, মহোৎসাহসম্পন্ন মহাশক্তিশালী ও সত্ত্বগুণের সাগরস্বরূপ দানোদ্যত শুদ্ধাত্মা জনগণের চরিত্র কিরূপ অচিন্ত্যনীয়। মহাত্মগণের সর্বাতিশায়ী ও সত্ত্বগুণ সংবলিত প্রভাবের বিকাশ এইরূপ হইয়া থাকে, যে উহা বৃহদাকার মেঘরাজিমণ্ডিত অত্যুন্নত পর্বতগণকেও গৃহসোপানবৎ জ্ঞান করিয়া অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করে, জলরাশির প্রবল তরঙ্গে উদ্ধত সাগরগণকেও গোষ্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়, এবং অতি দুর্গম মহারণ্যস্থলও গৃহপ্রাঙ্গণজ্ঞানে অতিক্রম করে।

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তী নগরীতে পুরবাসী জনগণের সমক্ষে ধর্মোপদেশ প্রকটন পূর্বক উহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়াছিলেন।

একদা ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত ভগবান্ বণিকজনানুগত হইয়া স্বয়ং পাদচারিকা দ্বারা মগধ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। মহাধনসম্পন্ন বণিকগণ কর্তৃক অনুগত, বনমার্গগামী ভগবান্‌কে দেখিয়া গালবনবাসী তস্করগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। সর্বপ্রাণীর হিতে রত ভগবান্ বুদ্ধ অগ্রে চলিয়া যান, পশ্চাৎ আমরা ধনরাশিপূর্ণ এই বণিকগণকে আক্রমণ করিব।

সর্বজ্ঞ ভগবান উহাদের মনোভাব অবগত হইয়া নির্বিকারে ও সহাস্যবদনে উহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ ? তস্করগণ ভগবানের প্রসাদযুক্ত হাস্যচ্ছটায় আলোকিত হওয়ায় উহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইল। তখন উহারা ক্রূরতা ত্যাগ করিয়া মিষ্টবাক্যে ভগবানকে বলিতে লাগিল। ভগবন্, আমাদিগের পূর্বকর্মার্জিত এই জীবিকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেবা, কৃষি, রক্ষা বা প্রতিগ্রহ কিছুই আমাদিগের জন্য নির্দিষ্ট হয় নাই। আমরা স্বভাবতই পাপাত্মা ; ক্রূরতাও আমাদের স্বাভাবিক। হে দেব, স্বভাবের কি কখনও ব্যত্যয় করা যাইতে পারে। অতএব আপনি গমন করুন। আমাদের বৃত্তিলোপ করা আপনার কর্তব্য নহে। আপনি গমন করিলেই আমরা এই বণিকগণের সর্বস্ব হরণ করিব।

করুণাপূর্ণমনা ভগবান্ তস্করগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল

সন্দেহদোলায় আরূঢ় হইয়া চিন্তিত হইলেন। তৎপরে ভগবান্ বণিক্‌দিগের সমুদয় ধনসম্পদ গণনা করিয়া তৎক্ষণে আবির্ভূত নিধি হইতে চৌবগণকে উক্ত পরিমাণে ধন দান করিলেন।

ভগবান এই প্রকাবে ছয়বার পথে গমনাগমনকালে বণিকদিগের মুক্তির জন্য চৌরগণকে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

পুনরায যখন ভগবান পারিষদগণের সহিত তথায আগমন করেন, তখন চৌরগণেব ভগবানকে ভোজনেব জন্য নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় হইয়াছিল। সজ্জনগণ দৃষ্টিপাত দ্বারা বিমলতা সম্পাদন করেন ও সম্ভাষণ দ্বারা মঙ্গলবিধান করেন এবং পুনঃ পুনঃ সমাগম দ্বারা কুশল মার্গেব সেতুস্বরূপ হন। তখন ভগবান বুদ্ধ সরল দৃষ্টিপাত দ্বারা চৌরগণেব সমস্ত অমঙ্গল বিনাশপূর্বক উহাদিগের বিশুদ্ধ মনোভাব বিধান করিয়া দিলেন।

যাঁহারা নিয়তাত্মা এবং যাঁহাদের অর্থচর্যা, সমানার্থভাব, ত্যাগ ও প্রিয বাক্য এই চারিটি বস্তু সংগৃহীত আছে, যাঁহারা সত্বশালী এবং যাঁহাদের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি বিষয পরিগৃহীত হইযাছে, যাঁহারা মহাত্মা এবং যাঁহাদেব চিত্তে কুশলের মূলভূত অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ এই তিনটি বস্তু সততই সংসক্ত রহিযাছে, যাঁহাবা দানশীল ক্ষমা বীর্য ধ্যান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সততই উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞানবল দ্বাবা লোকেব চিত্ত আশ্রয় করিযাছেন, যাঁহাবা লোকগণের পরিত্রাণকার্যে মহাবীর, সর্বদা অদ্বয়বাদী, বিদ্যাত্রযে উজ্জ্বল ও চতুর্বিধ বিমলতাশালী যাঁহারা (দুঃখজনক অবিদ্যাদি) পঞ্চস্কন্দ হইতে বিমুক্ত এবং ষডবিধ আযতন ভেদ কবিযাছেন, যাঁহাবা সপ্তবিধ বোধির অঙ্গ সম্যক্ আযত্ত করিযাছেন ও অষ্টাঙ্গ যোগ উপদেশ কবেন। যাঁহারা নববিধ আসক্তিবর্জিত এবং দশবলাত্মা, ঈদৃশ মহাপুরুষ জিনগণের নিকট কাহারও মনোভাব অবিদিত থাকে না।

তৎপরে চৌবগণ ভগবানের চরণে নতমস্তক হইলে ভগবান তথাস্তু বলিযা উহাদেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিলেন। ভগবানেব সন্দর্শনে ক্ষীণপাপ চৌবগণ যথাবিধি ভোজ্যদ্রব্য সমর্পণ করিলে ভিক্ষুগণপরিবেষ্টিত ভগবান্ তৎ সমস্ত গ্রহণ করিলেন। তৎপর চৌরগণ প্রণিধান বশতঃ জ্ঞানালোকরূপ শলাকাদ্বারা উন্মীলিতনয়ন হইয়া প্রকাশরূপ বুদ্ধপদ দর্শন করিয়াছিল। চৌরগণ সদ্যঃ প্রবল বৈরাগ্যে পরিপক্ব ও প্রসন্নচিত্ত হইযা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি জগতে পূজ্য হইলেন। চৌরগণের ঈদৃশ সহসা উপনত কুশল সন্দর্শন করিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া ভগবানকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিয়াছিলেন। পূর্বজন্মেও

দ্বীপযাত্রাকালে বণিকগণের রক্ষা বিনিময়ে ইহাদিগের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল।

বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা বিধাতার সৃষ্টির সীমাস্বরূপ, কোশল রাজ্যের উৎকর্ষভূত, আনন্দধাম বারাণসী নামে এক পুরী আছে। যেখানে সুরনদী গঙ্গা ঐ পুরীর অলকের ন্যায় লোলতরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছেন এবং দয়ার ন্যায় সদা সর্বজনের হৃদয় প্রসন্ন করিতেছেন। ঐ পুরী অহিংসার ন্যায় সজ্জনের সেব্যা, বিদ্যার ন্যায় পণ্ডিতগণের সম্মতা ও ক্ষমার ন্যায় সর্বভূতের বিশ্রম্ভ ও সুখের আশ্রয় বলিয়া বিদিত।

কমলার চিরনিবাসস্থান ব্রহ্মকল্প রাজা ব্রহ্মদত্ত ত্রৈলোক্যরাজ্যবৎ বিস্তীর্ণ বারাণসী পুরী যখন শাসন করেন, সেই সময় সমুদ্রবৎ ধনসম্পদের নিধানভূত কুবেরোপম প্রিয়সেন নামে এক বণিক্ তথায় বিদ্যমান ছিল। প্রিয়সেনের পুত্র সুপ্রিয় অত্যন্ত সৌজন্যবান ছিলেন। গুণগণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিল। দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা সমন্বিত সুপ্রিয় পুণ্যশ্রীর প্রলোভনের নিমিত্তই যেন বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন।

নদীগণ যেরূপ বিপুলোদর মহোদধিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সর্ববিধ বিশদ বিদ্যা ও কলাবিদ্যা সরস ও উদারভাবপূর্ণ বিপুলাশয় সুপ্রিয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পুরুষোত্তমলুব্ধা লক্ষ্মী গুণালঙ্কৃতচরিত্র ও লক্ষণযুক্ত আকৃতি সম্পন্ন প্রশংসনীয় সুপ্রিয়কে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

কালক্রমে সুপ্রিয়ের পিতা প্রিয়সেন নিজ পুণ্যবলে স্বর্গগমন করিলে তাঁহার বাণিজ্য কার্যভার সুপ্রিয়ের স্কন্ধে আশ্রয় করিল। সুপ্রিয় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে যদিও এই বিপুল সম্পত্তি আমার হস্তগত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহা সকল অর্থিগণের মনোরথ পূরণে পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ করি না। যে সম্পদ পূর্বাগত যাচকের ভুক্ত হওয়ায় শেষাগত যাচকের পক্ষে নিষ্ফল হয়, এরূপ সুবিপুল সম্পত্তি সৎপুরুষের হস্তগত হওয়ার প্রয়োজন কি। বিধাতা রত্নাকরের বিপুলতা বৃথা সৃষ্টি করিয়াছেন; যেহেতু রত্নাকর অদ্যাপি তদীয় অর্থী বাড়বের উদর পূর্ণ করিতে পারিলেন না। অথবা বিপুল আশাশালী যাচকের মনোরথ কেহই পূরণ করিতে পারে না। ভগবান অগস্ত্য সমুদ্রকেও এক গণ্ডূষে পান করিয়াছিলেন। কি করিব! ইহা অত্যন্তই দুঃখের বিষয় যে সম্পত্তি একটি এবং প্রার্থী বহুতর। এরূপ ধনসম্পদ কখনই পাওয়া যাইতে পারে না, যাহা দ্বারা সকল অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হয়। রত্নাকর লক্ষ্মী ও কৌস্তুভ প্রভৃতি দ্বারা পাঁচ ছয়টি মাত্র অর্থীর

মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। অন্যান্য বহুলোকেরই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই জন্যই অদ্যাপি রত্নাকরের অন্তরের (দুঃখময়) বাড়বাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। অতএব আমি যত্ন সহকারে অসংখ্য ধন অর্জন করিব। অর্থী বিমুখ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে আমি উহা সহ্য করিতে পারিব না।

সুপ্রিয় মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া বহুবণিক পরিবেষ্টিত হইয়া রত্নদীপ নগরে গমন করিলেন ও তথায় প্রচুর রত্ন সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে যখন তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন পথিমধ্যে দেখিলেন যে দস্যুগণ তাঁহার সার্থগণের অর্থ হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুপ্রিয় নিজ অনুচর সার্থগণের অর্থ হরণ করিবার জন্য দস্যুদিগের সাহস ও উদ্যম অবলোকন করিয়া নিজের সর্বস্ব দান দ্বারা অনুযায়ীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ ছয়বার রত্নদ্বীপে গমনাগমন কালে সুপ্রিয় নিজ অনুচরগণের রক্ষার নিমিত্ত চৌরদিগকে ধন দিয়াছিলেন। তথাপি দস্যুগণ পুনরায় সার্থগণের অর্থ হরণে উদ্যোগী হইয়াছে দেখিয়া সুপ্রিয় মনে মনে চিন্তা করিলেন, অহো আমি বিপুল অর্থ দান করিয়াও ইহাদের আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ইহারা পরের অর্থ হরণ করিতে এখনও উদ্যম ত্যাগ করে নাই। আমি অর্থদ্বারা জগৎ পূর্ণ করিব এই কথা বার বার লোকসমক্ষে বলিয়াও এই সামান্য দস্যুগণের মনোরথও পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আমি সমুচিত উৎসাহহীন, আমি যাহা বলি, তাহা উত্তরকালে ব্যাহত হয়, আমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ ও আত্মশ্লাঘী, আমার জন্মেই ধিক্।

সুপ্রিয় এইরূপ চিন্তায় ও অনুতাপদহনে অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া সেই বিজন প্রদেশে শতবৎসরবৎ দীর্ঘ এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুপ্রিয় শোকপঙ্কে মগ্ন ও নিশ্চল গজেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে মহেশাখ্যা দেবতা স্বপ্নে তাঁহাকে বলিলেন, হে সুমতি, তুমি বৃথা শরীর শোষণকারী শোক করিও না। তুমি সাধু সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। স্বপ্নকালীন সংকল্পের ন্যায় দুর্লভ এইরূপ কোন বস্তুই জগতে নাই, যাহা উদ্যমশীল ধীরগণের যত্নে সিদ্ধ হয় না। সেই একটি ব্রাহ্মণের কি অনুপম ও অনির্বচনীয় শক্তি, যাঁহার আজ্ঞামাত্রেই অভ্রংলিহশিখর বিন্ধ্যপর্বত পৃথিবীর ন্যায় অচল হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মগণের কার্যকালে বিষম স্থলও সম হয়, দূরও নিকট হয়, এবং জলও স্থল হয়। তুমি পরোপকারার্থে এইরূপ সংকল্প করিয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। সত্ত্বগুণের কার্যে কখনও বিসংবাদী

বা সন্দিগ্ধ হয় না। দেবগণসেবিত বদরদ্বীপে বহুরত্ন বিদ্যমান আছে। উহার একটি রত্নের প্রভাবে ত্রিজগতের আশা পূর্ণ হইতে পারে। এই মর্ত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া সেই পুণ্যময়ী মহীয়সী ভূমিতে যাওয়া যায়; পরন্তু সত্ত্বগুণ বর্জিত ও অসংযতাত্মা ব্যক্তি তথায় যাইতে পারে না। হে পুত্র, বিষাদ ত্যাগ কর, বুদ্ধি স্থির কর এবং মদুক্ত বদরদ্বীপে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হও। আমি সামান্যরূপে বদরদ্বীপ যাত্রার ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি প্রভূত সত্ত্বগুণের প্রভাবে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সপ্তশত দ্বীপ ও সপ্ত মহাচল এবং সপ্ত মহানদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিম দিগ্‌ভাগে অনুলোম প্রতিলোম নামক এক সাগর আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি অনুকূল বায়ু দ্বারা উহা পার হইতে পারেন। তৎপরে ঐ অনুলোম প্রতিলোম নামে এক পর্বত আছে। সেখানে বায়ু এত প্রবল যে মনুষ্য তথায় দিশাহারা হয়। সেখানে অমোঘাখ্য এক মহৌষধি আছে, উহাদ্বারা চক্ষুদ্বয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে হয়। অতঃপর আবর্ত নামক সাগর। সেখানে প্রাণিগণ বৈরম্ভ নামক বায়ু কর্তৃক সপ্ত আবর্ত মধ্যে মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া পরে উন্নীত হয়। তৎপরে আবর্তাখ্য শৈল। তথায় ভীষণ প্রাণহারী শঙ্খনাভনামা দেবগণেরও ত্রাসকারী এক নিশাচর বিদ্যমান আছে। তথায় শঙ্খনাভি নামে মহৌষধি আছে, উহা কৃষ্ণসর্পে সর্বদা বেষ্টিত থাকে। ঐ মহৌষধি নেত্রে ও মস্তকে অর্পণ করিলে পুণ্যবান্‌কে রক্ষা করে। তৎপরে নীলোদ নামা সাগর। তথায় রক্তাক্ষ নামে রাক্ষস আছে। ঐ রাক্ষস যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ। সে তোমার বশে আসিবে। তৎপরে নীলোদ নামা পর্বত। তথায় নীলগ্রীব নামক প্রজ্বলিতনেত্র একটি নিশাচর পঞ্চশত রাক্ষসের সহিত বাস করে। তথায় অমোঘাখ্য ওষধি আছে। উহা সর্পগণ সর্বদা রক্ষা করে। ঐ সকল সর্পের দৃষ্টি নিশ্বাস সংস্পর্শ ও দন্তে বিষ উদ্গীর্ণ হয়। যিনি উপোষধ-ব্রতবান্ করুণাসম্পন্ন ও সর্বভূতে মিত্রতাকারী, তিনিই ঐ কৃষ্ণসর্পকে অপসৃত করিয়া ঐ ওষধি লাভ করিতে পারেন। পুণ্যবান লোক ঐ ওষধি দ্বারা অঞ্জন ধারণ করিয়া এবং শিখায় ধারণ করিয়া ঐ রাক্ষসসঙ্কুল সুন্দর মসৃণ কন্দর শোভিত নীলোদ পর্বত অতিক্রম করিতে পারেন। অনন্তর বরাম্ভঃ নামক সমুদ্র। উহার উত্তরতটে অতি ভীষণ ও প্রকাণ্ড শালবনাচ্ছাদিত তাম্রাটবী নামে মহারণ্য আছে। ঐ অরণ্য মধ্যে তাম্রাক্ষ নামে অতি দুঃসহ প্রকাণ্ড অজগর আছে। বায়ুকর্তৃক চালিত উহার উগ্রগন্ধে তথায় কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ অজগর ছয় মাস নিদ্রা যায়। তখন উহার মুখনিঃসৃত লালা

যোজন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। পুনশ্চ যখন ছয় মাস জাগিয়া থাকে তখন লালা কম হয়। তথায় বেণুগুল্ম ও শিলাখণ্ডে আচ্ছাদিত একটি গুহা আছে। উহার আচ্ছাদনটি উৎপাটন করিয়া তথা হইতে দিবারাত্রি সমভাবে প্রজ্বলিত অঞ্জনোপযুক্ত ঔষধি লাভ করিয়া অবৈরাখ্য বুদ্ধবিদ্যা জপ করিলে ঐ অজগর বা অন্যান্য ভয়ঙ্কর প্রাণী হইতে ভয় হয় না। তৎপরে বেণুকণ্টকব্যাপ্ত সপ্ত মহাশৈল অতিক্রম করিতে হয়। বীর্যশালী ব্যক্তি তাম্রপটে নিজ পদ আচ্ছাদিত করিয়া ঐ পর্বতগুলি পার হন। তৎপরে শাল্মলীবন ও সপ্ত সংখ্যক লবণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া অত্যুন্নত ত্রিশঙ্কু নামক পর্বত দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় ত্রিশঙ্কু নামে বজ্রভেদী কণ্টকসকল আছে। যাহাদের পদদ্বয় তাম্রপটাচ্ছাদিত ঐ সকল কণ্টক তাহাদিগের পদে বিদ্ধ হয় না। তৎপরে ত্রিশঙ্কু নামে নদী ও অয়ঃশঙ্কু নামে পর্বত। পুনরায় উপস্কিল নামে দ্বিধাবিভক্ত নদী। অতঃপর অষ্টাদশচক্র নামে পর্বত ও তণ্ডুল্যানাম্নী নদী এবং শ্লক্ষ্ণ নামা পর্বত। অনন্তর ধূমনেত্র নামে পর্বত। উহার ধূমে চতুর্দিক অন্ধকারময় হইয়াছে। তথায় ক্রূরস্বভাব দৃষ্টিবিষ ও স্পর্শবিষ সর্পগণ বাস করে। ঐ ধূমনেত্র পর্বতের শিখরে সরোবরের মধ্যে শিলাবদ্ধ একটি মহাগুহা আছে। তথায় জ্যোতিরস মণি ও জীবনী মহৌষধি আছে। ঐ গুহা ভেদ করিয়া উক্ত জ্যোতিরস দ্বারা মস্তক, পদ, কর ও উদর লেপন করিয়া মন্ত্রবলান্বিত হইয়া গমন করিলে ক্রূরসর্পগণ বাধা দিতে পারে না। অতঃপর উগ্রপ্রাণি সমাকুল সাতটি পর্বত ও তদ্রূপ সাতটি নদী আছে। সেই নদীগণের জল অগাধ। পরহিতোদ্যত ব্যক্তি পুণ্যবলে এই সকল উত্তীর্ণ হইয়া অভ্রংলিহশৃঙ্গ সুধাশৈলে আরোহণ করেন।

তৎপরে ঐ সুধাশৈলের অপর পাশে কল্পবৃক্ষে শোভিত, স্বর্গতুল্য রোহিতক নামক পুরী দেখা যায়। তথায় মঘ নামে ইন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত; মহাসত্ত্ব ও সর্বপ্রাণীহিতে রত এক সার্থবাহ আছেন। সেই দেশজ্ঞ ও নির্মলবুদ্ধি সার্থবাহ তোমাকে বদরদ্বীপে যাত্রার পথের বিষয় সমস্ত উপদেশ করিবেন।

দেবী এইরূপ সুমঙ্গল বাক্য দ্বারা সুপ্রিয়কে উৎসাহিত করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

সুপ্রিয় প্রবুদ্ধ হইয়া দেবকথিত সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া স্থির করিয়া মহোৎসাহ সহকারে নিজ সত্ত্বগুণ আশ্রয় পূর্বক প্রস্থান কবিলেন। সুপ্রিয় দেবনির্দিষ্ট পথে অনায়াসে গমন পূর্বক দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে রোহিতকপুরে গমন করিলেন।

ইত্যবসরে তথায় বণিক্শ্রেষ্ঠ মঘ কর্মফলানুসারে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায়

অসুস্থ হইয়াছিলেন। একারণ সুপ্রিয় রাজপ্রাসাদসদৃশ তদীয় গৃহে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিয়া নিজকার্যসিদ্ধির জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান দ্বারা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত কথায় অভিজ্ঞজন সকলেরই আদরপাত্র হন।

আয়ুর্বেদবিধানজ্ঞ সুপ্রিয় তাঁহার অরিষ্ট ও লক্ষণ দ্বারা ছয়মাস মাত্র আয়ুঃকাল জানিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। সুপ্রিয় ঔষধ ও পরিচর্যা বিধান করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রীতিপাত্র হওয়ায় তৎপ্রযুক্ত ঔষধও মঘের মনোনীত হইয়াছিল। প্রিয়জনের উপনীত সকল বস্তুই মনের প্রীতিপ্রদ হয়। মনোমত পরিচর্যা দ্বারা তাঁহার ব্যাধির অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। সৎসঙ্গ দ্বারা মনঃকষ্ট দূর হয় এবং তাহাতেই ব্যাধিও প্রশমিত হয়।

তদনন্তর সুপ্রিয় তাঁহার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রণয়পূর্বক নিজ পরিচয় দান দ্বারা তাঁহাকে নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বণিকপ্রবর মঘ মহাত্মা সুপ্রিয়ের পরোপকারার্থে বদরদ্বীপ যাত্রায় নিশ্চল উৎসাহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আহা! এই অসার সংসার মধ্যেও পর চিন্তাপরায়ণ সাররূপী কয়েকটি পুরুষমণি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তোমার এই তরুণ বয়স, সুন্দর আকৃতি ও মন পরোপকারপ্রবণ। এই সকল গুণসমাগম তোমার পুণ্যের সমুচিতই হইয়াছে। তুমি পরোপকারার্থে এতদূর পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছ। আমি নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য করিব, কিন্তু এখন আমি অত্যন্ত পীড়িত। প্রাণিগণের প্রাণের একটা সীমা আছে উহা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা যে তোমার কার্য সিদ্ধির জন্য আমার প্রাণ যায় যাউক। এইরূপ কার্যে ব্যয় করাই যথার্থ ব্যয় বলিয়া পরিগণিত। পরের উপকারার্থে জীবন ব্যয় শত শত লাভের সমান। আমি বদরদ্বীপ দেখি নাই কিন্তু আমি শুনিয়াছি। মহাসমুদ্রে কোন্ দিক দিয়া যাইতে হয় তাহার লক্ষণ আমি জানি।

মঘ এই কথা বলিয়া সুহৃদ ও বন্ধুগণের নিষেধ-বাক্য সত্ত্বেও উহা অগ্রাহ্য করিয়া সুপ্রিয়ের সহিত মঙ্গলময় প্রবহণে আরোহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দুইজনে প্রবহণারূঢ় হইয়া বায়ুর আনুকূল্যে শত যোজন পথ অতিক্রম করিলেন।

সুপ্রিয় স্থানে স্থানে নানাবর্ণের জল অবলোকন করিয়া কৌতুকবশতঃ মঘকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ কি প্রকার!" এই সমুদ্রের জলের মধ্যে পাঁচটি

লৌহাচল ও কয়েকটা তাম্রময় ও রৌপ্যময় পর্বত এবং কয়েকটি সুবর্ণ ও রত্নময় পর্বত আছে। ঐ সকল পর্বতের নানাবর্ণ কিরণে বিচ্ছুরিত হওয়ায় স্থানে স্থানে সমুদ্রের জলও নানাবর্ণ দেখা যায়। এবং সমুদ্রের অভ্যন্তর হইতে নানাবর্ণ ঔষধিও উদগীর্ণ হয়। মঘ এই কথা বলিয়া ব্যাধিকর্তৃক বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার আয়ুঃকাল শেষ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই কীর্তিই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিল। মহাত্মাগণের সত্ত্ব যেরূপ বজ্রলেপ অপেক্ষাও দৃঢ় তাঁহাদের প্রাণও যদি সেরূপ দৃঢ় হইত তাহা হইলে ইহজগতে কিছুই অসাধ্য হইত না।

সুপ্রিয় প্রবহণ কূলে সংলগ্ন করিয়া এবং মঘের বিয়োগদুঃখ স্তম্ভিত করিয়া তাঁহার দেহের সৎকার বিধান করিলেন। সত্ত্বোৎসাহসম্পন্ন মহাত্মাগণের এইটিই উন্নত লক্ষণ যে উঁহারা নিজ আলম্বন বিচ্ছিন্ন হইলেও কর্তব্য কার্যে মন দৃঢ় করিতে পারেন।

সুপ্রিয় পুনরায় প্রবহনে আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইলেন এবং রত্ন পর্বতের পার্শ্ব দিয়া বিকট বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিয়োগ, উদ্বেগ, শত্রুর অভিযোগ, রোগ বা ক্লেশভোগ কিছুতেই মহাপুরুষের মতিহীন করিতে পারে না।

সুপ্রিয় (কিছু দূর গিয়া) দুরারোহ; গগনস্পর্শী এক পর্বত দেখিতে পাইলেন, উহা চতুর্দিক রোধ করিয়া থাকায় উহাকে মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন। সুপ্রিয় ঐ মহোন্নত পর্বত অবলোকন করিয়া উহা উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায় তটদেশে পল্লব শয্যায় শয়ন করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন। অহো কতকাল গত হইল আমি গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছি কিন্তু এখনও বদরদ্বীপের নাম পর্যন্ত কোথায় শুনিতে পাইতেছি না। আমি পুণ্যবলে যাঁহাকে আমার অধ্যবসায়ের একমাত্র সহায়রূপে লাভ করিয়াছিলাম তিনিও মদীয় কর্মরূপে তরঙ্গাঘাতে ভগ্নপ্লবের ন্যায় অকালে নষ্ট হইয়াছেন। যদিও আমি উপায়হীন তথাপি আমি এই মহৎ উদ্দেশ্য হইতে নিবৃত্ত হইব না। ইহাতে আমার হয় কার্য সিদ্ধি না হয় নিধন যাহা হয় হইবে। যে জন্মে পরোপকারার্থে জীবন ব্যয় ঘটে জন্ম পরম্পরার মধ্যে একমাত্র সেই জন্মই ত্রিজগতে পূজ্য।

সত্ত্বসাগর সুপ্রিয় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় ঐ পর্বতবাসী নীল নামা এক যক্ষ তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিল, এই পর্বতের পূর্ব পার্শ্ব দিয়া যোজন পথ অতিক্রম করিয়া বেত্রলতা সোপান দ্বারা পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্বক তিনটি শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া গমন কর।

যক্ষের এইরূপ উপদেশানুসারে সুপ্রিয় সেই মহাপর্বত লঙ্ঘন করিয়া সম্মুখে অত্যুন্নতশৃঙ্গ স্ফটিক পর্বত দেখিতে পাইলেন। সেই একখণ্ড প্রস্তরময়, অতি মসৃণ এবং পক্ষিগণেরও দুর্গম স্ফটিক পর্বতে উপস্থিত হইয়া মুহূর্তকাল নিশ্চল হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার মনোরথের স্ফূর্তি হয় নাই। অত্যুন্নত, নিরালম্ব ও নিজসংকল্পের ন্যায় নিশ্চল ঐ স্ফটিক পর্বত বহুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি চিত্তপুত্তলীর ন্যায় হইয়া রহিলেন।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভনামা পর্বতগুহাবাসী এক যক্ষ তথায় আগমন করিয়া বিস্ময় সহকারে সত্ত্ব-সম্পন্ন সুপ্রিয়কে বলিয়াছিলেন, এখান হইতে এক ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া অপূর্ব শোভাশালী চন্দনবন দেখিতে পাইবে। তথায় লতাগণ বায়ানিল দ্বারা চালিত হইতেছে দেখিবে। তথায় গুহামধ্যে লীন প্রসরা নামে মহৌষধি আছে। গুহামুখের মহাশিলা উত্তোলন করিয়া দেহরক্ষার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিবে। ঐ ঔষধি প্রভাবে স্ফটিকাচল আলোকিত হইবে ও সোপান দ্বারা সহসা পর্বতে আরোহণ করিয়া অভিলষিত প্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে। তোমার কার্য সমাধা হইলেই ঐ ঔষধি তৎক্ষণাৎ অপগত হইবে। তুমি তাহাতে কোনরূপ খেদ করিও না। প্রিয়বস্তু লাভ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল।

যক্ষের এইরূপ উপদেশানুসারে তিনি ঐ পর্বত অতিক্রম করিয়া সুবর্ণময় গৃহ শোভিত একই নগর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। ঐ নগরটি যেন সুমেরু পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গে পরিব্যাপ্ত ও সর্বাশ্চর্যময় এবং কান্তময়। ঐ নগর অবলোকন করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুপ্রিয় সুবর্ণময় প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা রুদ্ধদ্বার ও নির্জন ঐ নগর বিলোকন করিয়া বনপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

ইত্যবসরে আকাশময় অনন্ত পথের পথিক সূর্যদেব যেন পরিশ্রান্ত হইয়া অস্তাচলের উপান্তে গমন করিলেন। সূর্য অস্তগত হইলে রজনী রমণী অভিসারিকার ন্যায় তারাপতির অন্বেষণ করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ নির্গত হইলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্বসদৃশ স্বচ্ছ চন্দ্রমা জ্যোৎস্নারূপ বিভব দ্বারা চতুর্দিক পূরিত করিয়া উদিত হইলেন। সত্ত্ববৃত্তির ন্যায় মানসোল্লাসিনী ও অন্ধকারসমূহের নিঃশেষরূপে বিনাশকারিণী স্ফীতা জ্যোৎস্না বিকাশ পাইতে লাগিল। চন্দ্র দিগ্বধূগণের সমস্ত দিন বিরহজনিত মোহান্ধকার হরণ করিলেন। মহাত্মাগণ পরোপকারের জন্যই দূরদেশে আরোহণ করেন। সুপ্রিয় চন্দ্রকিরণে প্লাবিতদেহ হইয়া তদীয় কার্যরূপ সমুদ্রের তরঙ্গের ক্ষোভবশতঃ কিছুক্ষণ নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রভাতপ্রায় হইলে গুণ ও সরলতার পক্ষপাতিনী মহেশাখ্যা দেবতা তথায় সমাগত হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে মহাসত্ত্ব তুমি সৎকার্যে অভিনিবেশ করতঃ পরোপকারের জন্য এই বিপুল ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ। তুমি যথার্থই পুণ্যবান। তোমার প্রয়াসের অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে এখন আর উদ্বিগ্ন হইও না। যাঁহাদের সত্ত্বগুণ পর্যুষিত হয় নাই তাঁহাদের সর্বসিদ্ধিই স্বাধীন জানিবে। এই যে সুবর্ণময় নগর দেখিতেছে এরূপ আরও তিনটি রত্নময় নগর আছে। ঐগুলি উত্তরোত্তর আরও বিচিত্র। তুমি ঐ নগরের দ্বার বিঘটিত করিলেই তথা হইতে যথাক্রমে চারিটি, আটটি, ষোলটি ও বত্রিশটি কিন্নরী নির্গত হইবে। তুমি জিতেন্দ্রিয়, তদ্দর্শনে তোমার কখনই প্রমাদ হইবে না। অচিরেই তোমার অভিলষিত বস্তু লাভ হইবে।

সুপ্রিয় দেবী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং নগরদ্বারের নিকট আসিয়া হস্ত দ্বারা তিনবার আঘাত করিলেন। তৎপরে তরলনয়না লীলাময়ী; আশ্চর্য পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় চারিটি কিন্নরী নির্গত হইল। ঐ কিন্নরীগণকে দেখিয়া মন উল্লসিত হয়। উহাদের নয়ন হইতে অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এবং উহাদের মুখচন্দ্রের বিকাশে দিনেই জ্যোৎস্নার ন্যায় বোধ হয়। প্রিয়দর্শন কিন্নরীগণ কামভাব সহকারে সুপ্রিয়কে পূজা করিয়া তাঁহার অভিলাষানুরূপ প্রণয় দ্বারা আতিথ্য করিয়াছিল।

সুপ্রিয় চন্দ্রকান্তমণিময় আসনে উববিষ্ট হইলে মূর্তিমতী কন্দর্পের জীবনৌষধি স্বরূপ কিন্নরীগণও আসন গ্রহণ করিলেন। এবং বিলাসযুক্ত হাস্যকিরণ দ্বারা প্রেমোপঢৌকনভূত কর্পূর দান করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অহো আমরা ধন্য! আপনি সদ্‌গুণালঙ্কৃত, আপনার বাড়ীতে গিয়াই আপনার সহিত দেখা করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আপনি স্বয়ংই এখানে আসিয়াছেন। অমৃতে কাহার বিদ্বেষ আছে। চন্দনে কাহার অরুচি। চন্দ্রকে কে না আদর করে। সাধুজন কাহার সম্মত নহে। যদিও স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বয়ং প্রণয়প্রার্থনা করা সৌভাগ্য ভঙ্গেরই জ্ঞাপক তথাপি আমরা আপনার সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি। হে সাধো! এই কিন্নরী পুরী ও প্রণয়বতী আমরা এবং সৌভাষণিক রত্ন এসবই আপনার অধীন জানিবেন।

সুপ্রিয় কিন্নরীগণের এবম্বিধ প্রণয়োচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণে ধবল দশনকান্তি বিকীরণপূর্বক বলিলেন, আপনাদের এই সম্ভাষণামৃত কাহার বহুমানাস্পদ নহে। আপনারা যাহাকে আদর করেন সে নিজেরও আদরপাত্র হয়।

আপনাদের দর্শন পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা। তাহার উপরও আপনাদের এত অনুগ্রহ। মুক্তালতা স্বভাবতই তাপহারী হয়, তাহার উপর যদি উহা চন্দনোক্ষিত হয় তাহলে ত কোন কথাই নাই। আপনাদের ব্যবহার এবম্বিধ জ্যোৎস্নাসদৃশ স্বচ্ছ আকৃতির সমুচিত ও অত্যন্ত মনোহর। ঔচিত্যে সুন্দর আচরণ, প্রসাদগুণে বিশদ মন এবং বাৎসল্য প্রযুক্ত মনোহর বাণী কাহার আদরনীয় না হয়। আমি আপনাদের নিকট এইরূপ সমাদরোচিত আচরণ শিক্ষা করিলাম। যেহেতু আপনারা পরাধীন স্ত্রীলোক একারণ আপনারা স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না। ইহা কুলধর্ম নহে। আপনারা কন্যাভাব অতিক্রম করিয়া পরের পরিগ্রহ হইয়াছেন। আপনারা আমাকে যেরূপ বিশ্বাস ও স্নেহ করিলেন তাহাতে আপনারা আমার ভগিনী বা জননী হইতেছেন। যাহারা পরধন বিষবৎ জ্ঞান করে ও পরস্ত্রীকে জননীবৎ জ্ঞান করে এবং পরহিংসাকে আত্মহিংসা বলিয়া জ্ঞান করে তাহাদের কোন প্রকার বাধাই হয় না। যাঁহাদের মুখের বাক্য খলতা, অসত্য ও কঠোরতা বর্জিত তাঁহারা সকলেরই আশীর্বাদভাজন হন। যাঁহাদের চিত্ত কুচিন্তারহিত ও মিথ্যাদৃষ্টি হীন তাঁহারাই যথার্থ সৎপথ আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা স্বভাবতঃ দশারূপ কুশলমার্গ হইতে নিরর্গল হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল কুশলমার্গ স্বর্গের পক্ষে নিরর্গল। বুদ্ধিই উন্নত ব্যক্তির প্রধান ধন। বিদ্যাই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চক্ষুঃস্বরূপ। দয়াই মহাপুরুষগণের প্রধান পুণ্য। এবং আত্মাই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তীর্থ স্বরূপ। পুরুষ এবম্বিধ গুণসন্নিবেশেই সৎস্বভাব দ্বারা বিমলতা লাভ করে। সৎস্বভাবই সজ্জনের পক্ষে রত্ন ও মুক্তাপেক্ষা অধিক আভরণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

কিন্নরীগণ সত্ত্বসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় সুপ্রিয়ের এইরূপ গুণানুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলেন। এবং মুখদ্বারা ভূলোকে চন্দ্রলোক সৃজনপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে সাধো! আমরা অমূল্য, গুণোজ্জ্বল ও মণিসদৃশ তোমার দেহকান্তি দেখিলাম। এই জন্যই তুমি সজ্জনগণ কর্তৃক মস্তকে, হৃদয়ে ও কর্ণে আভরণ স্বরূপ সর্বদাই স্থাপিত হইয়াছ। এই মহামূল্য প্রথিত প্রভাব মণিটি গ্রহণ কর। ইহা তোমারই উপযুক্ত। এই মণি উচ্চধ্বজায় স্থাপিত হইলে সহস্রযোজন পর্যন্ত প্রার্থীগণের মনোরথানুরূপ দ্রব্য বর্ষণ করে।

তরুণীগণ এই কথা বলিয়া মূর্তিমান প্রসাদ সদৃশ ঐ মহামূল্য মণিটি দান করিলেন। সুপ্রিয়ও উহা গ্রহণ করিয়া রৌপ্যময় দ্বিতীয় পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিন্নরকামিনীগণ কর্তৃক দ্বিগুণ আদরে পূজিত হইয়া ক্রমে বিশুদ্ধ

বৃদ্ধি হইলেন এবং পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ প্রভাবসম্পন্ন একটি মণি লাভ করিলেন।* তৎপরে সর্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন, রত্নময় চতুর্থ পুরীতে উপস্থিত হইয়া কিন্নর সুন্দরীগণ কর্তৃক তদপেক্ষা দ্বিগুণ আদরে অভ্যর্থিত হইলেন।

সুসংযত সুপ্রিয় সদ্ধর্মার্থক কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা কিন্নরীগণকে পরিতুষ্ট করিলে উঁহারাও উৎফুল্ল নীলোৎপল সদৃশ কটাক্ষপাত পূর্বক হস্তোত্তোলন করিয়া বলিল, কিন্নর রাজবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ বদর নামে আমাদের এক ভ্রাতা আছে। এই সমৃদ্ধশালী দ্বীপ তাহারই রাজ্য ও তাহারই নামে ইহার নাম বদরদ্বীপ হইয়াছে। এই উজ্জ্বল কিরণ রত্নটি নিয়মপূর্বক পোষধব্রতচারী পুণ্যবান লোকের ধ্বজাগ্রে বিন্যস্ত হইলে জম্বুদ্বীপে জনগণের অভীপ্সিত অর্থ বর্ষণ করিবে। তুমি পরহিত সম্পাদনার্থে ইহা গ্রহণ কর।

সুন্দরীগণ এই কথা বলিয়া সাদরে অমরতরুর ফলস্বরূপ সেই রত্নটি উৎপাটিত করিয়া প্রদান করিলেন। সুপ্রিয় ঐ রত্নটি ও বায়ুবিজয় বলাহ নামক একটি তুরঙ্গ লাভ করিয়া তাহাতে আরোহণ পূবক তাহাদের কথিত পথানুসারে স্বনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎকালে শুভ্রযশাঃ রাজা ব্রহ্মদত্ত নিজ বিপুল পুণ্যফলে স্বর্গ গমন করিলে বারাণসী পুরবাসী জনগণ প্রণয়িজনের কামনাপ্রদ ও সর্বপ্রাণির রক্ষার জন্য কৃতনিশ্চয় সুপ্রিয়কেই ধর্মরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তৎপরে সুপ্রিয় পঞ্চদশী তিথিতে যথাবিধি স্নান করিয়া এবং পোষধব্রত ধারণ করিয়া ধ্বজাগ্রে ঐ রত্নটি স্থাপনপূর্বক বিশ্ববাসীকে পূর্ণকাম করিয়াছিলেন। সুপ্রিয় পরহিতার্থে শতবৎসরব্যাপী দেশ ভ্রমণ করিয়া, পরে মহৎ রাজ্যভার গ্রহণ পূবক সমস্ত লোককে পূর্ণকাম করিয়া অবশেষে নিজ পুত্রকে রাজ্য পদে স্থাপন-পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা শান্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমিই সুপ্রিয় জন্মে রত্নদ্বীপ গমনকালে ঐ সকল দস্যুদিগকে পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলাম।

বুদ্ধদেব কথাপ্রসঙ্গে দানবীর্যোপদেশ দ্বারা এইরূপ নিজবৃত্ত ভিক্ষুগণকে অনুশাসন করিয়াছিলেন।

* এখানে এক পঙক্তি খণ্ডিত আছে (পাওয়া যায় নাই)।

সপ্তম পল্লব

মুক্তালতাবদান

যাঁহাদের চিত্ত কুশলকার্যে প্রণিধান দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা জনগণকে বিমলালোকসম্পন্ন বিবেক বুঝাইয়া দেন এবং যাঁহাদেব নামোচ্চারণে লোকের ভবমোহ অপহৃত হয়, তাঁহারাই এ সংসারে ধন্য।

পুরাকালে ন্যগ্রোধাপবনবাসী ভগবান কপিলাখ্যনগরে ভিক্ষুসহস্রসভায় ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। সভাস্থ জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে পরমানন্দদায়ক ও চন্দনবৎ শীতল তদীয় বাক্যমৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঐ ধর্মোপদেশসভায় রাজা শুদ্ধোদন ভগবানের পবিত্র উপদেশ দ্বারা (ধৌত হইয়া) বিমলতা ও নিবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর ঐ সভায় শাক্যকুলসম্ভূত মহান্ ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে গমনপূর্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা! ভগবান্ বুদ্ধ, তদীয় ধর্মোপদেশ এবং তাঁহার পার্ষদগণ সবই আশ্চর্যময়। আমাদের নির্বাণ লাভের জন্যই ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে ইহাপেক্ষা মহাফলদায়ক আব কি আছে।

ভগবানের উপদেশ দ্বারা নিবৃত্তিপ্রাপ্ত মহানের পত্নী শশিপ্রভা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পুরুষেরাই পুণ্যবান যেহেতু তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন। আমরা স্ত্রীলোক অত্যন্ত নিন্দনীয় যেহেতু আমরা ভগবানের উপদেশের অযোগ্য।

মহান্ স্বীয় পত্নীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে, জগদ্‌গুরু ভগবানের কারুণ্য প্রদর্শন বিষয়ে কোন ভেদজ্ঞান নাই। সূর্যের কিরণ সর্বত্রই সমান। মেঘের বৃষ্টি সর্বত্রই সমান। সর্বপ্রাণির প্রতি করুণাপরায়ণ ভগবানে দৃষ্টিও (স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে) সর্বত্রই সমান। রাজা শুদ্ধোদন মহাপ্রজাপতির বাক্যানুসারে (প্রতিদিন) অপরাহ্নকালে ভগবানের নিকট গিয়া উপস্থা করিয়া থাকেন।

শশিপ্রভা নিজপতির এই কথা শুনিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য

শাক্যললনাগণ সহ পুণ্যোপবনে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় ভগবানকে সত্ত্বরূপ কুসুমশোভিত, মহাফলসম্পন্ন ও শান্তিবারিসিক্ত করুণারসের কল্পবৃক্ষস্বরূপ দেখিয়াছিলেন। শশিপ্রভা বায়ু দ্বারা আনতা লতার ন্যায় দূর হইতেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন। (প্রণামকালে) তাঁহার কর্ণোৎপল কর্ণ হইতে চ্যুত হওয়ায় বোধ হইল যেন লোভ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

আনন্দনামা ভিক্ষু রত্নভূষণে ভূষিত ও সমুজ্জলকান্তি শশিপ্রভাকে দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাকে বলিলেন, মাতঃ! তোমার এইরূপ বেশভূষা প্রশমের উপযুক্ত নহে, প্রত্যুত দর্পযুক্ত। মুনিগণের তপোবনে তোমার দর্প প্রকাশ করা উচিত নহে। ইহা বিরক্ত লোকেরই স্থান। তোমার এই মুখর আভরণগুলি যেন ঝঙ্কারচ্ছলে তোমাকে উপদেশ দিতেছে যে এখানে আমাদের গ্রহণ করা উচিত নহে।

শশিপ্রভা আনন্দ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া লজ্জায় নতাননা হইলেন এবং সমস্ত আভরণ উন্মোচন করিয়া নিজগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

তৎপরে সকলে উপবিষ্ট হইলে ভগবান কুশল নির্দেশপূর্বক অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহা মহামোহেরই প্রভাব যে ইহজগতে মূঢ় ব্যক্তিগণ সততই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। সকল লোকেই অসত্যে সত্যপ্রত্যয় দ্বারা মোহিত হইয়া উহাতে রত হয়। উহারা জানে না যে সমস্ত বস্তুর স্থিতিই অভাবানুভবের দ্বারা হইয়া থাকে। কেহ বা ব্যাকরণে, কেহ বা তর্কশাস্ত্রে, কেহ বা তন্ত্রশাস্ত্রে কেহ বা অন্যান্য বিবিধ কলাকৌশলে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং ঐ সকলের সহিতই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। মুগ্ধ জনগণ ঐ সকল অনিত্যকেই নিত্য জ্ঞান করিয়া তাহাতেই অবস্থান লাভ করিতেছে। এই প্রপঞ্চময় আশা দ্বারা বিষয়বিষে জর্জরিত হইয়া কায় অপায় প্রাপ্ত হইতেছে। মোহ হইতেই সংসারের উদ্ভব। উহা প্রখর মরুস্থলীর ন্যায় ভীষণকায়। বিবেকী ব্যক্তি হিতবিষয়ে সেইরূপ কার্য করিবে যাহাতে এই অসীম ব্যাধি নিবৃত্ত হয়।

ভগবান ইত্যাদি অনিত্য, সংসারমুক্ত ও যুক্তিযুক্ত ধর্মোপদেশবাক্য স্বয়ং বলিতে উদ্যত হইলে রূপ ও সৌভাগ্যে গর্বিতা, শৈশব ও যৌবনের সন্ধি বয়সে বর্তমানা একটি শাক্যবংশীয় বধূ স্বকীয় স্তনতটে বিদ্যমান রতিপতির যশঃসারভূত মুক্তাহারটি লোলাপাঙ্গ দ্বারা বিলোকন করিল। মহানের পত্নী শশিপ্রভা হারাবলোকিনী ঐ শাক্যবধূকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি আমার নিজ

হার দেখাইয়া উহার হারের গর্ব হরণ করিব। নিজ অপেক্ষা অধিক দেখিলেই লোকের গর্ব খর্ব হয়।

শশিপ্রভা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নিজ দাসী রোহিকাকে বলিলেন, রোহিকে, তুমি সত্বর গিয়া আমার গৃহ হইতে হারটি লইয়া আইস।

শশিপ্রভা কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা রোহিকা ধর্মকথা শ্রবণ ত্যাগ করিয়া অসময়ে যাইতে হইবে ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াছিল, হায় আমার ধর্মকথা শ্রবণে একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আমি পরায়ত্ত জীবন-বশতঃ ইহা শুনিতেও পাইলাম না। হাস্তরূপ সৌরভে পরিপূর্ণ ও কারুণ্যরূপ কেশরে ব্যাপ্ত ভগবানের মুখপদ্ম হইতে তদীয় বাক্যরূপ মধু ধন্য ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয়। হায় দাস্যবৃত্তিতে কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না। ইহাতে শরীর ভগ্ন হয়। সুখেব লেশও থাকে না। কেবল দুঃখই হইয়া থাকে। দাস্যবৃত্তিরূপ প্রয়াস দ্বারা লব্ধ ধন ও মানকণা বা অভ্যুদয়, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস দ্বারা তপ্ত করিয়া অতি কষ্টে ভোগ করিতে হয়। ভৃত্যগণের প্রভুর সহিত দর্শনকালে প্রথমতঃ মাননাশ, গুণগ্লানি, তেজোনাশ ও পরিশ্রম এইগুলিই ফললাভ হয়। দাস্যবৃত্তি চরণদ্বয়ের একটি লৌহময় বন্ধনশৃঙ্খলা স্বরূপ এবং অবহেলা ও অবমাননার আস্পদ। উহা নিজ কার্যের নিষেধক অকাট্য নিয়তি স্বরূপ এবং নিদ্রাসুখের দ্রোহকারক। উহা আশামৃগের একটি প্রকাণ্ড জাল ও সাধুসঙ্গের একান্ত বিরোধী। সেবাবৃত্তি মুগ্ধজনের মরীচিকাময় মরুভূমি স্বরূপ। উহাতে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে।

রোহিকা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শশিপ্রভার আজ্ঞানুসারে গমন করিল। যাহাদের দেহ দাস্যবৃত্তি দ্বারা বিক্রীত, তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়। ভগবান দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দাসীকে দুঃখিত দেখিয়া কৃপাবশতঃ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াছিলেন যে ইহার জীবনকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এক্ষণে আমি স্বয়ং ইহাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব।

অনন্তর তাহার কর্মফলানুসারে সহসা পথে নবজাতবৎসা একটি গাভী তাহাকে শৃঙ্গদ্বারা আঘাত করিল। রোহিকা ভগবানের প্রসাদে তন্ময় হইয়া জন্মান্তরীণ সংস্কারবলে বুদ্ধে মন স্থাপন পূর্বক চিন্তা করিয়াছিল, হায়, সংসারসাগরে কর্মময় তরঙ্গ দ্বারা প্রাণিগণ জন্মরূপ আবর্তে মগ্ন হয়। মনুষ্যের ললাটরূপ বিপুল প্রস্তর-ফলকে অশুভ কর্মদ্বারা ঘটিত কঠিন টঙ্ক দ্বারা খোদিত জন্ম ও মরণ বিষয়ক যে অক্ষরবিন্যাস আছে, তাহা হস্তদ্বারা মার্জনা করিয়া প্রোঞ্ছিত করা যায় না। মনুষ্যগণের কর্মাধীন এই পরিণতিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় নানা বর্ণে চিত্রিত।

উহার বলে গর্ভারম্ভকালে বৃদ্ধিসময়ে বা নিধনকালে ঐ চিত্রের স্বল্পমাত্রও অন্যথা করা যায় না।

রোহিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণিধানাস্পদ শুভ্র সদ্ধর্মে বুদ্ধি স্থাপন পূর্বক ইহ সংসারে নিন্দনীয় ও মলিন জীবন ত্যাগ করিল। সে যেন অগ্রবর্তী শুভদশা প্রাপ্ত হইয়া দুঃসহ দাসভাবজনিত লজ্জায় নিস্পন্দ হইল।

তৎপরে রোহিকা দিব্যদ্যুতিসম্পন্ন হইয়া দুগ্ধাব্ধিতে চন্দ্রলেখার ন্যায় স্বর্গ-সম্পদের সন্নিকট সিংহলদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার জন্মকালে আকাশ হইতে মুক্তাবৃষ্টি হওয়ায় তাহার নাম মুক্তালতা রাখা হইল। রোহিকা সিংহলাধিপতির কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিল। মুক্তালতা পুণ্যানুরূপ লাবণ্য ধারণ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিবেকের দ্বারা সন্তোষের ন্যায় তাহার অঙ্গসকল ক্রমে যৌবন লাভ করিল।

একদা শ্রাবস্তীপুরবাসী কতকগুলি বণিক সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে আসিয়াছিল। তাহারা শেষ রাত্রে বিশ্রামসুখসূচক ধর্মার্থগাথাময় ভগবান্ বুদ্ধের বাক্য গান করিয়াছিল। অন্তঃপুরহর্ম্যস্থিতা রাজকন্যা মুক্তালতা শ্রবণসুখকর ঐ গান শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বানপূর্বক, ইহা কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারা রাজকন্যাকে বলিলেন, ইহা সর্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পাকারী ভগবান্ বুদ্ধের স্বভাবসিদ্ধ বাক্য।

রাজকন্যা বুদ্ধের নাম শ্রবণমাত্র পুলকিতাঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানানু-ভবের উদয় হইয়াছিল। তখন রাজকন্যা মেঘের গর্জন শ্রবণে ময়ূরীর ন্যায় উন্মুখী হইয়া, 'ভগবান বুদ্ধ কে' এই কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা রাজকন্যার অধিকতর শ্রদ্ধায় সমাদৃত হইয়া পুণ্যময় ভগবানের চরিত ও স্থিতি বর্ণনা করিলেন। অনন্তর রাজকন্যা তাঁহাদের কথা শ্রবণে পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ কবিয়া তাঁহাদের হস্তে ভগবানের নিকট একটি বিজ্ঞাপন পত্র পাঠাইলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া নিজ পুরীতে গেলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া সিংহল রাজকন্যার বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক বিজ্ঞাপন পত্রটি দিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ও প্রথমেই তাহা জানিতে পারিয়া মুক্তালতার প্রতি কৃপাবশতঃ স্বয়ং পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন—আপনার স্মরণ কি আশ্চর্য পুণ্যজনক। ইহা ব্যসন তাপ ও তৃষ্ণার নাশক মহৌষধি স্বরূপ। আপনার কথাপ্রসঙ্গে আমার পূর্বস্মৃতির অনুভব হইয়াছে; হে ভগবান্, আপনিই আমার মহান্ অমৃতসংবিভাগ স্বরূপ।

ভগবান্ এইরূপ সংক্ষিপ্ত পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্য দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিলেন। তৎপরে ভগবান চিত্রকরের অসাধ্য তাঁহার প্রভাবপূর্ণ একটি প্রতিমাপট মুক্তালতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভগবানের আজ্ঞানুসারে বণিক্‌গণ পুনরায় প্রবহণারূঢ় হইয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া মুক্তালতাকে প্রতিমাপটটি দেখাইলেন। তত্রত্য জনগণ হেমসিংহাসনে ন্যস্ত পটে ভগবানের প্রতিকৃতি দেখিয়া এবং তাঁহার ধ্যান দ্বারা তন্ময় হইয়া একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঐ চিত্রের অধোভাগে পুণ্যপ্রাপ্ত ত্রিবিধ গতিবিধি, পঞ্চবিধ শিক্ষাপদ, অনুলোম ও বিপর্যয় সহিত প্রতীত্যসমুৎপদ এবং পরমামৃতা নির্ভর অষ্টাঙ্গমার্গ লিখিত ছিল। তাহার উপর ভগবানের স্বহস্তলিখিত সুবর্ণাক্ষরময় ভাবনা-লীন সুভাষিত শোভা পাইতেছিল—বিষয়রূপ বিষম সর্পসঙ্কুল ও অন্ধকারময় এই মোহসম্ভূত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জন্ম মরণ ও ক্লেশাবেশ বশতঃ মহা কষ্ট অনুভব পূর্বক বৌদ্ধধর্মের শরণাগত হও। ইহাতে সংসারভয় নাই।

রাজকন্যা মুক্তালতা পবিত্র জিনপ্রতিকৃতি দর্শন করিয়া অনাদিকাল সঞ্চিত অজ্ঞান বাসনা ত্যাগ করিলেন। পুণ্যবতী রাজকন্যা প্রাংশু, তপ্তকাঞ্চনদেহ সুস্কন্ধ, আজানুলম্বিত বাহু, ধ্যানে একাগ্রতা বশতঃ নিমীলিতলোচন, লাবণ্য ধারাকার, উন্নতনাসাভূষিত, স্বভাবসুন্দর, শোভমান এবং প্রলম্বিত ও ভূষণরহিত কর্ণপাশ শোভিত, বালারুণবর্ণ বল্কলচিহ্নিত, সন্ধ্যাভ্রকর্তৃক আক্রান্ত অদ্রিরাজ হিমালয়ের ন্যায় দৃশ্যমান, দেহকান্তি দ্বারা যেন চতুর্দিকে সুশীলতার উপদেশকারী, চন্দ্রবৎ আনন্দদায়ক মুখমণ্ডিত এবং পৃথিবীরও ক্ষমাগুণের শিক্ষক ভগবানের মূর্তি অবলোকন করিয়া প্রণামকালে অধোনমিত কপোলস্থিত কর্ণোৎপলের অপসারণ দ্বারা সংসার ও শরীরের তৃপ্তি নিরাশ করিয়া পরম সত্যানুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজকন্যা তৎক্ষণেই বোধি লাভ করিয়া স্রোতঃসমাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং ভগবানের প্রভাব চিন্তা করিয়া বিস্ময় ও হর্ষসহকারে বলিলেন অহো, ভগবান্ তথাগত দূরস্থিত হইয়াও মহামোহান্ধকার নাশ করিতেছেন। তাহার দেহকান্তি দ্বারা আমার কুশলপদ্মের বিকাশশোভা হইয়াছে। আমি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি ও সংপ্রণিধান প্রাপ্ত হইয়াছি। ক্ষণকালমধ্যেই আমার অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়াছে। অহো, প্রশমামৃত প্রবাহ তৃষ্ণা ও পরিতাপ শান্তির জন্য যেন সমুচ্ছলিত হইতেছে।

রাজকন্যা এই কথা বলিয়া সজ্ঞপূজার জন্য প্রচুর মুক্তারত্ন ভগবানের উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া বণিকদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া

ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মুক্তা ও রত্নরাশি ভগবান্‌কে প্রদান করিলেন।

বণিকগণ কর্তৃক কথিত রাজকন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ আনন্দনামা ভিক্ষু ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ জিন বলিয়াছিলেন, পূর্বে শাক্যকুলে রোহিকা নামে যে দাসী ছিল, সে সৎকর্মে প্রণিধানবশতঃ মুক্তলতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে মহাধন নামে এক বণিক্ ছিল। তাঁহার পত্নী রত্নবতী অতিশয় পুণ্যবতী ছিল। ঐ রত্নবতী স্বীয় পতি মৃত হইলে অপুত্রক অবস্থায় এক স্তূপের উপর পূজা করিয়া ভক্তি সহকারে নিজ মহামূল্য হারটি নিবেদন করিয়াছিল। সেই পুণ্যপ্রভাবে সে সিংহলাধিপতির কন্যা হইয়া পরিনির্বাণ পাইয়াছে। সেই রত্নবতীই অন্য জন্মে ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া প্রজার নিন্দাপরায়ণা হইয়াছিল; সে জন্যই সে কয়েক বৎসর দাসী হইয়াছিল। লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম করে, তাহার ঠিক অনুরূপ পরিণত ফল ভোগ করিয়া থাকে। নিখিল কুশলকার্যই যাহার মূল ও কীর্তিপুষ্পেই যাহার শ্রী উজ্জ্বল, সেই মনুষ্যগণের ধর্মবল্লীই সমস্ত শুভফলের প্রসব করে। পাপ ও ক্লেশ যাহার মূল, সেই বিষলতাই ভ্রমনিপাত মোহ ও অনন্ত সন্তাপের হেতু। হে জনগণ, সন্তপ্ত প্রখর মরুভূমি সদৃশ এই সংসারমার্গে তীব্রানুতাপজনক পাপ পরিত্যাগ কর ও সতত পুণ্য বর্ধন কর। পুণ্যবান্‌গণের পক্ষে পবিত্র ছায়াসম্পন্ন ও শীতল তরুতলভূমি পুণ্যামৃত দ্বারা সিক্ত হয়।

ভগবান্ স্বয়ং এইরূপ সৎপ্রণিধানের ফল বলিয়া ভিক্ষুগণের ভক্তিবর্ধনের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন।



অষ্টম পল্লব

শ্রীগুপ্তাবদান

সদাশয়গণের চিত্ত অপকারীর প্রতিও কৃপাকুল, খলের প্রতিও পল্লববৎ কোমল এবং বিদ্বেষোষ্মায় প্রতপ্ত ব্যক্তির প্রতিও অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে।

পুরাকালে ইন্দ্রপুরী সদৃশ উদার রাজগৃহ নামক নগরে কুবের সদৃশ ধনবান্ শ্রীগুপ্ত নামে এক গৃহপতি বাস করিত। শ্রীগুপ্ত অত্যন্ত গর্বিত, সুজনের বিদ্বেষ্টা ও গুণবাণের প্রতি হতাদর ছিল। সে সর্বদাই ধনমদে মত্ত হইয়া সজ্জনগণকে উপহাস করিত।

কঠিনহৃদয় বক্রস্বভাব অন্তঃসারশূন্য ও মুখর খলজনের প্রতিই লক্ষ্মীর দয়া হয়; যথা পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন শখ্যেতে লক্ষ্মীর দয়া দেখা যায়।

একদা শ্রীগুপ্তের গুরুবংশোদ্ভূত খলস্বভাব এক ক্ষপণক পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পুণ্যবিদ্বেষবশতঃ তাহাকে বলিয়াছিল, গৃধ্রকূট পর্বতে শত শত ভিক্ষুগণপরিবৃত্ত সর্বজ্ঞকীর্তি নামে যে সুগত আছে, সে তত্রিজগতের পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে। উহার ত কোনরূপ প্রতিভা দেখিতে পাই না, কিন্তু লোকে ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া উহাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় সকলকেই গতানুগতিক দেখা যায়। তাহারা কোনরূপ বিচার না করিয়াই লোক-প্রবাদসিদ্ধ পথেই গমন করে এবং পরের কথারই অনুবাদ করে। উহার যাহা কিছু ব্রতাদি নিয়ম আছে, তাহা সবই দম্ভ বলিয়া বোধ হয়। সে গোপনে মৎস্য ভক্ষণ করে; আবার মৌনব্রত ও একপাদ-ব্রত হইয়া আছে। ওটা বকধার্মিক। অতএব উহাকে উপহাস করিবার জন্য একটা প্রবঞ্চনা করা যাউক। ধূর্তগণের মায়ায় মোহিত হইয়া সজ্জনও পরিতুষ্ট হয়।

কর্মমোহিত শ্রীগুপ্ত ক্ষপণকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাপগর্তে পড়িবার জন্য তাহার পরামর্শানুসারে প্রদীপ্ত খদিরাঙ্গারপূর্ণ একটি গুপ্ত খদা (অর্থাৎ পীঠ) ও বিষ মিশ্রিত অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট গিয়াছিল। শ্রীগুপ্ত মিথ্যা

ভক্তি প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। সর্বজ্ঞ ভগবান্ সমস্ত জানিতে পারিয়া হাস্য সহকারে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন।

শ্রীগুপ্ত বিষাগ্নিপ্রয়োগ দর্শনে কুপিতা সদর্থবাদিনী নিজপত্নীকে মন্ত্রণা প্রকাশ ভয়ে গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। জগদ্বন্দ্য চতুর্মুখ প্রভৃতি দেবগণেরও বন্দনীয় ভগবান্ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন।

নগরবাসী বহুলোক শ্রীগুপ্তের এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিল। পাপীদিগের পাপ সুগুপ্ত হইলেও চতুর্দিকে প্রকাশ হইয়া থাকে। তৎপরে একজন উপাসক তথায় আগমন করিয়া অগ্নি ও বিষের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভগবানের চরণলীন হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, ভগবন, এ ব্যক্তি অতি দুর্জন। এ মিথ্যা নম্রতা দেখাইতেছে ও প্রিয়লাপ করিতেছে। অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহাকে, পরিহার করাই উচিত। অনার্য ব্যক্তি মাধুর্য অবলম্বন করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। মধুমাখা ক্ষুব গিলিয়া খাইলেও পেটের নাড়ী কাটিয়া যায়। খলজন গুণিগণের গুণের দ্বেষ করে ও অন্যের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। সজ্জনগণ যাহাতে তুষ্ট হয়, দুর্জনেরা তাহাতে কুপিত হয়। লোকত্রয়ের নেত্ররূপ শতপত্রের বিকাশকারী আপনি এই রাহুর কবলে পতিত হইলে জগৎ কি অন্ধ হইবে না।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া হাস্যরশ্মি দ্বারা শ্রীগুপ্তের পরিভয়রূপ গাঢ়ান্ধকারকে যেন দূরে পরিহার করিয়া উপাসককে বলিলেন, অগ্নি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না; বিষও আমার কিছু করিতে পারে না। যাহারা পরের প্রতি দ্বেষ করে না, তাহাদের পক্ষে কোন উপদ্রবই দোষাবহ নহে। যাহার চিত্ত ক্রোধে তপ্ত নহে এবং শান্তি দ্বারা সিক্ত, এরূপ বিষয়ানাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে অনল বা বিষ কিছুই করিতে পারে না। যাহারা বিদ্বেষপরায়ণ তাহাদের পক্ষে অমৃত বিষের ন্যায় হয়, কোমল কুসুমও বজ্রের ন্যায় হয় এবং চন্দনও অগ্নির ন্যায় হয়। অগ্নি বোধিসত্ত্ব-পদে বর্তমান কারুণ্যসম্পন্ন ও মৈত্রীসম্পন্ন তির্যকজাতিরও দেহ দগ্ধ করিতে পারে না।

পুরাকালে কলিঙ্গরাজ মৃগজাতির সংখ্যা অল্প করিবার জন্য উদ্যত হইয়া খণ্ডদ্বীপ নামক বন দগ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ কানন প্রজ্বলিত হইলে পর একটি তিত্তিরিশাবক মৈত্রীদ্বারা বোধি অবলম্বন করিয়া ঐ অগ্নির প্রশম বিধান করিয়াছিল। অতএব অদ্রোহমনা জনগণের কোথায়ও ভয় নাই। তোমাদের সত্ত্ব-সম্পদের জন্য আমি আরও একটি কৌতুককর কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা অনাবৃষ্টিবশতঃ দুর্ভিক্ষকালে কোন এক মুনির আশ্রমে মনুষ্যের ন্যায়

কথা কহিতে সমর্থ এক শশক বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ মৃগ মুনিকে ফল-মূলাদির অভাবে ক্ষুধায় কাতর বিলোকন করিয়া ও তাঁহার কষ্টে ব্যথিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে বলিয়াছিল, ভগবন্, সম্প্রতি আপনি আমার মাংস দ্বারা প্রাণ রক্ষা করুন। ধর্মসাধন ভবদীয় শরীর রক্ষা করাই একান্ত কর্তব্য।

শশক এই কথা বলিয়া মুনিকর্তৃক প্রণয়বশতঃ যত্নসহকারে নিবারিত হইলেও দাবাগ্নিতে নিজদেহ নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঐ শশকের সত্ত্বগুণপ্রভাবে প্রজ্বলিত শিখাসঙ্কুল অগ্নি মনোজ্ঞ গুন্ গুন্ ধ্বনিকারি-ভ্রমরশোভিত একটি পদ্মের আকার ধারণ করিল। শশক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া ঐ মহাকমলের উপর উপবেশন পূর্বক মুনিগণ কর্তৃক প্রণম্যমান হইয়া ধর্মদেশনা করিয়াছিল।

ভগবান্ এইরূপে বোধিপ্রবৃত্ত জনগণের পক্ষে বহ্নি বা বিষ হইতে ভয় নাই এই কথা বলিয়া শ্রীগুপ্তের গৃহে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীগুপ্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করিবামাত্র ঐ অগ্নিগর্ভ খদা (পীঠ) মঞ্জুগুঞ্জিত ভৃঙ্গশোভিত একটি রমণীয় সরোজিনী হইল।

শ্রীগুপ্ত ভগবান্‌কে পদ্মাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া এবং তাঁহার দৃষ্টিপাতেই নিষ্পাপ হইয়া তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্বক বলিয়াছিল, ভগবন্, আমি পাপাচারী। আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মোহান্ধকার পতিত জনগণের প্রতি সজ্জনগণের অধিকতর করুণা হইয়া থাকে। অকল্যাণমিত্র প্রমোহ আমাকে যে পাপপথে যাইতে উপদেশ দিয়াছে, একমাত্র আপনার অনুগ্রহই তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। আমি যে বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইতেছি, তজ্জন্য পশ্চাত্তাপরূপ বিষ আমাতেই সংক্রান্ত হইয়াছে।

কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীগুপ্তকে সাশ্রুনয়নে এইরূপ কথা বলিতে দেখিয়া ভিক্ষুগণের সম্মুখেই তাহাকে বলিয়াছিল, হে সাধো, তুমি বিষাদ করিও না। আমরা তোমার প্রতি বিরূপ নহি। ঘোর বৈবরূপ বিষকে পরিত্যাগ করায় বিষ আমাদিগকে তাপ দিতে পারে না।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তনামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় পত্নী অনুপমা তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়া ছিলেন। একদা অনুপমা নগরোপান্তে বনস্থিত সুবর্ণভাস নামক ময়ূররাজের কেকারব শুনিতে পান। তিনি বেণু ও বীণাস্বরসদৃশ ঐ ময়ূরের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবেশবশতঃ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। রাজা বলিলেন এই বনপ্রান্তে রত্নখচিত পক্ষশালী একটি ময়ূর আছে। উহার মধুর কণ্ঠধ্বনি এক যোজন পর্যন্ত শোনা যায়।

রাজা এই কথা বলিলে পর মহিষী ঐ ময়ূরটি দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা প্রেয়সীর প্রেমযুক্ত প্রার্থনায় হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মুগ্ধে, ঐ অদ্ভুতরূপী ময়ূরের দর্শন লাভ অত্যন্ত দুর্লভ। তথাপি যদি নিতান্ত আগ্রহ কর, তাহা হইলে চেষ্টা করা যাউক।

রাজা এই কথা বলিয়া ঐ ময়ূরটি ধরিবার জন্য জালজীবিগণকে নিযুক্ত করিলেন। এমন কি ময়ূরটি বধ করিবারও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের কটাক্ষের বশীভূত, তাহার কর্তব্যাকর্তব্য বোধ থাকে না। স্ত্রীগণ অনুরাগাকৃষ্ট ব্যক্তিকে কুকর্মও করাইয়া থাকে। যাহারা প্রণয়বশতঃ প্রৌঢ়া পত্নীর পাদপীঠবৎ হইয়া থাকে, ধী ধৃতি স্মৃতি ও কীর্তি ঈর্ষাবশতই তাহাদিগকে ত্যাগ করে।

তৎপরে শাকুনিকগণ স্থানে স্থানে জাল পাতিল, কিন্তু ময়ূররাজের প্রভাবে তৎসমুদয়ই বিশীর্ণ হইয়া গেল। ময়ূররাজ শাকুনিকদিগকে প্রযত্নবৈফল্য হেতু দুঃখিত রাজাজ্ঞা ভয়ে ভীত দেখিয়া করুণাকুল হইলেন। ময়ূররাজ মনে মনে ভাবিলেন যে, আহা এই জালজীবিগণ আমাকে বন্ধন করিতে না পারায় রাজার ক্রূর শাসনভয়ে ভীত হইয়াছে। কৃপাপরায়ণ ময়ূররাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্পষ্ট বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় দিয়া রাজাকে তথায় আনাইলেন ও তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

ময়ূররাজ সপত্নীক রাজা কর্তৃক সতত পূজ্যমান হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে সমাদর সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ মেঘসদৃশ কান্তিশালী সুনীল মণিময় গৃহে প্রতিফলিত ময়ূরের চিত্রবর্ণ পক্ষকান্তি দ্বারা ইন্দ্রায়ুধের ভ্রম হইত।

একদা রাজা দিগ্বিজয় যাত্রাকালে রাজ্ঞীকে ময়ূরের সেবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। রাজপত্নী অনুপমা পতি প্রবাসগামী হইলে প্রমাদবশতঃ রূপ ও যৌবন গর্বে অন্ধ হইয়া কুলমর্যাদার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না। অনুপমা একটি যুবা পুরুষকে দেখিয়া অনুরাগবতী হইয়াছিলেন। তখন কন্দর্পবিপ্লবকালে লজ্জা প্রলম্ভভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলাইল।

যাহারা মলিন স্বভাব কুটিল ও তীক্ষ্ণ এবং যাহাদের নামও কর্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা হয় না, এতাদৃশ চপল ব্যক্তিই চপলনয়না কামিনীগণের প্রিয় হয়। সংসার সাগরে নানাবিধ উন্মাদকারিণী ও প্রাণহারিণী বিষময় স্ত্রী বিচরণ করে। কুসুম হইতেও কোমল অথচ ক্রকচ হইতে ক্রূর স্ত্রীগণের বিচিত্র চিত্তের পরিচ্ছেদ করিতে কেহই জানে না। যাঁহারা প্রচরন্তী প্রিয়াকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নিবৃত্তি লাভ করেন, তাঁহারা শীতল, বিমল ও স্নিগ্ধ খড়্গ-ধারা পান করিয়া থাকেন।

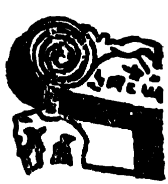
অনুপমা মনে মনে চিন্তা করিল যে এই অন্তঃপুরবর্তী ময়ূরটিই আমার পক্ষে শল্যতুল্য হইয়াছে। এ আমার স্বভাব জানে এবং মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতেও পারে। এ নিশ্চয়ই আমার ব্যবহার রাজার নিকট বলিয়া দিবে। আমি একটা নিন্দনীয় কর্ম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন কি করিব। এ ময়ূরটি ত সুচতুর মর্মজ্ঞ ও আমার বিষয়ে সবই জানে; ইহা হইতে আমার শঙ্কা ত হইবেই। এক্ষণে আমি যেরূপ পাপচারিণী হইয়াছি, তাহাতে অচেতনেতেও আমার শঙ্কা হইয়াছে।

অনুপমা এইরূপ চিন্তা করিয়া ময়ূরকে বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়াছিল। অনুরাগ-মত্ত ও খলের আয়ত্ত স্ত্রীগণ কি না করিয়া থাকে। বিষমিশ্রিত পান ও ভোজন দ্বারা অনুপমা কর্তৃক পরিচর্যমান ঐ ময়ূরের সুন্দর কান্তি আরও বর্ধিত হইয়াছিল। অনুপমা ময়ূরকে সুস্থ দেখিয়া রহস্যভেদ শঙ্কায় ভীতা এবং শোকে ও রোগে গ্রস্তা হইয়া জীবন ত্যাগ করিল। এইরূপে বিষের দ্বারাও ঐ ময়ূরের কিছুই গ্লানি হয় নাই। মহাজনের চিত্তের নির্মলতা বিষকেও নির্বিষ করে।

রাগ একটি বিষ, মোহ একটি বিষ ও বিদ্বেষ একটি মহাবিষ। বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ ও সত্য এই কয়টিই পরমামৃত। মোহরূপ মহাসাগর ঘোর বিষের সৃষ্টি করে; অনুরাগরূপ মহাসর্প ঘোর বিষ সৃষ্টি করে এবং শক্রতারূপ বন ঘোর বিষ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া বিষম বিষের উৎপত্তি স্থান আর নাই। শ্রীগুপ্ত এইরূপ অন্য জন্মেও অধর্মপরায়ণ হইয়া অগ্নিখদা করিয়াছিল। এবং এই অনুপমাই ইহার সহধর্মিণী হইয়াছিল।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া করুণাদৃষ্টি দ্বারা ধর্মশাসন শ্রবণোন্মুখ শ্রীগুপ্তকে রজোগুণবর্জিত করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীগুপ্ত জ্ঞানালোক প্রাপ্তির জন্য ত্রিবিধ শরণমার্গ স্মরণ করিয়া বিমল স্মৃতিবশতঃ কুশল লাভ করিয়াছিলেন এবং ভগবানের সহিত পরিচয় হওয়ায় পুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাজনের দর্শনে মহাকল্যাণ ও প্রমোদসুখ হইয়া থাকে।

ভগবান্ নিকাররূপ মহাপাপকারী শ্রীগুপ্তে অজ্ঞানমোহ দূর করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের সংসারক্ষয়ের জন্য এইরূপ নির্বৈরতা বিষয়ে অনুশাসন করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিলে ভিক্ষুগণের আর ভববন্ধন হয় না।



নবম পল্লব

জ্যোতিষ্কাবদান

অশিব বস্তুও ধন্যগণের সৎস্বভাব বশতঃ শুভ হইয়া থাকে। মূর্খগণের পক্ষে মঙ্গলও অহিতে পরিণত হয়। এইরূপ নিয়মই দেখা যায়। অর্ধরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঔষধিবনের অধিকতর কান্তিপ্রদ হয়। সূর্যকিরণ আবার পেচকগণের দৃষ্টিশক্তি নাশ করে।

পুরাকালে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ নগরে সুভদ্র নামে একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল। মূর্খতা বশতঃ মোহপ্রপন্ন ও সর্বদর্শীর বিদ্বেষ্টা ঐ গৃহস্থের ক্ষপণকগণের প্রতিই অত্যধিক আদর ছিল। কালক্রমে আভিজাত্যসম্পন্না তদীয় পত্নী সত্যবতী পূর্বদিক যেরূপ পূর্ণচন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ গর্ভধারণ করিয়াছিলেন।

একদা বেণুকাননবাসী ভগবান কলন্দকনিবাস নামক বুদ্ধ পিণ্ডপাতের জন্য তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। সুভদ্র ভার্যাসহ সমাদর সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া গর্ভস্থিত সন্তানটি কিরূপ হইবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান বলিলেন, তোমার পুত্র দৈব ও মানুষ সম্পদ ভোগ করিয়া অবশেষে আমার শাসনে নিযুক্ত হইবে ও মোক্ষ লাভ করিবে।

ভগবান এই কথা স্পষ্টরূপে আদেশ করিয়া নিজাশ্রমে গমন করিলে পর ভূরিক নামক ক্ষপণক ঐ গৃহস্থের বাটিতে আসিয়াছিল। ঐ ক্ষপনক সুভদ্রকথিত ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা বিদ্বেষবিষে আকুলিত হইয়াছিল এবং বহুক্ষণ গণনা করিয়া এবং গ্রহগণের স্থান পরিশ্রম পূর্বক বিচার করিয়া ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাই দেখিল।

ক্ষপণক মনে মনে ভাবিল যে ভগবান্ সত্যই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু আমি তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য অসত্য কথাই বলিব। সুভদ্র যদি আমার কথায় তাঁহার সর্বজ্ঞতা জানিতে পারে, তাহা হইলে শ্রমণের প্রতিই আদর করিবে, ক্ষপণকদিগকে আর শ্রদ্ধা করিবে না।

ক্ষপণক এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রোধসহকারে সুভদ্রকে বলিল ; যে সর্বজ্ঞতাভিমানবশতঃ তিনি এটা মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। মনুষ্য কি প্রকারে দেবভোগ্য দিব্যসম্পদ লাভ করিবে। ইহার প্রব্রজ্যা কিন্তু সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি কিরূপে বুঝিলেন। যাহারা ক্ষীণ ও ক্ষুধার্ত এবং যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারাই সুভিক্ষ শ্রমণব্রতের শরণাপন্ন হয়। আমি কিন্তু দেখিতেছি, যদি তুমি আমাদের কথা প্রমাণ বলিয়া মান ; তাহা হইলে এই শিশুটি জন্মিয়াই বংশের সন্তাপজনক হইবে।

ক্ষপণক এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে পর গৃহপতি বহুক্ষণ ভাবিয়া পরিশেষে গর্ভপাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন দেখিল ঔষধি প্রয়োগেও গর্ভপাত হইল না, তখন সে নিভৃত স্থানে বলপূর্বক মর্দন করিয়া পত্নীকে বধ করিল।

তৎপরে মহাপাপী সুভদ্র তাহাকে শীতবল নামক শ্মশানে লইয়া গেলে পর ক্ষপণকগণ ঐ কথা শুনিয়া মহানন্দে উপহাসচ্ছলে বলিতে লাগিল, আশ্চর্য, সর্বজ্ঞ বালক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে ; শিশু না জন্মাইতেই তাহার মা পঞ্চত্ব পাইল। শিশুর দিব্য ও মানুষ সম্পদের কথা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি এই। এই কি প্রব্রজ্যা যে পেটের ভিতরেই নিধন প্রাপ্ত হইল।

ক্ষপণকগণের এইরূপ উপহাসসহ প্রবাদ শ্রবণ করিয়া শ্মশান দেখিবার জন্য বহুতর জনসমাগম হইয়াছিল। ইত্যবসরে ভূতভাবন ভগবান বুদ্ধ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্বক চিন্তা করিলেন, অহো ; মেঘ যেরূপ দূরস্থিত হইয়াও সূর্যের আলোক আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ মূর্খগণও দূরে থাকিয়াও বিদ্বেষবশতঃ বিকৃত হইয়া লোকের জ্ঞানালোক আচ্ছাদিত করে। হায়, মূঢ়বুদ্ধি গৃহপতি ঐ মঙ্গলনাশক ক্ষপণক কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পাপজনক অকার্যও করিল।

করুণাকুল ভগবান এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং ভিক্ষুগণ সহ সত্বর ঐ শীতবন শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন। রাজা বিম্বিসারও ভগবান স্বয়ং শ্মশানে যাইতেছেন জানিতে পারিয়া অমাত্যগণসহ তথায় গিয়াছিলেন।

তৎপরে সুভদ্রের জায়াকে চিতানলে প্রক্ষেপ করিলে পর পদ্মাসীন শিশুটি কুক্ষি ভেদ করিয়া সূর্যের ন্যায় উদিত হইল। যখন প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যস্থ বালককে কেহই গ্রহণ করিল না, তখন জনগণের মধ্যে একটা মহান হাহাকার শব্দ উঠিল। তৎপরে ভগবানের আজ্ঞানুসারে রাজকুমারের ভৃত্য জীবক সত্বর গিয়া বালককে গ্রহণ করিল। ঐ চিতানল বালক গ্রহণ সময়ে জিনের দৃষ্টিপাতদ্বারা হরিচন্দনের ন্যায় শীতল হইয়াছিল।

ক্ষপণকগণ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে উদ্ধৃত জীবিত ও রুচিরাকৃতি বালককে দেখিয়া লজ্জাবশতঃ ক্ষণকাল মৃতবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তৎপরে সর্বপ্রাণীর হিতে রত ভগবান বিস্ময়ে উদ্‌ভ্রান্ত সুভদ্রকে বলিলেন, তোমার এই পুত্রটি গ্রহণ কর।

সুভদ্র কি করিবে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে ক্ষপণকগণের পরামর্শ লইবার জন্য তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ক্ষপণকগণ তাঁহাকে বলিল যে, এই শ্মশানবহ্নিজাত বালককে গ্রহণ করা বিধেয় নহে। এ যেখানে থাকিবে, সে গৃহ উৎসন্ন হইবে।

মূর্খ সুভদ্র যখন ক্ষপণকগণের বাক্যানুসারে বালককে গ্রহণ করিল না, তখন ভগবানের আজ্ঞানুসারে রাজা তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ভগবান স্বয়ং অগ্নিমধ্য হইতে প্রাপ্ত ও অগ্নিসদৃশকান্তি ঐ বালকের 'জ্যোতিষ্ক' এই নাম রাখিয়াছিলেন।

রাজভবনে প্রবর্ধমান ঐ বালকের মাতুল দেশান্তরে গিয়াছিলেন; তিনি যথাকালে তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভগিনীর পুত্রজন্ম ও নিধনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া সুভদ্রের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, রে মূর্খ ক্ষপণকভক্ত, তুমি একটা ক্ষপণকের কথা শুনিয়া নিজপত্নীকে হত্যা করিয়াছ, নিজ পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছ, ইহা কি ভাল করিয়াছ? বেতালগণ যেমন স্বভাবতঃ নিশ্চেতন হইয়াও পরের মন্ত্রপ্রভাবে সমুত্থিত হয়, হাস্য করে ও মারিয়া ফেলে, সেরূপ দুর্জনেরাও নিজে অচেতন অথচ পরের মন্ত্রণায় উদযুক্ত হইয়া মহাজনকে উপহাস করে ও হিংসা করে। তুমি যদি এখনই রাজবাটী হইতে নিজ পুত্রকে গ্রহণ না কর; তাহা হইলে আমি তোমার স্ত্রীবধ ঘোষণা করিয়া অর্থদণ্ড ও নিগ্রহ করাইব। সুভদ্র তৎকর্তৃক এইরূপ আক্রুষ্ট হইয়া ভয়প্রযুক্ত রাজবাটী হইতে নিজপুত্র লইয়া আসিল। রাজা অনেক অনুরোধের পর বালকটি দিয়াছিলেন।

তৎপরে সুভদ্র কালগ্রাসে পতিত হইলে জ্যোতিষ্ক, সূর্য যেরূপ তেজের নিধি, তদ্রূপ সম্পত্তির নিধি হইয়াছিলেন। অর্থিগণের পক্ষে কল্পদ্রুমসদৃশ জ্যোতিষ্ক দিব্য ও মানুষ সম্পদ লাভ করিয়া পরে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইবার জন্য কামনা করিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যরত্ন অর্জন করিবার জন্য ভক্তিসহকারে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে অদ্ভুত দিব্যরত্ন দান করিয়াছিলেন। নদীগণ যেমন স্বভাবতঃ মহাসাগরে যায়, তদ্রূপ আশ্চর্য বিবিধ সম্পদ দেবলোক হইতে আপনা আপনি তাঁহার গৃহে

আসিত। তৃণে ও রত্নে সমানবুদ্ধি ভগবানও তাঁহার অনুরোধে তাঁহার গৃহে রত্নপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ্ক নিজ পুণ্যরূপ পণ দ্বারা ক্রীত ধবলতায় যশের সহিত উপমার যোগ্য ও নিজগৃহবৎ নির্মল দিব্য বস্ত্রযুগল লাভ করিয়াছিলেন।

একদা স্নানার্দ্র ও আতপে ন্যস্ত ঐ বস্ত্র বায়ু দ্বারা অপহৃত হইয়া রাজার মস্তকে গিয়া পড়িয়াছিল। রাজা অপূর্ব ও মনোজ্ঞ জ্যোতিষ্কের ঐ বস্ত্র বিলোকন করিয়া দিব্য শোভা দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং নিজ সম্পদ তৃণবৎ জ্ঞান করিলেন। একদা রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যোতিষ্কের রত্নময় গৃহে গিয়াছিলেন। তিনি যতক্ষণ তথায় ছিলেন, ততক্ষণ স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পরে ধর্মশীল রাজা রাজ্যলুব্ধ নিজপুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক ছলপূর্বক নিহত হন। সত্যযুগোপম সদ্‌গুণসম্পন্ন রাজা অতীত হইলে অধর্মপরায়ণ তদীয় পুত্র রাজ্য লাভ করিল। অজাতশত্রু জ্যোতিষ্কের গৃহে রাজগণের দুর্লভ সম্পদ দেখিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তুমি আমার পিতা কর্তৃক বিবর্ধিত হইয়াছ, অতএব ধর্মানুসারে তুমি আমার ভ্রাতা হইতেছ; এক্ষণে তোমার সম্পত্তির অর্ধেক আমায় প্রদান কর; না হইলে ভাগদ্রোহে তোমার সহিত বিবাদ হইবে।

ক্রুরকর্মা অজাতশত্রু কুটিলতাবশতঃ এইরূপ বলিলে পর জ্যোতিষ্ক রত্নপূর্ণ নিজগৃহ তাহাকে দিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। দিব্যরত্ন রুচিরা স্ফীতা ও লোকোপকারিণী তদীয় সম্পদ, প্রভা যেরূপ দিবাকরের অনুসরণ করে, তদ্রূপ জ্যোতিষ্কেরই অনুগমন করিয়াছিল। ঐ প্রভাবতী সম্পদ পুনঃ পুনঃ সাতবার পরিত্যক্ত হইয়াও; সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ অন্যকে স্পর্শ না করিয়া পতিকেই আশ্রয় করে; তদ্রূপ রাজাকে স্পর্শ না করিয়া জ্যোতিষ্ককেই আশ্রয় করিয়াছিল।

জ্যোতিষ্ক রাজাকে কুপিত ও দস্যুচৌরাদি দ্বারা তাঁহার সম্পত্তি হরণে উদ্যোগী দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রজাগণের অপুণ্য পরিপাক বশতঃ তাহাদিগের পিতৃতুল্য বাৎসল্যবান্ রাজা স্মরণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ; তোমার ন্যায় আর কে হইবে? তুমি অকপট ও সরল এবং পিতার স্বরূপ ছিলে। প্রজাগণ তোমার উপর নির্ভর করিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইত। ধনিগণ তৃণের ন্যায় সর্বদাই সুখপ্রাপ্য হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণ রত্নের ন্যায় অত্যন্ত কষ্টপ্রাপ্য। সুজন ও সরলজন অমৃত অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্য। অকপট বিদগ্ধ সাবধান সরলাত্মা অনুদ্ধত ও উন্নতস্বভাব জনগণের জন্ম অতি বিরল। এখন প্রজাগণের পাপফলে বিদ্বেষ্টা দুর্বৃত্ত পরাভবকারী ও সাক্ষাৎ

কলিস্বরূপ রাজা আসিয়াছেন। জগন্মিত্র ও সূর্যসদৃশ সেই রাজা অস্তগত হইয়াছেন, এখন সকল দোষের আকর তৎপুত্ররূপ রাত্রি অন্ধকার করিবার জন্ত আসিয়াছে। খলজন নিশ্চয়ই অতীত সজ্জনের অকারণ সুহৃদ। যেহেতু উহারাই নিজের অসদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের যশ প্রকাশ করে। অতএব এই কুরাজাধিষ্ঠিত পৃথিবী পরিত্যাগ করাই উচিত। একে কলিকাল; তাহার উপর রাজা কলহ-পরায়ণ হইলে প্রজাগণের জীবন কিরূপে রক্ষা হয়। রাজা গুণবান্ হইলে সকল প্রজাগণই নিষ্পাপ হয়; সজ্জনের উদার পরিচয় হয়; গুণিগণের গুণ থাকে; বংশ মর্যাদার রক্ষা হয়; সমৃদ্ধি হয়; চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশ হয়; লোকের মর্যাদানুরূপ ব্যবহার হয় এবং সকলের সম্পত্তিও নিরাপদ থাকে। ধনরূপ মূল হইতে সমুদ্গত ও নির্দোষ কামরূপ কুসুমদ্বারা উজ্জ্বল ধর্মক্রম যদি কুনৃপতির দুর্ব্যবহাররূপ বায়ুর আঘাতে হত না হয়, তাহা হইলে লোকে তাহার পুণ্যফল ভোগ করিতে পারে। একে কলি কাল; রাজা বালক; তাহার প্রতাপ চিতানলের ন্যায় দুঃসহ; তাহার উপর অকালবিপ্লবরূপ প্রকাণ্ড ও খল বেতালগণ বিচরণ করিতেছে। প্রীতি বিষণ্ণা হইয়াছে, বুদ্ধি খিন্না হইয়াছে; সুখশ্রীরও যৌবন গত হইয়াছে। এখন আর বিভবভোগে আমার রুচি নাই। ধন, ভূমি, গৃহ, দার, পুত্র, ভৃত্য ও পরিচ্ছদ এ সকলই মনুষ্যের নিরবধি আধি ও ব্যাধির কারণ। গ্রীষ্মতাপের ন্যায় বিষয় সম্পদ যতই বর্ধিত হয়, ততই মনুষ্যের তৃষ্ণাজনিত সন্তাপ প্রজ্বলিত হয়। মনুষ্যের আজন্ম উপার্জিত বিভব যতই বর্ধিত হউক না, কিন্তু লবণ ও সমুদ্রের জলের ন্যায় উহা দ্বারা তৃষ্ণা দূর হয় না। ধনিগণ অসন্তোষবশতঃ কেবল নাই নাই শব্দ উচ্চারণ করে। ইহাই তাহাদের পুনর্জন্মের কারণ। এরূপ না করিয়া যদি তাহাদের শান্তি হইত, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইত। কলহ মহামোহও লোভের অনুগত; অতএব দুর্নিমিত্তবৎ বিত্তে প্রয়োজন কি? পুনঃ পুনঃ বিয়োগ ও নানা বিপদসঙ্কুল ভোগেরই বা প্রয়োজন কি? রাজার গৃহে সেবা দ্বারা অপমানপ্রাপ্ত ব্যক্তির মিথ্যা অভিমান কেন? মরণভয়যুক্ত এই সংসারে একমাত্র বৈরাগ্যেই আরোগ্যযোগ্য ঔষধ। স্বজন ও সুহৃজ্জনের সমাগম দ্বারা বিমল কাল অতিক্রান্ত হইলে এবং প্রবলতর কলুষ দ্বারা মলিন মোহ উপস্থিত হইলে শান্তি সলিল দ্বারা স্নাতমনা জনগণের পক্ষে আয়াসবিরহিত বিজন বনবাসে পরিচয়ই সুখকর ও আশ্বাসপ্রদ।

জ্যোতিষ্ক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুঃখ মূর্খজনের মোহজনক, পরন্তু ধীমানদিগের পক্ষে উহা বিবেকজনকই হইয়া

থাকে। জ্যোতিষ্ক সমস্ত সম্পদ অথিগণকে দান করিয়া সুগতাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। সম্পদরূপ শৃঙ্খলায় আকৃষ্টমনা জন সত্যস্বপ্নে উন্মুখ হয় না। রাজহংস যখন স্বচ্ছ মানসসরোবর স্মরণ করে, তখন তাহার অন্য সরোবর ভাল লাগে না। তদ্রূপ রাজারও নিত্য সুখের বিষয় মনে হইলে পৃথিবী রাজ্য আর ভাল লাগে না। দুঃসহ মোহরূপ ধূমদ্বারা মলিন ভোগ ও অনুরাগরূপ অনল নির্বাণ হইলে এবং মন সন্তোষরূপ অমৃতনির্ঝরদ্বারা ক্রমে ক্রমে শীতল ভাবপ্রাপ্ত হইলে পানমদে উত্তরঙ্গ চঞ্চল বারাঙ্গণার ভ্রূভঙ্গের ন্যায় ভঙ্গুরসমাগমা সম্পদ শান্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র বিঘ্ন করিতে পারে না। সর্বজ্ঞের শাসন দ্বারা তাঁহার সংসারক্লেশ বিনষ্ট হইল। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বিমলপদে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্বভূতে সমজ্ঞান দ্বারা অনুপম জ্ঞান উদয় হইলে লক্ষ্যরহিত মোক্ষপথে যাইবার জন্য তিনি মুনি হইলেন।

জ্যোতিষ্কের এইরূপ বোধিসিদ্ধি বিলোকন করিয়া বিস্মিত ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, জনগণ জন্মরূপ শত শত ক্ষেত্রে উপ্ত বীজসদৃশ নিজ কর্মের যথোচিত অবিসংবাদী ফল নিশ্চয়ই ভোগ করে।

পুরাকালে রাজা বন্ধুমানের রাজধানী বন্ধুমতী নগরীতে অনঙ্গন নামে মহাযশস্বী এক গৃহস্থ বাস করিত। একদা বিপশ্বী নামক সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শাস্তা ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য সজ্জনের পুণ্যফলে ঐ নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনঙ্গন শ্রদ্ধাপূর্বক তথায় আসিয়া দ্বিষষ্টিসহস্র সংখ্যক ভিক্ষুগণে পরিবেষ্টিত বিপশ্বীকে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

অনঙ্গন তিনমাস কাল সর্ববিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহাদের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজাও প্রণাম করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অনঙ্গন ও রাজা উভয়েই স্পর্ধাসহকারে বিপশ্বীর পরিচর্যা করিয়াছিলেন। অনঙ্গন গ্রাম্যবস্তু দ্বারা ও রাজা রাজভোগ্য বস্তু দ্বারা সেবা কবিয়াছিলেন। অনঙ্গন রাজকর্তৃক গজ ধ্বজ মণি ছত্র ও চামরাদি সম্পদ দ্বারা পূজিত ভগবান বিপশ্বীকে দেখিয়া চিন্তার্ত হইয়াছিলেন। অনঙ্গনের নির্মল সত্ত্বগুণের পক্ষপাতী দেবরাজ ইন্দ্র দিব্য সম্পদ দান করিয়া অনঙ্গনকে জিনপূজায় সাহায্য করিয়াছিলেন। অনঙ্গন ঐ দিব্য সম্পদ দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া চক্রবর্তী রাজার সম্পদ লজ্জাভাজন হইয়াছিল।

অক্ষত এবং চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ কান্তি সম্পন্ন রত্ন অম্লান বস্ত্র গন্ধ ও মাল্য এবং

কল্পবৃক্ষের ফল দ্বারা অনঙ্গন কর্তৃক পূজিত ও ভক্তিবিনম্র শচীপতি কর্তৃক আন্দোলিত চামরদ্বারা বীজ্যমান ভগবান্‌কে দেখিয়া রাজা লজ্জায় নত হইয়াছিলেন। পুণ্যবান অনঙ্গন এইরূপ শাস্তার প্রতি ভক্তি দ্বারা শুভ পরিণামের বহুতর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবানে প্রণিধান বশতঃ বিমলামনা অনঙ্গনই দ্বিতীয় সূর্যসদৃশ জ্যোতিষ্করূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিমল জ্ঞান দ্বারা ত্রিজগতের প্রকাশকারী ভগবান্‌ জিন ভিক্ষুগণের প্রণিধান উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন।



দশম পল্লব

সুন্দরীনন্দাবদান

যাঁহারা স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণহৃদয়, ও লোকের মঙ্গলের জন্য আগ্রহসহকারে সমধিক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এতাদৃশ প্রাণিহিতার্থে অনুকম্পাবান্ মহানুভাব ভব্যজনও এই ভয়াবহ ভুবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পুরাকালে শাক্য রাজপুত্র নন্দ কপিলাবস্তু নগরে নাগ্রোধারামে অবস্থিত ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ প্রব্রজ্যা উপদেশ করিতেছিলেন। তাঁহার উপদেশ শেষ হইলে তিনি পুরোবর্তী নন্দকে প্রীতি-সহকারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে বলিলেন। নন্দ ভগবানকে উক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন, ভগবান্, প্রব্রজ্যা পুণ্যজনক হইলেও আমার উহা অভিপ্রেত নহে। আমি সকলের সেবক হইয়া যথাভিলষিত সর্ববিধ উপকরণ দ্বারা ভিক্ষুসঙ্ঘের ভিক্ষাপরিচর্যা করিব।

রাজপুত্র এই কথা বলিয়া রত্নমুকুট দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন; পরে জায়াদর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ নিজালয়ে গমন করিলেন। রাজপুত্র নন্দ মুহূর্ত-কালও বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সুন্দরী নিজদয়িতা রতি সুন্দরীকে লাভ করিয়া রমণীয় উদ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে স্বভাবতঃ গুণিপ্রিয় ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত স্বয়ং নন্দের ভবনে আগমন করিলেন। নন্দ আনন্দসহকারে ভগবানের পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাকে মহার্ঘ্য আসনে উপবেশনপূর্বক পূজা করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন, ভগবন, আপনি যে স্বয়ং দর্শন দিয়া অনুগ্রহ করিলেন, ইহা আমার কোন পুণ্যের ফলে ঘটিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি? মহাত্মগণের স্মরণ বা তাঁহাদের নাম শ্রবণ অথবা দর্শনলাভ, এ সমস্তই কুশলরূপ লতার মহাফল বলিয়া গণ্য। সূর্যসদৃশ মহনীয় ভগবানের জ্যোতির দর্শনে কাহার হৃদয়পদ্মের বিকাশশোভা না হয়। মহাজনের দর্শন দানাপেক্ষাও অধিক প্রিয়, পুণ্য অপেক্ষাও মহাফলজনক এবং সদাচার শ্লাঘনীয়।

নন্দের ঈদৃশ ভক্তিযুক্ত ও প্রণয়যুক্ত বাক্য অভিনন্দন করিয়া এবং পূজা গ্রহণ করিয়া ভগবান যাইতে উদ্যত হইলেন। নন্দ স্বচ্ছ কনকপাত্রে নিজের মনোনীত মধুর ও উত্তম উপচার লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। নন্দপত্নী সুন্দরী নন্দকে ভক্তিসহকারে ভগবানের অনুগমন করিতে দেখিয়া বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারায় পথের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। নন্দপত্নী গুরুজনের সম্মুখে চঞ্চল লোচন নিক্ষেপ করিয়া সভায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং অলক্ষ্যভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল অধিকতর নত হইয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিঃশব্দে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, হে নাথ তুমি যাইও না। নন্দ প্রণয়িনীকে বিচলিত দেখিয়া উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়াছিলেন, যে আমি এই অল্পক্ষণ মধ্যেই আসিতেছি।

তৎপরে ভগবান নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলে বিরহাসহ নন্দ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে বলিলেন, তবে আমি এবার গৃহে গমন করি। ভগবান আসনাসীন হইয়া হাস্যপূর্বক প্রণত ও পুরোবর্তী নন্দকে বলিলেন, যাইবার জন্য এত ত্বরা করিতেছ কেন? বিষয়াস্বাদে সৌহার্দ্যবশতঃ সংমোহে পীড়িতমনা জনগণের মতি কেবল গৃহসুখেই রত থাকে। বড়ই আশ্চর্য যে ইহা নির্বেদে একেবারেই পরাঙ্মুখ। গুণই আয়ুর আভরণ গুণের আভরণ বিবেক; বিবেকের আভরণ প্রশম ও প্রশমের আভরণ বৈরাগ্য। বৈরাগ্যবর্জিত ও বিবেকবর্জিত এবং লক্ষ্যরহিত পশুতুল্য জনগণের আয়ুঃকাল চক্রনেমিগতিক্রমে বিফলই যাইতেছে ও আসিতেছে। ইহাই জড়তা। ইহাই সুহৃদজনের চিত্তে ন্যস্ত অসহ্য শল্য। প্রাজ্ঞগণ বিচার করিয়া ইহাকেই আয়ুর বৈফল্য বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সত্ত্বশালী ব্যক্তির পুণ্য, বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যাবান্ ব্যক্তির সৎস্বভাব, ভাগ্যবান ব্যক্তির সকল বস্তু ও শান্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সুখ হয়। উহাদের পক্ষে এ সকল কিছুই দুর্লভ নহে। কিন্তু সকল বস্তুর হেতুভূত আয়ুঃকালের স্বল্পমাত্র অংশও দুষ্প্রাপ্য। এই দুর্লভ আয়ুঃ যাহার বিফলে অতিবাহিত হয়, সে অতীব শোচনীয়। বামাগণই যাহার আবর্তস্বরূপ, পুণ্য লাবণ্যই যাহার সার এবং সতত বিদ্যমান প্রবল বিরহই যাহার প্রজ্বলিত বাড়বাগ্নিস্বরূপ, সেই বিষয়রূপ জলধি দর্প ও কামরূপ মকর দ্বারা সতত ক্ষোভপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সমুদ্র পার হইবার জন্য একমাত্র তীব্র বৈরাগ্যই সেতুস্বরূপ। অতএব হে রাজপুত্র, তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। স্ত্রীগণ ও সম্পদ সবই সমাগমকালেই সুখকর। তুমি নিজ কুশলের জন্য ব্রহ্মচর্য গ্রহণ কর। অসার সংসারের আগ্রহ ত্যাগ কর।

নন্দ ভগবানের এবংবিধ করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্বপ্রণয় দ্বারা আকৃষ্ট

হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন, আমার প্রব্রজ্যার উপায় আপনিই করিয়া দিবেন। কিন্তু আমি ভিক্ষুসঙ্ঘের উপকারার্থে গৃহস্থাশ্রমকেই অধিক আদর করি। নন্দ এই কথা বলিয়া ভগবানের বাক্য অতিক্রম করিতে অসমর্থ এবং প্রিয়ার প্রেমে আকৃষ্যমান হইয়া দোলাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ পুনঃপুনঃ নন্দকে ব্রত গ্রহণে উপদেশ দিয়াছিলেন। সাধুগণ উপকার করিতে উদ্যত হইয়া যোগ্যতার বিষয় চিন্তা করেন না। অজিতেন্দ্রিয় নন্দ যখন কোন প্রকারেই প্রব্রজ্যা ইচ্ছা করিল না, তখন ভগবানের বাক্য স্বয়ং আসিয়া নন্দের গাত্রে পতিত হইল। নন্দ তৎক্ষণাৎ কাষায়বস্ত্র পরিধায়ী ও পাত্রপাণি হইলেন। তাঁহার দেহের আভা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় হইল এবং মহাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ভগবানের আজ্ঞায় নন্দ অরণ্যবাসী পিণ্ডপাত্রিক হইলেন। তিনি পাংশুকুলিক হইয়াও আকারে অনগারিকভাব প্রাপ্ত হইলেন।

নন্দ প্রব্রজিত হইয়াও চন্দ্র যেরূপ নিজ লাঞ্ছনা হৃদয়ে ধারণ করেন, তদ্রূপ সুন্দরী প্রিয়াকে হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন। বিষয়ানুরাগ কোন্ পথ দিয়া স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ মনের ভিতর প্রবেশ করে তাহা জানা যায় না। ঐ রাগ ক্ষালন করিলেও অপগত হয় না। বিরহচিন্তায় পাণ্ডুররুচির ও কাষায়বস্ত্রপরিহিত নন্দ সন্ধ্যাকালীন অরুণবর্ণ মেঘ সংবলিত চন্দ্রের শোভা হরণ করিয়াছিলেন। বিরহচিন্তায় ক্ষীণ ও বিস্মৃতধর্ষ নন্দ বনে বিচরণ করিতে করিতে অনঙ্গের জন্ম বিদ্যাস্বরূপ সুন্দরীকে বিস্মরণ করিতে পারেন নাই। তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া নিশ্চলভাবে পূর্ণচন্দ্রমুখী সুন্দরীর বদন বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতেন, অহো, ভগবান্ যত্নপূর্বক আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। পরন্তু আমার চিত্ত রাগাধিষ্ঠিত হওয়ায় এখনও বিমল হইতেছে না। আমি সংসারচরিত্র শুনিয়াছি ও নিঃসঙ্গব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তথাপি আমার মন সেই মৃগনয়নাকে বিস্মরণ করিতেছে না। যে গাত্র কান্তার কুঙ্কুমরাগ লাগিয়া সুভগ হইত, সেই গাত্রে চীবর ধারণ করিয়াছি। যে পাণি কান্তার স্তনমণ্ডলের প্রণয়ী ছিল, তাহাতে পাত্র ধারণ করিয়াছি। তথাপি সতত বোধির ব্যবধানপূত কান্তার ধ্যান করায় আমার এই অনুরাগ কেবলই বর্ধিত হইতেছে। আমি আসিবার সময় পুরোবর্তিনী কান্তাকে বলিয়াছিলাম যে, মুগ্ধে আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আসিতেছি। কিন্তু হায় আমি পুনর্বার দর্শনের বিঘ্নভূত এই কৃতঘ্নব্রত পরে গ্রহণ করিলাম। প্রকম্পবশতঃ তরলা সুন্দরী গুরুজন সম্মুখে ছিলেন বলিয়া যদিও ব্যজন ত্যাগপূর্বক যাইও না একথা বলে নাই

ও হস্তাঞ্চল গ্রহণ করে নাই, তথাপি পাদদ্বারা ক্ষিতিতল খনন করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে আমাকে যে অবলোকন করিয়াছিল, তাহাতেই নিষেধ করা হইয়াছিল এবং আমার মনও তাহাতেই বদ্ধ করিয়াছে। হরিণলোচনা সুন্দরী নিশ্চয়ই মদ্বিযুক্ত হইয়া পুলিনে চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী হর্ম্যে শয়ন করে না এবং সতত শোকে প্রলাপ করিয়া থাকে। হা প্রিয়ে, আমি ধূর্তের ন্যায় তোমার চিত্ত চুরি করিয়া কেবল সত্য ত্যাগপূর্বক এই মিথ্যাব্রত আশ্রয় করিয়াছি। আমি এই ব্রত ত্যাগ করিয়া দয়িতার নিকট গমন করিব। যাহারা অনুরাগাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত, তাহাদের পক্ষে তপস্যার তাপ অতি দুঃসহ। রাজপুত্রী আমাকে বহুকাল পরে সমাগত ও নৃশংস অবলোকন করিয়া নবজাত ক্রোধে কি করিবে জানিনা। প্রেমবশতঃ দুঃসহ নিকার সর্বত্র বিকারজনক হয় না। কিন্তু স্নেহমধ্যে লীন কণামাত্র রজোগুণও দুর্নিবার হয়। যখনই আমি দেখিব যে ভগবান্ এই বন হইতে অন্যত্র গিয়াছেন, তখনই আমি গৃহে গমন করিব। ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়। এই শিলাপট্টেই রুচির গিরিধাতু দ্বারা শশিমুখী দয়িতার চিত্র অঙ্কন করি। ইহাতেই আমি ধৈর্য লাভ করিব। অথবা সুধা কুবলয় ও ইন্দু যাহার সৌন্দর্যের এক এক বিন্দু বলিয়া গণ্য, সেই পরমাসুন্দরী প্রিয়াকে কিরূপে চিত্রে অঙ্কিত করিব। যাহার দৃষ্টি মুগ্ধ কুরঙ্গ ও সঞ্চারশীল ভ্রমরব্যাপ্ত উৎপল অপেক্ষাও অধিক সুন্দর, যাহার বিম্বাধরের কান্তি লাবণ্যসাগরে কুলজাত বিদ্রুমবনের ন্যায় রমণীয়। এবং যাহার বদনকান্তি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের মালার ন্যায়, সেই আশ্চর্য সুন্দর দেহ কিরূপে চিত্রে অঙ্কিত হইবে।

নন্দ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্রুধারা স্নাত ও কম্পান্বিত অঙ্গুলি দ্বারা শিলাতলে সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। নন্দ নিজ কল্পনানুসারে প্রিয়তমার প্রতিবিম্ব সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া বাষ্পগদ্গদ্ স্বরে এই কথা বলিয়াছিলেন, আমি নয়নদ্বয়ের সুখবৃষ্টিস্বরূপ শরচ্চন্দ্রবদনাপ্রিয়াকে অঙ্কিত করিয়া বাষ্পোদ্গমবশতঃ দেখিতে পাইতেছি না। আমি যে তন্বীর বিরহের মুখাপেক্ষা না করিয়াই এই ব্রত ধারণ করিয়াছি; সেই পাপবশতই এই সন্তাপপ্রদ শাপ উপস্থিত হইয়াছে। সুন্দরী, সতৃষ্ণ মদীয় নয়ন প্রফুল্লপদ্মসদৃশ ত্বদীয় দেহ দেখিতে স্পৃহা করিতেছে; সেই সময়ে দর্শনের বিঘ্ন হওয়ার কোপ এখন ত্যাগ কর; আমার কথার প্রত্যুত্তর দেও; কেন মৌনাবলম্বন করিয়াছ; আমি সত্য বলিতেছি, এই চীবর তোমারই অনুরাগে রঞ্জিত হইয়াছে এবং তোমার চিত্তব্রতই আমার ব্রত।

ভিক্ষুগণ দূর হইতে নন্দকে চিত্র অঙ্কনপূর্বক এইরূপ বলিতে দেখিয়া অসূয়াবশতঃ

ভগবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভগবন্, আপনি কেবল বাৎসল্য-বশতঃ কুক্কুরের গলায় পুষ্পমাল্য দেওয়ার ন্যায় ঐ দুর্বিনীতকে প্রব্রজ্যা দিয়াছেন। নন্দ এক শিলাতলে সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রলাপ করিতে করিতে ধ্যানে তন্ময় হইয়াছে।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া প্রিয়াবিরহে মোহপ্রাপ্ত নন্দকে কানন হইতে আহ্বান করাইয়া এ কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দ বলিলেন, ভগবন্, সত্যই আমি নিতান্ত কান্তাসক্ত। এই বন ভিক্ষুগণের সম্মত হইলেও আমার মন এখানে রত হইতেছে না।

ভগবান্ জিন নন্দর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুখচন্দ্রের কান্তি দ্বারা রাগরূপ পদ্মকে মুদিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সাধু, অনুরাগবশতঃ তোমার এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া উচিত নহে। কল্যাণে অভিনিবিষ্ট জনগণের চিত্ত বিঘ্নকর্তৃক আকৃষ্ট হয় না। কোথায় তুমি যোগাবলম্বন করিয়া বিষয়াভিনিবেশকে তুচ্ছ তৃণজ্ঞানে ত্যাগ করিবে, তাহা না করিয়া এই নিন্দনীয় ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখাস্বাদের জন্য লালায়িত হইতেছ। এই দুষ্পরিহার্য কামমার্গ স্বভাবতই কুশলের বিনাশকারী। ইহা প্রেমানন্দের পক্ষে দুঃসহ বন্ধনরজ্জুস্বরূপ।

ভগবান্ এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া নন্দকে বৈরাগ্য উপদেশ করিয়া এইখানেই তোমায় থাকিতে হইবে, এই কথা বলিয়া নিজ কার্যে চলিয়া গেলেন। নন্দ এই সময় পালাইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সুন্দরীকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া যাইতে যাইতে অনেকগুলি বিহার অতিক্রম করিয়া দ্বারদেশে অতিকষ্টে নগরগামী মার্গ পাইয়াছিলেন।

অনন্তর সর্বজ্ঞ ভগবান্ নন্দকে অনুরাগবশতঃ যাইতে উদ্যত জানিয়া সত্বর তথায় আসিয়া বলিলেন, নন্দ কোথায় যাইতেছ? নন্দ বলিলেন, ভগবন, বনে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই। যাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয় নাই, তাহাদের কোন কার্যই সফল হয় না। সেই দেবগণেরও উপহাসকারিণী সম্পত্তি, সেই মণিময়ী রমণীয় হর্ম্যাবলী, সেই মন্দমারুতে আন্দোলিত সুন্দরলতাশোভিতা নূতন উদ্যান ভূমি, সেই কন্দর্পের কার্মুকলতার ন্যায় কৃশোদরী সুন্দরী, এই সকল রমণীয় বস্তু জন্মান্তরীণ বাসনার ন্যায় আসক্ত মদীয় মনকে ত্যাগ করিতেছে না। আমি বিহঙ্গের ন্যায় ব্রতরূপ পঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রাগযুক্ত মনে কি করিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব। আমি প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিয়া গমন করিব। আমার অক্ষয় নরক হয় হউক। মঞ্জিষ্ঠারাগরঞ্জিত অংশুক কখনই বীতরাগ হয় না।

নন্দ বারংবার এই কথা বলিয়া নিজ গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে ভগবান্ জিন অনুগ্রহবুদ্ধিবশতঃ তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, নন্দ, তুমি বিপ্লব করিও না। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ না করা নিন্দনীয়। তুমি পৃথক জনের স্তায় বিজ্ঞজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিও না। বিবেক দ্বারা যাহাদের দোষ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাদৃশ শীলবান্ বিজ্ঞজনের বুদ্ধি অসার সুখলাভের জন্য অকার্যে প্রবৃত্ত হয় না। তুমি গাঢ় অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক জঘন্য কার্যে কেন আসক্ত হইতেছ। যাহারা যোনি হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার যোনিতেই সংসক্ত হয়, স্তন পান করিয়া আবার স্তন মর্দন করে, তাহারা কেন লজ্জিত হয় না? বড়ই আশ্চর্য যে তাহারা জন্মস্থানেই লয়প্রাপ্ত হয়। সজ্জনগণ সতত জননীর জঘনে আসক্তি বর্জন করেন। ইহা কেবল সম্মোহমুগ্ধ পশুদিগেরই দেখা যায়। তুমি বামারমণে অভিলাষ ত্যাগ কর ও বিরত হও। সংসারগর্তে ভুজঙ্গগণই ভোগের সহিত লয় প্রাপ্ত হয় দেখা যায়। লোকে পর্যন্তকালেও যাহাতে পরাঙ্মুখ হয় না, সেই জঘন্যা রতি কাহার না বিরতি সম্পাদন করে। তুমি গৃহজাল হইতে মুক্ত হইয়াছ; আবার কেন সেইখানেই দৌড়িয়া যাইতেছ। মৃগ জাল হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তথায় প্রবেশ করে না।

নন্দ ভগবানের এইরূপ বাক্যানুসারে তাঁহার শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুন্দরীকে চিন্তা করিতে করিতে পুনর্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে একদিন ভগবান্ নন্দকে আশ্রম মার্জনকার্যে নিযুক্ত করিয়া আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুনরায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে নন্দ আশ্রমমার্জনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অনুরাগ যেরূপ আশ্রয় হইতে অপগত হয় না, তদ্রূপ ভূতল হইতে ধূলি অপগত হইল না। তখন নন্দ জল ছিটাইবার জন্য জল আনিতে গমন করিলেন, কিন্তু বারংবার জলপূর্ণ ঘট উৎক্ষিপ্ত হইয়াই জলশূন্য হইতে লাগিল। এইরূপে বিঘ্ন হওয়ায় অত্যন্ত খিন্নমানস হইয়া নন্দ কলসী ত্যাগপূর্বক সুন্দরী দর্শনোৎসুক হইয়া প্রস্থান করিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ দিব্যচক্ষুদ্বারা নন্দকে যাইতে দেখিয়া সহসা তথায় আগমনপূর্বক তাহার মনোরথ স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন, অহো, দীপ যেরূপ পাত্রযোগে তপ্ত হইয়া শ্যামবর্ণ হইতে রক্তবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে তৈলের দাগ আর অপগত হয় না, সেইরূপ তোমার স্নেহকলঙ্ক অপগত হইতেছে না। তুমি বামাভিলাষ করিও না। ইহা নীলীরাগের ন্যায় তোমার হৃদয়ে সংসক্ত হইয়াছে, যেহেতু তুমি এখনও বিরক্ত হইতে পারিতেছ না। রতি প্রারম্ভকালে তৎকালে কাতর ব্যক্তিকে অন্ধ করে। পরে মুখ্যাঙ্গসঙ্গম সমাপ্ত

হইলে জুগুপ্সার ন্যায় তাহাকে আলিঙ্গন করে। লোকে বিষয়াস্বাদে আসক্তি-বশতঃ পাপমিত্র ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক দুঃখরূপ আবর্তময় নরকে পতিত হয়। কুসঙ্গম পচা মাছ হইতে উদ্গত পূতিগন্ধের ন্যায় লেশমাত্র স্পর্শ দ্বারাই লোককে অধিবাসিত করে। কল্যাণমিত্রের সম্পর্ক সর্ব প্রকারেই মঙ্গলজনক। উহা সুগন্ধের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া মহার্হতা সম্পাদন করে।

ভগবান্ স্বয়ং সৎ ও অসৎ পথের বিষয় নন্দকে বলিয়া ঘ্রাণ ও স্পর্শ দৃষ্টান্তে তাহাকে সঙ্গদেশনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ নন্দকে সঙ্গে লইয়া গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিলেন। তথায় বিরিঞ্চি চমরীবালব্যজন দ্বারা তাঁহাকে-বীজিত করিতে লাগিলেন। তথায় ভগবান জিন নন্দকে দাবানলে দগ্ধদেহ ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট একটি কানা মর্কটীকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, নন্দ, এই নিন্দনীয়াকৃতি মর্কটীকে দেখিতেছ কি? এই মর্কটীও কোনও ব্যক্তির নিকট প্রিয়দর্শনা ও রুচিপাত্র। ইহজগতে ভাল বা মন্দ কিছুই নাই। অনুরাগই রমণীয় দেখে। যে যাহার প্রিয়, সেই তাহার নিকট সুন্দর। নন্দ তুমি পক্ষপাত না করিয়া সত্য কথা বল। এই মর্কটী ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি? আমরা প্রার্থনা না থাকায় সৌন্দর্যের কিছুই প্রভেদ দেখি না। যে বস্তু প্রার্থিত হয়, তাহাই প্রার্থীর নিকট প্রিয় ও রমণীয় হয়। আমি ইহাতেও সুন্দরীতে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখি না। মাংস, চর্ম ও অস্থিজড়িত দেহে প্রার্থনা মাত্রই রমণীয়তা।

নন্দ ভগবান কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমাদের গৌরবের পাত্র, এরূপ প্রশ্ন করা আপনার উচিত নহে। ভগবন আপনি এ কি বলিতেছেন। শোকের সময় এ বিড়ম্বনা করিতেছেন কেন? আপনারা বিশ্বগুরু প্রভু? আমরা কি আপনাদের শিক্ষা দিতে পারি। সুন্দরীর রতিই অধিক রমণীয়? তাহাতেই আমি অত্যন্ত অনুরক্ত? জগৎজেতা কন্দর্পও তাহাকে দেখিয়া রতিকে আর স্মরণ করেন না। কুমুদাকর জ্যোৎস্না দেখিয়া যত আনন্দিত হয়, তদপেক্ষা অধিক নিজকান্তি দ্বারা তত আনন্দিত হয় না। লোকে বিদিত বিষয়ই অবলম্বন করিয়া থাকে, গুণের তারতম্য জানে না। সুন্দরী পুষ্পনিচয়কে নিজবদনের সৌরভসার অপহরণ করিতে দেখিয়া নিজ কেশপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। হংস ও হরিণগণ তাহার বিলাসযুক্ত গতি ও লোচন কান্তি অপহরণ করিয়া ভয়প্রযুক্ত যেন বনে ও জলে পলাইয়াছে। পরিচিত জনেরাও বহুতর চিন্তা ও তর্ক বিতর্ক দ্বারা সেই অনুপমা মৃগনয়নার চিত্র অঙ্কন করিতে পারে না। তারাপতি চন্দ্র তাহার বদনসৌন্দর্যের পরিমাণ পরীক্ষা করিবার জন্য

তুলাদণ্ডে অধিরূঢ় হইয়া লঘুতা প্রযুক্ত গগনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। ললিত ভ্রূলতার লাস্যলীলায় রমণীয় পুণ্যময় ও আনন্দজনক সুন্দরীর বদন যদি লাভ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে এই তুচ্ছ প্রব্রজ্যা আমার কি অধিক পুণ্য সম্পাদন করিবে। কি জন্যই বা এই ভারভূত ব্রতসম্ভার বহণ করিতেছি।

ভগবান নন্দের এরূপ অনুরাগপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ প্রভাববলে তাহাকে সুরালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় ইন্দ্রের লীলোদ্যানমধ্যে নন্দকে সমুদ্রমন্থনদ্বারা সমুদ্ভূত কমনীয় দেবকন্যাগণ দেখাইলেন। তাহাদের পাদ পদ্মোদিত অরুণবর্ণ কান্তিসন্তান দেখিয়া সমুদ্র কূলজাত বিদ্রুমবনের ভ্রম হয়। তাহাদের বিলাসযুক্ত পদ্মাধিক সুন্দর পাণি দেখিয়া বোধহয় যেন সহজাত পারিজাতের পল্লব সংসক্ত হইয়াছে। তাহাদের কান্তি ও মাধুর্যে সুললিত মদনানন্দদায়ক চন্দ্রবৎ সুন্দর বদন হেলায় পদ্মবনকে মুদিত করিয়াছে। সম্মোহজনক ও জীবনাধায়ক তাহাদের কৃষ্ণসার নয়ন কালকূট মিশ্রিত অমৃতধারার ন্যায়। নন্দ সহসা ঐ সকল লাবণ্যবতী যুবতী দেবকন্যাগণকে দেখিয়া আনন্দিত বদন ও ঘর্মস্নাত হইয়াছিলেন। নন্দের মন পদ্মাননা বিপুলোৎপললোচনা কুন্দস্মিতা ও নিবিড় স্তবকস্তনী ঐ সকল দেবকন্যাগণেব উপর যুগপৎ পতিত হইয়া দোলাবিলাসে তরল ভ্রমরের তুল্য হইয়াছিল।

তৎপরে ভগবান্ তদ্গতচিত্ত নন্দকে বলিলেন, নন্দ এই সকল দেবকন্যাগণকে তুমি দেখিতে ভালবাস কি? এই দেবকন্যাগণের ও তোমার সুন্দরীর লাবণ্যের প্রভেদ কি? ভাল বস্তু দেখিলে উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। এই অপ্সরাগণের রূপ যদি সুন্দরী অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে কালে আমি ইহাদিগকে তোমার আশ্রিত করিব। তুমি রাগবিরহিতমনে প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান কর; আমি এই সকল অপ্সরাগণ তোমায় দান করিব।

নন্দ ভগবানের এবংবিধ বাক্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্বর্গাঙ্গনার প্রত্যাশায় ভগবানের বাক্য স্বীকারপূর্বক ব্রতে মন স্থাপন করিলেন।

নন্দ সুরাঙ্গনাসঙ্গমেচ্ছায় নিজদারে মন্দাদর হইলেন। স্নেহ গুণরূপ পণ্যের তুলাদণ্ডের ন্যায়। উহার সত্যতা নাই। অহো মনুষ্যের আভ্যাষিকী প্রীতি প্রবাস দ্বারা পরিশোষিত হইয়া পূর্বসংবাস বিস্মৃত হয় এবং সহসা অন্যত্র ধাবিত হয়। প্রেম ক্ষণস্থায়ী যৌবনেই রমণীয়। পরে উহা থাকে না। উহা সত্যও নহে, চিরস্থায়ীও নহে।

তৎপরে ভগবান্ ক্ষণকাল মধ্যেই নন্দকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।

নন্দও তাঁহার বাক্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া নিয়তভাবে ব্রহ্মচর্য করিয়াছিলেন। নন্দ অন্তবুদ্ধি হইয়া সুন্দরীকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন। প্রীতি ক্ষণকালেই প্রমুষিত হয় এবং গুণেও দোষ দর্শন করে। তৎপরে একদা নন্দ বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে ভীষণ নরকময় কুম্ভীব্যাপ্ত ভূমি দেখিতে পাইলেন। ঐ স্থান দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প হইল; এবং দুঃখিত হইয়া নরকাসক্ত ব্যক্তিদিগকে এ কি, এরূপ ঘোরতর নরকের কারণ কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহারা বলিল, এই তপ্ত কুম্ভীশতব্যাপ্ত নরকভূমি সুখানুরাগী রাজপুত্র নন্দের জন্য কল্পিত হইয়াছে। সে মিথ্যাব্রত আচরণ করিতেছে। এখনও তাহার বৈরাগ্য হয় নাই। সে স্বর্গাঙ্গনাসঙ্গমের আশায় ব্রহ্মচর্য করিতেছে। যাহারা মিথ্যাব্রতচারী, লুব্ধ ও রাগদ্বেষে কষায়িতচিত্ত, তাহাদেরই এই নিত্য প্রতপ্ত কুম্ভীমধ্যে ক্ষয় পাইতে হয়।

নন্দ এই কথা শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন এবং অনুতাপবশতঃ নিজদেহ তথায় চ্যুত বলিয়া মনে করিলেন। তখন স্বয়ং অনুরাগ ও বাসনা ত্যাগ করিয়া অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের জন্য পর্যাপ্তভাবে সংযমী হইলেন। তৎপরে তাঁহার গাঢ় মোহ ক্ষয় হওয়ায় সংশয় ছিন্ন হইলে শরৎকালে জলধির জলের ন্যায় মন প্রসন্ন হইল। নন্দ নিষ্কাম ও শান্তিপ্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট নিষ্ঠাবান হইলেন এবং বিশুদ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট আগমন পূর্বক বলিলেন, ভগবন্, অপ্সরোগণে বা সুন্দরীতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই এই সমস্ত বিষয় সম্পদ অন্তে বিরস ও পাপজনক। যতই পদার্থের নিঃস্বভবতা ভাবনা করিতেছি ততই নিরাবরণ বৃত্তি-সকল প্রসাদপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভগবান ক্রমে ক্রমে আর্তপদপ্রাপ্ত এবংবাদী নন্দের নির্বাণশুদ্ধা সিদ্ধি হইয়াছে, স্থির করিলেন। নন্দ কিরূপ পুণ্যের ফলপ্রাপ্ত হইল, এই কথা ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ তিনি বলিয়াছিলেন, নন্দ জন্মান্তরার্জিত পুণ্যবলে সৎকার্য অভ্যাস করিতেছিল এবং সেই পুণ্যেরই ফলপ্রাপ্ত হইয়াছে। নির্মল মহাবংশে জন্ম, কন্দর্পতুল্য দেহ, সুখকর ও লোকবলসমন্বিত সমৃদ্ধি, সতত সুজনের প্রীতিকর ব্যবহার, প্রশমসলিলে স্নাত মন ও স্বভাবানুযায়িনী গতি এ সমস্তই মনুষ্যের কুশলরূপ পুষ্পের মহাফলস্বরূপ। পুরাকালে অরুণাবতী নগরীতে অরুণ নামে এক রাজা সম্যক্-সম্বুদ্ধ বিপশ্যীর স্তূপে সমাদর করিয়াছিলেন। মৈত্র নামে এক ব্রাহ্মণ ঐ স্তূপ নির্মাণ করিয়া মহাপুণ্যের ভাগী হইয়াছিলেন। ঐ পুণ্যকার্যে প্রণিধানবশতঃ তিনি এক গৃহস্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণের বাসস্থান ও সত্র

প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ পুণ্যবান ব্যক্তি পূর্বে শোভন নামে প্রত্যেক-বুদ্ধের সেবক ছিলেন। ইনি একটা মালাদিভূষিত উজ্জ্বল স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে কৃকি নামক কাশীরাজের পুত্র দিব্যলক্ষণ সম্পন্ন দ্যুতিমান্ নামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরাজ সম্যকসম্বুদ্ধ কাশ্যপের দেহান্ত হইলে সপ্তরত্নময় একটি স্তূপ নির্মাণ করিলে পর তদীয় পুত্র দ্যুতিমান্ একটি উজ্জ্বল স্বর্ণময় ছত্র তাহাতে আরোপিত করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যফলে তিনি এখন শাক্যকুলে নন্দনামে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপ পূর্বজন্মক্রমানুসারে অর্জিত পুণ্যফলে নন্দ নির্মল কুল, সুন্দর রূপ, প্রধান ভোগ্যবস্তু ও অন্তে শান্তিসহ সৌগতপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভগবান্ এইরূপ নন্দের কল্যাণ লাভের কারণ উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সুকৃতদেশনা অর্থাৎ পুণ্যোপদেশ করিয়াছিলেন।

একাদশ পল্লব

বিরূঢ়কাবদান

নির্মলমতি ব্যক্তি নির্মল কুশলকর্মরূপ সোপানদ্বারা উন্নত পদে আরোহণ করেন। মলিনমতি ব্যক্তি ঘোর অন্ধকারময় নরককুহরে পতিত হয়।

পুরাকালে শাক্যবংশের রাজধানী কপিলাবস্তু নামক বিস্তৃত নগরে শাস্ত্রে কৃতশমা, সর্ববিধ কলাবিদ্যায় সুনিপুণা, সুমুখী, গুণোচিতা কন্দর্পের মালিকার ন্যায় মালিকা নাম্নী শাক্যমুখ্য মহতের দাসকন্যা প্রভুর বাক্যানুসারে উদ্যানমধ্যে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে সম্মুখে সমাগত ও বিচরণশীল ভগবান্ সুগতকে দেখিয়াছিল। পুষ্পচয়নান্তে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ঐ দাসকন্যার মন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিল। শরৎকাল যেরূপ মানস সরোবরকে নির্মল করে তদ্রূপ স্বচ্ছলোক দেখিলেই মন প্রসন্ন হইয়া থাকে। দাসকন্যা তাঁহার দর্শনে প্রীতিবশতঃ দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে ভগবান্ যদি পুণ্যবলে আমার পিণ্ডপাত গ্রহণ করেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার মনের সংকল্প বুঝিতে পারিয়া পাত্র প্রসারণ পূর্বক, 'ভদ্রে ভিক্ষা দাও' এই কথা তাহাকে বলিয়াছিলেন। দাসকন্যা প্রণাম পূর্বক তাঁহাকে দান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইল এবং দাস্যদুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রণিধান করিল।

তৎপরে একদিন তাহার পিতৃবন্ধু এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে আসিয়া ও তাহাকে দেখিয়া বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন, অহো, তুমি গৃহপতি শ্রীমানের কন্যা। তুমি বন্ধুহীন হইয়া দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ধনভোগ-বিবর্জিত হইয়াছ। অহো, সংসাররূপ সর্পের রসনা বিলাসের ন্যায় চপলা সম্পদ মোহরূপ ঘনারম্ভক্ষণে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যোতিত বিদ্যুতের ন্যায়। যাও তুমি চিন্তা করিও না। আমি হস্তলক্ষণ দ্বারা জানিতেছি তুমি অল্পকাল মধ্যেই রাজমহিলা হইবে। লক্ষ্মীর বাসস্থান কমলের ন্যায় কোমল ত্বদীয় হস্তে এই মালা চক্র ও অঙ্কুশের রেখা দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর মন্মথসম্ভোগের সুহৃৎ, মধুপগণের বান্ধব এবং লতাবধূর আলিঙ্গনে সৌভাগ্যবান্ বসন্ত দৃষ্টিগোচর হইল। কান্তাগণের মানরূপ হস্তীর বিধ্বংসকারী

বসন্তরূপ সিংহের জিহ্মাবশতঃ প্রকাশমান জিহ্বার ন্যায় অশোকমঞ্জরী শোভিত হইল। বালকগণের কপোললাবণ্য চুরি করার জন্য চম্পকপুষ্পসমূহ সুনয়নাদিগের কেশপাশে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। বসন্ত সহকারমঞ্জরী দ্বারা বিরহিণীগণের নিধন বিধান করিলেন। প্রভুগণ নিজহস্তে পরকে বধ করিতে চাহেন না। সুন্দর বস্তু যেরূপ সৌখীন লোকের ভোগ্য হয় তদ্রূপ চূতলতাও ভ্রমরগণের হঠাৎ একান্তভোগ্য হইয়া উঠিল। চূতমঞ্জরীরূপ আয়ুধধারী কোকিল চূতলতারূপ চাপে ভ্রমররূপ বাণ আবোপিত করিযা বন্দীর ন্যায় যেন কন্দর্পের জয়-গান করিতে লাগিল।

এমন সময়ে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া অশ্ব কর্তৃক সেই স্থানে আনীত হইলেন। ধনুর্ধাবী ও কন্দর্পের ন্যায় সুন্দরাকৃতি প্রসেনজিৎ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনুপম লাবণ্যবতী দ্বিতীয় রতির ন্যায় ঐ কন্যাকে দেখিলেন। মনোভব কামদেব ঐ কন্যার বিলোকন জন্য বিস্তীর্ণ এবং মহাত্মা প্রসেনজিতেব মনে বিস্ময়বশতঃ বিস্ফাবিত লোচনমার্গ দ্বাবা প্রবেশ করিয়াছিলেন।

নবপতি সহসা লজ্জাবনতা ও ভয়ভীতা কন্যাকে দেখিয়া তাহাব কান্তিকল্লোলিনী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা কবিলেন, নবীনা শশিবদনা শ্যামা ও তরলনয়না এই কন্যাটি কে? ইহার কান্তি মদীয় নেত্রপদ্মকে অনিশ বিকাশিত করিতেছে। পাটলবর্ণ অধরশোভিত ইহার মুখের স্বাভাবিক গন্ধ বকুলেব ন্যায, এজন্য ভ্রমরগণ মুখের নিকট উডিয়া বেডাইতেছে। কমনীয়াকৃতি কুসুমায়ুধ কন্দর্প ই ইহার মুখে বাস করিতেছেন দেখিতেছি। আহা ইহার দেহের যৌবনসম্বলিত কি অম্লান লাবণ্য। আমি ধীর হইলেও আমার ধৈর্য যেন গলিত হইয়াছে। আহা এই মধুমঞ্জরীর প্রারম্ভকালেই কি অদ্ভুত গুণ যে ষট্পদও একপদ যাইতে সমর্থ হইতেছে না।

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে বনদেবতা বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া কন্যা-কথিত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। তৎপরে রাজা পল্লববীজন এবং স্বচ্ছ ও শীতল জলদ্বারা আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া তথায় সুখ লাভ করিলেন। কন্যা তাঁহার পাদপদ্ম সংবাহন করিলে পথশ্রান্ত রাজা সহসা কন্যার করস্পর্শসুখে নিদ্রাগত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইয়া মৃগয়াশ্রম অপনোদন পূর্বক দিব্যস্পর্শহেতুক কন্যাকে রূপান্তরগতা রতির ন্যায় মনে করিলেন।

তৎপরে শাক্যবংশীয় মহান কোশলেশ্বর আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া তথায়

আগমনপূর্বক পূভার্হ রাজাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। প্রসেনজিৎ সমাদর-পূর্বক প্রার্থনা করায় মহান্ কন্দর্পের মঙ্গলমালাস্বরূপ ও নিজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিতা মালিকাকে রত্নার্হ রাজাকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা কন্দর্পের বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপা ও শুভ্রহাস্যশালিনী মালিকাকে গ্রহণ করিয়া গজারোহণপূর্বক নিজরাজধানীতে গমন করিলেন। নগরে আগমনকালে ঐ কন্যা বসন্তরাজের সহিত সঙ্গতা ও লোলঅলকরূপ ষট্‌পদশোভিতা নবমালিকার ন্যায় শোভিতা হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ ঐ সুন্দরী কন্যার সহিত রাজধানীতে আসিয়া রত্নকিরণমণ্ডিত উদার প্রাসাদে সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

রাজার প্রথমা মহিষী দেবী বর্ষাকারা পৃথিবী যেমন রাজলক্ষ্মীকে অভিন্নবৃত্তি জ্ঞান করেন, তদ্রূপ ইঁহাকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। মহিষী বর্ষাকারা মালিকার দিব্যস্পর্শে ও মালিকা বর্ষাকারার পরম সৌন্দর্যে পরস্পর পরস্পরের গুণোৎকর্ষ হেতু বিস্মিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী দিব্যরূপবতী ও কনিষ্ঠা মহিষী দিব্যস্পর্শবর্তী ছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ সাশ্চর্য প্রবাদ ত্রিলোকে বিশ্রুত হইয়াছিল। এই অবসরে ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট তাঁহাদের দিব্যরূপ ও দিব্যস্পর্শের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, পুরাকালে শ্রুতবর নামক এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের কান্তা ও শিরীষিকা নামে দুইটি প্রিয় ভার্যা ছিল। কান্তার ভ্রাতা প্রব্রজ্যাদ্বারা ক্রমে প্রত্যেক বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া একদা তাঁহার ভগিনীর গৃহে আসিয়াছিলেন। কান্তা পতির আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনমাস-কাল ভক্তিপূর্বক সপত্নীর সহিত তাঁহাকে সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে সুন্দর ও কোমল ভোগদ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধকে অর্চনা করিয়া অধুনা চারুরূপা ও দিব্যস্পর্শবতী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে বিনয়যুক্ত বাক্যরূপ বলীবর্দ-দ্বারা দেহরূপ সৎক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া তৎপরে তপস্যারূপ তাপদ্বারা উহা তাপিত করিয়া ক্ষেত্রটি স্বাদুতাপ্রাপ্ত হইলে যথাকালে সৎকর্ম শক্তির উচিত শুভবীজ যাহা বপন করা হয়, সুমতিগণ তাহারই পরিপক্ক ফলসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ সর্বজ্ঞ, ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উহাই যথার্থ নিশ্চয় করিলেন ও ঐ বাক্যে পরম শান্তি লাভ করিলেন।

কালক্রমে ঐ মালিকার গর্ভে রাজার এক পুত্র হইল। তাহার নাম বিরূঢ়ক। বিরূঢ়ক বিদ্যায় বহু শ্রম করিয়াছিলেন। বিরূঢ়কের তুল্যবয়স্ক পুরোহিতের এক পুত্র হইয়াছিল। সে মাতার বহু দুঃখে জন্মাইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম দুঃখমাতৃক রাখা হইয়াছিল। একদা বিরূঢ়ক দুঃখমাতৃকের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ

বহির্গত হইয়া শাক্যরাজের উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। শাক্যগণ দর্প করিয়া আয়ুধ উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে ইনি আমাদের দাসীর পুত্র।

বিরূঢ়ক নিজ নগরে গমন করিয়া শাক্যগণের দর্পযুক্ত শত্রুতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ দর্পপূর্বক বংশের অপবাদ করিলে উহা সকলেরই অসহ্য শল্যের ন্যায় হইয়া থাকে। বিরূঢ়ক ঐ শত্রুতার প্রতিকার চিন্তায় দহ্যমান হইয়া পিতা জীবিত থাকিতেই রাজ্য গ্রহণে স্পৃহা করিয়াছিলেন। তিনি চারায়ণ প্রভৃতি পাঁচ শত মন্ত্রিগণকে পিতা হইতে আকৃষ্ট করিয়া ভেদযুক্তি দ্বারা নিজবশে আনিয়াছিলেন। তৎপরে একদা রাজা প্রসেনজিৎ বিবেক উদিত হওয়ায় ধর্মোপদেশ শ্রবণে সমাদরবান্ হইয়া চারায়ণকে অশ্বারোহণে নিয়োগপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

রাজা ভগবানের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনাপূর্বক প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। চারায়ণ এই সুযোগে সত্বর নগরে গিয়া রাজপুত্রের অভিষেক সমাধা করিলেন। এদিকে রাজা ভগবানের নিকট বিদায় লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, পরন্তু রথ মন্ত্রী বা ভৃত্যগণ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজা দূর হইতে দেখিলেন যে মহিষী বর্ষাকারা মালিকার সহিত ধীরে ধীরে হাঁটিয়া আসিতেছেন। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে বিরূঢ়ক অভিষিক্ত হইয়াছেন। তখন তিনি মালিকাকে পুত্রের ঐশ্বর্য ভোগ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ মহিষী বর্ষাকারাকে সঙ্গে লইয়া পরমমিত্র রাজা অজাতশত্রুর রাজধানী রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজা ছত্রাভাবে তাপপ্রাপ্ত এবং ক্ষুধা পিপাসা ও পরিশ্রমে আতুর হইয়া চামরমারুতের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস বমন করিতে করিতে তথায় গিয়াছিলেন। কেই বা ধারাবাহিক সুখ লাভ করিয়াছে। কাহারই বা আয়ু অধিক দীর্ঘ হইয়াছে। কাহারই বা সম্পদের পরেই ক্ষয় না দেখা যায়! রাজা নিজকর্মমূলের ন্যায় আয়ত একটি জীর্ণমূলক ভোজন করিয়া এবং কদর্য পানীয় জল পান করিয়া বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। লোকে সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে না পারিয়া মোহবশতঃ অকার্যে যত্নবান হয়; ঐ মোহ বিনশ্বর দেহের উপরে তৃষ্ণাবশতঃ হইয়া থাকে।

অজাতশত্রু কোশলেশ্বর আসিয়াছেন শুনিয়া তথায় আগমনপূর্বক তাহাকে ধূলিপূর্ণবদন মৃত অবস্থায় দেখিলেন। তিনি জায়ানুগত কোশলেশ্বরের দেহ সংকার

করিয়া দুঃখ-শান্তির জন্য ভগবান্ সুগতকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবান্ মদীয় সুহৃৎ কোশলেশ্বর নির্ধন অবস্থায় আমার নগরে আসিয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি পাপী ও আমার সম্পদ্ বৃথা। আমায় ধিক্। আমি মোহবশতঃ দুর্যশের আশ্রয় হইলাম। যেহেতু আমার এই বিভব মিত্রের কোনই উপকারে লাগিল না। সুহৃজ্জন হৃদয়ে একটা আশা করিয়া আপৎকালে যে সুহৃদের গৃহে আসিয়া সফলকাম হয় না, তাহার জীবনে প্রযোজন কি? যাহাদের বিভব মিত্রের উপকারে লাগে, যাহাদের ধন দীনজনের উপকারে লাগে এবং যাহাদের প্রাণ ভীতজনের উপকারে লাগে, তাহাদেরই জীবন সুজীবন। ভগবন, কোশলেশ্বর পূর্বজন্মে কি কুকর্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি শেষে অত্যন্ত দুর্দশাপ্রাপ্ত হইলেন?

রাজা সাশ্রুনয়নে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ সন্তাপনাশিনী দশনকান্তি বিকিরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহীপাল, তুমি শোক করিও না; সংসারের এইরূপই স্বভাব। অসত্য পদার্থসকলের অনিত্যতা এইরূপই হইয়া থাকে। এই বিস্তৃত সংসাররূপ বনমধ্যে স্বভাবতঃ চঞ্চল কালভৃঙ্গ স্বচ্ছন্দজাত পুষ্পস্বরূপ জনগণের জীবরূপ কিঞ্জল্কপুঞ্জ অনবরত কবলিত করিতেছে। এই দৃশ্যমান ভোগসকল চকিতহরিণীর লোচনের ন্যায় চঞ্চল। রাজলক্ষ্মী নিবিড় মেঘের বিদ্যোতিনী বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই অলক্ষ্যা হন; এই নতুন বয়স্কশরীর পদ্মে বালাতপরাগের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। জীবনরূপ জলবিন্দু সংসাররূপ মরুস্থলে সত্বর শুকাইয়া যায়। মৈত্রীযুক্ত মন, পরহিতেচ্ছা, ধার্মিকতা, গর্বের উচ্ছেদে সমর্থ শান্তিতে পরিচয়, এই চারিটিই বিষয়সুখে পরাঙ্মুখ সুধীগণের তত্ত্বানুসন্ধান এবং ইহাই অসার সংসারে বিকারবর্জিত পরিভব। দুঃখ উপস্থিত হইলে লোকে হঠাৎ যেন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আহত হইয়াছে মনে করিয়া শোক করে, কিন্তু ঐ দুঃখাগমের প্রতিকার করে না। লোকের সংসারক্লেশ দেখিয়াও বিবেক হয় না। তথাপি সে মোহবশতঃ পাপ কার্য করে। ইহার কি করা যাইতে পারে।

পুরাকালে সুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ কোথা হইতে একটি মূলক পাইয়া তাহা জননীর নিকট রাখিয়া স্নান করিবার জন্য নদীতটে গিয়াছিল। ইত্যবসরে তাহার মাতা একজন সমাগত পাত্রপাণি প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া ভক্তিসহকারে ঐ মূলকটি দিয়াছিলেন। অনন্তর সুশর্মা স্নান করিয়া ক্ষুধাবশতঃ শীঘ্র সমাগত হইলেন এবং ভোজনারম্ভে জননীর নিকট নিজের মূলকটি চাহিলেন। জননী বলিলেন, হে পুত্র, পুণ্যকর্ম অনুমোদন কর, আমি ঐ মূলক অতিথিকে সমর্পণ করিয়াছি।

সুশর্মা মাতার এই কথা শুনিয়াই বাণবিদ্ধের ন্যায় হইয়াছিলেন। 'এখনই তোমার অতিথির বিসূচিকা হউক এবং আমার ঐ মূলকটি উহার কুক্ষি ভেদ করিয়া প্রাণসহ নির্গত হউক। সুশর্মা এইরূপে বাক্‌পারুষ্য দ্বারা পাপী হইয়াছিল, এ কারণ তাহার অপর জন্মে শেষে বিসূচিকাই হইয়াছিল। সুশর্মা পূর্বকৃত পুণ্যবলে প্রসেনজিতরূপে জন্ম লাভ করিয়া বিপুল রাজ্যভোগের পর অন্তে বিসূচিকা রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংসার পথের পথিকদিগের হস্তস্থিত পাথেয়স্বরূপ এই সকল শুভাশুভ কর্ম ভোগের জন্য উপস্থিত হয়।

রাজা ভগবানের এইরূপ যথার্থ ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাই সত্য মনে মনে স্থির করিলেন এবং ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে প্রাপ্তরাজ্য বিরূঢ়ক পুরোহিত পুত্র কর্তৃক শাক্যগণের শত্রুতা স্মারিত হইয়া শাক্যকুল ধ্বংসের জন্য উদ্যত হইলেন। তিনি যেরূপ মোহদ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ গজ অশ্ব ও রথোত্থিত রেণুদ্বারা দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া শাক্য-নগর আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ বিরূঢ়কের এই দুষ্ট চেষ্টা জানিতে পারিয়া শাক্যনগর প্রান্তে গমনপূর্বক একটি শুষ্ক তরুর অধোদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। বিরূঢ়ক দূর হইতেই ভগবান্‌কে তথায় অবস্থিত দেখিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া তথায় আগমনপূর্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবন্, স্নিগ্ধপত্রশোভিত ও নিবিড় ছায়াশালী বহু বৃক্ষ থাকিতে এই শুষ্কতরুতলে কি জন্য বিশ্রাম করিতেছেন ?

ভগবান জিন ক্ষিতিপাল কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন, হে নরপতি, জ্ঞাতির ছায়া চন্দন অপেক্ষাও শীতল। জ্ঞাতিতুল্য বিত্ত নাই। জ্ঞাতিতুল্য ধৃতি নাই। জ্ঞাতিতুল্য ছায়া নাই ও জ্ঞাতিতুল্য প্রিয় নাই। হে ভূপতি, শাক্যগণ আমার জ্ঞাতি, এ কারণ শাক্যনগরের উপান্তে উৎপন্ন এই শুষ্কতরুও আমার প্রিয়। বিরূঢ়ক এই কথা শুনিয়া ভগবান্‌কে শাক্যগণের পক্ষপাতী জানিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। ভগবান্‌ও বিরূঢ়ক হইতে শাক্যগণের ভবিষ্যৎ-ভয় জানিতে পারিয়া শুদ্ধসত্ত্বদিগের মঙ্গলের জন্য ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। ভগবানের উপদেশে কেহবা স্রোতাপত্তি ফল, কেহবা সকৃদাগামি ফল, কেহবা অনাগামী ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশিষ্ট মূঢ়মতি শাক্যগণ ঐ পদ প্রাপ্ত হয় নাই। কতকগুলি পক্ষী আছে তাহাদের দিবাকালেও অন্ধকারোদয় হয়।

রাজা নিবৃত্ত হইলে পর পুরোহিতপুত্র প্রসুপ্ত বৈরসর্পের পুনর্বার প্রতিবোধন

করিয়াছিলেন। বিরূঢ়ক তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনরায় শাক্যকুল ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। খলরূপ বায়ু বৈরবহ্নিকে পুনঃ পুনঃ প্রজ্বলিত করে। ঘোরতর দুর্জনের মন্ত্রণায় উত্থাপিত খলস্বভাব রাজগণ ও বেতালগণ কাহার না প্রাণহরণ করে। তৎপরে গজ ও রথে উদগ্র সৈন্যগণ প্রচলিত হইলে শাক্যগণ রুদ্ধমার্গ হইলেন এবং নগরে মহা সংক্ষোভ উপস্থিত হইল।

তখন শাক্যগণের পক্ষপাতী মহামৌদ্‌গল্যায়ন তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বলিলেন, শাক্যগণের সর্বপ্রকার কর্মদোষ উপস্থিত হইয়াছে। এস্থলে তোমার রক্ষাবিধান আকাশে সেতুবন্ধনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। পুরুষগণের শুভ ও অশুভ কর্মের বৈভব চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। উহা অবাধে আসিতেছে ও যাইতেছে কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না। নিজের জন্মস্থানে স্বহস্তে বিন্যস্ত কর্মাক্ষর কখনও নিরর্থক হয় না।

মহামৌদ্‌গল্যায়ন ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে এবং বিরূঢ়ক নিকটস্থ হইলে শাক্যগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা কোনও প্রাণীর হিংসা করিব না। শত্রুপ্রেরিত শরগণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করুক। শাক্যগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যষ্টি পর্যন্ত হস্তে গ্রহণ না করিয়া শত্রুর উদ্যমে কোনরূপ বাধা দিলেন না এবং স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

ইত্যবসরে কর্মানুরোধে বিদেশগত শাক্যবংশীয় শম্পাক শাক্যগণের প্রতিজ্ঞার কথা কিছুই না জানিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। শম্পাক নগরে যুদ্ধার্থ বদ্ধোদ্যম বিরূঢ়ককে দেখিয়া একাকী সক্রোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বহু যোদ্ধার প্রাণনাশ করিলেন।

পুরুষসিংহ শম্পাক কর্তৃক যুদ্ধে নিহত বীরকুঞ্জরগণ যশোরূপ মুক্তামালা দ্বারা স্পৃহনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শত্রুগণ কর্তৃক কোপিত শম্পাকের অসি অনির্বচনীয়ভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল। শম্পাক উহারই প্রতাপে বিপুল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শম্পাক শত্রুগণকে বধ করিয়াছেন বলিয়া শাক্যগণ তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তিনি স্বজন হইয়াও খড়্গ চালনা করার জন্য শাক্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। ধর্মপরায়ণ, সাধুগণ ক্রূর স্বভাব আত্মীয়জনের প্রতিও বিমুখ হন। ধন হইতেও বদান্যতা প্রিয়, স্বজন হইতে সুকৃত প্রিয়, এবং আয়ু অপেক্ষাও যশ প্রিয় হয়।

শম্পাক শাক্যগণ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নিকট গমন করিয়া নিজ অভ্যুদয়ের জন্য ভগবানের কোনরূপ চিহ্ন চাহিলেন। তিনি ভগবৎ-

প্রদত্ত নিজকেশ ও নখাংশ গ্রহণ করিয়া বাকুড় নামক মণ্ডলে গমন করিলেন। তথায় নিজ প্রজ্ঞাপ্রভাবে ও শৌর্য এবং উৎসাহ গুণে তথাকার রাজত্ব লাভ করিলেন। ধীরগণ যেখানেই যান সেইখানে তাঁহাদের সম্পদ সুলভ হয়। দক্ষদিগের লক্ষণই লক্ষ্মী। পণ্ডিতদিগের যশ স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। যাহারা ব্যবসায়বান, তাহাদিগের সকলপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। শম্পাক তথায় থাকিয়া ভগবানের কেশ ও নখাংশের উপর একটি রত্নবিরাজিত স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এদিকে বিরূঢ়ক শাক্যগণের প্রতি বৈরনির্যাতনেচ্ছায় পুনরায় যুক্তিদ্বারা পুরদ্বার ভেদ করিয়া সহসা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় সপ্তসপ্ততিসহস্র শাক্যগণকে হত্যা করিয়া সহস্র সহস্র কন্যা ও কুমারকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। পঞ্চশত শাক্যগণকে হস্তী ও লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দন করিয়া ঐ নগরীকে কৃতান্ত পুরীর ন্যায় করিলেন। ভগবান্ শত্রু কর্তৃক সম্পাদিত শাক্যগণের কর্মানুগত হত্যা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল বিমনা হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ করুণাকুল হইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে শাক্যগণ কি কর্ম করিয়াছিল যেজন্য এরূপ ভীষণ ফল হইল।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, শাক্যগণের নিজ কর্মেরই বিপাকে এইরূপ ক্ষয় হইয়াছে। পুরাকালে কতকগুলি ধীবর নদীমধ্য হইতে দুইটি প্রকাণ্ড মৎস্য টানিয়া তুলিয়াছিল এবং উহাদিগকে কাটিয়া পুনরায় শল্যদ্বারা ব্যথিত করিয়াছিল। কালক্রমে পরজন্মে ঐ ধীবরগণই চারুতাপ্রাপ্ত হইয়া দুইজন গৃহস্থের ধন অপহরণ পূর্বক অগ্নিদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারিয়াছিল। ঐ মৎস্যদ্বয় এবং ঐ গৃহস্থদ্বয় বিরূঢ়ক ও পুরোহিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্যকুলে উৎপন্ন ঐ সকল ধীবর ও তস্করগণের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। ভিক্ষুগণ সকলেই ভগবানের মুখে এই কথা শুনিয়া কর্মের ফলসন্ততিকে অবিসম্বাদিনী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

অনন্তর বিরূঢক বিজয়গর্বে গর্বিত হইয়া নিজপুরীতে গমন করিলে তদীয় পুত্র জেতা বালস্বভাববশতঃ প্রণয়সহকারে বলিয়াছিল, দেব, শাক্যগণকে কেন নিহত করিলেন? তাহারা ত আমাদের কোন অপরাধ করে নাই। এই কথা বলিবামাত্র বিরূঢ়ক নিজপুত্রকে বধ করিল। দুর্জন মাতঙ্গের ন্যায় মদপ্রযুক্ত বধোদ্যত হইলে কি না করে! সে নিজের পতন লক্ষ্য না করিয়াই যাহাকে তাহাকে হত্যা করে। বিরূঢ়ক সভায় আসীন হইয়া নিজ ভুজদ্বয় বিলোকন পূর্বক বলিয়াছিল, অহো, আমার প্রতাপাগ্নিতে শত্রুগণ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ

হইয়াছে। আমার এই বিপুল হস্তদ্বয় কৃতান্তের তোরণ স্তম্ভের ন্যায়। এই হস্তদ্বয়ই শাক্যগণের নিঃশেষরূপে বধকার্যে দীক্ষাগুরু হইয়াছে।

বিরূঢ়ক কর্তৃক হৃতা শাক্যকন্যাগণ বিরূঢ়কের ঈদৃশ পরাক্রম ও শ্লাঘা শ্রবণ করিয়া তীব্র উদ্বেগে নতাননা হইয়া বলিয়াছিলেন, পক্ষীগণ যেরূপ পক্ষবান হইয়াও পাশবদ্ধ হইলে আর তাহাদের উল্লঙ্ঘনের শক্তি থাকে না, তদ্রূপ নিজ কর্মপাশে বদ্ধ প্রাণিগণেরও নিধন উল্লঙ্ঘন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। যে জলদ্বারা অগ্নি নির্বাপিত হয়, বাড়বাগ্নি সেই জলই আহার করে। সূর্য যাহাকে অবলীলায় বিনাশ করিতে পারে, সেই রাহু সময়ে সূর্যকে গ্রাস করে। সমস্তই কর্মতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত আশ্চর্যময়! ইহা পর্যালোচনার বিষয় হইতে পারে না। কে কাহার কি করিতে পারে?

রাজা এই কথা শুনিয়া পদাহত সর্পের ন্যায় বিষম ক্রোধরূপ বিষে পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদিগের হস্তচ্ছেদ আদেশ করিলেন। যে পুষ্করিণীর তটে ইহাদের হস্তচ্ছেদ করা হইয়াছিল, উহা এখনও হস্তগর্তা নামে পৃথিবীতে খ্যাত আছে। নির্ঘৃণ লোকেরা লতাতেও কুকূলাগ্নি প্রয়োগ করে। নলিনীতেও ক্রকচাঘাত করে এবং মালাতেও শিলাবৃষ্টি করে। তথায় শাক্যকন্যাগণ পাণিচ্ছেদবশতঃ তীব্রব্যথায় আতুর হইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া তাঁহারই শরণাগত হইয়াছিল। সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের তীব্র মর্মব্যথা জানিতে পারিয়া তাহাদের সমাশ্বাসনের জন্য শচীদেবীকে চিন্তা করিয়াছিলেন। শচীর সংস্পর্শে তাহাদের হস্তাব্জ পুনরায় উদিত হইল এবং দিব্য বসনাবৃত হইয়া তাহারা চিত্তপ্রসাদবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। তাহারা দেবকন্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়াও দিব্যপদ্মাঙ্কিত হইয়া শাস্তার ধর্মোপদেশ দ্বারা বিমল পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উহাদের কর্মফল বিষয়ে বলিয়াছিলেন যে, ইহারা ভিক্ষুগণকে বিড়ম্বনা করিবার জন্য পাণিচাপল্য করিয়াছিল। সেই কর্মফলে মহাকষ্টে পতিত হইয়া পরে আমাতে চিত্ত প্রসাদবশতঃ ইহারা শুভগতি পাইয়াছে। ভগবান এইরূপ কর্মফলের বিচিত্রতার কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গে ভিক্ষুগণের ধর্মোপদেশ বিধান করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে রাজা কর্তৃক প্রেরিত এক গূঢ় চর ভগবানের আচরণ জানিয়া বিরূঢ়কের নিকট উপস্থিত হইল। সে বলিল দেব, ভগবান ভিক্ষুগণের সম্মুখে এই কথা বলিলেন যে সেই রাজার নিজ কর্মফল নিকট হইয়াছে দেখিতেছি। সেই পাপাত্মা পুরোহিত সপ্তাহমধ্যে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া অবীচি নামক দুঃসহ

নরকে নিপতিত হইবে। রাজা ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতসহ যত্ন সহকারে জলপূর্ণ গৃহমধ্যে সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন। সপ্তাহের ক্ষণমাত্র অবশেষ থাকিতে রাজা অন্তঃপুরে গেলে পর সূর্যকান্তমণি ও সূর্যতাপযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পুরোহিত সেই প্রলয়াগ্নিসদৃশ উদ্ভূত অগ্নিদ্বারা তৎক্ষণাৎ ধক্ শব্দে নির্দগ্ধ হইয়া নারক বহ্নি প্রাপ্ত হইল। পাপিগণের পাপানুরাগ ইহলোকে অগ্নির ন্যায় জটিল। পুণ্যবান্ জনের জন্য সর্বত্রই স্থির সুখময় শীতল ভূমি বিদ্যমান আছে।



দ্বাদশ পল্লব

হারীতিকা-দমনাবদান

সুধার্দ্রবদন সাধুজন ও চন্দ্রকিরণ উভয়েই লোকের দুঃখ অপনোদন করেন, সুখ সম্পদ্ সম্পাদন করেন ও জনগণকে সঞ্জীবিত করেন। উভয়েই অন্ধকার নাশ করেন এবং সজ্জনের মানসের বিকাশ ও হ্রাস বিধান করেন।

পৃথিবীর সারভূত রাজগৃহ নামক নগরে সমস্ত রাজগণের শ্রেষ্ঠ পৃথিবীন্দ্র বিম্বিসার নামক এক রাজা ছিলেন; পৃথিবীর আধারস্বরূপ যদীয় হস্তে এবং ক্ষমাগুণের আধারস্বরূপ যদীয় চিত্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া জনগণ কোন বিষয়েই চিন্তিত হইত না। যে হস্ত দান দ্বারা লোকের আশা ও শৌর্য দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়াছিল, বিম্বিসারের সেই রত্নৌঘবর্ষী হস্তে খড়্গ দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল।

একদা তাঁহার নগরে একটা মহা বিপ্লব হইয়াছিল। তাঁহার প্রজাগণ নূতন অভ্যুদয়ে দর্পিত হইয়াও ব্যাকুলের ন্যায় হইয়াছিল। প্রজাগণ সভাসীন ও জনগণের মঙ্গল-চিন্তায় নিমগ্ন পিতৃতুল্য রাজা বিম্বিসারকে নিবেদন করিয়াছিল,—মহারাজ, আপনি দিব্য প্রভাবসম্পন্ন। আপনার শাসনগুণে প্রজাগণ সমুদ্রের ন্যায় মর্যাদা লঙ্ঘন করে না। প্রজাগণ সদ্বৃত্ত ও সন্মার্গগামী হইলেও কি জন্য অকস্মাৎ তাহাদের এই উপসর্গ উপস্থিত হইল? প্রজাগণের কি অশুভ কার্যের জন্য স্বধর্মবর্তী সুরাজার পালিত জনগণের এরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইতেছে। সংযম অভাবে সৎকার্যের ফল যেরূপ লুপ্ত হয় তদ্রূপ আমাদিগের গৃহিণীগণের শিশু সন্তানগুলি প্রসূতিগৃহ হইতে কে হরণ করিতেছে। হে রাজন, হরণকারী ভূত বা কোনরূপ মায়া তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। উহার প্রভাবে আমাদের বংশ নিঃসন্তান হইয়া উঠিল।

রাজা তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সজ্জনের অন্তঃকরণে পরের দুঃখে কেদারস্থ বারির ন্যায় হঠাৎ প্রবেশ করিয়া থাকে। রাজা বিষবৎ অতিকষ্টপ্রদ ও সর্বাঙ্গব্যাপী প্রজাগণের ঐরূপ প্রবল দুঃখে ক্ষণকাল

উদ্‌ভ্রান্তহৃদয় হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যাহা নিজের হস্তাধীন নহে এবং পুরুষকারেরও অতীত, সে বিষয়ে আমি কি করিব। যাহা লক্ষ্য করা যায় না, সে বিষয়ে প্রতিকারও করা যায় না। আপনারা একদিন অপেক্ষা করুন এবং নিজালয়ে গমন করুন। আমি ব্রতধারণপূর্বক আপনাদের এই প্রসবক্ষয়ের রক্ষার বিষয় চিন্তা করিতেছি।

পুরবাসী মহাজনগণ রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পূজাব্যঞ্জক প্রণামাঞ্জলি প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে ব-িলেন, দেব, আপনার এরূপ অবধান দর্শনে ও সপ্রণয় বাক্য শ্রবণে আমরা সমস্ত চিন্তাই আপনাতে বিন্যস্ত করিয়াছি, এখন আর আমাদের কোন শ্রম নাই। আপনাব অমুদ্ধত, উদার ও প্রসন্নভাব বিলোকন করিয়াই লোকে জীবন লাভ করে। আপনার এই প্রিয় বাক্য অমৃত-সদৃশ স্বাদু, তাপনাশক ও কোমল। ইহা কি না করিতে পারে? কৃতী কৃতজ্ঞ করুণাবান্ সুলভদর্শন সুজন ও সরল রাজা সৌভাগ্যফলেই লাভ হয়। সজ্জনের সহিত পরিচয় পীযূষ অপেক্ষাও অতি মনোরম। তাঁহাদের বাক্য অতীব শ্রুতি-মধুর এবং আচরণ শরচ্চন্দ্ররাশির জ্যোৎস্নাপেক্ষাও আনন্দদায়ক। সজ্জনের মন পুষ্পাপেক্ষাও কোমল। অধিক কি তাঁহাদের সৌজন্য হরিচন্দন অপেক্ষাও অধিকতর সন্তাপনাশক।

পুরবাসিগণ রাজাকে এই কথা বলিয়া প্রসন্ন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা দিঙ্মণ্ডলে কুসুমমালা সম্পাদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। রাজাও নগবমধ্যে ভূতপূজার বিধি ও ক্রম সম্পাদন করিয়া নিয়ত ব্রতী হইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিলেন। তৎপরে রাজা পুরদেবতা-কথিত বাক্য শ্রবণ করিলেন যে এই পুরবাসিনী হারীতিকা নামে এক যক্ষী বালকগণকে হরণ করিতেছে। তখন তিনি অমাত্য ও পৌরজন সহ দোষশান্তির জন্য কলন্দকনিবাসাখ্য বেণুবনাশ্রমে অবস্থিত সর্ববিধ দুঃখতাপে সন্তপ্ত জনের পক্ষে সুস্বাদু ঔষধস্বরূপ ভগবান্ সুগতকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। নৃপতি তাঁহাকে দেখিয়া দূর হইতে প্রণামপূর্বক সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকট পৌরগণের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। করুণানিধি ভগবান্ পৌর-গণের সন্ততিক্ষয়ের কথা জ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তায় স্থিরভাব ধারণ করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু ভগবান্ পৌরমণ্ডলসহ রাজাকে বিদায় দিয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণপূর্বক স্বয়ং ঐ যক্ষীর গৃহে গমন করিলেন।

ভগবান জিন ঐ যক্ষীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে গৃহে দেখিতে না পাওয়ায়

প্রিয়ঙ্কর নামক তাহার একটি পুত্রকে লুক্কায়িত করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে বহু পুত্রবতী ঐ যক্ষী সত্বর নিজগৃহে আসিয়া প্রিয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে দেখিতে না পাওয়ায় হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় বিবশা হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং সংভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া জনপদ ও বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 'হা পুত্র প্রিয়ঙ্কর, কোথায় তোমার মুখ দেখিতে পাইব', এইরূপ তারস্বরে প্রলাপ করিতে করিতে ঐ যক্ষী সমস্ত দিকেই গমন করিয়াছিল। যক্ষী সমস্ত দিকে অন্বেষণ করিয়া অবশেষে পুত্রদর্শনে নিরাশ হইয়া আক্রোশ করিতে করিতে সমুদ্র-বেষ্টিত পর্বতদ্বীপে গমন করিল। প্রাণিঘাতিনী যক্ষী মর্ত্যভূমি অতিক্রম করিয়া স্বর্গসন্নিকটবর্তী বিমান ও উদ্যানমণ্ডিত সমস্ত নগরে অন্বেষণ করিয়া কোথাও বিশ্রাম না করায় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল এবং লোকপালগণের নগরমধ্যেও পুত্রকে দেখিতে পায় নাই।

অনন্তর কুবেরের বাক্যানুসারে বিয়োগার্তা যক্ষী সুগতাশ্রমে গমনপূর্বক ভগবানের শরণাগতা হইল। ভগবান যক্ষীকথিত তদীয় দুঃখবার্তা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যদ্বারা অধরকান্তি শুভ্রতর করিয়া শোককারিণী যক্ষীকে বলিয়াছিলেন, হারীতি, তোমার ত পঞ্চশত পুত্র আছে। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষী অধিকতর দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল, ভগবন্, লক্ষপুত্র থাকিলেও একটি পুত্রক্ষয় সহ্য করা যায় না। পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই; পুত্রনাশ অপেক্ষা অধিক দুঃখও কিছু নাই। পুত্রবান্ ব্যক্তিই পুত্রস্নেহরূপ বিষের বেদনা জানে। পুত্রপ্রীতি মনুষ্যের স্বাভাবিক ও অনিবন্ধন। নিজপুত্র মলিন বিকলাঙ্গ ও ক্ষীণ হইলেও কাহার না চন্দ্রতুল্য বলিয়া জ্ঞান হয়।

সর্বভূতে দয়াবান্ ভগবান্ যক্ষীর এইরূপ বাৎসল্যযুক্ত ও বিহ্বলবাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যসহকারে তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি বহুপুত্রবতী হইয়াও যদি একটি পুত্রবিরহে এত শোকাকুল হও, তাহা হইলে যাহাদের একটি মাত্র পুত্র সেটিকে তুমি হরণ করিলে তাহাদের কিরূপ ব্যথা হয়। তুমি পুত্রমাতা হইয়াও ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগশাবকগণকে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ অলক্ষিতভাবে স্ত্রীগণের গৃহে প্রবেশ করিয়া শিশুগুলিকে ভক্ষণ করিয়া থাক। যে কার্যে নিজদেহের দুঃখভোগ হয়, পরের প্রতিও সেই সকল কার্য করিবে না। শোকানুভব সকলেরই সমান। তুমি যদি হিংসাবিমুখী হইয়া বুদ্ধ-ধর্ম সঙ্ঘের তিনটি শিক্ষাপদ গ্রহণ কর তাহা হইলে নিজ প্রিয়পুত্রকে পাইবে। যক্ষী ভগবান কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শিক্ষাপদ গ্রহণ করিল এবং হিংসাবিরাম স্বীকার করায় তদীয় পুত্র প্রিয়ঙ্করকে পুনঃ প্রাপ্ত হইল।

ভিক্ষুগণ যক্ষীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত ও কর্মফলযোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ তাহার বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। পুরাকালে এই নগরেই কতকগুলি উপভোগশীল পৌরগণ পর্বতশিখরে ও উদ্যানমালায় নর্তনাদি দ্বারা বিহার করিতেছিল। অনন্তর হরিণনয়না ঘনস্তনী এক গোপরমণী বিক্রয়ার্থ মাখন লইয়া ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। গর্ভভারে অলসগতি গজগামিনী রমণী শনৈঃ শনৈঃ তথায় উপস্থিত হইয়া সস্পৃহভাবে তাহাদিগকে বিলোকন করিয়াছিল। পৌরগণ গোপরমণীর বনমৃগীসদৃশ মুগ্ধ বিলোকনে আকৃষ্ট হইয়া আবেগ সংবরণ করিতে না পারায় সোৎকণ্ঠ হইয়াছিল। গোপরমণী পৌরগণকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া মদনমত্তা হইয়াছিল। প্রমাদিনী গোপরমণী নিজ শীল ভ্রষ্ট হইল, তাহা বুঝিতে পারে নাই। তৎপরে পৌরজন চলিয়া গেলে রতিশ্রমবশতঃ গোপরমণীর গর্ভ ধৈর্যসহ পতিত হইল। উহা যেন কোপবশতই অরুণবর্ণ হইয়াছিল। ইত্যবসরে গোপরমণী তাহার পুণ্যবলে সেই পথ দিয়া সমাগত দেহ ও মনের প্রসন্নকারী প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া নবনীত-মূল্যে প্রাপ্ত পাঁচশত আম্রফল মনে মনে নিবেদন কবিল। সেই পুণ্যে সে সমৃদ্ধশালী যক্ষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চ শত আম্র দান কবায় ইহার পঞ্চশত পুত্র হইয়াছে। শীলভ্রষ্ট হওয়ায় হিংসাবতী হইযাছে এবং প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম কবায় এখন শিক্ষাপদ লাভ করিল।

সর্বলোকশাস্তা ভগবান্ এইরূপ বিবিধ বিপাকপূর্ণ যক্ষাঙ্গনার বিচিত্র কর্মতন্ত্রবার্তা বলিয়া সংসারসাগরে কুশলসেতু নির্মাণপূর্বক জনগণের পুণ্যচিত্ত বিধান করিয়াছিলেন।



ত্রয়োদশ পল্লব

প্রাতিহার্য্যাবদান

যিনি সদাই অদ্ভুত কার্য প্রকটনপূর্বক সংকল্পমার্গে বিচরণ করেন, যাঁহার সহিত স্বপ্নের সম্পর্ক নাই, যাঁহার পরিচয় অপূর্ব প্রকার, এবং যাঁহার বিষয়ে মনুষ্যের বাণী মৌনবতী হয়, সেই অপরিমেয় অকপট জনের প্রভাববিভবকে নমস্কার করি।

রাজগৃহ নামক নগরে রাজা বিম্বিসার কর্তৃক পূজ্যমান বেণুবনাশ্রমস্থিত ভগবান জিনকে দেখিয়া কতকগুলি সর্বজ্ঞমানী মূর্খ মাৎসর্য বিষে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং পেচক যেরূপ আলোক সহিতে পারে না, সেইরূপ তাহারা ভগবানের উৎকর্ষ সহিতে পারে নাই। দিবাবসানে সমুদিত নৈশ অন্ধকার মলিন হইয়াও সেদিনের সহিত স্পর্ধা করে, তাহা উহার নিজের নাশের জন্যই হইয়া থাকে। মস্করী, সঞ্জয়ী, অজিত ও ককুদ প্রভৃতি ক্ষপণকগণ এবং কয়েকজন পূরণজ্ঞাতিপুত্র কামমায়ায় মোহিত ও ধূমবৎ মলিন বিদ্বেষ দোষে অন্ধীকৃত হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল, মহারাজ, এই যে সর্বজ্ঞতাভিমানী শ্রমণ বেণুবনে অবস্থান করিতেছেন ইহার ও আমাদের মধ্যে কাহার কতদূর প্রভাব তাহা আপনারা দর্শন করুন। প্রভাববলে লোককে আবর্জিত করিয়া যাহা কিছু মহৎ ও আশ্চর্য বিষয় দেখান হয়, তাহাকে প্রাতিহার্য বলে। এই সভাতে তাঁহার বা আমাদের যাহারই প্রাতিহার্য অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় দেখাইবার সামর্থ্য আছে, তাহারই জগৎত্রয়ে সমাদর হউক।

রাজা তাহাদের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং উহাদের দর্প দর্শনে বিমুখ হইয়াই বলিলেন, তোমরা পঙ্গু হইয়া কেন পর্বত লঙ্ঘনে বাঞ্ছা করিতেছ। তোমাদের বাক্য নিতান্ত অসঙ্গত। পতঙ্গের আবার অগ্নির সহিত স্পর্ধা কেন? এরূপ কথা আর মুখে আনিও না। পুনরায় বলিলে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিব। গুণজ্ঞ রাজা কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া খলগণ যেন নিরালম্ব আকাশে লম্বমান হইয়া চলিয়া গেল। তাহারা মনে মনে স্থির করিল যে রাজা বিম্বিসার মূর্খতার পক্ষপাতী; আমরা অন্য রাজার আশ্রয়ে যাইব।

ইত্যবসরে ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরী সমীপে জেতাবনগ্রামে গমন করিলেন এবং ইহারাও সেই দিকেই গিয়াছিল। তাহারা তথায় কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট স্পর্ধাপূর্বক প্রাতিহার্য প্রদর্শনের কথা নিবেদন করিল। গুণজ্ঞ রাজা উহাদিগের দর্পক্ষয়বাঞ্ছায় এবং ভগবানের সমৃদ্ধি সন্দর্শনমানসে ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া বিনয়সহকারে প্রণামপূর্বক ভগবানকে বলিলেন, ভগবন, আপনাকে কতকগুলি ক্ষপণকের দর্প দলন করিতে হইবে। তাহারা আপনার প্রভাব দেখিবার জন্য নিজ প্রভাবের স্পর্ধাপূর্বক আত্মশ্লাঘা করিয়া আমাদের কর্ণ বধির করিয়া তুলিতেছে। হে বিভু, আপনি সজ্জনের প্রীতিপ্রদ নিজতেজ প্রকাশ করুন। ঐ সকল ক্ষপণকগণের সমস্ত গর্ব বিলয়প্রাপ্ত হউক। নির্বিকার মহাশয়, অমর্ষবর্জিত ভগবান্ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিলেন। রাজন, অন্যকে পরাভব করিবার জন্য বা বিবাদ করিবার জন্য অথবা অহঙ্কার করিবার জন্য গুণ সংগ্রহ করিতে নাই। উহা বিবেকের আভরণের জন্যই সংগ্রহ করা হয়। যে গুণ স্পর্ধা প্রকাশের জন্য প্রসারিত হইয়া পরের উৎকর্ষ হরণ করে, ঈদৃশ বিচারবিগুণ ও মাৎসর্যমলিন গুণে প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি নিজগুণ প্রকাশ দ্বারা অন্যের গুণ আচ্ছাদন করে, সেই অপ্রশংসিত জন স্বয়ং ধর্মকে নিপতিত করে। সদ্‌গুণের পরীক্ষা করাই পরের লজ্জাজনক। অতএব বিশুদ্ধ বস্তুকে তুলায় আরোহণ দ্বারা বিড়ম্বনা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি গুণবান্ হইয়াও পরের প্রতি প্রসন্ন না হয়, সে ব্যক্তি নিজ হস্তে দীপ ধারণ করিয়াও নিজে দীপছায়ান্ধকারে পতিত হয়। তাহারাই ইহলোকে সর্বজ্ঞ, আমরা অধিক আর কি জানি? পরের অভিমানকে পরাভব করিবার জন্য প্রগল্‌ভতাই নিজের পরাভব।

রাজা ভগবানের এইরূপ শান্তিসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য দর্শনে আগ্রহবশতঃ অতিশয়রূপে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে অতিকষ্টে ভগবান্ স্বীকার করিলেন এবং সপ্তাহকাল মধ্যে যাইবেন স্থির করিয়া হৃষ্ট মনে রাজধানীতে গমন করিলেন। এই সময়ে রাজার এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অন্তঃপুর সন্নিকটে প্রাসাদ-তলমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন। রাজপত্নীর কর হইতে বিচ্যুত কুসুমমালা কর্মবাতদ্বারা চালিত হইয়া ঐ বিচরণকারী রাজভ্রাতার স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল। কতকগুলি খলজন সাক্ষিদ্বারা রাজভ্রাতার দোষ সপ্রমাণ করিয়া ঐ কথা রাজার নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। সকলের অপকারক ক্ষুদ্রস্বভাব খলজন সামান্য ছিদ্র পাইয়াই রাজগণের শূন্য আশয়ে প্রবেশ করে। রাজা খল কর্তৃক প্রেরিত

হইয়া ভ্রাতার প্রতি ঈর্ষাবিষে জ্বলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার হস্ত ও পদ ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। কুমার নিজ কর্মদোষে ছিন্নপদ ও ছিন্নহস্ত হইয়া বধ্য-ভূমিতেই শয়ন করিয়া রহিলেন এবং বিষম আপদে পতিত হইলেন। ক্ষপণকগণ তীব্র ব্যথায় ব্যথিত এবং শোককারী মাতৃগণ ও বন্ধুগণ দ্বারা বেষ্টিত কুমারকে ক্ষণকাল নয়ন চালনা করিয়া দেখিয়াছিল।

শোকার্ত রাজপুত্রের বান্ধবগণ তাঁহার পরিত্রাণের জন্য ঐ ক্ষপণকগণের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন। এই কালনামক রাজপুত্র বিনাদোষে নিগৃহীত হইয়াছে। আপনারা সর্বজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করেন, অতএব ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার প্রতিবিধান করুন। তাহারা প্রলাপ করিতে করিতে সজলনয়নে এইরূপ প্রার্থনা করিলে ক্ষপণকগণ লজ্জায় নিষ্প্রতিভ ও মৌনী হইযা অন্যদিকে চলিয়া গেল।

অনন্তর ভগবানের আজ্ঞানুসারে সেইপথে সমাগত আনন্দ নামক ভিক্ষু সত্য-যাচন দ্বারা তাহার অঙ্গসকল বিধান করিলেন। রাজপুত্র হস্তপদ লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে জিনের শরণাগত হইয়া তাঁহার উপাসক হইলেন। সপ্তরাত্র অতীত হইলে রাজা ভগবানের ঋদ্ধি দেখিবার জন্য একটি প্রকাণ্ড প্রাতিহার্য দর্শনোপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করিলেন। রাজা ক্ষপণকাদির সহিত তথায় উপবিষ্ট হইলে সুগতেচ্ছায ঐ ভূমি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছিল।

তৎপরে দেবগণ ভগবানের প্রভাব দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলে ভগবান্ রত্নপ্রদীপ নামক মহাসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তেজোধাতুপ্রপন্ন ভগবানের গণ্ড হইতে সমুদ্গত পাবকসঙ্ঘাতদ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কমলবনের বিকাশকারী ঐ বহ্নি ত্রিভুবনের স্থিতিভঙ্গভয়ে ক্রমে প্রশান্ত হইলে করুণানিধি ভগবানের দেহ হইতে পূর্ণচন্দ্রের অমৃত তরঙ্গের ন্যায় শীতল কান্তি প্রসৃত হইতে লাগিল। নাগনায়কগণের বিলোচনসকল লাবণ্যময় চন্দ্রসহস্রাধিক-কান্তি তেজঃপ্রভাবে সূর্যমণ্ডলের বৈফল্যকারী পুণ্যলব্ধ ও অপূর্বহর্ষজনক ভগবানকে প্রীতিপূর্বক বিলোকন করিয়াছিল। ভগবানের সমীপে ক্ষিতিতল হইতে বৈদূর্যনাল-মণ্ডিত বিপুল রত্নপাত্রের ন্যায় কমনীয় স্বর্ণময় কেশর শোভিত ও কর্ণিকাশোভিত এবং সৌরভে সমাকৃষ্ট ভ্রমরগণের দ্বারা মণ্ডিত পদ্মরাশি অভ্যুদিত হইয়াছিল।

অনন্তর ঐ সকল পদ্মমধ্যে উপবিষ্ট কাঞ্চনবৎ সুন্দরকান্তি ও স্নিগ্ধনয়ন ভগবান্ সমীপে পরিদৃশ্যমান হইলেন। তাঁহার অমৃতময় ও জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল উদয়ের দ্বারা লোকে অসাধারণ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পর্বতগণমধ্যে সুমেরু পর্বতের ন্যায় ভগবান্ ঐ সকল লোকমধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাববৈভব ধারণ করিয়াছিলেন।

সুগন্ধ, উন্নতানত ও গাঢ়কান্তি সম্পন্ন ভগবান্ দেবদারুমধ্যে পারিজাতের ন্যায় সর্বাপেক্ষা উন্নত দৃশ্যমান হইয়াছেন। স্বর্গাঙ্গনাগণের করপদ্মদ্বারা বিকীর্যমান অম্লানমাল্যবলয় দ্বারা শোভিত মস্তক এবং ভগবানের মুখপদ্ম বিলোকনার্থ নির্নিমেষনয়ন তত্রত্য জনগণ মর্ত্য হইয়াও ক্ষণকাল অমর্ত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আকাশপ্রাঙ্গণে দেবদুন্দুভি শঙ্খ ও তূর্যঘোষসমন্বিত এবং পুষ্পবৃষ্টি ও অট্টহাস মিশ্রিত গন্ধর্ব কিন্নর মুনীশ্বর ও চারণগণের স্তুতিবাদশব্দ স্ফীত হইয়া বিচরণ করিয়াছিল। সেখানে অরুণবর্ণ অধরদলসমন্বিত ও দশনাংশুরূপ শুভ্র কেশর বিকীর্ণকারী ভগবানের বদনারবিন্দ হইতে সংসৌরভময়, সুস্বর ও পুণ্যজনক মধুর বাক্যরূপ মধু পান করিয়া লোকে ধন্য হইয়াছিল।

তোমরা পাপ পরিত্যাগ কর। পুণ্যবীজ নিষিক্ত কর। শত্রুতা ত্যাগ কর। শান্তি-সুখ ভজনা কর। মৃত্যুবিষাপহারক জ্ঞানামৃত পান কর। কুশলকর্মের সহায়ভূত এই দেহ চিরকাল থাকিবে না। লক্ষ্মী চঞ্চলা। যৌবনও জরার অনুগত। দেহ ত রোগরাশির নিবাসস্থান। প্রাণ পথিকের ন্যায় দেহকুটীরে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে। অতএব নিত্য অভ্যুদয়সম্পন্ন ধর্মপথে যাইতে প্রযত্ন কর। ইত্যাদি প্রকার সুস্পষ্ট জ্ঞানময় বিবেক কোমল ও বজ্রসদৃশ ভগবানের কুশলোপদেশদ্বারা তত্রত্য জনগণের সৎকায়দৃষ্টিরূপ বিংশতিশৃঙ্গ শৈল তৎক্ষণাৎ বিদলিত হইয়াছিল।

ক্ষপণকগণ ভগবানের ঋদ্ধিপ্রভা বিলোকন করিয়া মন্ত্রাহত বিষধরের ন্যায় ভগ্নদর্প হইল এবং সূর্যকিরণ প্রভায় অভিভূত দীপের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া চিত্রার্পিতবৎ চিরনিশ্চলভাব প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে সতত ভগবানের পক্ষপাতী পৃথিবীন্দ্র নবধর্মের বিপক্ষ হইয়া বর্ষবরগণ দ্বারা ক্ষপণকগণের কর্ণচ্ছেদ করিয়া তাহাদিগকে রক্তাশ্রয়ী করিলেন। অনন্তর শরণ্য এবং পর্বত ও বনস্থলীর মণিস্বরূপ ভগবান্ কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন। ভয়কালে কাতর জন পর্বতগুহাদি আশ্রয় করে বটে; কিন্তু যাহারা বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া মদীয় আশ্রয়ে বুদ্ধি স্থাপনপূর্বক সসঙ্ঘ ধর্মের শরণপ্রপন্ন হয়, তাহারা জগৎক্ষয় হইলেও নির্ভয় থাকে এবং অন্যত্র কুত্রাপি তাহাদের আশ্রয় লইবার আবশ্যক হয় না।

পরলোকের গাঢ় ও দুর্বার অন্ধকার মধ্যে প্রবৃদ্ধ ধর্মই সূর্যস্বরূপ। দুঃসহ পাপতাপের উদ্গমে দানই বারিদস্বরূপ। মোহরূপ মহাগর্তে পতিত হইলে প্রজ্ঞাই করালম্বনস্বরূপ হয় এবং পুণ্যই সর্বদা মনুষ্যের দৈন্যবর্জিত মহান্ আশ্রয়স্বরূপ হইয়া থাকে।

চতুর্দশ পল্লব

দেবাবতারাবদান

যাহা অগ্রে ও পশ্চাৎ উভয়ত্রই বর্তমান আছে, যাহা জনগণের কুশলকর্মের উপায়স্বরূপ এবং জ্ঞানবিকাশের রত্নপ্রদীপস্বরূপ, সেই মহাজনগণের প্রভাবের জয় হউক।

পুরাকালে সুরপুরে পাণ্ডুকম্বলনামক শিলাতলে পারিজাত ও কোবিদাব বৃক্ষসমীপে ভগবান্ দেবগণকে ধর্মোপদেশ দিয়া মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবগণকর্তৃক অনুযাত ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে পৃথিবীপ্রাঙ্গণ দেবগণেব বিমানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মা ভগবানের দন্তকিরণে পরিব্যাপ্ত উপদেশাক্ষরবৎ পরিদৃশ্যমান ও চন্দ্রবৎ সুন্দর চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র শতশলাকাসমন্বিত রঙ্কুবোমবৎ পাণ্ডুবর্ণ মূর্তিমান ভগবানের প্রসাদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান নিরঙ্ক ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। সুকৃতী জনগণ উডুম্বরকানন সমীপে সাঙ্কাশ্যনগরের প্রান্তদেশে অবতীর্ণ ভগবানকে আনন্দ সহকারে বন্দনা করিযাছিল।

ঐ জনসমাগমমধ্যে উৎপলবর্ণানাম্নী ভিক্ষুকী ভগবান্‌কে দর্শন করিতে না পারায় রাজরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদীপ্ত রত্নমুকুটমণ্ডিত ও গণ্ডে দোদুল্যমান কুণ্ডল দ্বারা ভূষিত ভিক্ষুকীর নূতন রূপ দেখিয়া তদীয় উষ্ণীষপল্লব বিকাশদ্বারা হাস্য করিয়াছিল। ভিক্ষুকী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল যে ভগবানের সম্মুখ স্থান জনসমাগমে নিশ্ছিদ্র হইয়াছে। আমার রাজরূপ দেখিয়া লোকে সমাদর-সহকারে পথ ছাড়িয়া দিবে। এরূপ না করিলে ভগবানকে প্রণাম করা আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে। গুণের গৌরব নাই। লোকে প্রায়শঃ ঐশ্বর্যই ভালবাসে। আহা, জনগণ বাসনাভ্যাসবশতঃ তৃণতুল্য বিনশ্বর অসার ও বিরস ধনেই আকৃষ্ট হয়। তাহাদের বিচার শক্তি নাই।

জনগণ রাজগৌরবে পথ ছাড়িয়া দিলে পর ভিক্ষুকী কণ্ঠস্থ হার ভূমিতে লুটাইয়া ভগবানকে প্রণাম করিলেন। এই সময় উদায়ী নামক ভিক্ষু ঐ

জনসমাজমধ্যে নৃপরূপধারিণী ভিক্ষুকীকে দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, ইনি উৎপলবর্ণানাম্নী জনবন্দিতা ভিক্ষুকী, নৃপরূপ ধারণ করিয়া সমৃদ্ধি দ্বারা ভগবানের পদবন্দনা করিতেছেন! আমি উৎপলসদৃশ গন্ধ উৎপলসদৃশ বর্ণে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি। উদায়ী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে ভগবান্‌ও বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুকীর দর্প করিয়া ঋদ্ধি প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অভিমান জয় প্রশমের হানি করে। ভগবান্ এই কথা বলিয়া নির্মল উপদেশ প্রদানপূর্বক দেবগণকে বিদায় দিয়া ভিক্ষুগণসহ নিজস্থানে চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষুগণ তথায় উপবিষ্ট ভগবানকে প্রণাম করিয়া ঐ ভিক্ষুকীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, পূর্বে বারাণসী নগরীতে মহাধন নামে এক সার্থবাহ ছিলেন। তদীয় পত্নী ধনবতী তাঁহার প্রাণসম প্রিয় ছিলেন। পাণিরূপপল্লবমণ্ডিতা ও ফুলপুষ্পশোভিতা যৌবনোদ্যানের মঞ্জরীস্বরূপা তন্বী ধনবতী কালক্রমে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে মহাধন জলনিধিদ্বীপে গমনোদ্যত হইলে বিরহভয়ে দুঃখিতা ধনবতী নিজ বল্লভকে বলিয়াছিলেন। এখনও আর কত ধনসম্পদ বর্ধিত করিতে হইবে, সেজন্য ভীষণ ও গম্ভীর মকরাকর সমুদ্র পার হইতেছে। ধনার্জন করা বহু কষ্টসাধ্য; গুণার্জন করায় কোন ক্লেশ নাই। ধনের জন্যই লোকে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পরদেশে গমন করে। কেহ কেহ অতি দূরে গমন করিয়াও নিষ্ফল হইয়া দুঃখ সহকারে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কেহ কেহ ধনী হইয়া নিশ্চল হইয়াই থাকে। এই রূপেই এ কার্যের নিশ্চয় করা হয়।

সার্থবাহ এইরূপ প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুগ্ধে, ধনোপার্জনে সমুদ্যত ব্যক্তি এইরূপই সম্ভাবনার পাত্র হয়। ধনার্জনবিহীন ধনিজন পঙ্গুর ন্যায় মূলধন ভক্ষণ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই ভোগের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দরিদ্রগণের নিজ গৃহস্থ লোকও ক্রকচের ন্যায় নিষ্ঠুর হয়। ধনিগণের পরলোকও প্রেমস্নিগ্ধ হয়। বেণু ক্ষীণ হইলেও যদি সে বৃদ্ধির জন্য উদ্যত হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; কিন্তু উহা ক্ষয়োন্মুখ হইলে আর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অভ্যুদয়সম্পন্ন লোকে মূর্খ হইলেও পণ্ডিতগণের বন্দনীয় হয়। বৃদ্ধ হইলেও স্ত্রীগণের বল্লভ হয় এবং ক্লীব হইলেও শূরগণের সেব্য হয়। বিচক্ষণ হইলেও কোন ব্যক্তি অন্যের উপার্জন ভোগ করিয়া এবং কাব্যামৃত পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা ত্যাগ করিতে পারে না। যাহার অর্থ আছে, গুণান্বিত জনেরাও তাহাকে প্রণাম করে, অর্থবান্ ব্যক্তি কোন্ গুণ ধারণ না করে? দারিদ্র্য দোষে হীনপ্রভ জনের গুণসকল নির্মাল্যবৎ অগ্রাহ্য ধনেতেই সকল গুণ হয়। ধনী জন

গুণী না হইলেও ধন্য। গুণী ধনী না হইলে ধন্য হয় না। ধনই গুণের দুষ্কৃতপাতে প্রশমনকারী ও দেহের আয়ুঃস্বরূপ। ধনবতী প্রাণাপেক্ষাও অর্থপ্রিয় পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কজ্জলসহ অশ্রুকণা বিকিরণ করিতে করিতে ভ্রমরব্যাপ্ত লতার ন্যায় হইয়াছিলেন।

অনন্তর সার্থবাহ ধনবতীর সহিত প্রবহণে আরোহণ করিলেন। যাহারা জীবন তৃষ্ণায় তৃষিত, তাহাদের নিকট মহোদধিও হস্তস্থিত পাত্রবৎ গণ্য হয়। কর্মবাত-প্রেরিত জায়াসমন্বিত সার্থবাহের ঐ প্রবহণ তাহাদেব মনোরথ ও জীবনের সহিত ভগ্ন হইয়াছিল। তৎপরে নিজ কর্মের অবশিষ্ট ফলভোগের জন্য সার্থবাহ এক কাষ্ঠফলক গ্রহণ করিয়া কশেরু দ্বীপে গমনপূর্বক বিপন্নই হইয়াছিলেন। ধনবতী তথায় অনাথা হইয়া হস্তপদ বিক্ষেপপূর্বক শোক করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সুবর্ণ-কুলসম্ভূত পুরুষাকৃতি এক বিহঙ্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সুমুখ নামক ঐ পক্ষী, ধনবতীব রূপে আকৃষ্ট হইয়া বলিল, হে লোলাক্ষি সমাশ্বস্ত হও। এই স্থানে তুমি নির্ভয়ে আশ্রয় লইতে পারিবে। এই দিব্যভূমি অতি মনোহব। আমরা তোমাব প্রণয়াভিলাষী। হে কল্যাণি! তুমি পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ। এই সমুদ্র পার হওয়া অতি ভীষণ ব্যাপার।

বিহঙ্গম এই কথা বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে রত্নালয় গৃহে লইয়া গেল। তথায় সম্পূর্ণগর্ভা ধনবতী সুন্দর একটি পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুটি তথায় ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। বিদগ্ধ বিহঙ্গম প্রিয়বাক্য দ্বাবা ক্রমে মুগ্ধা ধনবতীকে সম্ভোগাভিমুখী ছিল। স্ত্রীগণ সরলতা ও মৃদুতাবশতঃ লতা যেরূপ সমীপস্থ পাদপকে আশ্রয় কবে তদ্রূপ সমীপবর্তী প্রণযবান্ জনকে স্বযং আলিঙ্গন কবিয়া থাকে। ঘনস্তনী ধনবতী দিব্য উদ্যানে বিহঙ্গমসহ বমন কবিযা কালক্রমে পিতৃসদৃশ সুন্দরাকৃতি একটি পুত্র প্রসব করিল।

পদ্মমুখ নামক ঐ বিহঙ্গ পুত্র যৌবনালঙ্কৃত হইলে পক্ষিরাজ সুমুখ লোকান্তরপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে পদ্মমুখ পিতার পদ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র গুণী হইলে বংশসমৃদ্ধি নির্বিবাদেই আয়ত্ত করিতে পারে। পদ্মমুখ ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হইলে তদীয় জননী ধনবতী তাহার প্রতাপের সর্বতোমুখী ক্ষমতা সম্ভাবনা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, পুত্র! তুমি নিজ কুলোচিত সমৃদ্ধি পাইয়াছ কিন্তু তোমার এই ভ্রাতাটি সার্থবাহ হইতে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে ইহার তো তোমার সম্পত্তিতে কোন অংশ নাই। অতএব তুমি নিজ প্রভাবে ইহাকে বারাণসীর রাজা করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রীতিসংবাদ গ্রহণপূর্বক নিজ দেশে সম্পদ ভোগ কর।

পক্ষিরাজ পদ্মমুখ জননীর এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত পক্ষপাতসহকারে ভ্রাতাকে স্কন্ধে লইয়া আকাশমার্গে বারাণসী নগরে গমন করিলেন। একদা অমিতপরাক্রম পদ্মমুখ অবসর বুঝিয়া সিংহাসনাসীন রাজা ব্রহ্মদত্তকে বজ্রবৎ প্রখর নখর দ্বারা হত্যা করিলেন এবং ঐ সিংহাসনে অগ্রজকে অভিষিক্ত করিয়া ভয়বিহ্বল অমাত্যগণকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলাম, যে ব্যক্তি পূর্ব প্রভুর প্রতি ভক্তিবশতঃ ইহার অনিষ্ট করিবেন তিনিও তাঁহার প্রভুর অনুগমন কবিবেন। বিহঙ্গরাজ প্রধান অমাত্যগণকে এই কথা বলিয়া ভ্রাতার সহিত প্রতিসম্ভাষণপূর্বক পুনর্দর্শনের সময় নির্দেশ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। মন্ত্রিগণ ইনিই সেই ব্রহ্মদত্ত এই কথা প্রচারিত করায় তিনি স্বজন মধ্যে ও জনসমাজে ব্রহ্মদত্ত নামেই খ্যাত হইলেন।

ইত্যবসরে একটি সগর্ভা হস্তিনী বন হইতে আনীতা হইয়াছিল। ঐ হস্তিনী অর্ধনির্গত গর্ভ কোনরূপেই মোচন করিতে পারিতেছিল না উহা যেন ভিতরে বদ্ধ ছিল। মন্ত্রী রাজার নিকট বলিয়াছিলেন যে আমি দৈবজ্ঞমুখে শুনিয়াছি যে এই হস্তিনী সাধ্বী' স্ত্রীব হস্তস্পর্শে গর্ভমোচন করিবে। অনন্তর রাজার আজ্ঞানুসারে অন্তঃপুরাঙ্গনাগণ হস্তদ্বারা ঐ হস্তিনীকে স্পর্শ করিয়া সত্যযাচনা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহাদের সত্যযাচনেও হস্তিনী গর্ভ ত্যাগ করিল না। তখন অন্তঃপুর-বাসিনীগণ সকলেই লজ্জিত হইলেন।

অনন্তর এক গোপাঙ্গনা তথায় আসিয়া শীলসত্য যাচনা করিয়াছিল এবং তাহাতেই হস্তিনী গর্ভ ত্যাগ করিয়াছিল। রাজা ইহাতে নিজ জায়াগণের শীলহানি জানিয়া ঐ গোপাকেই ত্রিজগতে সতী বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। তিনি সতীকন্যা বিবাহ কবিবার মানসে সোগুম্বা নাম্নী তদীয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্রেষ্ঠ মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি সোগুম্বার লাবণ্য ও স্ত্রীগণের চপলতার বিষয় চিন্তা করিয়া শঙ্কাবশতঃ সর্বগামিনী নিদ্রাকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিহগরাজ পদ্মমুখ ভ্রাতৃস্নেহে উৎসুক হইয়া ভ্রাতার সহিত দেখা করিবার জন্য বারাণসীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন এবং নির্জনে তাঁহার নিকট নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। আমি নারীগণের শীল ও সত্য পরীক্ষা করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী দিগের দোষ দর্শনহেতু অন্তঃপুরবিমুখ হইয়া একটি নূতন বিবাহ করিয়াছি। রূপ ও যৌবনসম্পন্না সেই পত্নীতেও আমার সন্তোষ নাই। যাহারা একস্থানে দোষ

দেখিয়াছে তাহাদের মন সর্বত্রই শঙ্কিত হয়। অতএব ভ্রাতঃ! তুমি ইহাকে মনুষ্যহীন তোমার নগরে লইয়া গিয়া রক্ষা কর। তাহা হইলে আমি শীলশঙ্কা ত্যাগ করিয়া নির্ভাবনা হইতে পারি। প্রতিরাত্রে তোমার আজ্ঞাধীন কোনও একটি পক্ষী তাহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিবে। এইটি আমার একান্ত ইচ্ছা।

বিহঙ্গরাজ ভ্রাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। রাজন্! বৃথা ঈর্ষ্যা ও কলঙ্কশঙ্কা করিও না। যে ব্যক্তি ঈর্ষায় পীড়িত তাহার কিছুতেই সুখ হয় না। এবং সে কোন বিষয়েরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সে দেখিতে পায় না এবং তাহার নিদ্রাও হয় না। ক্লীব কামী, সুখী বিদ্বান, ধনী নম্র, প্রভু ক্ষমাবান, যাচক মান্য, খল স্নিগ্ধ এবং স্ত্রী সতী ইহার কোনটাই সত্য নহে। অবলারূপ লতা সরল হইয়াও কুটিল, স্থায়ী হইয়াও অতিচঞ্চল, এবং কুলীন হইয়াও পার্শ্বস্থকে আলিঙ্গন করে। স্ত্রীগণের অবয়বেও নির্দোষভাব দেখা যায় না। উহাদের দৃষ্টি লোলা, অধর রাগবান, ভ্রু বক্র ও স্তনদ্বয় কঠিন। নিপুণ ব্যক্তি ভ্রমরের ন্যায় উপরে ভ্রমণ করিয়া শ্যামানারী ভোগ করিয়া থাকেন। সরোজিনীর মূল অন্বেষণকারী ব্যক্তি কেবল পঙ্কলিপ্তই হয়। বহুবিধ বিস্ময়ের আশ্রয়স্থান ও বিশুদ্ধ স্বভাবের চিরবিরামস্থান সস্মিতা নারীগণের নিয়মিত রমণে আবদ্ধ থাকে না। তথাপি যদি তোমার আগ্রহ হয় তাহা হইলে তোমার যাহা অভিপ্রায় হয় তাহা কর। প্রতিদিন দিবাভাগে ইহাকে মদীয় নগরের নির্জন উদ্যানে রক্ষা কর।

রাজা নিজভ্রাতা পক্ষিরাজকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্বক নিজ কান্তাকে কশেরুকদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। রাজমহিষীও প্রতিরাত্রে দিব্যগন্ধময়ী ঐ দ্বীপসম্ভূত পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক আকাশমার্গে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। মহিষী পারিজাতজাতীয় যে সকল পুষ্প আনিতেন সেগুলি ভৃঙ্গভরে অন্ধকারিত হওয়ায় তিমির নামে খ্যাত হইয়াছিল।

একদা বারাণসীবাসী মাণবকনামক এক ব্রাহ্মণযুবক সমিধাহরণ জন্য কাননে গমন করিয়াছিলেন।

তিনি তথায় একটি কিন্নরকামিনীকে দেখিয়া মন্মথভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছিলেম এবং তাহাকে দেখিয়া সবই ভুলিয়াছিলেন। কান্তিমতীনাম্নী ঐ কমনীয়া কিন্নরী জনকসদৃশ নবাভিলাষ কর্তৃক ঐ যুবকের হস্তে অর্পিত হইয়া একটি গুহাগৃহমধ্যে ইহার সহিত বিহার করিয়াছিল। কিন্নরীর আভরণরত্নের কিরণে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হইলে সে ঐ যুবক ব্রাহ্মণের সহিত বহুক্ষণ রমন করিয়া একটি পুত্র লাভ করিয়াছিল। ঐ শিশুটি বাল্যকালেই অতি বলবান ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ছিল।

একারণ তাহার মাতা তাহাকে শীভ্রগ এই নাম দিয়াছিল। কিন্নরী গুহামধ্যে নির্বিঘ্নে সম্ভোগ করিয়াও সুখ তৃপ্তি না হওয়ায় প্রিয়কে ধরিয়া গুহামধ্যে রাখিয়া ছিল এবং শিলাদ্বারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবশ্যক স্থলে গমন করিত।

একদা শীভ্রগ নিজ পিতৃকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তা ও বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিল, পিতঃ! এই গুহার দ্বার শিলা দ্বারা রুদ্ধ থাকায় এখানে অন্ধের ন্যায় বাস করিয়া আপনার স্নেহও বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। আসুন আমরা আপনার নিজস্থান বারাণসীতেই গমন করি। এই শিলা বিপুল হইলেও আমি উহা উৎপাটন করিতেছি। আপনি কেন দুঃসহ স্বদেশবিরহক্লেশ সহ্য করিতেছেন। কেহই নিজদেহের ন্যায় নিজদেশ ত্যাগ করিতে পারে না। স্বদেশবিরহী জন দ্রবিণসম্ভারকেও ভার বোধ করে, গুণকেও গ্রন্থিস্বরূপ জ্ঞান করে এবং ভোগকেও নিরুপভোগ বোধ করে।

শীভ্রগ এই কথা বলিয়া গুহাদ্বার হইতে বিপুল শিলাটি উৎপাটিত করিয়া স্বীকৃত পিতার সহিত সত্বর গমন করিল। তাহারা চলিয়া গেলে পর কিন্নরী আসিয়া গুহাগৃহ শূন্য দেখিয়া নির্বেদবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিল, হায় সেই দুর্জন আমার স্নেহ ভুলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সর্পগণ ও ভুজঙ্গগণের কৌটিল্য কি অদ্ভুত। দ্বিজাতিগণ শুকপক্ষীর ন্যায় কখনও রত হয় না। উহারা সুবিধা পাইলেই পলায়ন করে। উহারা ভবিষ্যৎ সুখেই অনুরাগবান্ হয় এবং একস্থানে বহুদিন থাকিলেও উহাদের কোন বিষয়েই স্নেহ হয় না। কিন্নরী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পতিকৃত নিকারবশতঃ তাহার প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিল। প্রেম পুষ্পবৎ কোমল। উহা কদর্থনা সহিতে পারে না।

এক্ষণে আমার পুত্র কি বিদ্যাগুণে পৃথিবীতে জীবিকার্জন করিবে? কিন্নরী এইরূপ চিন্তা করিয়া সখী হস্তে তাহার নিকট একটি বীণা পাঠাইয়া দিল। সম্ভোগসুখই যোষিদ্‌গণের পতিপ্রীতির মূল্যস্বরূপ। কিন্তু উহাদের পুত্রপ্রীতি নিশ্চল। উহা কখনও পর্য্যুষিত হয় না। উহারা দৌর্জন্য করায় লজ্জাবশতঃ বেগে গমন করিতেছিল এমন সময় বেগগামিনী কিন্নরীসখী আসিয়া শীভ্রগকে বীণাটি অর্পণ করিল। সখী বলিল যে, ইহার প্রথম তন্ত্রীটি স্পর্শ করিও না তাহাতে অনেক বিঘ্ন হইবে। শীভ্রগ সখীদত্ত বীণাটি লইয়া গমন করিতে লাগিল। তৎপরে শীভ্রগ নিজ পিতাকে স্বদেশে ও স্বগৃহে স্থাপন করিয়া বীণাপ্রবীণতা দ্বারা সর্বত্র লাভ ও সমাদর পাইয়াছিল।

একদা সমুদ্রদ্বীপগামী এক বণিক্ দিব্যবীণায় অনুরাগবশতঃ শীভ্রগকে প্রবহণে

আরোপিত করিয়াছিলেন। কর্ণসুধাস্বরূপ তাহার বীণার মূর্চ্ছনায় সমুদ্রও ক্ষণে ক্ষণে নিস্তরঙ্গবৎ হইয়াছিল। অনন্তর প্রথমতন্ত্রীর সংস্পর্শবশাৎ সমুৎপন্ন উপপ্লবে প্রবহণটি ভগ্ন হইলে সকল বণিকেরই বিনাশ হইয়াছিল। তৎপরে মেঘোদয় হওয়ায় শীব্রগ বায়ুকর্তৃক চালিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে নিজকর্মবশতঃ কশেরুদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিল। সে তথায় সমুদ্রকূলে দিব্য উদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্তবকবৎ বিপুলস্তনী, শ্যামা সোত্তম্বাকে দেখিতে পাইল। সোত্তম্বা তিমিরাখ্য পুষ্পের উজ্জ্বল মালা গাঁথিতেছিল এবং নিজ দেহের সৌন্দর্যে অচেতনদিগেরও বন্ধন করিতেছিল। সোত্তম্বাও রুচিরাকার, ধীর এবং শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী শীব্রগকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল এবং লতার ন্যায় মাররূপ মারুতসঞ্চালনে কম্পিতকর-পল্লবা হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়াছিল। তাহাতেই তাহার শীলকুসুম শীর্ণ হইয়া পতিত হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের প্রীতি চিরারূঢ়বৎ সহসা প্রৌঢ় হইয়াছিল। পূর্বজন্মের স্নেহে লীন মন বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না।

গূঢ়কামুক শীব্রগ দিবাভাগে ও রাজা রাত্রিকালে সোত্তম্বাকে রমণ করিতেন। ইহাতে শীব্রগ সোত্তম্বাকে চরিত্রহীনা বুঝিয়া এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে বারাণসীতে লইয়া যাইবার জন্য সোত্তম্বাকে অনুরোধ করিয়াছিল। সোত্তম্বাও তাহার কথায় সম্মত হইয়া উভয়েই খগারূঢ় হইয়া শীব্রগকে নয়ন মুদিত করিতে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সোত্তম্বা তাহাকে নয়ন উন্মীলন করিতে নিষেধ করিলেও সে চপলতাবশতঃ নয়ন উন্মীলন করায় সহসা অন্ধ হইয়া গেল। সোত্তম্বা ভয়ে কাতর হইয়া তাহাকে অন্তঃপুরোদ্যানে রাখিয়া শোকসন্তপ্তমনে রাজার গৃহে প্রবেশ করিল। সোত্তম্বা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে ঐ রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে অধিকতর চিন্তাকুল হইয়া যাইতেও পারে নাই এবং থাকিতেও পারে নাই।

ইত্যবসরে কামবিলাসের যৌবনস্বরূপ, চূতমঞ্জরীর সৌরভে আমোদিত মধুমাস উপস্থিত হইল। বিয়োগিগণের কালস্বরূপ কোকিল ও অলিকুলে কালবর্ণ বসন্তকাল নবপ্রস্ফুটিত অশোকপুষ্পে অতীব দুঃসহ হইয়াছিল। কামমোহিত রাজা অবিরত ঔৎসুক্যবশতঃ উদ্যানে যাইতে উদ্যত হইয়া সেদিন সোত্তম্বাকে ত্যাগ করেন নাই। এবং সোত্তম্বার সহিত রাগ, মদ ও মদনের বিশ্রান্তিস্থান পুষ্পবনে গিয়াছিলেন। ভূপতি তথায় মন্দমারুতকর্তৃক আন্দোলিত লতারও লজ্জাবিধায়িনী দয়িতাকে দেখিয়া অতিশয় প্রমোদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সোত্তম্বা অন্যের প্রতি অনুরাগবিষে আক্রান্ত হওয়ায় মলিনমুখী হইয়াছিল। চিন্তাশল্যাকুল মন সুখকেও অসুখ বলিয়া

জ্ঞান করে। মালার অভ্যন্তরে ভুজঙ্গ থাকিলেও লোকে যেরূপ না জানিয়া উহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আনন্দিত হয় তদ্রূপ স্ত্রীর হৃদয়ে উপপতি থাকিলেও তাহা না জানিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়া এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া অনুরাগিগণ নৃত্য করিয়া থাকে।

ঐ উদ্যানের একান্তে লতাকুঞ্জে গুপ্তভাবে অবস্থিত ও অন্ধীভূত শীঘ্রগ সোণ্ডম্বার তিমিরাখ্য পুষ্পমালার সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া সহসা বিকারোদয় হওয়ায় গুপ্তাবস্থান কথা বিস্মৃত হইয়া অনুরাগবশতঃ গান করিয়াছিল। মদনে মত্ত হইলে সে কিছুতেই ভয় করে না। এই সেই ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ ধ্বনিরূপ বীণাস্বনে রমণীয় ও প্রিয়ার সমদ বদনপদ্মের আমোদসম্বলিত তিমিরকুসুমের গন্ধ মন্দমারুত-বিলাসে কীর্যমাণ হইয়া দূর হইতে আসিতেছে। ভূপতি তাহার হৃদয়গ্রাহী গীত শ্রবণ করিয়া উদ্যানমধ্যে অন্বেষণ করিতে করিতে লতামধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। রাজা শঙ্কিত হইয়া গাঢ়কামমদে মত্তপ্রায় শীঘ্রগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সোণ্ডম্বাকে ও তাহার শরীরের লক্ষণ জান।

শীঘ্রগ বলিল, বিম্ববৎ পাটলবর্ণা সোণ্ডম্বাকে জানিব না কেন। রাগরাজ্যস্বরূপ তদীয় অধরে মনোভব স্বয়ং বসিয়া আছেন। তাহার উরুমূলে যেন কন্দর্পকর্তৃক বিন্যস্ত কমনীয় রেখাময় স্বস্তিক চিহ্ন আছে এবং তাহার স্তনমণ্ডলে লাবণ্যতরঙ্গসদৃশ আবর্তশোভা আছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া সদ্যঃসন্তাপে শোষিত চিত্তের অনুরাগকুসুম নির্মাল্যজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। রাজা বলিলেন, শত চেষ্টা করিয়াও নারীগণের স্বভাব রক্ষা হইতে পারে না। আকাশকুসুমের মালার ন্যায় সতী কিছুতেই হইতে পারে না। রাজা এই কথা বলিয়া ঐ অন্ধসহ সোণ্ডম্বাকে গর্দভে আরোপণ পূর্বক সত্বর নগরের বাহিরে শ্মশানকাননে ত্যাগ করিলেন। নির্লজ্জা সোণ্ডম্বা ঐ অন্ধের সহিত বনমধ্যে গমন করিতেছিল। সন্ধ্যাকালে একদল চোর অপহৃত সম্পত্তিসহ তাহাদের নিকটে আসিয়াছিল। অনন্তর কতকগুলি লোক তাড়া দেওয়ায় চৌরগণ পলাইয়া গেল এবং নিরপরাধ অন্ধ চৌরভ্রমে নিপতিত হইল। একটা চোর সেই রাত্রি সোণ্ডম্বাকে উপভোগ করিয়া তাহার আভরণগুলি গ্রহণপূর্বক নদী পার হইয়া চলিয়া গেল। সেই কারণবা নদীতীরে বস্ত্রহীনা ও সকজ্জল নয়নজলে মলিনস্তনী সোণ্ডম্বা শোক করিতে লাগিল। সেই সময়ে একটা শৃগাল নিজ মুখাসক্ত মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া জল হইতে উৎপ্লুত একটা মৎস্যকে ধরিবার জন্য গিয়াছিল। এদিকে একটা পক্ষী ঐ মাংসখণ্ডটি লইয়া উড়িয়া গেল। মৎস্যটি জলে লাফাইয়া পড়িলে এবং মাংস-

খণ্ডটিও বিহঙ্গ কর্তৃক হৃত হইলে জম্বুক উভয়বিনাশে চিন্তাবশতঃ নিশ্চলনয়ন হইয়াছিল।

সোত্তমার দুঃখাবস্থাতেও ঐ জম্বুককে দেখিয়া মুখে হাস্য দেখা গিয়াছিল। অন্যের স্খলন হইলে দুঃস্থেরও হাস্য হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে লজ্জিত ও কুপিত জম্বুক অনুচিতহাস্যকারিণী সোত্তমাকে বলিয়াছিল, অহো, তুমি নিজে হাস্যাস্পদ হইয়া আমাকে উপহাস করিতেছ। তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া অন্ধকে আশ্রয় করিয়াছিলে পরে অন্ধকে ত্যাগ করিয়া চোরকে আশ্রয় করিয়াছিলে, শেষে চোরকে ত্যাগ করিয়া ত্রিভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি ত উভয়ভ্রষ্ট তবে তোমার হাস্যাস্পদ হইব কেন। আচ্ছা তোমার পরিহাসের কথা থাক। আমি যুক্তি দ্বারা রাজাকে আবার তোমারই করিয়া দিব। যাহারা দুঃস্থ ব্যক্তিকে বিড়ম্বনা করে তাহারা খল।

জম্বুক এই কথা বলিয়া নগরীতে গমনপূর্বক রাজাকে বলিল যে তোমার সোত্তমা এখন সদ্বুদ্ধি হইয়া নদীতীরে তপস্বিনী হইয়াছে। রাজা তাহাকে আভরণ ও বস্ত্র দিয়া পুনরায় আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাণিগণের অনুরাগাবশেষ সব দোষই আচ্ছাদন করে।

সেই সোত্তমাই এখন উৎপলবর্ণা এবং সেই শীঘ্রগই উদায়ী। ইহারা পূর্ব জন্মান্তরের পুণ্যবলে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু ইহার মন অতি রসার্দ্র, মদনবিধেয় ও রাগযুক্ত হইয়াছিল একারণ ইনি সেই মুহূর্তে শমবিচার ত্যাগ করিয়া নরপতিরূপ গ্রহণপূর্বক আমাকে বন্দনা করিয়াছেন।



পঞ্চদশ পল্লব

শিলানিক্ষেপাবদান

"প্রভাবশালীদিগের অতুল ধৈর্য ও বলবীর্য আশ্চর্য হইয়া থাকে এবং মহৎ আশ্রয়বশতঃ উহাতে সকল মহিমাই আসিয়া থাকে।

পুরাকালে স্বেচ্ছাবিহারী ভগবান্ সুগত বলশালী মল্লগণের আবাসস্থান রমণীয় কুশীপুরীতে স্বয়ং গিয়াছিলেন। কুশলার্থী পুরবাসীগণ কল্যাণপ্রদ ভগবানের আগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে উদ্যত হইয়া পথ সংস্কার করিয়াছিল।

তাহারা নগরটি তৃণ, কণ্টক, পাষাণ, শর্করা ও রেণুবর্জিত এবং চন্দনোদকে সংসিক্ত করিয়া ভূষিত করিতেছিল কিন্তু তন্মেধ্যে বিন্ধ্যগিরির বধূসদৃশ একটি প্রকাণ্ড ভূমিপ্রোথিত শিলা দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা কুদ্দাল, ভুজ ও রজ্জু দ্বারা ঐ শিলা উৎপাটন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু একমাসকাল অতীত হইলেও উহার সহস্রাংশ মাত্রও ক্ষয় হয় নাই।

অনন্তর সংসারসন্তাপের প্রশমনে অমৃতদীধিতিসদৃশ ও সকলের চিত্তের উল্লাসজনক ভগবান্ তথায় উপস্থিত হইলেন। শরৎকালের আগমে যেরূপ মেঘান্ধকার বিরত হয় ও শস্যের ফল দেখা দেয় এবং দিক্‌সকল প্রসন্ন হয় তদ্রূপ ভগবানের আগমনে মোহান্ধকার দূর হইয়াছিল এবং সকলেই সফল ও প্রসন্ন হইয়াছিল। ভগবান্ তাহাদিগকে বিফল ক্লেশে পীড়িত ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া এবং তাহাদের উদ্যমের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, অহো, তোমরা সংসার কর্মের ন্যায় এই ব্যাপারে প্রয়াস করিতে উদ্যত হইয়াছ। এই উদ্যমে তোমাদের ক্লেশ হইতেছে।

যে কার্যের প্রারম্ভে বিষম ক্লেশ এবং যাহা সংশয়ের সহিত করিতে হয়, অথচ যাহা সিদ্ধ হইলেও তত উপাদেয় নহে এরূপ কার্য প্রাজ্ঞগণ করেন না।

অসীম পরাক্রম ভগবান এই কথা বলিয়া চরণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ বিপুল শিলাঘটিত করিয়া বামপাণিদ্বারা উত্তোলন পূর্বক দক্ষিণ হস্তে বিন্যস্ত করিয়া ব্রহ্মলোকমধ্যে

ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার এই আশ্চর্য কার্য খ্যাপনার্থ দূতস্বরূপ এই বার্তা, জগৎ-ত্রয়ে বিচরণ করিয়াছিল। অদ্ভুতকর্মা ভগবান সহসা ঐ শিলা ক্ষেপণ করিলে গগনে একটা ত্রিলোকব্যাপ্ত মহাশব্দ উদ্‌ভূত হইয়াছিল। সমস্ত সংস্কারই অনিত্য অতএব যাহা কিছু অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় তৎসমুদয়েরই সত্তা নাই। উহা সবই শান্ত ও নির্বাণ। এইরূপ শব্দ স্পষ্টভাবে উদিত হইলে ঐ পর্বতশিখরাকার মহাশিলা পুনরায় ভগবানের করে দেখা গেল। ক্ষণকালমধ্যেই ভগবান ফুৎকার-দ্বারা উহা ক্ষেপণ করিলেন। তখন উহা পরমাণুরূপে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তৎপরে ভগবান ঐ পরমাণুসকল একত্র করিয়া শিলানির্মাণপূর্বক অন্যত্র স্থাপন করিলেন তাহাতে ত্রিজগৎ বিস্মিত হইয়াছিল।

তৎপরে মল্লগণ ভগবানের অসীম বল দেখিয়া বিস্ময়ে নিশ্চলদৃষ্টি হইয়া প্রণাম-পূর্বক তাঁহাকে বলিয়াছিল, অহো আপনার বল বীর্য ও প্রভাব অতি মহান্। দেবগণও উহার নিশ্চয় করিতে পারে না। আপনি অনুগ্রহপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচুর বলদ্বারা অধোগতিনিমগ্ন জনতার ন্যায় শিলাটি ধারণ করিয়াছিলেন। আপনি আশ্চর্যকর্মা আপনার বীর্য, প্রজ্ঞা ও বলাদির প্রমাণও অবধি কেহই জানে না।

ভগবান জিন এবংবাদী মল্লগণকে আশ্চর্যনিশ্চল বিলোকন করিয়া ঐ শিলায় উপবেশন পূর্বক বলিয়াছিলেন, ইহা সংসারের সমস্ত প্রাণীর বল একত্র হইলেও একজন স্নুগতের বলের সমান হয় না। সমুদ্রের জল কলসী দ্বারা নিঃশেষ করা যায়, ত্রিভুবন পরামাণুতে পরিণত করা যায়, কিন্তু স্নুগতপ্রভাব লঙ্ঘন করা যায় না। যে জল তুলাদণ্ড দ্বারা যথার্থরূপে স্নুমেরুর পরিমাণ জানে সেও স্নুগতের সদ্‌গুণের গৌরব জানে না।

ভগবান এই কথা বলিলে এবং ইন্দ্র ব্রহ্মাসহ দেবমণ্ডল উপস্থিত হইলে পর তিনি তাহাদিগকে কুশলোপদেশ করিয়াছিলেন। মল্লগণ তাঁহার উপদেশে বোধি লাভ করিয়া শ্রাবকপদ, প্রত্যেকবুদ্ধপদ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহবা স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, কেহবা সকৃদাগামিফল কেহবা অনাগামিফল কেহবা অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভগবান এইরূপে আশয় অনুশয় ও ধাতুগতি নিরীক্ষণ করিয়া এবং প্রকৃতি জানিয়া কুশলোদয়ের জন্য চতুর্বিধ আর্যসত্যের সম্যক্ প্রকাশ দ্বারা বিশদ উপদেশ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ পল্লব

মৈত্রেয় ব্যাকরণাবদান

সঙ্গ ত্যাগ করাই বিশুদ্ধি আশ্রয়। কুশলকামনাই শ্রেয়োবিধান করিয়া থাকে। চিত্তের মলস্বরূপ বৈরভাবের বিরামেই সংসার বিরত হয় এবং উহা পুণ্যকার্য দ্বারা রমণীয় হয়।

পুরাকালে ভগবান সুগত নাগগণের ফণাময় সেতুদ্বারা গঙ্গা পার হইয়া পরপারে গিয়া ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন, এই স্থানে পূর্বে অদ্ভুতকান্তি রত্নময় একটি যূপ ছিল। যদি তোমাদের দেখিবার জন্য কৌতুক থাকে তাহা হইলে আমি দেখাইতে পারি।

ভগবান এই কথা বলিয়া দিব্যলক্ষণযুক্ত পাণিদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া নাগগণ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত রত্নযূপটি দেখাইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ সকলেই তাহা দেখিয়া বহুক্ষণ নির্নিমেষনয়নে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে যূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দণ্ডকিরণ দ্বারা অতীত ও অনাগত বিষয়ক জ্ঞান বিকীরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পুরাকালে একজন দেবপুত্র ইন্দ্রের শাসনে স্বর্গচ্যুত হইয়া মহাপ্রণাদ নামক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেবপুত্র মহীতলে ধর্ম ব্যবহারের অনুসরণের কথা স্মরণ করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট একটি উচিত চিহ্ন প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। তৎপরে ইন্দ্রের বাক্যানুসারে বিশ্বকর্মা তাঁহার আলয়ে একটি পুণ্যবৎ উন্নত ও ভাস্বর রত্নময় যূপ নির্মাণ করেন। জনগণ কৌতুকবশতঃ নিশ্চলভাবে ঐ যূপদর্শনে আসক্ত হওয়ায় কৃষ্যাদি কর্ম উচ্ছিন্ন হয় এবং তজ্জন্য রাজার কোষক্ষয় হইয়াছিল। একারণ রাজা যূপটি জাহ্নবীর জলে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। সেই সূর্যসদৃশ রত্নখচিত যূপটি অদ্যাপি পাতালে রহিয়াছে। কালক্রমে এই যূপেরও ক্ষয় হইবে ইহজগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা পরিণামে অক্ষয় থাকে।

ভবিষ্যৎকালে অশীতিসহস্র বর্ষের পর শঙ্খের ন্যায় শুভ্রযশাঃ শঙ্খনামে এক রাজা হইবেন। কল্পদ্রুমসদৃশ সেই রাজা নিজ পুণ্যবলে প্রাপ্ত ঐ যূপটি তদীয়

পুরোহিত মৈত্রেয়কে দান করিবেন। অর্থিগণের চিন্তামণিসদৃশ মৈত্রেয়ও ঐ যূপটি খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করিয়া জনগণকে অদরিদ্র করিবেন। মৈত্রেয় রত্নময় যূপ দান করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া অনুত্তরজ্ঞানের নিধি ও দেবগণের অর্চিত হইবেন। রাজা শঙ্খ অন্তঃপুরজন ও অমাত্যগণসহ অশীতিসহস্রজনে বেষ্টিত হইয়া প্রবজ্যা গ্রহণ করিবেন। কৃতকর্মের অবশ্যভোগ্যতা বশতঃ প্রাগ্‌জন্ম বৃত্তান্তে প্র ণধান দ্বারা শঙ্খ রাজার পরিণামে কুশলোদয় সফল হইবে।

পুরাকালে মধ্যদেশে বাসবনামে বাসবসদৃশ এক রাজা ছিলেন। এবং ঐ সময়েই উত্তরাপথে ধনসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। পরস্পর শত্রুতারূপ অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত এই দুই রাজায় একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল। এবং ইহাদের উভয়েরই মন যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহের জন্য সত্বর হইয়াছিল। ধনসম্মত বাসবের নগরে প্রবেশ করিয়া গজ, রথ ও সৈন্য দ্বারা গঙ্গাতীরে নিরন্তর করিয়াছিলেন। তিনি তথায় রত্নশিখী নামে একজন সম্যক সম্বুদ্ধকে দেখিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও শক্রাদি দেবগণ তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে অহো রাজা বাসব মহাপুণ্যবান। ইহার রাজ্যপ্রান্তে এই দেববন্দিত মহাপুরুষ বাস করিতেছেন।

তৎপরে ঐ মহাপুরুষের প্রভাবে ইহাদের দুইজনের পরস্পর বৈররজঃ শান্ত হওয়ায় মিথ্যামোহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজা বাসব শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া ভগবানের নিকট আগমনপূর্বক সর্ববিধ ভোগ দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন। পূজার অন্তে তিনি প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি এই পুণ্য ফলে আমি যেন মহান্ হই। এই সময়ে ঘোর শঙ্খশব্দ সমুদ্গত হইয়াছিল, এবং রত্নশিখী পুরোবর্তী প্রণত বাসবকে বলিয়াছিলেন, তুমি শঙ্খ নামে চক্রবর্তী রাজা হইবে এবং অবশেষে বোধিযুক্ত হইয়া কুশলপ্রাপ্ত হইবে।

রাজা বাসব এইরূপ সৎপ্রণিধান ফলে পুণ্যোদয়হেতুক রত্নশিখীর আদেশমত শঙ্খনামে রাজা হইয়া অতুল ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হইবেন। মৈত্রেয় প্রণয়পূর্বক ইহার বোধিবিশুদ্ধ বুদ্ধি সম্পাদন করিবেন। সৎসঙ্গমই কল্যাণাভিনিবেশের পবিত্র তরণিস্বরূপ।

সপ্তদশ পল্লব

আদর্শমুখাবদান

চিত্তপ্রসাদে বিমল ও প্রণয় উজ্জ্বল স্বল্পপরিমাণ দানরূপ কুসুমের যেরূপ ফল হয় হেমাদ্রিদান, রোহণপর্বতদান ও সুধাসাগরদানের ফল সম্পদ তাহার একাংশেরও তুল্য নহে।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে মনোজ্ঞ জেতকাননে অনাথপিণ্ডদ নামক আরামে মহাশয় সর্বজ্ঞ বিহার করিয়াছিলেন। তদীয় শিষ্য করুণানিধি আর্য মহাকাশ্যপ ভ্রমণ-প্রসঙ্গে ঐ নগরের উপবনপ্রান্তে আসিয়াছিলেন। তথায় অত্যন্ত দুর্গতিশালিনী, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা ঐ নগরবাসিনী একটি স্ত্রীলোক যদৃচ্ছাক্রমে কাশ্যপকে দেখিয়াছিল। সে তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে ও শ্রদ্ধাসহকারে চিন্তা করিয়াছিল যে, হায় আমি পুণ্যবলে ইহার ভিক্ষাপাত্রে পিণ্ডপাতের যোগ্য হইলাম না কেন।

কাশ্যপ তাহার আশ্চর্য শ্রদ্ধাযুক্ত মনোরথ জানিয়া করুণাকুল হইয়া পাত্র প্রসারণপূর্বক তদ্দত্ত পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীব্র চিত্তপ্রসাদসহ ভক্তসমর্পণ-কালে ঐ কুষ্ঠিনীর একটি শীর্ণ করাঙ্গুলি কাশ্যপের পাত্রে পড়িয়াছিল। তৎপরে কুষ্ঠিনী পাতকময় ঐ দেহ ত্যাগ করিয়া তুষিতনামক দেবগণের নিলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

শক্র এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া দানপুণ্যে সমাদরবান্ হইয়া যত্নপূর্বক সুধাদ্বারা কাশ্যপের পাত্র পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রশমামৃতপূর্ণ ভিক্ষু কাশ্যপ সুধা গ্রহণেও নিস্পৃহভাবশতঃ তৃণজ্ঞানে ভিক্ষাপাত্র অধোমুখ করিয়াছিলেন। কৃপাকুল সাধুগণ দীনজনের প্রণয়ে প্রীত হন। তাঁহারা সম্পদ্ দ্বারা গর্বিতবদন জনের প্রতি সমাদর করেন না; রাজা প্রসেনজিৎ ঐ কুষ্ঠিনীকে তুষিতনামক দেবনিকায়ে নিরত শুনিয়া ভগবানের ভোজ্যাধিবাসনা করিয়াছিলেন। ঐ আশ্চর্যকারী রাজার গৃহে লক্ষ্মী দেখিয়া আর্য আনন্দ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার পুণ্যের কথা বলিয়াছিলেন।

পুরাকালে একটি গৃহস্থসন্তান দারিদ্র্যবশতঃ দাসভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রকর্মে

আসক্ত হওয়ায় ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার জননী বহুক্ষণ পরে স্নেহ ও লবণবর্জিত কল্মাষ পিণ্ডী আনয়ন করিলে সে উহা খাইবার জন্য সত্বর আসিয়াছিল। তাহার হস্ত ধৌত করিবার সময় যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে সে প্রসন্নচিত্তে ঐ কল্মাষপিণ্ডী দিয়াছিল। সেই ব্যক্তিই কালক্রমে প্রসেনজিৎ রাজা হইয়াছে। এই ঐশ্বর্য তাহার সেই দানকণারই প্রথম ফল।

ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাজাও ভগবানের বিপুল পূজা করিয়াছিলেন। তিনি রাজযোগ্য সর্বপ্রকার ভোগ দ্বারা ভক্তি নিবেদন করিয়া কোটিকুম্ভ তৈলেব দীপমালা করিয়াছিলেন। একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোক ঐ দীপমালামধ্যে একটি স্বল্পদীপ দিযাছিল। সমস্ত দীপের তৈলক্ষয় হইলেও উহার তৈলক্ষয় হয় নাই। সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহার বিমল চিত্ত-প্রণিধানের বিষয় চিন্তা করিয়া উহার ভবিষ্যৎকালে শাক্যমুনিরূপে. জন্মগ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন।

রাজা ভগবানের সম্মুখে রত্নদীপাবলী দিয়া উপবেশনপূর্বক প্রণাম করিয়া প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভগবানেব প্রতি প্রণিধান করিযা অনির্বচনীয় পুণ্যানুভাব হেতুক আপনি কাহাকেই বা অনুত্তরা সম্যক্সম্বোধি অর্পণ করেন নাই। আপনার প্রসাদে আমিও ঐরূপ সম্বোধি পাইতে ইচ্ছা করি। নিঃসন্দেহে ফললাভের জন্যই লোকে কল্পপাদপকে সেবা করিয়া থাকে। ভগবান্ রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজন্ অনুত্তরা সম্যক্সম্বোধি অতি দুর্লভ। উহা মৃণালতন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, পর্বত অপেক্ষাও গরীয়সী এবং সমুদ্রাপেক্ষাও গম্ভীরা। সম্যক্সম্বোধি সহজে লাভ করা যায় না। আমিও অন্যান্য বহু জন্মে বহুল দান দ্বারাও উহা লাভ করিতে পারি নাই। চিত্তের প্রসন্নতা দ্বারা উৎপন্ন বিশদ জ্ঞানই উহার কারণ। আমি মান্ধাতাজন্মে চতুর্দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়া বহুকাল দানফল ভোগ করিয়াছি কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। আমি সুদর্শন জন্মে দান দ্বারা চক্রবর্তীর সম্পদ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই।

পুরাকালে বেলামনামক দ্বিজজন্মে আমি আটটি হস্তী দান করিয়া মহৎ পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধিলাভ করিতে পারি নাই। পুরাকালে আমি কুরূপ অথচ কুশলাত্মা এক রাজপুত্র হইয়াছিলাম। আমার নিজপত্নী আমাকে পিশাচ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। যে আমি রাজ্য ও পৃথিবী দান করিতেও প্রীতিবোধ করিতাম সেই আমি রূপবিকলতা জন্য দুঃখী ছিলাম। সর্বগুণের সমাবেশ

কোথায়ও হয় না। আমি রূপবিরহবশতঃ দেহ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলে শচীপতি একটি দিব্য চূড়ামণি দান করিয়া আমাকে কন্দর্পতুল্য করিয়াছিলেন। আমার যজ্ঞে ষষ্টিসহস্র পুরী স্বুবর্ণ যূপে রমনীয়াকার হইয়া মেরুরাশির শোভা ধারণ করিয়াছিল। অতিদানে আর্দ্রীকৃত ঐ কুশলময় জন্মে আমি সেই পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। আমি সেই ত্রিশঙ্কুজন্মে সত্য-প্রভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য বৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই।

মিথিলায় মহাদেব নামক ব্রাহ্মজন্মে আমি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যসম্পদ লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি করিতে পারি নাই। পুরাকালে মিথিলায় নিমিনামক ভূপালজন্মে আমি দান, তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা পুণ্য লাভ করিয়াছিলাম কিন্তু বোধি লাভ করিতে পারি নাই। পুরাকালে নন্দরাজার চারিটি খলস্বভাব পুত্র হইয়াছিল এবং আদর্শমুখ নামক পঞ্চম পুত্রটি সমধিক গুণবান্ হইয়াছিল। কালক্রমে পর্যন্তকালে রাজা চিন্তা করিয়াছিলেন যে আমার এই চারিটি পুত্র অত্যন্ত কর্কশস্বভাব। আমার অন্তে ইহারা রাজ্য পাইবার যোগ্য নহে। কনিষ্ঠ পুত্র আদর্শমুখেই রাজশ্রী প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রজ্ঞায় বিমল ও স্ববৃত্ত জনেরই রাজ্যশোভা প্রাপ্ত হয়।

রাজা নন্দ এইরূপ চিন্তা করিয়া অমাত্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, অন্তঃপুরবর্গ যাহাকে অভ্যুত্থান দ্বারা পূজা করে তাহাকেই আপনারা রাজা করিবেন। মণিময় পাদুকাদ্বারাও যাহার মস্তক কম্পিত হয় না এবং সমান থাকে, সেই ব্যক্তিই দ্বার, ক্রম অদ্রি ও বাপীতে ছয়টি নিধি দেখিতে পায়।

রাজা এই কথা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিলে মন্ত্রিগণ তদুক্ত লক্ষণ দ্বারা ক্রমে আদর্শমুখকেই রাজা করিয়াছিলেন। ধর্ম নির্ণয় কার্যে বাদী ও প্রতিবাদিগণ তাঁহাকে দেখিয়াই স্বতঃই জয় ও পরাজয় বিষয়ে ন্যায় পথে থাকিত। দয়ালু আদর্শমুখ বিনা অভিসন্ধিতে বৈশসপ্রাপ্ত দণ্ডী নামক এক ব্রাহ্মণের অগ্রে গিয়াছিলেন। এক গৃহস্থ গোযুগের নিমিত্ত বড়বার আঘাতে মৃত হইয়াছিল। তাহার পত্নী কুঠারপাত দ্বারা তক্ষবাসীর সহিত বিবাদ করিয়াছিল। এক শৌণ্ডিক আত্মজবধ হেতুক একজন দীক্ষিতকে তুল্যভাবে নিগ্রহ করিতেছিল তাহার বিপক্ষ ভয়প্রযুক্ত সেই কথা বলিলে সে তাঁহাকে মোচন করিয়াছিল।

আদর্শমুখ এই সকল অমানুষ সত্ত্বগণের অধ্যাশয়বিশেষানুসারে সেই সকল সন্দেহ নির্ণয়পূর্বক চিত্তশোধন করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশবার্ষিক অনাবৃষ্টি জন্য

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সর্বপ্রাণীর আহার-দ্রব্য সাধন দ্বারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেম। এইরূপে আদর্শমুখ জন্মে আমার পুণ্যলাভ হইয়াছিল। কিন্তু মহোদয়া সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিতে পারি নাই। বহু শতজন্ম অভ্যাস ও গুরুতর প্রয়াস দ্বারা অদ্য অর্থাৎ এই জন্মে আমি জ্ঞানের বিমলতা লাভ করিয়াছি এবং আবরণ লুপ্ত হইয়াছে। হে রাজন্! জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিগম্যা অনুত্তরা সত্যসংবিদ্রূপা এই সম্যক্‌সম্বোধি দানপুণ্য দ্বারা লাভ করা যায় না। মোহকালিমার বিরাম হইলে নির্মেঘ গগনে দিনশ্রীর ন্যায় বিমল জনগণের নির্ব্যাজ আনন্দভূমি ও ভবান্ধকারের ছেদিনী সম্যকসম্বোধির ন্যায় সমুদিত হয়।



অষ্টাদশ পল্লব

শারিপুত্র প্রব্রজ্যাবদান

অনির্বচনীয় কল্যাণহেতু জ্ঞানাচার্য যেরূপ সংসারসাগরের সেতু নির্মাণ করেন বন্ধু, সুহৃদ, সোদর, মাতা বা পিতা সেরূপ করিতে পারেন না।

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধ, রাজগৃহনগরে কলন্দকনিবাস নামক রমণীয় বেণু-বনাশ্রমে বিহারকালে কৌলিক ও উপতিষ্য নামক দুইজন ভিক্ষুভাবাপন্ন পরিব্রাজককে শাস্তি দ্বারা সংবৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে ভিক্ষু শারিপুত্রের ধর্ম সন্দেশনা হইয়াছিল। তাহা দ্বারা তিনি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ তাহার সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও তাহাদিগকে তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। অগ্নিমিত্র নামক এক ব্রাহ্মণের গুণবরা নামে এক ভার্যা ছিল। তদীয় পিতৃকৃত "সূপিকা" এই দ্বিতীয় ক্রীড়ানামটিও তাহার ছিল। প্রশমশীল নামক সূর্যসদৃশ তেজস্বী তদীয় ভ্রাতা প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া একদা তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন। গুণববা স্বামীর আদেশানুসারে গৃহস্থোচিত ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং প্রণতি, প্রণয়াচার ও পরিচর্যা দ্বাবা তুষ্ট কবিযাছিলেন। একদা তিনি বিপাত্রন অর্থাৎ পাত্রে অন্নপ্রদান কবিবার সময় নিজ চীববে সূচীকর্ম দেখিয়া প্রণিধান করিয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ণ সূচী যেরূপ কর্তন করিযা গম্ভীরগামিনী হইয়াছে তদ্রূপ আমার প্রজ্ঞাও সূচীর ন্যায় গম্ভীবগামিনী হইতে সাদরা হউক। প্রত্যেকবুদ্ধের ন্যায় ঐরূপ বিনয় ও প্রণিধান দ্বারা তিনি এই জন্মে প্রজ্ঞাবান শারিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সদ্বুদ্ধির কল্পবল্লীস্বরূপ ভিক্ষু শারিপুত্র এতকাল পরে অদ্য কল্যাণভাজন হইযাছেন।

ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, শারিপুত্র কিজন্য নরাধম নাট্যকুলে জন্ম গ্রহণ কবিলেন। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন যে, ইনি পূর্বজন্মে মহামতি নামে সজ্জনসম্মত রাজপুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজপুত্র মহামতি শ্রীমান্‌ হইলেও প্রব্রজ্যায়

তাঁহার মতি হইয়াছিল। যাঁহারা পরিপক্ক ও প্রসন্নচিত্ত, সম্পদ্ তাঁহাদের চিত্তের মালিন্য করিতে পারে না। যুবা রাজপুত্রগণের পক্ষে প্রব্রজ্যাগ্রহণ উচিত নহে। এই কথা বলিয়া তদীয় পিতা প্রীতি ও যত্নসহকারে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন।

একদা তিনি কুঞ্জরারূঢ় হইয়া জনাকীর্ণ পথে গমন করিতেছিলেন, তথায় একটি দরিদ্র স্থবিরকে দেখিয়া কারুণ্যবশতঃ এই কথা বলিয়াছিলেন, অধন্য ধনিগণ বন্ধুজনরূপ বন্ধনে যন্ত্রিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারে না। তুমি ত বন্ধনশূন্য তোমাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে কে নিবারণ করিল। স্থবির নিবেদন করিল, "আমি দরিদ্র আমার পাত্র বা চীবর কিছুই নাই। শাস্তির উপকরণগুলিও ধনের আয়ত্ত।"

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া মুনিতপোবনে গমনপূর্বক স্থবিরকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে পাত্র ও চীবর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ স্থবির অল্পকালমধ্যেই প্রত্যেকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজপুত্রের নিকট আগমনপূর্বক দিব্য সমৃদ্ধি দেখাইয়াছিলেন। রাজপুত্র তাহার প্রভাব দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন। অহো, সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় আমার পক্ষে প্রব্রজ্যা দুর্লভ হইয়াছে। দারিদ্র ও অবিবেক এই দুইটি থাকিলে নীচগণেরও প্রব্রজ্যা দুর্লভ হয় অতএব আমি যেন বিবেকবান হইয়া অধমকুলে জন্ম গ্রহণ করি। তিনি সেই প্রণিধানবলে শারিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান কাশ্যপ অন্য জন্মে ইঁহাকে প্রব্রজিত করিয়াছিলেন। সত্যনিধি কাশ্যপ ইঁহার সম্যক্ প্রসাদগুণের উদয় দেখিয়া প্রজ্ঞাবানের অগ্রগণ্য, নিয়মী ও বিনয়ী ইঁহাকে কুশললাভের জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। কালক্রমে ইনি শাক্য মুনির শিষ্যত্বলাভ করিয়া মৌদগল্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরূপে বিখ্যাত হইবেন। ইনি অন্য জন্মে এক দরিদ্র কর্মচারী হইয়াছিলেন, কোন মহর্ষি দয়াপূর্বক ইঁহাকে পাত্র ও চীবর দান করায় ইনি অতুল প্রভাববান হইয়া ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পল্লব

শ্রোণকোটিকর্ণাবদান

পুণ্যাতিশয়জনিত অভ্যুদয়ের কি অনির্বচনীয় পরম অক্ষয় প্রভাব। উহা জন্মান্তরেও শুভকর্মের সাক্ষীরূপে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইয়া চিহ্নস্বরূপ হয়।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে রমনীয় জেতকাননে অনাথপিণ্ডদ নামক আরামে ভগবানের বিহারকালে বাসবগ্রামে বলসেন নামক এক গৃহস্থ বাস করিতেন। ছায়াসম্পন্ন বৃক্ষ যেরূপ ফলদ্বারা লোকের আশা পূরণ করে, তদ্রূপ ইনিও প্রার্থিগণের আশা পূরণ করিতেন। কালক্রমে পুণ্যবলে তদীয় পত্নী জয়সেনার গর্ভে মূর্তিমান উৎসবসদৃশ, কমললোচন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বালকের কর্ণে রত্নদীপের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি স্বভাবজাত একটি কর্ণিকা হইয়াছিল। হেমকোটি শত দ্বারাও তাহার মূল্যের তুলনা হয় না। ঐ গুণবান্ কুমার শ্রবণানক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন এবং রত্নকোটির তুল্যমূল্য কর্ণিকা দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম শ্রোণকোটিকর্ণ হইয়াছিল। নির্মলকান্তি, কমনীয় এবং সর্ববিধ কলাবিদ্যায় পরিপূর্ণ ঐ কুমার সকলেরই নিকট চন্দ্রের ন্যায় অমন্দানন্দদায়ক হইয়াছিল।

কুমার যুবাবস্থায় কুবেরসদৃশ সম্পত্তিশালী পিতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও এবং স্বভাবতঃ প্রিয়ম্বদ হইলেও বিষবর্ষী চন্দ্রের ন্যায় সাশ্রুনয়না জননীকে ভর্ৎসনা করিয়া রত্নলাভের জন্য বহু বণিকজনসহ দূরবর্তী দ্বীপান্তরে গিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া নির্জনে যাইতেছিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার কর্মবিপ্লববশতঃ নিজদল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার সহচর বণিকগণও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শোকবশতঃ শনৈঃ শনৈঃ স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কেবল ক্লেশই অর্জন করা হইল।

শ্রোণকোটিকর্ণ উত্তপ্ত মরুভূমি চিহ্নিত দক্ষিণ দিকে গিয়া কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ বাপীতে অবগাহন করিবার মানস করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি প্রচুর ধন সত্ত্বেও যে ধনার্জনের জন্য উদ্যম করিয়াছি সেই দুর্নয়

জন্যই আমার এত ক্লেশই ফললাভ হইল। অহো মনুষ্যগণের সন্তোষ না থাকায় ধনার্জনে আগ্রহ হয়, তাহাতে সর্বপ্রকার অপবাদ ও মহাবিপদ উপস্থিত হয়। স্বর্ণাচল লাভ করিলেও ধনোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা যায় না। সংসারমধ্যে বাসনাভ্যাস জন্যই মনুষ্যের দ্বেষ ও মোহ হইয়া থাকে। অত্যন্ত প্রবাসজনক বলিয়া বিরসা এই প্রদীপ্ত বাসনাই ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া মরুভূমিতে যাইতে অভিলাষ উৎপাদন করে। হায়! মরুভূমিস্থিত মরীচিকা যেরূপ তৃষ্ণান্ধ কুরঙ্গগণের মোহ সম্পাদন করে আমারও সেইরূপ হইয়াছে। এইরূপ তৃষ্ণা, ঈদৃশ পরিশ্রম এবং এই প্রকার নির্জন প্রদেশ। কি করিব! কোথায় যাইব! চারিদিক প্রজ্বলিত দেখিতেছি।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সলিলাশায় শনৈঃ শনৈঃ চলিতে চলিতে মূর্তিমান্ আয়াসের ন্যায় একটি লৌহময় পুরী দেখিতে পাইলেন। সেখানে দ্বারদেশে বর্তমান, ভয়ের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় দৃশ্যমান, যমের ন্যায় ভীষণাকার ও রক্তলোচন একটি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকট জলের জন্য প্রার্থনা করিলেও যখন সে কিছুই বলিল না তখন তিনি স্বয়ং পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেতলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দগ্ধকাষ্ঠসন্নিভ, ধূলিধূসর, উলঙ্গ ও অস্থিচর্মাবশিষ্ট প্রেতগণকে দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে জলাভাবে পীড়িত কিন্তু তাঁহার নিকটেই প্রেতগণ জল চাহিতে লাগিল তাহাতে তিনি নিজ দুঃখবিস্মৃত হইয়া তাহাদের দুঃখে অধিকতর দুঃখিত হইলেন। তিনি তীব্র তৃষায় আতুর ও আর্তপ্রলাপী প্রেতগণকে বলিয়াছিলেন যে, এই দুর্গম মরুভূমিতে আমি কোথায় জল পাইব। তোমরা কে এবং কি কর্মফলে এইরূপ দুঃসহ কষ্টে পতিত হইয়াছ। তোমাদের কোনরূপ প্রতিকার করিতে না পারিয়া আমিও কষ্ট পাইতেছি।

প্রেতগণ তাঁহাকে বলিল যে আমরা মনুষ্যবিরুদ্ধ কর্মদ্বারা মোহ সঞ্চয় করিয়া এই বিপদ সংকটে পতিত হইয়াছি। আমরা অধিক্ষেপ দ্বারা এবং পরের ধৈর্য্যনাশক বিষদিগ্ধ নারাচসদৃশ বাক্য দ্বারা সুজনগণের হৃদয়ে নির্দয়ভাবে শল্য বিদ্ধ করিয়াছি। আমরা নিতান্ত ঈর্ষাপর অনার্য। মানিগণের মাননাশেই আমাদের আগ্রহ ছিল। আমরা কখনও দান করি নাই। অন্যের ধন হরণ করিয়াছি। আমাদের চিত্তে সতত হিংসা থাকিত। আমরা দেহ দ্বারা অনেক বিকৃত কর্ম করিয়াছি। পরের দারাপহরণও করিয়াছি। এইরূপ কুহকাসক্ত ও ক্ষুদ্রকর্মে সুদক্ষ আমরা এখন এই ঘোর প্রেতনগরে ক্লেশপাত্র হইয়াছি।

শ্রোণকোটিকর্ণ তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অন্তস্থানেও তথাবিধ অনভিপ্রেত প্রেতগণকে দেখিয়া করুণাকুল হইয়াছিলেন। তিনি পুণ্যবলে সেই দুর্গম প্রেতপুরী হইতে নির্গত হইয়া বিমল ও শীতল ছায়াসম্পন্ন বনপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইলেন। বোধ হইল যেন বহুদূর পথ অতিক্রম করায় পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সূর্য পর্বত হইতে পতিত হইলেন। চতুর্দিকের প্রকাশকারক দিন পুণ্যের ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সম্মোহমলিন পাপের ন্যায় ঘোর অন্ধকার উদিত হইল। তৎপরে শীতাংশু চন্দ্র কারুণ্যবশতঃ জ্যোৎস্নারূপ অমৃতশলাকা দ্বারা উজ্জ্বল তারামণ্ডিত জগন্নেত্রকে অন্ধকারশূন্য করিলেন। তখন ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গগণ নিঃশব্দ হইলে নলিনীগণের বিকাশসম্পদ মুদ্রিত হইল। বোধ হইল যেন তাহারাও নিদ্রিত হইল। সুধাকর দিন ও যামিনীতে ক্ষয় ও উদয়রূপ পরিবর্তন দ্বারা বহুবিভ্রম প্রদর্শন করিয়া যেন হাস্য করিতেছিলেন। নেত্রের আনন্দজনক, সুধাবর্ষী, সুখস্পর্শ ও দিগ্বধূগণের আদর্শসদৃশ এবং মূর্তিমান্ হর্ষের ন্যায় সুধাকর উদিত হইলে শ্রোণকোটিকর্ণ সম্মুখে উজ্জ্বলাকার একটি বিমান দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে যেন স্বর্গভূমি কৌতুকবশতঃ পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

তিনি ঐ বিমানে চারিটি সমদা দেবকন্যা দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রোদয় জনিত আনন্দবশতঃ বিহারবাসনায় যেন দিগ্বধূগণ একত্র সঙ্গত হইয়াছিলেন। ঐ চারিজন দেবকন্যার মধ্যে একটি সুন্দরাকার পুরুষকেও দেখিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যেন তরুণ প্রেমরাশি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহার রত্নময় কুণ্ডল, কেয়ূর ও কিরীটের অংশুধারা দিঙ্মুখে আশ্চর্য ও অসীম রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছিল। শ্রোণকোটিকর্ণ তাঁহার সেই অদ্ভুত সম্ভোগ ও সুখসম্পদ দেখিয়া তদীয় পুণ্যবৃক্ষের ফলসম্পদ স্ফীত হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন।

অনন্তর তিনি সুস্বাদু পানীয় দান দ্বারা প্রীতিপূর্বক অতিথি সৎকার করিলেন। শ্রোণকোটিকর্ণ সেই রাত্রি তথায় সুখে অতিবাহিত করিলেন। তৎপরে প্রাভাতিকী প্রভা তারকাকুসুমকে অপসৃত করিয়া অনিত্যতার ন্যায় চন্দ্রের শোভারও পরিক্ষয় করিলেন। রাত্রি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং ভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ এবং সমস্ত প্রাণীর সুখদুঃখের একমাত্র সাক্ষী ভানু উদিত হইলে ঐ বিমান ও দেবকন্যাগণ ক্ষণকাল-মধ্যেই অদৃশ্য হইল এবং ঐ পুরুষ নিষ্প্রভ হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল। তৎপরে ত্রিলোকের শাপ ও পাপজনিত অখিল ক্লেশরাশির ন্যায় অতিভীষণ একদল কুক্কুর আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। কুক্কুরগণ তাহার গ্রীবামুখ হইতে

আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাংস আকর্ষণ পূর্বক মত্ত হইয়া রুধির মাংস ভক্ষণ করিলে ঐ পুরুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। দিনান্তে পুনরায় সেই বিমান আবার আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেই চারিটি অপ্সরা এবং সেই কান্তিমান পুরুষকেও তথায় দেখিতে পাইলেন।

তৎপরে শ্রোণকোটিকর্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখে, একি আশ্চর্য দেখিতেছি বল। তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিমানস্থ পুরুষ তাঁহাকে বলিলেন। বয়স্য শ্রবণ কর। আমি তোমাকে জানি। তোমার নাম শ্রোণকোটিকর্ণ। তুমি পুণ্যবান। আমি বাসবগ্রামে দুষ্কৃতি পশুপালক ছিলাম। আমি পশুগণের মাংস কর্তন করিয়া বিক্রয় করিতাম। একদিন করুণানিধি আর্য কাত্যায়ন পিণ্ডপাতের জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন। হিংসাকারী জনগণের নিজশরীরে দুঃসহ হিংসাময় ক্লেশ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় স্বয়ং পতিত হয়। এইরূপে কৃপালু কাত্যায়ন কর্তৃক নিবারিত হইয়াও নিতান্ত অনার্য আমি যখন পাপকার্য হইতে বিরত হইলাম না তখন তিনি পুনশ্চ আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি নিতান্তই তুমি নির্দয় হইয়া দিবাভাগে হিংসা কর তাহা হইলে রাত্রিকালে আমার নিয়মানুসারে শীলসমাদান অর্থাৎ সদাচরণ গ্রহণ কর। সর্বপ্রাণীর হিতৈষী কাত্যায়ন এই কথা বলিয়া যত্নপূর্বক আমাকে শীলসমাদনময়ী বুদ্ধি প্রদান করিলেন।

কালক্রমে আমি কালের বশগত হইয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছি। দিবারাত্রি আমি তপ্তাঙ্গারবর্ষ ও সুধাবর্ষে কীর্ণ হইতেছি। রাত্রিকালে শীলসমাদানের ফল ও দিবাভাগে হিংসার ফল পাইতেছি। পুণ্য ও পাপ উভয়েরই ফল সুখ ও দুঃখরূপে আসিতেছে। হে সখে, আমি পাপাচারী আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বদেশে গমনপূর্বক আমার বাক্যানুসারে নির্জনে আমার পুত্রকে বলিবে যে, আমার গৃহকোণে একটি স্বর্ণপূর্ণ পাত্র প্রোথিত আছে সেইটি উদ্ধৃত করিয়া পাপবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক প্রতিদিন পিণ্ডপাত দ্বারা আর্য কাত্যায়নকে পূজা করিবে। শ্রোণকোটিকর্ণ তৎকর্তৃক বিনয়সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

পরে যাইতে যাইতে তিনি পুনর্বার আরও একটি দিব্য বিমান দেখিতে পাইলেন। বিমানটি রত্নপদ্ম ও লতায় শোভিত থাকায় দ্বিতীয় নন্দন কাননের ন্যায় সুন্দর ছিল। ঐ বিমানে প্রভাতকালে দিব্যস্ত্রীসঙ্গত মূর্তিমান্ অনঙ্গের ন্যায় একটি রত্নভূষিত পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। সেই পুরুষও সেইরূপ প্রীতিসহকারে

তাঁহার অতিথি সৎকার করিয়াছিল। তিনি সেইদিন সেখানেই যাপন করিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার পক্ষে ক্লেশমধ্যে সুধাময় হইয়াছিল। অনন্তর পদ্মিনীপতি সূর্য আকাশরূপ বিমান হইতে পতিত হইলে ঘোর দুঃখময় অন্ধকাররাশি দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইল। তৎপরে নিশাপতি অতি শীতল জ্যোৎস্না বিকীরণ করিতে করিতে পাণ্ডুরোগীর ন্যায় ক্রমে গৌরবর্ণ হইয়া দেখা দিলেন। রাত্রিরূপ রাক্ষসী কর্তৃক সুকুমার দিবালোক ভক্ষিত হইলে তদীয় কপালখণ্ড সদৃশ শশী সকলের নয়নগোচর হইল। ক্রমে চন্দনচর্চাসদৃশ চন্দ্রিকা দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইলে সেই বিমান এবং সেই স্বর্গাঙ্গনাগণ কোথায় চলিয়া গেল। তখন সেই পুরুষও বিমান হইতে পতিত হইল এবং একটা ভীষণাকার শতপদী সর্প আবর্ত দ্বারা ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিল। ঐ শতপদী তাহার মস্তকে গর্ত করিয়া মস্তিষ্ক ও শোণিত ভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার মস্তক ফাঁপা করিয়া দিল। অনন্তর এই বীভৎস কাণ্ড দর্শনে ক্লেশবশতঃ যেন তারকাগণ ক্রমে নিমীলিত হইলে এবং সোচ্ছাসবদন দিন অরুণকিরণে আচ্ছন্ন হইলে পুনর্বার সেই দিব্যবিমান এবং সেই কামিনী প্রাদুর্ভূত হইল। এবং সেই যুবা পুরুষও অদ্ভুত দেহ ও রত্নাভরণে ভূষিত হইল।

শ্রোণকোটিকর্ণ অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি বাসবগ্রামবাসী মনসানামক ব্রাহ্মণ। মদীয় এক প্রতিবেশীর তরুণী পত্নী মলয়মঞ্জরী স্বৈরচারিণী হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। আমি পরদারাসক্ত এবং মেষবুদ্ধি হইয়াছিলাম। বিষয়গ্রামে নিমগ্ন আমার সমগ্র বুদ্ধিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য কাত্যায়ন আমাকে পাপাচারী ও চৌরকামুক জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ নির্জনে আমাকে বলিয়াছিলেন, রূপানুরাগবশতঃ পরাঙ্গনার অঙ্গসংসর্গ জনিত প্রীতি উদ্দেশে কামাগ্নিতে পতিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইও না। হায়! অনুরাগাসক্ত ও পতনের জন্য প্রমাদবান্ কামী ও হিংসকগণের কেবল পরদারেই আদর হয়। স্বাপ, কম্প ও পৃথুশ্রমে বিহ্বল, গৃধ্রসদৃশ, অঙ্গনার মুখ ও নখ দ্বারা ক্ষতদেহ এবং পরবধূর প্রতি স্পৃহাবান্ জনগণের কেবল রোমাঞ্চজনক নরকেই কামনা হয়। অতএব বৎস এই কুৎসিত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হও। ইহাতে পাপ হয়। অশুচি স্পর্শে কুকুরদিগেরই রতি হইয়া থাকে।

এইরূপে আর্য কাত্যায়ন কৃপাপূর্বক নিষেধ করিলেও মলিন বুদ্ধিবশতঃ আমি অনিবার্য অনুরাগে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করি নাই। তৎপরে কাত্যায়ন

আমি বিরত হই নাই জানিয়া আমার হিতার্থে উদ্যত হইয়া আমাকে শীলসমাদানরূপ দিনচর্যা দান করিলেন। দিনে শীলসমাদান করায় এবং রাত্রিকালে পরস্ত্রী সঙ্গমবশতঃ পুণ্য ও পাপজনিত এই সুখ দুঃখময়ী অবস্থা হইয়াছে। তুমি বাসবগ্রামে গিয়া আমার পুত্রকে বলিবে যে আমি অগ্নিশালাতে গূঢ়ভাবে স্বর্ণ রাখিয়াছিলাম। তাহা উদ্ধার করিয়া আর্য কাত্যায়নকে পূজা করিবে এবং তাঁহার বৃত্তি করিয়া দিবে। তৎকর্তৃক প্রণয়সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া শ্রোণকোটিকর্ণ চলিয়া গেলেন।

যাইতে যাইতে সম্মুখে রত্নবিমানগতা এক দিব্যললনাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ললনা লাবণ্যরূপ দুগ্ধাব্ধি হইতে অনায়াসে উদ্গতা লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরাকৃতি ছিল। তাহার বিমানের চারিটি পদে অতিদুর্দর্শ ও স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ প্রেতচতুষ্টয় দেখিয়াছিলেন। সেই ললনাও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্নিগ্ধ বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ পূর্বক তাঁহাকে দেবোচিত সরস পান ও ভোজন দিয়াছিলেন। তিনি ভোজন করিতেছেন এমন সময় প্রেতগণ দৈন্যসহকারে সঙ্কেত দ্বারা যাচ্ঞা করিলে তিনি কৃপাপূর্বক কাককে যেমন পিণ্ড দেয় সেইরূপ তাহাদিগকে দিয়াছিলেন। একজনের পিণ্ড বুষ হইল। অন্যের পিণ্ড লৌহ হইয়া গেল। তৃতীয়জনের পিণ্ড তাহার নিজমাংস হইল এবং চতুর্থজনের পিণ্ড পূয় হইয়া গেল।

তিনি প্রেতগণের এইরূপ ভাব ও কষ্ট-চেষ্টা দেখিয়া কৃপাবশতঃ মুখকান্তিদ্বারা পদ্মের মলিনতাকারিণী ঐ ললনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে মৃগনয়না ললনা বলিয়াছিলেন যে, হে শ্রোণকোটিকর্ণ, তুমি ইহাদিগকে দান করিলেও তাহা দ্বারা ইহাদের তৃপ্তি হয় না। আমি বাসবগ্রামবাসী নন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের ভার্যা আমার নাম সুনন্দা সেই ব্রাহ্মণ নন্দ এই বিমানের পূর্বপাদ অবলম্বন করিয়া আছে। নিষ্ঠুর নামক আমার পুত্র দ্বিতীয় পাদে বদ্ধ রহিয়াছে। দাসী ও স্নুষা পশ্চাদভাগের পাদদ্বয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। পূর্বে নক্ষত্রযোগে পূজাকালে আমি ভোজ্যোপহার সজ্জীকৃত করিয়া রাখিলে আর্য কাত্যায়ন আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া পিণ্ডপাতদ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছিলাম। তিনিও কান্তিদ্বারা দিঙ্মুখের প্রতি বৈমল্যানুগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে এই আমার পতি স্নান করিয়া আগমন করিলেন। আমি তাঁহার প্রমোদের জন্য কাত্যায়নের পিণ্ডপাতের কথা বলিলে ইনি তাহা শ্রবণ করিয়া কোপবশতঃ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এখনও পূজনীয়দিগের পূজা হয় নাই তুমি কেন বুষার্হ, বিশিখ, শঠ শ্রমণকে পূজা করিলে।

ইনি মোহবশতঃ এই কথা বলিলে পর এই পুত্রও আমাকে বলিয়াছিল পাকের প্রথম বস্তু ভোজনের অযোগ্য হইয়াও সে যে ভোজন করিয়াছে ইহা কি তাহার লৌহগুড় ভোজন করা হয় নাই; এই স্নুষা সততই পূর্বে ভক্ষণ করিত, আমি সেই কথা বলিলে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, সে যদি খাইয়া থাকে তাহা হইলে নিজমাংস ভক্ষণ করিয়াছে। এই দাসী ভোজ্যদ্রব্য চুরি করিয়া ব্যয় করিত আমি তিরস্কার করায় পূয় শোণিত ভক্ষণ করি বলিয়া শপথ করিয়াছিল। এখন ইহারা প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিজের বাক্যসদৃশ ইহাদের মুখ হইয়াছে। আমি আর্য কাত্যায়নের প্রসাদে দিব্য ভোগ সম্ভোগ করিতেছি। তুমি স্বদেশে গিয়া আমার কন্যাকে বলিবে যে, তাহার পিতার গৃহে চারিটি স্বর্ণনিধান আছে। তাহা উদ্ধার করিয়া যথাযোগ্য কর্ম করিয়া স্বজনের স্থিতি করিবে এবং পিতার ভ্রাতা কাত্যায়নকে সর্বদা পূজা করিবে। অতএব হে শ্রোণকোটিকর্ণ, তুমি দেশে যাও শ্রম ত্যাগ কর তুমি গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছ দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।

তাহাকে এই কথা বলিয়া ঐ প্রেতচতুষ্টয়কে আদেশ করিয়া মুহূর্তকাল মধ্যেই নিদ্রিত শ্রোণকোটিকর্ণের স্বদেশগমন করিয়া দিলেন। তিনিও সহসা স্বদেশের উদ্যানকানন হইতে উত্থিত হইয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহার বিয়োগ-শোকে অন্ধ হইয়াছেন। দেবালয়ে ভিক্ষু, দ্বিজ ও অতিথিগণ পূজিত হইতেছিলেন এমন সময় তিনি নিজ পিতৃগৃহ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ও অনিত্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি স্নেহ ও অনুরাগ পরিত্যাগপূর্বক সেইখানে বসিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন। অহো, এই নিরন্তরা মোহনিদ্রা দিবারাত্রি স্বপ্ন ও মায়াবিলাসদ্বারা অদ্ভুত বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে। মাতা জন্মের পথ প্রদান করেন। পিতা বীজবপনকারী পক্ষিস্বরূপ। এই দেহ পান্থগণের পূজার আসন। এ কিরূপ নিয়ম সমাগম বুঝিতে পারি না। সংসার আকাশে পরিভ্রমণশীলা ও আঞ্চনকান্তিদ্বারা দিগন্তের উজ্জ্বলতাকারিণী লক্ষ্মী বিদ্যুতের ন্যায় চপল। এই দেহ ক্ষয় ও ভয়ের আশ্রয় এবং জরা, রোগ ও উদ্বেগের দ্বারা সতত সঙ্কত। ইহাতেও লোকের বৈরাগ্য হয় না। স্বজনগণের মঙ্গল লাভের জন্য লক্ষ্মীর উদ্দেশে আমি এই অঞ্জলি বদ্ধ করিলাম। দাক্ষিণ্যবশতঃ লক্ষ্মী ক্ষমা করুন। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রব্রজ্যাই আমার প্রিয়া।

তিনি এরূপ চিন্তা করিয়া পিতা ও মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদের লোচন লাভ করাইয়া শান্তিধাম বিশুদ্ধ ধর্মপথে বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলেন। তিনি

সার্থভ্রষ্ট হইয়া বহুকাল পরে আসিয়াছেন এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার সত্ত্ববিভব লুপ্ত না হওয়ায় স্বজনেরও কৃপাস্পদ হন নাই। ইনি সংসার ক্লেশে বিহ্বল ইঁহার প্রতি অনুকম্পা করুন। সম্পদ সম্পর্কে নিস্পৃহ সাধুজন কাহার কৃপাপাত্র না হন।

অনন্তর পশুপালক বিপ্রপত্নীর সংবাদ যথাকথিতরূপে তাহাদিগকে বলিয়া এবং কনকপ্রাপ্তি দ্বারা তাহাদের প্রত্যয় করাইয়া কাত্যায়নসকাশে গমনপূর্বক শান্তিসম্পন্ন হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা মুগ্ধজনের বিষাদজনক তাহাই ধীমানের সন্তোষকর হয়। তৎপরে তিনি বিশদ স্রোতঃপ্রাপ্তিফল এবং ক্রমে সকৃদাগামি, অনাগামি ও অর্হৎফল প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈধাতুক, বীতরাগ, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমজ্ঞানবান্ আকাশপাণি তুল্য এবং অসি ও চন্দনে সমজ্ঞানবান্ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি কাত্যায়নের আজ্ঞানুসারে শ্রাবস্তীনগরীতে জেতবন নামক বেণুকাননে অবস্থিত ভগবান্‌কে দেখিতে গিয়াছিলেন।

তথায় ভগবান্‌কে প্রণিপাত করিয়া ভগবৎপ্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আপনি ধর্মকায় ধারণ করিয়া আমাদের শ্রোত্রপথে অনুভূত হইয়াছেন। অধুনা পুণ্যবলে রূপকায়ে আপনাকে দেখিতেছি। বহুপুণ্যলভ্য এই দর্শনামৃত পান করিয়া যাহারা তৃপ্তিলাভ করে না তাহারা নিতান্ত বঞ্চিত। আপনি নিজে নিস্পৃহ হইলেও আপনার মূর্তি কাহার স্পৃহা উৎপাদন না করে। আপনি নির্লিপ্ত হইলেও আপনার দৃষ্টি সকলকেই হর্ষলিপ্ত করে। ইহা বড়ই আশ্চর্য। আপনার কথা, আপনার চিন্তা, আপনার দর্শন ও আপনার সেবা এই সকলই কুশলমূলের স্ফীত ফলস্বরূপ।

ভগবান্ এই কথা শুনিয়া প্রসাদ দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানের আদেশে সমারাম নামক বিহারে গমন করিয়াছিলেন। ভগবানও তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া মধুর ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বাধ্যায়ের প্রশংসা করিতেন। ভিক্ষুগণ শ্রোণকোটিকর্ণের এইরূপ প্রশমসম্পদ দেখিয়া ভগবান্‌কে পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, পুরাকালে বারাণসীতে কাশ্যপনামক নির্বাণ ধাতু সম্যক্ সম্বন্ধ সমস্ত কর্মক্ষমবশতঃ পরিনির্বৃত হইলে কৃকি নামক রাজা রত্ন দ্বারা চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। চৈত্যটি যেন তাঁহার পুণ্যরাশি প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং স্বর্গ হইতে আসিয়া উদ্গত হইয়াছিল। ঐ চৈত্যের স্থপতি-সংস্কার শীস্কার শীর্ণ হইলে কৃকিপুত্র রাজ্যলাভ করিয়া লোভবশতঃ ঐ চৈত্যে রক্ষিত ধন প্রদান করেন নাই। অতঃপর একদিন উত্তরাপথ হইতে সমাগত একজন ধনী

সার্থবাহ ঐ চৈত্যের জন্য পৃথিবীর তুল্যমূল্য একটি কর্ণভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় আসিয়া প্রচুর ধন প্রদানপূর্বক ঐ সার্থবাহ প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন পুণ্যবান্ হন। তিনিই এই শ্রোণকোটিকর্ণ পুণ্যবলে মহৎপদপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই জন্যই ইনি কর্ণভূষন লক্ষণান্বিত হইয়াছেন। ইনি প্রস্থানসময়ে মাতাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলেন এজন্য ইহার মহাপরিশ্রম হইয়াছিল। সৎকর্মরূপ শুভ্রবর্ণ মহৎবস্ত্রের মধ্যে অসৎকর্মরূপ সামান্য মাত্র কালিমাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সৎকার্য সমন্বিত সত্ত্বোৎসাহ, প্রবাসসহিতা ধৃতি, বিষমতরণ বিষয়ে সেতুস্বরূপ বীর্য, বিপদে অধিক কৃপা এবং পর্যন্তকালে শান্তিসমন্বিতা প্রসাদময়ী বুদ্ধি এ সমস্তই পুণ্যপ্রাপ্তির মহাফলশালিনী পরিণতি।

বিংশ পল্লব

আম্রপাল্যবদান

দ্বিজিহ্ব অর্থাৎ খলজনের সংসর্গে জীবিকা কিরূপে হইতে পারে ? বহুলোক প্রধান হইলে কিরূপে সুখ হইতে পারে ? কর্মবন্ধনে বদ্ধ হইলে কিরূপে নিজশক্তি থাকিতে পারে ? এইরূপ প্রজ্ঞার উৎকর্ষ হইলেও কোনোরূপেই অপায় হয় না।

বিদেহদেশে মিথিলানগরে জলসত্ত্ব নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার ভুজরূপ ভুজঙ্গের উপর সমগ্র পৃথিবীর ভার অবস্থিত ছিল। ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তিশালী এই রাজার খণ্ডনামে একজন মহামাত্য ছিলেন। ইনি সর্বপ্রকার সন্ধিবিগ্রহাদি ষাড়্-গুণ্যের পরিজ্ঞানবিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। ইনি ভালরূপ নীতিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য ইঁহার প্রতি গৌরবপ্রদর্শনার্থ রাজা স্পষ্টতঃ কোনো রাজকার্যই দেখিতেন না। সমস্ত প্রজাগণ কার্য্যবশতঃ ইঁহারই মুখাপেক্ষী ছিল। জলপ্রবাহ যেরূপ বার্যমাণ হইলেও গতানুগতিকতানিবন্ধন ক্রমশই বর্ধিত হয়, স্বজনের কার্যভারও তদ্রূপ বর্ধিত হয়। সমস্ত রাজ্যই মন্ত্রিবর খণ্ডের আয়ত্ত দেখিয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণ মাৎসর্যবশতঃ মিলিত হইয়া তাঁহার বিনাশের বিষয় চিন্তা করিয়াছিল। ভেদনিপুণ মন্ত্রিগণ রাজার গৃহে প্রবেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ খণ্ডের প্রভাববিস্তারে অনিষ্টাশঙ্কা বর্ণনা করিত। রাজা তাঁহাদের বাক্যে শঙ্কিত হইয়া ক্রমে খণ্ডের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। অবলা, বালক ও রাজা বর্ণনাবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে। অবিশেষজ্ঞ চপল রাজগণ কাকের ন্যায় সর্বদা শঙ্কিতস্বভাব। ইঁহারা অশঙ্কনীয় হইতেও শঙ্কিত হয় এবং শঙ্কাস্পদেও শঙ্কিত হয় না।

অমাত্যপুঙ্গব খণ্ড প্রভুর বিরক্তিচিহ্ন দেখিয়া সশঙ্ক হইয়াছিলেন এবং নিজ পুত্র গোপ ও সিংহকে ধীরভাবে বলিয়াছিলেন, রাজা খল ও ধূর্তগণের কথায় আমার প্রতি বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। আমি হৃদয় বিদারণ করিয়া দেখাইলেও তিনি প্রত্যয় করেন না। প্রভু বিরক্ত হইয়া আলাপ, দর্শন ও কথাশ্রবণ পর্যন্ত স্থগিত করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষের সেকের ন্যায় আমার পক্ষে শিথিল হইয়াছেন। পিশুনজন কর্তৃক প্রেমের ভেদ সম্পাদিত হইলে, তাহার আর সংযোজনা হয় না।

মণি পাষাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার আর পুনরায় সংশ্লেষণ করা যায় না। রাজরূপ চন্দনবৃক্ষ গুণবান্ ও প্রয়োজনকারী হইলেও যদি খলরূপ সর্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহা আশ্রয়নীয় নহে। নৃপরূপ নিধানের প্রার্থী লোক ঘোর বিদ্বেষবিষে পরিপূর্ণ খলরূপ সর্পের আঘাতে বিহ্বল হইয়া কিরূপে মঙ্গল লাভ করিবে। অতএব আমরা এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। রাজার বিদ্বেষ দোষে শঙ্কাশল্যময় এদেশে থাকিবার প্রয়োজন কি? বিশালানগরীতে দক্ষ, রক্ষাক্ষম শূর প্রভৃত ধনবান্ এবং সুসংযত সজ্জনগণ বাস করেন। সেখানে বাস করাই আমার অভিপ্রেত।

অমাত্য খণ্ড এই কথা বলিলে, তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাহাই অনুমোদন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া অনুচরগণসহ উদ্যানবিহার ভান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহার প্রয়াণকথা জানিতে পারিয়া নিবর্তনের জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহাকে আর পান নাই। পরিত্যক্ত বস্তুর পুনরায় লাভ হয় না। মূর্খগণ সজ্জনের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া সে সময়ে তাহাদেব দ্বারা বিমোহিত হয়। পুনবার তাঁহাদিগকে প্রার্থনা করিলে কেহই কৃতকার্য হইতে পারে না।

ধীমান্ অমাত্য খণ্ড তাঁহার গুণাকৃষ্ট বিশালানগরীবাসী জনগণকর্তৃক প্রণয়াচার দ্বারা পূজিত হইয়া সঙ্ঘমুখ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঐ পুরবাসী জনগণ ইঁহার বুদ্ধিপ্রভাবে শ্রীমান্ হইয়াছিল এবং কখনও অন্যায়াচরণ করিয়া পরাভব প্রাপ্ত হয় নাই। কালক্রমে খণ্ডের কনিষ্ঠপুত্র সিংহের চৈলানামে একটি গুণবতী কন্যা এবং উপচৈলা নামে আর একটি সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাদ্বয়ের জন্মকালেই একজন বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, চৈলার পুত্র একজন পিতৃঘাতী রাজা হইবে এবং উপচৈলার পুত্র গুণবান্ ও সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত হইবে। অতিগর্বিত খণ্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপ শৌর্য প্রকাশ করিয়া গণাধিষ্ঠান উদ্যানের বিমর্দন করায় সে সকলের বিদ্বেষপাত্র হইয়াছিল। খণ্ডের পুত্র বিদ্বেষপাত্র হইলেও তাহার পিতার প্রতি গৌরববশতঃ বিশালানগরীর প্রান্তভাগে দুই ভাইকে দুইটি জীর্ণ উদ্যান দেওয়া হইয়াছিল। একজন সেখানে সুকৃতানুসারে একটি সুগতপ্রতিমা স্থাপন করিয়াছিল এবং অপর ভ্রাতা ভুবনাভরণস্বরূপ একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করিয়াছিল। অতঃপর মন্ত্রী খণ্ড বলগর্বিত নিজপুত্র গোপকে সঙ্ঘগণের কোপভয়ে প্রত্যন্তমণ্ডলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে মন্ত্রিবর খণ্ড স্বর্গগামী হইলে, সঙ্ঘগণ তদীয় কনিষ্ঠপুত্র সিংহের সাধুতাবশতঃ তাহাকেই

ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। গোপ সঙ্ঘগণ কর্তৃক বিমানিত হইয়া পৈতৃক পদ না পাওয়ায় ঐ দেশে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া দেশত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বরং কণ্টকাকীর্ণ ও ব্যাঘ্রাধিষ্ঠিত বনে বাস করা ভাল, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী বহু প্রভু দ্বারা পরিচালিত বিশৃঙ্খল স্থানে থাকা উচিত নহে। সঙ্ঘগণের প্রত্যেকেরই মত ভিন্ন এবং কার্য্যকলাপও ভিন্ন। কিরূপে সকলকে আরাধনা করা যায়? একজনের যাহা অভিপ্রেত তাহাতে অন্যের অভিরুচি হয় না।

অভিমানী মন্ত্রিপুত্র গোপ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজগৃহ নগরে গমনপূর্বক গুণগ্রাহী রাজা বিম্বিসারকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রীতি-সহকারে রাজাকর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র হইয়াছিলেন। গুণসঙ্গতি চিরকালই রুচিকর হয়। অতঃপর রাজা বিম্বিসারের ভার্যা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্ গোপ রাজাকে বিয়োগসন্তপ্ত বুঝিয়া নিজ ভ্রাতৃকন্যা উপচৈলাকে তাঁহার বিবাহযোগ্যা বধূ বিবেচনাপূর্বক রাজার আদেশানুসারে গূঢ়ভাবে বৈশালপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। বৈশালিকগণ পূর্বেই স্বদেশে নিয়ম করিয়াছিল যে, এই কন্যা সঙ্ঘগণেরই উপভোগ্যা হইবে। কাহাকেও দান করা হইবে না। ঐ পুরে দ্বাররক্ষার জন্য যক্ষস্থানে একটি ঘণ্টা লম্বমান করিয়া ঝুলান ছিল। ঐ ঘণ্টা অন্য কাহারও পুরপ্রবেশকালে মহা শব্দ করিত। গোপ পুরে প্রবেশ করিয়া গূঢ়ভাবে উদ্যানচারিণী উপচৈলাকে আনয়ন করিতে গিয়া অবশেষে চৈলাকে পাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ঘণ্টাশব্দবশাৎ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত বীরপুরুষগণকে হত্যা করিয়া চৈলাকে গ্রহণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া রাজা বিম্বিসারের নগরে আসিয়াছিলেন।

তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, এই দেবকন্যাটি পাইয়াছি, কিন্তু দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন যে, ইহার গর্ভজাত পুত্র পিতৃহন্তা হইবে। অতএব মহারাজ এ কন্যাটি আপনার মহিষী হওয়া উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে প্রজাগণের সকল সম্পদ্ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তিনি এই বলিলে পর, রাজা কন্যাটি দেখিয়া ও তাহার মুখশ্রী দ্বারা কর্মসূত্রের ন্যায় নিরুদ্ধ হইয়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রাজা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র পিতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহা কি কেহ কখন কোথায়ও দেখিয়াছে। যদি আমার পুত্র হয়, তাহা হইলে আমি নিজেই তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।

রাজা এই কথা বলিয়া কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। কৃতকর্মের

তরঙ্গনির্মাণবিষয়ে বুদ্ধির কিছুই সামর্থ্য নাই। এইরূপে ভোগাসক্ত রাজার কালক্রমে ঐ কন্যাগর্ভে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। জ্যোতিষ্কচরিতে সেই পিতৃদ্রোহী পুত্রের চরিতকথা বলা হইয়াছে। তপোবনবর্তী মৃগের প্রতি মৃগয়া করিতে আসক্তিবশতঃ রাজার প্রতি এই প্রকার মুনিশাপ পুত্রাকারে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইত্যবসরে বৈশালিকগণের অগ্রগণ্য মহান আম্রবনে কদলীস্কন্ধ হইতে নির্গতা একটি কন্যাকে পাইয়াছিল। ঐ কমনীয়া কন্যা মহানের গৃহেই বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে বিপুলা প্রীতি এবং কন্যাদানচিন্তাও হইয়াছিল। বন্ধুগণ প্রীতিবশতঃ ঐ কন্যার নাম আম্রপালী রাখিয়াছিল। ক্রমে ঐ কন্যা বাল্য উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন প্রাপ্ত হইল। পিতা ঐ কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, বৈশালিকগণ তাহাদের পূর্বকৃত নিয়ম অর্থাৎ "কন্যা সঙ্ঘগণের উপভোগ্যা হইবে" এই নিয়মের ব্যতিক্রম সহ্য করিল না। কন্যাটি দুঃখসন্তপ্ত নিজ পিতার নিকটে আসিয়া বলিল যে, যদি এইরূপ নিয়ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি গণেরই ভোগ্যা হইব। কিন্তু আমি স্বস্থানেই থাকিব এবং একজন থাকিতে অন্যের প্রবেশ হইবে না। প্রত্যহ পাঁচশত কার্ষাপণ আমার পণ নির্দিষ্ট রহিল। সপ্তাহ অন্তর আমার গৃহে বিচয় অর্থাৎ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অন্য সময় নহে। আমার এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম যে করিবে, সে বধ্য হইবে।

ঐ কন্যার এইরূপ নিয়ম জানিয়া তাহার পিতার বাক্যানুসারে গণেরা তাহাই স্বীকার করিয়া আদরসহকারে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিল। তৎপরে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও আভরণে ভূষিতা ঐ কন্যা সুবর্ণময় প্রাসাদে সমারূঢ় হইয়া দিন নির্দেশ করিয়াছিল। অনন্তর যে সকল পণীকৃত কামী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐ কন্যার প্রভাবে ক্ষীণতেজ হইয়াছিল। তাহারা ভুজঙ্গ-বেষ্টিত চন্দনলতার ন্যায় ঐ কন্যাকে দেখিতেই সমর্থ হয় নাই, স্পর্শ করিতে পারা ত দূরের কথা। তৎপরে ঐ সুন্দরী কন্যা যৌবনেরও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার গুরুতর স্তনভারে যেন মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হইয়াছিল। তাহারা সেই অদ্ভুতরূপ কামসম্ভোগ রহিত হওয়ায় শ্বভ্রোৎপন্ন হেমলতার পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছিল। কন্যা কৌতুকাশা বিনোদনের জন্য নানাদেশ হইতে সমাগত চিত্রকর দ্বারা গৃহমধ্যে রাজগণের প্রতিকৃতি করাইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজগণের চিত্র বিধান করিয়া ঐ কন্যা বিম্বিসারের রূপই কন্দর্পের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা কন্যার মনোভাব উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কৌতূহলবশতঃ সেই চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল। সখে, প্রীতিলতার পক্ষে বসন্তস্বরূপ এই রাজাটি কে? ইহার সুধাময় কান্তি আমার লোচনদ্বয়ের অতিশয় প্রীতিপদ হইতেছে। কোন্ ধন্যা নারী ইহার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছে? সে নিশ্চয়ই উর্বশীর সৌভাগ্যগর্বকেও সংহার করিয়াছে।

কন্যা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রকর তাহাকে বলিয়াছিল, ইনি রাজা বিম্বিসার। ইঁন পুণ্যসম্পদের সারস্বরূপ। স্বর্গবাসী দেবগণ ইহার শৌর্য ও রূপের তুলনায় গ্রাহ্য হন না। বোধ করি, মন্মথও ইহার সম্মুখে মনোরথভাজন হন না। চিত্রকর এই কথা বলিলে, কন্যা ভূপালের দিকে লোচন নিক্ষিপ্ত করিয়া রহিলেন। তিনি সহসাই অভিলাষ কর্তৃক নূতন অভিমুখীকৃতা হইয়াছিলেন।

ইত্যবসরে রাজা বিম্বিসার নির্জন শৈবগৃহে কথাপ্রসঙ্গে হাস্যদ্বারা অধরকান্তি ধবলিত করিয়া গোপকে বলিয়াছিলেন, সখে! আমার মনে যাহা কিছু আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মিত্রের সহিত অবাধিত ও স্বচ্ছন্দ কথোপকথন সুধাবৎ মধুর হইয়া থাকে। শুনিতেছি যে বৈশালকগণ সেই রম্ভাগর্ভসমুদ্ভূতা রম্ভোরু কন্যাটিকে সাধারণভোগ্যারূপে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সে তেজস্বীর সহিত প্রণয়ের যোগ্য। তাহার প্রভাবে সকলেরই আশা বিনষ্ট হইয়াছে। এখনও মাতঙ্গ যেরূপ পদ্মিনীকে দূষিত করে, তদ্রূপ তাহাকে তাহারা দমিত করিতে পারে নাই। সেই অযোনিসম্ভূত স্ত্রীরত্নের নামশ্রবণেই কাহার মন আনন্দ ও কৌতুকরসে পরিপ্লুত না হয়। আমার মন ও চক্ষু তাহাতে অভিলাষী হইয়াছে। মদীয় কর্ণ তাহার গুণশ্রবণে ধন্য হইয়াছে, একারণ আমার ইচ্ছা যে সততই তাহার গুণ শ্রবণ করি।

রাজা এই কথা বলিলে পর, গোপ তাঁহাকে বলিল, মহারাজ! সেই মন্মথনিধিটি ধূর্তরূপ ভুজঙ্গগণে সংরুদ্ধ। বিষমেষু কন্দর্প আপনাকে এই একটি বিষম পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এ পথ অতি দুর্গম। এখানে সামান্যমাত্রায় স্খলন হইলে, এরূপ ভাবে নিপাত হইবে যে, তাহা অতি দুঃসহ হইবে। সে বাহিরে আসিতে পায় না। আপনারও তথায় গমন যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব এই নিরুপায় উভয়সঙ্কটে কি বলিব? গোপ এই কথা বলিলেও রাজা উৎকণ্ঠা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তি স্মরাতুর হইলে উচিত নীতির অনুসরণ করে না।

অতঃপর রাজা গোপের সহিত বৈশালিক পুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং অন্য বেশ ধারণ করিয়া হরিণেক্ষণার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আম্রপালী

চিত্রদর্শন দ্বারা চক্ষুর পরিচিত নরনাথকে বিলোকন করিয়া লজ্জায় ক্ষিতিতলে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি লজ্জায় নিরুত্তর হইলে কম্পবশতঃ শব্দায়মানা তদীয় রসনাই রাজার স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছিল। রাজা তথায় চিত্রে নিজ-প্রতিকৃতি দেখিয়া ধন্যজ্ঞান করিয়াছিলেন এবং নয়নরূপ অঞ্জলিদ্বারা লাবণ্যনদী পান করিয়াছিলেন।

সুন্দরী লজ্জাবশতঃ এবং রাজা আভিজাত্যবশতঃ মৌনাবলম্বন করিলে পর, গোপ হাস্যসহকারে আম্রপালীকে বলিয়াছিলেন, তুমি চিত্রলিখিত আকারের একাগ্রভাবে ধ্যান করিয়াছ। সেই প্রভাবে মহারাজ অদ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। তুমি ইঁহাকে চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছ। ইনিও তোমাকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। কে তোমাদের উভয়ের প্রেমদূত হইয়াছে তাহা জানি না। ইত্যাদি কথাবন্ধ দ্বারা উভয়ের মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে, কন্দর্প যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই আস্বাদন করা হইয়াছিল।

প্রচ্ছন্নকামুক রাজা বিম্বিসার সপ্তরাত্রিকাল আম্রপালীর ভবনে অদৃশ্য নির্জন স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে পুষ্পিতা লতার ন্যায় আম্রপালী রাজা হইতে গর্ভ ধারণ করিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন এবং রাজাকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। তৎপরে বেশ্মবিচয় অর্থাৎ গৃহানুসন্ধান আসন্ন হইলে, রাজা ভাবিপুত্র পরিজ্ঞানের জন্য তাহাকে অঙ্গুরীয়কটি দিয়া চলিয়া গেলেন। সূর্যসদৃশ সমুজ্জ্বলকান্তি ও লোকলোচনের সম্মত রাজা চলিয়া গেলে সদ্যঃসমুদিত বিরহরূপ অন্ধকারের আক্রমণে আম্রপালীর মুখপদ্ম মলিন হইয়াছিল। সে নিশার ন্যায় সায়ন্তন মন্দবায়ুর সংস্পর্শে অভিভূতা হইয়া শোক ও উচ্ছ্বাসবশতঃ হাস্যহীনা হইয়াছিল। আম্রপালী পাণিপদ্ম দ্বারা কপোলদেশ সঙ্কল্প দ্বারা রাজা এবং অঙ্গ দ্বারা নূতন কৃশতা বহন করিয়া নিমীলিত হইয়াছিলেন।

কালক্রমে কল্যাণী আম্রপালী সুবুদ্ধি যেরূপ বিনয় প্রসব করে, তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্বসদৃশ একটি পুত্র প্রসব করিল। পুত্রটি চন্দ্রকলার ন্যায় ক্রমে বর্ধিত হইলে, এটি রাজা বিম্বিসারের পুত্র এই কথাই লোকে প্রচার হইল। যখন শিশুগণ ক্রীড়াপ্রসঙ্গে অমর্ষান্বিত হইয়া সেই সেই অনুচিত অপবাদ দ্বারা বালককে গালাগালি দিত, তখন আম্রপালী পুত্রকে বিদ্যার্জনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অঙ্গুরীয়কটি তাহার হস্তে দিয়া বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত তাহাকে পিতৃস্থানে পাঠাইয়াছিল। রাজা বিম্বিসারও সদৃশপ্রকৃতি আত্মজকে পাইয়া হর্ষসহকারে আলিঙ্গনপূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আম্রপালীর এই বৃত্তান্ত লোকমধ্যে বিশ্রুত হইলে, কৌতুকপরায়ণ ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ জিন বলিয়াছিলেন, রাজগৃহপুরে রাজবল্লভ উদ্যানকাননে মালতী নামে এক উদ্যানপালিকা ছিল। একদা সে যদৃচ্ছাসমাগত প্রসাদার্দ্র রাজর্ষি প্রত্যেকবুদ্ধকে চ্যুতপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিল। সে তাঁহার সম্মুখে চিত্তপ্রসাদপূর্বক প্রণিধান করিয়াছিল যে, আমি যেন অযোনিজা ও রাজপত্নী হই। পুণ্যরূপ পুষ্প ও ফলের ভোগশালিনী সেই উদ্যানপালিকাই আম্রপালীরূপে দিব্যদেহ লাভ করিয়াছে। ভক্ষুগণ এইরূপ উদার চরিত শ্রবণ কবিয়া সহসা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন।



একবিংশ পল্লব

জেতবন প্রতিগ্রহাবদান

মনুষ্যগণের ধনসম্পদ্ মুষ্টিনিবিষ্ট পারদকণার ন্যায়ই দেখা যায়। যাঁহার প্রভূত সম্পদ্ দীন ও অনাথগণের উপকারে আসে, সেই ব্যক্তিই ধন্য। পবিত্র আরাম, বিহার, চৈত্য ও ভগবানের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠাদির জন্য অক্ষয় যশের সহিত সেই ব্যক্তিই বিদ্যোতিত হন।

শ্রাবস্তী নগরীতে দত্ত নামে এক গৃহপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুদত্ত পুণ্য সম্পদের আকর ছিলেন। সুদত্ত বাল্যকালেই যাচকগণকে নিজ অলঙ্কার প্রদান করিতেন। পূর্বজন্মের বাসনাভ্যাস কাহারও কেহ নিবারণ করিতে পারে না। তাঁহার পিতা নিত্যই তাঁহাকে আভরণ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু সুদত্ত সদাই তাঁহাকে নদী হইতে সমুদ্ধৃত অন্য আভরণ দেখাইতেন। সুদত্ত সর্বত্র নিধি দর্শন করিতেন। তাঁহার পিতা স্বর্গগত হইলে তিনি দীন ও অনাথগণকে দান করিতেন বলিয়া অনাথপিণ্ডদ নামধারী হইয়াছিলেন।

দানকারী সুদত্ত কালক্রমে পুত্রবান্ হইয়া পুত্রবাৎসল্যবশতঃ পুত্রের বিবাহের জন্য একটি কন্যা অন্বেষণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি একটি কন্যা অন্বেষণ করিবার জন্য মধুস্বন্দ নামক একটি সুদক্ষ ব্রাহ্মণকে রাজগৃহনগরে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ মগধদেশে গিয়া রাজগৃহনগরে গমনপূর্বক মহাধন নামক গৃহপতির নিকট কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামক বিখ্যাত গৃহপতির পুত্র সুজাতকে কন্যাটি প্রদান করুন। মহাধন বলিলেন যে, এ সম্বন্ধ আমাদের মনোনীত ও কুলোচিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের বংশে কন্যার শুল্ক অধিক লওয়া হয়। শত শত উৎকৃষ্ট রথ, গজ, অশ্ব, অশ্বতর এবং দাসীনিচয় ও নিষ্ক যদি দিতে পারেন, তাহা হইলে দিউন।

মহাধন এই কথা বলিলে পর, ব্রাহ্মণ হাস্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, এই সামান্য শুল্ক অনাথপিণ্ডদের গৃহে দেওয়া হইবে। ব্রাহ্মণ সমস্ত শুল্কের কথা

অঙ্গীকার করিলে পর, মহাধন আদরপূর্বক তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তথায় আমন্ত্রিতভাবে নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্য আহার করিয়া রাত্রিকালে বিসূচিকাক্রান্ত হওয়ায় বিপুল ব্যথাবশতঃ চীৎকার করিয়াছিল। যাহারা লোভবশতঃ রাত্রিকালে নিদ্রাসুখের নাশক অধিক অন্ন ভোজন করে, তাহারা পরলোকে সুখের জন্য পুণ্যকর্ম কিরূপে করিবে? পরিজনগণ অশুচিভয়ে তাহাকে গৃহের বাহিরে ত্যাগ করিয়াছিল। শঠ দাসজন স্বভাবতঃই নিরপেক্ষতার আস্পদ হয়। ঐ ব্রাহ্মণের পুণ্যবলে করুণাপরায়ণ শারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়নের সহিত ঐ পথে আসিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বংশদণ্ড দ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গে লিপ্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে প্রক্ষালন করিয়া ধর্মোপদেশপূর্বক গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহাদের সম্মুখে চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দেহত্যাগপূর্বক চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় বিশ্রবণের আদেশে মর্ত্যলোকে নিজ নিকেতনের শিবিরদ্বারে পূজাধিষ্ঠানের জন্য একটি নিধি করিয়াছিলেন।

অনন্তর অনাথপিণ্ডদ পত্রদ্বারা সম্বন্ধ নিশ্চয় জানিতে পারিয়া যথাকথিত শুল্ক গ্রহণপূর্বক স্বয়ং তথায় গিয়াছিলেন। তিনি বৈবাহিকের গৃহে গমন করিয়া আশ্চর্যজনক পর্বতাকার রাজভোগ্য ভক্ষ্যসামগ্রী দেখিয়াছিলেন। স্বচ্ছমনাঃ অনাথপিণ্ডদ বিস্ময়বশতঃ গৃহপতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এত প্রভূত ভক্ষ্যসম্ভার কেন? আপনি কি রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন? গৃহপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি সঙ্ঘসহ ভগবান্ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিযাছি। এজন্য আমার গৃহে এত মহোৎসব। অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের নাম শ্রবণেই রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত-মণির ন্যায় সহসা ঘর্মাক্তকলেবর হইয়াছিলেন। কাহারও নামমাত্র উচ্চারিত হইলে তাহার অর্থ না জানিলেও এক অনির্বচনীয় পূর্বজন্মানুবন্ধী স্বাভাবিক ভাব উদয় হয়। নূতন মেঘ গর্জন করিলে ময়ূর হর্ষাভিলাষ প্রকাশ করিয়া সুন্দর নৃত্য ও চক্রাকারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

অনাথপিণ্ডদের মুখপদ্মে এক নূতন কান্তি উদিত হইযাছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবান্ বুদ্ধ কে? সঙ্ঘই বা কাহাকে বলে? গৃহপতি মহাধন অনাথপিণ্ডদকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, অহো! তুমি এই ভুবনত্রয়মধ্যে একমাত্র শাস্তা ভগবান্ বুদ্ধকেও জান না? যে ব্যক্তি সংসারবন্ধনে ভীত ও শরণার্থিগণের শরণ্য ভগবান্ জিনকে জানে না, সে ইহলোকে কেবল বঞ্চিত হইয়াই রহিয়াছে! যে ব্যক্তি অজ্ঞানসাগরের তরণের উপায়ভূত

নিজ আয়ুঃকাল বৃথা ব্যয় করিয়াছে, এতাদৃশ মোহলীন ও বিফলজন্মা ব্যক্তির আবশ্যক কি? ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ শাক্যরাজবংশে উদ্ভূত হইয়াছেন। তিনি অনগারিক এবং অনুত্তরা সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ তাঁহারই অনুগ্রহে প্রব্রজিত ও রাগবর্জিত ভিক্ষুগণের সমূহকে সঙ্ঘ বলে। আমি নিজকুশল অভিলাষ করিয়া পুণ্যপণ লাভ আশায় সেই বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে প্রণয়সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

অনাথপিণ্ডদ গৃহপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধাবলম্বন ভাবেই রাত্রিকালে নিদ্রাগত হইয়াছিলেন। রজনী এক প্রহর অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি সমাকৃষ্টবৎ উৎসুক হইয়া এবং প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া পুরদ্বার দিয়া নির্গত হইয়াছিলেন। তৎপরে শিবিকাদ্বারে গিয়া যেন দেবতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মধুস্বন্দ কর্তৃক নির্দিষ্ট মঙ্গলেব পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেরূপ অমৃত লাভ করিয়া প্রমুদিত হয়, তদ্রূপ অনুপম প্রমোদে পরমসুখী হইয়াছিলেন। পথিকজন যেরূপ ছায়াতরু পাইয়া গতসন্তাপ হয় এবং বিশ্রান্তি লাভ করে, তদ্রূপ তিনি দূর হইতেই ভগবান্‌কে দেখিয়া সন্তাপ ত্যাগপূর্বক বিশ্রান্তি লাভ করিয়া শীতল হইয়াছিলেন। আকাশ যেরূপ শরৎসমাগমে মেঘান্ধকারবর্জিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার মন বিমল হইয়াছিল। পুণ্যশীল ও প্রসন্নচিত্ত জনগণের এক অনির্বচনীয় অনুভাব হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা চিত্তবৃত্তির কোন বাধাই থাকে না।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, অহো আমার মোহ বিলীন হইয়াছে। কি এক অনির্বচনীয় শান্তি হইয়াছে, ইহা আর উচ্ছেদ হইবে না। আমি পূর্বে যে ভগবান্‌কে দেখি নাই, তজ্জন্য এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। এই মূর্তি অধন্যগণের লোচনগোচর হয় না। ইহার দৃষ্টি অমৃতের ন্যায় মধুর ও উদার। ইহার দ্যুতি চন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ। ইহার ব্যবহার করুণাপূর্ণ এবং বুদ্ধি প্রসাদময়ী। ইনি আমার প্রত্যাসন্ন হইয়াই আমার অতিশয় বৈরাগ্য সম্পাদন করিতেছেন। যাঁহারা রজোগুণবর্জিত, তাঁহাদের প্রিয় পরিজনগণও নিঃসংসার হয়। অনাথপিণ্ডদ চিত্ত প্রসন্ন করিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভগবানের নিকট উপগত হইয়া সানন্দে তাঁহার পাদপদ্মে বন্দনা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও তাঁহাকে পাইয়া প্রসাদ ও আনন্দসূচক এবং করুণাপূর্ণ মুখকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জন্মরজঃ শুদ্ধি করিবার জন্য আশ্বাসজননী ও উজ্জ্বলা দৃষ্টিরূপ সুধানদী ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান চতুর্বিধ আর্যসত্যের প্রতিভাববিধায়িনী ও মঙ্গলজননী ধর্মদেশনা

তাহার প্রতি বিধান করিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদ ভগবানের শাসনে সমস্ত ক্লেশরাশি পরিত্যাগপূর্বক নিজ জন্ম বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া নতভাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমি সময় অতিক্রান্ত করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। এখন আমি বাসনাভ্যাস ত্যাগ করিয়াছি। আমার আর সংসারে প্রীতি নাই। মহাজনের দর্শন অশুভ দূর করে, শুভ বিধান করে এবং উচিত আচরণ সূচনা করে। আমি নিজপুরীতে আপনার বিহারের জন্য পরমাদরে একটি রত্নসার ও উদার বিহার নির্মাণ করিতেছি। আপনি তথায় সতত অবস্থান দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমার সপর্যা ও পরিচর্যা দ্বারা আপনার সেবা করিব। ভগবান তাঁহার প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়া স্বীকার কবিয়াছিলেন, সাধুগণ প্রণয়িজনের প্রার্থনা ভঙ্গ করিয়া প্রগলভতা করেন না।

অনাথপিণ্ডদ ভগবানকে এই আমন্ত্রণ করিয়া ভগবানের আদিষ্ট ভিক্ষু শারিপুত্রের সহিত শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় জেতকুমার কর্তৃক দত্ত প্রভূত হিরণ্য গ্রহণ করিয়া পূর্বকথিত বিহারনির্মাণের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি ও উৎসাহ প্রযুক্ত দেবগণ সেই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। অনাথপিণ্ডদ বিহারটি ঠিক স্বর্গসদৃশ করিয়াছিলেন। জেতকুমারও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ তথা নিজযশঃ ও পুণ্যং প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দ্বারকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর তীর্থিকগণ সেই অদ্ভুত বিহারারম্ভ অবলোকন করিয়া দ্বেষবশতঃ অপবাদ বিবাদ করিয়া পরস্পর কলহ করিয়াছিল। রক্তাক্ষপ্রমুখ ক্ষুদ্রপণ্ডিত তাহাদের প্রতি মাৎসর্যবশতঃ সদাই সম্মুখে থাকিয়া সপক্ষ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভয়জনক হইয়াছিল। অনাথপিণ্ডদ যতদিন বাদিজয় না হয়, সে পর্যন্ত বিহার নির্মাণকার্য রোধ করিয়াছিলেন। তখন অনাথপিণ্ডদের কথানুসারে শারিপুত্র আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর রক্তাক্ষ নিজ প্রভাবোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রজালবলে একটি উৎফুল্ল সহকারবৃক্ষ দেখাইয়াছিলেন। তৎপরে শারিপুত্রের প্রভাবে উত্থিত বিপুল তদীয় মুখানিলদ্বারা ঐ সহকারবৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া তীর্থিকগণের উৎসাহের সহিত খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে রক্তাক্ষ প্রফুল্লকমলশোভিতা একটি সুন্দরী পুষ্করিণী নির্মাণ করিলে শারিপুত্রনির্মিত একটি হস্তী উহাকে পঙ্কাবশেষ করিয়াছিল। অনন্তর রক্তাক্ষ একটি সপ্তশীর্ষ মহাসর্প শারিপুত্রের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে শারিপুত্রনির্মিত গরুড়-পক্ষাগ্রমারুত-দ্বারা উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

তখন রক্তাক্ষ একটি বেতালকে আহ্বান করিয়াছিল। শারিপুত্রের মন্ত্র-প্রভাবে প্রেরিত হইয়া ঐ বেতাল রক্তাক্ষকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রক্তাক্ষ বেতাল কর্তৃক অভিহন্যমান হইলে তাঁহার গর্ব ও মান নষ্ট হইয়াছিল। তখন সে শারিপুত্রের পদানত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইয়াছিল। রক্তাক্ষ এইরূপ পরাভয়ে শারিপুত্রের শরণাগত হওয়ায় বৈরাগ্যবশতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্যান্য তীর্থিকগণ বিদ্বেষ ও ক্রোধে বিকৃত হইয়া ভিক্ষুগণের বধের উদ্দেশ্যে কর্মকর ব্যাজে তথায় অবস্থান করিয়াছিল। কালক্রমে শারিপুত্র তাহাদিগকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারাও তাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রেই মৈত্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি তাহাদের আশয়, ধাতু ও প্রকৃতি বিচার করিয়া ধর্মদেশনা দ্বারা তাহাদের অনুত্তরা দশা বিধান করিয়াছিলেন।

অতঃপর এই বিহারের কার্য নির্বিঘ্নে আরম্ভ হইলে, শারিপুত্র হাস্যসহকারে অনাথপিণ্ডদকে বলিয়াছিলেন, এই বিহারের সূত্রপাতের তুল্যক্ষণেই তুষিতনামক দেবস্থানে একটি হেমময় বিহার রচিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া অনাথ-পিণ্ডদের অন্তরে দ্বিগুণ প্রসাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি হেম ও রত্নে বিহারটি অধিকতর সুন্দর করিয়াছিলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ বিহারাগমনপথে রাজার্হ বিভব উপকল্পিত করিলে দেবগণ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভগবান্ জিন দেবগণসহ তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনহর্ষে ভুবনত্রয় প্রসন্ন হইলে, অনাথপিণ্ডদ তাঁহার উদ্দেশে বারিধারা নিপাতিত করিয়াছিলেন। সেই বারিধারা যখন ঐ প্রদেশে পতিত হইল না, তখন ভগবানের বাক্যানুসারে সত্বর উহা অন্য স্থানে পতিত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কৌতুকবশতঃ ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, এই বারিস্তম্ভের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি এই স্থানটি পূর্বকালীন বুদ্ধগণকে প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। একারণ বারিধারা এখানে না পড়িয়া অন্যত্র পতিত হইল। পুরাকালে ইনিই এই বরারামপ্রদেশ বিপশ্যীনামক সম্যক্সম্বুদ্ধকে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। পুনরায় ইনি পুষ্যজন্মে শিখিনামক বুদ্ধকে এই ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৎপরে রঘুজন্মে বিশ্বভূ নামক জিনকে দান করিয়াছিলেন। পুনশ্চ ইনি ভবদত্ত নামে উৎপন্ন হইয়া ককুচ্ছন্দকে এই ভূমি দিয়াছিলেন এবং বৃহস্পতি নামে উৎপন্ন হইয়া কনকাখ্য তপস্বীকে এই ভূমি দান করেন। পুনশ্চ ইনি আষাঢ়জন্মে কাশ্যপকে এই স্থান দিয়াছিলেন। এখন ইনি এই স্থান আবার আমাকে দিতেছেন। ইনি কালক্রমে সুধন নামে উৎপন্ন

হইয়া মৈত্রেয়কে এই ভূমি প্রদান করিবেন। ইনি সত্ত্বসম্পন্ন এবং ক্ষমতা-শীলতানিবন্ধন অনেক নিধান দেখিতে পাইতেছেন। পুনশ্চ ইনি হেমপ্রদ নামে গৃহপতি হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধের পরিনির্বৃতি হইলে তাঁহার সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্থি রত্নকুণ্ডে নিহিত করিয়া প্রণিধান করিয়াছিলেন। ঐ প্রণিধানবলে অধুনা ইনি রত্নকোষসম্পন্ন ও সুবর্ণভাজন হইয়াছেন।

ভিক্ষুগণ অমৃতসারের ন্যায় মধুর ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুণ্যানুষ্ঠায়ীর প্রতিষ্ঠাদি জন্য পূর্ণপুণ্যরূপ পুষ্পের সৌগন্ধে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।



দ্বাবিংশ পল্লব

পিতাপুত্র-সমাদান

অহো, ভব্যগণ মণির ন্যায় গুণগৌরবে মহত্ত্ব লাভ করেন। গুণ না থাকিলে শরীরের গুরুত্ব স্থূল উপলের ন্যায় নিষ্ফল। পুরাকালে শাক্যপুরে শুদ্ধিসুধার নিধানস্বরূপ শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য-যোগবশতঃ সুগতভাবপ্রাপ্ত নিজ পুত্রের বিষয় স্মরণ করিয়া অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিতেন যে, আমি পুণ্য ও গুণের সৌরভে সুবাসিতা সরস্বতীর বাসস্থান পদ্মের শ্রীসম্পন্ন এবং মনঃপ্রসাদের বিলাসসৌধস্বরূপ পুত্রের বদন কবে দেখিতে পাইব। তাঁহার দর্শনলালসায় তাঁহাকে আনিবার জন্য যে যে ব্যক্তিকে আমি জেতবনে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সকলই নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে বিলোকন করিয়া অমৃতপানে আসক্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। আমার আত্মতুল্য প্রণয়বান্ উদায়ীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি, সেও আমার লিখন হস্তে করিয়া তথায় গিয়া স্বর্গসদৃশ মনোরম জেতবনে চিত্রপুত্তলীর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। আমি যে সন্দেশবাক্য তাহার দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয়ই সে বিস্মৃত হইয়াছে। সকলেই নিজ হিত অভিলাষ করিয়া থাকে এবং পরকার্যে শীতলতা ধারণ করে। হে পুত্র! সত্বর আসিয়া পীযূষধারাসদৃশ ত্বদীয় বিলোকন দ্বারা মদীয় অঙ্গ নিষিক্ত কর। তোমার নিঃসঙ্গতা মুহূর্তকালের জন্য বিশ্রান্ত হউক। তুমি দয়া করিয়া—বন্ধুকার্য কর। আমার এই কথা শুনিয়া সে কেন আমাকে দর্শন দিতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবে? (তাহা কখনও নহে) পল্লববৎ কোমল তদীয় চিত্তের এরূপ স্বভাব নহে যে, কাহারও প্রণয়ভঙ্গ করে।

ধরাধিনাথ শুদ্ধোদন এইরূপ মনোরথদ্বারা তাহার দর্শনের জন্য অগ্রসর হইলে প্রব্রজ্যা দ্বারা তদীয় প্রসাদপ্রাপ্ত উদায়ী হর্ষভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৃপতি উদায়ীকে আনন্দপূর্ণমনা ও প্রব্রজ্যাদ্বারা তাঁহার কুমারের সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন দেখিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও অধৈর্য হইয়া সংমোহবশতঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। তৎপরে শীতল জলদ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি আসিবেন? তখন উদায়ী বলিলেন যে, হে দেব! কতিপয় দিন মধ্যেই তিনি সাদরে আপনার নিকট আসিবেন।

তৎপরে কয়েকদিন অতীত হইলে, ভগবান্ কুমার ভিক্ষুগণানুযাত হইয়া সর্বার্থসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণসহ শনৈঃ শনৈঃ আকাশমার্গে আসিয়াছিলেন। কুমার স্বর্গীয় সুন্দরীগণের পাণিপদ্মদ্বারা সমর্পিত মন্দারমালায় ভূষিত হইয়া স্বর্গগঙ্গার ফেনকূটদ্বারা হাস্যময়বৎ পরিদৃশ্যমান হিমাদ্রির ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। মেঘের সহিত সঙ্ঘট্টন হওয়ায় প্রস্খলিত এবং শব্দায়মান সুবর্ণ ঘণ্টিকাসমন্বিত বহু বিমান দ্বারা দিঙ্মুখসকল যেন শাস্তার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্তব করিতেছিল। বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণসমন্বিত দেবগণ শ্বেতছত্র দ্বারা সূর্য ও তারকামণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া গগনমার্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনে গগন নিরন্তর অর্থাৎ অবকাশরহিত হইয়াছিল। আকাশ হইতে, দিঙ্মুখ হইতে এবং পৃথিবী হইতে সমাগত সকল ব্যক্তিই ক্ষণকালের জন্য সর্বলোকের উপকারপরায়ণ, সর্বকারসম্পন্ন ও সর্বময়প্রকাশ ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন। জনগণ লোকলোচনের হর্ষজনক, পূণ্য ও উৎসবের নিধান এবং তেজোনিধি ভগবান্‌কে বিলোকন করিয়া অদ্ভুতরসে আপ্লুত হইয়াছিল। ভূমিপতি উদায়ীকর্তৃক কথিত, আশ্চর্যভূত ও মনোজ্ঞ কুমারের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দূর হইতে জগদ্গুরু কুমারকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

অনন্তর কুমার অবতীর্ণ হইলে এবং প্রণয় সহকারে রাজা কর্তৃক সংপূজ্যমান ও আর্যজনগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া প্রভাদ্বারা দিঙ্মুখ উদ্ভাসিত করিয়া ন্যগ্রোধবৃক্ষশোভিত রত্নভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের শাস্তা কুমার তথায় রত্নপ্রভাচিত্রিত ও পাদপীঠসঙ্গত হেমময় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বোধ হইয়াছিল যেন সূর্য সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিলেন। রাজা নিজ মনোরথ ও প্রার্থনানুসারে উপস্থিত কুমারের মানস্বরূপ চন্দ্রের অমৃতপ্রবাহসদৃশ নয়ন বিলোকন করিয়া নিবৃত্তিবশতঃ নির্নিমেষ হওয়ায় ক্ষণকাল ত্রিদশভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাজা অত্যন্ত হর্ষবশতঃ অশ্রুদ্বারা নিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর হইয়া এবং হারস্থ রত্নে প্রতিবিম্বিত কুমারকে হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া প্রীতিসহকারে বলিয়াছিলেন, সকলেই স্বভাবতঃ সন্তোষবশতঃ হিমাচলবৎ শীতল কুশলস্থলীতে রত হয়। কিন্তু তুমি কি জন্য আমাদিগের পক্ষে বিরহোপদেশ করিয়াছ। ইহাতে অবশ্যই সাধু-জনের উপকার হইতেছে। স্নেহ, প্রমোদ ও গুণগৌরববশতঃ মদীয় বুদ্ধি

আলিঙ্গন জন্য, প্রিয়সঙ্গম জন্য ও পাদপ্রণাম জন্য যুগপৎ বলপূর্বক তোমাতে ধাবিত হইতেছে। আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা গুণহীন বা বিরস হইলেও প্রণয়োপরোধে তোমাকে শুনিতে হইবে। স্নেহ ও মোহের অবাচ্য কিছুই নাই। তুমি উজ্জ্বল রত্নে প্রতিবিম্বিত সূর্যের প্রভায় প্রাবৃত এই সকল হেমময় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য জনশূন্য বনে যাইতেছ। তুমি কামিনীগণের করদ্বারা আবর্জিত হেমকুম্ভস্থ সুরভি জলদ্বারা স্নান করিতে অভ্যস্থ হইয়া কিরূপে ধূলিদ্বারা সন্তপ্তজলা মরুস্থলীতে একাকী স্নান কর। কুণ্ডলরত্নের কান্তি তোমার গণ্ডস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, ইহাই তুমি ভূষণ বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। অকস্মাৎ কেন তোমার সুখেচ্ছা বিগত হইল? চন্দ্রবৎ শুভ্র চন্দনও কেন তোমার আনন্দদায়ক হয় না? মহাবিতানশোভিত, শেষাগ্নিবৎ শুভ্র রাজযোগ্য শয্যায় কেন শয়ন কর না? লক্ষ্মীর নূতন আলিঙ্গনের যোগ্য ত্বদীয় দেহ কিরূপে কুশয্যা সহ্য করে? কামিনীগণের হাস্যচ্ছটারূপ অংশুকাবরণের যোগ্য তোমার অঙ্গ কিরূপে চীবরের যোগ্য হইতে পারে? লীলাকমলাস্পদ তোমার এই হস্তে অধুনা কেন ভিক্ষাপাত্র প্রিয় হইল; কান্তাগণের সোৎকণ্ঠ ভুজবন্ধনের যোগ্য ত্বদীয় এই কণ্ঠপীঠ হারশূন্য হওয়ায় সম্ভোগলক্ষ্মীর প্রমোদ নাশ করিয়া অকস্মাৎ প্রণয়ভঙ্গ করিতেছ। ত্বদীয় রূপদ্বারা পুষ্পচাপ কন্দর্প লজ্জাপ্রাপ্ত হন। তোমার বিভূতি মত্তহস্তীর কুম্ভসদৃশ উচ্চকুচশালিনী এবং তোমার যৌবন রতির বিলাসকাননস্বরূপ। বৈরাগ্য কিছুতেই তোমার উপযুক্ত নহে।

শীলনিধি কুমার এই কথা শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রলেখার ন্যায় সুললিত হাস্যচ্ছটা দ্বারা বহুতর রাজগণের মুকুটরত্ন প্রভায় রঞ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে আচ্ছাদিত করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন! জীববৃত্তি যদি তরঙ্গের ন্যায় লোলা এবং জরা ও রোগ দ্বারা উপহতা না হইত, তাহা হইলে প্রহর্ষরূপ অমৃতবর্ষী বিষয়াভিলাষ কাহার না প্রিয় হইত। যাঁহারা শান্তিরূপ অমৃত পান করিয়া সুস্থির হইয়াছেন, তাঁহাদের বনান্তভূমি হইতে পতন হয় না। যাঁহারা বিভূতির লীলায় মদবিহ্বল হন, তাঁহাদের অন্তকালে প্রাসাদ হইতে নিপাত হইয়া থাকে। রাজগণ কুঙ্কুম-মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করিয়া থাকেন এবং উহা দ্বারা তাঁহারা সরসতা প্রাপ্ত হন; কিন্তু সন্তোষশীল ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদরূপ বিশুদ্ধ জলে ধৌত হইয়া বিমল হইয়া থাকেন। শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাই কর্ণভূষিত হয়, কুণ্ডল দ্বারা হয় না। দান দ্বারাই পাণি ভূষিত হয়, কঙ্কন দ্বারা হয় না। করুণাকুল ব্যক্তির দেহ পরোপকার দ্বারাই শোভিত হয়, চন্দন দ্বারা হয় না। ভূভৃদগণের উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট বিভূষণ

সজ্জনগণের ভোগ্য নহে। মুক্তার কিরণরূপ শুভ্রহাস্য দ্বারা শোভিত বিভূষণ মোহাহত ব্যক্তিগণেরই প্রিয় হয়। রাগাতুর রিপুতাপিত এবং ধনচিন্তাপরায়ণ রাজগণের সুখস্পর্শ শয্যাতেও নিদ্রা হয় না। কিন্তু শান্তিশীল জন সর্বত্রই সুখে শয়ন করেন। অহিনির্মোকবৎ সূক্ষ্ম মূল্যবান বস্ত্র দ্বারা ভুজঙ্গের ন্যায়ই স্বভাব হইয়া থাকে। ভিক্ষাপাত্রে পতিত পবিত্র অন্ন অমৃততুল্য হয়। ছত্র মুখমণ্ডলকে অত্যন্ত অপ্রকাশ করে। ব্যজনের বায়ুপ্রবাহ মনকে চঞ্চল করে এবং হরিচন্দনার্দ্র হার রাজগণের হৃদয়ে অধিকতর জাড্য উৎপাদন করে। বিভূতি বিয়োগ রোগের অনুগতা। ক্ষণকালেই কান্তার অন্ত হয়। বিলাসে কোন রস নাই। যাহাতে অপায় সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, এরূপ ভোগের উপভোগ কখনই সুভগ নহে। ভোগ্যবস্তুর উপভোগ সততই জৃম্ভাসহ জড়তা উৎপাদন করে এবং তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ ও মূর্চ্ছা সম্পাদন করে। ইহা বলপূর্বক প্রযুক্ত হইলে, ইহার সরসতা অসহ্য বলিয়াই বোধ হয়। মুখশ্রী যখন নবচন্দ্রলেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, যৌবন প্রভাতপুষ্প-সদৃশ এবং শরীর কর্মরূপ তরঙ্গমালায় আকুলিত তখন আমার কিছুতেই আর অনুরাগ নাই। রাজলক্ষ্মী স্বভাবতঃই চঞ্চলা। রাজলক্ষ্মীর অঙ্গভূত চামর, ধ্বজাপট, ঘোটকের স্কন্ধ ও লাঙ্গুলাদির লোম এবং হস্তীর কর্ণতাল সমস্তই চঞ্চল। সকল বিলাসই ক্ষণভঙ্গুর।

কুমার রাজার বুঝিবার জন্য এইরূপ বাক্য বলিয়া, তাঁহার চিত্তপ্রসাদ বিধান-পূর্বক দৃষ্টিদ্বারা শান্তিতরঙ্গের সুধাধারা বিকিরণ করিয়া পার্ষদগণকে বিলোকন করিয়াছিলেন। তিনি শাক্যকুলোদ্ভূত সপ্তাযুত সংখ্যক মনীষীগণকে ধর্মোপদেশ দিয়া তন্মধ্যে সপ্তসহস্রকে বিশেষরূপে পর্যাপ্তিপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ গণমধ্যে কুশলোপন্ন শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন প্রভৃতি সহস্রসংখ্য ব্যক্তি সুমহান্ চিত্তপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রাবকবোধিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ প্রত্যেকবোধি নিরত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সম্যক্সম্বোধি ও অনুত্তরবোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং অন্যান্য কতকগুলি লোক গগনপ্রপন্ন হইয়াছিলেন। কেহ স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, কেহ সকৃৎফল, কেহ আগামিফল, কেহ অনাগামিফল, কেহ অর্হৎফল এবং কেহ বা ক্লেশবিমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তন্মধ্যে পাপ ও শাপসম্পন্ন দেবদত্ত নামে এক ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে মুগ্ধ হইয়া সভামধ্যেই সত্যস্থিতিকে উপহাস করিয়া 'ইহা মায়া' এই কথা বলিয়াছিল। বাৎসল্যনিলীন রাজার মনে পুত্রের অভ্যুদয়দর্শনে একটু দর্পভাবের উদয় হইয়াছিল। ভিক্ষু মৌদ্গল্য জিন শাসনানুসারে মহর্দ্ধি প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে বীতমদ

করিয়াছিলেন। রাজা ভগবানের প্রভাব দেখিয়াও আশ্চর্য বোধ করেন নাই। তিনি উহা একটা পুরুষাকার বলিয়াই জ্ঞান করিয়াছিলেন। অভ্যাসলীন সোৎকর্ষ কর্ম কখনই জনগণের বিস্ময়কর হয় না।

তৎপরদিনে ভগবান্ সুমেরুশিখরে সমানকান্তি, দেবরাজ কর্তৃক সম্পাদিত সুবর্ণময় মহাবিমানে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তৎপরে পৃথু-প্রভাশালী ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের উষ্ণীষের কিরণছটায় দিঙ্মুখ যেন চন্দ্রকিরণ দ্বারা শোভিত হইল। দেবগণ পরস্পরের সংঘর্ষে বিলোলহার হইয়া তথায় প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময় রাজা সেই জনাকীর্ণ স্থানে আগমন করিয়া চারিটি দ্বারেই প্রবেশপথ পান নাই। কুবের প্রভৃতি দেবগণ ভ্রুভঙ্গ দ্বারা তাহার প্রবেশ নিবারণ করিলে রাজার বদন কান্তিহীন হইয়াছিল। তিনি স্খলিতভাবে কথা কহিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্প্রতিভ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জিনের আজ্ঞানুসারে দেবগণ কর্তৃক প্রবেশিত হইয়া সেই উত্তমভূমিতে গমন পূর্বক চিত্তপ্রসাদ সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান্ শাস্তা তাঁহাকে চতুর্বিধ আর্যসত্যের প্রবোধিকা ধর্মকথা উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ধর্মকথা জ্ঞানদ্বারা তাহার বিংশতিশৃঙ্গসমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানরূপ ভূধরকে চূর্ণ করিয়াছিল।

তৎপরে কৃতার্থজন্মা রাজা শুদ্ধোদন শুক্লোদনের নিকট গিয়া তাঁহাকে নিজের রাজ্য ভোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের উপবিষ্ট আজ্ঞাবাক্যই আমার মনোরম বোধ হইতেছে। রাজ্য আমার মনোনীত নহে। দ্রোণোদন এবং অমৃতোদন বৈরাগ্যযোগবশতঃ রাজ্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলে ভদ্রক শুদ্ধোদন প্রদত্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পবিত্রভাবে প্রণীত রাজার্হভোগদ্বারা ভগবান্ জিনকে পূজা করিয়া এবং তাঁহার জন্য ন্যগ্রোধাম সম্পাদন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন। দ্রোণোদনেরও দুইটি পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র অনিরুদ্ধ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহান্ রাজার আজ্ঞায় এবং মাতার প্রেরণায় গৃহী হইয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা ভদ্রকেরও মনে বিরাগ উদয় হইয়া বনগমনে অভিলাষ হইয়াছিল। নবলব্ধা লক্ষ্মীও বিবেকী জনের প্রশমপ্রবৃত্ত মনকে রোধ করিতে পারে না। তৎপরে তিনি রাজ্যাভিষেকে অভিলাষবান্ দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার এখন প্রব্রজ্যার কাল উপস্থিত হইয়াছে তুমি কি

বলিতে ইচ্ছা কর। দেবদত্ত রাজ্যাভিলাষী হইলেও বিবেকী বলিয়া দম্ভ থাকায় সভাস্থলে আত্মগোপন করিয়া প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, হে রাজন! রাজ্য গ্রহণে আমার অভিলাষ নাই। আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আপনার মত হইব।

রাজা কুটিল ও মিথ্যানীত দেবদত্তের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই শাক্যগণই তোমার মনোগত অভিলাষের সাক্ষী হইতেছেন। অতঃপর দেবদত্ত অনুতাপদগ্ধ হইয়া ভোগানুরাগবশতঃ মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি কি অসঙ্গত কথা বলিলাম। ইনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও বোধহয় রাজ্য ভোগ করিবেন।

শুদ্ধোদন নিজরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন গমন করিতেছিলেন তখন শাক্য-বংশীয় কুমারগণ সদাচরণে প্রীতিবশতঃ ভদ্রকাদির সহিত রথ ও হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর সকলে রাজার অনুগমন করিলে পর দেবদত্ত আমিষার্থী শ্যেন যেরূপ রক্তাক্ত মাংসখণ্ড গ্রহণ করে তদ্রূপ প্রভা-পিঞ্জরিত দিঙ্মণ্ডল রাজার মুকুটসংসক্ত, বৃহৎ পদ্মরাগ মণিটি হরণ করিয়াছিলেন। নৈমিত্তিকগণ ইহার লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার উগ্র নরকে পতন হইবে। সদোষ চিত্তই প্রধান দুর্নিমিত্ত। নির্দোষ চিত্তকে সকলেই সুনিমিত্ত বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে তীর্থাদি উপাধিধারী ও মদগর্বিত কোকালি, খণ্ডোৎকট এবং মোরক প্রভৃতির তথাবিধ অত্যধিক বহুতর দুর্লক্ষণ সংসূচিত হইয়াছিল।

অতঃপর ভদ্রকও রাজার প্রতি প্রমোদবশতঃ দেবদত্ত প্রভৃতির সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া চীবর ও পাত্রযোগে পৃথিবীকে যেন বৈরাগ্যময়ী করিয়াছিলেন।

উপালী সজলনয়নে হার, অঙ্গদ ও কুণ্ডলবিরহিত রাজা এবং রাজকুমারগণের কেশ মুণ্ডন করিয়া তাঁহাদের কল্পক হইয়াছিলেন। উপালী মূর্খ ও নীচজাতি হইলেও জিনের আজ্ঞায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পূজ্যতর হইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য বা জাতি পরম চিত্তপ্রসাদের কারণ নহে। অতঃপর রাজা ভদ্রক ঐ সভামধ্যে উপালীকেই ভগবানের পার্ষদিক জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি রাজা হইয়া কিরূপে এই নীচ জাতির পাদবন্দনা করিব। তিনি এরূপ ভাবিয়া তখন নিশ্চল হইয়াছিলেন। ভগবান্ ভদ্রককে অস্খলিতাভিমান ও সন্দিগ্ধচিত্ত দেখিয়া হাস্যপূর্বক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মোহানুবন্ধী জাতিময় অভিমান প্রব্রজ্যাদ্বারা অপগত হয়।

এই কথা শুনিয়া রাজা ভদ্রক ও রাজপুত্রগণ উপালীকে প্রণাম করিলে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। কঠোরভাষী দেবদত্ত ভগবানের বাক্যেও উপালীর পাদবন্দনা

করেন নাই। তৎপরে ভগবান্ পৃথিবীকম্প দর্শনে বিস্মিতমানস ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই রাজা জন্মান্তরেও এই কল্পকের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন।

পুরাকালে কাশিপুরে সুন্দরক নামক এক দরিদ্র যুবক ভদ্রানাম্নী গণিকাকে বিলোকন করিয়া অনুরাগবশতঃ তাহার সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনুরাগই সর্বপ্রকার ব্যসনের উপদেশক হয়। সুন্দরক গণিকা কর্তৃক পুষ্পচয়নের জন্য প্রেরিত হইয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অধিকার্থী হইয়াছিলেন এবং গণিকা-সঙ্গমকামনায় অত্যন্ত শ্রমসহকারে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মৃগয়াপ্রসঙ্গে ঐ বনে সমাগত ও পরিশ্রান্ত রাজা ব্রহ্মদত্ত সুন্দরককে দেখিয়া লতামধ্যে প্রচ্ছন্নদেহ হইয়া তাহার গান শুনিয়াছিলেন। হে মধুকর! কেন তুমি এরূপ নূতন নূতন কুসুমাশায় তাপিত হইতেছ, শীঘ্র গমন কর। বিকশিত কমলমুখী সেই পদ্মিনী দিবাবসানে সঙ্কুচিত হইতেছে।

রাজা সুন্দরকের গীত শ্রবণ করিয়া হাস্যপ্রভাদ্বারা নিজহারকান্তি বিঘট্টিত করিয়া বলিয়াছিলেন, সখে! এই প্রচণ্ড রৌদ্রতাপমধ্যে তোমার গীতরসে এত অনুরাগ কেন? সুন্দরক বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, রবি তত উত্তপ্ত নহে কামই রবি অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত। নিজ কর্মজনিত দুঃখই লোককে সন্তাপিত করে। গ্রীষ্মতপ্ত মরুস্থল তত সন্তাপিত করে না। সুন্দরক এইরূপ যথার্থ বাক্য বলায় রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। সুভাষিতের কথোপকথন কাহার না আদরপাত্র হয়। সুন্দরক বিজন প্রদেশে শীতল উপচার দ্বারা শ্রমাতুর রাজার সন্তাপ অপনোদন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ রাজা প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায়, "ইনি আমার জীবন প্রদান করিয়াছেন" এই কথা প্রকট করিয়া সন্তোষপূর্ণচিত্ত রাজা নিজ রাজ্যার্ধ তাঁহাকে দান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। মনোনীত ব্যক্তিকে কিছুই অদেয় থাকে না।

রাজা রাজ্যার্ধ দানে উদ্যুক্ত হইলে সুন্দরক তাহা কৃপা বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ভদ্রাকে না পাইলে রাজ্যসুখে আমার কি হইবে। তাহার প্রীতিসুধাসিক্ত ব্যক্তিই ধন্য। তৎপরে সুন্দরক মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, অর্ধেক রাজ্য আমার মনোনীত হইতেছে না। অখণ্ডিত সম্পত্তি অল্প হইলেও তাহাই ভাল। এক সম্পত্তি উভয়ে ভোগ করিলে সর্বাই বিবাদ হয়। দুই জনের ভোগে মূর্তিমান কলহ উপস্থিত হয়। অতএব আমি সুযোগমত রাজাকে নিপাত করিয়া সমস্ত রাজ্য আয়ত্ত করিয়া নিজে পরিপূর্ণ

হইব। সুন্দরক ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুতাপবশতঃ পুনর্বার নিজমনের তীব্রতাবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। আমি কি নিন্দনীয় বিষয় চিন্তা করিলাম। এ কি ভয়ানক তীক্ষ্ণতার কথা। কৃতঘ্নতার কথা চিন্তা করিয়াই যে কলঙ্ক লেখা হইয়াছে অহো তাহাতেই নিজমনে লজ্জা বোধ হইতেছে। রাজ্যের মঙ্গল হউক। সুখকে নমস্কার। সংমোহজননী লক্ষ্মী ক্ষমা করুন। যাহাকে আস্বাদ না করিয়াই কেবল মাত্র চিন্তা করিয়াই এইরূপ বুদ্ধি উদয় হইয়াছে। লক্ষ্মীর প্রথম স্বভাবই এইরূপ। অহো লক্ষ্মী বিষলতার ন্যায় আঘ্রাণ মাত্রেই চিত্তভ্রম বিধান করে, মূর্চ্ছা সম্পাদন করে, মনুষ্যকে অধঃপতিত করে এবং অজ্ঞান বৃদ্ধি করে। অধিক কি ইহার আঘ্রাণমাত্রেই পুরুষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সুন্দরক বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইলেন। তিনি পরদিন প্রভাতকালেই বিমলস্বভাব প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার তৃষ্ণা নিবৃত্ত হওয়ায় রাজা কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়াও তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। কালক্রমে মহর্ধিসম্পন্ন রাজা প্রত্যেকবুদ্ধ ভাবপ্রাপ্ত সুন্দরককে দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিজ মুকুট ও মালা অর্পণপূর্বক চিত্তপ্রসাদোপযুক্ত এইরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন, সংকর্মের বিপাক দ্বারা উৎপন্ন ও প্রশমাভিষিক্ত সেই অনির্বচনীয় বিবেকই একমাত্র বন্দনীয়। যাহার প্রভাবে নিস্পৃহ জনগণের পক্ষে রত্নাকরমেখলা পৃথিবীও পরিত্যাজ্যা হয়।

সুন্দরক, রাজা কর্তৃক কথিত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনায় তদীয় মনোরথ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবক গঙ্গপাল তদীয় কল্পক হইয়া শান্তিপদ পাইয়াছিলেন। উত্তম কর্মযোগে ও প্রব্রজ্যাদ্বারা সজ্জনের পূজ্যভাবপ্রাপ্ত গঙ্গপালকেও রাজা প্রণত হইয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। তখনও পৃথিবীর ষটপ্রকার কম্প হইয়াছিল।

এই প্রণত রাজা ভদ্রকই ব্রহ্মদত্ত ছিলেন। এই উপালীই কুশলবান্ ও কল্পক গঙ্গপাল ছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবৎ কথিত এইরূপ আশ্চর্য কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে স্বচ্ছ চিত্তই পুণ্যরূপ আশ্রয় লাভের হেতু।



ত্রয়োবিংশ পল্লব

বিশ্বন্তরাবদান

চিন্তামণি অপেক্ষাও অধিকতর কান্তিসম্পন্ন সমস্ত লোকমধ্যে প্রশংসনীয় এবং অপূর্বপ্রভাসম্পন্ন সেই সকল অনির্বচনীয় পুরুষ রত্নগণই সকলের বন্দনীয় হন। ইঁহারা নিজ প্রিয়তম পুত্র দারাদি অন্তকে প্রদান করিলেও সত্বগুণপ্রভাবে ইঁহাদের দৈন্যভাবব্যঞ্জক বদনের ম্লানতা হয় না।

পুরাকালে শাক্যপুরবর্ত্তী ভগবান্ জিন দেবদত্ত কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ পূর্ববৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মীর বিশ্বাস বসতিস্বরূপা এবং বিশ্বজনের উপকারপ্রসক্ত পুণ্যের জন্মভূমিভূতা বিশ্বানামে এক পুরী ছিল। তথায় অমিত্ররূপ অন্ধকারের নাশক সূর্যসদৃশ এবং চন্দ্রের ন্যায় নয়নানন্দদায়ক ও বিচিত্র চরিত্রবান সঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। সঞ্জয়ের পুত্র বিশ্বন্তর অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। ইনি অপূর্ব ত্যাগশক্তি দ্বারা কল্পতরুরও যশ হরণ করিয়াছিলেন। বিদগ্ধ বিশ্বন্তর সত্য দ্বারা বাণীকে, দান দ্বারা শ্রীকে এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধিকে যুগপৎ ভূষিত করিয়াছিলেন। ইঁহারাও পরস্পর ঈর্ষাপরায়ণ ছিল না। কেতকী পুষ্পের গর্ভপত্রের ন্যায় বিশদ তদীয় যশঃ অদ্যাপি দিগ্বধূগণের কর্ণাভরণস্বরূপ হইয়া শোভিত হইতেছে।

একদা বিশ্বন্তর একজন যাচককে দিব্যরত্নালঙ্কৃত বিজয় সাম্রাজ্যপ্রদ এবং কান্তিদ্বারা মনোহর নিজ রথটি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ রথটি প্রদত্ত হইলে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকই বিস্মিত হইয়াছিল। এবং রাজাও অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হৃদয় হইয়াছিলেন। অতঃপর হর্ষহীন রাজা উদ্বেগ ও চিন্তায় আক্রান্তচিত্ত হইয়া মহামাত্যগণকে আহ্বানপূর্বক বলিয়াছিলেন, কুমার সেই জয়শীল ও শত্রুমর্দনকারী রথটি দান করিয়াছেন। ঐ রথপ্রভাবেই আমি এই মহারথ সেনাগণকে অর্জন করিয়াছি। সেই শৌর্যসম্পন্ন রথ ও জয়কুঞ্জ নামক কুঞ্জর এই দুইটিতেই আমার লক্ষ্মী নিশ্চলভাবে সুখে নিষণ্ণা হইয়া আছেন।

মন্ত্রিগণ রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে

রাজন আপনি বাৎসল্যবশতঃ অসাবধান হইয়াছিলেন ইহা আপনারই দোষ। ধর্ম কাহার না হর্ষজনক হয়। দান কাহার সম্মত নহে। পরন্তু বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে ফলার্থিগণ আর তথায় আসে না। সেই ব্রাহ্মণ রথটি পাইয়াই পরদেশে বিক্রয় করিয়াছে। মন্ত্রিগণ এই কথা বলিয়া সকলেই শল্যবিদ্ধের ন্যায় হইয়াছিলেন।

অতঃপর মদনোৎসবজনক, হৃদয়ানন্দদায়ক এবং পুণ্যের বিপাকস্বরূপ বসন্তকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ংগ্রহোপজীবী মধুকরগণ কর্তৃক প্রার্থিত বসন্তের যশঃস্বরূপ পুষ্পবনদ্বারা জগৎ শুভ্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বসন্তকাল সন্নদ্ধ হইলে লোকোপকারে উন্নত অশোকবৃক্ষ ভয়ে বিধৃত হইয়া কলিকাদ্বারা জগৎ অলঙ্কৃত করিয়াছিল। অর্থিগণের কল্পতরুস্বরূপ রাজপুত্র ফুল্লকুসুমশোভিত বন্যতরু সন্দর্শনমানসে রাজ্যবর্ধন কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া বনে গিয়াছিলেন। পথে গমনকালে প্রতিপক্ষ সামন্তগণকর্তৃক নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া স্বস্তিবাদপূর্বক্ রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন, আপনি জগতে প্রশংসনীয় গতিশীল চিন্তামণিস্বরূপ। আপনার দর্শনমাত্রেই যাচকগণ, লক্ষ্মীকর্তৃক গাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত হয়। দানেতে আর্দ্রহস্ত আপনি ও স্থিরোন্নতিশালী এই গজটি এই দুইটিই ইহজগতে বিখ্যাত উৎকর্ষশালী ও সার্থকজন্মা। হে মহাপুণ্যবান্! এই হস্তীটি আমাদিগকে প্রদান করুন। আপনি ভিন্ন অন্য কোন দাতাই এ বস্তু দান করিতে পারে না।

রাজপুত্র ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া উৎসাহসহকারে শঙ্খ ধ্বজ ও চামরসমন্বিত সজীব সাম্রাজ্যসদৃশ হস্তীটিকে প্রদান করিলেন। বিশুদ্ধবুদ্ধি রাজপুত্র বোধিপ্রদান প্রণিধানদ্বারা রথরত্ন ও গজরত্ন প্রদান করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। রাজা বিখ্যাত জয়কুঞ্জরটি দান করা হইয়াছে শুনিয়াই মনে মনে স্থির করিলেন যে, রাজলক্ষ্মীকে আর রক্ষা করা যায় না। অতঃপর কুমার রাজ্যভ্রংশভীত, কুপিত রাজকর্তৃক নিষ্কাসিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রীনাম্নী নিজদয়িতা, জালিননামক পুত্র ও কৃষ্ণানাম্নী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গিয়াছিলেন। রাজকুমার বনেতেও অবশিষ্ট বাহনাদি অর্থিগণকে দান করিয়াছিলেন। মহাজনের সত্ত্ব সম্পৎকাল ও বিপৎকাল উভয়েতেই সমান থাকে।

একদা মাদ্রী পুষ্প, মূল ও ফল আহরণার্থে গমন করিলে একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজপুত্রকে বলিয়াছিলেন, হে মহাসত্ত্ব! আমার পরিচালক নাই, এই চতুর বালক দুইটি আমাকে প্রদান করুন। আপনি সর্বদ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজপুত্র এইকথা শ্রবণ করিয়াই কোন বিচার না করিয়া পরমপ্রিয় বালকদ্বয়কে প্রদান করিয়া তদীয় বিরহব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন। ধন, পুত্র ও কলত্রাদি কাহার প্রিয় নহে। কিন্তু দয়াবান্ বদান্যগণের দান ভিন্ন অন্য কিছু প্রিয় নহে।

অনন্তর পুত্রবৎসলা মাদ্রী আসিয়া পতির সম্মুখে বালকদ্বয়কে দেখিতে না পাওয়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। শোকাগ্নিতপ্তা মাদ্রী ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া শিশুপ্রদানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াই প্রলাপ করিতে লাগিলেন। অপত্যস্নেহের দুঃসহ দুঃখাগ্নি প্রিয়প্রেমের অনুস্মৃত হইয়া তাঁহার চিত্তে পুটপাকবৎ হইয়াছিল। ইত্যবসরে বিপ্ররূপধারী ইন্দ্র তথায় আসিয়া ভৃত্যকামনায় রাজপুত্রের নিকট তাঁহার পত্নীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সত্ত্বসাগর রাজপুত্র তৎকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া জায়াবিয়োগজশোক বুদ্ধিদ্বারা স্তম্ভ করিয়া তাঁহাকে নিজদয়িতা প্রদান করিয়াছিলেন।

সহসা প্রদান করায় তরলা ভয়বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় দয়িতাকে বিলোকন করিয়া রাজপুত্র অন্তরে বোধিবাসনা করিয়া বলিয়াছেন, হে কল্যাণি, সমাশ্বস্ত হও। শোক করা উচিত নহে। এ প্রিয়সঙ্গম অসত্য ও স্বপ্নপ্রণয়সদৃশ জানিবে। এই ব্রাহ্মণের শুশ্রূষাদ্বারা তোমার মতি ধর্মে রত হউক। চঞ্চল লোকযাত্রায় একমাত্র ধর্মই স্থিরতর সুহৃৎ। স্বজন, সুজন ও বন্ধুজন সমস্তই দেখিয়াছি এবং অনুভব করিয়াছি। ক্ষণকালমাত্র পরিমলদায়িনী এবং পরক্ষণেই ম্লানিপ্রাপ্তা মিত্ররূপ মালা কণ্ঠে বিন্যাস করিয়াছি। যৌবন ও জীবন দারা ও পুত্রে সতত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ধর্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই আপ্ত বা স্থিরপরিচয় দেখিলাম না। রাজকুমার নিজদয়িতাকে এই কথা বলিয়া লোভ পরিত্যাগ করায় বদনে দ্যুতি ও চিত্তে ধৈর্যবৃত্তি বহন করিয়াছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র মাদ্রীকে বিয়োগশোকে বিহ্বলা দেখিয়া কৃপাকুল হইয়াছিলেন এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। হে পুত্রি! তুমি বিষাদ করিও না। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার স্বামী তোমাকে অন্যযাচকের হস্তে দিতেন এ জন্য আমি তোমার প্রার্থনা করিয়াছি। অধুনা তুমি তোমার স্বামীর নিকট ন্যাসস্বরূপ রক্ষিতা হইলে। ন্যস্তধন ইনি অন্যকে দিতে পারিবেন না। পরস্ব কিরূপে দান করা যায়। আমি নিশ্চয়ই তোমার বালকদ্বয়ের সহিত সমাগম করিয়া দিব। দেবরাজ এই কথা বলিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অর্থলোভবশতঃ বিশ্বামিত্রনগরে গমন করিয়া বালক দুইটিকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র বালক দুইটিকে রাজপুত্রের

অপত্য জানিতে পারিয়া বিপুল অর্থদ্বারা সবাস্পনয়নে বালক দুইটিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজা বিশ্বামিত্র স্বর্গগত হইলে বিশ্বন্তর পুরবাসী ও অমাত্যগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ কবিয়াছিলেন। বিশ্বন্তর রাজ্যে বিরক্ত ছিলেন এবং দানে অত্যন্তসক্ত ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণে সকলেরই সমৃদ্ধি হইয়াছিল, এ কারণ কেহই তাঁহার নিকট যাচক হইয়া উপস্থিত হয নাই। বিশ্বন্তরের ধনে পরিপূর্ণ বিভব সেই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ লোকসমাজে বলিত যে, তাহার নিজপ্রভাবে এইরূপ সম্পদ হইয়াছিল। এজন্য সে জম্বুক হইয়াছে।

আমি সেই বিশ্বন্তর ছিলাম এবং দেবদত্ত নামে সেই ব্রাহ্মণও আমিই ছিলাম। ভগবান এই কথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে দানধর্মের উপদেশ দিযাছিলেন। দানই মনুষ্যগণের শুভ্রপাতে আলম্বনস্বরূপ। দানই ঘোব অন্ধকাবমধ্যে চিবস্থাযী আলোকস্বরূপ। দুঃসহ দুঃখসময়ে দানই আশ্বাসকাবী। দানই পবলোকে একমাত্র বন্ধু।

চতুর্বিংশ পল্লব

অভিনিষ্ক্রমণাবদান

সূর্য সমস্তলোকের আলোকসৃষ্টির জন্যই উদিত হন। চন্দ্রও অমৃত বৃষ্টি করিবার জন্য (ক্ষীণ হইয়াও) পূর্ণতা প্রাপ্ত হন্। এই বিশাল জগৎমধ্যে কেহবা পূজনীয় জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য কুশল কর্মদ্বারা নিজে বিপুল সেতুস্বরূপ হইয়া থাকেন।

পুরাকালে শাক্যপুরে শ্রীমান্ যশস্বী ও দ্বিতীয় সুধাসিন্ধুর ন্যায় শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। লক্ষ্মী গুণিজনে অর্পিতা হইলেও সম্ভবতঃ খলজনে আসক্তা হন। কিন্তু আশ্চর্যকারী রাজা শুদ্ধোদন লক্ষ্মীকে সজ্জনের পক্ষপাতিনী করিয়াছেন। অদ্যাপি ইঁহার বিমল যশঃ চতুর্দিগ্বর্তী তীর্থবনে সংসক্ত হইয়া যেন বিবেকী হইয়া মুনিব্রত ধারণ করিয়াছে।

পুরাকালে বিশ্বকর্মসুত "আমি যেন শুদ্ধমাতা হই" এইরূপ প্রণিধান করিয়া বিমলতনুর্গতি ধারণপূর্বক মর্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন। তদীয় মহিষী মহামায়া কীর্তি যেরূপ সৎপুরুষের প্রিয়া হন এবং কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রের প্রিয়া হইয়াছেন তদ্রূপ তাঁহার প্রিয়া ছিলেন। মহিষী মহামায়া স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, একটি শ্বেতহস্তী আকাশমার্গে আসিয়া তাঁহার কুক্ষিতে প্রবেশ করিল। তিনি শৈলে আরোহণ করিলেন এবং মহাজনগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব লোকানুগ্রহমানসে তুষিত নামক দেবালয় হইতে মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। মহামায়া ত্রিভুবনের আনন্দদায়ক বোধিসত্ত্বকে গর্ভে বহন করিয়া চন্দ্রগর্ভা দুগ্ধাব্ধির বেলার ন্যায় পাণ্ডুরদ্যুতি হইয়াছিলেন। সর্বলক্ষণাক্রান্তা মহামায়া ইক্ষাকুরাজবংশীয় ভগবান্ বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করায় নিধানবতী পৃথিবীর শোভিত হইয়াছিলেন। গর্ভকালে মহামায়ার দান পুণ্যকার্য বিষয়েই দোহদ হইয়াছিল। সহকারবৃক্ষের সৌরভ অঙ্কুরাবস্থাতেও বিসম্বাদী হয় না।

কালক্রমে লুম্বিনীবনে অবস্থিতা মহামায়া অদিতি যেরূপ দিবাকরকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সম্পূর্ণলক্ষণ তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। ভগবান্ মাতার

গর্ভস্থ মল স্পর্শ না করিয়াই তাঁহার কুক্ষিভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বিগতব্যথা ও স্বস্থাঙ্গী করিয়াছিলেন। ভগবানের নির্গমকালে ইন্দ্র বল পরীক্ষা করিবার জন্য ক্ষণকাল পথরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বজ্রের ন্যায় কঠিনাঙ্গ ভগবানকে রোধ করিতে পারেন নাই।

শিশুরূপী ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াই সপ্তপদ গমনপূর্বক চতুর্দিক বিলোকন করিয়া সুব্যক্তাক্ষর বাণীদ্বারা বলিয়াছিলেন, এই পূর্বদিক্ নির্ঋতি। দক্ষিণ দিক্ লোকের গতি। পশ্চিম দিক্ জাতি। উত্তর দিক্ সংসারের বহির্ভূত। ভগবান্ যখন এই কথা বলেন তখন পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি অক্ষয়বলশালী জগদ্‌গুরুকে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। ভগবান্ আকাশ হইতে পতিত জলধারাদ্বারা ধৌত হইয়াছিলেন এবং দেবতারা তাঁহার যশঃশুভ্র ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে কিষ্কিন্ধ্যাদ্রিস্থিত অসিত মুনি প্রভাদর্শনে বিস্মিত তদীয় ভাগিনেয় নারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, শতসূর্যের আলোকের ন্যায় এই অপূর্ব আলোক কোথা হইতে দেখা যাইতেছে। এই আলোকে গিরিগহ্বরপর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে। দিব্যচক্ষু অসিতমুনি নারদ কর্তৃক বিস্ময় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্বের জন্ম হওয়ায় এইরূপ পুণ্যালোকের বিকাশ হইয়াছে। বৎস, শীঘ্র আমরা কুশললাভের জন্য তাঁহাকে দর্শন করিব। অসিত মুনি এই কথা বলিয়া আনন্দাতিশয়বশতঃ বিশ্রান্তিসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

শুদ্ধোদন তাঁহার পুত্র জন্ম হওয়ায় সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন সর্বার্থসিদ্ধ। শাক্যপুরে শাক্যবর্দ্ধন নামে এক যক্ষ ছিলেন। শাক্যবংশীয় শিশুগণ ঐ যক্ষকে প্রণাম করিয়া নিরুপদ্রব হইত। শুদ্ধোদন ঐ যক্ষকে প্রণাম করিবার জন্য সিদ্ধার্থকে পাঠাইয়াছিলেন। যক্ষ তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বিলোকন করিয়া তাঁহারই পদে পতিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর রাজা হৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক নৈমিত্তিগণকর্তৃক কথিত তদীয় দেহের লক্ষণসকল বিলোকন করিয়াছিলেন। তৎপরে লক্ষণজ্ঞ নৈমিত্তিকগণ বিস্মিত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন—হে দেব! লক্ষণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এটি দিব্যকুমার। ত্রিভুবনের শাসনকর্তা এবং ইন্দ্রেরও অধিপতি, চক্রবর্তী ভগবান্ তথাগত ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কমনীয় চরণদ্বয় দীর্ঘ অঙ্গুলিদলে শোভিত চক্রলাঞ্ছিত সুপ্রতিষ্ঠিত অরুণবর্ণ এবং কমলের ন্যায় কোমল। ইঁহার এই শোভাসম্পন্ন জানুযুগল রাজহংসের ন্যায়

প্রাংশু এবং অঙ্গুলিপল্লবমণ্ডিত ও আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়ে ভূষিত। ইহার গুহ্যদেশ হস্তীর ন্যায় কোষসমন্বিত। ইহার পরিমণ্ডল ন্যগ্রোধবৃক্ষের ন্যায়। দক্ষিণাবর্তে রোমচিহ্নও আছে। আকার বিশাল ও উন্নত। ইহার কান্তি তপ্ত সুবর্ণের ন্যায়। লেশমাত্রও রজোমল স্পর্শ করে নাই। হস্ত, পদ, স্কন্ধ ও কণ্ঠাগ্রে সপ্তপদের ন্যায় আকৃতি স্পষ্ট রহিয়াছে। ইহার পূর্ব কায়ার্ধ সিংহের ন্যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বৃহৎ ও সুস্পষ্ট। চল্লিশটি দন্ত সমভাবে সজ্জিত ও শুভ্র। নাসিকাটিও সুন্দর। ইহার জিহ্বা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মাগ্র। কণ্ঠস্বর মেঘদুন্দুভির ন্যায়। চক্ষু নীলবর্ণ ও চক্ষুরোম গরুর ন্যায়। ইহার মস্তকে স্বাভাবিক উষ্ণীষ রহিয়াছে। ভ্রূমধ্যে ঊর্ণা চিহ্ন আছে। উরুস্থানে উজ্জ্বল স্বস্তিকচিহ্নও আছে। হস্তে শঙ্খ ও পদ্মরেখা আছে এবং মস্তকটি ছত্রাকার। হে রাজন! আপনার এই পুত্রটি হয় চক্রবর্তী রাজা হইবেন অথবা সম্যকসম্বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হইবেন।

নৈমিত্তিকগণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, রাজা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। শাস্তার জননী সাতদিন মধ্যেই স্বর্গগামিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইলে, শাক্যবংশীয়গণ মুনির ন্যায় শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শিশুর নাম শাক্যমুনি রাখা হইয়াছিল। রাজা শিশুর তেজ দর্শন করিয়া, ইনি দেবতাদিগেরও দেবতা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইহার নাম দেবাতিদেব রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর তত্ত্বদর্শী অসিত মুনি কুমারকে দর্শন করিবার জন্য আদর সহকারে নারদের সহিত তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বালার্কসদৃশ ও কল্পপ্রকাশক বোধিসত্ত্বকে বিলোকন করিয়া কমলতুল্য নিজ মুখপদ্মের বিকাশশোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অসিত মুনি আতিথ্যকারী ও প্রণত: রাজাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন! আপনি যেমন গুণগণে স্পৃহনীয় তদ্রূপ এই পুত্রটিদ্বারাও স্পৃহনীয় হইয়াছেন। শিশুর এই সকল লক্ষণ মোক্ষসম্পদ সূচনা করিতেছে এবং চক্রবর্তীর সম্পদ্‌ও সূচিত হইতেছে। এই সকল লক্ষণের ফল বিনশ্বর নহে। ইনি বোধি-প্রভাবে সম্বুদ্ধ হইবেন। ধন্য ব্যক্তিই ইহার মুখপদ্ম নেত্রদ্বারা বিলোকন করিবে। বিবুধগণ বোধিরূপ দুগ্ধের মহোদধিস্বরূপ এই শুদ্ধসত্ত্ব কুমারের বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইবেন। এ জগৎ এখন পুণ্যবান্। একমাত্র আমিই বঞ্চিত যেহেতু আমার কালপূর্ণ হইয়াছে। ইহার দর্শন আমার দুর্লভ হইল।

অসিত মুনি এই কথা বলিয়া এবং রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া আকাশমার্গে তপোবনে গমনপূর্বক মন সুপ্রসন্ন করিয়া দেহত্যাগের বিষয়ে ভাবিয়াছিলেন।

নারদ শেষ সময়ে তাঁহার নিকট উপদেশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, বৎস! এই কুমার তোমাকে মোক্ষ উপদেশ করিবেন। এই রাজপুত্র হইতে অবিনশ্বর মোক্ষকথা লাভ করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। এই কথা বলিযা তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। নারদ তাঁহার শরীরের সংকার করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য বারাণসীতে গমনপূর্বক কাত্যায়ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর কুমার দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিদ্যায় পারগ হইয়াছিলেন। লিপি-প্রবীণ কুমার নূতন ব্রাহ্মী লিপি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অযুত নাগতুল্য বলবান্ কুমার জগতে খ্যাতিলাভ করিলে বৈশালিকগণ ইঁহার সন্তোষের জন্য একটি মত্তহস্তী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি চক্রবর্তী হইবেন এবং এই হস্তীটি উপঢৌকন পাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বিদ্বেষবশতঃ দেবদত্ত সেই মহাগজটিকে হত্যা কবিযাছিল। নন্দ ভূমিপতিত সেই মহাগজটিকে সপ্তপদমাত্র আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কুমার উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া প্রাচীবের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কুমার একটি বাণ দ্বারা সপ্ততাল ভেদ করিযা মহীতল ভেদ করিয়াছিলেন। ছেদ্য, ভেদ্য, অস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় তিনিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপরে শুদ্ধশীল ব্যক্তি যেরূপ উন্নতিলাভ করে, তদ্রূপ কুমার তাঁহার তুল্য-গুণবতী যশোধরানাম্নী বিখ্যাতা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ মহাবাতাঘাতে পতিত হইয়া এবং সপ্তযোজন পথ রুদ্ধ করিয়া নদীর প্রবাহ রোধ করিয়াছিল। ঐ বিপুল তরু দ্বারা সংরুদ্ধা রোহিকানাম্নী নদী শীলভ্রষ্টা বনিতার ন্যায় প্রতিলোমগামিনী হইয়াছিল। রাজপুত্র ঐ বৃক্ষটি উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রজা, মৎস্য ও জলকল্লোলের বিপ্লব নিবারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে একদা দেবদত্ত উদ্যানমধ্যে একটি হংসকে নিশিত বাণদ্বারা নিহত করিয়াছিল। কুমার তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। দেবদত্ত ইহা দেখিয়া অধিকতর সন্তাপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কুটিলগণ তুল্যবংশীয় লোকের গুণোন্নতি সহিতে পারে না।

একদা গোপিকানাম্নী রাজকন্যা কন্দর্পসদৃশরূপ কুমারকে বিলোকন করিয়া অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছিল। রাজা শুদ্ধোদন গোপিকাকে মনোনীত বধূ বিবেচনা করিয়া পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া মন্মথের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তৎপরে নৈমিত্তিকগণ আসিয়া দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনার পুত্র সপ্তম দিনে চক্রবর্তী অথবা মুনি হইবেন। রাজা এই কথা

শুনিয়া এবং পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন; পরন্তু পুত্রের চক্রবর্তীপদলাভের জন্য দিন গুণিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী শাস্তা ও স্থিরসুখী হইলেও, সকলেই তাঁহাকে লোলা বলিয়াই জানে। অথাপি ভোগাসক্ত জনগণ কেবল সম্পদেরই আদর করিয়া থাকে।

একদা কুমার উদ্যান-বিহার মানসে সুন্দর ও বৃহদাকার তুরঙ্গসমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছিলেন। কুমার পথিমধ্যে জরাজীর্ণ, শীর্ণকেশ এবং শুষ্ক ও কঠোরাকৃতি একটি পুরুষকে দেখিয়া এবং নিজদেহ বিলোকন করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, অহো এই দেহের এইরূপ নিন্দনীয় পরিণাম! এই ব্যক্তি পর্যাপ্ত বয়স পাইয়াও পর্যাপ্ত বোধ করিতেছে না। এ জন্য জরা পলিতচ্ছলে এই বৃদ্ধকে উপহাস করিতেছে। এই বৃদ্ধকে সন্তত স্নায়ুপাশদ্বারা বদ্ধ ও অস্থিপঞ্জরবিশিষ্ট দেহপিঞ্জরে মোহবিহঙ্গকে পোষণ করিতেছে। আমার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইতেছে। হে সারথে, এ ব্যক্তি কি করিতেছে। কেন তপোবনে যাইতেছে না। এই বৃদ্ধের বুদ্ধিও দেহের সহিত সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতেছে। এই বৃদ্ধ যষ্টি অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু ধর্মময়ী বুদ্ধি অবলম্বন করিতেছে না। জরাদ্বারা ইহার দেহ বক্র হইয়াছে। এ অতি নির্বিবেকস্বভাব। এই বৃদ্ধ দন্তচ্যুত হওয়ায় প্রস্খলিতভাবে লালামিশ্রিত বাক্য দ্বারা জুগুপ্সা-ভাব প্রকাশ করিতেছে। দৃষ্টি নষ্ট হইয়াছে। শরীর কৃশ হইয়াছে। শক্তি লুপ্ত হইয়াছে। শ্রবণশক্তিও গিয়াছে, তথাপি তরুণী বৃদ্ধের প্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃদ্ধ কি গর্হিত ধবলতা ধারণ করিতেছে। ইহার লোল দেহ বিরক্ত হইলেও ইহার অত্যন্ত প্রিয় দেখিতেছি।

কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং দেহকে আপদের আস্পদ ও বিনশ্বর বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে কুমার ব্যাধিযুক্ত, পূয়ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ ও মৃতপ্রায় একটি মনুষ্যকে দেখিয়াছিলেন। কুমার ইহাকে দেখিয়া নিজদেহ উদ্দেশে চিন্তা করিয়াছিলেন, অহো এই দেহে স্বভাবতঃই নানারোগের উদ্গম হয়। এই মাংসময় দেহ ক্ষণকালমাত্র পর্য্যুষিত হইলেই ক্লেদময় হয়। ইহাই মহাশ্চর্য! কুমার উদ্বেগের সহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া শরীরের প্রতি বিচিকিৎস হওয়ায় রাজ্যসম্ভোগে হতাদর হইয়াছিলেন।

অন্য এক সময়ে কুমার মাল্য ও বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শবদেহ দেখিয়াছিলেন। ইহার বন্ধুগণ ঐ দেহ সৎকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিল। তিনি ঐ শবটি দেখিয়া সহসা উদ্বেগ, দয়া, দুঃখ ও ঘৃণায় আকুল হইয়া বহুক্ষণ এই

নিঃসার সংসারের পরিহারবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি মহাপ্রস্থান-যাত্রায় হৃদয়ে সংলগ্না কর্মময়ী মালার ন্যায় একটি দীর্ঘমালা বহন করিয়া প্রেতবনে গমন করিতেছে। অহো বিষয়াভ্যাস ও বিলাসে অধ্যবসায়বান্ মনুষ্যগণের অন্তকালে এই কষ্টকর কাষ্ঠ ও পাষাণের তুল্যাবস্থা প্রাপ্তি হয়! উদ্বেগরূপ বারিময় ভবসাগরের বুদ্বুদতুল্য কালরূপ বায়ুদ্বারা আকুলিত, কর্মময় লতাগ্রন্থিত পুষ্পসদৃশ এবং মায়াবধূর নয়নবিলাসসদৃশ এই দেহে পুরুষগণের কেন স্থিরত্বাভিমান হয়। পরহিতযুক্ত কোন কথাই বলা হয় নাই। ধর্মযুক্ত কোন কথাই শ্রবণ করি নাই। কুশলকুসুমের আঘ্রাণও করি নাই। সত্যের রূপও দেখি নাই। এবং শান্তিপদ স্পর্শও করি নাই। এবম্বিধ হৃদয়াসক্ত চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়াই গতায়ুঃ ব্যক্তি সহসা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। রাজপুত্র শরীরকে এইরূপ বিপদাপ্লুত বিবেচনা করিয়া সর্বপ্রকার বিষয়াসক্তিতে অত্যন্ত নিঃস্নেহ ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতঃপর শুদ্ধাবাসকায়িক নানক দেবগণ কর্তৃক নির্মিত, পাত্র ও কাষায়ধারী একটি প্রব্রজিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহাকে দেখিয়াই কুমারের মতি প্রব্রজ্যাভিমুখী হইয়াছিল। ঈপ্সিত বিষয়ের আলোকনে প্রীতি-প্রকাশদ্বারা স্বভাব অনুমিত হয়। সারথি পদে পদে রাজপুত্রের বৈরাগ্যকারণ দেখিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিলেন।

অতঃপর কুমার পিতার বাক্যানুসারে গ্রামদর্শনে কৌতুকী হইয়া পথে যাইতে যাইতে কতকগুলি বিবৃত নিধান দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক ন্যস্ত ঐ সকল নিধান উত্থিত হইলেও যখন তিনি গ্রহণ করিলেন না, তখন সেগুলি সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে কুমার ধূলিধূসর মস্তক, বিদীর্ণপাণি-চরণ, ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রমে আতুর, হল ও কুদ্দালের আঘাতে ব্রণপীড়িত ও অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত কৃষকগণকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাকুল হইয়াছিলেন। ধর্মনিরত কুমার দয়াবশতঃ ধনদ্বারা তাহাদিগকে অদরিদ্র করিয়া বৃষগণেরও ক্লেশ মোচন করিয়াছিলেন।

তৎপরে সানুজ রাজকুমার মধ্যাহ্নের উগ্র রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া এবং রথঘোষে উন্মুখ শিখিগণদ্বারা দিগন্তর শ্যামল করিয়া স্বেদাকীর্ণকলেবরে স্নিগ্ধপ্রভাস-সম্পন্ন বনস্থলীতে আসিয়াছিলেন। রাজকুমার রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, তদীয় গণ্ডস্থল হইতে কুণ্ডল স্খলিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্রামলাভের জন্য একটি জম্বুবৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। কুমার তদীয় দেহসংসর্গে সুললিতা ও হারসদৃশী স্বেদবিন্দুসন্ততি হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃক্ষের

ছায়া পরিবৃত্ত হইল, তিনি যে জম্বু ছায়ায় বসিয়াছিলেন তাহা স্বল্পমাত্র ও তাঁহার দেহ হইতে অপসৃত হয় নাই। তীব্র বৈরাগ্যবাসনা যেরূপ সংসারবিরত জনের তাপক্লেশ দূর করে, তদ্রূপ সেই শীতল ছায়া তাঁহার তাপক্লান্তি দূর করিয়াছিল।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন পুত্র দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। আগমনকালে বেগে গমনজন্য ত্রস্ত ও উড্ডীয়মান্ গজমস্তকস্থিত ভ্রমরগণের পক্ষসকলই চামরের ন্যায় হইয়াছিল। রাজকুমারের প্রভাবে নিশ্চলা বৃক্ষচ্ছায়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং প্রণত কুমারকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তৎপরে কুমার পিতার সহিত নগরগমনে উদ্যত হইয়া পুরপ্রান্তে শবসঙ্কুল শ্মশানভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন। কুমার শবাকীর্ণ, অমঙ্গলময় শ্মশানভূমি দেখিয়া ক্ষণকাল রথগতি স্থগিত করিয়া উদ্বেগসহকারে সারথিকে বলিয়াছিলেন, হে সারথে! প্রাণিগণের এই দেহনাশের দশা দেখ। ইহা দেখিয়াও মোহমত্ত জনগণের মন অনুরাগে আর্দ্র হয়! দেখ একটা কাক পরস্ত্রী দর্শনে তৃপ্ত, ইহার নয়ন ভক্ষণ করিয়া পরে ইহার অসত্যবতী জিহ্বা আকর্ষণ করিতেছে। এই গৃধ্র মদমত্ত কামীর ন্যায় এই স্ত্রীশবের স্তনাগ্রে নখোল্লেখ করিয়া তাহার উপর সুখে অবস্থানপূর্বক অধর খণ্ডিত করিতেছে। অত্রস্থ পাদপগণ গৃধ্রকর্তৃক অসৎকৃৎ বিদার্যমান ও ছিন্ননাড়ীসম্বলিত শব দেখিয়া এবং পচা শবের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যেন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া নিজ শাখাস্থিত বায়সগণের বিষ্ঠাচ্ছলে নিষ্ঠীবন কবিতেছে। আবার বাতদ্বারা লোল পল্লবরূপ করদ্বারা যেন আচ্ছাদন করিতেছে। এই জম্বুকী ব্যক্তকামা ও অনুরাগবতীর ন্যায় মন্ত্রবৎ নিশ্চল এই শবের কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে, নখোল্লেখ করিতেছে এবং ক্ষণকাল এই যুবকের অধরদলে দন্তাঘাত করিয়া যেন অনঙ্গ ক্রিয়ায় অত্যন্ত রভস আবিষ্কার করিতেছে।

কুমার এই কথা বলিয়া সংসারের প্রতি বীভৎস ও কুৎসাদ্বারা বিরক্ত হইয়া এবং মনে মনে ক্লেশের নিরোধবিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুরপ্রবেশকালে মৃগমদসৌরভিনী, মৃগনয়না মৃগজানাম্নী একটি সৎকুলসম্ভূতা কন্যা হর্ম্যশিখর হইতে কুমারকে দেখিয়াছিল। কন্যার দৃষ্টি কুমারকে দেখিয়াই সহসা সরাগ, তরল এবং কর্ণান্তপর্যন্ত বিস্ফারিত হইয়াছিল। ঐ কন্যা কুমারের বিলোকনমাত্রেই কন্দর্পকর্তৃক সমাকৃষ্ট হইয়া লজ্জাত্যাগপূর্বক সম্মুখস্থিতা সখীকে বলিয়াছিলেন, ইহজগতে কে এরূপ ধন্যা ললনা আছে, যাহার মদনসন্তপ্তা তনু কুমারের এই চন্দ্রবৎ কমনীয় দেহস্পর্শে নির্বাণপ্রাপ্ত হইবে।

কুমার নিজ অভিপ্রেত নির্বাণশব্দ শ্রবণ করিয়াই মুখ উত্তোলন করিয়া নয়ন-

কান্তিদ্বারা পদ্মশোভা বিক্ষেপপূর্বক তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার সেই বাক্যে এবং দেহদর্শনে প্রসন্ন হইয়া ঐ কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া সুবৃত্ত হার এবং গুণোজ্জ্বল চিত্তনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রাজা উভয়ের বিলোকনানুকূল্যে মনোভাব জানিতে পারিয়া ঐ কন্যাটিকে আনিয়া পুত্রের অন্তপুরমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজপুত্র শান্তিকেই অধিকতর প্রিয় বিবেচনা করিয়া ষট্সহস্র কান্তাপরিবৃত নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে নৈমিত্তিকগণ রাজাকে স্পষ্টই বলিয়াছিল যে, আপনার পুত্র কল্য প্রাতঃকালেই মুনি অথবা চক্রবর্তী হইবেন। রাজা পুত্রের প্রব্রজ্যাভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পুরদ্বারে গমনাগমন রোধ করিয়া দিলেন। তিনি দ্রোণোদন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে দ্বারে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং অমাত্য ও সৈনিকগণ সহ নগরের মধ্যদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন যশোধরা দেবী রাজপুত্র হইতে গর্ভধারণ করিয়া চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা পাণ্ডুরদ্যুতি শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভমানা ছিলেন। নগরের দ্বাররক্ষাকার্যের একরাত্রমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সূর্যও শান্তিপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেই দিনটিও যেন প্রব্রজ্যাভিমুখ হইয়াছিল। দিবাকর বহুক্ষণ এই সংসারে বিচরণ করিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হইলে, সন্ধ্যা কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া নয়নগোচর হইলেন। ক্রমে চন্দ্র উদিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থিত অন্ধকাররূপ মোহের বিরাম হওয়ায় বিমলা পৃথিবীকে পূর্ণালোকে আলোকিত করিলেন। সানুরাগ ও প্রতপ্ত চিত্তের ন্যায় সরাগ ও তাপযুক্ত রবি অস্তগত হইলে শুদ্ধ চন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আকাশের অনির্বচনীয় ও অবিপ্লব প্রসাদ উদয় হইয়াছিল।

এমন সময়ে রত্নময় প্রাসাদে প্রতিফলিত জ্যোৎস্নাচ্ছলে হাস্যময় এবং কান্তাগণ-পরিব্যাপ্ত অন্তঃপুরমধ্যে বর্তমান রাজপুত্র সমস্তই অসার ও বিরস বিবেচনা করিয়া গগনের স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছন্দতা দর্শনে উচ্ছলিতস্মৃতি হইয়া বলিয়াছিলেন। এই নারীবৃন্দ মদনরূপ দহনের এক একটি শিখাস্বরূপ। ইহাতে তীব্র সন্তাপ ও নানা বিপদ্ আছে। অতএব ইহা পরিত্যাগ করাই উচিত। এখন আমার গৃহ পরিত্যাগপূর্বক শান্তিসুখনিলয়, লতামণ্ডিত এবং শীতল তরুতল আশ্রয় করাই উচিত। এই উদ্যানমধ্যে এই সকল প্রহরিণী নারীগণ চন্দ্রের জোৎস্নায় মদমত্ত হইয়া শয্যাতে বস্ত্র নিক্ষেপপূর্বক নিদ্রায় মুদ্রিতনয়না হইয়াছে। ইহাদের স্কন্ধদেশ কেশদ্বারা সংচ্ছাদিত হইয়াছে। স্বপ্নবশতঃ ইহাদের অনেক অনুচিত বচন শুনা যাইতেছে। ইহারা যেন মন্দানিলে চলিত দীপগণকে লজ্জিত করিতেছে।

ইহারা সরলভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে এবং নির্লজ্জভাবে বিবসন হইয়াছে। নিদ্রিত ও মৃত জনের কিছুই প্রভেদ নাই।

এই কথা বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলে, নগরের দ্বাররক্ষকগণের মধ্যে পরস্পর কথা সম্ভূত হইয়াছিল। অহো, কে, কে, জাগিয়া আছে। জাগিয়া থাকিলে কোন বিপ্লব হয় না। প্রভুর চিত্তরঞ্জনের জন্য ব্যগ্র হইয়া সকলেই জাগরিত আছে। এই সংসাররূপ গৃহমধ্যে মনীষী ব্যক্তিই জাগ্রত আছেন এবং প্রমত্ত জন মোহান্ধকার মধ্যে নিদ্রা যাইতেছে। ইহলোকে জাগরণই জীবন। মৃত ব্যক্তি ও সুপ্তজনে কিছুই প্রভেদ নাই। হর্ম্যস্থিত রাজপুত্র এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া নিজ মনোরথ সৎপথেই প্রস্থিত হইয়াছে মনে করিলেন। কুমার ক্ষণকাল নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নে নিবৃত্তির লক্ষণ দেখিয়া অনুত্তর জ্ঞাননিধিকে নিকটবর্তী মনে করিয়াছিলেন।

তৎপরে দেবী যশোধরা স্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়া এবং সহসা জাগরিতা হইয়া দয়িতের নিকট তৎকালোপগত স্বপ্নের কথা বলিয়াছিলেন। হে বিভো, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে পর্যঙ্ক, আভরণ ও অঙ্গ সকলই ভগ্ন হইয়াছে। লক্ষ্মী চলিয়া যাইতেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র তিরোহিত হইয়াছেন।

কুমার এই কথা শুনিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—হে মুগ্ধে, এই অসত্য সংসারই একটি স্বপ্ন, স্বপ্নেতে আবার কিরূপ স্বপ্ন হইবে। আমি আজ স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমার নাভিসঞ্জাতা একটি লতা আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমি মেরুপর্বতে মস্তক নিহিত করিয়া ভুজদ্বয় দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম সাগর ধরিয়া আছি এবং আমার চরণদ্বয় দক্ষিণ সাগরে গিয়া লাগিয়াছে। হে ভদ্রে, এ স্বপ্ন তোমার পক্ষে মঙ্গল। স্বামীর মঙ্গলই স্ত্রীলোকের মঙ্গল। বোধিসত্ত্ব এই কথা বলিলে, যশোধরা আর কিছুই বলেন নাই। তিনি পুনরায় নিদ্রায় মুদিতনয়না হইয়াছিলেন।

অতঃপর ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তথায় আগমন করিয়া বোধিসত্ত্বের সদ্যোৎসাহের পূরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাবেগবান্ এবং পৃথিবী, শৈল ও সমুদ্রের ধারণক্ষম চারিজন দেবপুত্রকে তাঁহার গমনের সাহায্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শক্রাদিষ্ট পাঞ্চিকনামক যক্ষ কর্তৃক নির্মিত সোপান হর্মে সংসক্ত করা হইলে, কুমার তাহা দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া বিনির্গত হইয়াছিলেন। কুমার নিদ্রিত ছন্দকনামক সারথিকে জাগরিত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং মূর্তিমান উৎসাহসদৃশ কণ্ঠনামক তুরঙ্গটি লইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীর কটাক্ষের ন্যায় চঞ্চল, দ্রুতগামী ও মনোজ্ঞ সেই অশ্বটির মস্তকে পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া সংযত করিয়াছিলেন।

স্থমনাগণের শমোত্তম অনির্বচনীয়। উহা অন্তর ও বহিঃ উভয়ত্রই সমান। ইহাদের প্রভাবে পশুগণও চপলতা ত্যাগ করে।

অতঃপর তিনি বলপরীক্ষার জন্য একটি চরণ পৃথিবীতে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। দেবপুত্রগণ উহা কম্পিত করিতেও না পারিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ছন্দকের সহিত সেই অচপল তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া নিজ আশয়ের ন্যায় বিমল মহাকাশে অবগাহন করিয়াছিলেন। গমনকালে প্রবাহিত বায়ুর হিল্লোলে কুমারের উষ্ণীষপল্লব তরলভাবে আবর্তিত ও নর্তিত হইযাছিল। তাহা পৃথিবীর শোকোচ্ছ্বাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাঁহার আভরণবস্ত্রের কিরণলেখায় চিত্রিত আকাশ যেন বিচিত্র সূত্ররচিত পত্রালীমণ্ডিত চীবর গ্রহণ করিয়াছিল। গমনকালে অন্তঃপুরদেবতাগণ দৃশ্য হইয়া অশ্রুবিন্দুব্যাপ্ত ও বিলোল নয়নোৎপলদ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়াছিল। কুমার সংসারের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নৃপ বান্ধবগণ সমন্বিত পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দূর হইতে 'ক্ষমা কর' এই কথা বলিয়াছিলেন। রাত্রি ক্ষণমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে এবং সমস্ত লোক নিদ্রাভিভূত হইলে মহান্‌নামক রাজবান্ধব জাগরিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

মহান আকাশগত কুমারকে দেখিয়া, প্রথমে চন্দ্র শঙ্কা করিয়াছিলেন, পরে অনেকক্ষণ বিচার করিয়া সবাষ্প নয়নে বলিয়াছিলেন, হে কুমার! তুমি বন্ধুজনের জীবনসদৃশ। তোমার এরূপ বৈরাগ্য বড়ই আশ্চর্য। হে রুচিরাকার! এটা তোমার যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তোমার পিতা বংশের উৎকর্ষ কামনায় তোমাতে আশা নিবদ্ধ করিয়াছেন। হে সর্বাশাভরণ! তাঁহাকে কেন নিরাশ করিতেছ। রাজপুত্র শাক্যবংশীয় মহানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে বন্ধো বান্ধবপ্রীতিই বন্ধনশৃঙ্খল। মিথ্যা গৃহসুখের প্রিয় এই দেহ ক্ষয় পাইতেছে। বিষয়রূপ উগ্র বিষে পীড়িত জনগণের পক্ষে বনই অমৃতায়তন। প্রমাদী ব্যক্তি এই সংসারবর্তী বিষয়সমূহে প্রমোদবান হইয়া হস্তদ্বারা ত্রিফণী সর্পকে আকর্ষণপূর্বক মস্তকে বিন্যস্ত করিতেছে। উৎকট বিষলতারচিত লোলমালা কণ্ঠে ধারণ করিতেছে এবং হুতাশনপরিব্যাপ্ত দুর্গমপথে অবগাহন করিতেছে। আকাশগামী কুমার এই কথা বলিয়া ক্ষণমধ্যে নগর লঙ্ঘনপূর্বক অশ্বারোহণে বহির্দেশে আসিয়া বেগে চলিয়া গিয়াছিলেন। শাক্যমুখ্য মহান্‌কর্তৃক জাগরিত রাজা এবং অন্তঃপুরবর্তী কান্তাগণের তখন একটা মহান্ করুণস্বর উদ্ভূত হইয়াছিল।

অতঃপর রাজপুত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও কুবের প্রভৃতি দেবগণপরিবেষ্টিত হইয়া দ্বাদশ যোজন অতিক্রমপূর্বক বনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ

হইয়া এবং আভরণসকল উন্মোচন করিয়া বদনকান্তিদ্বারা আনন্দ প্রকাশপূর্বক ছন্দককে বলিয়াছিলেন, তুমি এই সব আভরণ ও অশ্বটিকে লইয়া গৃহে গমন কর। এখন আমার মায়াবন্ধনস্বরূপ এই সকল বস্তুর কোন প্রয়োজন নাই। এই বনমধ্যে আমি একাকী থাকিব। শান্তি ও সন্তোষই আমার বান্ধব। প্রাণী একাকী উৎপন্ন হয় এবং একাকীই মরিয়া থাকে। বিষয়াসক্তি ও ভোগ পরিত্যাগপূর্বক কে সরস রতিক্লেশ বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এই পরিভবাস্পদ সংসারমধ্যে আমাদেরই এইরূপই নির্মাণ হইয়াছে। আমি মদনক্লান্তি প্রশমিত করিয়া শান্তিকেই আশ্রয় করিতেছি।

কুমার এই কথা বলিয়া উজ্জ্বল আভরণগুলি ছন্দকের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন। আভরণস্থ মুক্তাগুলি যেন শোকাশ্রুর ন্যায় প্রতীয়মান্ হইয়াছিল। তিনি খড়্গদ্বারা মস্তকস্থ চূড়া কর্তন করিয়া আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র উহা গ্রহণ করিয়া আদরপূর্বক স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মহাত্মা কুমার যে স্থানে ক্লেশবৎ কেশ কর্তন করিয়াছিলেন, সেখানে সজ্জনগণ কেশপ্রতিগ্রহনামক একটি চৈত্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ছন্দকও অশ্ব লইয়া সাতদিনে ধীরে ধীরে নগরপ্রান্তে আসিয়াছিলেন এবং শোকার্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্য অশ্ব লইয়া কিরূপে প্রলাপকারী রাজার সহিত দেখা করিতে পারিব।

ছন্দক এইরূপ চিন্তা করিয়া অশ্বটিকে পরিত্যাগপূর্বক সেইখানেই কিছু বিলম্ব করিয়াছিলেন। শূন্যাসন অশ্ব মূর্তিমান্ শোকের ন্যায় স্বয়ং পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অন্তঃপুরজন এবং অমাত্যসহ রাজা ঐ অশ্বটি দেখিয়া অধিকতর প্রলাপ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়াছিলেন। অশ্বটি ও সোৎকণ্ঠ আর্তস্বরদ্বারা বিষাদ প্রকাশ করিয়া অশ্রুত্যাগপূর্বক জীবনত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই ঐ অশ্বের অশ্রু গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ অশ্বটি বোধিসত্ত্বের সংস্পর্শপুণ্যে পবিত্রিত হইয়া সংসারমুক্তির জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

কুমার যে স্থানে ইন্দ্রপ্রদত্ত কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে মহাজনগণ কাষায়গ্রহণনামক একটি চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। মহাজনের বিভবও সংসারাসক্তির নিবর্তক হয়। জন্মগ্রহণও পুনর্জন্মনিবারক হয়। এবং বিজনবাসও মোহগর্ত হইতে রক্ষাকর হয়। কুশলকামী কুমার এইরূপে কামনা ও অনুরাগ ত্যাগ করিয়া গুণদ্বারা লোকের অনুরাগভাজন হইয়া শ্লাঘনীয় হইয়াছিলেন।



পঞ্চবিংশতিতম পল্লব

মারবিদ্রাবণাবদান

যাঁহারা সুন্দরীগণের লোচনচক্রে বর্তমান কন্দর্পকে নিজ শাসনাধীন করিয়াছেন, তাঁহারাই জন্মভয় হইতে প্রমুক্ত এবং সংসারের প্রভাবকে অভিভব করিবার জন্য উদ্যত হইয়া জয়লাভ করেন।

তৎপরে বোধিসত্ত্ব এই তপোবনে তপস্যানিরত হইলে তাঁহার উপস্থাপক পাঁচজন বারাণসীতে প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শাক্যমুনি ক্রমে মুনীন্দ্রগণের স্পৃহনীয় হইয়া স্বয়ং পাদচারিকা দ্বারা সেনায়নী গ্রামে গিয়াছিলেন। তথায় সেননামক একটি গৃহস্থের নন্দা ও নন্দবলা নামে দুইটি সুচরিত্রা কন্যা ছিল। তাহারা রাজা শুদ্ধোদনের বিখ্যাত পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিয়াছিল। মালার অভ্যন্তরে যেমন সূত্র থাকে সেইরূপ আমোদপ্রিয়া বালাদিগের মনেও একটা স্বাভাবিক অভিলাষ থাকে।

এই কন্যাদ্বয় বৎসগণের দুগ্ধপানের পর পুনঃ পুনঃ স্ফটিকময় স্থালীতে দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া ব্রতান্তে পায়স প্রস্তুত করিয়াছিল। বিধিপূর্বক ঐ পায়স সিদ্ধ হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কন্যাদ্বয় হর্ষসহকারে অতিথির ভাগ উদ্ধৃত করিলে, ইন্দ্র বলিলেন, সর্বোৎকৃষ্ট গুণবানকে অগ্রে দাও।

ইন্দ্র বলিলেন, এই ব্রাহ্মণ আমা অপেক্ষা অধিক গুণবান্ ও প্রথমগণ্য। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন যে, আমা অপেক্ষাও অধিকতর দেব শুদ্ধাবাসনিকায়িক একজন আছেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে গগনস্থিত দেবগণ বলিয়াছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট তপঃকৃশ বোধিসত্ত্ব নিরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া জলে অবস্থান করিতেছেন। কন্যাদ্বয় এই কথা শুনিয়া মণিভাজনে সেই মধুপায়স অবস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ভক্তিপূর্বক অর্পণ করিলেন। তৎপরে বোধিসত্ত্ব রত্নপাত্রী গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। কন্যাদ্বয় বলিলেন, "ইহা আমরা দিয়াছি পুনশ্চ গ্রহণ করিতে পারি না।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না।

তখন তিনি সেই প্রভাবতী রত্নপাত্রী নদীতে নিক্ষিপ্ত করিলে, নাগগণ তাহা লইয়া গেল। ইন্দ্র গরুড়রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে বিক্ষোভিত করিয়া উহা কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব প্রসন্ন হইয়া কন্যাদ্বয়কে বলিয়াছিলেন, দানেতে প্রণিধান করার জন্য তোমরা কি অভিলাষ কর।

তাহারা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে শুদ্ধোদনপুত্র, আনন্দনিধি, কুমার সর্বার্থসিদ্ধ আমাদের পতি হউন ইহাই আমাদের অভিলাষ। কন্দর্পলীলার উদ্যমস্বরূপ তাহাদের সেই সরস বাক্য জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করিতে পারে না তদ্রূপ তাঁহার মনকে লিপ্ত করিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন যে, শুদ্ধোদনপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা শুন নাই। রাজ্যসম্পদের লোললোচনা স্ত্রীগণও এখন তাঁহার প্রিয় নহে। কন্যাদ্বয় এইরূপ অনভিপ্রেত বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক বলিয়াছিল যে, এই দানধর্ম তাঁহারই সিদ্ধির নিমিত্ত হউক। অদৃষ্ট ও স্নেহে জড়িত এবং বহুকাল অভ্যস্ত পক্ষপাত একবার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে উহা আর পরাঙ্মুখ হইয়া নিবৃত্ত হয়না।

বোধিসত্ত্ব উহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিশ্রামের জন্য বনমধ্যে গমন করিলেন। তিনি পায়সামৃত ভাগ লাভ করায় দিব্য বল লাভ করিয়া তরুচ্ছায়ামণ্ডিত মহীধরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব তথায় পর্যঙ্কনামক আসনবদ্ধ করিয়া সুখে অবস্থান করিলে, অহঙ্কারের ন্যায় উচ্চশিরা ঐ পর্বত বিশীর্ণ হইয়াছিল। পর্বত বিশীর্ণ হইলে তিনি বিষণ্ন হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমি এমন কি পাপকর্ম করিয়াছি যে এরূপ হইল। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে ব্যোমদেবতাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে সাধো, তুমি কিছুই অন্যায় কার্য কর নাই। তুমি অচ্ছিন্নভাবে কুশল কর্ম করিতেছ, এজন্য পৃথিবী তোমাকে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। তুমি এরূপ তপস্যা করায় উন্নত শত শত শৈল অপেক্ষাও গুরুভার হইয়াছ। এই নিরঞ্জনা (ইহাকে 'নিরঞ্জনা' নদীও বলে) নদী পার হইয়া বোধিসত্ত্বগণের সিদ্ধিপ্রদ বজ্রাসননামক নিশ্চল দেশে গমন কর।

যখন তিনি দেবতাকথিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন ভূতলে তাঁহার পাদবিন্যাস সুবর্ণময় পদ্মপংক্তির ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছিল তাঁহার গমনকালে পৃথিবী উচ্ছলিত সমুদ্রজলে আকুলা হইয়া ও কাংস্যপাত্রীর ন্যায় শব্দ করিয়া নতা ও উন্নতা হইয়াছিলেন। তিনি তখন সেই সকল শুভসূচক নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। অনুত্তর জ্ঞাননিধানের সাধনই উহার ফল। নিরঞ্জনা-

প্রদেশবাসী কালিকাভিধ অন্ধ নাগ বুদ্ধকর্তৃক উৎপাটিত নয়ন হইয়া ভূমির শব্দ শ্রবণে নির্গত হইয়াছিল।

ঐ নাগ সর্বলক্ষণসম্পন্ন ও তপ্তকাঞ্চনকান্তি বোধিসত্ত্বকে বিলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিয়াছিল, হে নলিননয়ন! তুমি কমনীয়দেহ হইয়া এই যৌবনকালেই রাজলক্ষ্মীকে বিরহবেদনা প্রদানপূর্বক বনে বিচরণ করিতেছ। তুমি অনুপম শান্তির উন্মেষ দ্বারা সন্তোষজনক হইয়া প্রাণিগণের ভবসাগরে যথার্থই সেতুস্বরূপ হইতেছ। এই সকল হরিণগণ এখানে ভয়বশতঃ তরলভাব ত্যাগ করিতেছে। পক্ষিগণ নিকটে আসিয়া ক্রীড়া করিয়া বিচরণ করিতেছে। দুর্বল ও সবল সকলেরই হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশ্বাসভাব হইয়াছে। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ইহা নিশ্চয়ই আয়াসরহিত ও সুখপ্রদ বুদ্ধের দেহই হইবে। করিশাবক পদ্মপ্রীতিবশতঃ সিংহের উপরে নিজশুণ্ড স্থাপিত করিতেছ। ময়ূরগণ নিজ পিচ্ছদ্বারা বীজন করিয়া স্নিগ্ধালোপদ্বারা সুখিত করিতেছে। এই লোলাপাঙ্গা হরিণী সম্মুখেই প্রণয়োন্মুখী হইতেছ। এ সমস্তই শান্তিসময়ের পবিত্র প্রসাদময়ী অবস্থা। অদ্যই তুমি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং বিশুদ্ধ বোধি লাভ করিয়া পূর্ণচন্দ্র যেরূপ সদ্যঃপ্রসাদ ও প্রমোদভরে উল্লসিত কুমুদ্বতীকে আনন্দিত করে তদ্রূপ ত্রিভুবনকে আনন্দিত করিবে। দিননাথের ন্যায় প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন ত্বদীয় বিলোকনে কমলপ্রবোধের ন্যায় সমস্ত লোকের দিব্যজ্ঞান উদয় হওয়ায়, তাহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে মধুপশ্রেণীর ন্যায় মোহান্ধকারাবলী নির্গত হইতেছে এবং পুনর্বার বন্ধনভয়ে আর উহাতে প্রবেশ করিতেছে না।

নাগরাজ বিনয়সহকারে এই কথা বলিলে, প্রসন্নবুদ্ধি বোধিসত্ত্ব উহাকে সম্ভাষণ করিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি বজ্রাসনসমন্বিত ও নির্জন বোধিমূলে গমন করিয়া, শক্রদত্ত দক্ষিণাগ্র কুশদ্বারা সংস্তরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় পর্যঙ্কাসনে উপবেশন করিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ধ্যানমগ্ন হওয়ায় মন্থাবসনে বিশ্রান্ত দুগ্ধাব্ধির ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। ধীর ও সরলাকৃতি এবং অসাধারণ ক্ষমার আধার ও কাঞ্চনকান্তি ভগবান অপর সুমেরু পর্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ স্মৃতিকে প্রতিকূলমুখীন করিয়া এবং নিজ আসন যাহাতে স্থির ও অক্ষয় হয় এরূপ সঙ্কল্প করিয়া পর্যঙ্কাসন বন্ধন করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে সংযমবিদ্বেষী কন্দর্প পত্রবাহকরূপে সত্বর তথায় আগমন করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিয়াছিলেন, এ কিরূপ তোমার নিষ্কামভাব! এইরূপ নিষ্কামভাবই বন্ধনপ্রদ হয়। তোমার মতি অকালোৎপন্ন কলিকার ন্যায়। ইহার আবার

কামনা কি। দেবদত্ত নিঃশঙ্কভাবে তোমার রাজধানী অধিকার করিয়াছে। এবং অন্তঃপুরিকাগণকে নিরুদ্ধ করিয়া রাজা শুদ্ধোদনকেও বন্ধন করিয়াছে।

ভগবান কন্দর্পের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক বা ক্রোধরূপ বিষে ব্যথিত না হইয়া নির্বিকারচিত্তে চিন্তা করিয়াছিলেন, হায়! কন্দর্প আমার তপস্যার বিঘ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। এ ময়ূরক্রীড়ার ন্যায় জগৎকে নর্তিত করে। হে কন্দর্প! তোমার দৌর্জন্যের এখনও বিরাম হয় নাই। তুমি একমাত্র হিংসাযজ্ঞদ্বারা এইরূপ কমনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি যজ্ঞ দান ও তপস্যা জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে চাহি না। নিজ গুণ উচ্চারণ করিলে পুণ্যরূপ পুষ্প ম্লান ও শীর্ণ হইয়া থাকে। সমস্ত প্রাণীর চিত্তচোর কন্দর্প ভগবান কর্তৃক এইরূপ ভৎর্সিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও হতোদ্যম হইয়া চলিয়া গেলেন।

অতঃপর সুললিতলোচনা ও ভৃঙ্গমণ্ডিত চূতলতার ন্যায় কমনীয়া তিনটি কন্যা দৃষ্টিগোচর হইল। কন্দর্পনির্মিত ঐ তিনটি কন্যা পাদপদ্মবিন্যাস দ্বারা তপোবনকে রাগরঞ্জিত করিয়াছিল। তাহারা তথায় বিলোচন শোভাদ্বারা হরিণীকে, গতি-বিভ্রমদ্বারা করিণীকে এবং মুখপদ্মদ্বারা নলিনীকে মলিন করিয়াছিল। তাহাদিগের যৌবনসম্পন্ন অঙ্গ, অনুরাগরূপ বিলেপন এবং লাবণ্যরূপ বসনদ্বারা অচেতন-দিগেরও কামোদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা ভগবান্‌কে বজ্রাসনে সমাহিত ও ধ্যানে নিশ্চললোচন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়সহকারে চিন্তা করিয়াছিল। ভগবানের সংকল্পবলে তাহারা মত্ততা ও অনুরাগময় যৌবন পরিত্যাগ করিয়া সহসা জরাপ্রাপ্ত হইয়া লজ্জিত হইয়াছিল।

ঐ কন্যাগণ এইরূপ অপ্রতিভ হইলে মন্মথের মনোরথ ভগ্ন হইল। তিনি উদ্যমসহকারে সৈন্যযোজনা করিতে লাগিলেন। সর্বপ্রকার অস্ত্রসমন্বিত ও নানা প্রাণিসঙ্কুল ষট্‌ত্রিংশৎকোটিসংখ্যক কন্দর্প সৈন্য উদ্যোগী হইয়াছিল। স্বয়ং কন্দর্প ক্রূর শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন। কন্দর্পকর্তৃক বিক্ষিপ্ত পাংশু, বিষ ও প্রস্তরখণ্ডসমন্বিত শস্ত্রবৃষ্টি বোধিসত্ত্বের পক্ষে মন্দার ও পদ্মসদৃশ হইয়াছিল। পুনর্বার কন্দর্প সৈন্যগণ-কর্তৃক বিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি ক্ষমাবান্ বোধিসত্ত্বের উপর পতিত হইয়াছিল, কিন্তু দেবতাগণ তাহা আকর্ষণ করিয়া বজ্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। কন্দর্পও নষ্টসংকল্প হইয়া সমাধির ব্যাঘাতকারী ও ঘণ্টার ন্যায় অত্যন্ত শ্রুতিকটু শব্দকারী একটি স্ফটিকময় বৃক্ষ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ব্যোমদেবতাগণ সেই উৎকট শব্দকারী বৃক্ষ এবং সৈন্যগণ ও অস্ত্রসমন্বিত

কন্দর্পকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভগবান্ প্রসন্নতা ও নির্মল জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বজ্ঞ, সর্বত্রগ এবং জাতিস্মর হইয়াছিলেন। তিথি তথায় অনুত্তর জ্ঞানদ্বারা সম্যক্সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া কর্মপ্রবাহনির্মিত সমস্ত প্রাণীর গতি দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর কন্দর্প আকাশবাণীদ্বারা শাক্যপুরে প্রবাদ প্রচার করিয়াছিলেন যে, বোধিসত্ত্ব তপঃক্লেশবশতঃ অস্তগত হইয়াছেন।

রাজা শুদ্ধোদন এই কথা শুনিয়া পুত্রস্নেহরূপ বিষে আতুর হইয়া বজ্রাহতবৎ ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। রাজা ও অন্তঃপুরিকাগণ প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে সুচরিতের পক্ষপাতী ব্যোমদেবতাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র অমৃত পান করিয়া সম্যকসম্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতদ্বারা লোকেরও মৃত্যুভয় থাকে না। রাজা, অমাত্য ও অন্তঃপুরিকাগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধাসিক্তবৎ ক্ষণমধ্যেই প্রত্যাগতপ্রাণ হইয়াছিলেন।

সেই মহোৎসব ও আনন্দসময়ে বোধিসত্ত্ব-বধূ যশোধরা চন্দ্রগ্রহণসময়ে একটি কমনীয় পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। রাহুল নামক সেই বালকের জন্মবিষয়ে শঙ্কিত রাজার কথায় তদীয় জননীকর্তৃক শুদ্ধির জন্য শিলাসহ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও বালক ভাসিয়াছিল। ভগবানও সপ্তাহকাল বজ্রপর্যঙ্কনামক আসনবন্ধদ্বারা নিশ্চলদেহ হইয়া থাকায় দেবতাগণের বিস্ময় বিধান করিয়াছিলেন। পরমানন্দরূপ সুধাধারাদ্বারা পরিতৃপ্ত ভগবান্ ব্রহ্মকায়িকনামক দেবতাদ্বয়কর্তৃক বিবোধিত হইয়া বলিয়াছিলেন, অহো! আমি এই সুখস্থিতিকে পূর্বেই জানিয়াছি। যাহাদ্বারা সুরাসুরগণের ঐশ্বর্যসুখও দুঃখগণমধ্যে পরিগণিত হয়। লাবণ্যরূপ জলে প্লাবিতাঙ্গী তরুণীগণ, এবং পীযূষসিক্ত স্বর্গীয় সম্ভোগসকল এই সর্বত্যাগজনিত সুখের তুলনায় পাংশুবৎ নিঃসার বলিয়া গণ্য হয়। আমি বিষয়রূপ বিষম ক্লেশময় সংসারপথের পথিক হইয়া সন্তপ্ত এবং ক্লান্ত হইয়াছিলাম। এখন চন্দনচ্ছায়ার ন্যায় শীতল শান্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছি, আমার এই সকল ইন্দ্রিয়ব্যাপিনী নির্বৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। শান্তিরূপ শীতলবনে বিশ্রান্ত জনগণের সুখের তুলনা কোথায়ও নাই।

এমন সময়ে পুণ্যবলে ত্রপুস ও ভল্লিক নামক দুইটি বণিক্ বহুলোকসহ সেই বনে আসিয়াছিল। দেবতাপ্রেরিত ঐ বণিকদ্বয় ভগবানের নিকট আসিয়া প্রণিপাত পূর্বক ভিক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিল। দয়াপরায়ণ সর্বজ্ঞ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন যে, পূর্বতনগণ পাত্রেতেই ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, হস্তে গ্রহণ

করেন নাই। তিনি এরূপ চিন্তা করিলে মহারাজনামক দেবতাগণ আসিয়া চারিটি স্ফটিকময় পাত্র তাঁহাকে দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভগবান্ পাত্রে পিণ্ডপাত প্রতিগ্রহ করিয়া শরণ্যত্রয় শাসনদ্বারা তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

মহাপুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ, পুণ্যসম্পাদনে নিপুণ, অশেষ বিপদের বিনাশকারী, প্রার্থনায় কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং শুভপরিণতি সম্পাদনে তৎপর সাধুসঙ্গ কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যবলে ঘটিয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশ পল্লব

শাক্যোৎপত্তি

যে বংশ সুন্দরচরিত্র, গুণসংগ্রহে যত্নবান এবং জগতের অলঙ্কারভূত মুক্তাময় রত্নস্বরূপ সন্তান প্রসব করে এবং ঐ রত্নের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়, এতাদৃশ বংশই যথার্থ কুশলবান্‌।

পুবাকালে ভগবান্‌ যখন কপিলবাস্তু নগরে ন্যগ্রোধারামে বর্তমান ছিলেন, তখন শাক্যগণ তাঁহার নিকট নিজ বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ শাক্যগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সম্মুখবর্তী মৌদ্‌গল্যায়নকে এই কথা বলিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন। মৌদ্‌গল্যায়ন জ্ঞানচক্ষুঃদ্বারা যথাযথভাবে অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া শাক্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, আপনারা শাক্যোৎপত্তিকথা শ্রবণ করুন। পুরাকালে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে এবং একার্ণব আকার ধারণ করিলে, পবনসংস্পর্শে জল তরলিত হইয়াছিল। ক্রমে ঐ জল ঘন হইয়া কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে বর্ণ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধময়ী ভূমি উৎপন্ন হইয়াছিল। আভাস্বরনামক দেবগণ কর্মক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ভূমিতে তত্তুল্যবর্ণ, সত্বাধিক ও বলাধিক প্রাণিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন তীব্র তৃষ্ণায় মোহিত হইয়া অঙ্গুলীর রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, এ কারণ আহারদোষে তাঁহারা রুক্ষ ও বিবর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রমে বসুন্ধরা তাঁহাদের জন্য অন্ন প্রসব করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা তমোগুণে আক্রান্ত হওয়ায় ক্রমে তাঁহাদের ক্ষেত্র, অগার ও পরিগ্রহ সমস্তই হইয়াছিল। তৎপরে ক্ষিতির পালনের জন্য বহুজনের সম্মত মহাসম্মত নামে একজন তাঁহাদিগকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

সমুদ্রে পারিজাতের ন্যায় মহাসম্মতের বংশে উপোষধনামে এক রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কীর্তি-কুসুম কখনও ম্লান হইত না। উপোষধের পুত্র, রাজচক্রবর্তী মান্ধাতা অযোনিজ ছিলেন। ত্রিভুবনে একচ্ছত্র রাজা মান্ধাতার বংশ বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। সহস্র শাখাবান্‌ মান্ধাতার বংশে কৃকি নামে এক রাজা

ছিলেন। ভগবান্ কাশ্যপ তাঁহার চিত্তপ্রসাদ সম্পাদন করিয়াছিলেন। ক্রকির বংশে ইক্ষাকু এবং ইক্ষাকুর বংশে বিরূঢ়ক উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বিরূঢক কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি প্রীতিবশতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে বিবাসিত করিয়াছিলেন। বিবাসিত বিরূঢ়ক-পুত্রগণ স্বদেশস্পৃহা ত্যাগ করিয়া এবং সকলে একত্র হইয়া মহর্ষি কপিলের আশ্রমে গিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্যভাববশতঃ উচ্চস্বরে কথাবার্তা কহিতেন, এজন্য মহর্ষির ধ্যানের অন্তরায়স্বরূপ হওয়ায়, তিনি একটু দূরে তাঁহাদের জন্য কপিলবাস্তু নামে একটি পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে রাজা বিরূঢ়ক পুত্রবাৎসল্যবশতঃ অনুতপ্ত হওয়ায় কুমারগণকে আনিবার জন্য মন্ত্রিগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ সকলেই রাজাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, কুমারগণ উত্তম নগর লাভ করিয়াছেন এবং সকলেরই অপত্য ও বিপুল সম্পদ হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে আনয়ন করা অসাধ্য।

রাজা বিরূঢ়ক কুমারগণের আনয়ন বিষয়ে শাক্যশক্যতা চিন্তা করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের নাম শাক্য হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে নূপুরের বংশই বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বংশে পঞ্চবিংশতি সহস্র রাজা অতীত হইলে রাজা দশরথ উৎপন্ন হইয়াছিলেন; দশরথের বংশে সিংহহনুনামে এক রাজা হইয়াছিলেন। রাজকুঞ্জরগণ সিংহসদৃশ পরাক্রমী রাজা সিংহহনুর আক্রমণ সহিতে পারিত না।

সিংহহনুর চারিটি পুত্র—শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, দ্রোণোদন ও অমৃতোদন এবং চারিটি কন্যা—শুদ্ধা, শুক্লা, দ্রোণা ও অমৃতা। শুদ্ধোদনের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভগবান্ ও কনিষ্ঠ নন্দ। শুক্লোদনের দুই পুত্র, তিষ্য ও ভদ্রিক। দ্রোণোদনের দুই পুত্র, অনিরুদ্ধ ও মহান্। অমৃতোদনের দুই পুত্র, আনন্দ ও দেবদত্ত। শুদ্ধার পুত্র সুপ্রশুদ্ধ। শুক্লার পুত্র মালিক। দ্রোণার পুত্র ভদ্রাণি। অমৃতার পুত্র বৈশালী। ভগবানের পুত্র রাহুল। এই রাহুলেতেই শাক্য বংশ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

শাক্যগণ উজ্জ্বল জ্ঞানময় মৌদগল্যায়ন কর্তৃক যথাবৎ কথিত নিজবংশ বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রভাবদ্বারা আপনাদিগকে বিশুদ্ধ উৎকর্ষবিশেষের সম্ভাবনার পাত্র বোধ করিয়াছিলেন।

সপ্তবিংশ পল্লব

শ্রোণকোটিবিংশাবদান

পুণ্যদ্বারা সম্পাদিত বিবেক ও সত্ত্বগুণের প্রভাব অনির্বচনীয়, উহা পুরুষের শত শত কায়পরিবর্তন হইলেও বস্ত্রসংলগ্ন কস্তূরিকামোদের ন্যায় কখনই অপগত হয় না।

সমস্ত প্রাণীর সন্তাপনাশক করুণাসাগর ভগবান জিন যখন রাজগৃহ নগরের বেণুবনারামে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে চম্পানগরীতে রাজা পোতল রাজ্য করিতেন। পোতলের ধনে কুবেরেরও ধনদর্প অপগত হইয়াছিল। পোতলের পুত্র বহুবিধ মনোরথযুক্ত হইয়াছিলেন। সুখসহচরী ধনসম্পদ্ অভিলষিত বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে। রাজা পোতল শ্রবণানক্ষত্রে উৎপন্ন নিজ পুত্রের জন্মকালে প্রীতিবশতঃ দরিদ্রগণকে বিংশতি কোটি সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। তখন হইতেই শিশু শ্রোণকোটিবিংশ নামে খ্যাত হইয়াছিল। সুকৃতদ্বারা বিভব যেরূপ ভূষিত হয় তদ্রূপ ঐ শিশুদ্বারা বংশ ভূষিত হইয়াছিল।

শিশুটি ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া নিজে রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করায় পিতার সুখ ও বিশ্রাম সম্পাদন করিয়াছিল। একদা তিনি সূর্যমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ সূর্যের প্রভাপুঞ্জবৎ সমুজ্জ্বল নগরে সমাগত মৌদ্গল্যায়নকে বলিয়াছিলেন, সূর্যসম প্রভাবান্ আপনি কে? আপনার প্রভায় দিগন্তর প্রকাশিত হইতেছে। আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র বা শশাঙ্ক কিম্বা ধনপতি কুবের?

মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি দেবতা নহি; আমি দেবরাজেরও বন্দনীয় ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য। তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রভাবে অনেক ভোগ্যবস্তু পাইয়াছ। অতএব মহামুনি ভগবানের প্রীতিকর স্বচ্ছ পিণ্ডপাত প্রদান কর। শ্রোণ জাতি অনুসারে সূর্যভক্ত হইলেও ভগবানের নাম শ্রবণগোচর হইবামাত্রেই তাঁহার রোমাঞ্চ উদ্গত হইয়াছিল। যাহার যেরূপ পূর্বজন্মের বাসনানুযায়ী স্বভাব থাকে, তাহা উদীরণমাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

শ্রোণকোটি ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ভগবানের জন্য দেবভোগ্য বিংশতিটি

স্থালী-ভোগ পাঠাইয়াছিলেন। ভগবান অনুগ্রহবুদ্ধিবশতঃ ভক্তজনের প্রেরিত সেই সমস্ত স্থালী-ভোগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে রাজা বিম্বিসার ভক্তিপূর্বক রাজোচিত স্থালীভোগ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং তথায় আসিয়াছিলেন। বিম্বিসার তথায় শ্রোণকর্তৃক প্রেষিত ভোগের সদ্‌গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দেবরাজ প্রেষিত দিব্যভোগ মনে করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎপ্রদত্ত পাত্রশেষ ভক্ষণ করিয়া এবং শ্রোণকর্তৃক প্রেষিত ভোগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর রাজা বিম্বিসার ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজ রাজধানীতে আগমনপূর্বক তদীয় দিব্য সম্পদের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, নিজে গিয়াই মহাযশাঃ শ্রোণের সহিত দেখা করা উচিত। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সচিবগণকে যাত্রার উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

নীতিজ্ঞ রাজা পোতল বিম্বিসারকে স্বয়ং আগমনোদ্যত জানিতে পারিয়া নিজপুত্র শ্রোণকোটিকে একান্তে বলিয়াছিলেন, হে পুত্র! বর্ণাশ্রমগুরু রাজা বিম্বিসার স্বয়ং তোমার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। তোমার এরূপ উৎকর্ষ সদোষ বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজগণ পক্ষপাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন এরূপ বোধহয় বটে, কিন্তু তাঁহারা গুণচ্যুত বাণের ন্যায় অবিলম্বে লক্ষ্যভূত জনকে আঘাত করেন। অতিশয় উন্নত হইলে ভৃত্যগণও তাহাকে বিদ্বেষ করে। অভিমানসার রাজগণের ত বিদ্বেষপাত্র হইবেই তাহা বলা বাহুল্য। রূপ, বয়স, সৌভাগ্য, প্রভাব, বিভব ও বিদ্যাবিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে লোকে নিজ পুত্রেরও উৎকর্ষ সহ্য করে না। হে পুত্র! লোকমাত্রেই যখন বিদ্বেষময় তখন নিজের কিছু গুণ থাকিলে উহা আচ্ছাদন করিয়া রাখাই উচিত। তাহা হইলে কোন বিপদ হয় না। পদ্ম নিজগুণ (অন্তঃস্থসূত্র) আচ্ছাদিত রাখিয়াছে বলিয়া তীক্ষ্ণরুচি সূর্যেরও প্রিয় হইয়াছে। উদ্ধত লোক কাহার না দ্বেষ্য হয় এবং প্রণত লোক কাহার না প্রিয় হয়। বায়ু শুষ্ক বৃক্ষকে উৎপাটিত করে, কিন্তু নম্র বৃক্ষকে রক্ষা করে। রাজা বিম্বিসার যদিও স্বয়ং আসিবেন, কিন্তু তোমারই সেখানে গিয়া দেখা করা উচিত। এ বিষয়ে তোমার দর্পজনিত মোহ হইলে উহা মঙ্গল-জনক হইবে না। অতএব তুমি স্বয়ং গিয়া নমস্য রাজাকে প্রণাম কর। এবং নক্ষত্ররাশিসদৃশ এই হারটি উপহার প্রদান কর।

শ্রোণকোটী পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া নৌকারোহণে রাজা বিম্বিসারের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি

বিম্বিসারের রাজধানীতে আসিয়াও রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক লক্ষ্মীর হর্ষহাসরূপ সেই হারটি প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজা বিম্বিসার হেমরোমে অঙ্কিতচরণ শ্রোণকোটিকে স্বয়ং সমাগত দেখিয়া বিস্ময়বশতঃ স্নিগ্ধনয়নে বলিয়াছিলেন, অহো, তুমি কি পুণ্যবান্ ও সত্ত্বসম্পন্ন! তোমার দর্শনমাত্রেই আমার মনোবৃত্তি প্রসন্ন হইতেছে। ঐশ্বর্য গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুখ ঐশ্বর্য হইতেও উত্তম। আরোগ্য সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সাধুসঙ্গ আরোগ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে সাধো! তুমি কি বেণুকাননবাসী ভগবান্‌কে দেখিয়াছ? আমার মতে তাঁহার পাদপদ্মযুগল তোমার দেখা উচিত।

অনুরক্ত রাজা বিম্বিসার সৌজন্যবশতঃ এই কথা বলিলে শ্রোণকোটিবিংশও প্রণয়সহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে দেবদেব! আপনার এই অতুলনীয় ও কল্যাণকর প্রসাদ লাভ করায় অধুনা আমার ভগবদ্দর্শনে যোগ্যতা হইয়াছে।

শ্রোণকোটি এই কথা বলিলে মর্য্যাদাভিজ্ঞ রাজা বিম্বিসার ভগবানের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার সহিত পদব্রজেই গমন করিয়াছিলেন। শ্রোণের জন্মদিন হইতেই কখনও পৃথিবীতে পাদস্পর্শ হয় নাই। এ জন্য ভৃত্যগণ প্রস্থানমার্গ মহামূল্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিল। শ্রোণকোটি ভগবানের প্রতি ভক্তি ও বিনয়বশতঃ এবং রাজার গৌরবের জন্য যেন লজ্জিত হইয়া ভৃত্যগণকে আচ্ছাদন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদন বারণ করিলে পর পৃথিবী স্বয়ং দিব্যবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। পুণ্যবানগণের সম্পদ বিনা প্রযত্নে সাধিত হয়। শ্রোণকোটি দিব্যবস্ত্র অপসৃত করিয়া ভূমিতে পদক্ষেপ করিলে শৈল, বন ও সাগরসহ সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়াছিল।

তৎপরে তিনি রাজার সহিত জিনাশ্রমে গমন করিয়া ভগবান্‌কে বিলোকনপূর্বক তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ সম্মুখোপবিষ্ট ও আলোকনামৃতলাভে হৃষ্ট শ্রোণকোটিকে শান্তি ও বিবেকদ্বারা অভিষেচন করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আশ্রয়, অনুশয়, ধাতু ও প্রকৃতি বিচার করিয়া সত্য দর্শনোদ্দেশে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশ স্রোতঃ প্রাপ্তিপদপ্রাপ্ত শ্রোণকোটির বিংশতি শৃঙ্গসমন্বিত সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞানরূপ শৈল জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা নির্ভিন্ন হইয়াছিল।

তৎপরে সহসা শ্রোণকোটির সম্মুখে প্রব্রজ্যা স্বয়ং উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলেন। শ্রোণকোটি কঠোরভাবে ব্রতচর্যা করিলে ও বাসনাবশেষের সংস্কারবশতঃ একদা তাঁহার

বন্ধুগণও সুখভোগের কথা স্মরণ হইয়াছিল। ভগবান্ সুখস্মৃতিবশতঃ লজ্জিত শ্রোণকোটিকে আহ্বান করিয়া হাস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন, যে তুমি সংলীনচেতা হইলেও তোমার এরূপ সুখচিন্তা হইল কেন। বীণার তন্ত্রী বিশ্লিষ্ট বা অত্যন্ত কৃষ্ট হইলে উহা বিস্বরংহয়, কিন্তু সমান হইলেই মধুর স্বর হয়। অতএব সাম্য আশ্রয় করা উচিত।

ভগবানের এইরূপ আদেশে শ্রোণকোটি সর্বপ্রাণীতে সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং অনুতাপবর্জিত হইয়া বিমলজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শ্রোণকোটির এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধিলাভ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রোণের জন্মান্তরার্জিত পুণ্যকর্মের কথা শ্রবণ কর। পুণ্যহীন জনের কখনই অদ্ভুত সম্পদ লাভ হয় না।

পুরাকালে ভগবান সম্যকসংবুদ্ধ বিপশ্যীনামক সুগত পরিক্রমণচ্ছলে বন্ধুমতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য পুণ্যবান্ জনগণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনিও অনুচরগণসহ বারক্রমে তাহাদের গৃহে গিয়াছিলেন। তৎপরে ইন্দ্রসোম-নামক একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বারপ্রাপ্ত হইয়া যত্ন সহকারে তাঁহার যোগ্য ভোজন আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রযত্নে বস্ত্রদ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া বিনীতভাবে ভক্তিদ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণই ভোগে প্রণিধান করায় এখন মহাধনবান্ ও সুবর্ণ রোমাঙ্কিতচরণ দেবতুল্য শ্রোণকোটিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কখনও বস্ত্ররহিত ভূমি স্পর্শ করেন নাই, এজন্যই ইহার চরণস্পর্শে পৃথিবীর কম্প হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ প্রণিহিতচিত্তে ভগবানের এইরূপ সুধাবৎ শুভ্র দশনসমূখের ন্যায় স্বভাবের উন্মেষক বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থির কুশল লাভের জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন।



অষ্টাবিংশ পল্লব

ধনপালাবদান

দৌর্জন্যবশতঃ দুঃসহ ও বিপুল খলজনের অপকারদ্বারা মহামনা জনগণের অন্তরে কোনই বিকার হয় না। ক্ষীরসাগর বাসুকিবেষ্টিত মন্দার পর্বতদ্বারা আলোড়িত হইলেও নিজ হৃদয় হইতে অমৃতস্বভাব ত্যাগ করেন নাই (অর্থাৎ তাহাতেও অমৃত দান করিয়াছেন)।

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগৃহনগরে বেণুকানন মধ্যবর্তী কলন্দক-নিবাসনামক বিহারে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিম্বিসার-পুত্র রাজা অজাতশত্রু নিজ নিস্ত্রিংশদ্বারা শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন। শাক্যবংশীয় দেবদত্ত তাঁহার সুহৃৎ ছিলেন। দেবদত্তের ক্ষুদ্র মন্ত্রণায় তিনি বেতালের ন্যায় উৎকটস্বভাব হইয়াছিলেন। একদিন দেবদত্ত সুখোপবিষ্ট রাজাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! আমি যে উদ্দেশ্যে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি তাহা এখনও সফল হয় নাই। পরস্পরের মনোরথ রক্ষা করাই মিত্রশব্দের অর্থ। মিত্রগণের মধ্যে কোনরূপ মিথ্যাচার নাই। মিত্রের নিকট স্বাধীনতা ও পরাধীনতা উভয়ই সুখকর। এই যে শাক্যবংশীয় শ্রমণটি সুখে বেণুবনমধ্যে বাস করিতেছে, উহাকে হত্যা করিয়া আমি দেববন্দিত তদীয় পদ পাইতে ইচ্ছা করি। যে মিত্র দ্বারা শত্রুক্ষয় করা যায় না, যশোলাভ করা যায় না এবং মান বৃদ্ধি হয় না এরূপ মিত্রের আবশ্যক কি। অতএব, এই নগরবাসী মহাধন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কল্য প্রাতে ঐ দাম্ভিক শ্রমণ ভিক্ষুগণসহ পুরমধ্যে আসিবে। রাজমার্গে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে ক্রোধান্ধ ধনপাল-নামক হিংস্র হস্তীকে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি কর।

দেবদত্ত এই কথা বলিলে মিত্রবৎসল রাজা বুদ্ধের প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই উত্তর দিলেন না এবং অধোমুখ হইয়া রহিলেন। রাজার সৌহার্দলাভে দুর্দান্ত দেবদত্ত তথা হইতে নির্গত হইয়া মহামাত্রকে পারিতোষিক স্বরূপ নিজ

হারটি প্রদান পূর্বক বলিয়াছিল যে প্রাতঃকালে ভিক্ষুগণবেষ্টিত একটি শ্রমণ পুরমধ্যে আসিবে। তুমি তাহার সম্মুখে ক্ষিপ্তহস্তীটি চালনা করিবে। রাজা এই কথা বলিয়াছেন। মহামাত্র দেবদত্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" এই কথা বলিয়াছিল। মূর্খগণ, মেষদলের স্থায় প্রায়ই গতানুগতিক হইয়া থাকে।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ পাপমতিদিগের সেইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও পঞ্চশত ভিক্ষুগণসহ প্রাতঃকালে তথায় আসিয়াছিলেন। অতঃপর হস্তিপককর্তৃক চালিত ক্রোধান্ধ হিংস্রহস্তি শুণ্ডদ্বারা মহাবৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। হস্তীটি পরিচয় বা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশেরও আয়ত্ত ছিল না। সে খল স্বভাব বিদ্বানের স্থায় বিদ্বেষপরায়ণ ও মদধারা মলিনীকৃত ছিল। দুষ্ট প্রভু যেরূপ কর্ণচাপল অর্থাৎ পরের কুমন্ত্রণায় সেবাসক্ত ভৃত্যগণের প্রাণ নাশ করে, তদ্রূপ হস্তীটি কর্ণচাপল অর্থাৎ কানের ঝাপটায় নিজকপোলস্থিত ভৃঙ্গগণের প্রাণনাশ করিতেছিল।

বৃক্ষগণের উৎপাটনকারী, মন্দরপর্বতোপম সেই হস্তীটি বিক্রত হইলে সহসা জনগণের মধ্যে হাহাকার শব্দ হইয়াছিল। ঐ হস্তীর কর্ণচালনায় সমুদ্গত বায়ুদ্বারা উড্ডীন সিন্দুরচূর্ণে পরিপূর্ণ রাজমার্গ ভীত বধূগণের পরিচ্যুত রক্তবস্ত্রে সংচ্ছাদিতবৎ পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল। এবং উহার উদ্দন্ত শুণ্ডের প্রচণ্ড শব্দে ভয়বিহ্বল দিগ্বধূগণের বিলোলঅলকের স্থায় পরিদৃশ্যমান ভ্রমরগণের ঝঙ্কারের সহিত মহাসংভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। লোকগণ নগরের প্রমথনে ব্যথিত ও কোলাহলাকুল হইলে প্রমত্তবুদ্ধি দেবদত্ত মহাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিল। দেবদত্ত হস্তীকর্তৃক ভগবানের নিগ্রহ দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। মাতঙ্গ-গুণসম্পন্ন মহাবৃক্ষের উন্মূলনেই তুষ্ট হয়।

ভিক্ষুগণ সকলেই গজভয়ে বিদ্রুত হইলে কেবলমাত্র ভিক্ষু আনন্দ ভগবানের নিকট বিদ্যমান ছিলেন। তখন ভগবানের কর হইতে পাঁচটি সিংহ নির্গত হইয়াছিল। তাহাদের ভীষণ জটাভার যেন ভগবানের নখাংশুদ্বারাই রচিত হইয়াছিল। হস্তী দর্পরূপ অপস্মারের নাশক সিংহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগপূর্বক সহসা পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। দর্পহীনতাপ্রাপ্ত হস্তী অতিবেগে ধাবিত হইয়া দশ দিক্ অগ্নিবেষ্টিতবৎ বিলোকন করিয়াছিল। ঐ হস্তী ত্রিজগৎ প্রজ্বলিত বহ্নিজালে ব্যাপ্ত দেখিয়া ভগবানের শীতল পাদপদ্মসমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। হস্তীটি নিজ দেহ সঙ্কুচিত করায় সৌম্যমূর্তি হইয়াছিল। তাহার মনে চিন্তার উদ্রেক হওয়ায় মুখ কান্তিহীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাব্যসনাপন্ন

উৎসবকালে লোভান্ধ ব্যক্তি যেরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে তদ্রূপ হস্তীটিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। পরিতাপবশতঃ তাহার গতি স্খলিত হইয়াছিল। তদীয় গণ্ড হইতে মদধারা নিঃসৃত হওয়ায় মধুপগণ কোলাহল করিতেছিল। এবং শুণ্ডটি নিম্নমুখ করায় যেন উহা ভারবৎ বোধ হইতেছিল।

কারুণ্যসাগর শাস্তা ভীত ও পাদমূলে সমাগত হস্তীকে চক্র ও স্বস্তিক চিহ্নাঙ্কিত নিজ করদ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলেন। ভগবান্ জিন তদীয় কুম্ভে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, পুত্র! তুমি নিজ কর্মদোষে এইরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার এই মাংসময় পর্বতাকার দেহ বিবেকরূপ আলোকের আচ্ছাদক জলদস্বরূপ এবং মোহময় ভারস্বরূপ। ইহা তোমার পাপবশতঃ উপস্থিত হইয়াছে। করুণাময় ভগবান্ এই কথা বলিলে ভীত গজ আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া আলানে লীন ও নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবদত্তের সংকল্প ও মহোৎকট গজ উভয়ই ভগ্ন হইলে জনগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া নির্বিঘ্নে হর্ষ করিতে লাগিল।

তৎপরে ভগবান্ ভিক্ষুগণসহ গৃহপতির গৃহে ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ বাসস্থান বেণুকাননে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গজেন্দ্রও জিনের চরণপদ্মের নিকট আগমন করিয়া এবং শুণ্ডদ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া হস্তিদেহ ত্যাগ করিয়াছিল। সেই হস্তী সহসা চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বিশদকান্তিসম্পন্ন ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছিল। সে প্রদীপ্ত মণিকুণ্ডলে শোভিত হইয়া নিজাশ্রমস্থিত ভগবানের নিকট আগমনপূর্বক সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী ভগবানকে প্রণাম করিয়াছিল। তাহাব কেয়ূর ও মুকুটের প্রভায় পিঞ্জরিত মেঘরাজি যেন ইন্দ্রধনুর্ব্যাপ্তবৎ বিরাজিত হইয়াছিল। সে ক্ষীণ-পাপ হইয়া বিনয়সহকারে শাস্তার সম্মুখে উপবেশন করিয়া এবং সত্বশুভ্র দিব্যপুষ্প বিকীরণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, ভগবন্! আপনার পাদপদ্মস্পর্শে আমার দুর্দশা, দুঃখ ও সন্তাপ দূর হইয়াছে, এখন আমি সন্তোষশালী হইয়াছি। ভগবন্! আপনার সুধাবর্ষণকারিণী ও স্নিগ্ধমধুরা দৃষ্টি শান্তিগুণে শ্লাঘ্যা ও বিপদরূপ বিষদোষের প্রশমনকারিণী। আপনার দৃষ্টিস্পর্শে পশুও প্রখর বিকারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং মোহহীন হইয়া অন্তরে শান্তি অনুভব করে।

সে এই কথা বলিলে ভগবান তাহার ভবশান্তির জন্য সত্যদর্শনদ্বারা সংশুদ্ধা ধর্মদেশনা অর্থাৎ ধর্মোপদেশ বিধান করিয়াছিলেন। সে নিজ মুকুটস্থিত মুক্তা-নিকরের কিরণে শুভ্রবর্ণ মস্তকদ্বারা যেন সংসারভ্রমণকে উপহাস করিয়া শাস্তার চরণপ্রান্তে প্রণামার্থে উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর সে মুখচন্দ্রের আলোকে

নভস্তল আলোকিত করিয়া নিজস্থানে চলিয়া গেল। ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার পূর্ব বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি পূর্বকল্পে কাশ্যপ নামক শাস্তার শাসনে প্রব্রজিত হইয়াও শিক্ষাপদে হতাদর হইয়াছিল। সেই অনাদরবশতঃ কুণ্ডরতাপ্রাপ্তি ও সজ্ঞ্যসেবাবশতঃ ভোগলাভ এবং সত্যদর্শনবলে অন্তে আমার শাসন লাভ হইয়াছে। চৈতন্যসম্পন্ন কোন প্রাণীরই পূর্বজন্মবিহিত কর্মসম্বন্ধ, ভক্তি বা ভোগদ্বারা নিবর্তিত হয় না। সেই ঘোর বিপদকালে সমস্ত ভিক্ষুগণই আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কেবল আনন্দ ত্যাগ করে নাই। তাহার কারণ শোন। পুরাকালে শশাঙ্কশীত নামক সরোবরে পূর্ণমুখ ও সুখ নামে দুইটি রুচিরাকার হংস সহোদর বাস করিত। একদা পূর্ণমুখ বারাণসী নগরীতে রাজা ব্রহ্মবতীনামে রমণীয় পুষ্করিণীতে গমন করিয়াছিল। সে তথায় বিলোল পদ্মের কিঞ্জল্কে পিঞ্জরিত হইয়া পঞ্চশত হংসসহ সরোজিনীতে বিহার করিতেছিল। পূর্ণমুখ পূর্বপুণ্যফলে উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন ছিল। এজন্য জনগণ নিজকার্য ত্যাগ করিয়াও নিশ্চলনয়নে তাহাকে বিলোকন করিত।

রাজা সরোবরস্থিত হংসের কথা শুনিয়া তাহা দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য নিপুণ জালজীবিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নলিনীর লীলাস্মিতবৎ শুভ্রবর্ণ সেই হংস গৃহীত হইলে অন্যান্য পঞ্চশতন্যথ্যক হংসগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া বেগে পলায়ন করিয়াছিল। কেবল একটি হংস সৌজন্যবশতঃ বদ্ধ না হইয়াও দৃঢ়বদ্ধের ন্যায় তাহার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াও তাহার জন্য ব্যথিত হইয়া তথায় বর্তমান্ ছিল। তৎপরে রাজা জালিকগণ কর্তৃক আনীত সেই রাজহংস ও স্নেহবদ্ধ দ্বিতীয় হংসকে বিস্ময়সহকারে বিলোকন করিয়াছিলেন। আমিই সেই পূর্ণমুখ নামে হংস ছিলাম। আনন্দ আমার অনুগ ছিলেন। এবং সেই পঞ্চশত হংসই অদ্য ভিক্ষুরূপে উৎপন্ন হইয়া আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বকালে বারাণসীতে তুষ্টি নামে এক রাজা ছিলেন। জনগণ তদীয় যশঃ নিজমনঃপট্টে লিখিত করিয়া রাখিতেন। সহস্রজনের সহিত যোদ্ধা, মহাবল করদণ্ডী নামে একজন বিখ্যাত দাক্ষিণাত্য বীর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তিনিই সংগ্রামে অগ্রে যাইতেন। একদা ঘোর সময় উপস্থিত হইলে পঞ্চশত অমাত্য রাজাকে ত্যাগ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু করদণ্ডী তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। আমিই সেই রাজা তুষ্টি ছিলাম। এই ভিক্ষুগণ পঞ্চশত সচিবরূপী ছিল। সেই করদণ্ডীই এখন আনন্দরূপে উৎপন্ন হইয়া আমাকে ত্যাগ করে নাই।

অন্য জন্মেও আমি এক সিংহ ছিলাম এবং একমাসকাল কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম। আমার ভৃত্য শৃগালগণ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারাই এই সকল ভিক্ষুরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি মাত্র জম্বুক দীর্ঘকাল নখদ্বারা খনন করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল। সেই জম্বুকই আমার অনুগ আনন্দ।

পুরাকালে একটি মৃগযূথপতি কূটপাশে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার অনুচরগণ লুব্ধক আগমন করিলে পলায়ন করিয়াছিল। তাহাব অনুরক্তা মৃগী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সে তাহার প্রীতি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে নয়নজল পরিত্যাগ করিতেছিল। অতঃপর মৃগী সমাগত লুব্ধককে মৃগবধে উদ্যত দেখিয়া বলিয়াছিল যে, অগ্রে বাণদ্বারা আমার জীবন হরণ কর। লুব্ধক হরিণীর এইবাক্য স্পষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া ও তদীয় স্নেহ বিলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল এবং প্রীতিসহকারে হরিণ ও হরিণী উভয়কেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমিই সেই মৃগযূথপতি ছিলাম। এবং আনন্দ সেই কুরঙ্গিকা ছিলেন। এই সেই পূর্বপ্রীতির সম্বন্ধ আমাদের বরাবব সমভাবে চলিয়া আসিতেছে।

ভিক্ষুগণ সকলেই ভগবান্ সুগতের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন। এবং আনন্দপূর্ণ ও প্রভাবিমণ্ডিত আনন্দের মুখারবিন্দ সস্পৃহভাবে বিলোকন করিয়াছিলেন।



উনত্রিংশ পল্লব

কাশীসুন্দরাবদান

সর্বপ্রাণীর সুখের কারণভূত সত্ত্বশালিগণের সেই অপূর্ব সত্ত্বগুণ জয়যুক্ত হউক। যাহা দেহ দলন হইলেও কোপাগ্নিকে প্রশান্ত করিয়া শান্তিকেই প্রধান করে॥

ভগবান্ যখন সম্মুখবর্তী ভিক্ষু কৌণ্ডিন্যকে ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন, তখন প্রসঙ্গক্রমে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিয়াছিলেন, বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের কাশীসুন্দর ও কালভূনামে দুইটি পুত্র ছিল। যৌবরাজ্যপ্রাপ্তির যোগ্য কুমার কাশীসুন্দর রাজ্যকে ধর্ম ও অধর্মময় বিবেচনা করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন। যৌবন ক্ষণস্থায়ী। জীবন তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল। রাজ্য স্বপ্নদৃষ্ট বিবাহোৎসবের ন্যায়। এ সমস্তই মোহমূলক। এ সকলে আমার মতি নাই। রাগ ও প্রলাপবহুল, মায়া ও মোহময় এবং বেশ্যার রোদনের ন্যায় নিঃসার এই সংসারমধ্যে কিছুই সত্যতা নাই। এজন্য নিষ্পাপ জনগণ প্রব্রজ্যাদ্বারা অগার হইতে অনগারিক হয়েন। খড়্গচালনাবৃত্তিতে সংসক্ত বিভূতির প্রয়োজন কি?

বিবেক দ্বারা বিমলাশয় রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং অরণ্যগমনে উৎসুক হইয়া রাজার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! এই সকল সম্ভোগদ্রব্য আমার উপযুক্ত নহে। অতএব যৌবরাজ্যাভিষেকের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা নিবারণ করুন। হে পিতঃ! ক্রোধাগ্নিদ্বারা সন্তপ্তা ও বন্ধভয় এবং আয়াসের জননী এই সমস্ত রাজসম্পদ আমার অভিমত নহে। ক্রূরতর আচরণবহুল এই রাজসম্পদ প্রজ্বলিত শ্মশানাগ্নির শিখার ন্যায় কাহার না উদ্বেগ সম্পাদন করে। রাজচ্ছত্রে সংচ্ছাদিত ও চামরবায়ুদ্বারা লোলভাবপ্রাপ্ত রাজগণ গর্বে মত্ত হইয়া পাতকরূপ গর্তে পতিত হয়। কোমল ভোগ ও কোমল বস্ত্র অভ্যাস করিয়া কোমলভাবপ্রাপ্ত রাজগণের দেহে পর্যন্তকালে বজ্রবৎ কঠোর ক্লেশ নিপতিত হয়। চিন্তাবশতঃ সতত সন্তপ্ত ও তীব্রতৃষ্ণায় প্রলাপকারী, রাজ্যরূপ জ্বরে আক্রান্ত রাজগণের মোহ ও মূর্চ্ছা নিবর্তিত হয় না। সর্পগণ যেরূপ

বক্রগামী, রত্নভূষিত ছিদ্রান্বেষী ও পরহিংসাপরায়ণ তদ্রূপ রাজগণও বক্রস্বভাব, রত্নোজ্জল ও ছিদ্রদর্শী হইয়া থাকেন এবং অন্যকে বধ করাই তাহাদের প্রধান কার্য। লক্ষ্মী শত শত রাজবংশের উচ্ছিষ্ট হইলেও রাজগণ তাঁহাকে অনন্যাগামিনী বলিয়া মনে করেন। এ জন্যই যেন রাজলক্ষ্মী হার ও চামরচ্ছলে হাস্য করেন। লক্ষ্মী মোহমুগ্ধ অতীত রাজগণের কথা স্মরণ করিয়া ব্যজনচ্ছলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন, মুক্তামালাচ্ছলে অশ্রুধারা ত্যাগ করেন। অতএব আমি প্রব্রজ্যাদ্বারা জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্তোষরূপ শীতল ছায়ামণ্ডিত ও সন্তাপনাশক বনে গমন করিব। সংসার পথের পান্থ, অবিশ্রান্ত জনগণের পক্ষে এই বিনশ্বর দেহই বহন করা কঠিন। রাজ্যভারের কথা আর কি বলিব।

রাজা পুত্রের এইরূপ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রব্রজ্যার কথা শুনিয়া চকিত ও ভীত হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, পুত্র! এই রাজবংশ ও মহৎ সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির জন্য একমাত্র তোমাতেই আমি আশা করি এবং আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। হে বৎস! এরূপ সময়ে তুমি আমার সংকল্প ভঙ্গ করিও না, তোমার এই কান্তিসম্পন্ন যৌবনকালে বনগমন উচিত নহে। যাহারা সৎমন্ত্রণায় অভ্যাসবান্, সাধুদর্শনে আসক্ত এবং সর্বত্র জিতেন্দ্রিয় এরূপ রাজগণের রাজ্য রক্ষা করাই তপস্যা বলিয়া গণ্য হয়। পদ্ম নিজ স্থানে থাকিয়াও নিঃসঙ্গভাবে জলে অবস্থান করে এবং অশোকবৃক্ষ বনে থাকিলেও কামিনীগণের চরণাঘাতপ্রাপ্ত হয় দেখা যায়। যখন গৃহসুলভ ভোগদ্বারা সাময়িক বিরক্তিভাব হয় তখনই ক্ষণকালের জন্য বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। লোকে সুখ ও স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হয় কিন্তু অভ্যস্তভোগের অভাবজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না। গৃহে অক্লেশে ধর্মকথা শ্রবণ করা যায় এবং স্মরণ করাও যায় কিন্তু বনে গেলে নিজেও শুষ্ক হয় এবং শ্রবণ ও স্মরণ কার্যও শুষ্ক হয়। বনে বাস করিলে কুশাগ্রদ্বারা চরণ বিদ্ধ হইয়া সর্বদাই ক্ষত থাকে এবং উহা হইতে অনবরত রক্তস্রাব হয়। পরলোকে ইহা অপেক্ষা অধিক কি দুঃখ হইবে। তপস্বীরা অস্থিচর্মাবশেষ হইয়া ভোগিজনকে দেখিয়া ঈর্ষা করে এবং প্রেতের ন্যায় সদাই পরদত্ত বস্তু আহার করে। হে পুত্র! বনে বাস করা ও ধূলিদ্বারা দেহ আচ্ছাদন করা দুই সমান। ব্রহ্মচর্য পালন করা সমুদ্রশোষণের ন্যায় দুঃসাধ্য। বনমুখ প্রায়শঃই দাবাগ্নির ধূমরূপ নিকট ভ্রূকুটিদ্বারা ভীষণ। বনে যে সকল গুহা-গৃহ আছে তাহাও কৃকলাস ও পেচকাদির বাসস্থান। বনস্থলী সততই সিংহকর্তৃক হত দ্বিরদগণের রক্তে লোহিতবর্ণই থাকে। গৃহত্যাগ করিয়া এরূপ

বনস্থলীতে কাহার সন্তোষ হইতে পারে। পুণ্যকাম ব্যক্তি সংযম ইচ্ছা করে। সংযমী ব্যক্তি শ্যামা নারীর রতি স্মরণ করে। ভোজনে তৃপ্তজন তীব্রতর ব্রত করিতে ইচ্ছা করে। ক্ষুধিতজন ভক্ষ্যদ্রব্য ইচ্ছা করে। একাকী জন লোক-সমাগম ইচ্ছা করে। জনসমাগমে উদ্বিগ্ন জন বনে বাস করিতে চাহে। অনেকেই কোনরূপ অবমান প্রাপ্ত হইয়া গৃহত্যাগপূর্বক বনে গিয়াও পুনশ্চ গৃহান্বেষণে তৎপর হয় দেখা যায়। হে পুত্র! আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বনে যাওয়া উচিত হয় না। তোমার শত্রুগণের বনবাসে মনোরথ হউক! মুক্তা-মালা-রূপ হাস্যশালিনী মানিনী রাজলক্ষ্মী হস্তস্থিত অসির ন্যায় পরিত্যক্ত হইলে পুনর্বার আর আসে না।

কাশীসুন্দর পিতাকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াও নিজ নিশ্চয় হইতে বিচলিত হন নাই। মহাত্মাগণের সঙ্কল্প বজ্র ও রত্নশিখার ন্যায় হয়। জননীগণ, অমাত্যগণ ও পুরবাসী প্রধান জনগণকর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও তিনি তিন দিন মৌনী ও আহারবর্জিত হইয়াছিলেন। তখন সচিবগণ রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, কুমার রাজ্যভোগীই হউন বা তপস্বী হউন বাঁচিয়া থাকুন। আমাদের আগ্রহ করা প্রয়োজন নাই। লোকমাত্রেই প্রায়শঃ নিজেচ্ছার অনুবর্তী হয়।

তৎপরে কাশীসুন্দর সাশ্রুনয়নে রাজা কর্তৃক কথঞ্চিৎ অনুজ্ঞাত হইয়া পৌরজনের আক্রন্দে কোন উত্তর না দিয়াই তপোবনে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বৈরাগ্য পরিপাকহেতু মৈত্রীদ্বারা পবিত্রিত ও বিবেক-সমন্বিত সর্বপ্রাণীতে দয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই বনে তাঁহার প্রভাবে সমস্ত বনবাসী জীবগণ জাতিগত শত্রুতারূপ অনল ত্যাগ করায় তাহাদের চিত্তবৃত্তি শীতল হইয়াছিল। পুলিন্দগণ হরিণীবৃন্দে দয়াসক্ত হইয়া হরিণবধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। সিংহগণ হস্তীর কুম্ভ বিদারণ হইতে বিরত হইয়াছিল। কিরাতবধূগণ গজমুক্তাহার ত্যাগ করিয়া এবং ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সর্বাঙ্গের আবরণ এমন কি জঘনাবরণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের অধরকান্তি উচ্ছ্বাস ও বৈরাগ্যবশতঃ শুষ্কভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সর্বপ্রাণীতে ক্ষমাবান্ কাশীসুন্দর সাগরবসনা পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া ক্ষান্তিবাদী নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন।

ইত্যবসরে পৃথিবীর হর্ষজনক রাজা ব্রহ্মগত স্বর্গগত হইলে প্রজাগণের উদ্বেগকারী কলিঙ্গ রাজা হইয়াছিলেন। অতপর পুষ্পোপরি উড্ডীন ভৃঙ্গরূপ ভ্রূভঙ্গে মলিনবদন ও মুনিগণের সংযমবিদ্বেষী বসন্ত দৃষ্টিগোচর হইল। মদনের উন্মাদনাস্ত্রস্বরূপ এবং মানিনীগণের মাননাশকার্যে দূতস্বরূপ উদ্গত চূতলতার কান্তি

সর্বাধিক স্ফুরিত হইল। মলয়ানিল পার্শ্ববর্তিনী লতাকর্তৃক রক্তাশোকবৃক্ষের আলিঙ্গন দেখিয়া ঈর্ষাবশতঃ তাহার পুষ্পগুলি হরণ করিতে লাগিল। উদ্যানের যৌবন-স্বরূপ সেই কোকিলমুখরিত বসন্তকাল উপগত হইলে রাজা বনদর্শনে কৌতুকী হইয়া অন্তঃপুরজনসহ বনে আসিয়াছিলেন। তিনি নানাবর্ণের পক্ষী ও পুষ্পরাশি-দ্বারা রমণীয় বন দেখিতে দেখিতে ক্রমে তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অন্তঃপুরিকাগণসহ কমনীয় বনস্থলীতে বহুক্ষণ বিহার করিয়া রতিশ্রমবশতঃ ক্ষণকাল নিদ্রাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি অপূর্ব কুসুমবৎ হাস্যশালিনী অন্তঃপুরিকাগণ সঞ্চারিণী লতার ন্যায় মঞ্জরী চয়ন করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল। এই সময়ে বিজনদেশপ্রিয় ক্ষান্তিবাদী মনোমধ্যে শান্তি চিন্তা করিয়া একান্তে নিশ্চলভাবে বর্তমান ছিলেন। আনন্দ আনন্দে বিভোর ও মনীষিগণের বন্দনীয় ক্ষান্তিবাদী কৃশ হইলেও নবোদিত শশীর ন্যায় পরম সুন্দর ছিলেন। তাঁহার আকৃতি বিশাল ও মনোজ্ঞ ছিল। এবং শুভসূচক রেখাবলী দ্বারা শোভিত ছিল। তাঁহার রূপ অতি আশ্চর্য ছিল। কিছুই শূন্য ছিল না।

রাজকন্যাগণ চিত্তদর্পণের মার্জনস্বরূপ ক্ষান্তিবাদীকে দেখিয়া চিত্রলিখিতবৎ সেই স্থানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অতঃপর রাজা জাগরিত হইয়া সম্মুখে দয়িতাগণকে দেখিতে না পাওয়ায় বনে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাহারা মুনিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভুজঙ্গবৎ কুটিল রাজা দয়িতাগণকে তদবস্থ দেখিয়া ঈর্ষাবিষে আকুল হইয়াছিলেন ও উৎকট বাক্যবিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন। কে তুমি কৃত্রিম মুনিবেশ ধারণ করিয়া মুগ্ধহৃদয়া নারীগণকে হরণ করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি নারীগণকে প্রতারণা করিয়াছ। পরস্ত্রীহরণে ধ্যান, তাহার বিঘ্ননিবারণে জপ এবং সরলাগণের আশ্বাসপ্রদ তপস্যা এই সকলই ধূর্তদের পরম উপায়। তুমি মিষ্টভাষী ধূর্ত ও বল্কলধারী। তোমার ব্যবহার বিষতরুর ন্যায় মোহজনক ও আশ্চর্যভূত। তুমি মুনির ন্যায় বেশভূষা করিয়াছ, কিন্তু তোমার চরিত্র এরূপ গর্হিত। তুমি সিদ্ধি সম্ভাবনা কর বা অন্য কি তোমার মনোভাব, তাহা কে জানে।

রাজা ক্রোধসহকারে এই কথা বলিলে ক্রোধহীন ও মধুরাশয় ক্ষান্তিবাদী নির্বিকারচিত্তে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি ক্ষান্তিবাদীনামক মুনি, আমাকে কোনরূপ সন্দেহ করিও না। এই সকল কান্তাগণ ও লতাগণমধ্যে আমার কোনও ভেদজ্ঞান নাই।

রাজা মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, ভাল, এখনই তোমার

ক্ষমাগুণ দেখিতেছি। এই বলিয়াই খড়্গধারা তাঁহার হস্তদ্বয় কর্তন করিলেন। মৎসরী রাজা মুনিকে হস্তচ্ছেদেও নির্বিকার ও ক্ষমাশীল দেখিয়া নিজ ক্রোধশান্তির জন্য তাঁহার চরণদ্বয়ও ছেদন করিয়াছিলেন। খলগণ কুক্কুরের ন্যায় পথে অমঙ্গল সূচনা করে, জিহ্বাদ্বারা দূষিত করে এবং অবশেষে পথিকের অঙ্গ কর্তনও করে। সরল জনগণ সরলবৃক্ষের ন্যায় তাড়না করিলেও ক্ষমাশীল থাকেন, স্কন্ধচ্ছেদন করিলেও কোন কথা কহেন না এবং তীব্রতাপেও শীতল থাকেন।

ক্ষান্তিবাদী নিজ হস্তপদ কর্তিত হইলেও ক্ষমাগুণদ্বারা মহতী ব্যথা এবং মন্যু ও ক্ষোভ স্তব্ধ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, ইনি যেরূপ অনন্তকর্মা হইয়া আমার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও ইহার সংসারের বিষম ক্লেশ ছেদন করিব।' রাজা কোপ ও মোহবশতঃ এইরূপে নিজ ভ্রান্তা মুনিকে অবজ্ঞা করিয়া পুরীতে গমন করিলে পৃথিবী উড্ডীন ধূলিচ্ছলে যেন শোকম্লান হইয়াছিল।

তৎপরে ক্ষান্তিদেবতা মুনির দুঃখ দর্শনে রাজার প্রতি কুপিত হইয়া তদীয় নগরে দুর্ভিক্ষ, মরক ও অনাবৃষ্টি বিপ্লব করিয়াছিলেন। রাজা নৈমিত্তিকগণের মুখে শুনিলেন যে, মুনির পরাভব করায় দেবতা ক্রুদ্ধ হওয়ায় এই সকল দোষ হইতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি মুনিকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপোবনে গিয়াছিলেন। রাজা অনুতাপ ও বিষাদবশতঃ মুনির পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়াও ক্ষমা করুন, এই কথা বলিয়া অচেতন হইয়াছিলেন।

ক্ষান্তিবাদী বলিয়াছিলেন, হে রাজন! আমার কিছুমাত্র ক্রোধ হয় নাই। আমার কর্মফলে এরূপ হইয়াছে। ভবিতব্যতাই এইরূপ। ভবিতব্যতা স্বাধীন। সে কাহাকেও গণ্য করে না। ধৈর্যগুণ, অর্থ, তপস্যা বা গৌরব, ভবিতব্যতা কিছুই মানে হয় না। প্রাণিগণ নিজ জন্মস্থলে বিপুলমূল ও দৃঢ়বদ্ধ নিজকর্মরূপ বৃক্ষের কালপরিপাকে বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ও অন্তঃস্থিত নানাবীজসমন্বিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। অতএব হে রাজন্! তোমাতে আমার কোনরূপ চিত্তবিকার নাই। দেখ, এই সত্যবলে আমার রুধির ক্ষীরতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অঙ্গচ্ছেদেও যদি আমার মন কলুষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার অঙ্গ পূর্ববৎ সংশ্লিষ্ট হউক। শুদ্ধবুদ্ধি ক্ষান্তিবাদী এইরূপ তীব্রভাবে সত্যযাচনা করায় সহসা তাঁহার অঙ্গ পূর্ববৎ সংশ্লিষ্ট ও স্বস্থ হইয়াছিল।

তৎপরে রাজা মুকুট দ্বারা তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি তপোবনে মহাপ্রভাববান্; অতএব আপনি কি ইচ্ছা করেন। হে করুণানিধে!

আমি মোহান্ধ ও পাপগর্তে পতিত। পাপাবসান হইলে আপনি পবিত্র হস্তাবলম্বন দ্বারা আমাকে উদ্ধার করিবেন।

মুনি রাজা কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে রাজন! মগ্নগণের সন্তারণের জন্য, বদ্ধগণের মুক্তির জন্য, ভীতগণের আশ্বাসের জন্য এবং মোহান্ধগণের নির্বাণের জন্য আমি অনুত্তরা সম্যক্ সংবোধির নিকট প্রার্থনা করিতেছি। যখন তুমি সেই অনুত্তরা সম্যকসংবোধি লাভ করিবে, তখন আমি জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা তোমার মোহচ্ছেদ করিব। মুনি রাজাকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। রাজাও মনে মনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে নগরীতে গেলেন।

আমিই সেই ক্ষান্তিবাদী মুনি ছিলাম এবং এই কৌণ্ডিণ্য কালভূ ছিলেন। আমি ইঁহাকে সংম্যকসংবোধি লাভ করাইয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।

ভিক্ষুগণ ভগবানের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত অধরসুধাসদৃশ এইরূপ প্রসন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুপানে ভ্রমরগণের ন্যায় অনির্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলেন।

ত্রিংশ পল্লব

সুবর্ণপার্শ্বাবদান

যাঁহার আশ্চর্যভূত চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া বর্ণনা করিতে হইলে জনগণ রোমাঞ্চিত ও সজলনয়ন হইয়া সহসা মূকভাব প্রাপ্ত হয়, এতাদৃশ সত্বনিধি, সরল এবং সৌজন্যের পবিত্র বাসস্থানস্বরূপ মহাত্মাই প্রশংসনীয়। যে ব্যক্তি কেবল ধর্মপথগমনে বিঘ্নকারী হয়, এরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তিই অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পুরাকালে ভগবান্ দেবদত্তের কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ পূর্ববৃত্তান্তসংশ্রিত কথা কহিয়াছিলেন। বারাণসীতে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইহার সম্পদ্ দেখিয়া অন্যান্য রাজগণ সকলেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রপ্রভা নামে মহিষী দিব্যকীর্তির ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পতির প্রভাবে মহিষীর সকল স্বপ্নই সত্য হইত।

সেই সময়ে সুবর্ণপার্শ্ব নামে একটি সুবর্ণময় কান্তিশালী মৃগদলপতি বনে বাস করিত। ইহার দৃষ্টিচ্ছটা নীলকান্তমণিদ্বারা মধ্যে শোভিত মুক্তামালার ন্যায় কাননশ্রীর ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। ইহার শৃঙ্গ প্রবলময় ছিল এবং চর্ম যেন বিচিত্র রত্নে সজ্জিত ছিল। অধিক কি, ইহার কান্তি যেন আশ্চর্যসাগরের একটি লহরী স্বরূপ ছিল। বোধিসত্ত্বাবতার এই মৃগটির দেহ অত্যন্ত কমনীয় ছিল। সৌন্দর্যই সুকৃতরূপ চিত্রের পূর্বলক্ষণ হইয়া থাকে। দীর্ঘদৃষ্টি নামে একটি বৃদ্ধ বায়স ইহার মিত্র ছিল। এই বায়স্ লুব্ধকগণের মৃগান্বেষণকালে দিক্ বিলোকন করিত। ইহারা দুইজনে পরস্পর প্রীতিবশতঃ মিষ্টালাপ দ্বারা সুখে বিজনে বাস করিত। পূর্বপুণ্য-বলে পশুপক্ষিগণেরও মনুষ্যের ন্যায় বাক্‌শক্তি হয়।

একদা মৃগদলপতি জলান্বেষণার্থে অনুচরগণের সহিত বেণুমালিনী নামক নদীর তটে গিয়াছিল। তথায় তারস্বরে ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণগণ ভয়বশতঃ গ্রীবা বক্র করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু সুবর্ণপার্শ্ব তখন কৃপাপাশে বদ্ধ হইয়া ইষুবিদ্ধবৎ নিশ্চলভাবে সেই স্থানেই বর্তমান ছিলেন।

দীর্ঘদৃষ্টি কাক সুবর্ণপার্শ্বকে তাহার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর দেখিয়া বলিয়াছিল —সখে? তোমার এরূপ উত্তম ভাল নহে। খলগণ যখন তাহাদের বিপদ্ উপস্থিত হয়, তখন পুষ্পবৎ কোমল হয় এবং কৃতকার্য হইলে বজ্রবৎ কঠিন হয়।

ইহারা নিজ দেহেরই সুহৃদ। উপকার স্বীকার করে না। সরলস্বভাব হরিণ কাককর্তৃক এইরূপ নিবারিত হইয়াও কৃপাবশতঃ নদীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছিল। হরিণ নিজ শৃঙ্গদ্বারা অশঙ্কিত ভাবে তাহার বন্ধন মোচন করিয়াছিল এবং সে যখন প্রণাম করিয়া যাইতেছিল, তখন তাহাকে বলিয়াছিল যে, সখে! আমি যে এখানে আছি, তাহা তুমি কাহাকেও বলিও না। চর্মলুব্ধ লুব্ধকগণ আমার স্বর্ণময় চর্ম প্রার্থনা করে। কুটিলক নামক সেই বিপন্ন জন মৃগকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাহাই হইবে, এই কথা বলিয়া মৃগকে প্রণতি ও স্তুতি করিয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে মহিষী চন্দ্রপ্রভা রাত্রিকালে স্বপ্নে আসনস্থ ও সদ্ধর্মবাদী একটি মৃগ দেখিয়াছিলেন। সত্যস্বপ্না মহিষী জাগরিত হইয়া রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, রাজন! অদ্য স্বপ্নে আমি একটি অদ্ভুত স্বর্ণহরিণ দেখিয়াছি। মৃগটি যেন রাহুভয়ে চন্দ্রের ক্রোড় হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আমি সেই মৃগটিকে এখানে আনিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।

রাজা মহিষীকর্তৃক প্রণয়সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া মৃগ গ্রহণের জন্য ব্যাধগণকে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্যাধগণ সমস্ত বন অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং নিষ্ফলভাবে আসায় সভয়ে রাজাকে নিবেদন করিয়াছিল, হে দেব! আমরা অবিশ্রান্তভাবে এই পর্বতপরিব্যাপ্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু সেরূপ মৃগ দেখিতে পাই নাই। দেবী আশ্চর্যরচনায় আকৃষ্টলোচন হইয়া স্বপ্নে একটা রূপ সম্পাদন করিয়াছেন। সেরূপ সুন্দরলোচন স্বর্ণ মৃগ কোথায়। হে দেব! যদি সেরূপ মৃগদ্বারা মনোবিনোদন করিতে হয়, তাহা হইলে নিপুণ শিল্পীগণ সেরূপ কাঞ্চনমৃগ নির্মাণ করিয়া দিউন।

রাজা এই কথা শুনিয়া মৃগ অন্বেষণকার্যে অধিকতর আগ্রহবান্ হইয়া বহুতর ধন পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতঃপর ব্যাধাপেক্ষাও লুব্ধবুদ্ধি কুটিলক রাজা বহু অর্থ প্রদান করিবেন শুনিয়া তথায় আসিয়া রাজাকে বলিয়াছিল, হে দেব! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি সেই মৃগটিকে দেখাইব। আমি বনমধ্যে সেই স্বর্ণমৃগটিকে দেখিয়াছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ভদ্র! কোথায় সেই মৃগ আছে, দেখাও। রাজা সেই মৃগপথপ্রদর্শক কুটিলককে অগ্রে করিয়া সসৈন্যে নিজ স্বচ্ছ ছত্ররূপ চন্দ্রদ্বারা শোভিত পর্বতের ন্যায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

অনন্তর তরুশিখরস্থিত সেই দীর্ঘদৃষ্টিনামক কাক দেখিতে পাইল যে, হস্তী ও অশ্বসমূহের পাদোত্থিত রেণুদ্বারা বনস্থল আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন কাক মৃগযূথপতির নিকট আসিয়া বলিল যে, পূর্বে আমি হিতকথা বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুন নাই এবং সেরূপ কর নাই। সেই লোকটিই ধনুর্ধারী পুরুষগণের সহিত আসিতেছে। আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি তোমার সংহার না করিয়া এ পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এখন কোথায় যাইব! এই ভয়ের সময় কি বা করিব! কিরূপ হিতকার্যের অনুবর্তন করিব অথবা একসঙ্গে দুইজনেই মরিব। কৃতঘ্ন, ক্রূরচরিত্র ও স্বদলনাশক এই ক্ষুদ্রাশয় জনরূপ বিষবৃক্ষকে তুমি আত্মনাশের জন্য রক্ষা করিয়াছ। এই লোক নিজ জীবনদাতারও প্রাণবিনাশ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না। কৃতঘ্ন বাড়বাগ্নি প্রাণিগণ সহ নিজ আশ্রয়ভূত সমুদ্রকে গ্রাস করে। কৃতঘ্নের উপকার করা, কুটিলকে বিশ্বাস করা এবং মূর্খকে উপদেশ করা কেবল কর্তারই দোষের হেতু হইয়া থাকে।

কাক এই কথা বলিলে এবং রাজা নিকটবর্তী হইলে, যূথপতি মৃগ তখন নিজ দলের হিতের জন্য এইরূপ চিন্তা করিলে, এই সুযোদ্ধা সেনাগণ যদি বনমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আমার নিমিত্তই বনস্থল মৃগশূন্য করিবে; অতএব আমি স্বয়ং সেনাপতির নিকটে যাই। একলা আমারই বধ হউক এবং এই মৃগগণ জীবিত থাকুক। মৃগ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজার নিকট গেল। পরের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য মহাত্মগণ নিজপ্রাণকে তৃণজ্ঞান করেন।

কুটিলক সম্মুখে মৃগকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া দূর হইতেই হস্তদ্বয়দ্বারা রাজাকে দেখাইয়া দিল এবং বলিল, এই সেই মৃগ। সেই সময়ে কাকের বজ্রসদৃশ শাপে বিষবৃক্ষের পল্লবদ্বয়সদৃশ কুটিলকের হস্তদ্বয় সহসা খসিয়া পড়িল। রাজা মৃগকথিত কুটিলকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৃতঘ্নচরিত্রে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজা প্রীতিপূর্বক পরমগৌরবে ও মহাসমারোহে মৃগকে নিজ নগরীতে লইয়া গিয়া এবং তাহাকে রত্নাসন প্রদানপূর্বক তৎসম্মুখে অন্তঃপুরিকাগণ ও অমাত্যগণসহ উপবেশন করিলেন। তখন দিব্যবুদ্ধি বোধিসত্ত্ব হরিণ সেই সভায় ধর্ম উপদেশ করিলেন এবং সেই উপদেশে জনগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইল। আমিই পুরাকালে সেই সুবর্ণপার্শ্বনামক মৃগ ছিলাম এবং সেই ক্রূরাচার কুটিলকই এখন দেবদত্ত হইয়াছে।

ভবভয়নাশক ভগবানকর্তৃক কথিত, প্রশমময় ও কুশলপ্রদ এই উদারসত্ত্ব মৃগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিবেকদ্বারা ভিক্ষুগণ অনির্বচনীয় পুণ্যপরিপাকের মনোরম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একত্রিংশ পল্লব

কল্যাণকারী অবদান

ইহলোকে সুজন ও দুর্জনের প্রভেদ প্রত্যক্ষ-দৃশ্যমান লক্ষণদ্বারাই পরীক্ষিত হয়। সূর্য বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া বিশদ করেন এবং অন্ধকার সমস্ত জগৎকে তমসাচ্ছন্ন করে।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা অশেষবিধ পূর্ববৃত্তান্ত বিলোকন করিয়া এই কথা প্রসঙ্গেই পুনর্বার বলিলেন, পাটলিপুত্র-নগরে পুণ্যসম্পদের বাসগৃহস্বরূপ এবং পৃথিবীর পুরন্দরস্বরূপ পুরন্দর নামে এক রাজা ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণকারী নানাগুণে ভূষিত ছিলেন এবং অকল্যাণনামক দ্বিতীয় পুত্রটি অত্যন্ত নির্গুণ ছিল। রাজা পুণ্যসেন দূতহস্তে পত্রপ্রেরণ করিয়া নিজকন্যা মনোরমাকে বাক্যদ্বারা এই কল্যাণকারীকে দান করেন।

পরে বিবাহকাল নিকটবর্তী হইলে কুমার কল্যাণকারী রাজাকে বলিলেন যে, বিবাহ ত উপস্থিত ; কিন্তু এখন আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই। আমি দানাসক্তিবশতঃ ও দয়াস্বভাবনিবন্ধন মদায়ত্ত আপনার সকল সম্পদই দান করিয়া ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছি। অতএব আমি প্রবহণদ্বারা মহোদধি পার হইয়া দিব্যরত্ন অর্জন করিবার জন্য রত্নদ্বীপে গমন করিব। দিব্যসম্পদ্ লাভ করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিব। অর্থহীন জনের পক্ষে দারপরিগ্রহ করা সুখসম্পদের ভয়জনক। কল্যাণকারী এই কথা বলিয়া এবং পিতার চরণানত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লাভপূর্বক গগনস্পর্শী তরঙ্গমণ্ডিত জলধিতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রজ নিজে নির্গুণ, কিন্তু গুণীর প্রতি বিদ্বেষ ও দ্রোহ করিবার মানসে, মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, বৎস, যদি কর্মবিপ্লববশতঃ সমুদ্রে প্রবহণ ভগ্ন হইলে, তুমি আমাকে স্কন্ধে গ্রহণ করিতে পারিবে। শঠ অনুজ ভ্রাতাকর্তৃক এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই স্বীকার করিল। খল ব্যক্তি দোষ করিতে উদ্যত হইলে, প্রণয়ভাবই অবলম্বন করে।

তৎপরে কুমার প্রবহণে আরূঢ় হইয়া পুণ্যের ন্যায় অনুকূল বায়ুদ্বারা

অল্পসময়েই রত্নদ্বীপে গিয়া বহু দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রত্যাগমনকালে সহসা বায়ুবেগে প্রবহণটি ভগ্ন হইয়া গেল। প্রবহণ ভগ্ন হইলে, পূর্বপ্রতিজ্ঞানুসারে শঠ অনুজ অগ্রজকে ভুজঙ্গের ন্যায় কণ্ঠে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কর্মরূপ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া কূলে উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় কল্যাণকারী সহসা অন্ধতার প্রথম দূতিকাস্বরূপ নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রূরস্বভাব অনুজ নিদ্রিত কল্যাণকারীর বস্ত্রে রত্নগুলি বদ্ধ আছে দেখিয়া, এই বিপদকালে তাঁহাকে হত্যা করিবার উপক্রম করিল। সে গাঢ়নিদ্রিত অগ্রজের নয়নদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ভয়সাগরের তারক অগ্রজকে তারকাহীন করিল। অনুজ রত্নগুলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে, অগ্রজ রাজপুত্র চণ্ডাল কর্তৃক ছিন্নপথ কমলাকরের ন্যায় দ্যুতিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি শোকরূপ তীব্র অন্ধকারে আবৃত ও আলোকহীন হইয়া সূর্য ও চন্দ্রবর্জ্জিত কৃষ্ণপক্ষের প্রদোষকালের ন্যায় হইয়াছিলেন।

ইত্যবসরে একজন গোকুলাধিপতি তথায় আসিয়া এবং রাজপুত্রকে অন্ধ দেখিয়া তাঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইল। সে তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া পরিচর্যা করিল এবং তাঁহার গুণ ও সৌজন্যে অত্যন্ত স্নেহাকৃষ্ট হইল। সঙ্গীতজ্ঞ কল্যাণকারী তথায় শোক ও রোগের শান্তির জন্য পূর্বাভ্যস্তা চিত্তবিনোদিনী বীণা সতত বাজাইতেন। সৎসঙ্গ বিবেককথায় আলাপ, কাব্যচর্চা, সুহৃৎপ্রণয়, বিহার, বীণাস্বর ও কুসুমকমনীয় বনস্থলীতে বাস—এই সকলই শোকসন্তপ্ত জনগণের পক্ষে অমৃতাবগাহস্বরূপ বোধ হয়।

সঙ্গীত ও বীণায় প্রবীণা গোপপতির পত্নী রাজতনয়কে দেখিয়া সাভিলাষভাব প্রাপ্ত হইল। কুটিলস্বভাবা গোপপত্নী বীণাকর্তৃক যেন সতত উপদেশপ্রাপ্ত হইয়াও নবরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া উৎকণ্ঠাবশতঃ চিন্তা করিল, এই লোকটি আমার চক্ষে এবং মনে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হইতেছে। এ যদি আমার প্রেমে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে, সন্তাপ নিবৃত্ত হইবে না। ইঁহার নখসম্পর্কে সুমধুর শব্দকারিণী ও রাগমুক্তা এই বীণাটি ধন্যা। যেহেতু ইহা পুণ্যবলে ইঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে সমর্থা হইয়াছে।

গোপপত্নী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সকম্পহস্তে তদীয় কর স্পর্শ করিয়া বিভ্রমসহকারে ও ধীরস্বরে তাঁহাকে বলিল, হে মানদ! কৃতঘ্ন জন যেরূপ প্রীতি স্মরণ করে না, তদ্রূপ তোমাতে আসক্ত আমার মন স্ত্রীজনোচিত লজ্জা স্মরণ করিতেছে না। কামোন্মত্ত এবং লজ্জাহীন স্ত্রীগণ সুশীলতা, কুলাচার,

অভিমান ও প্রাণসংশয়ের পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। তুমি প্রণয়বশতঃ আমার অভিলাষ সফল কর। স্ত্রীগণ সম্মানিত হইলে, দেবতাগণের প্রীতিজনক হয়।

রাজপুত্র গোপপত্নীর এইরূপ গদ্‌গদস্বরযুক্ত ও বিশৃঙ্খল বাক্য শ্রবণ করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ঐ চপলা নারীকে বলিলেন, মাতঃ সজ্জনের শীলভ্রষ্ট হওয়া সমুচিত নহে। নষ্টস্বভাব জনের পাপরূপ বিষ জর্জরিত জীবনে ধিক্। যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গদ্বারা পরাঙ্গনার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, সে পতঙ্গবৎ স্বেচ্ছায় নরকস্থ অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করে। যাঁহারা পরোপকারে নিহত, পরদারে হতাদর এবং অহিংসাপরায়ণ তাঁহারাই যথার্থ জীবিত আছেন; অন্য সকলেই মৃত বলিয়া গণ্য।

গোপপত্নী রাজপুত্রকথিত এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগ্নমনোরথা হইল। যোষিতগণের পক্ষে পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ নিধনাপেক্ষাও অধিক বলিয়া গণ্য হয়। তৎপরে ঐ কালসর্পী নিজ মনোরথ ভঙ্গ হওয়ায় স্বামীর নিকট আসিয়া ক্রোধরূপ বিষ বমন করিতে করিতে বলিল, হে সাধো! তুমি সরলস্বভাববশতঃ পরের প্রতি বৎসলতা কর, এটা তোমার মহাদোষ। কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল জনকে গৃহে স্থান দেয়। পরের প্রতি এতদূর বিশ্বাস করা তোমার ভাল নহে। কাহার ধন আছে এবং কার চিত্ত কিরূপ, এ কথা কে জানে! তুমি সে অন্ধটিকে গৃহে রাখিয়াছ, সে পরদারবিষয়ে সহস্রনয়ন। দীন ও অন্ধজনের প্রতি বাৎসল্য করায় উচিত ফল অদ্য দেখ। অদ্য সেই অন্ধ বিজন দেখিয়া আমাকে সঙ্গমের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। যদি তাহার চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে, পলায়ন করা দুষ্কর হইত।

পত্নীর নিকট এই কথা শুনিয়া গোপপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং অন্ধকে দূরে নিষ্কাশিত করিয়া গৃহ ও মন শীতল করিল। পিতা যে পুত্রকে ত্যাগ করে এবং সুহৃদ্ মিত্রকে হত্যা করে, এ সমস্তই বন্ধু বিচ্ছেদের খড়্গধারাস্বরূপ স্ত্রীগণেরই কার্য জানিবে। স্ত্রীগণের ভ্রূদ্বয়ে ও চক্ষুর্দ্বয়ে যে কুটিলতা, তীক্ষ্ণতা ও চপলতা আছে এবং কুচদ্বয়ে যে কঠিনতা আছে, তৎসমুদয়ই তাহাদের হৃদয়েও আছে।

তৎপরে রাজপুত্র কল্যাণকারী বণিকগণকর্তৃক দুর্গম পথ হইতে আনীত হইয়া শুনিলেন যে, তদীয় পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন এবং ভ্রাতা রাজা হইয়াছেন। কালক্রমে তিনি ভাবী শ্বশুর রাজা পুণ্যসেনের নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসায় তাঁহার দূরদেশ গমন জন্য ক্লেশের প্রশম হইয়াছিল। কল্যাণকারী সমুদ্রমগ্ন হইয়াছেন, এই কথা প্রচার হওয়ায় রাজকন্যা মনোরমার (যিনি পূর্বে

কল্যাণকারীর সহিত বিবাহ হইবে বলিয়া বাগদত্তা ছিলেন), স্বয়ম্বরার্থ রাজগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। যথাক্রমে তাঁহারা স্বয়ম্বর-সভায় উপবিষ্ট হইলে, রত্নশিবিকায় আরোহণপূর্বক মনোরমা স্বয়ম্বরসভায় যাইতেছিলেন।

চঞ্চলনয়না মনোরমা ক্রমে ক্রমে রাজগণকে দেখিতে দেখিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত রাজপুত্র কল্যাণকারীকে দেখিতে পাইলেন। কল্যাণকারী অন্ধ হইলেও সহসা রাজকন্যার নয়নের প্রিয় হইয়া পড়িলেন। গ্রহগণমধ্যে বর্তমান চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন হইলেও কুমুদিনীর প্রিয় হয়। রাজগণ বিফলাগমনহেতু লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া গেলে, রাজকন্যা গুণহীন কল্যাণকারীকেই বরণ করিলেন। আয়তলোচনা রাজকন্যা কল্যাণকারীর কণ্ঠে হার নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন যে, আমি তোমারই অধীনা।

স্ত্রীস্বভাবে ভীত কল্যাণকারী বিজনে রাজকন্যাকে বলিলেন যে, তুমি বুদ্ধিহীন স্ত্রীলোক। এ কার্য করা তোমার উচিত হয় নাই। কামাভিলাষযুক্ত, পদ্মনেত্র রাজগণ থাকিতে জন্মান্ধ ও নিষ্ফল জীবন আমাকে তুমি কেন বরণ করিলে! চক্ষুষ্মান জনগণেরও জায়া পরপুরুষের মুখ বিলোকন করিয়া থাকে। অন্ধের পত্নী ত দিবাভাগেই অন্যের নিকট অভিসার করিবে। স্ত্রীলোকে আমার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। নদীগণ যেরূপ তটকে নিপাতিত করে, কুটিল-স্বভাব স্ত্রীগণ তদ্রূপ কুলকে নিপাতিত করে।

কল্যাণকারী এইরূপ বলিলে রাজকন্যা লজ্জিতা হইলেন এবং বলিলেন, নাথ, সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি শঙ্কা করা উচিত নহে। যদিও আপনি কোন নারীর দোষ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও নির্দোষ স্ত্রীকেও কেন সেই দোষে দোষী করিতেছেন। যদি তোমাতেই আমার প্রীতি থাকে এবং আমার মন যদি অন্যগত না হয়, তাহা হইলে, এই সত্যবলে তোমার একটি নেত্র নির্মল হউক।

সুলোচনা মনোরমা এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার সত্যপ্রভাবে কল্যাণকারীর দক্ষিণ নয়ন প্রফুল্লকমলসদৃশ হইয়া উঠিল। অতঃপর রাজপুত্র সেই সুলোচনাকে প্রসন্ন করিলেন এবং তদীয় মুখপদ্মের লাবণ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তোমার পিতা পূর্বে যাহাকে তোমার বিবাহের জন্য বাগ্দান করিয়াছিলেন, আমিই সেই সুন্দর রাজপুত্র কল্যাণকারী। আমি যদি সেই হই এবং চক্ষু উৎপাটনেও যদি নির্বৈর থাকি, তাহা হইলে, সেই সত্যবলে আমার দ্বিতীয় নয়ন স্বস্থ হউক। এইরূপ সত্যযাচনাদ্বারা সহসা তাঁহার দ্বিতীয় লোচনটিও বিমলতাপ্রাপ্ত হইলে

এবং তজ্জন্যও তাঁহার চিত্তের মলিনতা দূর হইল। তৎপরে রাজা পুণ্যসেন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার সাহায্য করায় তিনি জায়াসহ নিজরাজ্য পাইলেন।

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন,—সেকালে আমিই সেই কল্যাণকারী রাজপুত্র ছিলাম এবং দেবদত্ত মদীয় অনুজরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবদত্ত সেই পূর্বসংস্কার-বশতঃ অদ্যাপি সেইরূপই রহিয়াছে।

ভিক্ষুগণ এইরূপ উদার ও উপকারনির্মল বোধিসত্ত্বের চরিত্র এবং খলজনের আচরণ শ্রবণ করিয়া অনুপম বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দ্বাত্রিংশ পল্লব

বিশাখাবদান

সজ্জনবিমুখ বামাগণ প্রায়ই নীচজনে অনুরাগবতী হয়। সরাগা সন্ধ্যা তিমিরোন্মুখী হইয়া সূর্যকে ভূধর হইতে নিক্ষিপ্ত করে।

দেবদত্তের বহুজন্মান্তরসম্বন্ধ চরিতকথা বলা হইলেও জ্ঞানসাগর ভগবান পুনশ্চ বলিলেন, পুরাকালে কলিঙ্গদেশে অশোক নামে একজন বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও শত্রুবিজয়ী রাজা ছিলেন। অশোকের শাখ, প্রশাখ, অনুশাখ ও বিশাখ নামে চারিটি জগদ্বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। কুমারগণ যৌবনে মত্ত হওয়ায় রাজা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ পত্নীগণসহ নির্বাসিত করিলেন। পিতা পুত্রের অন্যায়াচরণে পরাভূত হইলে, তাঁহার পুত্রস্নেহও বিনষ্ট হয়।

কুমারগণ ক্রমে পাথেয়হীন হইয়া অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ ও ক্ষুধার্ত হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্ত্রীগণই বিপৎকালে পাদবন্ধনের শৃঙ্খল-স্বরূপ হয় এবং আমরা অতিকষ্টে ভক্ষণার্থ পত্রমাত্র আহরণ করিলে স্ত্রীরাও তাহার অংশ লইয়া থাকে। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিয়া স্ত্রীবধে কৃতনিশ্চয় হইলেন। দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যগণের বুদ্ধি ও ঘোরতরা হয়।

তাঁহাদের মধ্যে বিশাখ ঐরূপ পাপসঙ্কল্পে শঙ্কিত হইয়া কৃপাপূর্বক নিজ ভার্যাকে লইয়া অন্যত্র পলাইয়া গেলেন। তদীয় ভার্যা কলঙ্কবতী বহুদূর পথ গমন করায় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছাবশতঃ ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে ভর্তা করুণা-বশতঃ ভার্যার প্রাণসঙ্কটসময়ে নিজ শিরা বিদ্ধ করিয়া, তাহা হইতে নির্গত নিজ শোণিত ভার্যাকে পান করাইলেন। সত্ত্বসাগর বিশাখ রক্তপানে লব্ধপ্রাণা ভার্যাকে নিজদেহ হইতে মাংসও কর্তন করিয়া খাওয়াইলেন।

তৎপরে তাঁহারা ক্রমে জলহীন ঘোর কানন পার হইয়া ছায়াতরুসমন্বিত গিরিনদীতটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তথায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ছিন্নহস্তপদ একটি পুরুষ চীৎকার করিতে করিতে নদীবেগে ভাসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশাখ ঐ বিপন্ন মনুষ্যকে দেখিয়াই করুণাবশতঃ নদীতে অবতরণ

করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। তৎপরে তিনি তাহাকে ফল-মূল আহার করাইয়া, কতিপয় দিনমধ্যেই সুস্থ ও ব্যথাহীন করিলেন। সে সুস্থ হইলেও পদহীন হওয়ায় কোথায়ও যাইতে পারিত না। বিশাখের পত্নী যথাকালে তাহার ভোজন আয়োজন করিয়া দিতেন এবং সেই স্থানেই থাকিত।

রাজপুত্র বিশাখ খুব অল্পই জায়ার সহিত সঙ্গত হইতেন। বিজিগীষু শূরগণ প্রায়শঃ সিংহের ন্যায় অল্পরতি হইয়া থাকেন। বিশাখপত্নী ক্রমে দিব্য ওষধিরস পান করিয়া পরিপূর্ণদেহা হইয়া উঠিল এবং মনে মনে সেই বিকলাঙ্গ পুরুষের সহিত সুরত স্পৃহা করিল। স্ত্রীগণ স্বেচ্ছানুসারে স্পর্শসুখ ভোগ করে। উহারা স্নেহে লিপ্ত হয় না, গুণে বাধ্য হয় না এবং গৌরবের অপেক্ষা কবে না। পরে ঘনস্তনী বিশাখপত্নী রাত্রিকালে নিঃশব্দে তাহার সহিত প্রায়শঃ রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু নিঃশঙ্কভাবে সুরত না হওয়ায় পতিকে বিঘ্নস্বরূপ বুঝিল। এ কারণ ঐ স্বৈরিণী নিজপতিকে বধ করিতে কৃতসংকল্প এইল। পাপীয়সী স্ত্রীগণ পাপকার্যাদি শিক্ষায় বেশ নিপুণ হয়। সে ছল করিয়া মস্তকে অত্যন্ত বেদনা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া নিজ ললাট বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিল। রাজপুত্র বিশাখ তাহার তীব্র শিরোবেদনার কথা শুনিয়া করুণাবশতঃ তাহার প্রতিকারেব যুক্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কলঙ্কবতী স্বামীকে বিষাদে ও চিন্তায় মগ্ন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসযুক্ত দেখিয়া হিমমলিনা পদ্মিনীর ন্যায়, শীতপীড়িত ভ্রমবগণের গুন্ গুন্ শব্দেব ন্যায় মৃদুস্বরে বলিল, পূবে আমার কন্যাবস্থায় এইরূপ শিরঃশূল হইয়াছিল, তখন বৈদ্যগণ পাষাণভেদ লেপন করিয়া উহা নিবারণ কবিয়াছিলেন। এই পবতের পূর্বাংশে বহুতর পাষাণভেদ আছে। আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে, রজ্জুদ্বাবা অবতবণ করিয়া লইয়া আসুন। আমি নিজহস্তে দড়ি ধরিয়া থাকিব, আপনি অবতীর্ণ হইবেন। রাজপুত্র পত্নীকর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন।

অতঃপর কলঙ্কবতী রজ্জু ধরিয়া থাকিল এবং রাজপুত্র উহা অবলম্বন করিয়া শিলায় আস্ফালন জন্য গর্জনকারিণী গিরিনদীর তটে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ঔষধসংগ্রহে নিযুক্ত হইলে, কলঙ্কবতী রজ্জুটি ছাড়িয়া দিল। তিনি তখন স্ত্রীচিত্তের ন্যায় চঞ্চলতরঙ্গযুক্ত মহাগর্তে পতিত হইলেন। তাঁহার পুণ্যকর্মের অবশেষ থাকা হেতু তাঁহার হস্তপদাদি ভগ্ন হয় নাই। তিনি সেই প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে ধীরভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, এই নদী নারীগণের চিত্তসদৃশ নিজ মধ্যবর্তী আবর্ত দেখাইয়া আমাকে স্ত্রীগণের আচরণ বিষয়ে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতেছে। মায়াবিনী স্ত্রীগণের বিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তি অতি দুর্বোধ্য। উহারা স্বপ্ন-

কালীন চিন্তার ন্যায় মিথ্যাময়। উহারা রাগ, দ্বেষ, আসক্তি ও আয়াস সম্পাদনেই সদা নিরত এবং সমস্ত লোকের মোহ বিধান করিতে প্রবৃত্ত। অধিক কি, উহারা ক্ষণপরিচিত জনেরও মোহবিধায়িনী। কামিজন পতনের জন্য ইহাদিগকে আশ্রয় করে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রবল নদীবেগে ভাসিতে ভাসিতে নিজপুণ্যবলে পুষ্করাবতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রাবস্থায় মৃত হওয়ায় লক্ষণজ্ঞ প্রধান অমাত্যগণ সুলক্ষণাক্রান্ত বিশাখকেই রাজরূপে গ্রহণ করিলেন। তিনি তথায় অমাত্যগণ কর্তৃক যথাবিধি মঙ্গলজলদ্বারা অভিষিক্ত হইলেন এবং স্ত্রীচরিত্র অদ্ভুত বুঝিয়া বিবাহ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ববিবর্জিত হওয়ায় সেই পর্বতে আর সেরূপ ফলমূলাদি উৎপন্ন হইল না। কলঙ্কবতী আহারাভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তখন সে সেই বিকলাঙ্গকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া পতিব্রতা সাজিয়া গ্রাম ও নগরের পথে ভিক্ষা করিতে লাগিল। পতিব্রতার প্রতি গৌরববশতঃ সকলেই তাহাকে প্রচুর দ্রব্য দিতে লাগিল। সচ্চরিত্রতার মিথ্যাপ্রবাদও বিপদকালে সম্পদ্ সম্পাদন করে। কলঙ্কবতী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পুষ্করাবতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া এবং সতী বলিয়া সকল লোকের বন্দিতা হইয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইল।

রাজা স্ত্রীচরিত্রের প্রতি বিদ্বেষী, কিন্তু পতিব্রতা-ধর্মকে শ্রদ্ধা করেন, ইহা জানিয়া পুরোহিত ভক্তিসহকারে রাজাকে বলিলেন, হে দেব! দূরদেশ হইতে একটি পতিব্রতা আসিয়াছেন, তাঁহার চরণবিন্যাসদ্বারা পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে। হে দেব! সেই সাধ্বী নারীকে অবলোকন করুন। তিনি নিজ ভর্তাকে স্কন্ধে আরোপণ করিয়া আনিয়াছেন। পতিব্রতাকে প্রণাম করিলে পুরুষের আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

রাজা পতিব্রতা-দর্শনের জন্য পুরোহিতের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন,—সরল ব্রাহ্মণ, আপনি স্ত্রীচরিত্র কিছুই জানেন না। স্ত্রী স্নেহবতী, এ কথা প্রবাদমাত্র, স্ত্রী অকপট, এটা মতিভ্রমের কথা। স্ত্রী সতী, এ কথা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, স্ত্রী পাপীয়সী; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নারীগণ বেতসলতার ন্যায় মূল ও বন্ধনবর্জিত। উহারা জনসঙ্গমকালে সরলা হয় এবং নিষ্ফল হইলে অগ্নিতে পর্যন্ত আরোহণ করে। ভেদ ও দ্রোহে একান্ত পরায়ণা ও স্বভাবতঃ

দুঃশীলা নারীগণকে আমি শত শত বার দূর হইতে নমস্কার করি। আমি স্ত্রীচারিত্রের দোষ দেখিয়াছি এবং সেই চিন্তায় সদাই ব্যথিত ; এজন্য এই রত্নপূর্ণা পৃথিবীও আমার রুচিকর নহে। স্ত্রীগণ পর্বতীয় হরিণীর ন্যায় মুগ্ধা এবং পরকে বঞ্চনা করিতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণা। ইহারা দেহদানে সংসক্ত হইয়া পুরুষের জীবন হরণ করে। ইহারা পুষ্পোদ্গম হইলে ভীত হয়, কিন্তু অগ্নি পান করে ; অতএব এইরূপ সরল ও কুটিলস্বভাবা স্ত্রীগণকে বহু বিচার করিয়াও চিনিতে পারা যায় না। তথাপি যদি আপনি নির্বন্ধ করেন, তাহা হইলে, আমি তাহাকে দেখিব। এই কথা বলিয়া রাজা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া তাহাকে দেখিলেন।

রাজা সেই বিকলাঙ্গসঙ্গিনী পাপীয়সী কলঙ্কবতীকে চিনিতে পারিয়া মন্ত্রিগণের নিকট তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। কলঙ্কবতীও রাজাকে চিনিতে পারিয়া কিছুক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিল এবং পরে জনগণ কানে হাত দিয়া তাড়াইয়া দেওয়ায় সত্বর চলিয়া গেল।

আমিই সেই বিশাখ নামক রাজপুত্র ছিলাম এবং দেবদত্ত সেই বিশাখবধূ কলঙ্কবতী ছিলেন। ভিক্ষুগণ জিনকর্তৃক কথিত এইরূপ ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া দেবদত্ত চরিত্রের নিন্দা করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লব

নন্দোপনন্দাবদান

শুদ্ধাত্মা জনগণের অমৃতময় পুণ্য ও প্রশমগুণের প্রভাব অনির্বচনীয়। তাহার বলে ক্রূরগণও সদ্য ক্রোধরূপ বিষ পরিত্যাগ করে।

পুরাকালে ভববান্ তথাগত যখন জেতবনে বিহার করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুগণ তাঁহার আজ্ঞায় গিরিকাননে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন সুমেরুপর্বতবাসী ধ্যানপরায়ণ ভিক্ষুগণ কৃশ ও মলিনবদন হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিবার পর ভিক্ষুগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া নিজদেহের দৌর্বল্যের কারণ বলিলেন। নন্দ ও উপনন্দ নামে নাগদ্বয় সুমেরুপর্বতকে ত্রিধা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। গরুড় তাহাদিগকে দেখেন নাই। ঐ নাগদ্বয় সবদাই নিঃশ্বাসত্যাগদ্বারা অগ্নিবর্ষণ করে। সেই নিঃশ্বাসস্পর্শে শিলাও সহসা ভস্মীভূত হয়। আমরা ধ্যানপরায়ণ যোগী তাহাদের বিষনিঃশ্বাস দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিবর্ণবদন ও কৃশতাপ্রাপ্ত হইয়াছি।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর ঐ নাগদ্বয়ের দমনের জন্য ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে অনুরোধ করায় ভগবান্ তৎকার্যে উপযুক্ত মৌদ্গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। মৌদ্গল্যায়ন অভ্রংকষশিখর সুমেরু পর্বতে গমন করিয়া যোগদ্বারা নিজ আকৃতি অন্তর্হিত করিয়া প্রসুপ্ত নাগদ্বয়কে দেখিলেন। পরে মৌদ্গল্যায়ন তাহাদিগকে মৃদুভাবে আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু তাহারা যখন জাগরিত হইল না, তখন তিনি মহানাগদেহ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে বেষ্টন করিলেন। তখন নাগদ্বয় জাগরিত হইয়া ভীষণাকৃতি নাগরূপধারী মৌদ্গল্যায়নকে দেখিয়া নররূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দূর গিয়া ভয়-বিহ্বলভাবে অবস্থান করিল। তখন মৌদ্গল্যায়নও নাগরূপ পরিত্যাগপূর্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া পলায়মান নাগদ্বয়কে বলিলেন, হে নাগদ্বয়! তোমরা কোথায় যাইতেছ? ভয় ত্যাগ কর। যে ভীষণাকার নাগকর্তৃক তোমরা তাড়িত হইয়াছ, সে আর এখানে নাই। যদি সেই

মহানাগের ভয়ে তোমাদের অস্থির হইতে হয়, তাহা হইলে শরণাগতপালক ভগবান্ বুদ্ধের বন্দনা কর না কেন ?

নাগদ্বয় মৌদ্গল্যায়নের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিনয় সহকারে তাঁহাকে বলিল, আর্য ! আপনি অনুগ্রহপূর্বক ভগবানের দর্শন করাইয়া দিন। নাগদ্বয় এই কথা বলিলে, তিনি তাহাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া গিয়া প্রণামপূর্বক তাহাদের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শরণাগত নাগদ্বয়কে উপদেশ দিলেন। তাহারাও ফণামণিদ্বারা ভূতল আলোকিত করিয়া প্রণাম করিল।

তোমরা শিক্ষাপদ পাইয়া সর্বভূতে অভয় প্রদান করিয়াছ। আমার শরণাগত হওয়ায় এখন আর তোমাদের ভয় নাই। এইরূপে ভগবানের দর্শনমাত্রেই নাগদ্বয় হিংসাদ্বেষ বর্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজস্থানে গমন করিল। মহাশয়-গণের সন্দর্শনমাত্রেই দেষবিষতাপে সন্তপ্ত হিংস্রগণও প্রভাম্বলে শরীরলগ্ন শান্তিবারি দ্বারা শীতলতা প্রাপ্ত হয়।

ভিক্ষুগণ নাগদ্বয়ের প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় সর্বদর্শী ভগবান্ তাহাদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। পুরাকালে বারাণসীতে কৃষি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ভগবান্ কাশ্যপ হইতে ধর্মশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা কৃষি নিজ অমাত্যদ্বয় নন্দ ও উপনন্দের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বোধিসংসক্ত হইয়া সত্যদর্শনদ্বারা নির্বৃত হইয়াছিলেন। মন্ত্রিদ্বয় তখন ধর্মাধর্মময় রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন এবং কাশ্যপের জন্য একটি সর্বোপকরণযুক্ত বিহার নির্মাণ করিলেন। কালক্রমে ঐ মন্ত্রিদ্বয় নন্দ ও উপনন্দ নামে এই দুই মহানাগরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। বিহার অর্পণ করার জন্যে পুণ্যে সুমেরু-পর্বত উহাদের বাসস্থান হইয়াছে।

শান্তিপরায়ণ মুনিগণ ভগবান্ জিনকর্তৃক কথিত নাগচরিত্র এবং তাহাদের পুণ্যপরিণতির কথা শ্রবণ করিয়া সর্পদমনের বহু প্রশংসা করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পল্লব

গৃহপতি সুদত্তাবদান

যদি পর-হিত কামনা করিয়া সামান্য মাত্র ধনলেশ দান করা হয়, তাহাতে অত্যধিক পুণ্য হইয়া থাকে এবং উহার গুণ অক্ষয় বলিয়া কল্পিত হয়।

অতঃপর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে নন্দ ও উপনন্দ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য ভগবানের নিকট আসিলেন। সেই সময় রাজা প্রসেনজিৎও ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য তথায় আসিলেন। তখন নন্দ ও উপনন্দ রাজাকে প্রণাম ও সমাদর না করায়, তিনি উহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং উহাদের নিগ্রহের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে যখন নন্দ ও উপনন্দ আকাশমার্গে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবৎপ্রেরিত মৌদ্গল্যায়ন সত্বর তথায় আসিয়া রাজার সেই অস্ত্রবৃষ্টিকে পদ্মমালায় পরিণত করিলেন। তখন প্রসেনজিৎ পুনর্বার ভগবানের নিকট গিয়া তাঁহার আদেশানুসারে সমাগত ফণীশ্বরদ্বয়-সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর রাজা প্রার্থনা করায় ভগবান্ ভক্তিপূত অন্ন ভোজন করিবার জন্য ভিক্ষুগণসহ রাজভবনে গমন করিলেন। তথায় রাত্রিকালে যখন ভক্ষ্যদ্রব্য পাক করা হইতেছিল, তখন হঠাৎ অগ্নিবিপ্লব উপস্থিত হইল; কিন্তু ভগবানের প্রভাবে উহা সহসা শান্তিপ্রাপ্ত হইল।

ভগবান্ ভোজন করিয়া চলিয়া গেলে, রাজা নিজ নগরে ঘোষণা করিলেন যে, রাত্রিকালে যে কেহ অগ্নি জ্বালাইবে, সে দণ্ডার্হ হইবে। ইত্যবসরে গৃহপতি সুদত্তের পুত্র ঋদ্ধিবল নামক একটি যুবক মিথ্যাবশতঃ দোশবশতঃ রাজা কর্তৃক ঘাতিত হইয়াছিল। সুদত্ত ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার উপদেশ দ্বারা জ্ঞান ও ধৈর্যগুণ লাভ করিয়াছিলেন, এ কারণ তিনি পুত্রশোকেও বিচলিত হইতেন না। অপুত্রক সুদত্ত নিজ প্রভূত ধন দীনগণকে দান করিয়া অতিশয় আনন্দ সহকারে ক্রমে নিজ সম্পদকে একপণমাত্র অবশেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুদত্ত ঐ একপণ ধনদ্বারাই সমস্ত ধর্মকার্য করিতেন এবং স্বল্পমাত্র দান করিতেন। সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রম স্বল্পধনই হইয়া থাকে।

একদা সুদত্ত ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্ম গমন করিলেন এবং স্বল্পদান করেন বলিয়া লজ্জিতভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান্ দয়াপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে গৃহপতি সুদত্ত। তুমি অল্প দান কর বলিয়া লজ্জিত হইও না। শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিলে উহা কণামাত্র হইলেও কনকশৈলতাপ্রাপ্ত হয়। পুরাকালে বেলম নামে ব্রাহ্মণ বহুতর দান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্রদ্ধার অভাবে উহা সেইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি এই জম্বুদ্বীপবর্তী সমস্ত লোককে ভক্তিপূর্বক ভোজন করান এবং যিনি একটিমাত্র বোধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভোজন করান, এই উভযের মধ্যে শেষোক্ত জনেরই পুণ্য অধিক হয়।

সুদত্ত ভগবানের এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ এবং অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। তিনি নিজ গৃহে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বালিয়া বুদ্ধানুশাসন পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় রাজপুরুষগণ অগ্নি জ্বালাইয়াছেন বলিয়া দণ্ড দিবার জন্য তাঁহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। দণ্ডসম্ভাবনায় বদ্ধ ও বন্ধনাগারবর্তী সুদত্তকে দেখিবার জন্ম ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ রাত্রিকালে তথায় আসিলেন। সুদত্ত দেবগণ কর্তৃক ধনগ্রহণ জন্য প্রার্থিত হইয়াও যখন গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহার গৃহে এই ধর্মোপদেশটি প্রবৃত্ত হইল।

রাজাও সুদত্তের প্রভাবে সমস্ত নগর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে বন্ধনাগার হইতে মোচন করিয়া কুত্রাপি জল দেখিতে পাইলেন না।

একদা সুদত্ত ভগবানকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন, পরে রাজাও ভগবান্‌কে প্রণাম করিতে আসিলেন। সুদত্ত তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি এবারেও অগ্রে ভগবান্‌কে প্রণাম করিলেন, রাজার সমাদর করিলেন না। জগৎপূজ্য ভগবানের সম্মুখে অন্য কেহ পূজার্হ হইতে পারে না।

রাজা ভগবানকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করিয়া নিজপুরে গমনপূর্বক সুদত্তকে নগর হইতে নির্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে সুদত্তের প্রসাদগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কতকগুলি ক্ষুদ্র ডম্ভ প্রেরণ করিয়া তাহাদের দংশন বিষে রাজাকে ব্যাকুল করিলেন। রাজা ঐ সকল ক্ষুদ্র ডম্ভ হইতে ভীত হইয়া পরে জিনাজ্ঞানুসারে অমাত্য ও অন্তঃপুরগণসহ গিয়া সুদত্তকে প্রসন্ন করিলেন।

গৃহপতি সুদত্ত এইরূপে সতত ভগবানের সঙ্গ করিয়া ও তাঁহার কথিত পরমামৃতস্বরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। বিমলমনাঃ জনগণের নিকটবর্তী লোক বিঘ্ন, আয়াস ও প্রয়াসবর্জিত স্বকীয় ধনের ন্যায় বিবেকরূপ মহানিধি লাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চত্রিংশ পল্লব

সুধনাবদান

যে জন ক্ষণকালের জন্যও দাতার দানের সহায়তা করে, সেও দাতার সমান ফল লাভ করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই পরোপকারপরায়ণজনের সহায়তা করিতে পারে না।

পুরাকালে ভগবান্ যখন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ নামক বিহারে বর্তমান ছিলেন, তখন কৌশাম্বী নগরীতে উদয়ন নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। অদ্যাপি বিদ্যাধরবধূগণ তাঁহার কীর্তিগান করিয়া থাকেন। উদয়নের রাজ্যমধ্যে সুধন নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। ইনি ধনরক্ষায় অত্যন্ত বিচক্ষণ ও যাবজ্জীবন কর্মনিরত ছিলেন।

একদা রাজা কার্যবশতঃ রাজসভায় উপস্থিত সুধনের বাক্যভঙ্গীতে তাঁহাকে ধনবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া সমাদরপূর্বক বলিলেন, হে গৃহপতে! আমি তোমার কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি যে, তুমি বহু হিরণ্য সঞ্চয় করিয়াছে। তুমি সঞ্চয়জ্ঞ। তোমার স্বর্ণনিধি আছে বলিয়া বোধ হয়।

সুধন রাজকর্তৃক হাস্য-সহকারে এইরূপ কথিত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে বলিলেন, হে রাজন্! সত্যই আমার গৃহে কিছু সুবর্ণ সঞ্চিত আছে। আপনি রাজা, প্রজাগণের পিতাস্বরূপ ও রক্ষক। আপনি যখন প্রজার প্রতি বাৎসল্যবান্ ও মঙ্গলচিন্তাপরায়ণ, তখন আমাদের কোনই অভাব নাই। রাজা যদি স্বামিষাত্রাণে নির্দয় ব্যাঘ্রের ন্যায় আচরণ করেন, তাহা হইলে ধনিগণ নির্ধন হয় এবং দরিদ্রগণ নিধনপ্রাপ্ত হয়। রাজা ধর্মপরায়ণ হইলে প্রজাগণ নিঃশঙ্ক হইয়া ধন অর্জন করে, অর্জিত ধন পরস্পর বিভাগ করে এবং বিভক্ত ধন স্বচ্ছন্দে ভোগ করে।

রাজা সুধনের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে নিজ প্রসন্নতা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি বুদ্ধিমান্। অতএব তুমিই আমার কর্মসচিব হইবার উপযুক্ত। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদ্বারাই পৃথিবীভার ধারণ করা যাইতে পারে।

সুধন রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে রাজন্! আমরা রাজসেবায় অনভিজ্ঞ। এমন কি, সভায় বসিতেও জানি না। সেবাবৃত্তি দ্বারা পুরুষদের স্বচ্ছন্দতা থাকে না। সুনিদ্রাসুখ হয় না। সংসারে যত প্রকার দুঃখ ও দৈন্য আছে, তৎসমুদই সেবাবৃত্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। সেবক পাদপীঠের ন্যায় নিজ প্রভুর চরণ মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয় এবং তাহাতেই সর্বদা অহঙ্কার করে। সেবারূপ মহাপ্রয়াসে সম্পদলাভ করিলেও খলগণই তাহার ভোগ করিয়া থাকে এবং ঐ সম্পদ্ প্রভুর অভঙ্গমাত্রেই ভঙ্গপ্রাপ্ত হয়। হে নৃপ! এই সম্পদ্‌কে প্রসন্ন সহকারে ধরিয়া রাখিলেও চিরদিন থাকে না। দর্পবশতঃ উগ্র দুরাগ্রহরূপ গ্রাহ থাকায় সম্পদ্‌সাগর অতি দুর্গম। বিভূতি নিত্যনূতন প্রকার আলিঙ্গনবিশেষ, তাহা প্রণয়প্রকাশে উদ্যতানির্লজ্জা বাররমণীর ন্যায় ক্ষণকালের জন্যই রমণীয় হয়। সুধন এইরূপে অনভিমত প্রকাশ করিলেও রাজা তাঁহাকেই মন্ত্রী করিলেন। প্রভুর অভিপ্রায় কে অতিক্রম করিতে পারে?

সুধন উচ্চপদস্থ এবং সমস্ত রাজকার্যের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইলে, অন্যান্য মন্ত্রিগণ বিদ্বেষবশতঃ তাহা সহিতে পারিলেন না। রাজা খলজন-প্রেরিত হইয়া সুধনের ধর্ম পরীক্ষার জন্য পুনঃপুনঃ তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেও তিনি কখনও অসৎকার্য করিতেন না। রাজা মিথ্যা কোপ প্রকাশ করিয়া প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেও সুধন কখনই অধর্মযুক্ত শাসন প্রকাশ করিতেন না। সুধন বলিতেন যে, আমি এক জন্মের সুখের জন্য বহু শত জন্মের কষ্টজনক, সজ্জনবিগর্হিত কর্ম কখনই করিব না।

সুধন রাজা কর্তৃক এইরূপ ভয় প্রদর্শনদ্বারা ধর্মপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত প্রার্থীগণের অবারিতদ্বার একটি দানসত্র স্থাপিত কবিলেন। যশস্বী সুধনের দানসত্র সর্বত্র বিখ্যাত হইলে, জনগণের কল্পবৃক্ষের প্রতি সমাদর অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

ইত্যবসরে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত কয়েকজন তীর্থযাত্রী মুনি কণ্টকব, নির্জল ও দুর্গম বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় মুনিগণ তৃষ্ণায় এরূপ কাতর হইলেন যে, তাঁহারা শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে অচেতন পদার্থগণের নিকটেও জল যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন যে, দেব গন্ধর্ব বা নাগগণমধ্যে যে কেহ দয়াবান এখানে বর্তমান আছেন, তিনি আমাদিগকে জল দান করুন। তৎপরে রত্নখচিত কেয়ূর ও শব্দায়মান কঙ্কণের মনোহর ধ্বনিসহ হেমভৃঙ্গার হস্তে করিয়া একটি পুরুষ তরুমধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন। তখন মুনিগণ তাহার পাণিপদ্ম

ধারা অবনমিত ভৃঙ্গার হইতে পতিত জল আকণ্ঠ পান করিয়া জীবনলাভ করিলেন ও হৃষ্ট হইলেন।

মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অদৃশ্য বৃক্ষনিলয় হইতে উদ্ভূত আপনি কে? তিনি বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামে একজন বিখ্যাত যশস্বী, লক্ষ্মীর বাসভবনস্বরূপ ও সর্বপ্রদ গৃহস্থ আছেন। পূর্বে আমি একজন সূচিকর্মচারী ছিলাম এবং তাঁহার বাটীর নিকটে বাস করিতাম। আমি সদাই হাত তুলিয়া অর্থিগণকে তাঁহার বাটী দেখাইতাম। সেই পুণ্যে আমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া এখানে বিহার করিতেছি। আমার এই দক্ষিণ হস্ত অর্থিগণের নিকট উদারভাব প্রাপ্ত হইয়া শোভিত হইতেছে। তৎপরে মুনিগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্বার বনপথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পথভ্রমণে বনমধ্যে অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।

তাঁহারা ঐ বৃক্ষের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে ভোজন যাজ্ঞা করিলেন। তখন সেই বৃক্ষ হইতে গম্ভীরা বিস্ময়জননী বাণী উচ্চারিত হইল, এই পুষ্করিণী তীরে একটি দ্রোণীতে দিব্য অন্ন পরিপূর্ণ আছে। তথায় গিয়া যথেচ্ছভাবে আহার কর। মুনিগণ এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তথায় গমনপূর্বক দিব্য ভোজ্য আহার করিয়া সেই দিব্যতরু-সংশ্রিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?"

তিনিও বলিলেন যে, শ্রাবস্তী নগরীতে অনাথপিণ্ডদ নামে এক গৃহস্থ আছেন। আমি তাঁহার সঙ্ঘভোজনের ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি পরিচর্যায় চতুর ছিলাম এবং দধিকুম্ভ লইয়া পরিবেশন করিতাম। সঙ্ঘভোজন শেষ হইলে আমি স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট অন্ন আহার করিতাম। আমি ভিক্ষুগণের তাদৃশ গৌরব ও রাজভোজন-লাভ দেখিয়া এবং নিজের স্বল্পমাত্র অলবণ ভোজনে দুঃখিতমনা হইয়াছিলাম। তৎপরে আমি অনাথপিণ্ডদের কথায় এবং ভোজন-গৌরব-প্রত্যাশায় অষ্টাঙ্গযুক্ত পোষধব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি লোভবশতঃ ব্রত-সমাপ্তি না হইতেই রাত্রিকালে ভোজন করিয়াছিলাম। এজন্য আমি খণ্ডপোষধ নামে লোকসমাজে খ্যাত ছিলাম। সেই খণ্ডিত ব্রতের ফলেও আমি দেবপুত্র হইয়াছি। মুনিগণ তাঁহার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন যে, আমরা চিরকাল তীব্র তপস্যাদ্বারা কেবল ক্লেশই পাইতেছি। অদ্যাপি কুশল লাভ হইল না। এখন আমরা পোষধব্রত করিবার জন্যই চেষ্টা করিব। নিরপায় ও সুখোপায়ভূত নিজ হিতকার্যে কাহার না আদর হয়।

মুনিগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৌশাম্বী নগরাভিমুখে গেলেন এবং সেই বিখ্যাত সুধনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা সুধনদত্ত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গেই অনাথপিণ্ডদকে দেখিতে গেলেন। তাঁহারা শ্রাবস্তী নগরীতে গিয়া অনাথপিণ্ডদ কর্তৃক বিশেষ সমাদর সহকারে পূজিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটেও যেরূপ দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন।

ধর্মপরায়ণ অনাথপিণ্ডদ প্রীত হইয়া ঐ সকল ব্রতার্থী মুনিগণকে এবং সুহৃত্তম সুধনকে ভগবানের নিকটে লইয়া গেলেন। ভগবান্‌ও অনাথপিণ্ডদের কথায় তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহে সত্যজ্ঞান লাভ করিয়া সুগতি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে মুনিগণ চলিয়া গেলে ভগবান পক্ষপাতযুক্ত দৃষ্টিপাত দ্বারা সুধনকে বিলোকন করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ জ্ঞানভাজন করিলেন।

সুধন সত্যসন্দর্শন দ্বারা বিশেষ কুশল লাভ করিয়া কৌশাম্বীনগরে গমনপূর্বক জিনের জন্য একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। চুন্দনামক এক ভিক্ষু ভগবান্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ বিহার নির্মাণকার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা চুন্দবিহার ভূমি নামে খ্যাত হইল। রাধানাম্নী একটি দাসী ঐ বিহারের পরিচারিকা ছিল। ভগবান্ দয়া করিয়া তাহার প্রদত্ত একটি শীর্ণ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। আমি যেন অদাসী হই, এইরূপ মনে মনে প্রণিধান থাকায় রাধা দাসী কর্তৃক প্রদত্ত সেই শীর্ণ চীবরটি ভগবানের সমানবর্ণ হইল।

সুধনের উজ্জ্বল, ও অদ্ভুত পুণ্যসম্ভার দেখিয়া ভিক্ষুগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন, পুরাকালে বারাণসীতে সুদ্ধান নামে একটি গৃহস্থ ছিলেন। মহা কুঞ্জরের যেরূপ দানবারি (অর্থাৎ মদধারা) ক্ষয় হয় নাই, তদ্রূপ ইহারও দানের পরিক্ষয় হয় নাই। একদা দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টিবশতঃ মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, সেই সুদ্ধানেরই অন্নসত্র অর্থিগণের নিকট অবারিত ও অনবরত খোলা ছিল। তাঁহার গৃহে পদ্মাকর নামে একজন ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ইহার দানকার্যের সহায়তা করিতেন। ইহার ব্যবস্থায় সমৃদ্ধিসকল দানের নিমিত্ত সর্বদা হাতের কাছে উপস্থিত থাকিত। ধর্মদূত নামক ধীমান্ তাঁহার মন্ত্রী প্রত্যেক বুদ্ধসঙ্ঘের ভোজনকালের বিজ্ঞাপক হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিতেন। একদিন কার্যানুরোধে তাঁহার কালব্যতিক্রম সংঘটিত হওয়ায়, কুকুর নামক একজন অগ্রেই সঙ্ঘগণের ভোজনকাল বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সেই সুধানই আমি হইয়াছি। সেই কোষাধ্যক্ষ অনাথপিণ্ডদ হইয়াছেন। এবং যিনি ধর্মদূত ছিলেন, তিনিই রাজা উদয়নরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুক্কুরনামক যে ব্যক্তি সঙ্কানির্দেশক ছিলেন, তিনিই সুধন হইয়াছেন। ইহার ঘোষ অর্থাৎ শব্দদ্বারা রাজা ইঁহাকে চিনিতে পারায় ইহার অপর নাম ঘোষিল হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ সংসারনাশক ভগবানকর্তৃক কথিত এই যথার্থভূত চরিত-কথারূপ পুণ্যময় সৌরভযুক্ত সুধারস সন্তুষ্টমনে কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা পান করিয়াছিলেন।



ষট্‌ত্রিংশ পল্লব

পূর্ণাবদান

পঙ্কে উৎপন্ন পথ দেবসভামধ্যে শোভিত হয়। শুচি স্থানে উৎপন্ন স্থলপদ্মকে কেহ স্পর্শও করে না। অতএব জাতি কখনই সতত অন্তবর্তী ও পরিচিত স্বাভাবিক সদ্‌গুণের কারণ হইতে পারে না।

পুরাকালে যখন সর্বপ্রাণীর মঙ্গলচিন্তা-পরায়ণ ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবন নামক আরামে বর্তমান ছিলেন, তখন শুর্পারক নামক নগরে মনীষিগণের অগ্রগণ্য ও বহুরত্ন সঞ্চয় করায় সাগরসদৃশ ভবনামক এক বণিক বিদ্যমান ছিলেন। কালে এই ভবের কেতকী নামক জায়ার গর্ভে ভবিল, ভবভদ্র ও ভবনন্দী নামে বিখ্যাত তিনটি পুত্র হইল। একদা ভব রোগবশতঃ মুমূর্ষুপ্রায় হইলে তাঁহার বাক্‌পারুষ্য ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তদীয় পত্নী ও পুত্রগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার সেবাশুশ্রূষা হইতে বিরত হইল।

তখন মল্লিকা নাম্নী একটি দাসী ভক্তিবশতঃ তাঁহাব পরিচর্যা করিতে লাগিলে এবং তাহারই সেবায ভব ক্রমে সুস্থ হইলেন। কৃতজ্ঞ ভব, দাসী স্নেহে ও উপকাবে বাধ্য হইয়া, তাহার সহিত উপগত হইলেন এবং ঋতুকালে তাহার সহিত সঙ্গত হইয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রের জন্মে পিতার সকল মনোবথ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এ জন্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর বালকটিব নাম পূর্ণ রাখা হইল। পূর্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় বিবাহাদি করিয়া ধনাশাবশতঃ সমুদ্র-গমন করিলেন, কিন্তু পূর্ণ নিজ পিতার দোকানে থাকিয়াই প্রচুর ধন অর্জন করিতেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অর্থোপার্জনপূর্বক সাগর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গণিতে গণিতে নিজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র-গমন করিয়া তাঁহাদের যত ধনাগম হইয়াছিল, পূর্ণের নিজ গৃহে থাকিয়াই পুণ্যবলে তদপেক্ষা অধিক উপার্জন হইয়াছিল।

ইহা দেখিয়া উঁহাদের বৃদ্ধ পিতা পরিণামে হিতকর এই কথা বলিলেন যে, অধিক আশা করিলে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। তোমাদের সমুদ্র-গমন দ্বারা

বহু পরিশ্রম করিয়া বিরূপ লাভ হইয়াছে, তাহা ত দেখিয়াছ, কিন্তু মহীয়ান্ পূর্ণ অক্লেশে ততোধিক ধন অর্জন করিয়াছে। নিজ নিজ পুণ্যকর্মের ফলে লোকের ধনাগম হইয়া থাকে। কাহারও হস্ত হইতে ধন অপগত হয়, কেহ বা পতিত ধন প্রাপ্ত হয়। সদাচার পরিত্যাগ না করিলে, যথোচিত বিবেচনাপূর্বক কার্য করিলে এবং দেশ ও কালের পরিজ্ঞান থাকিলে, সকল স্থানেই সজ্জনের সম্পদ্ লাভ হয়। ধর্মপরায়ণ সুধীগণ নিজ গৃহেই কৃতার্থতা লাভ করেন। অন্যেরা রত্নাকর সমুদ্রে গিয়াও প্রাণসঙ্কট প্রাপ্ত হয়। ধনোপার্জনের এই মূল সূত্রটি যত্নসহকারে বুঝা উচিত। পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগদ্বারা বিশুদ্ধবুদ্ধি স্বাধীনচেতাগণেরই ধনদ্বারা অভ্যুদয় হয়। তোমরা সতত একমত থাকিবে। কদাচ যেন মতভেদ না হয়। বংশ মধ্যে মতভেদ হইলে ভগ্ন কুম্ভ হইতে যেরূপ জল অপসৃত হয়, তদ্রূপ বংশ হইতে সমস্ত কল্যাণ অপগত হয়। যেরূপ অগ্নির সহিত কাষ্ঠযোগ না থাকিলে, উহার উজ্জ্বল তেজ নষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞাতিদের মধ্যে মতভেদ হইলে, বিপুল বংশেরও বিভূতি নষ্ট হয়। রাত্রিকালে পত্নীগণ কর্তৃক সতত বিদ্বেষ বিদ্যা অধ্যাপিত হইলে, ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া নিশ্চিত। তাহা কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? যে পর্যন্ত কুঠারধারা সদৃশ নারীর প্রভাব অন্তরে প্রবেশ না করে সে পর্যন্ত উন্নত বংশেব দ্বৈধভাব কখনই হয় না। স্ত্রীগণ ধনালোচনাদ্বারা ভ্রাতাকে কটুবাক্য ও কুৎসাদ্বারা গুরুজনকে এবং একাভিলাষদ্বারা মিত্রকে বিদ্বেষপরায়ণ করিয়া তুলে। নারীগণ হাসিতে হাসিতেও ভ্রূবিলাসদ্বারা এরূপ বাক্য বলে, যে তাহাদ্বারা মিত্রের স্নেহের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত হয়।

ভব নিজ পুত্রগণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ হিতকথা উপদেশ দিয়া কালে অনিত্য দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় পৈতৃক ধন অবিভক্ত রাখিয়াই দেশান্তরে ধনার্জনের জন্য আসক্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ণ গৃহেতেই ধনচিন্তা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্ত্রীগণ তাঁহাদের কর্ণে মন্ত্র দান করায়, বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া তাঁহারা বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। অতঃপর তাঁহারা যখন পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে লাগিলেন, তখন পূর্ণ দাসী গর্ভজাত বলিয়া তাহাকে কোন অংশ দিলেন না। কিছু দিন পরে পূর্ণ পথিমধ্যে শীতে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মতাপে বিবর্ণ একটি কাষ্ঠভারবাহীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই ভারবাহীর নিকট হইতে মূল্য দিয়া কাষ্ঠভারটি গ্রহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে অগ্নিতাপেরও শান্তিপ্রদ দিব্য চন্দন দেখিতে পাইলেন। তিনি নিজ পুণ্যবলে সেই কাষ্ঠভারদ্বারা

প্রচুর ধন লাভ করিলেন এবং ক্রমে সার্থবাহগণ ও রাজারও পূজ্য হইয়া উঠিলেন। তৎপরে পূর্ণ অর্থিগণকে সর্বস্ব দান করিলেন এবং ছয়বার সমুদ্রগমন করিয়া সমস্ত বণিক্‌গণের পারাপারের ব্যয় নিজে বহন করিলেন। পরে তিনি শ্রাবস্তীবাসী বণিক্‌গণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনর্বার প্রবহণে আরোহণপূর্বক সমুদ্রদ্বীপে যাত্রা করিলেন।

এইবার প্রত্যাবৃত্তিকালে পূর্ণ প্রবহণস্থ বণিকগণকর্তৃক গীয়মান সুগতবিষয়ক একটি শৈলগাথা শ্রবণ করিলেন। এই গাথাগুলি কাহার, এই কথা পূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক্‌গণ বলিলেন, যে, এই গাথাগুলি ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং গান করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। পুরুষগণের নিজবাসনাবর্তী বস্তু উদীরিত হইলেই তাহা প্রকাশপ্রাপ্ত হয়।

তৎপরে পূর্ণ বণিকগণ কর্তৃক বিস্তারিতভাবে কথিত ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি আসক্তমন এবং ভগবদ্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি গৃহে আসিয়া সমস্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্বক শ্রাবস্তীনগরবাসী নিজসুহৃৎ অনাথপিণ্ডদের সহিত দেখা করিতে গমন করিলেন। জিতেন্দ্রিয় পূর্ণ তথায় অনাথপিণ্ডদের নিকট প্রব্রজ্যাভিলাষ নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তিনি তথায় মোহান্ধকারের নাশক দিবাকরসদৃশ সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দেখিয়া তদীয় পাদদর্শনদ্বারাই আপনাকে কৃতার্থবোধ করিলেন।

ভগবান্ পূর্ণের মনোভাব অবগত হইয়া নিজ দশনকান্তিদ্বারা চতুর্দিক বিবেকবৎ বিমল করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ভিক্ষো! আশঙ্কাবর্জিত, বিপক্ষহীন ও ক্ষয়রহিত মৎকথিত ধর্মবিনয়ে আগমন কর এবং নিজ অভিপ্রেত ব্রহ্মচর্য আচরণ কর। প্রসাদশীল জিন এই কথা বলিবামাত্র সহসা সর্বসমক্ষে অলক্ষিতভাবে পূর্ণের দেহে প্রব্রজ্যা পতিত হইল।

তৎপরে তিনি প্রশমপ্রাপ্ত হইয়া শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞানী হইলেন এবং শাস্তার শাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিজস্থানে গমন করিলেন। পরে পূর্ণ নিজ কান্তিগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য একটি লোকের সহিত ক্রূরজনের নিবাসস্থান শ্রোণাপরান্তকনামক দেশে গমন করিলেন। তথায় একটি লুব্ধক মৃগয়ার ব্যাঘাতকারী পূর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধে ধনু আকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে মারিতে ধাবিত হইল। কিন্তু সেই লুব্ধক নির্বিকার, নিরুদ্বেগ, ভয়হীন এবং প্রহারের অনুমোদক পূর্ণকে দেখিয়াই শান্তিভাব অবলম্বন করিল। তখন প্রসাদগুণসম্পন্ন পূর্ণ সহসা শান্তিপ্রাপ্ত ঐ লুব্ধককে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাদ্বারা

অনুচরসহ লুব্ধক পরিণামে বোধিপ্রাপ্ত হইল। ক্রমে পূর্ণ তথায় সুগতজনোচিত সর্বপ্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, রমনীয় পঞ্চশত বিহার নির্মাণ করাইলেন। জ্ঞানপূর্ণ পূর্ণ তথায় দেবগণের পূজনীয় হইয়া উঠিলেন এবং মুনিগণের স্পৃহনীয় বৈরাগ্য-সম্পদদ্বারা শোভিত হইলেন।

এদিকে পূর্ণের অগ্রজ ভাবিল কালক্রমে ধনহীন হইয়া ধনাশাবশতঃ পুনর্বার সমুদ্র-গমন করিলেন। তিনি প্রবহণে আরোহণ করিয়া অনুকূল বায়ুবশতঃ অল্পদিন মধ্যেই গোশীর্ষচন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় পঞ্চশত কুঠারিকগণ সেই ভুজঙ্গগণব্যাপ্ত দিব্য চন্দন-বন ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, সেই বনের অধিপতি যক্ষসেনাপতি মহেশ্বর ক্রোধ করিয়া কালিকনামক মহাবায়ু ছাড়িয়া দিলেন। সেই মহাবায়ুদ্বারা বণিক্‌গণ সকলেই প্রাণসংশয়প্রাপ্ত হইয়া শিব ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বানপূর্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল।

তখন সেই দলের নায়ক ভবিল অনুতাপসহকারে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া আর্তরবকারী বণিক্‌গণকে বলিলেন, আমার পরমহিতৈষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণ পূর্বে আমাকে বলিয়াছিল যে, সমুদ্রগমনে বহুতর ক্লেশ; সুখ অতি অল্প। অতএব তথায় যাওয়া উচিত নহে। ধীমান্ ও সত্যদর্শী পূর্ণের বাক্য না শুনিয়া আমি ধনলোভে এই ঘোর বিপদসাগরে পতিত হইয়াছি।

বণিক্‌গণ সকলেই এই কথা শুনিয়া এবং মনে মনে পূর্ণের লোকবিশ্রুত প্রভাব চিন্তা করিয়া তাহারই শরণাগত হইল। জগতের ক্লেশরূপ বিষদোষের অপহারক ও করুণাপুণ্যচিত্ত পূর্ণকে নমস্কার। বণিক্‌গণের এইরূপ সমস্বর শব্দে আকাশ সংপূরিত হইলে, সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষণকালমধ্যেই গিয়া পূর্ণকে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শ্রোণাপরান্তকদেশস্থ পূর্ণ বণিকগণের এইরূপ বিপ্লব কথা শুনিয়া সমাধিবলে ক্ষণকালমধ্যে আকাশমার্গে প্রবহণে আগমন করিলেন। তখন পূর্ণ তথায় পর্যঙ্কবন্ধ অর্থাৎ পর্যঙ্কনামক আসনবন্ধদ্বারা মেরুপর্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত হইয়া প্রলয়কালীন বায়ুসদৃশ সেই উত্তাল বেগবান্ বায়ুর গতি রোধ করিলেন। যক্ষরাড়, পূর্ণ কর্তৃক বায়ুবেগ রুদ্ধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং বণিকগণকে চন্দনবন অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ভবিল পূর্ণের অনুগ্রহে বহুতর চন্দন-বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া হর্ষসহকারে পূর্ণের সহিত শুর্বার নামক নিজনগরে গমন করিলেন।

অনন্তর পূর্ণ ভ্রাতার সম্মতিক্রমে গোশীর্ষ চন্দনদ্বারা সুগতগণের বাসোপযুক্ত চন্দনমালা নামক একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। তৎপরে পূর্ণ ধ্যানযোগে

ভগবান্‌কে আহ্বান করিলে, তিনি জেতবন হইতে সত্বর আকাশমার্গে শতযোজন অতিক্রম করিয়া তথায় আগমন করিলেন। ভগবানের আগমনকালে সম্মুখে বিস্তৃত তদীয় দেহপ্রভাদ্বারা বস্তুসকল পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যেন সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। নগরের উপান্তবাসিনী অঙ্গনাগণ ভগবান দর্শন করিয়া অত্যধিক চিত্তপ্রসাদবলে প্রশমে উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভগবান্ অঙ্গনাগণের কুশলের জন্য সংসারে সমাদৃত সত্যোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা তাহারা কুশলপ্রাপ্ত হইল। ভগবানের প্রভাবে অঙ্গনাগণ তথায় পৌরঙ্গনা নামক একটি চৈত্য নির্মাণ করিল। অদ্যাপি চৈত্যবন্দকগণ সেই চৈত্যকে বন্দনা করিয়া থাকে।

ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া মুনিগণের ও বল্কধারী মুনির বিশুদ্ধ প্রব্রজ্যা বিধান করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে ভগবান জিন সেই চন্দনমালা-নামক প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উহাকে জনসমূহের ভারধারণে সক্ষম স্ফটিকময় করিলেন। অতঃপর করুণানিধি ভগবান রত্নাসনে আসীন হইয়া সর্বপ্রাণীর শান্তির জন্য নির্বাণোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৃষ্ণ ও গৌতম নামক দুইটি মুনীন্দ্র অনুচরগণসহ তথায় আসিয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণপূর্বক শাস্তার শাসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ তথায় প্রাসাদটি প্রতিগ্রহ করিয়া পুনর্বার জেতবনে যাইবার জন্য ভিক্ষুগণসহ উত্থিত হইলেন। যাইবার সময় ভগবান্ মারিচীলোকবর্তিনী মৌদ্‌গল্যায়নের মাতাকে সদুপদেশদ্বারা ধর্মমার্গে সন্নিবেশিত করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ জেতবনে উপস্থিত হইলে, ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া ভগবানকে পূর্ণের পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে তাহা বলিলেন, পুরাকালে পূর্ণের পূর্বজন্মে পূর্ণ কাশ্যপ নামক সম্যকসম্বুদ্ধের বিহারাধিকারী ও সঙ্ঘগণের সেবক ছিলেন। একদা তিনি বিহারভূমি মার্জনা করা হয় নাই দেখিয়া উপধিবারিককে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সেই কটুকথা বলার পাপে পূর্ণ নরকদুর্গতি ভোগ করিয়া পঞ্চশত জন্ম দাসীপুত্র হইয়াছেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের উপাসনা করাই পূর্ণের মহাপুণ্যের কারণ হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলেই ইনি নিঃশেষ-সংসারক্লেশ বর্জিত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পূর্ণের পুণ্যোপচয়জনিত ঈদৃশ প্রভাব কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন এবং সভামধ্যে পূর্ণের প্রশংসায় রত হইলেন।



সপ্তত্রিংশ পল্লব

মূক-পঙ্গু অবদান

বৈরাগ্যসম্পন্ন জনগণ নিস্পৃহতাবশতঃ অকিঞ্চনভাব রূপ সুখলাভের জন্য সর্বত্যাগ করিয়া কেবল দেহ সঙ্গে লইয়া শান্তির জন্য বনে গমন করেন। বনে গিয়াও যদি ব্রত-আড়ম্বরের উপকরণ সঞ্চয় করা হয়, তাহা হইলে গৃহে থাকিয়া ধন ও পরিচ্ছদাদি সংগ্রহে কি অপরাধ হইল ?

পুরাকালে যখন ভগবান্ জিন জেতবনারাম নামক বিহারে বর্তমান ছিলেন, তখন প্রব্রজ্যাপ্রাপ্ত শাক্য কুমারগণের বিচিত্র চীবর, উৎকৃষ্ট ভিক্ষাপাত্র ও যোগপট্ট প্রভৃতির প্রভূত সঞ্চয় বিলোকন করিয়া তিনি চিন্তা করিলেন, হায়! এখনও ইহাদের দেহাভিমানময় বন্ধনের কারণ নিবৃত্ত হয় নাই। এখনও ইহাদের উপকরণ সংগ্রহে আগ্রহ আছে। দেহ থাকিলে, তাহা পরিষ্কার করিতে হয় এবং তাহার উপকরণ সংগ্রহও করিতে হয়। অহো! দেহাভিমান কিরূপ বন্ধনের শৃঙ্খলস্বরূপ।

সকল বিষয়েই মধ্যস্থ ভগবান্ জিন্ এইরূপ চিন্তা করিয়া করুণাবশতঃ সমাগত শাক্যগণের কুশলের জন্য উদ্যত হইলেন। ভগবান্ ভিক্ষুগণের সহিত দেখা না করিবার জন্য এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহিবে, তাহাকে তিন মাস সেখানে অপেক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইলে ক্ষুদ্রচীবরধারী ও আরণ্যকব্রতচারী উপসেন নামক একজন ভিক্ষু কার্যোপলক্ষে তথায় আগমন করিলেন। শ্লাঘনীয় উপসেন আসিবামাত্র নিয়মানুসারে নিবারিত হইয়াও তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং ক্ষণকাল থাকিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

তিনি যখন গমন করেন, তখন ভিক্ষুগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আর্য! ভগবান কিরূপে আপনাকে দর্শন দিলেন ইহা বড়ই আশ্চর্য। ভগবানের আজ্ঞায় তিন মাস অপেক্ষা করিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে, আপনি উন্মার্গগামী হইয়া কিরূপে ভিক্ষুসঙ্ঘের সে নিয়মভঙ্গ করিলেন? উপসেন ভিক্ষুগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, আমি কোনরূপ

নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই। দর্শনকালে ভগবান্ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি আরণ্যকভিক্ষু, আমার দর্শনলাভে কোনও নিষেধ নাই। পরিচ্ছদাদি উপকরণ ত্যাগ করায় বন্ধনমুক্ত, বৃক্ষ মূলবাসী ও ধূলিশায়ী ভিক্ষুগণের ভগবদ্দর্শনে বারণ নাই। যাঁহারা "এইটি অদ্য হইবে, অন্যটি কল্য হইবে", এইরূপে পাত্র ও চীবর প্রভৃতির সঞ্চয়ে নিরত থাকেন, তাঁহাদেরই দর্শনলাভ হইবে না। যাঁহারা শান্তিব্রতের উপকরণ-সংগ্রহে অধিকতর আগ্রহ করেন, তাঁহারা হিমশিশির জল লাভ করিয়াও তৃষ্ণাতুরই থাকেন। নিত্যনিধান বিবৃত হইলেও তাহারা অন্যাপেক্ষা অধিক দরিদ্রই থাকেন এবং তাহাদের চন্দনবৃক্ষ হইতেও সন্তাপপ্রদ অগ্নি উদ্গত হয়।

শাক্য ভিক্ষুগণ উপসেন কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া সহসা লজ্জায় হতোৎসাহ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ভগবান্ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন, অন্য লোক-উদ্দেশে বলেন নাই। যেহেতু আমরাই বিচিত্র চীবর পরিধান করিয়া থাকি। ইচ্ছারহিত লোকগণই ভগবানের প্রিয়। আমরা মহেচ্ছাবান্, এজন্য তাঁহার অপ্রিয়। অতএব আমরা ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব। তাঁহারা সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া সুন্দর চীবরগুলি পরিধান করিলেন এবং অতিরিক্তগুলি ত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কামনা বিরত হওয়ায় ভগবান তখন তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিলেন। যাহাতে জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ মায়ারূপ শৈল বিদীর্ণ হইল।

তথাগত ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক স্রোতঃপ্রাপ্তি ফলপ্রাপ্ত শাক্যকুমারগণের পূর্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, পূর্বকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। দানজলে সতত আর্দ্র যদীয় বাহু দিগ্গজের ন্যায় পৃথিবী ধারণ করিয়াছিল। মুক্তালতার ন্যায় গুণশালিনী ব্রহ্মাবতীনাম্নী তদীয় পত্নী সৎ পুরুষের কীর্তির ন্যায় বিখ্যাতা ছিলেন। নির্মলাশয়া ব্রহ্মাবতী জলক্রীড়াবস্থায় দিব্যলক্ষণসম্পন্ন ও পতির প্রতিবিম্বসদৃশ একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। জলমধ্যে উৎপন্ন এ বালক উদক নামে খ্যাত হইয়াছিল। পিতার যৌবরাজ্যাভিলাষের সহিত বালকটি ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল। কুমারের জন্ম দিনেই তাঁহার পঞ্চশত অমাত্যগণও কুমারের তুল্যরূপ পঞ্চশত পুত্র লাভ করিলেন। জাতিস্মর কুমার শিশুকালেই নিজ পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নিজের হিতকর ও সমুচিত পুণ্যবিষয়ে চিন্তা করিতেন। পুরাকালে আমি ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য করিয়া বহুদিন নরকসঙ্কটে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জন্মেও আমার পুনর্বার যৌবরাজ্য উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে অনুরোধ করিলেও আমি কখনই এ পাপকার্য করিব না।

কুমার এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্যভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া পিতার উদ্বেগজনক মূক ও পঙ্গুভাব গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি সকল প্রকার সুলক্ষণযুক্ত হইয়াও রাজ্যলাভের অযোগ্য হওয়ায় বন্ধুজনের দুঃখজনক মূক-পঙ্গু নামে খ্যাত হইলেন। মন্ত্রিপুত্রগণ সকলেই শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় উন্নতিলাভ করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র বর্দ্ধিত হইয়াও উঠিতেন না এবং কথাও কহিতেন না। তৎপরে রাজা বৈদ্যগণকে কুমারের রোগের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন, হে রাজন্! রাজপুত্রের কোনরূপ বিকলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদ্যপি অভ্যাসবশতঃ সুখসেবী কুমারের এরূপ দোষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভয় ও সংবেগদ্বারা ইনি উঠিবেন ও কথা কহিবেন।

রাজা বৈদ্য-কথিত এই কথা অনুমোদন করিয়া মিথ্যা ভয় দেখাইবার জন্য পুত্রকে বধ্যভূমিতে পাঠাইলেন। কুমার বধকারী পুরুষগণ কর্তৃক ভৎর্সিত হইয়া রথস্থ রাজাকে বলিলেন,—এই বারাণসীতে কোন লোক বাস করে না কি? পুরুষগণ কুমারের এই কথা শুনিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে রাজার নিকটে লইয়া গেল. কিন্তু তথায় পিতা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি পুনর্বার কোন কথা কহিলেন না, মূকই রহিলেন।

তৎপরে পুনর্বার বধ্যভূমিতে নীত হইলে কুমার একটি শব দেখিয়া বলিলেন, এ শবটি কি বাঁচিয়া আছে, না সম্পূর্ণ মরিয়াছে? এই কথা শুনিয়া পুরুষগণ তাঁহাকে পিতার নিকট লইয়া গেলে তিনি পুনর্বার মৌনী হইয়াই রহিলেন। তৎপরে পুনর্বার বধ্যভূমিতে নীত হইয়া পথিমধ্যে কুমার তাহাদিগকে বলিলেন যে, এই যে ধান্যরাশি রহিয়াছে, ইহা একবার ভুক্ত হইয়া পুনরায় ভুক্ত হয়। এই কথা বলয়াও কুমার পিতৃসন্নিধানে নীত হইয়া পিতার সম্মুখে কোন কথাই বলেন নাই।

তৎপরে রাজা কুমারকে যন্ত্রণা দিতে আদেশ করিলে কুমার বলিলেন যে, যদি আমাকে বর দেন, তাহা হইলে আমি কথা কহি এবং পদ দ্বারা গমনও করি। এই কথা শুনিয়া রাজা হৃষ্ট হইয়া বরদান অঙ্গীকার করিলে, কুমার পদ দ্বারা নিজে আগমন করিয়া পিতাকে কহিতে লাগিলেন, আমি পঙ্গু, মূক বা জড়াশয় নাহি, কিন্তু পূর্ব জন্মের ক্লেশ স্মরণ করিয়া বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পুরাকালে ষষ্টিবর্ষকাল যৌবরাজ্য সুখ ভোগ করিয়া ষষ্টিসহস্র বৎসর নরকমধ্যে বাস করিয়াছি। এজন্য আমি রাজভয়ে মূক ও পঙ্গুভাব অবলম্বন করিয়াছি। আমি প্রব্রজ্যাদ্বারা ব্রহ্মচর্য আচরণ করিব, আমি এই বর চাহি।

রাজা পুত্র মূক নহে, এ কারণ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্র সংসারে বিরক্ত; এজন্য

দুঃখিতও হইলেন। পরে পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র! আমার রাজ্য ধর্মমূলক। ইহা ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। যজ্ঞ, দান ও প্রজাপালন দ্বারা রাজসম্পৎ পুণ্যে পূর্ণ হয়। হে পুত্র! তুমি আমার একমাত্র পুত্র! তোমাকে পরিত্যাগ করার কথা শুনিয়া আমি নিদ্রাহীন ও শোকশয্যাশ্রিত হইয়াছি। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ ও মুক্তাফলবৎ সুন্দর হাস্যশালিনী এই রাজসম্পৎ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা কেন তোমার মনোনীত হইল? কেন তুমি প্রভূত রাজ্যসুখের সমুচিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বনবাসে আসক্ত ও ধূলিপূর্ণ স্থানে শয়নাভিলাষী হইতেছ? কান্তাগণের লীলোপযুক্ত ও দর্পণমণিমণ্ডিত প্রসাদশালিনী এই রাজধানী ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রাদির সঞ্চারে ভীষণ, প্রকাণ্ড অজগর সর্পের নিঃশ্বাস দ্বারা দগ্ধপত্র ও শুষ্কপ্রায় লতাসমন্বিত বনভূমিতে কেন তোমার প্রীতি হইতেছে।

রাজপুত্র পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দন্ত ও অধরের কমনীয় কান্তিদ্বারা তাঁহাকে যেন বৈরাগ্য গ্রহণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন, শীতল ও নির্মল জলসমন্বিত, সন্তোষরূপ চন্দ্রকিরণে শীতল ও বৈরাগ্য দ্বারা সুন্দর বনভূমি কাহার প্রিয় নহে? পরদার যেরূপ ক্ষিপ্রসুখদ্বারা দুর্জনকে আবর্জিত করে এবং নরকে গমনে আয়াসিত করিয়া অপায় সাধন করে, সকল নারীই তদ্রূপ বলিয়া আমি বোধ করি। চিন্তা, মন্ত্রণা, বিবেচনা ও ইন্দ্রিয়সংযম এইরূপ রাজগণের মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহাদের প্রযত্ন করিয়া হিংসা করিতে হয়, ইহাই নরকের কারণ। কাননভূমি কুসুমচ্ছলে সংসারকে উপহাস করে এবং স্বভাবতঃ বুধগণের প্রশমময়ী প্রীতি বিধান করে। রাজসম্পদ গাঢ় চিন্তায় পরিশ্রান্ত ও ব্যজনের বায়ুদ্বারা উচ্ছ্বাসময়, অতএব ইহা সুখকর নহে, ইহা নিশ্চিত। হে তাত। আমাকে অনুমতি দান করুন। আমি তপোবনে যাইতেছি। সমস্ত পদার্থই অনিত্য বলিয়া জানিবেন।

মনীষী মহীপতি পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা যথার্থ বুঝিলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি বিবেকবিমল বনভূমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্রে আমার সংশয় দূর করিয়া পরে যাহা কর্তব্য হয় করিবে। যখন তুমি বধ্যভূমিতে যাইতেছিলে, তখন বক্রভাবে কথা কহিয়াছিলে, তাহার কি অভিপ্রায়, তাহা তত্ত্বতঃ আমাকে বল।

কুমার রাজা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, এখানে এমন কোন লোক নাই যে, আপনাকে আমার বধ হইতে নিবৃত্ত করে। সুকৃতী ব্যক্তি মৃত হইয়াও জীবিত থাকে, পাপী ব্যক্তি না মরিয়াও মৃত

হয়। ধনিগণ ধান্যরাশির ন্যায় পূর্বসঞ্চিত পুণ্যই মূল হইতে ভোগ করে। এই আশয়ে আমি তখন সেই কথা বলিয়াছি। রাজা এই কথা শুনিয়া আদর সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি কুশল লাভের জন্য যাহা সমুচিত বোধ কর, তাহাই কর।

তৎপরে তিনি সজলনয়ন পিতা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পঞ্চশত মন্ত্রিপুত্রের সহিত তপোবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি অনুচরগণ সহ মহর্ষির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কিছুকাল পরে দেখিলেন যে, মন্ত্রিপুত্রগণ কুণ্ড ও বল্কল প্রভৃতি প্রচুর সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎপরে সঞ্চয়বিদ্বেষী কুমার তাহাদের সহিত দেখা করিবেন না মনে করিয়া কিছুকাল একাকী বিজন বনে বাস করিতে লাগিলেন। কুমার দর্শন ও সম্ভাষণে বদ্ধনিয়ম হইলেও যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত মৃগকে স্বাগতবাক্য ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন।

অমাত্যতনয়গণ একটি মৃগব্রতধারী মুনিকে কুমার কর্তৃক সমাদৃত দেখিয়া সকলেই লজ্জিত হইয়া চিন্তা করিলেন, মৃগ ও মৃগব্রতচারী মুনি, উভয়েই সঞ্চয়হীন, এজন্য কুমার ইহাদিগকে সমাদর করিয়াছেন। ইহাদের অজিন, দণ্ড বা অন্য কোন সম্ভারের আড়ম্বর নাই। এই জন্যই কুমার আমাদের সহিত দেখা করা নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন। ইনিও যদি ব্রতোপকরণ-সংগ্রহে ব্যগ্র থাকিতেন, তাহা হইলে ইহারও দর্শন নিশ্চয়ই বারণ করিতেন। মন্ত্রিপুত্রগণ সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্রতোপকরণ বারণা নদীতে নিক্ষেপপূর্বক শুদ্ধান্তঃকরণে কুমারের নিকট গমন করিলেন। অতঃপর কুমার, গৃহত্যাগী মন্ত্রিপুত্রগণের প্রকৃতি ও ধাতু-বিবেচনা করিয়া আশয় ও অনুশয়ের সমুচিত ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

আমিই সেই মূকপঙ্গু রাজপুত্র ছিলাম এবং শাক্যগণই তখন মন্ত্রিপুত্র হইয়াছিলেন। আজও আমি পুনর্বার ইহাদিগকে ত্যাগোপদেশ প্রদান করিলাম।

ভিক্ষুগণ স্বয়ং জিনকর্তৃক কথিত এইরূপ শাক্যকুমারগণের পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্রিতবৎসল ভগবান জিনের পরমকরুণার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।



অষ্টত্রিংশ পল্লব

ক্ষান্তিঅবদান

যে সকল সৎকার্যক্ষম জনগণ বাসুকির ন্যায় গুরুভারে ব্যথিত না হইয়া পৃথিবীকে বহন করেন এবং নির্বিকার রুচি দ্বারা অদ্ভুত কার্য সূচনা করেন, এরূপ ধৃতিশীলগণই ধন্য।

পুরাকালে কোন এক নগরে প্রজাগণের হৃৎকম্পকারী শত্রুস্বরূপ প্রসেন নামক এক যক্ষ লোকগণকে অত্যন্ত পীড়া দিয়া উদুম্বর বৃক্ষে বাস করিত। অনাথবন্ধু ও সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্ ভগবান্ সেই অকাল কালস্বরূপ যক্ষকে শিক্ষোপদেশ দ্বারা শরণাগত করিয়া শান্তি উপদেশ দ্বারা বিনয়সম্পন্ন করিলেন। সেই জগতের পীড়াদায়ক শান্তিগুণাবলম্বী হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট আগমন পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাস্যকারী ও সঞ্চরণকারী ভগবান্‌কে বলিলেন, কি জন্য আপনার মুখপথে হাস্যরূপ চন্দ্রলেখার উদয় হইল। ইহা কোন আশ্চর্য বৃত্তান্তসূচক হইবে। সত্ত্বগুণসাগর জনগণ সামান্য লোকের ন্যায় অকারণ হাস্য করেন না।

সর্বদর্শী ভগবান্ দেবরাজের এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—হে ইন্দ্র! এই স্থানে আমার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় হাস্য করিয়াছি। পুরাকালে রোষবর্জিত ক্ষান্তিরতি নামে এক মুনি এই বনে বাস করিতেন ইন্দু যেরূপ অরবিন্দে বিদ্বেষবান, তদ্রূপ ইনিও পৃথিবীস্থ লোকমাত্রেরই ক্রোধ বা রজোগুণের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন। একদা উত্তরদেশাধিপতি বসন্ত বনশোভা-দর্শনে কৌতুকবশতঃ কেলিসুখের জন্য অন্তঃপুরিকাগণসহ ক্ষান্তিরতির আশ্রমসন্নিধানে আগমন করিলেন। ভূমিপাল বসন্ত ক্রোধী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অন্য একটি নাম কলি ছিল। তিনি তথায় নিতম্বিনীগণের ক্রীড়াকালীন পাদপ্রহারলাভে অশোক-বৃক্ষের শোভা এবং তাহাদের মুখমদিরা-লাভে বকুল-বৃক্ষের শোভা লাভ করিলেন। রাজার বনবিহারে তাপস-গণের তপস্যার বিলোপ হওয়ায় অত্যধিক কোপবশতঃ তাঁহাদের ভ্রূকুটিভঙ্গীর

ন্যায় দৃশ্যমান এবং কামাগ্নির ধূমের ন্যায় অনভূয়মান উড্ডীন ভ্রমরগণ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারিত হইল। পবনাকুল ভ্রমর লতাগণের পুষ্পস্তবকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা স্তনের আকার ধারণ করিল এবং রক্তাধর ললনাগণও পাটলবর্ণ পল্লব-শোভিত লতার শোভা ধারণ করিল। রাজাঙ্গনাগণ কৌতুকবশতঃ বনে বিচরণ করিতে করিতে নিশ্চলভাবে ধ্যানাসক্ত পূর্বোক্ত রাগবর্জিত ঋষিকে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দিক ঘিরিয়া অবস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজা সেইঃস্থানে আসিয়া এবং বধূগণবেষ্টিত ঐ ঋষিকে বিলোকন করিয়া ঈর্ষা ও ক্রোধবশতঃ ভীষণ মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঋষির হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধীরপ্রকৃতি ঋষি ছিন্নাঙ্গ হইয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না এবং রাজার প্রতি কোন কোপও প্রকাশ করিলেন না। ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ ও দেবগণ রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

তৎপরে রাজা নিজরাজধানীতে গমন করিলে অন্যান্য বন হইতে সমাগত মুনিগণ তথায় ঋষিকে ছিন্নাঙ্গ দেখিয়া তাঁহার ক্ষান্তিপরায়ণ হইলেও ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন ঋষি শাপপ্রদানে উন্মুখ মুনিগণকে নিবারণ করিয়া ক্ষমা করিতে বলিলেন, ক্ষমাগুণ কর্তৃক আলিঙ্গিতচিত্ত জনগণের কখনই কোপ কার্য সহ সঙ্গত হয় না। প্রসন্নচিত্ত ঋষি বলিলেন যে, যদি পাণিপদচ্ছেদে আমার কোন-রূপ বিকারবেগ বা ক্রোধ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমি যেন পুনশ্চ অক্ষতদেহ হই।

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই ঋষির হস্তপদ পুনঃ সংলগ্ন হইল। তখন দেবগণ স্তবপাঠপূর্বক সত্বশুভ্র পুষ্পদ্বারা ক্ষান্তিগুণান্বিত ঋষিকে পূজা করিলেন।

রাজাও সেই পাপরূপ বিষাক্ত বিস্ফোটকের যাতনায় চেষ্টাবিহীন হইয়া এবং তাহার উৎকট পূয়রূপ আবর্তে গড়াগড়ি দিয়া সংবর্তপাক নামক নরকে গমন করিলেন।

আমিই পূর্বাকালে সেই ক্ষান্তিরতি নামক মহর্ষি ছিলাম এবং দেবদত্তই কলি নামক রাজা ছিলেন। এই অতীত বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। অকারণ হাসি নাই।

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত-মানস হইলেন এবং আনন্দাতিশয়বশতঃ তদীয় সহস্র নয়ন বিকশিত হওয়ায় সূর্যকিরণস্পর্শে বিকশিত কমলাকরের শোভা ধারণ করিয়া দেবগণের বসতিস্থান স্বর্গে গমন করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পল্লব

কপিলাবদান।

দুর্জন-সমাগমই অত্যন্ত উন্নতিশালী মহাজনের বিনাশ-দোষের কারণ হয়। নদীরতীরস্থ বৃক্ষ জল-সঙ্গমে ভগ্নমূল হইযা ফল ও পুষ্প সহ নিপতিত হয়।

পুবাকালে ভগবান্ তথাগত রুচির অট্টালিকা-শোভিত বৈশালী নগরীতে বল্গুমতী নদীর তটে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময কৈবর্তগণ ঐ নদীর দুস্তর ও গভীর জলে জাল নিক্ষেপ করিযা ঘোরাকার একটি মকর উদ্ধৃত করিল। ঐ মকরের আঠারটি মস্তক এবং সিংহ গজের ন্যায প্রখরমুখ ছিল। উহার পর্বতাকার দেহ বহু সহস্র লোকে আকর্ষণ করিয়া তুলিল। জনগণ উহাকে দেখিযাই ভয়ে আকর্ষণ-রজ্জু ছাডিযা দিল এবং বিস্ময়ে নিশ্চলনযন হইয়া ক্ষণকাল সেই স্থান হইতে যাইতেও পারে নাই, থাকিতেও পারে নাই। এই বৈচিত্রময় সংসারে শত শত আশ্চর্যময বিকৃত পদার্থ কত সে আছে, তাহার কে গননা করিতে পারে।

ইত্যবসরে ভূতভাবন ভগবান জিন্ সর্বপ্রাণীর পরিত্রাণের জন্য উদ্যত হইয়া ঐ স্থানে আসিলেন। তিনি তথায কৌতুকবশতঃ একত্র সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণকে দেখিয়া নদীতীরে আসন গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুগণপরিবৃত ভগবান্‌কে তথায আসীন দেখিযা জনগণ সকলেই উন্মুখ হইযা সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় তথায প্রত্যাবৃত্ত হইল। কৈবর্তগণ ভগবান্‌কে দেখিযাই বিনযাবনত হইয়া প্রাণিগণের বন্ধন-সাধন সংসারসদৃশ বিশাল জাল ত্যাগ করিল। তাহারা ভগবানের বাক্যে মৎস্য, কুম্ভীর ও নক্রাদিকে জলে ত্যাগ করিয়া হিংসাবিরত ও পাপবিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

ভগবান কৈবর্তগণকর্তৃক সমুদ্ধৃত সেই মহামকরকে সম্মুখে দেখিয়া দশনকান্তি-দ্বারা করুণানদীব সৃষ্টি কবিযা তাহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি কি কপিল? তুমি কি নিজ দুষ্কৃতি স্মরণ করিতেছ না? তুমি নিজ বাক্যদোষের এইরূপ ফলভোগ করিতেছ। তোমার অকল্যাণের হেতুভূতা জননী এখন কোথায় আছেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মকর নিজ পূর্বজন্ম স্মরণ করিয়া বলিতে

লাগিল। হে বিভো! আমি কপিলই বটে এবং আমার নিজ দুষ্কৃত ও স্মরণ করিতেছি। বাক্য দোষেরই এই ফলভোগ করিতেছি বটে। আমার নরকের উপদেষ্ট্রী মাতা অগ্রেই নরকে গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া মকর তথায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

ভগবান্ শোকসাগরে নিমগ্ন মকরকে পুনরায় বলিলেন,—এখন তুমি তির্যক্‌যোনিপ্রাপ্ত। এ অসময়ে আমি কি করিব? প্রমাদবান্ জনগণের উল্লাস-জনিত উচ্চহাস্য ও পাপকার্য নরকপাতের কারণতা প্রাপ্ত হইলে, তখন শান্তিরহিত অনুতাপ প্রতি রাত্রে বিষতুল্য অত্যধিক ক্লেশাবেশ দ্বারা সন্তাপ ও রোদনের শরণাগত হইতে উপদেশ দেয়। দুঃখক্ষয়ের জন্য ক্ষণকাল আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ কর। চিত্ত প্রসন্ন হইলে যথাকালে ত্রিদশালয়ে গমন করিবে। বৎস! এই হিতবাক্য শ্রবণ কর এবং মনে বিচার করিয়া কার্য কর। সকল সংস্কারই অনিত্য। কেবল শান্তি ও নির্বাণের ক্ষয় নাই। ভগবানের এইরূপ আজ্ঞায় মকর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলে তত্রত্য জনগণ বহুক্ষণ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া রহিল।

তৎপরে একজন প্রণয়সহকারে আর্য আনন্দের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের নিকট মকরের পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিমলজ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ভগবান্ আনন্দকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—এই অকুশল-শীল মকরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পুরাকালে ভদ্রকনামক কল্পে যখন মনুষ্যের অযুতবর্ষ পরমায়ুকাল ছিল, তখন কাশ্যপ নামক বুদ্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে বারাণসীতে অর্থিগণের কল্পবৃক্ষসদৃশ মহাবদান্য কৃকি নামে রাজা বিদ্যমান ছিলেন। একদা পণ্ডিত সভায় সমাসীন দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য কৃকির নিকট বাদিসিংহনামক একটি বিদ্বান ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন। তিনি আগমন মাত্রেই রাজদর্শন, আসন ও সমাদরপ্রাপ্ত হইয়া শিষ্যগণসহ রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন, হে বিভো! আপনি পণ্ডিতসভান্বিত ও কল্যাণবান আপনার মঙ্গল হউক। আমরা কেবল আপনার সচ্চরিতামৃতের লুব্ধক এবং দর্শনের অভিলাষী। আমরা অন্য রাজার নামোচ্চারণও করি না। কেবল আপনারই সদ্‌গুণ কীর্তন করিয়া থাকি। কি জন্য আপনি সর্বগুণাধার হইয়া আমাদিগকে দোষযুক্ত করিয়াছেন! আপনি নিরন্তর রত্নবৃষ্টি করেন বলিয়া যাচকগণও বহু অর্থিগণের কামনার পরিপূরক হন। হে অনুপম পুণ্যনিধি বদান্য! ইহা সমস্তই আপনারই দান-বৈভবের বিকাশ। হে রাজন্! আমরা সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া পণ্ডিতগণের বিজয়কারী কিছু বিদ্যার অংশ প্রাপ্ত হইয়াছি। পণ্ডিতরূপ কমলমণ্ডিত এই সভায় আমাদের

শিক্ষিত বিদ্যার কিছু পরিচয় দিয়া তাহার উৎকর্ষ দেখাইব। নিজ গুণকীর্তনে সজ্জনের বুদ্ধি লজ্জিত হয়। তথাপি প্রৌঢ়ভাবে তর্কযুদ্ধ করিতে অভিলাষ হওয়ায় এরূপ বলিতেছি। হে রাজন্! এই পৃথিবীমধ্যে যদি কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত থাকেন, তাহা আপনি অন্বেষণ করিয়া দেখুন।

রাজা বাদিসিংহের এইরূপ গুরুগম্ভীর ও উৎকট সন্দর্ভময় বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তখনই মনে মনে চিন্তা করিলেন, ইনি যদি প্রতিদ্বন্দ্বী না পাইয়া গর্বে উদ্ধতভাবে চলিয়া যান, তাহা হইলে ইহা আমার রাজ্যের যশোনাশের ডিণ্ডিমস্বরূপ হইবে। যেখানে রাজা মূর্খ ও গুণের অপমানকারী হয়, লোকে তথায় বিদ্যার্জনের পরিশ্রম করে না। রাজা বিবেক দ্বারা বিমল জ্ঞানসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হইলে লোকমধ্যে সদাচারের ন্যায় বিদ্যা প্রবর্তিত হয়। অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহার গর্বের নিগ্রহ করা উচিত। দেশমধ্যে বিদ্যার অভাব রাজারই দোষে হয়।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া নগরোপান্তগ্রামবাসী পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ একটি ব্রাহ্মণকে অমাত্যগণ দ্বারা আনয়ন করিলেন। উপাধ্যায় রাজসভায় আসিয়া তর্ককর্কশ বাদিসিংহের দর্পরূপ কেশরের কর্তন করিলেন। অশেষবাদিবিজয়ী বাদিসিংহ উপাধ্যায় কর্তৃক বিজিত হইলে সরস্বতী যেন লজ্জিতা হইয়া মৌনভাব গ্রহণ করিলেন। শুভ্রতেজে সমারূঢ় মনীষিগণের গুণোৎকর্ষ নক্ষত্রোদয়ের ন্যায় পরপর উপর্যুপরি দেখা যায়। রাজা বাদিসিংহকে প্রভূত ধনদান পূর্বক বিদায় দিয়া বিজয়ী ব্রাহ্মণকে নগরসদৃশ গ্রামটি প্রদান করিলেন।

অনন্তর উপাধ্যায় উত্তম গজ ও অশ্ব লাভ করিয়া সুন্দর কেয়ূর ও কঙ্কণ ধারণ-পূর্বক শ্রীসম্পন্ন হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। সম্পৎ ভূমিপালগণের বাহুবলে লব্ধ হয় এবং বণিক্‌গণের সাগর গমন দ্বারা লব্ধ হয়; কিন্তু বিদ্যাবান্‌গণের গুণে অর্জিত সম্পৎ অধিকতর শোভিত হয়।

কিছু দিনের পরে শ্রীমান্ উপাধ্যায়ের পুত্রজন্মে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সুখের উপর সুখসম্পৎ হওয়াই পুণ্যকার্যের লক্ষণ। কপিলনামক ঐ শিশুটির মস্তকের কেশ অগ্নির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ধীমান্ কপিল পিতা অপেক্ষাও অধিক বিদ্বান্ হইল। মহাবংশেই বিদ্বান্ উৎপন্ন হয়। বিদ্যা হইলে বিভবাগম হয়। বিভবাগমে পুত্রের গুণোৎকর্ষ হয়। এ সকল পুণ্যবৃক্ষেরই ফল।

কালক্রমে ব্যাধিযোগে মুমূর্ষুদশাপ্রাপ্ত, পুত্রবৎসল উপাধ্যায় পুত্রকে বিজনে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! আমি বাল্যকালে গুণার্জন ও যৌবনে ধনার্জন করিয়াছি।

কিন্তু পরলোকের সুখার্জন কিছুই করি নাই। সুনিশ্চিত সীমাবদ্ধ কাল উত্তমর্ণের ন্যায় উপস্থিত হইলে এখন আমি বিবশ হইয়াছি। আমার বিদ্যা বা ধন কোথায় রহিল। গুণরূপ পুষ্পশোভিত ও সুখরূপ ফলমণ্ডিত এবং ধনদ্বারা বদ্ধমূল এই জনরূপ কাননে দুঃসহ বজ্রের ন্যায় অকালকাল পতিত হয়। কলাবান্ জন ক্ষণিক সুখের জন্য নিজ বিদ্যাকলা দ্বারা জন্মকাল যাপন করে। মোহাধীন মনুষ্য পশু-শিশুতেও প্রীতিমান্ হয়, কিন্তু দেহত্যাগকালে সমস্তই অন্যরূপ হয় এবং সেও অন্যরূপ হয়। স্নেহ ও মোহের বশীভূত হইয়া আমি তোমাকে এই হিতকথা বলিতেছি। বৎস! তুমি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, সংসারের সার আশ্রয়নীয় বিষয় তুমি সবই জান। সজ্জনকে প্রণাম করিবে। কটুকথা বলিবে না। প্রযত্ন সহকারে পরোপকার করিবে। এই তিনটি পুণ্যই পুরুষের পাপগর্তে পতনের বিরোধী অবলম্বন স্বরূপ। অলোভ-শোভিত বৈভব, বিদ্বেষে অনাসক্তি ও নিজসুখে মোহাভাব, এই তিনটি কুশল-বৃক্ষের মূলে সমস্ত সৎফল বাস করে। যতদিন এই ভূমণ্ডলে সূর্য তাপ দিবেন, হে পুত্র! ততদিন তোমার সদৃশ বিদ্বান্ ও বাদী কেহই থাকিবে না। তুমি কদাচ ভিক্ষুগণ সহ বাদবিতণ্ডা করিও না। গভীর জ্ঞানবান্ ও বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ভিক্ষুগণের বুদ্ধি অতি দুর্বোধ। পূর্বে আমি একটি ভিক্ষুকে একটা পদের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রশ্ন করিতেই জান না অথচ পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দাও। অতএব তুমি ভিক্ষুর সহিত বিবাদ করিও না। উহা পাণ্ডিত্যের পীড়নমাত্র। বলপরীক্ষা করিবার জন্য কেহ মস্তকদ্বারা পর্বতে তাড়ন করে না। বিপ্র তনয়কে এই কথা উপদেশ দিয়া পরলোকে গমন করিলেন। কায়রূপ পান্থগৃহবাসী পথিকস্বরূপ-প্রাণিগণ কেহই চিরকাল থাকে না।

কালক্রমে বাগ্মী কপিল সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া রাজসকাশে বহু ধন, মান ও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে একদিন কাচরানাম্নী কপিলের জননী বাদিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত নিজপুত্র কপিলকে একান্তে বলিলেন, হে পুত্র! তুমি বাদিগণের দর্পনাশ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী হইয়াছ। কিন্তু দর্পান্ধ ও অতিদুর্জন শ্রমণগণকে পরাজিত কর না কেন, তাহাদের কেন ছাড়িয়া দিয়াছ? যে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষে অধিরূঢ় হয় এবং প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাবান্ হয়, তাহাকে লোকে অক্ষম বলে এবং শীঘ্রই তাহার যশক্ষয় হয়।

কপিল মাতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—বিদ্বান্ পিতা আমাকে শ্রমণগণের সহিত বিতণ্ডা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা পুথির পাতা

অবলম্বন করিয়া বিবাদ করিয়া থাকি, ইহা আমাদের দুর্জীবিকা। এই জীবিকা দ্বারা আমরা গুণবান্ ও মান্যগণের মানহানি করি। গুরুজনের বিদ্বেষে দুঃসহ এই প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যে ধিক্। ইহাতে মহাজনের সুখভঙ্গ করিতে উদ্যম করা হয়। যে বুদ্ধিতে কপটতা নাই, সেই বুদ্ধিই যথার্থ বুদ্ধি। যে সম্পদ লোভ নাশ করে, তাহাই যথার্থ সম্পদ্। যাহার দর্প নাই, তাহারই যথার্থ বিদ্যা হইয়াছে। যে শক্তি ক্ষমাশালিনী, সেই শক্তিই যথার্থ শক্তি। অতএব হে মাতঃ! কাহারই সহিত বিদ্বেষ বা বিগ্রহ করা উচিত নহে। জগৎপূজ্য ও বিখ্যাত কীর্তি ভিক্ষুগণের সহিত কোন মতে বিবাদ করা উচিত নহে। প্রমাণের উপর অবস্থিত ভিক্ষুগণকে কেহই বিজয় করিতে পাবে না। উহাদের নৈরাত্ম্যবাদ কোনও বাদী খণ্ডন করিতে পারে নাই।

কপিল মাতা পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিতা হইলেন এবং বলিলেন যে, তোমার পিতা নিশ্চয়ই পাপাচারী শ্রমণগণের চেটক ছিলেন। তুমিও মহান ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন, প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া সেইরূপই হইয়াছ দেখিতেছি। প্রমাণরূপ বিপুল খড়্গ দ্বারা শ্রমণগণের নিগ্রহ কর। মেঘসজ্জকে বিদারণ না করিয়া সূর্য বিরাজিত হন না।

মাতৃভক্ত কপিল মাতৃবাক্যে এইরূপ পরিচালিত হইয়া ধীরে ধীরে ভিক্ষুগণের আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যাইবার সময় পথিমধ্যে সম্মুখাগত একটি ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে গ্রন্থসার ও সময়োচিত প্রমাণ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ভিক্ষু কপিল কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া বলিলেন যে, আমাদের শাস্ত্রে গভীর শব্দার্থের নির্ণয়ও তিন লক্ষ প্রমাণ আছে। ইহা তীর্থিকগণের দুর্লভ। লোক কোথা হইতে পরাবৃত্ত হয় ও কোন পথে থাকে। সুখ ও দুঃখ কোথায় লোকের চিত্ত বন্ধন করে। শাস্তা ভগবানের বাক্য এইরূপ গভীর শব্দার্থযুক্ত। যাহারা সর্বজ্ঞের উপাসনা করে নাই, তাহারা কোনক্রমে ইহা বুঝিতে পারে না।

কপিল এই কথা শুনিয়া ও শ্লোকের গাম্ভীর্য-দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ কাশ্যপের পবিত্র তপোবনে গমন করিলেন। তথায় ভিক্ষুগণকে দেখিয়া প্রসন্নহৃদয় ও প্রসন্নবদন হইয়া এবং অশ্রদ্ধা ত্যাগ পূর্বক গতমৎসর হইয়া চিন্তা করিলেন, ইহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ ও কলুষবুদ্ধি করিয়া কে ক্রূরতা করিতে পারে? ইহাদের সন্দর্শনেই মন বিমল হয়।

কপিল বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন এবং পথক্লেশমাত্র লাভ করিয়া স্বগৃহে গমনপূর্বক মাতাকে

বলিলেন, হে মাতঃ! তুমি আমাকে অকারণ কলহকার্যে প্রেরণ করিয়াছ। গূঢ়ার্থগ্রন্থবাদী শ্রমণগণকে কেহ জয় করিতে পারে না। আমি পথিমধ্যে একটি ভিক্ষুমুখে একটিমাত্র শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাহার কিছুমাত্র অর্থ বুঝিতে না পারায় লজ্জাবশতঃ বহুক্ষণ অধোবদন হইয়াছিলাম। উঁহাদের গ্রন্থ যাহারা অভ্যাস করে নাই, এরূপ লোক লোকই তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেও পারে না। তাঁহারা প্রব্রজিত লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও শাস্ত্র কহেন না।

জননী পুত্রকথিত এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হইয়াছি। যে পুরুষ সংঘর্ষ ও অমর্ষবিহীন এবং দৈন্যবশতঃ সকলের নিকট নত হয় ও ধর্ষণা করিলে বিকারপ্রাপ্ত হয় না, এরূপ পুরুষে প্রয়োজন কি? সকল রত্নেরই তেজদ্বারা লোকসমাজে মহার্ঘতা হয়। তেজোজীবনবর্জিত পুরুষের প্রাণধারণে প্রয়োজন কি? লোকে কি তাহাদের গ্রন্থলাভের জন্য বৃথা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে না? মস্তকস্থিত কেশ কর্তন করিতে তাহাতে কি পুনর্বার কুশ উদ্গত হয়?

মাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কপিলের মন সহসা প্রলয়কালীন বায়ুর তাড়নে উড্ডীন ধূলিদ্বারা রুদ্ধ আকাশের ন্যায় কলুষিত হইয়া উঠিল। তৎপরে কপিল ছলপূর্বক প্রশম অভিলাষ করিয়া ভিক্ষুকাননে গমনপূর্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সৌগত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে বিদ্বান্ কপিল ধর্ম-কথক হইয়া গুণগৌরববশতঃ সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক ধর্মদেশনা করিতে লাগিলেন। কপিল জননীবাক্যে প্রেরিত হইয়া ধর্মদেশনা করিতে করিতে ক্রমে ভিক্ষুগণের ধর্মের বিরুদ্ধ কথা বলিতে উপক্রম করিলেন। ধর্মনাশক উপদেশ শ্রবণে দুঃখিত ভিক্ষুগণ পদে পদে নিবারণ করিলেও কপিল মুখ বিকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কিছু না জানিয়া দর্পবশতঃ চীৎকার কর এবং অযথা বহু বিতণ্ডা কর। তোমরা স্থূল দন্ত ও ওষ্ঠ ধারণ করিয়া আমার ব্যাখ্যা বিনাশ করিতেছ। তোমাদের মুখ গর্দভ, মর্কট, উষ্ট্র, হস্তী, মার্জার, হরিণ, বরাহ ও কুকুরের ন্যায় অতি কদাকার। তোমার নিঃশব্দে বসিয়া থাকিলেও সহ্য করা যায় না। তোমরা ভ্রূভঙ্গ করিয়া বিকটগর্ব প্রকাশপূর্বক বিচরণ করিলে উহা বড়ই দুঃসহ হয়। কপিল ভিক্ষুগণকে এইরূপ ভৎর্সনা করিলেন। ভিক্ষুগণ কপিলের এইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কথার উত্তর না দিয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দ্বিজসন্তান কপিল পরে এই কটুবাক্যজনিত পাপবশতঃ অনুতাপ প্রাপ্ত হইয়া

জননীকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রব্রজ্যা ত্যাগ করিলেন না। কপিলমাতা "শ্রমণগণ আমার পুত্রকে হরণ করিয়াছে," এইরূপ প্রলাপ করিতে করিতে উন্মাদিনী হইয়া দেহত্যাগ পূর্বক এখন নরকে অবস্থান করিতেছে। নিষ্পাপ কপিল কালক্রমে সাক্ষাৎ কলিরূপী হইয়া বাক্‌পারুষ্যদোষবশতঃ দেহান্তে এইরূপ মকরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ভিক্ষুগণের ভর্ৎসনাকালে যতগুলি মুখের কথা বলিয়াছিলেন, ততগুলি ইঁহার মুখ হইয়াছে। কর্মরূপ বীজ হইতে সদৃশরূপ ফলই উৎপন্ন হয়। ভগবান্ এই কথা বলিয়া অবশেষে বোধিবিধায়ক শাশ্বত ধর্ম উপদেশদ্বারা জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিলেন।

তৎপরে ভগবান্ জিন্ নিজস্থানে গমন করিলে তন্ময়মানস মকর আহার ত্যাগ পূর্বক দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। সে ক্ষণকালের জন্য সুগতের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করায় চাতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশদদ্যুতি-শালী ও শ্রীমান্ হইল। তৎপরে ঐ মকর সম্পূর্ণচন্দ্রবদন, মাল্যধারী ও মনোজ্ঞ কুণ্ডলমণ্ডিত হইয়া মূর্তিমান আনন্দের ন্যায় সুগতকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিল। সে দিব্যকুসুম বিকীর্ণ করিয়া ও কিরীটদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রভাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূরণকরত ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিল। সে উপবিষ্ট হইলে ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা সে স্রোতঃ-প্রাপ্তিফল প্রাপ্ত হইয়া ও সত্য দর্শন করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। গুরুতর দেহধারী মকরও সহজে পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা দেখিয়া জনগণও জিন কর্তৃক দুঃখ হইতে উদ্ধৃত হইল। পুণ্যশীলগণ অবলীলাক্রমে ব্যসননিপতিত জনগণের ক্লেশ আমূল উন্মূলিত করেন।

চত্বারিংশ পল্লব

উদ্রায়ণাবদান

পুরুষ নিজ দেহরূপ পাত্রে বর্তমান শুভ ও অশুভরূপ ফল যুগপৎ ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণিগণের নানাবিধ কর্মজনিত ফল ভোগ না হইলে কখনই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

পুরাকালে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহনামক নগরে কলন্দকনিবাস নামক বনমধ্যে কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন। তখন তথায় বিখ্যাত রাজা শ্রীমান্ বিম্বিসার বিদ্যমান ছিলেন। ইনি রত্নাকরের ন্যায় সত্বগুণরূপ রত্নের আকর ছিলেন। সেই সময়ে রৌরুকাখ্যনগরে উদ্রায়ণ নামে এক রাজা বিদ্যমান ছিলেন। ইনিও মহা যশস্বী ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম চন্দ্রপ্রভা ছিল এবং ইঁহার পুত্রের নাম শিখণ্ডী ছিল। শিখণ্ডী অতি পরাক্রান্ত যুবরাজ ছিলেন। হিরুক ও ভিরুক নামে ইঁহার দুইটি অমাত্য ছিলেন। ইঁহারা এত দূর শিক্ষিত ছিলেন যে, শুক্র ও বৃহস্পতি ইঁহাদের নিকট গণ্য ছিলেন না। যেরূপ কমলাকরের প্রতি দূরস্থিত সূর্যের প্রীতি হয়, তদ্রূপ ইঁহাদের ভাগ্যগুণে ইঁহাদের প্রতি দেবতুল্য কান্তিসম্পন্ন রাজার পরম প্রীতি ছিল। রাজা বহুবার ইঁহাদিগকে অপূর্ব রত্ননিচয় প্রদান করিয়া বিধানানুসারে ইঁহাদের সখ্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সজ্জনের প্রীতি দূরস্থ হইলেও কীর্তির ন্যায় অক্ষয় হয় এবং খলজনের প্রীতি নিকটস্থ হইলেও তৃণসংলগ্ন অগ্নিশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়।

একদা রাজা উদ্রায়ণ দিব্যরত্নখচিত, সুবর্ণোজ্জ্বল একটি মহামূল্য কবচ বিম্বিসারের নিকট উপহার পাঠাইলেন। রাজা বিম্বিসার সুহৃৎকর্তৃক প্রেরিত, বিষ, শস্ত্র ও অগ্নি হইতে রক্ষাকারী, বিচিত্ররত্ন-খচিত ঐ কবচটি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, রাজা উদ্রায়ণ তাঁহার গাঢ় প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ এই সর্বরক্ষাক্ষম বর্মটি প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ইহার অধিক বা সদৃশ প্রতিদান দেখিতেছি না। উপকার বা অপকারের প্রতিকার অল্প হইলে উহা শল্যবৎ অনুভূত হয়।

রাজা বিম্বিসার স্বীয় অমাত্যগণকে এই উপহারের উচিত ও ইহাপেক্ষা অধিক প্রতিদান নির্ধারণ করিতে আজ্ঞা দিয়া নিজে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সর্ববিদ্যাপারগ বর্ষাকার নামক প্রধান ব্রাহ্মণমন্ত্রী বহুক্ষণ চিন্তা করার পর রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! ইহাপেক্ষা বহুগুণ অধিক অনেক উপায়ণ আছে, আপনি যদি পারেন, তবে তাহা পাঠাইতে চেষ্টা করুন। আপনার রাজ্যের সন্নিকটে ভগবান্ বুদ্ধ বিদ্যমান আছেন। ইহার প্রতিকৃতিযুক্ত পট দেবতাদিগেরও আদরণীয়। মহাপুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই চিত্রে, স্বপ্নে অথবা সংকল্পে অশেষ লোকের কল্যাণকারী কল্পপাদপসদৃশ ভগবান্‌কে দর্শন করেন।

রাজা বিম্বিসার মন্ত্রীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং ভগবানের নিকট গিয়া নম্রভাবে ঐ কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে রাজা ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিয়া সত্বর তাহার প্রতিকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণকে আদেশ করিলেন। চিত্রকরগণ চিত্রকার্যে সুনিপুণ হইলেও ভগবান জিনের মূর্তি অবলোকন করিয়া রূপে মুগ্ধ হইয়া উহার প্রমাণ-গ্রহণে সক্ষম হইল না। তখন তপ্তকাঞ্চনসদৃশ ভগবানের ছায়া নির্মল পটে স্বয়ং প্রতিফলিত হইল এবং চিত্রকরগণ উহা ক্রমে ক্রমে পূরণ করিল।

অনন্তর রাজা বিম্বিসার মূর্তিমান্ জগদ্বাসীর নয়নের পুণ্যরাশিসদৃশ সেই পটটি প্রেরণ করিলেন। রাজা উদ্রায়ণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ পটের পুরোভাগে লিখিত বিম্বিসারের হস্তলেখা স্বয়ং পাঠ করিলেন। ভগবান সুগতের চরণপদ্ম-বিন্যাসে যাহার সীমাপ্রদেশ পবিত্র হইয়াছে, সেই স্বর্গাপেক্ষাও অধিক অতি মহৎ মগধদেশ হইতে কুশলপূর্ণমুক্ত তোমার ধর্মবন্ধু রাজা বিম্বিসার পৃথিবীতলের তিলকস্বরূপ তোমাকে বলিতেছেন। ভব-মহামোহরূপ রোগের মহৌষধিস্বরূপ শশাঙ্ককান্ত ভগবানের এই প্রতিবিম্বটি তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছি। ইহা রাগ ও দ্বেষরূপ বিষেরও বিনাশকারী এবং তৃষ্ণার প্রশমনকারী। ইহা অতি প্রীতিপ্রদ ও মধুর রসায়নস্বরূপ। তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়া আকণ্ঠ পান কর। ইহা সৎপথের বিনিযোজক, গুণোপার্জনের শিক্ষক, দুর্ব্যবহারের নিবারক এবং স্থায়ী সুখলাভের প্রযোজক। ইহা অকপটভাবে উপকার করিতে প্রবর্তিত করে। মিত্রগণ সজ্জনের ইহাপেক্ষা অধিক আর কি প্রিয় ও হিত করিতে পারেন।

রাজা উদ্রায়ণ সুহৃদের এবম্বিধ প্রেমোচিত লেখার্থ আস্বাদন করিয়া সেই গজাধিরূঢ় পটের নিকটে গমন করিলেন। তৎপরে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত উহার অভিনন্দন করিয়া একটি সুবর্ণময় সিংহাসনের উৎসঙ্গে ঐ পটটি প্রসারিত

করিয়া রাখিলেন। লাবণ্য ও পুণ্যের চিরনিলয়স্বরূপ সেই বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়া তত্রত্য সকলেই "ভগবান্ বুদ্ধকে নমস্কার" এই কথা উচ্চারণ করিল। আকাশবর্তী দেবগণ বুদ্ধের নাম শ্রবণ করিয়াই পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন।

রাজা তথায় ভগবানের পবিত্র চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া মেঘগর্জন শ্রবণে ময়ূর যেরূপ উল্লসিত হয়, তদ্রূপ উল্লসিত হইলেন এবং ঐ পটের অধোদেশে লিখিত দ্বাদশাঙ্গ, অনুলোমবিপর্যয় সহিত প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি স্রোতঃপ্রাপ্তি ফল লাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিয়া প্রিয়সখা বিম্বিসারের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিবার জন্য ভিক্ষুগণকে পাঠাইলেন। রাজা বিম্বিসারও তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া কাত্যায়ন নামক ভিক্ষু ও শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর আর্য কাত্যায়ন তথায় গমন করিয়া সমাদরকারী রাজা উদ্রায়ণের জন্য ধর্মদেশনা করিলেন। তাঁহার ধর্মদেশনাকালে বহু লোক তথায় সঙ্গত হইল এবং অনেকেই স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, সকৃদাগামিফল, অনাগামিফল ও অর্হৎপদপ্রাপ্ত হইলেন। ঐ পুরবাসী তিষ্য ও পুষ্য নামক বিখ্যাত দুইজন গৃহস্থ তাঁহার সম্মুখেই শান্তি পাইবার জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পরিনির্বাণ পাইলেন। কালক্রমে তাঁহাদের দেহান্ত হইলে তত্রত্য জ্ঞানিগণ তাঁহাদের নামচিহ্নাঙ্কিত দুইটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি লোকে সেই চৈত্যদ্বয় বন্দনা করেন। শৈলাখ্যা ভিক্ষুণীও ক্রমে অন্তঃপুরমধ্যে দেবী চন্দ্রপ্রভার নিকট সততই ধর্মদেশনা করিতে লাগিলেন।

একদা নিমিত্তজ্ঞ রাজা উদ্রায়ণ ক্রীড়াগারগত স্বীয় প্রিয়ার জীবন সপ্তাহ কালমাত্র অবশিষ্ট আছে, জানিতে পারিলেন। তৎপরে রাজা সংসারের চরিত্র বুঝিতে পারিয়া মহিষীর শুভপদলাভের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি করিলেন। শৈলাখ্যা ভিক্ষুণী কর্তৃক সুন্দররূপে ধর্মবিনয় আখ্যাত হইলে পর রাজার বাক্যানুসারে দেবী প্রব্রজিতা হইয়া সপ্তম দিনে দেহত্যাগ করিলেন। দেবী চন্দ্রপ্রভা সহসাই চতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে দেবকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জিনকাননে গমন করিলেন। পূর্ণচন্দ্রবদনা ও দিব্যাভরণভূষিতা দেবী চন্দ্রপ্রভা তথায় শাক্যমুনিকে দর্শন করিয়া হর্ষসহকারে তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন। তৎপরে দেবী দিব্যপুষ্প প্রকীর্ণ করিলে তথাগত ভগবান্ ধর্মোপদেশ করিলেন। উহাতেই তিনি সত্য দর্শন করিয়া গমন করিলেন। দেবী চন্দ্রপ্রভা

চন্দ্রমূর্তির ন্যায় আকাশমার্গে স্বীয় পতির নগরে গমন করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রিত রাজাকে জাগাইয়া তাঁহার নিকট বোধি প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে দেবী নিজধামে গমন করিলে পর প্রভাতকালে রাজা উদ্রায়ণ প্রব্রজ্যাভিলাষী হইয়া নিজ পুত্র শিখণ্ডীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রজাগণের রক্ষার জন্য তাহাকে প্রধান অমাত্যদ্বয়ের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিজসুহৃৎ রাজা বিম্বিসারের নগরে গমন করিলেন। বিম্বিসার প্রণত হইয়া ছত্রচামরবিরহিত সমাগত উদ্রায়ণকে প্রীতিপূত রাজোচিত উপচার দ্বারা সমাদর করিলেন। তৎপরে উদ্রায়ণ বিশ্রান্ত ও আসনোপবিষ্ট হইলে, তদ্দর্শনে হৃষ্ট ও তাহার শ্রীবিয়োগে দুঃখিত হইয়া বিম্বিসার অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! অনন্ত সামন্ত-রাজগণ আপনার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করে আপনি দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য। আপনার এরূপ অবস্থা হইল কেন? হে বীর! আপনি যেরূপ সংপ্রকৃতি, সেরূপ মিষ্টভাষী। আপনার মন্ত্রণা শক্তিও খুব গুপ্ত অথচ আপনি বুদ্ধিমান। এরূপ অবস্থায় পরে আপনার রাজ্য হরণ করিয়াছে, ইহা সম্ভব নহে।

উদ্রায়ণ নিজসুহৃৎ বিম্বিসার কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজন্! বৃদ্ধাও সর্বগামিনী বিভূতি আমার আর প্রিয়া নহে। আমি বিষয়াস্বাদে বিমুখতাবশত তৃষ্ণাবিহীন হইয়া স্বয়ং এই ভোগভাজন ঐশ্বর্য উচ্ছিষ্টজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছি। তুমিই আমার কল্যাণকারী মিত্র। তুমি আমার হিতের জন্য সেই যে সুগত-প্রতিমার পটটি পাঠাইয়া ছিলে, উহাই আমার বৈরাগ্যগুরু। এখন তোমার অনুগ্রহে ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রব্রজ্যা ও গৃহস্থ অবস্থা হইতে অনগারিক অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

বিম্বিসার নিজ সখার ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইহাই ঠিক হইয়াছে, এইরূপ স্থির করিলেন এবং সমাদরপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে পৃথিবীপতে! আপনি ধন্য ও সজ্জনের বহুমত। আপনার মতি কিরূপে সংসারবিমুখী হইল, জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি সন্তোষ দ্বারা ও বিভবের অভোগদ্বারা বিশেষরূপ শোভিত হইতেছেন। ইহাই শুদ্ধসত্ত্বগণের লক্ষণ। বৈরাগ্যই তাঁহাদের মনের আভরণ। জন্মান্তরোপার্জিত মহামোহনাশক বৈরাগ্য সংসারোপশমের জন্য চিত্তে উদিত হইলে সজ্জনগণের রজোগুণযুক্ত রাজ্যসমৃদ্ধি বা ছত্রচামরাদি রাজ্যোপকরণ, কিছুই আর প্রয়োজন হয় না। ক্ষণভঙ্গুর ও পাপপ্রদ ভোগ এবং সত্ত্বসুখকর সুখেরও আবশ্যক থাকে না। যাহাদ্বারা প্রাণসম প্রিয়া বসুমতীকে অবলীলাক্রমে

ত্যাগ করা যায় এবং যাহা ত্রৈলোক্যের অভিমত কামসুখেও বিমুখতা সম্পাদন করে, মোহমুগ্ধ ও বিপন্ন এই জগৎ যাহাদ্বারা লোকের অনুকম্পাস্পদ হয় এবংবিধ সংসারের বিরোধী শমগুণ বহুপুণ্যফলে ধীমানগণের হৃদয়ে উদিত হয়।

রাজা বিম্বিসার এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বেণুবেনাশ্রমে লইয়া গেলেন এবং তথায় ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া উদ্রায়ণের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা উদ্রায়ণও বহুকালের বাঞ্ছিত ভগবানের আকার বিলোকন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। তিনি ব্যগ্র হইয়া প্রণাম করিবার সময় তাঁহার দেহে সংসারচ্ছেদিনী ভগবানের দৃষ্টি পতিত হইল এবং সেই সঙ্গেই প্রব্রজ্যাও স্বয়ং আসিল। অনন্তর রাজা উদ্রায়ণ ভিক্ষুভাব অবলম্বন করিয়া, চীবরপরিধান ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া নগরে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল।

এ দিকে তদীয় পুত্র শিখণ্ডী কিছুকাল ধর্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া পরে অধর্মরত হওয়ায় কলুষতা প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যুদ্বিলাসশালিনী মেঘমালা যেরূপ কাঞ্চনরুচি মানসসরোবরের জল কলুষিত করে, তদ্রূপ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা লক্ষ্মী সকলেরই নির্মল মন কলুষিত করে।

হিরুক ও ভিরুক নামক প্রধান মন্ত্রিদ্বয় নিজপ্রভু শিখণ্ডীকে অধর্মনিরত, ক্রুদ্ধ ও নিজের অনায়ত্ত দেখিয়া মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিলেন। রাজা শিখণ্ডী উঁহাদের পদে দণ্ড ও মুদ্গর নামে দুইজনকে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা চিত্তানুবৃত্তিদ্বারা রাজাকে অনুরক্ত করিয়া একদিন বলিল যে, মহারাজ! ধূর্ত মন্ত্রিগণ নিজ যশঃ খ্যাপন করিবার জন্য প্রজাদিগের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হইয়া রাজার দৌর্জন্য ঘোষণা করিয়া থাকে। যাহারা প্রভুর কার্যের জন্য নিজধর্ম, সুখ, অর্থ, কীর্তি ও জীবন পর্যন্ত গণনা করে না, তাহারাই যথার্থ ভক্তিমান্ ভৃত্য। প্রজাগণ তিলের ন্যায় খণ্ডিত, ক্ষয়িত, তপ্ত ও পীড়িত না হইলে কখনই রাজার আবশ্যক সিদ্ধ করে না।

তাহারা এইরূপ কথা বলিলে রাজা উঁহাদিগকে রাজ্যচিন্তা-কার্যে নিযুক্ত করিলেন। উঁহারাও লোভবশতঃ অশরণ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য দুর্নীতিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা বিচারবর্জিত, দুরাচার ও কুমতিসম্পন্ন হইলে এবং মহামাত্য মিথ্যাচারপ্রবৃত্ত হইলে প্রজাগণের জীবন রক্ষা কিরূপে হয়?

একদা উদ্রায়ণ নিজরাজ্য হইতে সমাগত এক বণিক্‌কে পথে দেখিতে পাইয়া রাজা ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বণিক্ বলিল,—হে দেব! ত্বদীয়

পুত্র রাজা শিখণ্ডী কুশলে আছেন, পরন্তু সৎমন্ত্রিরহিত হইয়া কুমন্ত্রীর বশ হইয়াছেন। তথায় রাজার শাসন-দোষে প্রজাগণ সততই সন্তপ্ত হইতেছে। অধুনা পুরবাসিগণ দিবারাত্রি কুৎসিত দেশে জন্ম হইয়াছে বলিয়া অনুশোচনা করে। যেখানে সূর্য অন্ধকার সৃষ্টি করে, চন্দ্র অগ্নি বর্ষণ করে, অমৃত হইতে উৎকট কাল-কূট উদিত হয় এবং রক্ষক রাজা প্রজাগণের বৃত্তি হরণ করেন। তথায় প্রজাগণের বিপুল উপপ্লবজনিত আক্রন্দ কে না শ্রবণ করে ?

উদ্রায়ণ রাজার দুর্ব্যবহারে খিন্ন বণিকের এইরূপ দুঃখময় বার্তা শ্রবণ করিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি সত্বর নগরে গিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রজাগণকে সান্ত্বনা কর। আমি স্বয়ং তথায় গিয়া শিখণ্ডীকে স্বধর্মে স্থাপন করিব। বণিক উদ্রায়ণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া আনন্দ সহকারে স্বদেশে গেলেন এবং অগ্রেই প্রজাগণকে এই সংবাদ দিয়া আশ্বাসিত করিলেন।

ক্রমে এই প্রবাদ প্রসৃত হইলে পর দণ্ড ও মুদ্গর নামা অমাত্যদ্বয় বৃদ্ধ রাজার আগমনবার্তায় ভীত হইয়া রাজাকে বলিল, হে দেব! সর্বত্রই সাধুবিগর্হিত এই প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বৃদ্ধ প্রব্রজিত রাজা পুনরায় রাজ্যগ্রহণে যত্নবান হইয়াছেন। তিনি কঠোর ব্রত পালন করিয়া অত্যন্ত পরিক্লিষ্ট হইয়াছেন এবং সম্ভোগ-সুখ অভিলাষ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি প্রব্রজ্যার সহিত লজ্জা ত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজ্যে আসিতেছেন। মহারাজ! অপক্ব বৈরাগ্য ব্যক্তিগণ সহসাই সমস্ত ত্যাগ করে, কিন্তু উহা তাহাদের পুনরায় পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়। বিশেষতঃ রোগী ব্যক্তির যেমন অপথ্যের প্রতি স্পৃহা হয়, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তির লোকাচারবিরুদ্ধ বিষয়েতেই বেশী স্পৃহা হয়। জড় ব্যক্তি প্রথমতঃ অত্যধিক সুখভোগ করায় গর্ববশতঃ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে ও পরে পরহস্তগত সেই সকল বস্তুই আম্রফলের ন্যায় উহাদের প্রিয় হয়। এ কারণ ক্ষীণচন্দ্রের ন্যায় কৃশতাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ রাজা প্রতাপনিধি আপনাকে অপসারিত করিয়া নিজে রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ইনি এখন চীবর পরিধান করিতে চাহেন না, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মুণ্ডিত মস্তকে রত্নখচিত মুকুটধারণের স্পৃহা হইয়াছে। রত্নখচিত গৃহে নব নব সম্ভোগ ও বৈভব-জনিত বিলাস ত্যাগ করিয়া আয়াসকর বনবাস কে সহ্য করিতে পারে। যাহারা সুখকর কোমল শয্যায় চিরাভ্যস্ত, তাহারা কি হরিণ ও খরগণের খুরাঘাতে অধিকতর কণ্টকিত বনস্থলীতে শয়ন করিতে পারে? যাহারা জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্র, শীতল ও মধুর জল পান করিয়াছে, তাহারা কিরূপে বনগজমদে উষ্ণ ও তিক্ত জল পান করিবে? এখন আসন্নপ্রবেশ-

কালেই তাহার প্রতিবিধান করা উচিত ; অতএব হে রাজপুত্র ! প্রথমেই তাঁহার নিপাতন করাই নীতিজ্ঞদিগের সম্মত। অতএব প্রভো ! বৃদ্ধ রাজা এখানে আসিবার পূর্বেই তোমার তাঁহাকে বধ করা উচিত। পতঙ্গ যদি দীপের উপর পতিত হইয়া দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে সে দীপকে নষ্ট করে।

রাজা শিখণ্ডী উহাদের এইরূপ বাক্যে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। খলজনরূপ মেঘ দ্বারা কাহার মানস কলুষিত না হয় ? শিখণ্ডী শঙ্কান্বিত হইয়া ক্রকচের ন্যায় ক্রূরতা অবলম্বনপূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন,—এ বিপত্তি যেমন আমার, তেমন আপনাদেরও সমানই হইতেছে। আপনারা দুইজনে স্থিরবুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করুন।

মন্ত্রিদ্বয় রাজা কর্ত্তৃক এইরূপে উৎসাহিত হইয়া সত্বর উদ্রায়ণের বধের জন্য ঘাতকগণকে পাঠাইল এবং পথে প্রহরী বসাইল। এ দিকে উদ্রায়ণও প্রজাগণের রক্ষাকার্যে পুত্রকে নিযোগ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া ভগবানের নিকট আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ "নিজ কর্মের ফল ভোগ কর," এই বলিয়া অনুজ্ঞা করিলে পর উদ্রায়ণ নিজ কর্মপাশে আকৃষ্ট হইয়া রোরুকপুরে গমন করিলেন।

দুষ্টামাত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত ঘাতকগণ তথা হইতে প্রস্থিত নিষ্কপট রাজা উদ্রায়ণকে পথেই দুর্জনগণ যেরূপ আচারকে বধ করে, সেইরূপ বধ করিল। তৎপরে তাহারা নিহত রাজার চীবর ও ভিক্ষাপাত্রাদি গ্রহণ করিয়া অমাত্যদ্বয়ের সন্তোষার্থ রাজকার্য সমাধা করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দিল। অনন্তর শিখণ্ডী প্রহৃষ্ট অমাত্যদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পিতার রক্তাক্ত চীবর বিলোকন করিয়া সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া ঘোর নরকে পতিত নিজ আত্মার জন্য যত অনুশোচনা করিলেন, নিজ পিতার জন্য তত অনুশোচনা করিলেন না।

শিখণ্ডী বলিলেন,—হায়। খলের পরামর্শে ঐশ্বর্যলুব্ধ হইয়া পাপাগম লক্ষ্য না করায় আমার কি শোচনীয় ফললাভ হইল। হায়! খলের সহিত সঙ্গ করিলে উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের সদ্যই নিরালম্ব ঘোর নরকসঙ্কটে পতন হয়। আমি দুষ্ট মন্ত্রীর বুদ্ধিতে এই মহাপাপ করিয়াছি। এখন আমি পতিত হইয়াছি ; পাবকও আমাকে পবিত্র করিতে পারিবেন না। আমি যুগপৎ পিতা ও অর্হৎ দুই জনকেই বধ করিয়াছি। এখন আমার কিরূপে নিষ্কৃতি হইতে পারে। আমি এই একটি পাত্রে দহন সহ বিষ নিজ হস্তে পান করিয়াছি। প্রব্রজিত, নিঃশঙ্ক ও শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ পিতার উপর আমি লোভবশতঃ নিজ চিত্তরূপ শাণিত

অস্ত্র চালনা করিয়াছি। যাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়, যাহা শুনিতে পারা যায় না, যাহা দেখিলে নিশ্চেতনেরও শোকোদ্গম হয় এবং যাহাতে ক্রূরতাও তীব্র অনুতাপাগ্নি দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, ঈদৃশ বিষয়েও ব্যক্তিদিগের খড়্গবৎ তীক্ষ্ণ মনোভাব প্রসৃত হয়।

দুঃখসন্তপ্ত শিখণ্ডী এইরূপ বিলাপ করিয়া ক্রোধবশতঃ ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয়ের নগরে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন শিখণ্ডী হিরুক ও ভিরুক নামক পৈতৃক মন্ত্রিদ্বয়কে অধিকতর গুণী জানিয়া অনুনয়পূর্বক পুনরায় আনয়ন করিলেন। তৎপরে রাজা শিখণ্ডী শোক ও চিন্তাবশতঃ কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় ধীরে ধীরে রাজমাতার নিকট আসিয়া বলিল, দেবি! ত্বদীয় পুত্র শিখণ্ডী স্বভাবতঃ সরলবুদ্ধি। রাজ্য রক্ষার জন্য স্বজনেরও উচ্ছেদ করা আবশ্যক হয়, তাহা ইনি জানেন না। ইঁহার পিতা প্রব্রজিত হইয়াও রাজ্য হরণ করিতে আসিতেছিলেন। আমরা তাঁহাকে শান্তিধামে পাঠাইয়াছি, ইহাতে কি নিন্দা হইতে পারে। আমাদের এ কার্য যদি নীচজনোচিত ও অশুভ হইয়া থাকে, তবে রাজ্যাভিলাষী ভিক্ষুর পক্ষে সেরূপ কার্যটাও কি ভাল হইয়াছিল! রাজা পিতৃবধজনিত ক্রোধ-বশতঃ আমাদিগকে পদচ্যুত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে কেন এখনও শোকে বৃথা পরিতপ্ত হইতেছেন। আমরা ভালই করিয়াছি, কিন্তু প্রভু দুঃখে কৃশাঙ্গ হইতেছেন। সকল কার্যেই ভৃত্যগণই অপরাধী হইয়া থাকে। রাজা অতীত বিষয়ে কেন শোক করিতেছেন। যাহা করা হইয়াছে, তাহার আর উপায় কি? হে দেবি! আপনি চিন্তাক্লিশ নিজ পুত্রকে কেন উপেক্ষা করিতেছেন। ইহার প্রতিবিধান করুন।

রাজমাতা তরলিকা তাহাদিগের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদের বাক্য অনুমোদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এ কার্যটি শিখণ্ডী ও তোমাদের উভয়েরই নরকপাতজনক। পরন্তু ইহা তোমাদের মতানুসারে হইয়াছে, কি রাজার পূর্বকর্মানুসারে ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, আমি শিখণ্ডীর পিতৃবধজনিত শোকের নিবারণ করিতেছি। তোমরা উহার অর্হৎ বধজনিত দুঃখের অপনোদন কর।

রাজমাতা উহাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার নিকটে গমন করিলেন ও শোকাক্রান্ত, ক্ষীণচন্দ্রাকৃতি রাজাকে বলিলেন, হে পুত্র! রাজাগণের রাজ্য ধর্ম ও অধর্ম-মিশ্রিত এবং বহুবিধ ছলপূর্ণ। সে বিষয়ে পাপাশঙ্কাবশতঃ কেন শোকে শুষ্ক হইতেছ! যদি তুমি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলে বলিয়া তাঁহার বধহেতু

সন্তপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমার এই দুঃখসঙ্কটকালে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বলিতেছি তুমি অন্য লোক দ্বারা গুপ্তভাবে জাত হইয়াছে। ধর্মতঃ তিনি তোমার পিতা নহেন। হে পুত্র। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই নির্লজ্জ ও আহার বিহারবিষয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে।

রাজা একান্তে মাতার মুখ হইতে ঈদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃবধজনিত উগ্র পাপাশঙ্কা ও মনস্তাপ ত্যাগ করিলেন। ত্রিভুবনমধ্যে নারীগণের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারা উদয়গিরির সহিত অস্তাচলের যোজনা করিতে পারে। ইহারা ক্ষণকালের মধ্যে পৃথিবী হইতে পর্বতগণের বিঘটন করিতে পারে। ইহারা জল হইতে অগ্নি ও অগ্নি হইতে জল সৃজন করিতে পারে।

তৎপরে রাজা কেবল মাত্র শল্যতুল্য অর্হৎবধজনিত পাপাশঙ্কাতেই পীড়িত হইয়া ধর্মজ্ঞদিগের নিকট এই পাপের নিষ্কৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পূর্বোক্ত দণ্ড ও মুদগব নামক দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় তিষ্য ও পুষ্য নামক চৈত্যদ্বয়ের নিকটে দুইটি বিড়ালশাবক ধরিয়া আমিষলোভ দ্বারা উহাদিগকে চৈত্য-প্রদক্ষিণকার্য শিখাইল। তৎপরে উহারা রাজসভায় নিষিদ্ধপ্রবেশ হইলেও তথায় প্রবেশ করিয়া তাঁর সন্তাপের প্রশমার্থী রাজাকে বলিল, হে দেব! আপনি বৃথা চিত্তকে এত আয়াস দিতেছেন। সকলের কল্যাণকারী অর্হৎগণ আমার মতে ইহলোকে নাই। যদি সত্যই আকাশচারী রাজহংসের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব ঋদ্ধিমান অর্হৎগণ ইহলোকে থাকেন, তাহা হইলে অন্যদ্বারা তাঁহাদের বধ কিরূপে সম্ভব হয়? অতএব অর্হৎগণ ইহলোকে নাই। তাহা হইলে অর্হৎবধজনিত পাপ কি করিয়া হয়? যেখানে গ্রামই নাই, সেখানে সীমা লইয়া বিবাদ কিরূপে হইবে? তিষ্য ও পুষ্য নামে যে দুইটি গৃহপতি অর্হৎপদ পাইয়াছিল, তাহারা জন্মান্তরে নিজ চৈত্যসন্নিধানে মার্জাররূপে উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদের দুইজনকে বেশ চিনিতে পারা যায়। প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং দেখিতে পারেন।

খলস্বভাব মন্ত্রিদ্বয় এই কথা বলিয়া রাজার মন সন্দিগ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত ঐ চৈত্যদ্বয় দর্শনের জন্য গমন করিল। অপূর্ব বস্তুদর্শন-কৌতুকে তথায় বহুলোক সম্মিলিত হইলে এবং অমাত্য সহ রাজা দেখিবার জন্য উৎসুক হইলে, ঐ ধূর্ত দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় আমিষভক্ষণাভ্যাসে তিষ্য পুষ্য নামসম্বন্ধ বিড়ালশাবকদ্বয়ের আহ্বান করিল। মাংসদানসময়ে ঐ দুষ্ট মন্ত্রিদ্বয় কর্তৃক এইরূপে আহূত বিড়ালশাবকদ্বয় সত্বর নির্গত হইয়া চৈত্য প্রদক্ষিণ করিল। ইহা দেখিয়া রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ তখনই

বিশ্বাস করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। দুর্জনের কপটতাই জয়লাভ করিল। ধূর্ত লোক মুষ্টিমধ্যে বায়ুকে ধরিতে পারে, প্রস্তরে কমল উৎপন্ন করিতে পারে, এবং আকাশপ্রদেশে চিত্র অঙ্কন করিতে পারে। উহাদের জিহ্বাগ্রে সৃষ্টি-সংহার লীলাময়ী প্রচুর রচনা বিদ্যমান আছে। ইহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকেও পশু ও শিশুতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের মোহ সম্পাদন জন্য কিবা না করিতে পারে। উহারাই মূর্তিমান ইন্দ্রজাল। ক্ষণকালমধ্যেই উহারা অপরিচিতকে পরিচিত ও বিশ্বস্ত করিয়া দেয়। তৎপরে রাজা সৌগতদর্শনে বিশ্বাসরহিত হইয়া আর্য কাত্যায়নসকাশে শ্রদ্ধাপ্রকাশ ও পূজা বারণ করিয়া দিলেন। অনন্তর কাত্যায়ন ও ভিক্ষুণী শৈলা রাজধানীতে নিষিদ্ধপ্রবেশ হইলেও শিষ্যগণের প্রতি কৃপাবশতঃ অনুচরগণসহ নগরের বাহিরেই থাকিলেন।

একদা কাত্যায়ন সম্মুখেই রাজা আসিতেছেন দেখিয়া অবমাননাভয়ে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কাত্যায়ন পূর্বমন্ত্রিদ্বয় কর্তৃক প্রেষিত হইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া বহুদিনের শত্রু দুষ্টমন্ত্রিদ্বয় রাজাকে বলিল, হে রাজন! অমঙ্গলের নিধি মুণ্ডিত মস্তকে এক ভিক্ষুকে অদ্য পথে দেখিলাম। ইহার ফল কি হইবে, জানি না। ঐ ভিক্ষু "পাপিষ্ঠ রাজার মুখ দেখিব না," এই কথা বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ একান্তে থাকিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া দুর্জনের প্রতি অমর্ষবশতঃ অনুচরগণকে আদেশ করিলেন,—এই দূরস্থিত ভিক্ষুকে পাংশুমুষ্টি-নিক্ষেপদ্বারা আচ্ছাদিত কর। দুষ্ট চেটগণ পাংশুমুষ্টিদ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে পর কাত্যায়ণ তন্মধ্যে একটি দিব্য কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া রহিলেন। পীত ও লোহিতবর্ণে চিত্রিত অতিহিংস্র ব্যাঘ্রগণও কুপিত হইলে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া মৃদুতা অবলম্বন করে, কিন্তু রাজভৃত্যগণ কিছুতেই মৃদু হয় না।

তৎপরে রাজা চলিয়া গেলে হিরুক ও ভিরুক নামক মন্ত্রিদ্বয় তথায় আসিয়া ধূলিরাশিদ্বারা আবৃত কাত্যায়নকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে আর্য! ক্রূর রাজার নিতান্ত দুষ্কৃতিবশতঃ আপনি এরূপ কষ্ট পাইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর্দ্বয়কেও ধিক, যে তাহারা সম্মুখে ইহা দেখিতেছে। মোহান্ধ রাজা দুর্জনকর্তৃক পাপরূপ গর্তে পাতিত হইয়াছেন। আমরাও রাজার এই কার্য দেখিয়া পাপভাগী হইতেছি। আপনি মহা বুদ্ধিমান্। এই পাপপূর্ণ ভূমি আপনার ত্যাগ করাই উচিত। খলের সহিত বাস অতি দুঃসহ; ত্যাগই সকলের সম্মত। সজ্জনগণের মনের শান্তি কখনও নষ্ট হয় না এবং তাঁহাদের ক্ষমাগুণও

কদাপি যায় না। তাঁহাদের বুদ্ধি কখনও পরুষ বা ক্রোধদুষ্ট হয় না। শল্যতুল্য অপমানও তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। অতএব দুষ্টজনকে বর্জন করা অপেক্ষা ইহলোকে আর সুখ নাই। খল জনের ঐশ্বর্য গুণিগণের অধঃপতনের কারণ ও আয়াসপ্রদ। উহা গভীর কূপের ন্যায় তিমিরাকার ও প্রবেশকারী প্রাণিগণের প্রাণাপহ। কূপের উপাদেয়তা যেরূপ সর্পদ্বারা নষ্ট হয়, তদ্রূপ সজ্জনের উপাদেয়তা নিকৃষ্ট, দুষ্ট ও কুটিলজনকর্তৃক বিনষ্ট হয়। অতএব উহাদিগকে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

মহাকাত্যায়ন তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, কেহ আমাকে পরাভব করিলেও আমি কুপিত হই না। যেহেতু আমার কর্মের গতিই এইরূপ। এইমাত্র আমার দুঃখ যে, মূঢ় রাজার খলসঙ্গম দোষে একটা মহাভয় উপস্থিত হইল। ইহার রাজধানীতে প্রথমে একটা মহাবায়ু উপস্থিত হইবে, তৎপরে পুষ্পবৃষ্টি, তৎপরে বস্ত্রবৃষ্টি, তৎপরে রূপ্যবৃষ্টি, তৎপরে সুবর্ণবৃষ্টি, তৎপরে রত্নবৃষ্টি ও সর্বশেষে পাংশুবৃষ্টি—এইরূপে সাত প্রকার বৃষ্টি হইবে। সেই বৃষ্টিদ্বারা রাজা বন্ধুবান্ধব ও রাজ্যসহ লয়প্রাপ্ত হইবেন; অতএব তোমরা এই সুযোগে প্রভূত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিবে।

মন্ত্রিদ্বয় কাত্যায়নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বিশ্বাস করিলেন। হিরুক শ্যামকনামক নিজপুত্রকে কাত্যায়নের সেবক করিলেন। ভিরুক ও নিজকন্যা শ্যামাবতীকে হস্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষুণী শৈলার নিকট আসিয়া প্রণয় সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, আর্যে! আপনি আমার এই কন্যাটিকে অনুগ্রহপূর্বক ঘোষিল নামক গৃহপতির বাটিতে সমর্পণ করিবেন। অমাত্যদ্বয় এই কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র ও কন্যা অর্পণপূর্বক নিজগৃহে চলিয়া গেলেন। ভিক্ষুণী শৈলাও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঘোষিলালয়ে গেলেন।

তৎপরে ভিক্ষু যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ক্রমে ক্রমে হইল। জ্ঞানরূপ দীপবতী প্রজ্ঞা যথাযথ বস্তুই দেখিতে পায়। অতঃপর ষষ্ঠদিনে রত্নবৃষ্টির সময় রত্নপূরিত হইলে মন্ত্রিদ্বয় নৌকায় রত্ন পূর্ণ করিয়া অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করিলেন। হিরুকের নগর হিরুকনামক ও ভিরুকের নগর ভিরুকনামক হইল।

পরদিন প্রচুর পাংশুবৃষ্টি হওয়ায় বন্ধুবান্ধব সহ রাজা লয়প্রাপ্ত হইয়া নরকগামী হইলেন। রাজা দণ্ড ও মুদ্গরের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইলে পর কাত্যায়ন ঐ মন্ত্রিপুত্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গ চলিয়া গেলেন। পুরদেবতাও প্রীতিসহকারে তাঁহারই অনুগমন করিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে অবস্থিতি

করিলেন। ভিক্ষুর পুণ্যপ্রভাবে ও মন্ত্রিপুত্রের ভাগ্যবলে এবং পুরদেবতার অধিষ্ঠানবশতঃ উহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইল।

অনন্তর ঐ পুরদেবতা তথায় আর্য কাত্যায়নের নিমিত্ত একটি চৈত্য নির্মাণ করিলেন। এখনও চৈত্যবন্দকগণ স্থরবতী নগরীতে ঐ চৈত্যের বন্দনা করিয়া থাকে। তৎপরে কাত্যায়ন স্বীয় চীবর-কোণে মন্ত্রিপুত্রকে গ্রহণ করিয়া আকাশ-মার্গে লম্বননামক একটি দেশে গমন করিলেন। কাত্যায়ন যখন তথায় লম্বভাবে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন, তখন তত্রত্য জনগণ "ইনি কে লম্বভাবে নামিতে-ছেন," এই কথা বলায় উহারা লম্বন নামে খ্যাত হইল। সেই সময়ে তথাকার রাজা অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া যান। তখন লক্ষণজ্ঞ লোকেরা কাত্যায়নের আজ্ঞানুসারে ঐ মন্ত্রিপুত্র শ্যামককে রাজা করিল।

তৎপরে কাত্যায়ণ ভোকানক গ্রামে গিয়া তথায় স্বজননীর সম্মুখে বিশুদ্ধ ধর্মদেশনা করিলেন। কাত্যায়ণ-মাতা তাহাকে সত্য দর্শন করিয়া আদরসংকারে পুত্রের যষ্ঠি গ্রহণ করিয়া চৈত্য নির্মাণ করিলেন। এখনও ঐ যষ্টিচৈত্য লোকে বন্দনা করে। অতঃপর কাত্যায়ন ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠার সহিত শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিয়া তথায় ভগবান্ জিনকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন।

কাত্যায়ন ভগবানের নিকট উদ্রায়ণ-পুত্রের কথা নিবেদন করিলে পর তত্রত্য ভিক্ষুগণ উহা শ্রবণ করিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কোন কানন-সন্নিধানে এক কবটে পাশ নামে এক ব্যাধ থাকিত। একদিন সে মৃগবন্ধনের জন্য কূট বাগুড়া বিস্তার করিয়া রাখিল। ঐ ব্যাধ যন্ত্রপাশদ্বারা আবৃত জাল পাতিয়া চলিয়া গেলে পর যদৃচ্ছাক্রমে ভগবান্ প্রত্যেকবুদ্ধ তথায় আসিয়া বিশ্রাম করেন। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে সেদিন কোন মৃগই জালবদ্ধ হইল না। শুদ্ধাত্মা জনগণের সম্মুখে কখনও কেহ অমঙ্গল লাভ করে না। তৎপরে লুব্ধক আসিয়া মৃগশূন্য বাগুড়া দর্শনপূর্বক ক্রোধবশতঃ বিষদিগ্ধ বাণদ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধকে বধ করিল। ব্যাধ তদীয় বাণে বিদ্ধ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ ভগবানের অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে নিপতিত হইল। তৎপরে ঐ লুব্ধক স্বীয় কুকর্মজনিত উদ্বেগ ও সন্তাপবশতঃ শর ও বাগুড়া পরিত্যাগ করিয়া অনুশোচনা পূর্বক আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে ঐ ব্যাধ তাঁহার অস্থি গ্রহণ করিয়া ছত্র ও ধ্বজাদি দ্বারা মহা সমারোহে একটি স্তূপ নির্মাণ করিল। ঐ লুব্ধক সেই পুণ্যফলে রাজা উদ্রায়ণ হইয়াছিল এবং সেই প্রত্যেক বুদ্ধকে বধ করার জন্য নিজেও বধপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

নন্দ নামে ধনধান্যাদিসমৃদ্ধিশালী কর্বটবাসী এক গৃহস্থের মদনেখা নাম এক কন্যা হয়। সে একদা গর্ববশত গৃহমার্জন-ধূলি পথিস্থিত প্রত্যেকবুদ্ধের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ঐ দিনেই স্তনাভারার্তা ঐ কন্যার চিরপ্রার্থিত বর বরণার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। তখন ঐকন্যা নিজ ভ্রাতাকে বলিল যে, প্রত্যেকবুদ্ধের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করায় অদ্য আমার শুভবিবাহোৎসব হইয়াছে। তাহার ভ্রাতা এই কথা প্রচার করায় তত্রত্য প্রৌঢ় কন্যাগণ বরলাভমানসে সকলেই প্রত্যেকবুদ্ধের মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিল। লোকে একটা অন্ধবিশ্বাসে বিমোহিত হইয়া কোনরূপ বিচার না করিয়াই বিরুদ্ধ কার্যেও প্রবৃত্ত হয়। কন্যার ভ্রাতা এইরূপ প্রবাদ প্রচার করিয়া পাপপ্রবৃত্ত হইলে বুদ্ধবুদ্ধ নামক গৃহপতিদ্বয় উহার এই কার্যের নিবারণ করিয়াছিলেন। সেই কন্যাই নরপতি শিখণ্ডী হইয়া পাপীভাগী হইয়াছে ও প্রবাদকর্তা তদীয় ভ্রাতা ভিক্ষু কাত্যায়নরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঐ গৃহপতিদ্বয় সেই দুষ্টাচরণের নিবারণ করায় হিরুক ও ভিরুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নগরধ্বংস হইতে মুক্ত হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ও মনে মনে বিচার করিয়া শুভাশুভ কর্মের কিরূপ ফলপরিণাম হয়, তাহা জানিতে পারিলেন। খল জনের বাক্যতুল্য আর শত্রু নাই। বিচার বুদ্ধির তুল্য গুরু নাই এবং পুণ্যসদৃশ ইহলোকে কেহই বন্ধু নাই। তাঁহারা ইহা স্থির করিলেন।

ভূমিকা

'অবদান' শব্দটির অর্থ গৌরবজনক মহৎ কীর্তি। কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের সপ্তম সর্গে এ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বোধিসত্ত্বাবদান শব্দটির অর্থ তাই দাঁড়াচ্ছে বোধিসত্ত্বের গৌরবজনক মহৎ কীর্তিকথা।

বুধজনের মতে ভারতের জাতক কাহিনীগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্পসংগ্রহের মধ্যে পড়ে। জাতক কাহিনী পারস্য ও আরব দেশের মানচিত্র পেরিয়ে কীভাবে ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন দেশী বিদেশী পণ্ডিতবর্গ। সৌভাগ্যের বিষয় শুধুমাত্র জাতক কাহিনীর মধ্যে ভারতীয় গল্পের ধারাটি থেমে থাকে নি। এধারা একদিকে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ এবং অন্যদিকে অবদান কাহিনীগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি ব্রহ্মণ্যসংস্কৃতির অংশ, অন্যটি বৌদ্ধভাবনার ফসল। অবশ্য অন্তিম পর্যায়ে এসে দুটি ধারার মধ্যে আর তেমন পার্থক্য ছিল না। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা অন্তিম পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

'অবদান' বৌদ্ধসাহিত্যের একটি বিশাল অংশ অধিকার করে রয়েছে। ভারতীয় কথা-সাহিত্যের যে-ধারাটি জাতক থেকে যাত্রা শুরু করেছিল তারই একটি শাখা অবদান নামে খ্যাত হয়ে আছে। অবদানগুলো আসলে জাতক কাহিনী ছাড়া কিছু নয়।

অবদান সাহিত্যের একটি বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে লেখা অবদান শতক থেকে এ ঐতিহ্যের সূত্রপাত। একাদশ শতকে ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় এ ধারার সমাপ্তি হয়েছিল বলা যায়।

অবদানে বৌদ্ধধর্মের মূলকথা গল্পের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। বুদ্ধদেব প্রচারিত পঞ্চশীল এ গল্পগুলোকে আশ্রয় করে আছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কর্মফলের অমোঘ প্রভাবের কথা। মানুষ স্বকৃত পাপ ও পুণ্য অনুযায়ী ফলভোগ করে থাকে। এ ফলভোগ শুধু ইহজীবনে নয়, জীবনান্তরেও প্রবাহিত হয়। একজীবনে ভালো কাজ করে যথেষ্ট কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করলেও হতাশ হবার কারণ নেই। আগামী জন্মে সুফল লাভ অনিবার্য। ক্ষেমেন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন না তবু প্রতিষ্ঠিত এ রীতিটিকে তিনিও লঙ্ঘন করেন নি।

অবদানের কাহিনীগুলোতে তিনটি করে অংশ আছে। বর্তমান ঘটনা, অতীতের কাহিনী ও নীতিবাক্য। বুদ্ধদেব তার শিষ্য ও অনুগত শ্রোতাদের কাছে সাম্প্রতিক কোন ঘটনার সূত্র ধরে পূর্বজন্মের একটি সমান্তরাল কাহিনী বর্ণনা করেন এবং অবশেষে তার থেকে নীতিবাক্য নিষ্কাসণ করে উপদেশ দেন। বৌদ্ধদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব অর্জন করবার জন্য বহু জন্ম ধরে সাধনা করে এসেছেন। এই বিগত জন্মের কাহিনীগুলোর নায়ক হলেন বোধিসত্ত্ব। সেই হিসেবে অবদানের কাহিনী-গুলোকে বুদ্ধের অতীত জন্মকথা বলেই ধরে নেওয়া হয়। অবশ্য এমন অবদানও রয়েছে যাতে বুদ্ধদেব অতীত জন্মের ঘটনার পরিবর্তে ভবিষ্যৎ জন্মের কোন কাহিনী বলেছেন।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতায় অবদান-কাহিনী একটি চরম রূপ পেয়েছে। অজস্র অবদান-কাহিনী রয়েছে লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যে যাদের মূল প্রোথিত ছিল। লোককথা ও লোকগাথায় শত শত বছর ধরে এ সকল কাহিনী গড়ে ও বেড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অবদানের সংগৃহীত কাহিনীগুলোতে তার পরিচয় রয়ে গেছে। তার ফলে বোধিসত্ত্বাবদানের পূর্ববর্তী অবদান গ্রন্থ সমূহের বেশ কিছু কাহিনীতে একটি সতেজ লৌকিক মেজাজ খুঁজে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ক্ষেমেন্দ্র ছিলেন রাজসভার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তার ফলে তাঁর রচনায় এমন একটি নাগরিক বিদগ্ধতা রয়েছে যা কখনো কখনো অশ্লীল এমন কি, কৃত্রিমতার পর্যায়ে পড়ে যায়। স্বয়ং বৌদ্ধ না হবার দরুণ তার রচনায় বৌদ্ধধর্মের পরিশীলিত মর্মকথাও তেমন প্রস্ফুটিত হয় নি। তবু বিভিন্ন স্বাদের বিচিত্র গল্পের বিপুল আয়োজন বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতাকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ক্ষেমেন্দ্র অবদান কাহিনীগুলোর সমীপে উপনীত হয়েছেন কোন ধার্মিকের তত্ত্বদৃষ্টি নিয়ে নয়, জীবনরসিক বলিষ্ঠ মানুষের মনোভঙ্গী নিয়ে।

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতার সবগুলো কাহিনী ক্ষেমেন্দ্রের উদ্ভাবিত নয়। এ গ্রন্থটিতে এমন বহু কাহিনী রয়েছে যা পূর্ববর্তী লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। 'একশৃঙ্গ অবদান' কাহিনীর মূল খুঁজতে গিয়ে অনায়াসে রামায়ণে পৌঁছে যাওয়া যায়। বিশেষ করে মহাবস্তু-অবদানের একটি কাহিনীর সঙ্গে এর বিস্ময়কর মিল রয়েছে। পদ্মাবতী অবদান কহিনীর মূলও মহাবস্তুতে মিলবে। ক্ষেমেন্দ্রের কৃতিত্ব, এসব পুরোনো গল্পগুলোও তিনি অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে

পরিবেশন করেছেন। ক্ষেমেন্দ্র বৈদর্ভী রীতির লেখক বলে বিদগ্ধ মহলে গণ্য হয়ে থাকেন। শ্লেষ প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি প্রভৃতি গুণকে বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্য বলে আচার্য দণ্ডী অভিহিত করেছেন। গল্পের উপাদানের জন্য নয়, গল্প বলার স্টাইলের জন্যেই ক্ষেমেন্দ্র স্বতন্ত্র বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীর লেখক। ভারতীয় সাহিত্যে তখন অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। সমাজ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপ তখন প্রবেশ করেছিল তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে সমকালীন সাহিত্যে। প্রসঙ্গত আনুমানিক দ্বাদশ শতকে হেমচন্দ্র সংকলিত 'শুক-সপ্ততি'কে স্মরণ করা যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এ বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, নানাধরনের কৌতুক কাহিনী কিছু কিছু থাকলেও স্ত্রী চরিত্রের অসংযম, ছলনা এবং নীতিহীনতাই এর অধিকাংশ গল্পের বক্তব্য—(সাহিত্য ছোটগল্প তৃতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৯-৮০) বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতাতেও এমন কিছু কাহিনী রয়েছে যা উদ্ধৃত মন্তব্যকে সমর্থন করে। উদাহরণ হিসেবে 'ধর্মরুচি অবদান' কাহিনীটির উল্লেখ করা যায়। এ কাহিনীতে যৌন কামনার এমন নিরাবরণ ও নীতিহীন প্রগলভতা প্রশ্রয় পেয়েছে যার তুলনা পৃথিবীর কম সাহিত্যেই মেলে। কোন সমাজের নৈতিক ভিত্তি কতটা শিথিল হয়ে গেলে এমন মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে তা পরিমাপ করা সহজ নয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ তার বল্গাহীন ব্যভিচার। ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁর সমকালীন বহু লেখকের রচনার এধরনের ব্যভিচার কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে। 'এই অন্ধকার স্বাভাবিক ভাবেই নব সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছিল। তাই শুধু তলোয়ারের শক্তিতেই নয় নতুনতর মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনেও সেদিন ইসলামের আবির্ভাব ঐতিহাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারও কী কুৎসিৎ পরিণতি ক্রমে ক্রমে ঘটতে আরম্ভ হয়েছিল, কথাসরিৎ এবং দশকুমার প্রভৃতির সর্বত্র অভিচার-জীবিনী পরিব্রাজিকারা তার নিদর্শন রেখেছে।' [সাহিত্যে ছোটগল্প, পৃঃ ৮৪] এ তালিকার সঙ্গে ক্ষেমেন্দ্রের বেশ কিছু কাহিনী অনায়াসে যুক্ত হতে পারে।

তবু এটাই শেষ কথা নয়। ক্ষেমেন্দ্র আসলে নিজের চোখকান খোলা রেখেছেন। যা দেখেছেন শুনেছেন পড়েছেন সব এনে জড় করেছেন কল্পলতায়। তাই কত ধরনের কাহিনী, বিচিত্র চরিত্র, অসাধারণ অভিজ্ঞতা

এক একটি অবদানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বেশ কিছু কাহিনী আছে যার জন্য হয়তো তিনি পূর্ববর্তী লেখকদের কাছে ঋণী তবু তার মধ্যেও দেখার ভঙ্গী ও পরিবেশনার বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি স্বতন্ত্র হয়ে আছেন। কোন কোন সমালোচক অবশ্য এজন্য ক্ষেমেন্দ্রকে রেহাই দেন নি, তার মধ্যে মৌলিকতার অভাব দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা কিন্তু তখন তেমন মনে রাখেন না চসারও এমন কিছু মৌলিক নন, নির্বিচারে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে কাহিনী তুলে নিতে বাঁধে নি তাঁর। পুরোনো কাহিনীর কাঠামোয় তিনি চরিত্রের বৈদ্যুতকরণ ঘটিয়ে নতুন করে গড়ে তোলেন তাদের। ক্ষেমেন্দ্র হয়ত চসার নন, তবু পাঠককে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করে দিতে কখনো ভুল হয় না তাঁর।

আরেকটি কারণেও ক্ষেমেন্দ্র স্মরণীয়, বিশেষত বাঙালীদের কাছে। 'কথা ও কাহিনী' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে অন্তত একবারও বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতার সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। 'অভিসার' কবিতার বাসবদত্তা ও সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনী হৃদয়ে তরঙ্গ তোলেনি এমন বাঙালী কমই আছেন। কল্পলতার 'উপগুপ্তাবদানম্'কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছিলেন আশ্চর্য এ কবিতাটি। প্রয়োজনে অবশ্য বর্জন করেছেন অনেক, বাড়িয়েছেনও বেশ খানিকটা। তার ফলে মূলের বক্তব্য বদলে গেছে কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী। মূল কাহিনীতে বাসবদত্তার তীব্র কামবাসনা ও বিবেকহীন পাপাচার যেমন অমানুষী ও নির্মম, তার পরিণতিও তেমন ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর। এ কাহিনীতে পাপ ও তার বেতন সমান উগ্র। রবীন্দ্রনাথ ক্ষমাসুন্দর চোখে এ কাহিনীর দিকে তাকিয়েছেন। তাই উপগুপ্তের করুণ কল্যাণস্পর্শে বাসবদত্তা ধন্য হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় প্রতিফলের উপরে বিজয়ী হয়েছে পোয়েটিক জাস্টিস।



একচত্বারিংশ পল্লব

পণ্ডিতাবদান

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি, রাজগণের বিপুল দানজনিত পুণ্যাপেক্ষাও অধিক নিজ যৎসামান্য দানের যে সংফল লাভ করেন, তাহা তাঁহার বিশুদ্ধ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধনের সমুচিতই হইয়া থাকে। উহা তাঁহার সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধর্মদ্বারা ধবল ও শ্রদ্ধাসমন্বিত নিজ নিষ্কাম ভাবেরই বিকাশ।

পুরাকালে ভগবান জিন যখন জেতবনে বিহার করেন, সেই সময়ে শ্রাবস্তী নগরাতে ধার নামক একজন মহাধনশালী গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার পণ্ডিত নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। পণ্ডিত অত্যন্ত সুকৃতশালী, যশস্বী এবং সৎকার্যানুষ্ঠান ও বদান্যতাগুণে ভূষিত ছিলেন। পণ্ডিত বাল্যকালেই রাজযোগ্য বস্ত্র ও ভোজন দান করিয়া শারিপুত্র প্রভৃতি ভিক্ষুগণের আতিথিসংকার করিতেন।

কালে প্রবল দুর্ভিক্ষপ্রকোপে বহুলোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং যাচ্য ও যাচক উভয়েরই তুল্য দশা হইলে ভিক্ষুগণের ভিক্ষালাভ দুষ্কর হইয়া উঠিল। সেই পরমদারুণ ভিক্ষুগণের সঙ্কটকালে পণ্ডিত সুগত কর্তৃক আহূত হইয়া জেতকাননে গমন করিলেন।

পণ্ডিত কাঞ্চনমালা-শোভিত হইয়া যখন অশ্বারোহণে গমন করেন, সেই সময়ে কয়েকজন ধূর্ত লোক তাঁহার গুণোৎকর্ষ সহিতে না পারিয়া তথায় আসিয়া বলিল, আপনি যাচকগণের প্রার্থনাবিষয়ে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বলিয়া জগতে বিখ্যাত, অতএব আমরা পঞ্চশত প্রার্থী আশা করিয়া আপনার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছি। আমরা সকলেই অলঙ্কার ও বস্ত্রযুগল কামনা করিতেছি, অতএব যদি পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে এখনই প্রদান করুন।

সদাচার পণ্ডিত ধূর্তগণকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতরণ পূর্বক তাহাদের যথোপযুক্ত পূজা করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, যদি ভগবানকে দর্শন না করিয়াই গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে উপস্থিত অমৃতপানের একটি বিঘ্ন হইল। ইহা কিরূপে সহিতে পারি? যদি অর্থিজনকে প্রিয় বস্তু না দিয়া

নির্লজ্জভাবে চলিয়া যাই তাহা হইলে নিজেকেই স্বীয় দানব্রতের খণ্ডন করিতে হয়, তাহাই বা কিরূপে করিব।

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকি ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং অর্থিগণের প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলেন। পণ্ডিত নাগরাজ-প্রদত্ত বস্ত্র ও আভরণ তৎক্ষণাৎ অর্থিগণকে প্রদান করিয়া নিজেকে শল্যমুক্তবৎ জ্ঞান করিলেন। তাহারাও এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া পবিত্র সুগতচিন্তাকেই সকল সম্পৎ ও সিদ্ধির কারণ বলিয়া বুঝিল। তৎপরে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হওয়ায় বিদ্বেষরূপ পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহারা ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য পণ্ডিতের সহিত গমন করিল। অতঃপর পণ্ডিত ভগবানকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক তদীয় পদধূলি দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন।

তৎপরে তিনি জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণহারটি ভগবানের চরণে বিন্যাস করিয়া সম্মুখবর্তী প্রণত ধূর্তগণের কথা ভগবানকে বলিলেন। জ্ঞানবজ্রধারী ভগবান ধর্মদেশনা দ্বারা তাহাদিগের দেহাত্মজ্ঞানরূপ অজ্ঞান-পর্বত ভেদ করিয়া স্রোতঃপ্রাপ্তফল বিধান করিয়া দিলেন।

তৎপরে তাহারা সত্যদর্শন করিয়া ভগবানকে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলে ভগবান প্রীতিবশতঃ স্বয়ং পণ্ডিতকে বলিলেন, বৎস। তুমি পুণ্যবলে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ লাভ করিয়াছ। এই দুর্ভিক্ষকালে তুমি ভিক্ষুগণের ভোজ্যাধিবাসনা সম্পাদন কর। আমার আশ্রমে সার্ধ এয়োদশ শত ভিক্ষু আছেন। ইহাদিগকে এবং অন্যান্য কষ্টপ্রাপ্ত জনগণকে নগরে অন্বেষণ করিয়া তুমি যথাযোগ্য ভোজ্য বিভাগ করিয়া দিবে। পণ্ডিত ভগবানের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হর্ষাকুল হইলেন এবং ভক্তিপূর্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের যাবজ্জীবন নিমন্ত্রণ করিলেন।

তৎপরে তিনি নিজগৃহে আগমন করিয়া ভিক্ষুসম্মত রাজভোগ দ্বারা প্রত্যহ সংবুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘগণকে পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ধনী, দরিদ্র, যাচ্য ও যাচক সকলকেই এবং যাহারা অন্যকে দানদ্বারা অনুকম্পা করেন, তাহাদিগকেও অনুকম্পিত করিলেন। করুণাসাগর পণ্ডিত সমগ্র কৃপণজনকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্র্যরূপ অন্ধকারের নাশক রত্নরাশি দান করিলেন। তিনি কৃপণদিগকে যে সকল রত্ন দান করিলেন, তৎসমুদয়ই অঙ্গাররাশি হইয়া গেল। মনুষ্যগণের ভাগ্যই রত্ন, প্রস্তরজাতীয় মণি রত্ন নহে।

তখন কৃপণগণ তাহার নিকট আসিয়া বলিল যে, আপনি আমাদিগকে ধন

বলিয়া অঙ্গাররাশি দিয়াছেন। বোধ করি, আমরা স্বপ্নে ধনরাশি দেখিয়া থাকিব। লোক সহসা ধনলাভ দ্বারা উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ঐ ধনের বিনাশ হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

করুণানিধি পণ্ডিত তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, পুণ্যহীন জনে প্রদত্ত রত্নের রত্নত্ব থাকে না। তোমরা মোহবশতঃ পূর্বে পুণ্য সঞ্চয় কর নাই, সেজন্য তোমাদের রত্নরাশি অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইয়াছে। লোকের পুণ্যক্ষয় হইলে সযত্নে রক্ষিত রত্নও বিনষ্ট হয়। ভাগ্যযোগ থাকিলে রত্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়। পতিত জনের ধনার্জন শোকেরই কারণ হয়। ধন পুণ্যচেতাঃ জনেরই উপযুক্ত জানিবে। অতএব তোমরা ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ কর। আমি তোমাদের জন্য ভোজ্যসম্ভার সম্পাদন করিতেছি।

কৃপণগণ পণ্ডিত কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পণ্ডিতপ্রদত্ত ভোজ্যসম্ভার দ্বারা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে একদিন পূজা করিল। তাহারা যথাবিধি ভিক্ষুসঙ্ঘকে পূজা করিয়া ক্ষণকাল প্রণিধান করিল যে, আমাদের যেন কখনও দারিদ্র্য হয় না। তৎপরে তাহারা পণ্ডিতের কথায় গৃহে গিয়া দেখিল যে, সেই অঙ্গাররাশি রত্নরাশি হইয়াছে।

অতঃপর গৃহস্থকুমার পণ্ডিতের ভবনে তদীয় প্রভাববশে শত শত সঞ্চিত নিধি উপস্থিত হইল। ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত মর্যাদা রক্ষার জন্য ঐ সকল নিধির ষষ্ঠ ভাগ রাজা প্রসেনজিৎকে দিলেন, কিন্তু তাহাও অঙ্গাররাশিতে পরিণত হইল।

তৎপরে রাজা আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন যে, পণ্ডিতেরই পুণ্যবলে এই সকল নিধি উপগত হইয়াছে, উহা পণ্ডিতেরই ভোগ্য। আকাশ হইতে কুমারের কথা উল্লেখ হওয়ায় ঐ সকল নিধি পুনরায় নিধিত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া তৎসমুদয় পণ্ডিতের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন। উদারচেতাঃ পণ্ডিত সেই সকল নিধি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পৎ বিতরণ করিয়া দরিদ্রগণের গৃহে লক্ষ্মীর অবস্থিতি সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর পণ্ডিত সংসারের অসারতা বিচার করিয়া স্পৃহাবর্জিত হইয়া অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিয়া পিতাকে বলিলেন, পিতঃ। আমাকে তপোবনে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। এই সকল শত শত জন্মের উচ্ছিষ্ট ধনসম্পদ আমার ক্লেশজনক বোধ হইতেছে। যে আয়ুঃকালে ত্রৈলোক্যের সম্পদ্‌লাভ হইলে উহা ভোগ করা যায়, সেই সকল বস্তুর আধারস্বরূপ আয়ুঃকালই অতি অল্প। যে দেহের জন্য শীতকালে কোমলস্পর্শ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকি, গ্রীষ্মকালে শীতল চন্দনাদি দ্বারা যে দেহের পরিচর্যা করি এবং যে দেহের জন্যই সতত বিষ, অস্ত্র,

অগ্নি ও সর্প প্রভৃতি হইতে ভয় হয়, সেই দেহ নানাবিধ অপায় হইতে সুরক্ষিত হইলেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমি সুখভোগে বিরক্ত হইয়াছি। আমি আমার প্রিয় প্রব্রজ্যাকে গ্রহণ করিয়া চিন্তাতপ্ত চিত্তের ক্লেশহরণপূর্বক বনে বিচরণ করিব।

তিনি এই কথা বলিয়া বিষয়সুখে আসক্তিরূপ বন্ধন পরিত্যাগপূর্বক পিতার অনুমতি লইয়া শারিপুত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তিনি শারিপুত্রদ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাপাত্র ও কৌপীন গ্রহণপূর্বক তাঁহারই অনুচর হইয়া সংযতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত দেখিলেন যে, কৃষকগণ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে জল পরিচা।লত করিতেছে এবং ঐ জলধারা নির্দিষ্ট পথেই যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে হায়! এই অচেতন জলধারারও বিহিত মার্গে গমন করায় কার্যসিদ্ধি হইতেছে, কিন্তু সচেতন মনুষ্যগণের তাহা হইতেছে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ইষুকার উত্তাপ দ্বারা বক্র শরকে সরল করিয়া যষ্টি নির্মাণ করিতেছে। ধীমান্ পণ্ডিত ইহা দেখিয়া চিন্তা করিলেন যে, এই অচেতন শরগণ তাপপ্রাপ্ত হইয়া সরল হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যগণ সংসারতাপে তপ্ত হইয়াও বক্রতা ত্যাগ করে না।

এই চিন্তা করিয়া আরও অগ্রে গিয়া দেখিলেন যে, সূত্রধার অতি কঠিন কাষ্ঠ কর্তন করিয়া শকটের চক্র নির্মাণ করিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি পুনশ্চ চিন্তা করিলেন, যে, অহো! এই অচেতন কাষ্ঠসকল ঘটনাযোগে কর্মক্ষম হইতেছে, কিন্তু মনুষ্যের চিত্ত এরূপ হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বধর্ম ও নিয়মে আদরবশতঃ তিনি আশ্রমে গিয়া পুত্র যেরূপ পিতাকে বলে, তদ্রূপ আচার্যকে বলিলেন, অদ্য আপনি আমার জন্য ভিক্ষা করিতে গমন করুন। আমি আপনার আদেশমত নিজব্রতের বিষয় চিন্তা করিব।

পণ্ডিত উপাধ্যায়কে এইরূপ নিবেদন করিলে, তিনি ভিক্ষার জন্য গেলেন এবং পণ্ডিতও তাঁহার আদিষ্ট বিহারাগারে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি পর্যঙ্কাসন বন্ধনপূর্বক নিজদেহকে যষ্টিবৎ নিশ্চল করিয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখ করিয়া নিজধর্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত সমাধিমগ্ন হইলে পর্বতগণসমাবৃত ও বিচালতজলসমুদ্ররূপ দুকূলধারিণী সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র পণ্ডিতকে ধ্যাননিরত জানিতে পারিয়া নির্বিঘ্নে কার্যসিদ্ধির জন্য চতুর্দিক রক্ষা করিবার নিমিত্ত চন্দ্র, সূর্য ও দিকপালগণকে আদেশ করিলেন।

অনন্তর সর্বজ্ঞ ভগবান পণ্ডিতের কুশল কর্মের পরিপাকবশতঃ সিদ্ধি উপস্থিত-প্রায় জানিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, যদি ইতিমধ্যে শারিপুত্র আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা হইলে পণ্ডিতের আসন্ন অর্হৎপদ-লাভের ইহা একটি বিঘ্ন হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার আগমনের কালহরণের জন্য নানাপ্রশ্নাশ্রিত কথার আলাপ করি।

ভগবান এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং সেই দিকে আগমন করিলেন এবং নানা কথা দ্বারা ভিক্ষুর আগমনের বিলম্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবতার প্রভাবে আকাশগত বিহঙ্গগণও নিঃশব্দ হইল এবং পণ্ডিত নিবাত-নিষ্কম্প দীপের ন্যায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত ক্রমে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভ পূর্বক সকৃদাগামিফল লাভ করিয়া, অনাগামিফল পাইয়া অবশেষে অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে ভগবান শারিপুত্রের সহিত কথোপকথন শেষ করিয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে, শারিপুত্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিজ শিষ্যকে সূর্যসদৃশ তেজঃপূর্ণ দেখিলেন। তিনি সহসা পণ্ডিতকে ভববন্ধন হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া তাঁহার সেই যুগশতলভ্য সিদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের অর্হৎপদ-লাভের কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পণ্ডিতের পূব কথা বলিতে লাগিলেন।

পুরাকালে বারাণসীতে ভগবান কাশ্যপ নামক তথাগত বিংশতি সহস্র ভিক্ষুগণ সহিত পুরবাসী জনগণ কর্তৃক শ্রদ্ধা সহকারে মনোনীত ভোজ্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া কিছুকাল লোকহিতের জন্য বাস করিয়াছিলেন। তথায় প্রতি গৃহে জনগণ ভিক্ষুপূজাপরায়ণ হওয়ায় দুর্গত নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তা করিল, আমি অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ অতি নীচ ও কুশল-ক্রিয়াবর্জিত হইয়াছি। আমায় ধিক! আমি এতই মন্দভাগ্য যে, একটি ভিক্ষুকেও নিমন্ত্রণ করিতে পারি না। অর্থহীন পুরুষ নিরর্থক শব্দের ন্যায় লোকের পরিত্যাজ্য এবং ব্যবহারের অযোগ্য। নিরর্থক শব্দ যেরূপ বাক্য, প্রমাণ, পদ ও সন্ধির যোগ্য হয় না, তদ্রূপ অর্থহীন পুরুষও বাক্যালাপ, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও উন্নত পদ লাভের অযোগ্য। নিরর্থক শব্দ যেরূপ ক্রিয়া, কারক ও তর্করহিত হয়, তদ্রূপ অর্থহীন পুরুষের কোন সংকার্য হয় না এবং করিব বলিয়া মনে তর্কও করিতে পারে না।

এইরূপ চিন্তানলে সন্তপ্ত ও ধনাভাবে নিন্দিত দুর্গতের গৃহে একজন পুণ্য-প্রবর্তক আসিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্বক বলিলেন, তুমি অর্থহীন হইলেও

জন্মান্তরে শুভলাভের জন্য যে কোন প্রকারে হউক, একটি ভিক্ষুকেও কেন নিমন্ত্রণ কর নাই।

তিনি এই কথা বলিলে দুর্গত দুঃখশল্যে বিদ্ধ থাকিয়াও পুনশ্চ শল্যবিদ্ধবৎ হইল, এবং ভিক্ষু-ভোজনে অসামর্থ্যবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হইল। ক্ষুধায় ক্ষীণদেহ দুর্গত কোন প্রকারে এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়া তথায় কাষ্ঠপাটনকর্ম দ্বারা কিছু পারিশ্রমিক লাভ করিল। তদীয় পত্নীও ঐ গৃহে ধান ভানিয়া কিছু পারিশ্রমিক পাইল এবং তাহা নিজ ভর্তার নিকট প্রদান করিল।

অতঃপর দুর্গত ভিক্ষু-ভোজন সম্পাদনের জন্য সমুদ্যত হইলে ইন্দ্র তাঁহার সত্ত্বগুণের শুদ্ধি সম্পাদনের জন্য অনুকূল হইলেন। ইন্দ্র প্রচ্ছন্নরূপে তথায় আসিয়া প্রীতিসহকারে দিব্যবর্ণ ও রসাস্বাদযুক্ত ভোজ্য সম্পাদন করিয়া দিলে পর ঐ দুর্গত একটি ভিক্ষুও অন্বেষণ করিয়া পাইল না। ধনমদে মোহিত পুরবাসিগণ পূর্বে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এজন্য দুর্গত ভিক্ষু না পাওয়ায় দুঃখে দেহত্যাগে উদ্যত হইল।

তখন ভগবান কাশ্যপ দুর্গতের চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ স্বয়ং আসিয়া দুর্গতপ্রদত্ত ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। রাজা দুর্গতের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে ভিক্ষু-ভোজনের জন্য সমস্ত দ্রব্য দিবেন; কিন্তু দুর্গত সে কথা গ্রাহ্য করে নাই। দুর্গত ভগবানকে অর্চনা করিয়া প্রণিধান করিয়াছিল যে, আমি যেন গুণরূপ সম্পদে পরিপূর্ণ হই এবং দরিদ্রের তুষ্টিসাধক হই।

কাশ্যপ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলে এবং ইন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে দুর্গতের গৃহ দিব্যরত্নে পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের আজ্ঞায় দুর্গতের বাসভবন রত্নস্তম্ভে ভূষিত ও মনোরম উদ্যানে শোভিত করিয়া দিলেন।

তখন দুর্গত বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করিয়া সপ্তাহকাল উত্তম ভোগ দ্বারা সমস্ত ভিক্ষুগণের সহিত ভগবান্ কাশ্যপকে পূজা করিল। যে দুর্গতের গৃহে অঙ্গনারা ক্ষুধায় ক্ষীণ হইয়াছিল ও অথিগণ যাহার দ্বারেও আসিত না, বালকগণ যেখানে সতত রোদন করিত, যাহার গৃহকোণে মক্ষিকাগণ নিশ্চল কজ্জলের ন্যায় বসিয়া শব্দ করিত এবং চুল্লীমধ্যে বিড়ালশিশু শয়ন করিয়া থাকিত, অধিক কি, যাহা দ্বিতীয় নরকের ন্যায় হইয়াছিল, সেই দুর্গতের সম্পদ এখন রাজারও স্পৃহনীয় হইয়া উঠিল। ইহা কাহার না আশ্চর্যজনক হয়! দুর্গত সেই সুধাবৎ বিশুদ্ধ দানপ্রভাবে জন্মান্তরে পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান গুণাদরবশতঃ এইরূপ পণ্ডিতের পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিক্ষুগণ ইহা শুনিয়া কুশল লাভের উপায়স্বরূপ দান পুণ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পল্লব

কনকবর্ণাবদান

সূর্যকিরণ সত্ত্বগুণপ্রভাবে অন্ধকারমধ্যে স্ফুরিত হয়। ধর্মবলে আকাশ হইতে রত্নরাশি নিপতিত হয়। ধৈর্য দ্বারা সকল বিপদ বিনষ্ট হয়। তদ্রূপ দানদ্বারা চতুর্দিক ভোগ্যবস্তুশোভিত হয়।

পুরাকালে ভগবান শ্রাবস্তী নগরীতে জেতকাননে সমাগত পুণ্যবান্ জনগণের সমক্ষে ধর্মদেশনা করিয়াছিলেন। পূর্বকল্পে যখন লোকের অষ্টাযুত বর্ষ পরমায়ু ছিল, তখন কনকবর্ণ নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীসদৃশ তদীয় রাজধানী কনকাপুরী সমস্ত ধনবান ও প্রভাববান জনগণের প্রিয় বসতিস্থান হইয়াছিল। রাজা কনকবর্ণ রাজোচিত, যশস্কর এবং সদাচার ও সদ্গুণের উপযুক্ত প্রজাকার্য শুভ্র, সুগোল ও সুগ্রথিত এবং মধ্যমণি বিরাজিত মুক্তাহারের ন্যায় সতত হৃদয়ে ধারণ করিতেন।

কালে প্রজাগণের কর্মদোষে তদীয় রাজ্যে অতিভীষণ ও সমস্ত প্রাণীর ভয়প্রদ অনাবৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত লোকের সন্তাপকারিণী ও ধৈর্যহারিণী অনাবৃষ্টি রাজার মনঃকষ্টেরই হেতুভূত হইল।

তখন রাজা যতপ্রকার প্রতিকার চেষ্টা করিলেন। তৎসমুদয় ব্যর্থ হওয়ায় নিস্তব্ধভাবে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যগণকে বলিলেন, এই প্রতিকার-রহিত অনাবৃষ্টিপাত আমার বহুযত্নসম্পাদিত প্রজাপালনকার্য নিষ্ফল করিতেছে। প্রজাগণের পাপেই রাজ্যমধ্যে চতুর্দিক বৃষ্টিহীন হয়, আকাশ অস্বচ্ছ হয় এবং বাষ্পবৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। যে রাজা মহাভয় হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, তাঁহার পক্ষে কিরীট ও মুকুট ধারণ অভিনেতা নটের কিরীটধারণ সদৃশ নিষ্ফল।

যখন রাজা প্রজাহিতে রত থাকেন, তখনই সত্যযুগ হয় এবং যখন রাজা প্রজার অহিতে নিরত হন, তখনই কলিযুগ জানিবে। রাজার পাপে প্রজাগণ দুর্ভিক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিপক্ষের আক্রমণে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, রোগ ও উদ্বেগযুক্ত হয়, গুরুতর ক্লেশে বিহ্বল হয়, খলজন কর্তৃক অতিশয় পীড়িত হইয়া হাহাকার করে এবং অবশেষে আত্মীয় জনের শোকভাজন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব সমস্ত ধনাগার শূন্য করিয়াও আমি প্রজাগণকে রক্ষা করিব। প্রজাগণকে পরিত্রাণ করাই রাজার রত্নপূর্ণ নিধিস্বরূপ।

এই কথা বলিয়া এবং নিজ গৃহ ও ধনাগার সমস্তই প্রজাগণের অর্থে সংগৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাজা নিজের সর্বস্ব প্রজা সাধারণের ভোগ্য ও উপভোগ্য করিলেন। কালক্রমে সেই উগ্র দুর্ভিক্ষে অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় রাজার ধনসঞ্চয় ও অন্নসঞ্চয় ক্ষয় হইয়া একজনের খাদ্য মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

এই সময় সূর্যসদৃশ তেজস্বী এক প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশ পথে তথায় আসিয়া রাজার নিকট ভোজন প্রার্থনা করিলেন। রাজা সেই প্রাণসংশয়কালে কোনরূপ বিচার না করিয়া নিজের প্রাণ ধারণের উপায় স্বরূপ সেই অন্ন-সমুদয় প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে দান করিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ অন্ন দ্বারা নিজের প্রাণ ধারণ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রাজার সত্ত্বশীলতার প্রশংসা করিতে করিতে আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর আকাশরূপ মহাগজের নীলভ্রমরপংক্তি-শোভিত মদরেখার ন্যায় ও দিগ্বধূর কপোলবর্তী কালাগুরুচন্দন-রচিত মঞ্জরীর ন্যায় পশ্চিমদিকে প্রলম্বিত মেঘমালা উদিত হইল। তৎপরে সমস্ত গগনান্তরালে উৎফুল্ল নীলোৎপলবনসদৃশ হইয়া উঠিল এবং ভৃঙ্গরাশিসদৃশ জলপূর্ণ মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইল। তৎপরে সপ্তাহকাল অনবরত প্রজাগণের অভিমত সকল প্রকার খাদ্য বস্তুর বৃষ্টি হইল। তৎপরে ধান্যাদি বৃষ্টি এবং তদনন্তর যথাক্রমে রত্নাদি বৃষ্টি হইল।

রাজগণের মুকুটমণির ন্যায় শোভমান রাজা কনকবর্ণ এইরূপে প্রজাগণের প্রাণরক্ষা করিয়া পুণ্য সম্পদে প্রীণিত হইলেন। সজ্জনের প্রভাব পরহিতার্থেই নিযুক্ত হয়।

এই যে কনকবর্ণ রাজার কথা বলিলাম, আমি সেই কনকবর্ণ ছিলাম। এখন আমি এই দেহ ধারণ করিয়াছি। ভগবান জিন এই কথা বলিয়া ধীমান্ সজ্জনগণের ধর্মদেশনা করিলেন।



ত্রিচত্বারিংশ পল্লব

হিরণ্যপাণ্যবদান

সর্বপ্রাণীর উপকারে আগ্রহযুক্ত প্রভাব এবং সর্বপ্রাণীর উপজীব্য বিপুল সম্পদ, এই দুইটিই মনুষ্যের পুণ্যরূপ অঙ্কুরোদ্‌গমের ফলস্বরূপ এবং ইহাই ভবিষ্যতে উৎপৎস্যমান বিশাল ফলের প্রথম পুষ্পোদ্‌গমস্বরূপ।

পুরাকালে যখন ভগবান জিন জেতবনারামে বিহার করিতেছিলেন, তখন শ্রাবস্তী নগরীতে দেবসেন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। হিরণ্যপাণি নামে ইহার এক পুত্র ছিল। হিরণ্যপাণির হস্তদ্বয় স্বর্ণময় ছিল এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইহার দুই হস্তে দুই লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা প্রাদুর্ভূত হইত। ইহাতে ইনি অর্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইযাছিলেন।

কালক্রমে ইহার কুশল কর্মের পরিপাকবলে বিবেকোদয় হওযায় ভগবান জিনের প্রতি ভক্তি উদিত হইল। অতঃপর হিরণ্যপাণি জেতবনে গিয়া ভগবান তথাগতকে দর্শন পূর্বক আনন্দ সহকারে তদীয় পাদবন্দনা করিলেন। ভগবানও ইহার প্রতি সংসারতাপের প্রশমনে চন্দ্রিকাস্বরূপ ও দর্শনলাভের দূতিকাস্বরূপ সুধাময় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। হিরণ্যপাণি ভগবানের দৃষ্টিপাত দ্বারাই মোহান্ধকার বর্জিত হইলেন এবং সূর্যকিরণস্পর্শে কমলের ন্যায় উজ্জ্বল হইযা ভগবানের সহিত কথোপকথন করিলেন।

তৎপরে ভগবান তাঁহাকে সদ্ধর্ম উপদেশ করিলেন। সেই উপদেশদ্বারা তাঁহার উজ্জ্বলকান্তি ধর্মময় চক্ষু উদিত হইল। তখন ইহার পূর্বপুণ্যের পরিণামে বৈরাগ্যবাসনা উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবানকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, হে শরণাগতপালক ভগবন্! আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমার অশেষ ক্লেশনাশের জন্য সংসারনাশিনী প্রব্রজ্যা বিধান করুন। প্রাণীগণের আয়ুঃকাল অতি অল্প। যৌবনকাল তদপেক্ষাও অত্যল্প। এই সম্পদ্ বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; অতএব সম্পদই সর্বাপেক্ষা অল্পক্ষণস্থায়ী।

হিরণ্যপাণি এইকথা বলিবামাত্র ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার রজোগুণ বিগত হইল এবং প্রব্রজ্যা স্বয়ং আসিয়া তদীয় দেহে নিপতিত হইল। তিনি রক্তবস্ত্র

দ্বারা সুব্যক্ত বিরক্তভাব ধারণ করিয়া পাত্রগ্রহণ দ্বারা পুনশ্চ সংসারপাত্র হওয়ার সম্ভাবনা ত্যাগ করিলেন।

ভিক্ষুগণ হিরণ্যপাণির ঐরূপ অদ্ভুত সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের নিকট তাহার পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, পুরাকালে বারাণসী নগরীতে ভগবান কাশ্যপ নির্বাণপ্রাপ্ত হইলে রুকি নামক রাজা তদীয় দেহ সৎকার করিয়া একটি রত্নময় স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তূপটি তদীয় পুণ্যের ন্যায় উন্নত ও স্বর্গারোহণের সোপানবৎ হইয়াছিল। এই স্তূপে পূজাকালে যখন ধ্বজযষ্টি আরোপণ করা হয়, তখন কন্দল নামে একজন ধূর্ত দুইটি রৌপ্য মুদ্রা তথায় নিহিত করিল। চিত্তপ্রসাদে পরিশুদ্ধ সেই মহাপুণ্যফলে অদ্য হিরণ্যপাণি মহাজনের স্পৃহনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমগ্র গুণসমন্বিত দানশক্তিযুক্ত বিভব লাভ হওয়া, চন্দ্রতুল্য শুভ্র যশঃ বিস্তার হওয়া এবং অল্পপুণ্য পরিণামে অনল্পভাব প্রাপ্ত হওয়া, এতৎ সমুদয়ই শ্রদ্ধাবিশুদ্ধ নির্মল মনের ফলস্বরূপ।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত পুণ্যানুভাব হিরণ্যপাণির এইরূপ প্রভাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষ, আদর ও বিস্ময়ের ভাজন হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পল্লব
অজাতশত্রু পিতৃদ্রোহাবদান

ভবভয়নাশক জিনস্মরণই দুর্জনরূপ দুঃসহ বিষধরের ভীষণতর অন্ধকারে নিপতিত জনগণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ।

পুরাকালে যখন ভগবান তথাগত রাজগৃহ নগরে গৃধ্রকূট নামক পর্বতের গুহায় বিহার করিতেছিলেন, তখন পুত্রবৎসল রাজা বিম্বিসার ক্রূরকর্মা তদীয় সুহৃৎ দেবদত্তের সম্মতিক্রমে জনসঞ্চারবর্জিত ঘোর বন্ধনাগারে প্রেরিত হইলেন। বিম্বিসারের পত্নী গুপ্তভাবে বন্ধনাগারে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিতেন। অজাতশত্রু তাহা জানিতে পারিয়া পিতার বিনাশমানসে তাহা নিবারণ করিয়া দিল।

রাজা বিম্বিসার ক্রমে রুক্ষ, কৃশ ও অতিমলিন হইয়া কাল মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় হইতে লাগিলেন। কোমলচেতা জনের পক্ষে সঙ্কীর্ণ

স্থানে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর। ইহাতে প্রৌঢ়া বিপৎ অর্থাৎ মৃত্যু তাহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে।

তখন শোকার্ত বিম্বিসার সুগতাধিষ্ঠিত দিক উদ্দেশে নতশিরাঃ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, তুমি ভগবান, মহার্হ ও দীনজনের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধচেতাঃ, তোমায় নমস্কার। তুমি ঘোর সংসারসমুদ্রে সেতুস্বরূপ এবং জনগণের জন্মক্লেশ নাশের একমাত্র হেতু, তোমায় নমস্কার। তুমি নিত্যপ্রবুদ্ধ, সর্বপ্রাণীর একমাত্র বন্ধু বিশুদ্ধধাম এবং করুণামৃতের সাগর, তোমায় নমস্কার। বিম্বিসার সুগতের শ্রবণযোগ্য এইরূপ ভক্তিসুধা সেচন করিয়া পুণ্যরূপ পুষ্পের প্রসবিনী স্তবমঞ্জরী দ্বারা ভগবানের স্তব করিলেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান বিম্বিসারের কায়ক্লেশময়ী অবস্থা অবগত হইয়া বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবর দ্বারা আলোক প্রদান করিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। অজাতশত্রু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শঙ্কাকুল হইলেন এবং পিতার বন্ধনাগারের ক্ষুদ্র বিবরগুলিও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে অজাতশত্রুর আদেশে বন্ধনাগারের রক্ষকগণ ক্ষুরদ্বারা দৃঢবদ্ধ বিম্বিসারের পাদদ্বয় কর্তন করিল। বিম্বিসার তখন তীব্রক্লেশে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আর্তস্বরে ক্রন্দন পূর্বক "বুদ্ধকে নমস্কার, বুদ্ধকে নমস্কার," এই কথা বলিলেন।

অতঃপর সবজ্ঞ ভগবান তাহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন এবং ইন্দ্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া করুণাপ্রকাশে তাঁহাকে বলিলেন। হে রাজন! কি করিবেন, ক্রূরকর্মাদিগের এইরূপই গতি হইয়া থাকে। শুভ বা অশুভ কর্মের ফলভোগ না করিলে উহা ক্ষয় হয় না। রাগ ও দ্বেষরূপ বিষময় এবং নানা প্রকার দুঃখসঙ্কুল এই অসার সংসারে এইরূপ দুঃখই হইয়া থাকে। অত্যধিক ক্লেশকালে, বিপদ ও সম্পদ উভয়ের মিশ্রণে এবং সঙ্কট অবস্থায় ধৈর্যই একমাত্র পরিত্রাতা এবং বৈরাগ্যই ব্যাকুলতানাশক হয়। সংসাররূপ ঘোর গহনমধ্যে দুঃখরূপ দাবানল বর্দ্ধিত হইতেছে এবং উহা হইতে সমুদ্‌গত ও দূরপ্রসৃত ধূমদ্বারা আকুলনয়ন হইয়া সকলেই বাষ্প মোচন করেন। কেবল পুণ্যবান জনগণের লোচন ঐ ধূমে আক্রান্ত হয় না। হে ভূপতে! এই দুঃখকালে ধৈর্য অবলম্বন কর এবং ভোগাশা ত্যাগ কর। সংসারের সকল ভাবই পরিণামে কষ্টদায়ক হয়। এখনই তোমার দেহান্তের পর কুশলফল উপস্থিত হইবে। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক ভগবান নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। বিম্বিসারও অবিলম্বে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে জিনর্ষভ নামে কুবেরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

অজাতশত্রু পিতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার দেহের সংকার সম্পাদন করিলেন এবং নিজের দুষ্কর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। দুষ্কর্মে দূষিত ও তীব্র পাপে আর্ত তদীয় চিত্ত পশ্চাত্তাপ রূপ অগ্নিতে পতিত হইয়া যেন প্রায়শ্চিত্ত করিল। তিনি বলিলেন, —হায়! আমি মোহবশতঃ ঐশ্বর্যমদে লুব্ধবুদ্ধি হইয়া মহাপাপরূপ গর্তে অধোমুখ হইয়া পতিত হইলাম। বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন এবং খলজনের মন্ত্রণানুসারী জনগণের পাপানুষ্ঠানজনিত দুশ্চিন্তা নিদ্রাসুখ নাশ করিয়া গাত্রদাহ সম্পাদন করে। আমি প্রমাদবশতঃ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হইয়াছি। আমার অবলম্বন নাই। জিনস্মরণই আমার পরিত্রাতা।

অজাতশত্রু বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া সুগতসমীপে গমন করিলেন এবং নিজ কুকার্য জন্য আত্মগ্লানি হওয়ায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া রহিলেন। তথায় তিনি আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া লজ্জিত ভাবে যেন পাপস্পর্শভয়ে দূর হইতেই ভগবানকে প্রণাম করিলেন। তিনি সজলনয়নে ভগবানের নিকট নিজ পরিত্রাণের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন তাঁহার দেহ কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, তিনি তাহার দেহলগ্ন পাপ ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। হে ভগবন্! আমি পাপ করিয়াছি। নরকাগ্নি আমার সম্মুখবর্তী হইয়াছে। আমি সন্তপ্ত হইয়া করুণাসাগর আপনারই শরণাগত হইলাম। গঙ্গার ন্যায় পবিত্রা ও পাপপ্রক্ষালনে সক্ষমা ভবদীয় পদ্মসদৃশী ও শোণবর্ণপর্যন্তা দৃষ্টি আমাকে স্পর্শ করুন। আমি প্রমাদবশতঃ খলজনের মন্ত্রণায় বিভবলুব্ধ হইয়া পিতাকে নিহত করিয়াছি। আমি মহাপাপী ও অত্যন্ত দুর্বৃত্ত।

ভগবান তথাগত এইরূপ প্রলাপকারী অজাতশত্রুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় পাপমল-শুদ্ধির জন্য পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিলেন, হে রাজন! তুমি খল জনের ন্যায় নিজ কর্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া পিতৃবধরূপ মহাপাপে পতিত হইয়াছ। তুমি পাপের কথা চিন্তা কর নাই। তোমার পিতার সেই দুঃখ পাইতেই হইত এবং তোমারও এই পাপ অর্জন করিতেই হইত। হে ভূপাল! তোমার ও ত্বদীয় পিতার এইরূপ সমান ভবিতব্যতা জানিবে। মনুষ্যগণের ললাটবর্তিনী নিজকর্মানুযায়িনী নিয়তি শিলাখোদিত লিপির ন্যায় নিশ্চলা, উহার অন্যথা হয় না। তুমি খল জনের প্রেরণায় পাপকার্য করিয়া প্রত্যাসন্ন অমৃততুল্য নিজ কুশল স্বহস্তে তিরস্কৃত করিয়াছ। এখনও যদি তুমি পাপ নাশ করিতে ও লব্ধ সম্পদ্ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পাপপ্রশমাত্মক পুণ্যকার্যে মতি কর। সাধু সমাগম

দীপালোকের ন্যায় সুখকর হয় এবং উজ্জ্বল যশ প্রকাশিত করে। ইহা অমৃততুল্য ; অমৃতও এইরূপ সুখকর হয়। পশ্চাত্তাপরূপ অগ্নিতে পতন দ্বারা, সাধুসঙ্গমদ্বারা, পাপকীর্তন-দ্বারা এবং দানদ্বারা জনগণের পাপ নষ্ট হয়। সৎসমাগম সুকৃতরূপ গৃহের একটি অনির্বচনীয় দীপস্বরূপ। দীপ নিজগুণ অর্থাৎ বর্তী ক্ষয় করে ; কিন্তু সৎসমাগম গুণ ক্ষয় করে না। দীপ স্নেহ অর্থাৎ তৈল সংহার করে ; কিন্তু সৎসমাগম স্নেহ সংহার করে না। দীপ মল সম্পাদন করে ; সৎসমাগম তাহা করে না। দীপ দোষাবসানে অর্থাৎ নিশাবসানে কান্তিহীন ও চঞ্চল হয়, কিন্তু সৎসমাগম সদাই উজ্জ্বল ও অচঞ্চল। ইহা লোককে পবিত্র করে। খল সমাগম গুণিগণের বিপৎপাতের কারণ এবং রাত্রিকালের ন্যায় লোকের নয়নব্যাপারের নিরোধক অর্থাৎ অন্ধতাসম্পাদক। ইহা আলোক নাশ করিয়া বিষম ক্লেশের আবাসস্থান হয় এবং মহামোহরূপ গাঢ় অন্ধকার সৃজন করে। হে রাজন! তুমি কালক্রমে ক্ষীণপাপ হইয়া ক্রমে ক্রমে আলোকপ্রাপ্ত হইবে এবং অবশেষে বিবেকদ্বারা প্রত্যেকবুদ্ধ হইবে।

ভগবান্ জিন এইরূপে অজাতশত্রুকে সদয়ভাবে আশ্বাসিত করিলেন। সাধুগণ পতিত জনের প্রতিই অধিক করুণাপরায়ণ হন। তৎপরে রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন এবং পাপরূপ মহাভার যেন কিঞ্চিৎ লঘু বোধ করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজা অজাতশত্রুর পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, বারাণসী নগরীতে অক্লেশে বিলাসপরায়ণ ও ধনগৌরবে বিশৃঙ্খল চারিটি শ্রেষ্ঠিতনয় ছিল। একদা সেই যৌবনোদ্ধত শ্রেষ্ঠিতনয়গণ পরস্পর কলহে রত হইয়া দেখিল, একটি প্রত্যেকবুদ্ধ আসিতেছেন। তখন তাহারা প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ শম ও সংযমের নিন্দা করিতে লাগিল এবং সুন্দরক নামক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহাস্যে ভ্রাতৃগণকে বলিল, এই চীবরপাত্রধারী ভিক্ষুকে মদ্যপান করাইয়া মারিয়া ফেলি অথবা পাগল করিয়া দিই, ইহাই আমার মনোরথ।

জ্যেষ্ঠ চপলতাবশতঃ এই কথা বলিলে কুন্দর নামক দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্ষুকে আমি জলে ক্ষেপণ করিয়া মারিতে ইচ্ছা করি। তৎপরে পাপিষ্ঠ বুন্দর নামক তৃতীয় ভ্রাতা বলিল,—এই ভিক্ষুকে পথিমধ্যে বেগে নিক্ষেপ করা হউক। ক্রূরবুদ্ধি গুন্দরনামক চতুর্থ ভ্রাতাও বলিল যে, ক্ষুর দ্বারা এই ভিক্ষুর চরণদ্বয় চর্মহীন করা হউক।

তাহারা এইরূপ কথা বলায় তাহাদের মনোরথ কলুষিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা জন্মান্তরে স্বেচ্ছানুরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোভান্ধ ব্যক্তি কেবল ধন দেখিতে পায়। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি কেবল শত্রু দর্শন করে। কামান্ধ ব্যক্তি কামিনীকেই দেখে, কিন্তু দর্পান্ধ ব্যক্তি কিছুই দেখিতে পায় না। ধনদ্বারা যাহাদের চিত্তবিকার হইয়াছে, যাহারা আত্মসংযমী নহে ও গর্ববশতঃ যাহাদের বিচারশক্তি মন্দ হইয়াছে, তাহাদের আনন্দ পরিণামে ক্লেশ ও বন্ধনের কারণ হয়। গর্বিত নরপশুগণ অকারণ ক্রুদ্ধ হয়, অকারণ উল্লম্ফন করে, অকারণ স্নেহ করে এবং অকারণ নত হয়। ইহা মোহাহত এবং হিতাহিত-বিচারহীন। ইহারা কেবল আত্মতুষ্টিতেই নিরত থাকে।

সেই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠিতনয় অপর জন্মে শারির্ধান নামে শাক্য বংশে উৎপন্ন হইয়া মদ্যপান করিয়া মৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় মহান্ নামে শাক্যবংশে উৎপন্ন হইয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তৃতীয় শ্রেষ্ঠিতনয় রাজা প্রসেনজিৎ নামে উৎপন্ন হইয়া নিজ পুত্র কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেষ্ঠিতনয় বিম্বিসার রাজা। ইনি নিজ পুত্র কর্তৃক বন্ধনাগারে বদ্ধ হইয়াছেন। যেরূপ ধন কাহাকেও দিলে ভবিষ্যতে তাহা বৃদ্ধি সহিত পাওয়া যায়, তদ্রূপ কর্মও কিঞ্চিৎ অধিক ভোগ করিতে হয়। এই সংসারবর্তী অসজ্জনগণ মোহাহত হইয়া সহসা যে অকুশল কর্ম করিয়া থাকে, তাহারা পরে মহাশোকে বিবশ হইয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে সেই অবিনয়ের ফল ভোগ করে।

ভিক্ষুগণ বিবুধসভায় সুগতকথিত এইরূপ বিষবৎ বিষমফলদ বিম্বিসারের পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দূষিত চিত্তকেই সকল বিপদের নিমিত্ত মনে করিলেন।



পঞ্চচত্বারিংশ পল্লব

কৃতজ্ঞাবদান

গুণসম্পন্ন পদ্ম খল জন কর্তৃক অস্বীকৃত অর্থাৎ মুদিত হইলেও এবং লক্ষ্মীর বিহার অভাবে দুঃখে নিপাতিত হইলেও কষ্টদশাসদৃশ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার নিজ সম্পদ অর্থাৎ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

ভগবান সুগত যখন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবনে বিহার করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত বিদ্বেষ-ব্যাধি-পীড়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শাক্যবংশজাত মদীয় ভ্রাতা জিন আমার তুল্যই মনুষ্য; কিন্তু সে পুণ্যপ্রভাবে ত্রিজগতের পূজ্য হইয়াছে। অতএব আমি তাহার জীবন-নাশের জন্য যত্ন করিব। সূর্য অস্তমিত না হইলে অন্যান্য তেজ প্রকাশ পায় না। মানীজনের উন্নত মন বিজ্ঞান, অনুভব, বিদ্যা, তপস্যা বা সম্পদে পরের উৎকর্ষ সহিতে পারে না। আমি নিজ নখাগ্রে বিষ লইয়া প্রণাম করিবার ছলে নিকটবর্তী হইয়া তাহার দেহে সঞ্চারিত করিব।

খলস্বভাব দেবদত্ত বিদ্বেষবশতঃ এইরূপ পাপচিন্তা করিয়া তিস্য প্রভৃতি নিজ বান্ধবগণের নিকট আসিয়া এই কথা বলিল, আমি ক্রূরস্বভাবশতঃ সরলস্বভাব সুগতের অনেক অপকার করিয়া মহাপাপ করিয়াছি। অদ্য তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইব।

দুষ্টমতি দেবদত্ত এই কথা বলিয়া সুদত্তের অনুমোদনে তাহাদের সকলের সহিত জেতবনে আসীন জিনকে দেখিবার জন্য তথায় গমন করিল। সে তথায় ভগবানকে বিলোকন করিয়া নিকটবর্তী হইবামাত্র উৎক্ষিপ্তচরণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "আমি দগ্ধ হইলাম", এই কথা বলিল। সে হিংসাসংকল্পজনিত পাপে বজ্রাহতবৎ হইয়া তখনই সশরীরে নরকাগ্নিতে নিপতিত হইল। সর্বজ্ঞ ভগবান সহসা ঘোর নরকে নিপতিত দেবদত্তকে দেখিয়া তদীয় বৃত্তান্তশ্রবণে বিস্মিত ভিক্ষুগণকে বলিলেন, এই দেবদত্ত পাপদোষে ক্লেশ-সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। মলিন মনই সর্বপ্রকারে তীব্র অন্ধকার উৎপাদন করে।

পুরাকালে অতিঘোষা নগরীতে রতিসোম নামক রাজার কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ নামে দুইটি পুত্র ছিল। অর্থিজনের কল্পবৃক্ষসদৃশ কৃতজ্ঞ কৃপাবশতঃ দিবারাত্র সর্বদাই নিজ রত্নাভরণ সকল উন্মোচন করিয়া অর্থিগণকে প্রদান করিতেন। অকৃতজ্ঞ

"অবিভক্ত পিতৃদ্রব্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ", এই কথা বলিয়া কৃতজ্ঞদত্ত সমুদয় দ্রব্য কাড়িয়া লইত।

তৎপরে মতিঘোষ নামক রাজা জনকল্যাণিকা নামে নিজ কন্যাকে বাক্য দ্বারা শ্লাঘনীয় কৃতজ্ঞকে দান করিলেন। অতঃপর কৃতজ্ঞ নিজ উপার্জিত ধন দান করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রবহণে আরোহণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তখন দুর্জন অকৃতজ্ঞও বিদ্বেষ এবং লোভবশতঃ রত্নার্জনে উদ্যত ও সমুদ্রগামী কৃতজ্ঞের অনুসরণ করিল। তৎপরে বণিকগণ পূর্ণ প্রবহণ বায়ুর আনুকূল্যে ক্রমে ক্রমে অভিলষিত দ্বীপে উপস্থিত হইল। ঐ সকল বণিকগণ রত্নরাশিলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইলে, কৃতজ্ঞ পৃথিবী-রাজ্যের তুল্যমূল্য পঞ্চশত রত্ন গ্রহণ করিয়া নিজ পরিধেয় বস্ত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে রত্ন-ভারাক্রান্ত বৃহৎ প্রবহণটি দুর্নীতি দ্বারা যেরূপ ঐশ্বর্য ভগ্ন হয়, তদ্রূপ মহাবায়ুর আঘাতে ভগ্ন হইল। তৎপরে কৃতজ্ঞ কাষ্ঠফলক অবলম্বনে জীবন লাভ করিয়া নিমজ্জমান অকৃতজ্ঞকে পৃষ্ঠে বহন পূর্বক তীরে আসিয়া উঠিলেন।

অকৃতজ্ঞ করুণাময় ভ্রাতা কর্তৃক ঘোর মকরালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞের অঞ্চলে সুন্দর রত্ন-সঞ্চয় দেখিতে পাইল। সে রত্নলোভ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া সমুদ্রতীরে পরিশ্রান্ত ভ্রাতা কৃতজ্ঞের দ্রোহ চিন্তা করিতে লাগিল এবং তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে অস্ত্রদ্বারা তদীয় লোচন উৎপাটিত করিয়া রত্ননিচয় গ্রহণ পূর্বক বেগে চলিয়া গেল। ক্রূর অকৃতজ্ঞ কর্তৃক অন্ধীকৃত, রাহুগ্রস্ত দিবাকর-সদৃশ কৃতজ্ঞ পরের উপকার করিয়া নিজে এইরূপ কষ্ট পাওয়ায় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিলেন, অর্থিগণকে প্রদানার্থ অর্থসঞ্চয় এবং নিজ মনোরথ, এই উভয়ই আমার ব্যর্থ হইল। এখন আমি অন্ধ হইয়াছি; আমার আর জীবনে প্রয়োজন কি? অভিলষিত বিষয় না পাইয়া প্রাণ যদি ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে এই অসঙ্গত সংযোগ মরণ-ক্লেশের ন্যায় ক্লেশকর হয়। ধনক্ষয় হইলে মাননীয় ব্যক্তি মাননাশভয়ে বিহ্বল হয় এবং তাহার পূর্বযশও বিনষ্ট হয়।

কৃতজ্ঞ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন এবং বণিকগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া রাজা মতিঘোষের নগরপ্রান্তে গেলেন। তথায় তিনি কিছুকাল একটি গোপালের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে একদিন রাজপুত্রী উদ্যান-বিহারে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্রী অন্ধ কৃতজ্ঞকে রাজলক্ষণযুক্ত দেখিয়া পূর্বজন্মের প্রেমবন্ধনানুসারে তাঁহার প্রতি অভিলাষবতী হইলেন। তৎপরে রাজপুত্রী পিতার আদেশে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান করিয়া মাননীয়

রাজগণের মধ্যে সেই অন্ধকেই বরণ করিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া "তুমি ভূমিপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকে বরণ করিয়াছ," এই বলিয়া তিরস্কার করায় তিনি দুঃখিত হইলেন। রাজকুমারী অন্ধকে উদ্যানমধ্যে রাখিয়া প্রেম ও প্রণয়োচিত আদর সহকারে যত্নপূর্বক ভোজনদ্রব্য আহরণ করিয়া তাঁহাকে দিতেন।

একদা রাজতনয় কৃতজ্ঞ ক্ষুধায় ম্লানমুখ হইয়া আহারের সময় উত্তীর্ণ হইলে বিলম্বে সমাগত রাজকুমারীকে বলিলেন, তুমি চপলতাবশতঃ কোন বিচার না করিয়াই বিপুললোচন নৃপগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই অন্ধকে বরণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি সেই অনুতাপে আমার প্রতি অল্পাদর হইয়া এখন প্রেমের তাণ্ডব দেখাইতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অন্ধকে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছ এবং স্বরূপ জনকে দেখিতে উন্মুখী হইয়াছ। তাই আহারকাল অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিয়াছ।

কৃতজ্ঞ এইরূপ কঠোর কথা বলিলে রাজকুমারী কম্পমানা লতার ন্যায়, ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় মধুরস্বরে বলিলেন, হে নাথ! কোপবশতঃ আমার প্রতি মিথ্যা আশঙ্কা করা উচিত নহে। প্রীতিপ্রবণ চিত্ত বাক্য-বাণের আঘাত সহিতে পারে না। আমি তোমাকেই দেবতা বলিয়া জানি। যদি আমি শুদ্ধচিত্ত হই, তাহা হইলে সেই সত্যবলে তোমার একটি নয়ন বিকশিত হউক।

সত্ত্বগুণশালিনী রাজকুমারী এই কথা বলিবামাত্র কৃতজ্ঞের একটি লোচন প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নির্মল হইল। তখন কৃতজ্ঞ রাজকুমারীর সত্যপ্রভাবে বিস্মিত হইয়া এবং সত্য প্রত্যয়ে উৎসাহবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন, আমার ভ্রাতা অকৃতজ্ঞ মদীয় লোচনদ্বয় উৎপাটিত করিলে তাহার প্রতি আমার ক্রোধ, মনোবিকার অথবা পরাভব-জ্ঞান হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দ্বিতীয় লোচনও স্বচ্ছ হউক। এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দ্বিতীয় লোচনটিও স্বচ্ছ হইল।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নিজ বৃত্তান্ত বলিলে রাজকুমারী তাঁহাকে যোগ্য পতি বিবেচনায় হৃষ্ট হইয়া পিতৃসন্নিধানে গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন। অতঃপর কৃতজ্ঞ শ্বশুর কর্তৃক গজ, অশ্ব ও বস্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া লক্ষ্মীসদৃশী কান্তার সহিত পিতার রাজধানীতে গমন করিলেন।

পিতৃচরণে নতশিরাঃ কৃতজ্ঞ হৃষ্ট পিতাকর্তৃক প্রজাগণের অনুমোদনে যুবরাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। নির্লজ্জ শঠ অকৃতজ্ঞ তখন চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞকে প্রসন্ন করিবার ছলে পাদপতনকালে তাঁহার হিংসা করিতে উদ্যত হইল। কুটিলচেষ্টিত অকৃতজ্ঞ উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃতজ্ঞকে হিংসা করিতে আসিয়াই "হা হা! আমি দগ্ধ হইলাম," এই কথা বলিয়া নরকে পতিত হইল।

সেই অকৃতজ্ঞই এই দেবদত্ত এবং সেই কৃতজ্ঞই আমি। জন্মান্তরেও ইহার সেই হিদ্বেষবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় নাই। ভিক্ষুগণ সর্বজ্ঞ-কথিত মহোপকারী এইরূপ জন্মান্তর-সঞ্চিত পাতকযুক্ত দুঃখজনক দেবদত্ত-চরিত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পল্লব

শালিস্তম্বাবদান

যাঁহারা দানে একাগ্রচিত্ত ও মহাসত্ত্বশালী, তাঁহাদিগের পূর্বকৃত পুণ্য সঞ্চয়ময় কুশল নামক কল্পবৃক্ষ যথাকালে তদীয় উৎসাহ, সম্মান, সদ্‌গুণ, ভোগ ও ঐশ্বর্যের অনুরূপ ফল প্রসব করে।

পুরাকালে ভগবান্ জিন ভিক্ষুকগণসহ শ্রাবস্তী নগরীতে কোশলাধিপতির প্রধান উদ্যানে কিছুদিন বিহার করিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের কুশলসম্পাদনে উদ্যত ভগবান্ তথায় ভিক্ষুগণকে এরূপ ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহাদের আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিকালেই কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল।

ইত্যবসরে সাগরবাসী নাগরাজের বল, অতিবল, শ্বাস ও মহাশ্বাস নামে চারিটি পুত্র অভিরতিনাম্নী নিজ ভগিনী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সুগতকথিত অমৃতময় সদ্ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য তথায় আগমন করিল। পুরাকালে সুবুদ্ধিসম্পন্ন এই নাগপুত্র-চতুষ্টয় ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত হইয়াও যত্নপূর্বক ভগবান্ ক্রকুৎসুন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপের ধর্মদেশনা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিল। সেই পুণ্যের পরিপাকে এখন ইহারা শাক্যমুনির সম্মুখে আসিতে পারিল। নাগপুত্রগণ মনুষ্যরূপ ধারণপূর্বক শাস্তার চরণে মস্তক নত করিয়া সভায় উপবিষ্ট হইলে, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ সদ্ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্বক তথায় আসিলেন।

প্রসেনজিৎ ভগবানের পাদবন্দনার জন্য যখন সভায় প্রবেশ করেন, তখন সকলেই রাজগৌরববশতঃ পথ ছাড়িয়া দিল; কিন্তু নাগরাজপুত্রগণ বর্ণাশ্রমগুরু ও সকল লোক কর্তৃক অভিনন্দ্যমান রাজাকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। মানী রাজার অন্তরে নাগপুত্রগণের তাদৃশ অপমান-জন্য ক্রোধোদয় হইল; কিন্তু

ভগবান্ জিনের সম্মুখে অবিনয় প্রকাশ করা যায় না, এজন্য তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। রাজা নিজ পরিজনকে সঙ্কেত দ্বারা আদেশ করিলেন যে গমনকালে ইহাদিগকে নিগৃহীত করিবে; কিন্তু নিজে নির্বিকারবৎ ভাব প্রকাশ করিলেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ রাজার মনোভাব জানিতে পারিয়া ধর্মোপদেশান্তে হাস্য সহকারে বলিলেন, বিদ্বেষরূপ ধূলিপূর্ণ মনোময় মলিন দর্পণে ধর্মোপদেশের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। যাহাদের সর্বপ্রাণীতে সমতা জ্ঞান নাই এবং যাহারা কোপ ও মোহে অভিভূত হয়, তাহাদিগের উপদেশ দ্বারা কিছুমাত্র সুফল হয় না। শরীরে বহুতর দোষ বিদ্যমান থাকিলে তাহার শুদ্ধি না করিয়া ঔষধের প্রয়োগ করিলে তাহার কিছুই কায হয় না।

রাজা ভগবৎকথিত এইরূপ যুক্তিযুক্ত ও হিতকথা শুনিয়াও নাগগণের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করিলেন না। অতঃপর রাজা ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন, কিন্তু রাজসৈন্যগণ পথরোধ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে নাগগণ আকাশমার্গে নিজ স্থানে চলিয়া গেল।

নাগগণ নিজ গৃহে গিয়া প্রসেনজিতের রাজ্য ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। পরে তাহারা ঘোর নির্ঘাতধ্বনিযুক্ত মেঘরাশি দ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজ্ঞ ভগবান্ পক্ষচারী নাগগণের মনোভাব জানিতে পারিয়া রাজাকে রক্ষা করিতে সক্ষম মৌদ্‌গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। তৎপরে নাগগণ রাজার উদ্দেশে বজ্রবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু মৌদ্‌গল্যায়নের প্রভাবে উহা পুষ্পবৃষ্টিস্বরূপ পতিত হইল। তখন নাগগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রবৃষ্টি ও প্রস্তরবৃষ্টি মৌদ্‌গল্যায়নের সংকল্পমাত্রে রাজভোগ্য ভোজ্যবৃষ্টিতে পরিণত হইল।

নাগগণ মৌদ্‌গল্যায়নের প্রভাবে ভগ্নোৎসাহ হইয়া চলিয়া গেলে রাজা বিপ্লবমুক্ত হইয়া সুগত-সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। রাজা ভগবানের আজ্ঞায় ভক্তিসহকারে সুসংস্কৃত ভোগ্য বস্তু দ্বারা মৌদ্‌গল্যায়নের পূজা বিধান করিলেন। ভিক্ষু মৌদ্‌গল্যায়ন রাজার স্বর্গোচিত বিভূতি দেখিয়া কৌতুকবশতঃ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কি পুণ্যবলে রাজা প্রসেনজিৎ এইরূপ সর্বপ্রকার ভোগসম্পন্ন প্রভূত রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ইহার ইক্ষুস্তম্ব শালিস্তম্ব হইতে দিব্য পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহা কি কর্মফলে হইতেছে?

ভগবান্ জিন ভিক্ষু কর্তৃক প্রণয় সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—

রাজার ভোগসম্পদের কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে এই কোশল জনপদে খণ্ড নামক একজন গুড়কার একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে ইক্ষুরসসিদ্ধ অন্ন দান করিয়াছিল। সেই ইক্ষুরসান্ন ভোজন করিয়া বাতরোগগ্রস্ত প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহার পুণ্যবলে স্বস্থ ও প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন। সেই পুণ্যবান্ গুড়কারই রাজা প্রসেনজিৎ হইয়াছেন এবং সেই পুণ্যবলে ভোগ ও ঐশ্বর্যভাগী হইয়াছেন। কৃতজ্ঞের উপকার ক্রূরচেতার নিকার এবং সাধুজনের পুণ্যাংশ অত্যল্প হইলেও বহুতর হয়। সর্বজ্ঞ ভগবান্ রাজা প্রসেনজিতের এইরূপ পূর্ব পুণ্য কথা বর্ণনা করিলে পুণ্যোৎকর্ষসম্পন্ন ভিক্ষু বিস্ময়ে নিশ্চল হইলেন।

অতঃপর রাজা ভক্তিভাবে ভগবানের অধিবাসনা করিয়া স্বয়ং উৎকৃষ্ট দেবভোগ্য ভোজ্য উপনীত করিলেন। তখন নরনাথ কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট ও উৎকৃষ্ট উপচারদ্বারা পূজিত ভগবান্ তথাগতকে বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার প্রতি ভক্তি থাকায় আমার এরূপ পুণ্যসম্পদ্ হইয়াছে। এই কুশলরাশি কি আমার মুক্তিজনক হইবে।

পূর্ণপুণ্যাভিমানী রাজা প্রসেনজিৎ বিনয় সহকারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে রাজন! এই সংসারমার্গ অনাদি ও অনন্ত। পুরুষের ক্লেশসংক্ষয় না হইলে কিরূপে ইহা অনায়াসে লঙ্ঘন করিবে? স্বভাবতঃ দুর্গম এই সংসারমার্গ অনায়াসে লঙ্ঘন করা যায় না। মানব বহুবার এখানে চক্রাকার ভ্রমণ দ্বারা গতায়াত করিয়া থাকে। কেবল যোগাভ্যাস ব্যতীত বহু শুভফলপ্রদ ধর্মও সংসার-বন্ধনের কারণ হয়। কর্মক্ষয় না হইলে ইহা লঙ্ঘন করা যায় না। আমি সকল বিষয় হইতেই নিবৃত্ত ছিলাম। কিন্তু আমার প্রভূত দানাভ্যাসবশতঃ পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে ধর্ম সংসারে বদ্ধ হইতে হইয়াছে।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে ধনিক নামে একজন ধনী লোক ছিলেন। ইনি ফলপূর্ণ ছায়াবৃক্ষের ন্যায় অর্থিগণের তাপনাশক ছিলেন। একদা দুর্ভিক্ষে বহু লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এবং অত্যন্ত কষ্টে লোক বিহ্বল হইলে, পঞ্চশত প্রত্যেক-বুদ্ধ ধনিকের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহাদিগকে ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অনল্পধনশালী ধনিক দুর্ভিক্ষস্থিতি পর্যন্ত তাঁহাদিগকে উত্তম ভোগ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। একদা সেই পঞ্চ শত ভিক্ষুর ভোজনান্তে পুনশ্চ দুই সহস্র ভিক্ষু প্রত্যেকবুদ্ধ ভোজনার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ধনিকের সেই দান-পুণ্যবলে ক্ষয়প্রাপ্ত কোষাগার পুনর্বার অক্ষয় রত্নে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপ সনাতন

সুখ ও পুণ্যফল ভোগ করিয়া পরে আমি সম্যক্‌-সংবোধি প্রাপ্ত হইয়া শাস্তা হইয়াছি। সংসারীদিগের এইরূপ কর্মফলপ্রবৃত্তি পুণ্য ও পাপবেষ্টিত বলিয়া সিত ও অসিতবর্ণ বন্ধন-রজ্জুস্বরূপ হয়। এই কর্মফল ক্ষয় হইলে মোক্ষপদ লাভ হয়।

রাজা জিনকথিত এই মোক্ষকথা শ্রবণ করিয়া শান্তিকেই ক্লেশক্ষয়ের কারণ বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিজের পুণ্যাভিমান ত্যাগ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পল্লব

সর্বার্থসিদ্ধাবদান

যাঁহারা স্বার্থ সাধনে নিস্পৃহ এবং পরোপকারে সতত উদ্যত, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ অক্লেশেই হয়। বিঘ্ন বা বিপত্তি জন্য কোন পীড়া হয় না।

পুরাকালে ভগবান্‌ জিন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতকাননে অবস্থিতিকালে ধর্ম-ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকে বলিলেন, পুরাকালে সিদ্ধার্থ নামে পুণ্যবান্‌ এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। অন্যান্য সকল রাজারাই তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিতেন। কালে সমুদ্রবাসী সাগর নামক নাগের পুত্র সর্বার্থসিদ্ধ দেহান্তে রাজা সিদ্ধার্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনি ভদ্রাখ্য-কল্পে উজ্জ্বল প্রভাবসম্পন্ন ও সত্ত্বগুণশালী বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ইহার জন্মকালে ক্ষিতিতল সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইনি ধর্মের ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহার যশঃ ত্রিভুবনব্যাপী ও দেবগণেরও অভ্যর্চিত হইল।

একদা যুবা সর্বার্থসিদ্ধ রথারোহণে উদ্যানগমনকালে সম্মুখে দেবনির্মিত একটি বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল এবং তিনি সংসারের ন্যায় শরীরকেও নিঃসার স্থির করিলেন। তখন তাঁহার উদ্যানবিহারে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আগমন-কালে পথিমধ্যে আবার তিনি কতকগুলি ক্ষীণ ও মলিনকান্তি দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল ক্লিষ্ট দরিদ্রগণকে দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল এবং তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—হায়! দরিদ্রেরা কিরূপ দুঃখ সহ্য করে! দান না করিলে এইরূপ দুঃখ বহন করিতে হয় এবং এই রত্নপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিয়াও

পরপিণ্ডোপজীবী হইতে হয়। পাপকারী জনগণের এইটিই যথার্থ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজে পুরুষ হইয়াও অন্য পুরুষের নিকট দীনভাবে যাচ্ঞা করে। অহো! ইহাদের কি দুরদৃষ্ট! ইহাদিগকে দেখিয়া সততই উদ্বিগ্ন বোধ হইতেছে। ভিক্ষা করিয়াও ইহাদের উদর পূর্ণ হয় না।

সর্বার্থসিদ্ধ বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া জগজ্জনের ক্লেশক্ষয়ে উদ্যত হইয়া পৃথিবীকে অদরিদ্র করিবার জন্য রত্নার্থী হইয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন। দৃঢ়নিশ্চয় সর্বার্থসিদ্ধ অতি কষ্টে পিতার অনুমতি লাভ করিয়া প্রবহণে আরোহণ পূর্বক রত্নদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি প্রবহণারূঢ় বণিকগণকে বলিলেন যে, তোমরা যথেচ্ছ ভাবে মণিসংগ্রহ কর। এই সামান্য বস্তু আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। আমাদের ধনাগারে বৃহৎ ও উজ্জ্বল বহুতর উত্তম রত্ন আছে। আমি চিন্তামণি লাভ করিবার জন্য এইরূপ বিপুল উদ্যম করিয়াছি। তাহা দ্বারা আমি পৃথিবীকে অদরিদ্র করিতে ইচ্ছা করি। আমি শুনিয়াছি, মহাসমুদ্রে সাগর নামক নাগরাজ বাস করেন। তাহার গৃহে চিন্তিতার্থপ্রদ মণি আছে। আমি সেই চিন্তামণি সংগ্রহের জন্য বিষম পথ লঙ্ঘন করিয়া যাইব। নৈষ্ঠিক ও অধ্যবসায়ীর পক্ষে কিছুই দুর্গম নহে। যদি আমার পরোপকারার্থে এই উদ্যম সত্য হয়, তাহা হইলে আমার অভাবে তোমাদের কোনরূপ বিপদ্ হইবে না।

সত্ত্ববান্ রাজপুত্র এই কথা বলিয়া স্থিরনিশ্চয় হইয়া ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক প্রস্থান করিলেন। তিনি সপ্তাহকাল গুল্ফমাত্র জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিলেন। পরে সপ্তাহকাল জানুপরিমিত জলবিশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় সপ্তাহকাল পুরুষ-পরিমিত জল অতিক্রম করিলেন। তৎপরে অষ্টবিংশতি দিন পুষ্করিণী-পরিমিত জলমার্গে গমন করিয়া ঘোরাকার দৃষ্টিবিষ বষধরগণকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন মৈত্রীযুক্ত মনের দ্বারা তাহাদিগকে বিষহীন করিয়া ক্রূর ও কোপনস্বভাব যক্ষগণ-বেষ্টিত যক্ষদ্বীপে গমন করিলেন। তথায় তিনি মৈত্রীগুণ দ্বারা যক্ষগণকে ক্রোধহীন করিলেন। তখন যক্ষগণ কুমারের বিপুল উৎসাহ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিল, হে কুমার! আপনি নিজ সত্ত্বগুণবলে ও এইরূপ সামর্থ্যবলে সমৃদ্ধিশালী নাগরাজভবনে উপস্থিত হইয়া কালক্রমে সম্যক্ সংবুদ্ধ সবজ্ঞ হইবেন। আমরা আপনার অনুযায়ী শ্রাবক হইব।

রাজপুত্র যক্ষগণকথিত এই কথা অভিনন্দন করিয়া রাক্ষসগণবেষ্টিত ভীষণ রাক্ষসদ্বীপে গমন করিলেন। এখানেও তিনি রাক্ষসগণকে ক্রূরতাহীন করিয়া তাহাদের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে রাক্ষসগণ তাঁহাকে

নাগেন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত করিল। তিনি তখন ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল এবং নানাপ্রকার উৎসবপূর্ণ সুখময় নাগভবনে দুঃখার্তের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। স্বভাবতঃ সদয়হৃদয় রাজকুমার সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সম্মুখে নাগকন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য রোদনধ্বনি হইতেছে।

তখন নাগকন্যা হৃদয়াসক্ত শোকোষ্মার সূচক দীর্ঘনিঃশ্বাসদ্বারা অধরকান্তি ম্লান করিয়া তাঁহাকে বলিল, গুণবান্, কমললোচন, জনপ্রিয় নাগরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বার্থসিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এজন্য সুখোৎসব নিবৃত্ত হইয়াছে এবং চতুর্দিক রোদনধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

তিনি নাগকন্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বদেশদর্শনে উৎফুল্লহৃদয় হইয়া নাগরাজের নিকট গেলেন। নাগরাজ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং প্রিয়ার সহিত "এস পুত্র! এস", এই কথা বলিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। কি জন্য মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ হইয়াছে এবং এখানে আগমনের কারণ কি, নাগরাজ এই সকল কথা তাঁহার মুখে অবগত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! এই চিন্তামণিটি আমার মস্তকের ভূষণ। ইহা তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমার সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি জগতের উপকার-কার্য সমাধা করিয়া পুনরায় মণিটি আমায় প্রত্যর্পণ করিবে। নাগরাজ এই কথা বলিয়া নিজ মস্তকাস্থিত দিব্য চূড়ারত্নটি উন্মোচন করিয়া কুমারকে দিলেন। কুমার সূর্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন চিন্তামণিটি গ্রহণ করিয়া ও নাগরাজকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে প্রবহণের নিকট গেলেন।

তখন সমুদ্র-দেবতা এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুমারকে দেখিয়া বলিলেন,—হে সাধো! তুমি কিরূপ চিন্তামণি পাইয়াছ, দেখ। সরলচেতা কুমার সমুদ্র-দেবতার প্রার্থনায় পাণিপদ্ম প্রসারণ করিয়া মণিটি তাঁহাকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে দেবতা তাহা গ্রহণ করিয়া সমুদ্রতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অতিকষ্টে লব্ধ রত্নটি সমুদ্রে পতিত হইল দেখিয়া রাজকুমার নিজ দৃঢ় উদ্যোগের বৈফল্য হেতু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, অহো! তুমি বিনীতাকারে মৃদুবাক্য বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ এরূপ পাপকার্য করিয়াছ। ইহা ভাল হয় নাই। যে ব্যক্তি পরের উৎকর্ষ দেখিয়া ক্লেশ বোধ করে, সে নিজ শীতল দেহ অগ্নিশিখায় তাপিত করে। পরের উৎকর্ষ দেখিয়া যিনি প্রীত হন, এরূপ সত্ত্বগুণবান্ লোকের যশ দ্বারা ত্রিভুবন ধবলিত হয়। হে দেবি! আমার রত্নটি আমায় প্রত্যর্পণ কর। এরূপ পাপ কার্য হইতে বিরত হও। সাধু জনের কার্য নিন্দনীয় হওয়া উচিত নহে। যদি তুমি লোভ, প্রমাদ বা

বিদ্বেষবশতঃ রত্নটি না দেও, তাহা হইলে আমি তোমার আশ্রয়স্থান এই জলধিকে শোষণ করিব।

কুমার পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা বলিলেও সমুদ্র-দেবতা যখন রত্ন প্রত্যর্পণ করিলেন না, তখন তিনি নিজপ্রভাবে সমুদ্র শোষণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি ধ্যানাসক্ত হইলে ইন্দ্রের বাক্যানুসারে বিশ্বকর্মা কর্তৃক রচিত একটি পাত্র সহসা তাঁহার হস্তে আবির্ভূত হইল। তিনি অগস্ত্যের অঞ্জলিসদৃশ সেই পাত্রদ্বারা সমুদ্রজল আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতকারী রাজকুমার সমুদ্রের সমস্ত জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিঃশেষ করিলে দেবগণ কর্তৃক ভৎর্সিতা সমুদ্র-দেবতা ভীতা হইয়া মণিটি কুমারকে প্রত্যর্পণ করিলেন। রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিসম্পন্ন মহাজনের নিষ্কপট প্রভাব এবং মন্ত্র ও তপস্যার প্রভাব তত্ত্বতঃ কে জানিতে পারে? সমুদ্র বহুদূরবিস্তৃত, অপার জলের আধার, উত্তাল তরঙ্গাবলী-পরিব্যাপ্ত এবং রত্নের আকর বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মহাপুরুষগণের প্রভাব সমুদ্র অপেক্ষাও গম্ভীর ও অপ্রমেয়; ইহার বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধি বিস্ময়সাগরে প্লাবিত হয়।

তৎপরে রাজকুমার চিন্তামণি লাভ করিয়া নিজ সঙ্গিগণের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নগরে গমন করিলেন। তিনি কৃতকার্য হওয়ায় তাঁহার পিতা হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন এবং কুমার রত্নটি ধ্বজাগ্রে নিহিত করিয়া জনগণ সমক্ষে বলিলেন যে, আমি যদি পরোপকারার্থে এরূপ যত্ন করিয়া থাকি, স্বার্থের জন্য যদি না হয়, তাহা হইলে এই সত্যবলে জগদ্বাসী সকল লোক অদরিদ্র হউক। সত্ত্বনিধি ও দীনদয়ালু রাজকুমার এই কথা বলিবামাত্র পৃথিবীতে অপর্যাপ্ত রত্নবৃষ্টি নিপতিত হইল। সেই ভাস্বর রত্নকান্তিদ্বারা চতুর্দিকে জনগণের দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার নিঃশেষভাবে বিদূরিত হইল। যে সকল দীন জনগণ আশাবশতঃ ধনীগণের বহির্বাটীতে গিয়া, দ্বৌবারিকগণের হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক শোকে দেহত্যাগ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিত এখন তাহাদিগের গৃহে রাশীকৃত মণির কিরণে অপূর্ব শোভা সম্পাদিত হইল। তৎপরে কুমারের আজ্ঞায় চিন্তামণি পুনশ্চ নাগরাজের নিকট চলিয়া গেলে এবং সমস্ত লোক দৈন্যবর্জিত হইলে দানরসিক জনগণের চিত্ত যাচকাভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যিনি রাজপুত্র সর্বার্থসিদ্ধ ছিলেন, এখন তিনিই অন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন এবং আমিই সেই ব্যক্তি। ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পল্লব

হস্তকাবদান

মদমত্ত হস্তীর কুম্ভসদৃশ উত্তুঙ্গ স্তন-শোভিত এবং কর্পূরহারের কিরণের ন্যায় শুভ্র হাস্যযুক্ত প্রৌঢ় যুবতীগণ ও সম্পদ্ পুণ্যবান্ জনগণের প্রীতিসাধক হয়।

ভগবান্ তথাগত যখন শ্রাবস্তী নগরীতে উদ্যানে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুপ্রবদ্ধ নামে একজন ধনশালী গৃহস্থ ছিলেন। হস্তক নামে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র একটি পুত্র হইয়াছিল। হস্তক যেন মূর্তিমান্ পূর্বার্জিত পুণ্যরাশিস্বরূপ ছিল। হস্তকের জন্মদিনে আশ্চর্যভূত একটি সুবর্ণময় মহাকুঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই গজেন্দ্র, কুমার হস্তক, তদীয় পিতার মনোরথ ও জনগণের কৌতুক, এইগুলি সকলই একযোগে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। চন্দ্রকলার ন্যায় বর্ধমান কুমার কালক্রমে সর্বপ্রকার কলাবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিলেন এবং পরমসুন্দর ও সকলের প্রিয় হইলেন। ক্রমে কুমার হস্তক যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট এবং বাহুদ্বয় স্তম্ভসদৃশ হওয়ায় তিনি মনোভবের ক্রীড়াস্থান হইয়া উঠিলেন।

একদা হস্তক সহজাত সূক্ষ্মবস্ত্র-চিহ্নিতা, লাবণ্য-ললিতমূর্তি ও দীর্ঘনয়না, উদ্যান-বিহারের জন্য সমাগতা চীবর-কন্যানাম্নী রাজা প্রসেনজিতের কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। কুমার অক্লিষ্টকান্তি ও নবযুবতী রাজকুমারীকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও কামের বশীভূত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, অহো! রাজকুমারীর এই কমনীয় শরীর কি অদ্ভুত! ইহার মুখমণ্ডল যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। বন্ধুকপুষ্পসদৃশ ইহার সুদৃশ্য অধর অনুপম লাবণ্য ধারণ করিতেছে। বিদ্রুম-পল্লব ও বিম্বফলের শোভা ইহার নিকট পরাজিত হইয়াছে। ইহার মুখ শশধরের গর্ব খর্ব করিতেছে। ইহার কান্তি সুধাকে পরাজিত করিতেছে। ইহার দৃষ্টি উৎপলবনের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে। ইহার দেহ মন্মথ-সঙ্গমের যোগ্য; এজন্য ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া রতির সাপত্ন্য-ভয় উদিত হওয়ায় দিন দিন তাঁহার বিলাস-তরঙ্গ শুষ্ক হইতেছে। ইহার স্তনদ্বয় অত্যুন্নত ও কঠিন। ইহা দেখিলে বিবেকহীন হইতে হয়। এরূপ দোষ সত্ত্বেও গুণযুক্ত হার ইহাতে অবস্থিতি করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য। ভ্রমরপংক্তি যেন ভ্রূরূপে পদ্মভ্রমে ইহার মুখ আশ্রয় করিয়াছে। ইহার নয়নদ্বয় কি প্রশস্ত, ইহা দেখিয়া মুনিগণেরও মন লীন হয়।

কুমার হস্তক এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে রাজকুমারীও কুমারের কন্দর্পসদৃশ দেহকান্তি দেখিয়া বিস্ময়ে নিশ্চল হইলেন। তখন কামদেব হাস্য করিয়া কুমারীর লজ্জারূপ বস্ত্র হরণ করিয়া লইলে তাঁহার দেহ নব রোমাঞ্চদ্বারা কণ্টকিত হইতে দেখা গেল। নবাভিলাষে অবরুদ্ধা হইলেও লজ্জাবশতঃ নিবর্তিতা রাজকুমারী নিজ মন কুমারের নিকট রাখিয়া শূন্যের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

কুমারী রাজধানীতে গিয়া লজ্জা, বিস্ময় ও কামবশতঃ প্রোষিতভর্তৃকার ন্যায় যেন মলিন ও কৃশবৎ হইলেন। কুমার হস্তকও কামোদ্ভব হওয়ায় নিজগৃহে গিয়া অনবরত সেই চন্দ্রমুখীর চিন্তায় কেবল সেই চিত্রই দেখিতে লাগিলেন। তিনি কুমারীকে মনোনীত সর্বস্ব ধনের ন্যায় এবং স্মরবিদ্যার ন্যায় বিবেচনা করিলেন, কিন্তু চক্রবর্তী রাজার কন্যা তাঁহার পক্ষে দুর্লভ জ্ঞানে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যিনি পূর্বজন্মে বহু তপস্যা করিয়াছেন সেই ধন্য লোকই পুণ্যবৃক্ষের লতাসদৃশ এই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। উত্তম দান-পুণ্যফলে তাহার দর্শন লাভ হয়। কি পুণ্যফলে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তাহা আমি জানি না। রাজকুমারীর মুখচন্দ্র-স্মরণ-জনিত আহ্লাদে এবং তাহাকে দুর্লভ জ্ঞান জন্য বিরহতাপে আমার যে কি অবস্থা হইয়াছে, জানি না। ইহা কি আমার ধৃতি বা মোহ, জীবিতাবস্থা বা মরণাবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না। নিশাপতি রাজকুমারীর মুখপদ্ম-শোভায় নির্জিত হইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। মন্মথের ধনুঃ তাঁহার ভ্রূবিলাস-দর্শনে লজ্জিত হইয়া বিনত হইয়া থাকেন। পল্লবকান্তি তদীয় অধরের লাবণ্য-দর্শনে দুঃখিত হইয়া বিম্বফল অধোমুখ হইয়া পৃথিবী নিরীক্ষণ করেন।

কুমার হস্তক এইরূপ পূর্ণচন্দ্রমুখী রাজকুমারীর মুখ চিন্তা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। নিদ্রা যেন ঈর্ষাবশতই তাঁহাকে ত্যাগ করিল। তৎপরে তাহার পিতা কুমারের রাজকন্যা-দর্শন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি কুমারকে বলিলেন, হে পুত্র! আমরা রাজার নগরবাসী প্রজা। সেই চক্রবর্তী রাজা কিরূপে তোমায় কন্যা দান করিবেন? মানকামী মনীষিগণ অশক্য কার্য করেন না, দুর্লভ বস্তু ইচ্ছা করেন না এবং অসম্ভব কথা উচ্চারণ করেন না।

ষট্‌পদ সুলভ নিজের আয়ত্ত চূতমঞ্জরী ও চম্পক-লতায় আদর না করিয়া পারিজাত-লতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুঃখে শুষ্ক হইয়া থাকে। যদি তোমার ও রাজকুমারীর সম্বন্ধ পূর্বজন্মের পুণ্যফলে বিহিত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিনা প্রযত্নে কার্য সিদ্ধ হইবে। ভবিতব্যতা যাহা বিধান করে, তাহা আশাপাশে আকৃষ্ট

হয় না, বিচারক্লেশে কদর্থিত হয় না এবং প্রযত্ন-ভারেও ক্লান্ত হয় না, তাহা অক্লেশেই হয়।

কুমার পিতার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাই যথার্থ বিবেচনা করিলেন। কিন্তু রাজকুমারীতে আসক্ত তদীয় চিত্তকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না। তিনি হেমকুঞ্জরের নিকট তদীয় দন্তযুগল যাচ্ঞা করিলেন এবং রাজার প্রথম সন্দর্শনকালে উহাই প্রীতিপ্রদ উপঢৌকন বিবেচনা করিলেন। তৎপরে পুণ্যবান্ হস্তী তাহাকে দন্তযুগল প্রদান করিল এবং তিনি সেই হেমময় দন্তযুগল লইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গেলেন। কুমার রত্নভূষিত রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্বক রাজার প্রীতির জন্য স্বর্ণময় দন্তযুগল তাহাকে প্রদান করিলেন।

রাজা বিখ্যাত গুণবান্ কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কুমার কিছুই চাহিলেন না। রাজা কুমারের অত্যধিক আদর করিলেন। উচিতকারী, মনোজ্ঞচরিত, নিস্পৃহ ব্যক্তি সকলেরই প্রিয় হয়। কুমার সবদা রাজার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য হেমকুঞ্জরের কাঞ্চনময় অঙ্গসকল প্রদান করিতেন। কুঞ্জরের পুনর্বার সেই সকল অঙ্গ উদ্ভূত হইত। রাজা কুমারের সেবায় প্রীত হইয়া চিত্তপ্রসাদের বোধক মুখকান্তি ধারণ পূর্বক কুমারকে বলিলেন, প্রভূত স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়া এরূপ গুরুতর সেবা আমি ইচ্ছা করি না, কারণ, পুরবাসী প্রজাগণ রাজারই প্রতিপাল্য। প্রজাগণ কর্তৃক প্রদত্ত কাঞ্চন দ্বারা আমার অধিক-কি প্রীতি হইবে? তোমার এই সুন্দর ও গুণযুক্ত আকৃতিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ভূষণতুল্য পুরুষ-রত্নে লোভই শোভা পায়। রাজগণের কোষাগারে কত হেমরাশি ও রত্নরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। তোমার অভিলষিত কি বস্তু তোমাকে দিব, বল। তোমাকে সমগ্র কোষাগারের ধন প্রদান করিলেও তাহাতে আমার অনুতাপ হইবে না। রাজগণের দৃকপাতমাত্রে যদি প্রচুর ধন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিরর্থক রাজসেবা দ্বারা কি ফল হইবে?

রাজা এই কথা বলিলে কুমার হস্তক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! রাজা ভিন্ন অন্য কে দান করিতে পারে? আপনি প্রার্থিত না হইয়াও বিবুধগণকে বহু রত্ন প্রদান করেন। এরূপ রত্নদান দ্বারা আপনি রত্নাকর সমুদ্রের বিখ্যাত যশঃ বিলুপ্ত করিয়াছেন। যাহাদের উচ্চ আশা, তাহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেও তাহাদের আশা পূর্ণ হয় না। ক্ষুদ্র লোক যাহা ঐশ্বর্য বলিয়া বোধ করে, মহৎ লোকের পক্ষে তাহাই দারিদ্র্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আপনার ভুজবলে পালিত প্রজাগণ ধর্মমার্গে থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ইহাদের দারিদ্র্য নাই ; ইহারা ধন প্রার্থনা করে না। আমরা ধনার্থী নহি এবং ধনাশায় রাজসেবা করি না। যাহারা ধনার্থী তাহাদের পক্ষে ধন আদরণীয় হয়। সম্মানই মনস্বিগণের ধন। দেব-সেবায় প্রদত্ত পুষ্প যেরূপ গন্ধাদিহীন হইলে নির্মাল্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া পথে নিক্ষিপ্ত হয় এবং কেহই তাহাকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ সদ্‌গুণাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ধনার্থে যাহারা রাজসেবা করে, তাহারাও পরে দৈন্যাবস্থা হইলে পথে বিচরণ করিয়া বেড়ায় ; সাধু জন তাহাদিগকে স্পর্শও করেন না। যাজ্ঞা দ্বারা দৈন্য ও অবসাদপ্রাপ্ত জীবনাপেক্ষা মরণই ভাল। যাচক সকল লোকেরই অবমাননার পাত্র এবং সৎকারযোগ্য শবতুল্য। কুম্ভ যখন জলপ্রার্থী হয়, তখন গলে রজ্জুবদ্ধ হইয়া গভীর অন্ধকারময় কূপমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মনুষ্যও প্রার্থী হইলে মোহান্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। ধন-সম্পদ অতি সামান্য বস্তু। উহা ধীমান্‌গণ কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা সহজেই লাভ করিতে পারেন। হৃদয়ে যদি সন্তোষ না থাকে, তাহা হইলে নিধানপূর্ণ ভূমি লাভ করিয়াও প্রীতি হয় না। চিত্তপ্রসাদ-যুক্ত এবং রজোগুণবর্জিত হেমসাধ্য বহু কার্য আছে। সেবা দ্বারা দেহ বিক্রয় করা কাহারও মনোনীত নহে।

রাজা উন্নতমনাঃ কুমারের এই কথা শুনিয়া সমাদর সহকারে বলিলেন, অন্য যাহা কিছু তুমি চাও, তাহা গ্রহণ কর। উচিত ও চাতুর্যযুক্ত আলাপ কর্কশ হইলেও সকলের প্রিয় হয়। কৃপণ ব্যক্তি কোমল ও মধুর বাক্য বলিলেও উহা কর্ণশূলবৎ হয়।

ঔদার্যগুণে পরিতুষ্ট রাজা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় কুমার বলিলেন, হে রাজন্‌! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার কন্যাটি আমাকে প্রদান করুন। কুমার হস্তক এই কথা বলিলে রাজা সন্দেহ-দোলায় আরূঢ় হইয়া "কল্যই এ কথার উত্তর দিব", এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল ভূমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে রাজা কুমারকে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, আমি অত্যধিক প্রসাদবশতঃ একটা চপলতা করিয়াছি। চক্রবর্তী রাজার বংশসম্ভূতা কন্যা বহু পুণ্যবলে প্রাপ্ত হয়। সাধারণ গুণ মাত্র দেখিয়া কিরূপে আমি একজন পুরবাসীকে কন্যা দান করি? দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে অনুতপ্ত হইতেছি। আমার ধন সত্বে কিরূপে অর্থীর পক্ষে নিষ্ফল হইবে? কল্য প্রাতে যখন হস্তক আসিবে, তখন কিরূপে আমি তাহার মুখ দেখিব। সে আমার প্রিয় হইলেও এই দুর্লভ

ইচ্ছায় অপ্রিয় হইয়াছে। মনুষ্য গুণবান হইলেও যতক্ষণ 'দেহি' শব্দ না বলে, ততক্ষণই লোকের প্রিয় হয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

মহামাত্য সন্দেহ-দোলারূঢ় রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সময়োচিত কথা বলিলেন, রাজগণের বুদ্ধি প্রায়শঃ পরিণাম বিবেচনা না করিয়াই হঠাৎ একটা অভিপ্রেত বস্তুতে আদরবতী হয়। ইহা স্বাভাবিক। হস্তক এই দুর্লভ বস্তু প্রার্থনাবশতঃ রাজসেবাপ্রবৃত্ত হইয়া লব্ধপ্রকৃতি যেরূপ গুণরাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ তাহার হেমময় হস্তীটি বিনষ্ট করিয়াছে। সে যখন কন্যার্থী হইয়া পুনর্বার আসিবে, তখন আপনি তাহাকে বলিবেন যে, তুমি হেমময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিলেই আমার কন্যা লাভ করিতে পারিবে। সে নিজহস্তে হস্তীটি উৎকৃত্ত করিয়াছে। এখন আর তাহার হেমময় হস্তী নাই। হেমহস্তীর অভাবে সে লজ্জাবশতঃ আর আসিবে না।

রাজা অমাত্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যুক্তিই আশ্রয় করিলেন এবং পরদিন কুমার উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সেই কথাই বলিলেন। কুমার হস্তকও গৃহে গিয়া বিবাহোচিত মঙ্গল-কার্য সমাধা করিয়া হেমময় হস্তীতে আরোহণপূর্বক স্বজনগণসহ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা স্বর্ণময় হস্তীতে আরূঢ় কুমার আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে অত্যাশ্চর্য বৈভবযুক্ত পুণ্যবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিলেন।

তৎপরে রাজা কৌতুকবশতঃ উৎসাহ সহকারে সেই হেমবিগ্রহ হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন। ইন্দ্র সুমেরু-পর্বতে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভা হয়, তখন রাজারও তদ্রূপ শোভা হইল। রাজা কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন সত্য, কিন্তু হেম-কুঞ্জর চলিল না। পরে কুমার আরোহণ করিয়া আসন অলঙ্কৃত করিলে পুনর্বার কুঞ্জর চলিতে লাগিল।

রাজা কুমারের প্রভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ধন্যজ্ঞানে কামশ্রীসদৃশ নিজ কন্যা প্রদান করিলেন। রাজা কন্যা-রত্নদ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমারকে পূজিত করিয়া হর্ষভরে উৎসব-কার্য সমাধা করিয়া সুধা-সিন্ধুর ন্যায় উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কুমার হস্তক দয়িতাকে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। তখন অনঙ্গের ধনুরাকর্ষণ জন্য পরিশ্রম সফল হইল। কুমারের সম্ভোগযোগ্য নবযৌবনে নববধূ-সমাগম হওয়ায় প্রতিদিন বিভবযুক্ত নব নব উৎসব হইতে লাগিল।

তৎপরে একদা রাজা প্রসেনজিৎ নিজ রাজকার্য সমাপনান্তে জামাতার পুণ্য-

প্রভাবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে চিন্তা করিলেন, অহো! কুমারের স্বর্গীয় প্রভাব আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সামান্য পুণ্যের পরিপাকে এরূপ ফল হয় না। ইহার বংশ লক্ষ্মীর চিরনিবাসস্থান। ইহার সৌন্দর্য-লহরী চন্দ্রের সৌন্দর্যগর্ব নষ্ট করিয়াছে। সম্ভোগযোগ্য নবযৌবন, ভূষণসদৃশ বহু সদ্‌গুণ এবং পুণ্যোদ্যানের পুষ্পবিকাশসদৃশ মনোজ্ঞ যশঃ ইহার বহু পুণ্য সূচিত করিতেছে। কোন পুণ্যের পরিণামে এরূপ বৈভব হইয়াছে, জানি না।

রাজা বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য অভিলাষ করিলেন। তিনি মনের দ্বারা প্রথমেই তথায় গিয়াছিলেন, এখন জামাতা ও কন্যাকে আহ্বান করিয়া সচিবগণ সহ ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। জেতবন দৃষ্টিগোচর হইলে তথা হইতে বাহন পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমনপূর্বক রাজা ভগবান্‌কে দর্শন করিলেন।

তিনি ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া তদীয় পাদপদ্মস্পর্শে শিখামণি পবিত্র করিয়া নম্রভাবে কন্যা ও জামাতার কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে সকলে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পরমসুন্দর এই কুমার কি পুণ্যফলে এইরূপ গুণবান হইয়া সুবর্ণময় হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। চীবরকন্যা নাম্নী এই মদীয় কন্যা ইহার নববধূ হইয়াছেন। কি পুণ্যফলে ইনি কুমারের জীবনাপেক্ষা প্রিয় হইয়াছেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ রাজা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে রাজন্! পুণ্যফলে লোকের ঐশ্বর্য হইয়া থাকে। এ সংসারে যাহা উদার, যাহা শোভনীয়, যাহা অদ্ভুত এবং যাহা লোকের স্পৃহণীয় তৎসমুদয়ই পুণ্যফলে হইয়া থাকে।

পুরাকালে বিপশ্যী নামক সুগত জনগণের প্রতি কৃপাবশতঃ ভিক্ষুগণসহ রাজা বন্ধুমানের নগরে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তথায় একটি বালক ও বালিকা পথে একটি কাষ্ঠময় হস্তী লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা তপ্তকাঞ্চন-কান্তি, প্রফুল্ল পদ্মসদৃশ করুণাস্নিগ্ধলোচন ভগবান্ বিপশ্যী সম্মুখে আসিতেছেন দেখিয়া ভক্তিপূর্বক সেই ক্রীড়োপকরণ কাষ্ঠময় হস্তীটি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া প্রণাম করিল। সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাহাদের মনোরথ জ্ঞাত হইয়া দয়াপূর্বক সেই কাষ্ঠময় হস্তীতে পাদস্পর্শ করিলেন। ভগবানের দৃষ্টিপাতে তাহাদের চিত্তপ্রসাদ হইল এবং তাহারা পরস্পর বিবাহ করিবার জন্য প্রণিধান করিল। কুমারের মনের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমার যেন সৎকুলে জন্ম ও যথোচিত ঐশ্বর্য এবং হেম-হস্তী

বাহন হয়। কন্যাটি ভগবানের দেহসংলগ্ন সুন্দর চীবরবস্ত্র দেখিয়া মনে ইচ্ছা করিল যে, আমি যেন চীবরযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করি। সেই বালকই প্রণিধানবলে হস্তকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সেই কন্যাই সূক্ষ্মচীবর-চিহ্নিতা চীবরকন্যা হইয়াছে।

রাজা সুগতকথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া মুকুট দ্বারা তদীয় পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। রাজা বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলে শুদ্ধবুদ্ধি কুমার হস্তক জায়ার সহিত ভগবৎকথিত ধর্মকথা শ্রবণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার বৈরাগ্যোদয হওয়ায় সংসার-বাসনা ত্যাগপূবক প্রব্রজ্যাদ্বারা ক্লেশ জয় করিয়া বিশুদ্ধ বোধি প্রাপ্ত হইলেন। বহু পুণ্যফলে লোকে কুশলভাগী হয় এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের ভোগ করে। তাহারা অভিমত পুণ্যফল ভোগ করিয়া অন্তে নির্মল শান্তি লাভ করে।



উনপঞ্চাশত্তম পল্লব

গর্ভক্রান্তি

পূবকালে সকল ভুবনের অনুগ্রহে প্রবৃত্ত শাস্তা চম্পকতরুতলে পদ্ম-সরোবরের তীরপ্রান্তে বাস করিতেছিলেন। স্পর্শজ্ঞানে অভিরুচিমান্ আনন্দ নামক ভিক্ষু তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গর্ভারম্ভ হইতে লোকের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণে বিচিত্র দেহীদিগের কর্মসূত্র দ্বারা ইহলোকে বিচিত্র ও বহুতর দশাযুক্ত জন্মরূপ বস্ত্র রচিত হইতেছে দেখা যায়। এই বস্ত্র জীর্ণ হইলেও ব্যসন-মলে মলিন ও স্নেহযোগে লুপ্তপ্রায়; ইহার রাগ বিনাশকালেও নির্গত হয় না। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে যখন স্পর্শাবেশে আনন্দে অধীর হয় তখন পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর ঋতুকালীন রজঃ একত্র মিলিত হইয়া নিয়মানুসারে কোন একটি জীবের বীজভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নির প্রকাশ হয় তদ্রূপ এই উপ্ত বীজ হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয়। রাগাদি যেরূপ স্ফটিকখণ্ডে প্রবেশ করে,

সমুদ্র-জল যেরূপ মেঘে প্রবেশ করে, পুষ্পামোদ যেরূপ তৈলে প্রবেশ করে এবং অগ্নিতাপ যেরূপ কাঞ্চনে প্রবেশ করে তদ্রূপ বহুবিধ গন্ধমিশ্রিত বায়ুর ন্যায় কর্ম-বাসনায় বাসিত জীব অলক্ষিতভাবে গর্ভে প্রবেশ করে।

গর্ভমধ্যে জীব সূক্ষ্মক্রমে পরিণত হইয়া নানাপ্রকার নির্মাণ দ্বারা বিচিত্ররূপ হইলেও তাহা লোকের লক্ষ্য হয় না। নির্বিকারবৎ দৃশ্যমান জীব কিছুকাল এইরূপ বিকার বহন করে। ময়ূরামণ্ডমধ্যে চিত্রিত ময়ূর যেরূপ জলময় অবস্থায় থাকে, তদ্রূপ সকল জীবই ঐ অবস্থায় থাকে। গর্ভাধানের পর ঘন কলল প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া জঠরস্থিত উষ্মা দ্বারা পচ্যমান জীব নবমমাসকালে অথবা কর্মানুসারে কিছু অধিককালে পূর্ণতা এবং দুঃখজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিষমক্লেশ ভোগ করে। কালক্রমে ফল যেরূপ বৃন্ত হইতে আপনি বিচ্যুত হয় তদ্রূপ কর্মপাকানুসারে জীব তৎকালোচিত স্থিতি, অপ্রতিহত বেগ, পূতিগন্ধময় বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ লক্ষ্য ও অভ্যাসের আশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্মবন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় ধনুর্যন্ত্রমুক্ত শরের ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গত হয়। গর্ভনির্গত শিশু উত্তানমুখ হইয়া সরল রসনা-দ্বারা মাতার স্তন অবলেহন করিয়া স্তন্য পান করে। কণ্ঠ বা চক্ষু দ্বারা স্তন্য পান করে না। জন্মান্তরীয় অভ্যাস, ব্যসন ও আয়াসাদির গন্ধে লীন বাসনাই তাহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। মাকড়সা যেরূপ অভ্যন্তরস্থিত তন্তুপ্রতান বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভ্যন্তরস্থিত বিবিধ বিষয়াস্বাদ স্মরণদ্বারা মোহপ্রসুপ্ত শিশু স্বভাব সংস্কৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্তন্যপান, আলাপ, আকৃতি-পরিচয় ও স্পর্শ দ্বারা ধাত্রীকে চিনিতে পারে। তরলদেহ শিশু হস্তাকর্ষণ, শয্যা ও বসনাদির ঘর্ষণে পীড্যমান হইয়া বাক্‌শক্তির অভাবে সর্বদা ক্রন্দন করে, এবং তদ্দ্বারা তাহার কায়িক ক্লেশ কণ্ঠতঃ প্রকাশ করে। এইরূপে শিশু বিষম বিপদের আস্পদ হয়। শিশু পীত দুগ্ধ বমন করিয়া, তাহা নিজ মুখে মাখাইয়া, মাতার উন্নত বক্ষঃস্থলস্থিত উচ্ছলিত ক্ষীরধারা দ্বারা আর্দ্রদেহ হয়, দেখা যায়। মায়াবদ্ধ শিশু যেন পূর্বস্মৃতিহারী প্রৌঢ় ক্রীড়া-বিলাস ও হাস্য দ্বারা নিতান্ত ব্যাপ্তদেহ বলিয়া অনুভূত হয়।

অতঃপর শিশু লিপিপরিচয় প্রাপ্ত হইলে এই সংসারমধ্যে অবিচলভাবে বন্ধন চিত্রকার্যে অবলীলাক্রমে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই নিজ জন্মাবর্তের ন্যায় দীর্ঘাকার ওঁকার লিখিতে শিখে এবং ভোগসর্গে নিবিষ্ট হইয়া প্রতিবর্ণান্তে বিরামরূপ বিরাগ শিক্ষা করে।' কোন প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়া বালভাবের মোহ গলিত হইলে পুনর্বার কামোৎসুক্যবশতঃ যৌবনকালে জ্ঞানহীন হইয়া ব্যসনরূপ মেঘস্থিত

সৌদামিনীর ন্যায় নারীগণের অসার বিলাস-বিভ্রমে স্থির বুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করে। যুবাবস্থায় পুরুষ অঙ্গনাগণের বাক্যে নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপন করে। ত্বগিন্দ্রিয় তাহাদের গাঢ় আলিঙ্গনে নিয়োজিত করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহাদের মুখ-মদিরার পরিমলে স্থাপিত করে। রসনেন্দ্রিয় ঐ মদিরার আস্বাদনে নিয়োজিত করে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় অঙ্গনাদিগের মুখে স্থাপিত করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে অঙ্গনা-দেহে নিতান্ত আসক্ত করিয়া নিজের অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণকে ধারণ করে এবং সর্বপ্রকার মলিন কার্য করে।

কামাসক্ত পুরুষ স্নিগ্ধ জনকে বিদ্বেষ করে। পরিচিতের প্রতি সর্বদাই বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়। নব নব রসে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রযত্ন সহকারে অন্যের প্রতি আসক্তা পরনারী বাঞ্ছা করে। এইরূপ পরস্পর অনুচিত আচরণে লজ্জাভাব লক্ষিত হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া লোকের হাস্যাস্পদ হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসার-চিত্রের অধীন হইয়া এইরূপ নানাকার্য করায় পরে নিতান্ত বিরক্ত হয়।

এইরূপে অপার বিষয়-জলধিতে মগ্ন বিষয়াসক্ত ভ্রষ্ট পুরুষের পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় কিংকর্তব্য-জ্ঞানরহিত মোহমূর্ছা উদিত হয়। সে কতিপয় দিন স্থায়ী যৌবন দ্বারা অন্ধভাব প্রাপ্ত হয়। যুবা পুরুষ এইরূপে যাবৎকাল আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, প্রীত হয়, ভ্রূভঙ্গীদ্বারা সুখ প্রকাশ করে এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া সহাস্যবদনে কথা কহে। এই সময় মধ্যেই কালপ্রযুক্ত জরা অলক্ষিত ভাবে তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহার দেহে যেন হিমরাশি ঢালিয়া দেয়।

এক ক্ষণ এক ক্ষণ করিয়া কতকাল কাটিয়া গেল। আমি মোহনিদ্রার বশীভূত হইয়া এই দেহ দ্বারা কোন সুকৃতি সম্পাদন করি নাই, দান বা ভোগ কিছুই করি নাই। পুরুষ অন্তকালে এইরূপ চৌরকর্তৃক মুষিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখবশতঃ চিন্তা করে। মোহপ্রাপ্ত জনের প্রমাদ এইরূপ অবসাদযুক্ত ও অনুতাপ-ফল হইয়া থাকে। ললিত-বণিতারূপ পুষ্প-শোভিত, বল্লী-বিরাজিত বসন্ত কালের এই যৌবন দুষ্কর্মার্জিত ধনের ন্যায় অপগত হইলে তখন উহা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় বোধ হয়। তখন সমস্ত দুঃস্বভাব নষ্ট হয় এবং সকল অঙ্গ খেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হয়। তখন পুরুষ রাজ্যভ্রষ্ট রাজার ন্যায় অতীত সুখের অনুশোচনা করে। আয়ুষ্কাল বৃথা কার্যে অতিবাহিত করা হইয়াছে। সমুচিত কার্য কিছুই করি নাই। যাচককে কিছু প্রদান করি নাই। চতুর্দিকে যশোবিস্তার করা হয় নাই। সৎপথ চিনিতে পারি নাই। নিজে চাহিয়া বিষ পান করিয়াছি। কত তাপ ও কত শীত

ভোগ করিয়াছি। কোন প্রকার পাপে ভয় করি নাই। যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছি। সুবর্ণময় বৃক্ষের ন্যায় মনোহর সে যৌবন-শ্রী এখন কোথায় গেল? সে দেহ কোথায় গেল? এই দেহ এখন কৃমিহত বৃক্ষের ন্যায় কান্তিহীন হইয়াছে। এই সকল তরুণীগণ দূর হইতে বিকৃত নয়নে শুষ্ক ও শীর্ণ তরুর ন্যায় কোণলীন আমাকে দেখিয়া বানর বলিতেছে। এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে; সে দেহ আর হইবে না। দন্তমণি সবই গলিত হইয়াছে, কেশ সকলও স্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু দোষ স্রস্ত হয় নাই। বায়ু গাত্রের ঔন্নত্য ভাঙিয়া দিতেছে; কিন্তু মোহপ্ররোহ ভাঙিতেছে না। আমি এইরূপ ক্ষীণ ও শয্যাশ্রিত হইলেও আমার তৃষ্ণার ক্ষয় হইতেছে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরুষ বার্ধক্যবশতঃ সঞ্জাত দীর্ঘশ্বাস ও হিক্কাদ্বারা পীড়িত হইয়া সত্বর চিরপরিচিত এই লোকযাত্রা ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। নির্বাক ও অধৈর্য হইয়া স্বজন বিরহের বিষয় চিন্তা করে। পরিশোধ করিবার শক্তিহীন দরিদ্র অন্তকালে যেমন নিজকৃত ঋণের বিষয় চিন্তা করে, এ চিন্তাও তদ্রূপ। প্রাণান্তকালে পুরুষ নিজের ভূমি, গৃহ, ধন, পরিজন ও পুত্রকলত্রাদি অন্যান্য যাহা কিছু, সবই চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা আগামী জন্মেও সে স্নেহ ও মোহানুবদ্ধ সেই সকল বিষয়ের সহিত পরিচয় থাকায় তন্ময়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। দুঃসহ পাপকর্মজনিত দুঃখ কুম্ভীপাক ও রৌরবাদি নামক নরকে ভোগ করিয়া পুরুষ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। যাহা কিছু পুণ্যকণাদ্বারা অর্জিত হয়, তাহারও ক্ষয় হইলে পরে দুঃখজনক হয়। অতএব বিমলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনাগামী ফল লাভের জন্য সমাধি করুন।

এইরূপ ভীষণ ভবসাগরে সন্তারণে উদ্যত ভগবান প্রাণিগণের কুশললাভের জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন।

পঞ্চাশত্তম পল্লব

দশকর্ম্মপ্লুতি অবদান

যাঁহারা অবলীলাক্রমে স্বীয় অত্যুন্নত প্রভাববলে বহু অদ্ভুত কার্য সম্পাদন করেন এবং যাঁহারা স্বভাবতঃ বিমল জ্ঞানালোক দ্বারা নিজ আশয় আলোকিত করিয়াছেন, এরূপ সত্ত্ব ও উৎসাহ সম্পন্ন জনগণও নিজ কর্মানুসারিণী বিধাতার কুটিল আজ্ঞালিপি লঙ্ঘন করিতে পারেন না। সমুদ্র যেরূপ তটভূমি লঙ্ঘন করিতে পারেন না, তদ্রূপ ইঁহারাও বিধি-লিপির লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

কতকগুলি দুর্বৃত্ত ভগবানের কীর্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া কয়েকটি তীর্থিক রমণীকে শ্রাবস্তী নগরীতে প্রেরণ করিল। তাহারা সেই দেহসহকারেই নরকে পতিত হইল। তৎপরে পুণ্য-নদীসমূহ হইতে সমানীত নির্মল জলদ্বারা পরিপূরিত, রত্ননির্মিত সোপান দ্বারা শোভিত এবং হেমময় পদ্মের কিঞ্জল্কে পিঞ্জরীকৃত ভ্রমরগণে পরিশোভিত অনবতপ্ত নামক সরোবর মধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও ভিক্ষুগণে পরিবেষ্টিত ভগবান্ সর্বজ্ঞ কর্মতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয়তা প্রদর্শন করিবার জন্য নিজ কর্মগতির বিচিত্রতা বলিতে উপক্রম করিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান কর্মগতির কথনসময়ে শারিপুত্রকে আহ্বান করিবার জন্য মৌদগল্যায়নকে আদেশ করিলেন। মৌদ্গল্যায়ন গৃধ্রকূট পর্বতস্থ আশ্রমে গিয়া দেখিলেন যে, শারিপুত্র সূচী ও সূত্রদ্বারা বিচিত্র রচনায় সীবন করিতেছেন। তিনি বিলম্ব-ভয়ে নিজ প্রভাববলে অঙ্গুলীপঙ্ক্ক দ্বারা তাঁহার সূচীকর্ম সত্বর সমাধা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, সর্বজ্ঞ ভগবান্ ভিক্ষুগণ সমক্ষে অনবতপ্ত নামক সরোবরে কর্মগতি-বিষয়ে উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র আইস। যদি তুমি কার্যে ব্যগ্রতাবশতঃ বিলম্ব কর, তাহা হইলে আমি মহর্দ্ধিবলে তোমাকে সত্বর লইয়া যাইব। আমার কিরূপ বিপুল বল, তাহা তুমি দেখ।

শারিপুত্র মৌদ্গল্যায়নের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, আমি অচল হইলাম, যদি তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার বল দেখিব।

তিনি এই কথা বলিয়া গৃধ্রকূট পর্বতের শিখরে আসনবদ্ধ করিলেন। মৌদ্গল্যায়ন তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে পর্বতটিও কম্পিত হইল। শারিপুত্র

গিরিপতন-ভয়ে মেরুপর্বতে উহা বন্ধন করিলেন। তখন মৌদ্গল্যায়ন পুনরায় আকর্ষণ করায় মেরুপর্বতও বিচলিত হইল। তৎপরে শারিপুত্র ভগবানের আসনভূক্ত হেমময় পদ্মের মণিময় মৃণাল-দণ্ডের সহিত উহা বন্ধন করিলে, তখন উহা অন্যের শক্তির অতীত হইল। মৌদ্গল্যায়ন শারিপুত্রের ঋদ্ধিবলে পরাজিত হইলেন এবং শারিপুত্র পূর্বে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, তৎপরে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন।

শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যের মহাবলের বিক্ষোভে ভীত হইয়া নন্দ ও উপনন্দ নামক নাগদ্বয় পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া ভগবানকে প্রণাম করিল। জ্ঞানলোচন ভগবান্ জয়ী শারিপুত্রের প্রভাববিষয়ে ভিক্ষুগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, পুরাকালে বারাণসী নগরীতে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। একদিন বৃষ্টি হইবে কি না, এই কথা লইয়া তাঁহাদের পরস্পর মহা সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল।

একদা শঙ্খ পদদ্বারা লিখিতের জটা স্পর্শ করিলে লিখিত ক্রোধভরে বলিলেন যে, সূর্যোদয় হইলেই তোমার মস্তক যেন বিদীর্ণ হয়। তখন শঙ্খ বলিলেন যে, আমার বাক্যে সূর্য উদিত হইবেন না। তিনি এই কথা বলার পর বহুদিন পর্যন্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়া রহিল।

অতঃপর লিখিত কৃপাবশতঃ শঙ্খের একটি মৃণ্ময় মস্তক কল্পিত করিলেন এবং সূর্যোদয়ে উহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই শঙ্খই এই জন্মে মৌদ্গল্যায়ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বিজেতা লিখিতও শারিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাদের এইরূপ প্রাক্তন বৃত্তান্ত বলিলে মুনিগণ পুনরায় তাঁহাদের কর্মতন্ত্রের বিচিত্রতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কিরূপ কর্মের ঈদৃশ অদ্ভুত পরিণাম হইয়াছে যে, জ্ঞানময় আপনার দেহও তাহাদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতেছে। কি হেতু আপনার পাদাঙ্গুষ্ঠ পাষাণধারার আঘাতে ক্ষত হইয়াছে। কি জন্য আপনার চরণ খদির-কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া ব্রণযুক্ত হইয়াছে। কি জন্য অদ্য আপনি ভিক্ষা না পাইয়া শূন্যপাত্রে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কি হেতু আপনি সেই সুন্দরী প্রব্রাজিকা কর্তৃক মিথ্যা আক্ষিপ্ত হইয়াছেন। বঞ্চানাম্নী মানবিকা কি জন্য আপনা হইতে মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইল। আপনি পূর্বে কোদ্রব ও যব ভালবাসিতেন না, এখন কেন তাহাই ভোজন করিতেছেন। কি জন্য আপনাকে ছয় বর্ষ ধরিয়া দুষ্কর কার্য করিতে হইয়াছিল। কি হেতু আপনার দেহ প্রস্কন্দি ব্যাধি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াছে। শাক্যবংশ ক্ষয় হইলে কি জন্য আপনার শিরঃপীড়া হইয়াছিল। কিজন্যই বা দিব্যদেহধারী আপনারও বায়ুস্পর্শে খেদ হইয়াছিল।

ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্ত সহকারে বলিলেন,—কর্মধারার নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্য শ্রবণ কর। প্রাণিগণের কর্মবন্ধন উদ্যোগী সদ্‌ভৃত্যের ন্যায় গমনকালে পশ্চাৎ অনুসরণ করে এবং অবস্থানকালে সম্মুখে অবস্থান করে। কালতরঙ্গের ন্যায় কর্মফলও মহারণ্যে প্রবেশ করে, চতুর্দিকে বিচরণ করে, সমুদ্র লঙ্ঘন করে, পর্বতে আরোহণ করে, শক্রালয়ে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে এবং লোকের অগম্য পাতালেও প্রবেশ করে। ইহাদের লোকানুসরণ বিষয়ে কুত্রাপি পথরোধ হয় না। প্রাণিগণের সহচারিণী ও পুরাতন ফলে পরিব্যাপ্তা এই অতিবিস্তৃতা কর্মলতা অতি আশ্চর্যময়ী। ইহা অতি দৃঢ় ভাবে বর্তমানা থাকে। ইহাকে আকর্ষণ করিলে, মোচড়াইলে, উৎপাটন করিয়া ছিন্ন করিলে অথবা ঘর্ষণ করিলে এবং খণ্ড খণ্ড করিলেও কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। কমনীযাকৃতি চন্দ্র নিজ দেহে যে মলিন কলঙ্কবিন্দু বহন করিতেছেন এবং ক্রূরাকৃতি কৃষ্ণসর্প যে প্রদীপ্ত মণি মস্তকে ধারণ করিতেছে, এ সমস্তই চিত্রকর্মে পরিণত কর্মফলেরই রেখা জানিবে। এই রেখা নানাকারে প্রাণিগণের বিচিত্র চরিত্রই প্রদর্শন করাইতেছে।

পুরাকালে একটি পল্লীগ্রামে খর্বট নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তাহার প্রচুর ধন এবং বহু পুত্র-কলত্রাদিও ছিল। মুগ্ধ নামে তাঁহার একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শৈশবাবস্থাবশতঃ পৈতৃক ধন বিভাগ না করিয়া তাহার গৃহেই থাকিত এবং তিনিও বাৎসল্যবশতঃ তাহাকে পালন করিতেন।

একদিন কুটিলস্বভাবা কালিকানাম্নী তদীয় পত্নী গৃহকথা প্রসঙ্গে তাহাকে মিষ্টস্বরে বলিল,—আর্যপুত্র! তুমি অতি সরল ও অসাবধান, যে হেতু তুমি এই বিষবৃক্ষসদৃশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পরিবর্ধিত করিতেছ। তোমার অনেকগুলি পুত্র, এ কারণ ব্যয় অধিক হয়; কিন্তু উহার কিছুই ব্যয় হয় না। এখন ধন বিভাগ না করিলে পরে উহা ন্যায়ানুসারে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ গ্রহণ করিবে। প্রবৃদ্ধ ব্যাধি সদৃশ এই ভ্রাতার বধ করাই প্রধান ঔষধ। বন্ধুবিচ্ছেদাপেক্ষা ধনবিচ্ছেদই মনুষ্যগণের অধিক দুঃসহ হয়। গম্ভীর আয়-ব্যয় ও নানাকার্যসঙ্কুল এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাজনের হস্তী যেরূপ পঙ্কমগ্ন হয়, তদ্রূপ সহসা বিপৎপাত হইতে পারে।

খর্বট পত্নীর এইরূপ ক্রূর কথা শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি হিতকথাই বলিয়াছ; কিন্তু ইহা মহাপাপজনক। বহিরঙ্গ ধনলাভের জন্য কোন ব্যক্তি অন্তরঙ্গ অঙ্গকে ছেদন

করে? যাহারা অর্থোপার্জনে সক্ষম তাঁহাদের অর্থের জন্য পাপচিন্তা করা উচিত নহে। অর্থ সুরক্ষিত হইলেও ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হয়। সম্পদ গিরিনদীর ন্যায় কর্মতরঙ্গের বেগে পুনঃপুনঃ বিক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া যদৃচ্ছ পথে গমন করে। কেহই তাহার রোধ করিতে পারে না। অতএব হে সুভ্রু! আমার মন ভ্রাতৃদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতেছে না। বিত্তনাশ হইলেও—আমার জীবিকা নির্বাহ হইবে; কিন্তু চরিত্র নষ্ট হইলে কি উপায় হইবে?

খর্বট এই কথা বলিলে তদীয় পত্নী নানা যুক্ত ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ক্রমে পতির মন পাপকার্যে অভিমুখ করিয়া তুলিল। ক্ষুরধারা যেরূপ স্বভাবজাত ও বহু তৈলসেকদ্বারা পরিবর্ধিত কেশকলাপ সহসা ছেদন করে, তদ্রূপ স্ত্রীগণও সহজাত ও বহু স্নেহে প্রতিপালিত ভ্রাতাদিগকে সহসা বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীভূত করে। মোহাহত জনগণের বুদ্ধি এবং যুবতী নারী উভয়ই ক্রূর কার্যে অত্যন্ত বক্র হয় এবং পাপকার্যে প্রবর্তিত করিবার জন্য দৃঢ় আগ্রহ করে। পাপীয়সী এই উভয়ই অবশ্যই নরকপাতের কারণ হয়। যেরূপ শ্রীসম্পন্ন জনগণের পক্ষে অবনতি স্বীকার অসম্ভব, তদ্রূপ বন্ধু ও মিত্র জনে বিরক্ত এবং নিজ সুখে মত্তচিত্ত, স্ত্রী-জিত জনের সদ্বুদ্ধিও নিতান্ত অসম্ভব।

অনন্তর খর্বট ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া পুষ্পাহরণচ্ছলে বিজন বনে লইয়া গিয়া প্রস্তর দ্বারা তাহাকে বধ করিল। তাহার ক্রন্দনধ্বনি তখন অন্য আর কেহই শুনিতে পাইল না। আমিই সেই খর্বট ছিলাম। পূর্ব পূর্ব জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া অদ্যাপি অঙ্গুষ্ঠক্ষতিরূপ তাহার অবশিষ্টাংশ বহন করিতেছি।

পুরাকালে অর্থদত্ত নামে এক সার্থবাহ ধনরত্নে প্রবহণ পূর্ণ করিয়া অনুকূল পবনভরে রত্নদ্বীপ হইতে আগমন করিতেছিল। অন্য এক সার্থবাহ মূলধন নষ্ট হওয়ায় অর্থদত্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং হিংসাবশতঃ প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহণে ছিদ্র করিতে উদ্যত হইল।

তৎপরে অর্থদত্ত তাহা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেও ঐ সার্থবাহ বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া ঐ কার্য হইতে বিরত হইল না। তখন অর্থদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র প্রহারদ্বারা মাৎসর্যমোহিত ঐ সার্থবাহকে মারিয়া ফেলিলেন।

আমিই সেই সার্থবাহ ছিলাম এবং অন্যান্য জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া অদ্যাপি তাহার শেষাংশ চরণে খদির-কণ্টক-ক্ষতজন্য ব্রণ বহন করিতেছি।

পুরাকালে দয়াদ্র্চিত্ত উপরিষ্ট নামক এক প্রত্যেকবুদ্ধ পিণ্ডপাতের জন্য

কাসনগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় চপলক নামক এক যুবা প্রত্যেকবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ হস্তদ্বারা ভূমিতে ফেলিয়া দিল।

আমিই সেই চপলক ছিলাম এবং বহু জন্মে সেই অন্নবিচ্ছেদ করার জন্য পাপ ভোগ করিয়াও অদ্য সেই ফলাবশেষে শূন্যপাত্র হইয়াছি।

পুরাকালে প্রসন্নচিত্ত বশিষ্ঠ নামক ঋষি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৌরজন-পরিকল্পিত প্রশমারাম নামক বিহারে বাস করিতেন। তদীয় ভ্রাতা ভরদ্বাজ প্রব্রজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠকেই লোকে সমাদর করিত দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ তিনি সন্তাপ প্রাপ্ত হইতেন। গুণিগণের গুণ দেখিয়া তাহা বিনাশ করিবার জন্যই লোকে যত্ন করে; কিন্তু নিজের গুণ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে না।

একদা সরলচিত্ত বশিষ্ঠ প্রীতিবশতঃ ভক্ত জন কর্তৃক প্রদত্ত মহামূল্য বস্ত্রযুগল ভ্রাতা ভরদ্বাজকে প্রদান করিলেন। গুণবিদ্বেষী ভরদ্বাজ তাহা গ্রহণ করিয়াও শত্রুতা করিতে বিরত হইল না। দুর্জন উপকার বা প্রীতি দ্বারা আত্মীয় হয় না। ভরদ্বাজ বিহারের পরিচারিকাকে নির্জনে ডাকিয়া, তাহাকে সেই বস্ত্রযুগল প্রদান পূর্বক সমাদর সহকারে বলিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি এই বস্ত্রযুগল পরিধান করিবে এবং লোকে জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে বলিবে যে, ইহা আমাকে বশিষ্ঠ দিয়াছেন।

পরিচারিকা ভরদ্বাজের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য করিল। তাহাতে লোকে বশিষ্ঠের চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল। তৎপরে বশিষ্ঠের চরিত্রে সন্দেহ হওয়ায় লোকে আর তাঁহাকে সমাদর করিত না; এ জন্য তিনি দূরদেশে চলিয়া গেলেন। মহাজনগণ স্বভাবতঃ সমাদর-হানির ভয় করিয়া থাকেন।

আমিই সেই ভরদ্বাজ ছিলাম। অন্যান্য জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া এখন অবশিষ্ট পাপফলে সুন্দরী কর্তৃক মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়াছি।

পুরাকালে আমি বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কূটতর্ক দ্বারা একজন পঞ্চাভিজ্ঞ ধীমান্ মুনির কীর্তিনাশ করিয়াছিলাম। পুরাকালে বারাণসী নগরীতে কন্দর্পের জয়পতাকাস্বরূপ ভদ্রা নামে একটি সুন্দরী বেশ্যা ছিল। একদিন কুটিলস্বভাব মৃণাল নামক এক বিট ঐ বেশ্যাকে দেখিয়া রাত্রি-ভোগের জন্য তাহাকে বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিল। তৎপরে দিবাকর তরল রাগে রঞ্জিত সন্ধ্যার সঙ্গমে উন্মুখ হইয়া গগনপ্রাঙ্গণের একদেশে লম্বমান হইলে ভদ্রা নিজ ভবনে গিয়া লাবণ্যা-ভরণ সত্ত্বেও পুষ্প, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিল। কার্যার্থিনী ভদ্রা দর্পণ সম্মুখী হইয়া পাদতল অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিয়া এবং তরল হার

কণ্ঠে লম্বিত করিয়া বেশ্যাচরিত্রের যাথার্থ্য সম্পাদন করিল। ভদ্রা কণ্ঠে এক প্রকার, বদনে এক প্রকার, ওষ্ঠে এক প্রকার এবং হৃদয়ে অন্য প্রকার ভূষণ ধারণ করিল। সবগুলিই পুরুষগণের লোভনীয় হইল। সে যেন অতি বিচিত্র মূর্তিমান্ নিজ কর্তব্য কার্যই চিত্রিত করিল। নানাবর্ণ অঙ্গরাগে রঞ্জিতা ভদ্রা উল্লসিত ধূপধূমে, অন্ধকারে ও সন্ধ্যারাগে রঞ্জিতা সন্ধ্যার ন্যায়, কন্দর্পের জয়কীর্তিস্বরূপ চন্দ্রকলার ন্যায় অলকমধ্যে একটি তিলক-রেখা চিত্রিত করিল।

তৎপরে মকরিকা নাম্নী তদীয় দাসী সত্বর তথায় প্রবেশ করিয়া বলিল যে, একটি নূতন যুবক ক্ষণকালের জন্য তোমার সঙ্গমাশায় বাহিরে রহিয়াছে। এ ব্যক্তি পঞ্চশত কার্ষাপণ তৃণবৎ প্রদান করিয়া কিছুক্ষণমাত্র থাকিয়াই চলিয়া যাইবে। ইহা তোমার পক্ষে একটি নিধিস্বরূপ আসিয়াছে। হে সুভগে! প্রভূত ধনপ্রদ, অল্পক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষমাশীল এরূপ প্রচ্ছন্ন কামুক আর কোথায় পাইবে?

ভদ্রা দাসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল সারল্য ও লোভের মধ্যে পড়িয়া দোলায়মান হইল এবং পরে হাস্য সহকারে বলিল, আমি একজনের নিকট বেতন প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে রথ্যাঙ্গনার ন্যায় অন্যজনের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ উত্তান হস্তে ধন গ্রহণ করিব? জলসত্রের ন্যায় বেশ্যাগণ সকলের অধীন হইলেও ক্ষণকালের জন্য স্বাধীন হইতে পারে। পূর্বে যে ব্যক্তি বরণ করিয়াছে, সেই বেশ্যার স্বামী, বলিতে হইবে। মৃণাল এই একরাত্রি কাল আমাকে ক্রয় করিয়াছে। অন্যলোক প্রাতঃকালে আসিতে পারে। আমরা ত সর্বদাই নব নব উদ্যম করিয়া থাকি। তুমি কি বল?

নব নব আস্বাদে অনুরাগী ক্ষুদ্রাশয়া দাসী ভদ্রা কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কুপিত হইল এবং তাহাকে বলিল, এ এখন আসিয়াছে, ইহাকে যদি ত্যাগ কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আর আসিবে না। বেশ্যাগণ ও বণিকগণের বহু ভাগ্য থাকিলে তবে বহু ক্রয় ঘটিয়া থাকে। এস্থান হইতে কিছু, অন্যস্থান হইতে কিছু, এইরূপে দিবারাত্র সঞ্চয়রতা বেশ্যাগণের পুরুষ-সংসর্গে লোভ ঠিক পুষ্পচয়নের ন্যায়। বেশ্যা ধর্মের জন্য বা কামের জন্য সুসজ্জিত হয় না। কেবল ধনের জন্যই সজ্জিত হয়। বেশ্যা যাচক জনের বিদ্যার ন্যায় বহু জনের প্রণয়ভাজন হয়। বেশ্যা অশুচ হয় না। ইহার পাতিব্রত্যেরও লোপ হয় না। প্রত্যুত বহুসঙ্গ করিয়াও লোকের অভ্যর্থনীয় হয়। যে বেশ্যার গৃহে রাজসভার ন্যায় কতকগুলি লোক প্রবেশ করিতেছে, কতকগুলি লোক নির্গত হইতেছে এবং কতকগুলি লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, সেই বেশ্যাই শোভিত হয়।

পণ্যনারীর পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর কি আছে? যাহার গৃহে আসিয়া বণিকগণ শূন্যমনে ফিরিয়া যায় এবং অবসাদপ্রাপ্ত হয়। বেশ্যার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর নাই।

অভাগ্যবশতঃ বেশ্যার গ্রাহক উপস্থিত না হইলে সে শূন্যগৃহে শয়ন করে এবং প্রাতঃকালে মিথ্যা কামুক কর্তৃক দ্বারভঙ্গ বর্ণনা করে। বেশ্যাগণ পণ্যপ্রসারণ করিয়া দূরবর্তীর প্রতীক্ষায় উপস্থিত ক্রয় পরিত্যাগ করিলে পর্যুষিত মালার ন্যায় সদ্যঃ শুষ্ক হয়। এই লোকটি কৌতুকমাত্র ইচ্ছা করে এবং বহুধন প্রদান করে; এ ব্যক্তি অতিশয় কার্যব্যগ্র। এ প্রবেশ করিয়াই চলিয়া যায়। ক্ষতি কি, উপস্থিত ধন গ্রহণ কর।

ভদ্রা দাসী-কথিত নিজ হিতকথা শ্রবণ করিয়া তাহাই স্বীকার করিল। বেশ্যারা স্বভাবতঃই লুব্ধস্বভাবা। লোকরঞ্জন করা কেবল তাহাদের কর্তব্যানুরোধে হইয়া থাকে। 'দয়া করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি এখনও ভূষণাদি পরিধান করি নাই,' ভদ্রা এই বলিযা দাসীদ্বারা মৃণালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

তৎপরে ভদ্রা বহুপ্রদ কামী সুন্দরক কর্তৃক কিছুক্ষণ উপভুক্ত হইয়া গজোপভুক্তা পদ্মিনীর ন্যায় বিলোলতা প্রাপ্ত হইল। তৎপরে সুন্দরক চলিয়া গেলে তাহার দন্তাঘাতে ভদ্রার দন্তচ্ছদ উচ্ছিষ্ট হইল এবং সে তাহার নিদয়ভাবে আলিঙ্গন দ্বারা নির্মাল্য ভাব প্রাপ্ত হইল। ভদ্রা পুনশ্চ ভূষণাদি পরিধান করিয়া গুপ্তবিদ্বেষবতী দাসীকে মৃণালের নিকট শীঘ্র আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইল। মৃণাল দাসী কর্তৃক পিশুনতাবশতঃ কথিত সুন্দরক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়াও কোপ গোপন-পূর্বক বলিল যে, ভদ্রা এইখানে আসুক।

তৎপরে ভদ্রা এই সংবাদ পাইয়া অঙ্গরাগ-সৌরভে ভ্রমরগণকে আকর্ষণ করিতে করিতে উৎফুল্ল পাদপ-শোভিত মৃণালের উদ্যানে গমন করিল। মৃণাল ভদ্রাকে উপস্থিত দেখিয়াই রাগ-দ্বেষবিষে উৎকট মূর্তিমান সংসারের ন্যায় বিকার প্রাপ্ত হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, এই চঞ্চলা বেশ্যা আমার জন্য উপকল্পিত সাজসজ্জা অন্যের উপভোগ দ্বারা বিলুপ্ত করিয়াছে। নখোল্লেখ ও দশনাঘাত দ্বারা স্তনতটে লিখিত স্বকীয় অভিনব কুটিল চরিত্রের বক্ররেখাধারিণী এই ভুজঙ্গীর অধরদলের কান্তি কামুকের উচ্ছিষ্ট হইয়া মলিন হইয়াছে। ইহার মুখও শুষ্ক হইয়াছে। এ আমার সর্বাঙ্গে যেন বিষম বিষ ঢালিয়া দিতেছে।

কুপিত মৃণাল ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ধূমোদ্গমসদৃশ ভ্রূভঙ্গ দ্বারা ভীষণমুখ হইয়া ভয়ে সঙ্কুচিতা ভদ্রাকে বলিল, যে বেশ্যা এক সময়েই বহুজনে

সঞ্জাত হয়, সে কেন অগ্রে পরের ধন গ্রহণ করে? আমার জন্য তুমি এই বেশভূষা করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি ইহা ঘর্মবিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছ।

মৃণাল এই কথা বলিয়া ভয়-কম্পিতা ভদ্রার বিলোল কাঞ্চীর তরল শব্দে 'প্রসন্ন হও, অবধ্যা অবলা বালাকে রক্ষা কর' এইরূপ দীন বাক্যে যেন প্রার্থ্যমান হইল। লতাগণও আকুল ভৃঙ্গমালার শব্দে যেন দয়াবশতঃ দূর হইতে প্রণতানন হইয়া পল্লবরূপ পাণির কম্প দ্বারা চতুর্দিক হইতে নিবারণ করিল।

নির্ঘৃণ মৃণাল ঘোরাকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ে অবসন্নদেহা কুরঙ্গীর ন্যায় আয়তলোচনা ভদ্রাকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত শস্ত্রে বেগে গমন করিল। ক্রোধে যাহাদের বিলোচন অন্ধ হইয়া রুদ্ধ হয়, মন দয়াবিহীন হয় এবং কার্য নির্ঘৃণতা-বশতঃ ঘোরাকার ধারণ করে, তাহাদের অকার্য কিছুই নাই।

অতঃপর দাসী 'পাপিষ্ঠ ভদ্রাকে বিজনে হত্যা করিয়াছে' এই বলিয়া কোলাহল করিলে তথায় লোক-সমাগম হইল। ইত্যবসরে মৃণালক সুরুচি নামক প্রত্যেক-বুদ্ধের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ও তাহার সম্মুখে সেই রক্তাক্ত অস্ত্রটি রাখিয়া জনতামধ্যে প্রবেশ করিল। পৌরগণ সেই অস্ত্রটি দেখিয়া নিষ্পাপ প্রত্যেক-বুদ্ধকেই বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেল।

অতঃপর রাজার আজ্ঞায় প্রত্যেকবুদ্ধকে হত্যাপরাধের সমুচিত বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে মৃণালক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া নিজকৃত পাপকার্য স্বীকার করিল। তৎপরে রাজা মৃণালের কথায় বিচার করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া মোচন করিলেন এবং মৃণালকে কুকার্যের সমুচিত দণ্ড দিলেন।

আমিই সেই মৃণালক ছিলাম। বহুজন্মে নরকমধ্যে সেই উগ্রপাপ ভোগ করিয়া অদ্যাপি সেই কর্মফলের অবশেষ স্বরূপ তীর্থাঙ্গনা কর্তৃক মিথ্যাপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পুরাকালে বন্ধুমতী নামক পুরীতে বিপশ্যী নামে ভগবান জিন ভিক্ষুগণ সহ বাস করিতেন এবং পুরবাসিগণ নানা ভোগ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিত। মঠর নামক এক ব্রাহ্মণ বিপশ্যীর সমাদর দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ পুরবাসিগণকে বলিল যে, শিখাহীন ভিক্ষুগণকে উৎকৃষ্ট ভোগ ভিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। পুরাতন কোদ্রব ও যব দ্বারা ইহাদের ভোজ্য বিধান কর। মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষুগণের বিকট মুখ দিব্য আহারের যোগ্য নহে।

আমিই সেই বিপ্র ছিলাম। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় বহু জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া অবশেষে কোদ্রব যব আহার করিতে হইয়াছে।

পুরাকালে যখন আমি উত্তর নামে এক মানব হইয়াছিলাম, তখন পুদ্গলের নিন্দা করিয়া আমি বহু পাপ পাইয়াছি। সেই জন্য এখন আমাকে ছয় বৎসর দুষ্কর কার্য করিতে হইয়াছে। ঐ সময়ে আমি কেবল বোধি লাভ করিয়াছি, অধিক কিছু প্রাপ্ত হই নাই।

পুরাকালে এক পল্লীগ্রামে ধনবান্ নামে এক গৃহস্থ ছিল। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ এক সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। তিক্তমুখ নামক এক বৈদ্য বহু ধন-লাভাশায় তাহাকে সুস্থ করিল। কিন্তু তাহার পিতা ঐ বৈদ্যকে কিছুই দিল না। কিছুদিন পরে আবার সে অসুস্থ হইলে ঐ বৈদ্য পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া দিল। এবারেও তদীয় পিতা বৈদ্যকে কিছুই দিল না।

ঐ বৈদ্য তখন ক্রোধজ্বরে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণায় অধীর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ-পূর্বক চিন্তা করিল,—হায়! আমি সরলবুদ্ধিবশতঃ এই ধূর্ত কর্তৃক বৃথা প্রতারিত হইয়াছি। কি করিব, রোগী এখন আমার হস্ত হইতে গিয়াছে; নহিলে উপায় করিতাম। রোগকালে তিক্ত ঔষধবৎ বৈদ্যকে সকলেই ভালবাসে। পশ্চাৎ আরোগ্য হইলে স্মরণ করিয়াও মুখ বিরত করে। কার্যসিদ্ধ হইলে যেমন ধনবানকে আর অপেক্ষা করে না, এবং নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন নাবিককে আর আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ ব্যাধিমুক্ত হইলে বৈদ্যের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। রোগী অসুস্থাবস্থায় বৈদ্যের পায়ে পড়িয়া আরাধনা করে। পরে সুস্থ হইলে তাহার নাম করিলে থুৎকার করে। বন্ধন হইতে মুক্ত হরিণ লুব্ধকের, কারা হইতে পলায়িত চোর রাজার এবং রোগমুক্ত রোগী বৈদ্যের হস্তগত হওয়া পুণ্য ব্যতীত হয় না।

বৈদ্য সতত এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখ করিত। কিছুদিন পরে সেই ব্যক্তি আবার পুনশ্চ ব্যাধিগ্রস্ত হইল। অতঃপর কুপিত বৈদ্য যাহাতে তাহার সত্বঃবিনাশ হয়, এইরূপ স্থির করিয়া বিরুদ্ধ নাড়ীচ্ছেদক ঔষধ দিল। সেই বৈদ্য-প্রদত্ত বিপরীত ঔষধ পান করিয়া রোগীর অন্ত্র সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। লোভান্ধ ও পাপ-গর্তে পতনোন্মুখ জনগণ কি না করিয়া থাকে?

আমি সেই বৈদ্য ছিলাম। বহুশত জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া অদ্যাপি অবশিষ্ট কর্মফলে প্রস্কন্দি ব্যাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

পুরাকালে মৎস্যজীবিগণ দুইটি মহাকায় মৎস্য আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ দেখিয়া একটি কৈবর্ত-বালক আনন্দে হাস্য করিল। আমিই সেই কৈবর্ত-বালক ছিলাম। বহু জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া ইহজন্মেও সেই জন্যই শাক্যবংশ-বিনাশ-কালে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল।

পুরাকালে জনপদবাসী এক মল্ল বল নামক প্রতিমল্লকে যুদ্ধে ছলপূর্বক নিপাতিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠ দ্বিধা করিয়াছিল। আমি সেই মল্ল ছিলাম। বহু জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া অদ্যাবধি আমার পৃষ্ঠে বাতশূল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আমি বোধি প্রাপ্ত হইলেও এবং আমার এই দেহ নির্দোষ হইলেও কর্মপঙ্কের অবশেষ চিহ্নস্বরূপ ক্লেশবিন্দু-সকল ইহাতে উপস্থিত হইয়াছে। জন্মোৎসবকালে ও নিধনকালে মালার ন্যায় এই বিচিত্র কর্মশ্রেণী পুরুষের শরীরে সন্নিবদ্ধ হয়। ইহা সুখ ও দুঃখের সীমায় পরিভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার বাসনাশেষ অপগত হয় না।

ভিক্ষুগণ ভগবৎ-কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া কর্মের অনতিক্রমনীয়তা নিশ্চয় করিলেন।

একপঞ্চাশত্তম পল্লব

রুক্মবত্যবদান

যাঁহারা আর্তজনের পরিত্রাণের জন্য আগ্রহবান্, ঈদৃশ দয়াপ্রবণ জনগণের উৎসববৎ পরিগণিত প্রাণাত্যয়কালে (হর্ষবশতঃ) দেহ পুলকে অলঙ্কৃত হয়, তখন তাঁহাদের দেহে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা যে সকল ক্ষত হয়, উহা লোলাক্ষীগণের কর্ণোৎপল অপেক্ষাও অধিকতর রমণীয় হয়। এতাদৃশ জনগণের উদার চরিতের কথা বাল্যোচিত কিরূপ বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিব, জানি না।

পুরাকালে ভগবান্ গুহ্যকৈবর্ত ও দরদকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সেই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্য তপোবনে গিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় আসিলেন। তিনি ভগবানের মুখে হাস্য দেখিয়া হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্র কৌতুক ও প্রণয়বশতঃ হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন যে, এই বনপ্রান্তে আমার একটা পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে। সেই স্মরণানুভব-বশতই আমি হাস্য করিয়াছি। অকারণ হাস্য করি নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

উৎপলাবতী নগরীতে দানশীল ও দয়াসমন্বিতা রুক্মবতী নামে একটি বিখ্যাত ধনীকন্যা ছিল। রুক্মবতী একদিন দেখিল যে, একটি সদ্যঃপ্রসূতা দরিদ্র কন্যা ক্ষুধাবশতঃ রাক্ষসীর ন্যায় নিজ শিশু সন্তানকেই খাইতে উদ্যত হইতেছে। তিনি উহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ মনে মনে ভাবিলেন যে, অহো! নিজ দেহে স্নেহবশতঃই লোকের মতি পাপে প্রবৃত্ত হয়। যদি আমি ইহার ভোজনদ্রব্য আহরণ জন্য স্বগৃহে যাই, তাহা হইলে এই ক্ষুধার্তা রমণী নিশ্চয়ই নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করিবে। অথবা যদি শিশুটি লইয়াই যাই, তাহা হইলে এই কৃশা রমণী সদ্য প্রাণত্যাগ করিবে।

রুক্মবতী এইরূপ উভয়-সঙ্কটের বিষয় চিন্তা করিয়াও দয়াবশতঃ জগজ্জনের উদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রণিধান করিয়া নিজ হস্তে নিশ্চলভাবে শাণিত অস্ত্র দ্বারা স্তনদ্বয় ছেদনপূর্বক ঐ রমণীর জীবন ধারণের জন্য তাহাকে দান করিলেন। রুক্মবতীর এই বিখ্যাত যশঃদ্বারা ত্রিভুবন আশ্চর্যান্বিত হইলে ইন্দ্র বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমন-পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি! তোমার এই স্তনচ্ছেদনপূর্বক দানকার্যে মনে কোনরূপ বিকৃতি হইয়াছিল কি? সত্যবাদিনী সতী রুক্মবতা ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, যদি এই স্তনদান কার্যে আমার মনে লেশমাত্র বিকাব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মহা সত্যদ্বারা আমার স্ত্রীভাব নিবৃত্ত হউক।

এইকথা বলিবামাত্রেই সত্যশালিনী রুক্মবতী স্ত্রীরূপ ত্যাগ করিয়া সর্বলক্ষণ সম্পন্ন পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে উৎপলাবতী নগরীতে বাজা উৎপলাক্ষেব আয়ুঃশেষ হওয়ায় ব্যাধি-যোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। অনন্তর লক্ষণজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ তথায় আসিয়া সদ্যঃ পুম্ভাবপ্রাপ্ত এই রুক্মবানকেই রাজ্যে অভিষিক্ত কবিলেন। ধর্মধন রুক্মবান বহুকাল সমৃদ্ধি-ভোগদ্বারা রাজ্য করিয়া তনু ত্যাগ করিলেন। কাল উপস্থিত হইলে কাহারও দেহ থাকে না।

এই নগবীতেই সত্ত্বর নামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। ইনি বহুজন্মাভ্যস্ত নির্ব্যাজ দান-কার্যে আদরবান্ ছিলেন। ইনি সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল-চিন্তায় সদাই মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য একদা পক্ষিগণের ক্ষুধাজন্য দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া শ্মশানে গমনপূবক ক্ষুরদ্বারা নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া উত্তানশায়ী হইয়া মাংসাশী পক্ষিগণকে নিজ দেহ দান করিলেন। একটা ঊর্ধ্বগামী বিহঙ্গ ইহার দক্ষিণনয়ন তুণ্ডদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ উৎপাটিত করিতে লাগিল এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ সরিয়া যাইতে লাগিল।

সত্ত্বর ধৈর্যদ্বারা সর্বাঙ্গ নিশ্চল করিয়া ভীত ঐ পক্ষীকে বলিলেন,—তুমি

নিঃশঙ্কভাবে ভোজন কর। আমি তোমাকে বারণ করিব না। অসার, বিরস ও ক্ষণস্থায়ী দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যদি ইহাদ্বারা লেশমাত্র পরোপকার হয়, তাহা হইলেই ইহা সংসারে সার হইতে পারে। ক্লেদময়, নিন্দিত, বিনশ্বর ও প্রতি পদে শ্বাসক্ষণে স্পন্দনশীল এই মলিন দেহে স্নেহ করা কেন? এই দেহের একমাত্র এইটিই স্পৃহনীয়তা আছে যে, যদি কখনও কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্য ইহাকে ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে ইহা সার্থক। সত্ত্ববর এই কথা বলিলে পর ক্ষুধার্ত পক্ষিগণ ক্ষণকালমধ্যেই মাংস-খণ্ড-সকল ভক্ষণ করিলে তাঁহার দেহ অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া গেল।

অনন্তর সত্ত্ববর মহাশাল নামক ব্রাহ্মণকুলে সত্যব্রত নামে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বজনের সম্মানভাজন হইলেন। সর্ববিদ্যাবিশারদ, করুণাময়চিত্ত ও শান্তিরত সত্যব্রতের মন বিবাহ করিতে নিতান্ত বিমুখ হইল। সংকুলে জন্ম, গুণার্জন, বিবেকালঙ্কৃতা মতি এবং সর্বপ্রাণীতে দয়া ও মৈত্রীভাব—এ সমস্তই পুণ্যকর্মের লক্ষণ। বৈরাগ্য-নিরত সত্যব্রত যুবাবস্থাতেই তপোবনে গিয়া দুইজন মহর্ষির উপদেশে ব্রত ধারণ পূর্বক আশ্রমেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

তৎপরে কালক্রমে বিমল জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়া একদিন আসন্নপ্রসবা একটি ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন, এই ক্ষুধার্তা ব্যাঘ্রীর সপ্তাহমধ্যেই প্রসব হইবে এবং ইহার নিজ শাবক ভক্ষণের জন্য তীব্র স্পৃহা হইবে। সত্যব্রত এই প্রকার ব্যাঘ্রীর দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং মহর্ষিদ্বয়ের নিকট তাহা নিবেদন করিয়া, করুণাবশতঃ তাহা প্রতিকারের ইচ্ছা করিলেন।

তৎপরে সপ্তাহকাল অতীত হইলে গর্ভভরালসা ব্যাঘ্রী বহুদিন উপবাস করায় শীর্ণ হইয়া অতিকষ্টে কয়েকটি শাবক প্রসব করিল। নিজ শোণিতগন্ধে তীব্র স্পৃহাবতী ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া সত্যব্রত দয়াবশতঃ চিন্তা করিলেন যে, এই বরাকী ব্যাঘ্রী ক্ষুধাবশতঃ নিজ শাবক ভক্ষণে উদ্যত হইতেছে। অহো! এই ব্যাঘ্রী স্বার্থবশতঃ পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হইয়াছে। সকলেই নিজদুঃখে সন্তপ্ত ও পর-সন্তাপে শীতল হয়। পরদুঃখে বিশেষরূপে দুঃখিত লোক অতি বিরল উৎপন্ন হয়। আমি নিজ শরীর দান করিয়া এই শাবক-সমন্বিতা ব্যাঘ্রীকে রক্ষা করিব। ইহাদের প্রাণসংশয়কালে পর্যাপ্ত দুঃখ আমি সহিতে পারি না। যাঁহারা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য তৃণজ্ঞানে নিজ দেহ ত্যাগ করেন, তাহাদের মহাপুণ্যময় যশোদেহ চিরস্থায়ী হয়। প্রবহমান বায়ুদ্বারা চালিত নলিনী-দলস্থিত জলকণার ন্যায় চঞ্চল এই দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

করুণানিধি সত্যব্রত এইরূপ চিন্তা করিয়া বেণু-শলাকা দ্বারা গলে আঘাত করিলেন। ঐ ক্ষতস্থান হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি সেই ব্যাঘ্রীর সম্মুখে গিয়া নিপতিত হইলেন। মহাত্মগণের করুণা-কোমল মন বিপন্ন জনের পরিত্রাণে অত্যধিক আগ্রহযুক্ত হয় এবং পর-সন্তাপ সহ্য করিতে পারে না।

তদনন্তর রক্তাভিলাষবতী ব্যাঘ্রী নিশ্চলভাবে নিপতিত সত্যব্রতের বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। উহার নখাংশু সত্যব্রতের আশ্চর্য আর্য-চরিত্র-দর্শনে সঞ্জাত জগজ্জনের হর্ষজনিত হাস্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ব্যাঘ্রী নখদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিল। মিত্রতা যেরূপ স্খলন সহ্য করে, ক্ষমা যেমন কুকার্য সহ্য করে, প্রজ্ঞা যেরূপ চিন্তারাশি সহ্য করে, ধৈর্য যেরূপ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করে এবং তপস্যা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করে, তদ্রূপ সত্যব্রতের অচঞ্চল মূর্তি দয়াবশতঃ সেই ব্যাঘ্রীর নিপাত-জনিত বিষম আঘাত ও উগ্র ভার সহ্য করিল।

ব্যাঘ্রীর নখাবলী দ্বারা বিলুপ্যমান ও বিক্ষত সত্যব্রতের বক্ষঃস্থল ক্ষণকালের জন্য চন্দ্রবৎ শুভ্র সত্বগুণের কিরণাঙ্কুর দ্বারা পূরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমিষাহরণ ও শোণিতপানে মত্তা ব্যাঘ্রীকে সহর্ষে বিলোকনকারী সত্যব্রতের নিজ জীববৃত্তি, ইনি দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসে যাইতেছেন, এ জন্য ব্যাকুল হইয়া মুহূর্তকাল কণ্ঠাবলম্বন করিয়া ধৈর্য ধারণ করিল। পরিতৃপ্তা ব্যাঘ্রী তাঁহার চতুর্দিকে সহর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া যেন লজ্জাবশতঃ নতমুখী হইল এবং তিনি বিবাহপরাঙ্মুখ হইলেও তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার হৃদয়ানন্দ করিল।

ভব্যাত্মা জনগণের উদার স্বভাব মৈত্রীদ্বারা পবিত্র হয়। তাহাদের কীর্তি সৌজন্যের পুণ্যনদীস্বরূপ। তাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রাণিগণের হিতসাধক ও দীনজনের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া থাকে। চতুঃসাগরের বেলারূপ রসনাশোভিতা পৃথিবী ব্যাঘ্রীর নখাগ্র দ্বারা বিদলিতাঙ্গ সত্যব্রতের সেই অতুল সত্বগুণ বিলোকন করিয়া যেন প্রাণাপগমভয়ে বহুক্ষণ কম্পিত হইলেন।

আমিই সেই করুণানিধি সত্যব্রত ছিলাম। ভগবান এইরূপ নিজ পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ ভগবানের নিজমুখনিঃসৃত পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বশতঃ স্তিমিতাননন হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পল্লব

অদীন-পুণ্যাবদান

যিনি বল্কলধারী হইয়া বনগত হইয়াও সতত অর্থিগণের কৃতার্থতা সম্পাদন করেন, এরূপ চন্দন-তরুসদৃশ চারুচরিত্রবান্ জনের অর্চনা কে না করিয়া থাকে ?

অতঃপর ভগবান্ যখন অন্য এক তপোবনে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া হাস্য সহকারে ভগবান্‌কে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্বজ্ঞ ভগবান্ প্রণয়বান ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, হে সহস্রাক্ষ! এই দেশে আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি।

পুরাকালে সুরপুরসদৃশ মাষ্‌দন নামক নগরে পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ অদীনপুণ্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও মৈত্রীতে সংসক্তচিত্ত হওয়ায় লক্ষ্মী যেন তাঁহার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ তদীয় অর্থিগণের গৃহে বাস করিতেন।

একদা রাজা ব্রহ্মদত্ত অদীনপুণ্যের জগদ্বিখ্যাত চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিজয় করিবার ইচ্ছায় তথায় আসিলেন। ব্রহ্মদত্ত অদীনপুণ্যকে বন্ধন করিবার জন্য করিসমূহ দ্বারা দিগন্তর অন্ধকারিত করিয়া নগর অবরুদ্ধ করিলেন। অদীন-পুণ্যের মন্ত্রিগণ মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাদের রাজা সর্বপ্রাণীতেই অনু-কম্পাবান্, ইনি শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা রাজাকে কিছু না বলিয়াই যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন।

ক্রমে যুদ্ধ প্রবর্তিত হইলে এবং নানা গজ, অশ্ব ও রথের ক্ষয় হইলে রাজা অদীনপুণ্য কারুণ্যবশতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিলেন, শত অধর্মযুক্ত এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম অত্যন্ত বিষম। এই ক্ষত্রিয়-ধর্মে প্রাণীবধ ও ক্রূরতা ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ক্ষত্রিয়গণের রুধির-দিগ্ধ ও মলিন ধর্মে ধিক্। আমার জন্যই এরূপ প্রযত্ন করা হইতেছে; অতএব আমার জীবিত থাকা উচিত নহে। মনুষ্যগণের দেহ বিনশ্বর, শত বিপদে শীর্যমাণ ও নিত্যই দুঃখোচ্ছ্বাসে অধৈর্য। ভোগ-সুখ চিরস্থায়ী নহে; কিছুক্ষণ পরেই উহা স্মরণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব ক্ষণকালের জন্য সামান্য সুখের আশায় প্রাণী হংসার জন্য প্রযত্ন করা বড়ই কষ্টকর। অতএব আমি হিংসা ও অপায়ের নিকেতনস্বরূপ ও অধর্মবহুল এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে

গমন করিতেছি। অজ্ঞানমূঢ় রাজগণের বধ ও বন্ধন-শত দ্বারা অর্জিত ও পাপ-বহুল সম্পদকে কাল নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। অচিন্ত্যনীয় বলবান্ কাল, সংসারের গাঢ় মোহে হতবুদ্ধি এবং স্থির আশা-বন্ধ দ্বারা বিষয়-সুখপ্রত্যাশী পুরুষগণের প্রত্যেকেরই—বিনাশ বিধান করিতেছেন এবং সকলেরই কার্যের পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাজা অদীনপুণ্য এইরূপ চিন্তা করিয়া ও হিংসাপাশ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাত্রিকালে দণ্ড ও বল্কল গ্রহণপূর্বক তপোবনে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে মন্ত্রিগণ রাজার তপোবন-গমন শ্রবণ করিয়া, তাহা লোকমধ্যে প্রকাশ না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শরবর্ষী ও গর্জনকারী রিপুকে বলিলেন যে, হে মত্ত মাতঙ্গ, মেঘগর্জন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া এত গর্জন করিও না। এখানে সিংহ বসিয়া আছেন। ধীরস্বভাব মন্ত্রিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এই কথা বলিয়া নিজ প্রভুর বিপুল সম্মান ও অভ্যুদয় প্রকাশপূর্বক ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে কোশল দেশে কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা হিরণ্যবর্মা কর্তৃক ধন-দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। তাঁহার পুত্র-দারাদি বান্ধবগণ বন্ধনাগারে বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি তাঁহার সমগ্র ধন প্রদান করিয়া দারিদ্র্যবশতঃ আর অধিক দিতে পারিলেন না।

তিনি বন্ধুগণের বন্ধনে দুঃখিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধচরণ সারঙ্গের ন্যায় চলৎশক্তিহীন হইয়া চিন্তা করিলেন,—আমার পিতা, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, কন্যা ও পুত্র—সকলেই কারারুদ্ধ হইয়াছে। ধন ব্যতিরেকে ইহারা মুক্তি লাভ করিতেছে না। যেখানে রাজা ধর্মদ্বেষী ও লোভী, এরূপ ক্লেশবহুল দেশ পরিত্যাগ করিলেই জীবন রক্ষা হয়। অথবা বহু কষ্ট হইলেও লোকে কিরূপে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারে? যেহেতু তাহারা বন্ধুগণরূপ বন্ধন দ্বারা সতত আবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব এই ক্লেশময় সময়ে ধনোপার্জন করাই শ্রেয়স্কর। সংসার মধ্যে এরূপ কোন বিপদ্ নাই, যাহা দ্বারা ধন উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না। ধন-সম্পৎ বেশ্যার ন্যায় কুটিল ও বিকৃত স্বভাব। উহাকে প্রার্থনা করিলে পলায়ন করে এবং অপ্রার্থিত হইয়া স্বয়ং আগমন করে। সেবা-বৃত্তি জীর্ণ লতার ন্যায় বিরস ও শোষানুবন্ধিনী অর্থাৎ তাহা দ্বারা দেহ শুষ্ক হইয়া যায়। সেবা কখনও বা কোথায় সফল হয়; প্রায়ই হয় না। যাচ্ঞা করা অত্যন্ত লজ্জাকর। সজ্জনগণ যাচ্ঞা করেন না। যাচ্ঞা শত অপমান সহ্য করিয়া সফল হইলেও নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যাচকগণ কোন স্থানে প্রথম গমন করায় কিঞ্চিন্মাত্র সমাদর প্রাপ্ত

হইয়া, পরক্ষণে সামান্য ধন যাজ্ঞা করায় অপমান ও গ্লানি প্রাপ্ত হয়। উহারা মনোমধ্যে আশার বিষয় বিবেচনা করিয়া সততই সন্দেহে তরলিতমতি হয়। উহারা কখনও আশাবন্ধকে বর্ধিত করে এবং পরক্ষণেই সংকোচ করে। সকলেই লোভ স্বভাব। কেহ ধনদ্বারা গুণ গ্রহণ করে না। অতএব আমি সর্ববিধ উপায়বিহীন। আমার আর গতি নাই। কি করিব, কোথায় যাইব? আমি ছায়ার্থী হইয়া মরুভূমির পথে রহিয়াছি। আমার নিরালম্ব মনোরথ বিশ্রাম পাইতেছে না। এই নানা জন-সমাকীর্ণ সংসার-কাননমধ্যে আমার এই বিপৎকালে কোন একটি ঈদৃশ সাধুজনরূপ বৃক্ষকে পাইতেছি না। যিনি অর্থিগণকে সর্ববিধ বাঞ্ছিত ফলদান করিতে কম্পিত হন না এবং কখনও নতভাব ত্যাগ করেন না। সত্ত্বসাগর রাজা অদীনপুণ্য সমস্ত অর্থিগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষস্বরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই বিপন্নের দুঃখনাশক।

ব্রাহ্মণ কপিল এইরূপ চিন্তা করিয়া সমুৎসুকমনে রাজা অদীনপুণ্যের সহিত দেখা করিতে গেলেন। আশা তাঁহার পথ দেখাইয়া দিল এবং হর্ষ অগ্রে যাইতে লাগিল। তৎপরে তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া, নগর প্রান্তবর্তী তপোবনে উপস্থিত হইয়া, পথশ্রান্ত অবস্থায় বল্কলধারী রাজাকে দেখিতে পাইলেন। করুণাসাগর রাজা ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে ক্লান্ত কপিলকে দেখিয়া এত দূরদেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কপিল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নিজ বৃত্তান্ত ও বন্ধুজনের কারাবন্ধন নিবেদন করিয়া পুনশ্চ বলিলেন,—আমি বন্ধুগণের বন্ধন মোচনের জন্য ধনলাভের আশায় অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ-সদৃশ রাজা অদীনপুণ্যের সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। করুণাপূর্ণমনাঃ শ্রীমান্ রাজা অদীনপুণ্য সদ্যঃ দর্শনমাত্রেই আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। মহাজনগণ ক্লেশ ও সন্তাপদ্বারা অম্লান, অবমানদ্বারা অদূষিত এবং অপর্যুষিত ফল প্রদান করেন। প্রজাগণের দারিদ্র্যরূপ তীব্র সন্তাপের নিবারক কীর্তিপ্রকাশদ্বারা পরিপূরিত-দিগন্তর এবং উদার, বিমল ও আনন্দপূর্ণমনাঃ সেই রাজচন্দ্রই আমার সন্তাপ দূর করিবেন।

রাজা ব্রাহ্মণ কথিত এইকথা শ্রবণ করিয়া তদীয় সন্তাপ তাঁহাতে সংক্রান্ত হওয়ায় এবং কোনরূপ প্রতিকার না থাকায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিলেন, আহা! আমি এখন রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। এই ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ অসময়ে পথিমধ্যবর্তী শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় আমাকে স্মরণ করিয়াছে। আমি অর্থিগণের বহু দূর পথশ্রমের বৈকল্যবশতঃ সন্তাপপ্রদ এবং মরীচিকাজলসদৃশ মোহজনক,

অতএব আমায় ধিক্। অর্থিগণের পথশ্রম মুখোপায় প্র[illegible]
আশা-ভঙ্গ দ্বারা দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। এই ব্রাহ্মণ যদি শ্রবণ[illegible], আমিই সেই
রাজা এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে এখনই
জীবন ত্যাগ করিবেন। আশা উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে প্রবল চিন্তা উৎপাদন করে।
পরে তরুণতা প্রাপ্ত হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত করে। তৎপরে বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত হইলে
কন্যার ন্যায় শোক বিধান করে। অবশেষে আশা নষ্ট হইলে তখনই শরীর দগ্ধ
করে। এই ব্রাহ্মণ এখান হইতে রাজধানীতে গিয়া এবং আমাকে না পাইয়া
সন্তাপবশতঃ ভগ্নোমনোরথ হইবেন। অন্য আর কি করিবেন। যাঁহার নিকট
হইতে যাচক প্রত্যাখ্যানবশতঃ মলিনবদন এবং উষ্ণ নিশ্বাসদ্বারা শুষ্যমান সঙ্কল্প দ্বারা
অল্পীকৃত ও নতদেহ হইয়া চলিয়া যায় না, এরূপ কুশলী ও নরগণের ক্লেশকালে
পরিত্রাণযোগ্য বন্ধুস্বরূপ লোকই ধন্য বলিয়া আমার বোধ হয়। লবণ সমুদ্রের
জন্মে ধিক। কারণ উহা জলার্থী জনগণের তীব্র তৃষ্ণা সমুত্থসন্তাপ নিবারণ করিতে
পারে না। এজন্যই উহার জলরাশি পথিক জনের দীর্ঘ নিশ্বাসে সন্তপ্ত হইয়াছে।
অগস্ত্য মুনির উদর মধ্যে বর্তমান জঠরাগ্নির প্রতাপে নিজে পরিভূত হইয়া সন্তাপ-
ক্লেশ জানিতে পারিয়াও লবণসাগর পরের সন্তাপ দুর করিতে শিখিলেন না।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া, ফল ও জলদ্বারা তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়া
অপ্রিয় কথা বলিবেন, এজন্য ভীতভাবে তাহাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমিই
রাজা অদীনপুণ্য। শত্রুগণের বধোদ্যমকালে হিংসাকার্যে বিরক্তিবশতঃ রাজ্য
ত্যাগ করিয়া আমি বিজন বনে আশ্রয় লইয়াছি। রাজগণ মাংসাশী হিংস্র জন্তুর
ন্যায় হিংসা করিয়া প্রত্যগ্ররুধিরলিপ্ত ও ভ্রূভঙ্গ-ভঙ্গুর ভোগ উপভোগ করে।
কি করিব? এখন আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত নহি। আপনি অসময়ে আমার
নিকট আসিয়াছেন। আমি যাহা কিছু করিতে পারি, তাহা অসঙ্কোচে বলুন।

ব্রাহ্মণ রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বন্ধুগণের মোচনে নৈরাশ্যবশতঃ বজ্রাহতবৎ
মহীতলে পতিত হইলেন। রাজা মূর্ছিত ও ভূমিপতিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সজল-
নয়নে প্রিয়বাক্যদ্বারা আশ্বাসিত করিয়া পুনর্বার চিন্তা করিলেন, অহো! আমি কি
মন্দপুণ্য। যেহেতু মরুভূমিতুল্য আমাতে অর্থীর আশালতা অঙ্কুরিত হইয়া শুষ্ক
হইয়া গেল। অর্থার্থী-জন অস্থানকৃতা যাচ্ঞা সফলা হইবে বিবেচনা করিয়া
ক্ষণকালমধ্যে আশারূপ তুলিকাদ্বারা শাখাসহস্র-শোভিত বৃক্ষ অঙ্কিত করে।
অনন্তর ঐ অঙ্কিত বৃক্ষের মূলে গিয়া বাঞ্ছিত ফল না পাওয়ায় তখনই বিফলমনোরথ
হয় এবং বহু পরিশ্রম করার জন্য মূর্ছিত হয়। যদি আমি নিজে যাচ্ঞা করিয়াও

স্বল্পমাত্র ধন ইহাকে দিই, তাহা দ্বারা ইহার কি হইবে? ভিক্ষা করিয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। যদি সেই তৃণাচ্ছন্ন গৃহেই থাকিতে হইল, যদি গৃহের অঙ্গনাগণ সেইরূপ চুল্লীমধ্যে সুপ্ত বিড়াল-শিশুগণকে দেখিয়া (তাহাদের খাদ্য দিতে না পারায়) কেবল দয়া প্রকাশই করিল এবং এখনও যদি হাঁটিয়াই পথে চলিতে হইল, তাহা হইলে রাজদর্শন করিয়া ও রাজাকে তুষ্ট করিয়া কি ফল হইল?

কৃপাময় রাজা বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্য উদ্যুক্ত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! উঠ! তোমার অভিলষিত-সিদ্ধির একটি পরম উপায় আমি লাভ করিয়াছি। ইহাতে অবিলম্বেই তোমার ফল লাভ হইবে। আমার মস্তক ছেদন করিয়া রাজ ব্রহ্মদত্তকে গিয়া দেও। তিনি প্রীতি হইয়া তোমাকে প্রচুর ধন দিবেন।

ব্রাহ্মণ অর্থিগণের পক্ষে চন্দনতরুসদৃশ রাজার এই কথা শুনিয়া কর্ণপ্রবিষ্ট তপ্তসূচী দ্বারা যেন বিদ্ধ হইয়া বলিলেন, আপনি ত্রৈলোক্যের সার এবং জগতের পুণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন কে পাপাচারী শঠ আছে যে, আপনার কণ্ঠে অস্ত্র নিপাতিত করিবে। এমন কে লুব্ধমতি আছে যে, আপনার অহিত চিন্তা করিবে? অঙ্গার করিবার জন্য সহকার-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া কে ক্রূরতা করে।

ব্রাহ্মণ এইকথা বলিলে রাজা বলিলেন, তবে আমাকে জীবিত অবস্থায় বাঁধিয়া সেই শত্রুর নিকট লইয়া যাও। রাজা যত্নসহকারে প্রার্থনা করায় ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁধিয়া শত্রু হইতে ভীত রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেল।

ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণকর্তৃক আনীত রাজা অদীনপুণ্যকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বাঞ্ছিতাধিক ধন প্রদান করিলেন এবং তাহাকে নিজ উন্নত সিংহাসনে বসাইয়া নিজ মস্তকের উষ্ণীষ তাঁহার পদতলে স্থাপিত করিলেন। ব্রহ্মদত্ত নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলে অদীনপুণ্য শত্রুহীন নিজরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া শক্তিসদৃশ ধবল সমুদ্রের ফেনমালারূপ দুকূলবেষ্টিতা পৃথিবী ধর্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন।

আমিই সেই ত্রিভুবনসার অদীনপুণ্য ছিলাম। অদ্য আমার তাঁহার চারিত-কথাস্মরণ হইল। কালক্রমে এই-ভূমি বহুতর সজ্জনগণের বিহার দ্বারা রমণীয় ও সংসারের মুক্তির হেতু হইবে।

দেবরাজ ইন্দ্র সত্ত্বগুণে উজ্জ্বল ভগবানের চরিত কথা শুনিয়া পূর্ব-বৃত্তান্ত-কথায় সমুদ্ভূত বিস্ময়বশতঃ হর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চোদগমে রমণীয় হইল।



ত্রিপঞ্চাশত্তম পল্লব

সুভাষিত-গবেষী অবদান

গুরুজনে প্রণতি যেরূপ মস্তকের ভূষণ, শাস্ত্রবাক্যশ্রবণ যেরূপ কর্ণের ভূষণ, সতত নিষ্কপট সত্যকথা যেরূপ বদনের ভূষণ, তদ্রূপ কণ্ঠস্থিত সূক্তি অর্থাৎ মহাজনের সুমিষ্ট বাক্য বিদ্বজ্জনের প্রিয় ভূষণস্বরূপ। ইহা উজ্জ্বল রত্নময়, সুন্দর বিচিত্র হারের ন্যায় সন্তোষ প্রদান করে। অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকই বেশবনিতার ন্যায় বেশ ভূষায় সন্তুষ্ট হয়।

অন্য এক স্থানে ভগবান কিঞ্চিৎ হাস্য করায় ইন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভগবান উত্তরে বলিলেন, বারাণসী নগরীতে [illegible] গবেষী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্তি বাক্ [illegible] স্বরূপ [illegible] ছিল। ইনি সুন্দর ছন্দোবদ্ধ, প্রসাদাদি গুণযুক্ত [illegible] লোকিগণের [illegible] সুভাষিতরূপ ভূষণেই আদরবান ছিলেন। মুক্তাভূষণে আগ্রহী ছিলেন না। ইনি সতত প্রার্থী জনকে দান করিলেও ইহার রাজকোষ অক্ষয় ছিল। ইহার [illegible] তি গুণদ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়াও বহুদূরগামিনী হইয়াছিল। এই রাজা সর্বদা সুরসিক [illegible] বেষ্টিত হইয়া রাজহংস যেরূপ কমলিনী সম্ভোগ করে, তদ্রূপ পণ্ডিত সভারূপ কমলিনীর সম্ভোগ করিতেন। ইনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন ইঁহার গুণযুক্ত সুন্দর বাক্য দীপশিখার ন্যায় জনগণের মোহান্ধকার বিনাশ করিত।

একদা রাজা সভাসীন হইয়া সুভাষিত কথা-প্রসঙ্গে সুমতি নামক প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, সুন্দর পদবিন্যাসযুক্ত এবং প্রসাদাদি গুণ ও উপমাদি অলঙ্কার শোভিত সুভাষিত দ্বারা বাণী যেরূপ শোভিত হয়, তদ্রূপ আপনাদের দ্বারা এই সভা শোভিত হইতেছে। আপনারা কি উত্তম রসযুক্ত কুসুমবৎ মনোহর নূতন নূতন কোনও সুভাষিতের অন্বেষণ করিয়াছেন। নারীগণের যৌবন যেরূপ নূতনই মনোহারী হয় তদ্রূপ সুভাষিত প্রতিভা ও পুষ্পমঞ্জরীর নূতন বিকাশই সমধিক মনোহারী হয়। ভ্রমর নূতন নূতন মধুপানেচ্ছাবশতঃ সরস ও প্রস্ফুটিত পরিচিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া কাননমধ্যে বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে। সর্বদা যাহা

আস্বাদ করা হয় তাহাতে মহাদর হওয়াই ইহার কারণ। এই সভায় যাহা কিছু সুভাষিত রত্নের বিচার করা হয়, তাহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে, এজন্য ইহার আর মূল্য নাই। পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে মনুষ্যের জীবনই বৃথা। শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল অভ্যস্ত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব ব্যতিরেকে নিষ্ফল। সহৃদয় জনের পক্ষে সুন্দর বাক্য আলোচনা ভিন্ন অন্য আলোচনা নির্জন কূপ মধ্যে দীপ দানের ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। অতএব এখন কিছু নূতন সুভাষিত বলুন। চৈত্র মাস যেরূপ কোকিল ধ্বনির উপযুক্ত, তদ্রূপ এই সময়ও সুভাষিত বলিবার যোগ্য। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যখন প্রণিধান সহকারে শুনিতে ইচ্ছা করেন, তখনই জাতি-কুসুমের পরিমলাপেক্ষা মনোজ্ঞ বাক্য চাতুর্য শ্রুতিমধুর হয়। অনুপযুক্ত সময়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর বাক্য প্রয়োগের আড়ম্বর করিলে তাহা বিফল হয়।

অমাত্য নরনাথের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! আপনার নূতন শ্লোক ত্রিভুবনমধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। অন্য সুভাষিতের প্রয়োজন কি? হে বদান্যবর। আপনি বিদ্যাবিনোদী ও বিদ্বজ্জনের সমাদরকারী হওয়ায় সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বিদ্যাধরপুর সদৃশ হইয়াছে। আপনি কলাবিদ্যারূপ কমলিনীর বিকাশক এবং গুণবানের মিত্র। আপনার অভ্যুদয় হওয়ায় সমস্ত লোকই আলোকিত হইয়া সৎপথে যাইতেছে। রাজা অনুরাগ সহকারে যে বিদ্যার আদর করেন, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। রাজা যেরূপ বিলাসের আদর করেন. সেই বিলাসই বিলাস। রাজা যে সকল গুণের আদর করেন, সেই গুণই গুণ। রাজা যে লোককে আদর করেন, সেই লোকই লোক এবং রাজা যে চরিত্রের আদর করেন তাহাই সচ্চরিত্র। রাজা আদর করায় উক্ত সকল বস্তুই লোকেরও প্রিয় হয়। রাজা স্বয়ং বিদ্বান্ হইলে বিদ্যাচর্চার উৎসব অতিশয় বর্ধিত হয়। রাজা শূর হইলে রণরঙ্গের অভিরুচি বর্ধিত হয়। রাজা মূঢ় হইলে প্রজারাও মূঢ় হয়। রাজা চঞ্চল স্বভাব হইলে প্রজারাও চঞ্চল হয় এবং রাজা ক্রূরস্বভাব হইলে প্রজারাও নৃশংস হয়। রাজা যাহা যাহা করেন, সমস্ত প্রজাই তাহাই করিয়া থাকে। সজ্জনরূপ পুষ্পের বিকাশক, বসন্তসদৃশ, সুরসিক ও বিদ্বান্ রাজা প্রজাগণের বহুপুণ্যে হইয়া থাকে। সচ্চরিত্র প্রজাগণ, বুদ্ধিমান্ অমাত্য এবং সত্যপরায়ণ ও বিদ্বান্ রাজা, এই সকলই শুভ সময়ের প্রত্যক্ষ লক্ষণ। হে রাজন্! বিদ্যার স্বয়ম্বর যে বিবাহোৎসব হয়, তাহাতে বুদ্ধিমান্ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কাব্যার্থ পর্যালোচনা করিয়া পদে পদে নৃত্য করে এবং সুভাষিতগুলি ভব্য জনের কর্ণাভরণ স্বরূপ হয়। বিদ্যাও একটি মহিমময়

সারস্বত নিধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু এ নিধিতে স্বর্ণাদি মুদ্রা থাকে না। পণ্ডিতগণের গুণ সমুচিত রাজসম্মান দ্বারা বিরাজিত হইলে বনবাসী ব্যাধেরাও সুভাষিতলাভে অভিলাষী হয়। আপনার রাজ্যের এক সীমায় ক্রূরক নামে একটি বনবাসী ব্যাধ আছে। তাহার নিকট সর্বদাই নূতন সুভাষিত পাওয়া যায়। ঐ ব্যাধ সিংহের নখরাঘাতে বিদীর্ণ গজকুম্ভের মুক্তা দিয়া সততই কবিগণ হইতে সুভাষিত গ্রহণ করে।

রাজা অমাত্যের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ জনগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে আগমন পূর্বক গুপ্তভাবে সাধারণ জনের ন্যায় বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া এবং একটি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল তারকারাশিসদৃশ হার গ্রহণ করিয়া সুভাষিত সংগ্রহের জন্য একাকী বনান্তে গমন করিলেন। তিনি তথায় মন্দ বায়ুর আন্দোলনে পুষ্পবর্ষী ও ফলভরে অবনত বৃক্ষগণ হইতে যেন আতিথ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং যত্নপূর্বক অন্বেষণ করিতে করিতে গিরিতটে মৃগয়াসক্ত ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন। ঐ ব্যাধ বামহস্ত দ্বারা করিণীগণের সুখনিদ্রার বিরোধী এবং হরিণীগণের বৈধব্য সম্পাদনে তৎপর ও নিজ চিত্তসদৃশ ক্রূরতর বক্রাকৃতি ধনুঃ ধারণ পূর্বক বন্য জন্তুর বধ-বিষয়ে নিপুণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হস্তিবর্গের বিনাশকারী একটি বাণ ধারণ করিয়াছিল। সে অনিলাঘাতে কম্পিতাগ্র ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উত্তরীয় বোধ হইল, যেন ভয়বিহ্বল মৃগীগণের লোচন-সকল তাহাদের পতির জীবন ভিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে।

প্রজাগণের পূজনীয় রাজা ঐ ব্যাধকে গুরুবৎ প্রণাম করিয়া এবং পূজ্য-জনোচিত পূজা করিয়া শোনবর্ণ অধরকান্তি-সম্বলিত দন্তকান্তি বিস্তার পূর্বক বলিলেন, আমি শুনিয়াছি যে, আপনি সতত সুভাষিত-সংগ্রহে প্রযত্ন করেন। অতএব জনগণের সৎপথোপদেশের জন্য কিছু উজ্জ্বল ও নূতন সুভাষিত রত্ন আমায় প্রদান করুন। চন্দ্রাপেক্ষা অধিক লাবণ্যময় ও তিমিররাশির নাশক এবং লক্ষ্মীর বিলাস-হাস্যসদৃশ এই হারটি আমি মূল্যস্বরূপ আপনাকে দিতেছি।

পৃথিবীন্দ্র এই কথা বলিয়া দিব্যাপ্তকিরণ সেই হারটি তাহাকে দেখাইলেন। স্বপ্নেও দুষ্প্রাপ্য সেই হারটি দেখিয়া লুব্ধক তখন ভাবিতে লাগিল, এই নির্বোধ ব্যক্তি অদেয় এই হারটি এখন দিলেও পরে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। ইহাকে পরলোকে না পাঠাইতে পারিলে এই হারটি কিরূপে আমার নিজস্ব হইবে?

ব্যাধ ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল, হে সাধো! আমি তোমাকে সুভাষিত দিব কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যদি তুমি সুভাষিত

লাভ করিয়া অবিলম্বে এই গিরিশৃঙ্গ হইতে নিজ দেহ ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে দিতে পারি।

রাজা ব্যাধের ক্রূরজনোচিত এইরূপ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! ইহার কুসংস্কারবশতঃ নিষিদ্ধ কার্যানুষ্ঠানে আগ্রহ হইতেছে। কুটিলাশয় জনগণ দূর হইতে গুণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেও প্রত্যক্ষে দুষ্কৃতকারীই লক্ষিত হয়। ইহাদিগের বিষয়ে লোকপ্রবাদ এক প্রকার এবং চরিত্র প্রবাদ হইতে ভিন্ন প্রকার হয়। বনবাসীর এরূপ ক্ষুদ্রতা অতি বিচিত্র। প্রাণিহিংসাপরায়ণ ব্যাধের পক্ষে গুণবান হওয়া অসম্ভব। সুভাষিত-চর্চাকারীর এরূপ নিষ্ঠুর ভাব অত্যন্ত আশ্চর্য। অহো! ইহার আচরণ কি মোহমুগ্ধ! লুব্ধপ্রকৃতি ব্যাধের কথা আর কি বলিব? ইহারা বনবাসী বলিয়া শান্তস্বভাব বোধ হয় এবং সম্মুখে বেশ মধুরস্বরে গান করে, কিন্তু ইহাদের গুণসংগ্রহও অতীব প্রাণনাশক হয়। খল জন বিদ্যা উপার্জনে যত্নবান্ হইলেও প্রখর স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। সর্পগণ ফণামণির আলোক ধারণ করিলেও ক্রোধময় অন্ধকার ত্যাগ করিতে পারে না। নীচগণ শাস্ত্রোপদেশে মার্জিত হইলেও প্রসন্নতা লাভ করে না। লশুন কর্পূরমধ্যে স্থাপিত হইলেও নিজ দুর্গন্ধ ত্যাগ করে না। সদ্গুণার্থী রাজা বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া নূতন উপদেশবাক্য শ্রবণ মানসে বলিলেন,—তুমি সুভাষিত প্রদান কর, আমি পর্বত-শিখর হইতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিব।

অকার্যাসক্ত ব্যাধ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজার এই কথা শুনিয়া সেই কান্তিময় হারটি গ্রহণ পূর্বক "গ্রহণ কর," এই কথা বলিয়া সুভাষিত বলিতে আরম্ভ করিল, নিজ সুখময় আশ্রমের তীব্র তাপজনক পাপকে স্পর্শ করিবে না। কুশলের আশ্রয় পুণ্যরূপ পদ্মে আশ্রয় করিবে। বিনশ্বর বিষয়াস্বাদে লুব্ধ মনকে বীতস্পৃহ ও অনন্ত সন্তোষে তৃপ্ত করিবে। ভগবান্ সুগতের এই আজ্ঞাবাক্য শান্তিরাজ্যের সিংহাসন-স্বরূপ, মনুষ্যগণের বিপদনাশক, সমস্ত কুশলের আশ্রয়, কামনা-নিরোধক, সংসার-বিকারের বিনাশক, মনোদর্পণের নৈর্মল্যকারক এবং পুণ্যসঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ।

তত্ত্বজ্ঞ রাজা ব্যাধ হইতে এইরূপ সুভাষিত লাভ করিয়া এবং তাহার বিমল ও আত্মসংশোধক অর্থ হৃদয়ে ধারণ করিয়া উন্নত পর্বত শিখরে আরোহণ পূর্বক নিজ দেহ নিক্ষেপ করিলেন। পুণ্যশীল জনের সত্যই অত্যন্ত প্রিয়, বিনশ্বর দেহ প্রিয় নহে।

রাজা জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য প্রণিধান করিয়া যখন শৈলশিখর হইতে নিপতিত হইলেন, তখন ঐ গিরিবর্তী বিজয় নামক যক্ষ তাঁহাকে ধারণ করায়

তিনি অক্ষতদেহে ভূমিতলে পতিত হইলেন। তাঁহার প্রভাব দর্শনে বিস্ময়বশতঃ লোকত্রয় চমৎকৃত হইল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা ক্রমে নিজ রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সকলের হিতকারী রাজা ঐ সুভাষিত দ্বারা অশেষ জনের মনকে ভবনিবারক ও ধর্মময় সৎকর্মে প্রনিহিত করিলেন।

ইত্যবসরে ঐ লুব্ধক হার বিক্রয়ের জন্য বিপণিমার্গে গিয়া রাজপুরুষ কর্তৃক চৌর বলিয়া ধৃত হইয়া কম্পিতদেহে রাজসভায় আনীত হইল।

রাজা দূর হইতেই সেই উজ্জ্বল হারধারী ও নিজ প্রাণনাশের চেষ্টাকারী ব্যাধকে দেখিয়া "ইনি আমার আচার্য ও শান্তিগুণময় সুভাষিতের উপদেষ্টা, অতএব পূজার্হ," এই বিবেচনা করিয়া প্রণামপূর্বক বহু সম্মান করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন।

আমিই সেই সম্যক্ বোধসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ সুভাষিত-গবেষী ছিলাম। ইন্দ্র ভগবৎকথিত তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হর্ষবশে সহস্র লোচন উল্লাসিত করায় পদ্মাকরের শোভা ধারণ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পল্লব

সত্ত্বৌষধাবদান

মঙ্গলনিধি সাধুশব্দবাচ্য জন গতজীবিত হইলেও লোকের মঙ্গল করিয়া থাকেন। এরূপ সাধুজন চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদজনক, শঙ্খের ন্যায় মঙ্গলময়, শিখামণির ন্যায় মস্তকে ধারণযোগ্য ও বিপুলকীর্তি জনগণের মধ্যে প্রশংসনীয়। ঈদৃশ ব্যক্তি পরোপকার করিতে খেদ বোধ করেন না।

ভগবান পুষ্পিলানাম্নী নিশাচরীকে বিনয় শিক্ষা দিয়া যেখানে হরিণগণ সিংহসমীপে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করে, সেই বনে বিচরণকালে হাস্য করায় তদীয় অনুগামী ইন্দ্র হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিজ পূর্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, পুরাকালে যখন লোকের দ্বিসপ্ততি সহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল, তখন স্বর্গাপেক্ষা

অধিক উৎসবপূর্ণ মহেন্দ্রবতী নামে নগরী ছিল। ঐ নগরীতে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইহার কীর্তিরূপ কর্পূরবর্তী দ্বারা চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছিল। ইনি সর্বৈন্যের ন্যায় রিপুগণের দর্পজ্বর হরণ করিতেন, দুর্দশাগ্রস্ত লোকের কষ্ট দূর করিতেন এবং সকলের ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া সমস্ত প্রজাকে সুস্থ করিতেন।

সর্বৌষধ নামে ইহার এক পুত্র ছিল। ইনি সকল প্রাণীর হিতসাধনে সতত উদ্যত ছিলেন। মহেন্দ্রসেনের পুণ্যরাশিই যেন পুত্রাকারে উৎপন্ন হইয়াছিল এইরূপ বোধ হইত। এই সর্বৌষধই ভদ্রকল্প নামক কল্পের বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ইনি সত্ত্বগুণে ভূষিত ছিলেন এবং করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও মৈত্রীর পরম প্রিয় ছিলেন।

নানা নগর, গ্রাম ও বনান্ত হইতে এবং দিগন্ত ও দ্বীপান্তর হইতে রোগীগণ আসিয়া ইহার স্পর্শমাত্রে নীরোগ হইত। যাঁহার দেহ সতত প্রচুররূপে পরোপকার করে, এরূপ অনির্বচনীয় সুজনই এই সংসাররূপ কাননমধ্যে চন্দনতরু বলিয়া গণ্য হন। সাধুসমাগম যেরূপ দুর্জন কর্তৃক দুঃখপ্রাপ্ত জনের সুখ সম্পাদন করে তদ্রূপ ইনি দুঃসাধ্য ব্যাধিপীড়িত জনের স্বাস্থ্য বিধান করিতেন। ইহার শরীরস্পর্শে রোগ দূর হওয়ায় এবং ধনদান দ্বারা লোকের মনের কষ্ট দূর হওয়ায় ইহার রাজ্য-মধ্যে কেহই পীড়িত বা যাচক ছিল না।

তৎপরে লোকের পুণ্যক্ষয় হওয়ায় সর্বাশ্চর্যনাশক কাল কর্তৃক ইনি নিধন প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রের সৌন্দর্য কয়েকদিন মাত্র জন-নয়ন আস্বাদন করিতে পায়। সুগন্ধি ও সুরূপ কুসুমগণের শোভাও ক্ষণকালস্থায়ী। কালের ইচ্ছা অকালে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ করিতে অত্যন্ত নিপুণ। ইহা কাহার কিরূপ মনোদুঃখের বিধান না করে? লোকে বিপুল পণ্যরূপ পণদ্বারা যাহাকিছু সুন্দর, সুখকর ও কষ্টনাশক বস্তু লাভ করে, তৎসমুদয়ই কাল কর্তৃক বিনষ্ট হয়। মূঢ় জনগণ ইহা দেখিয়াও কখনই বিবেক-লেশ স্পর্শ করে না।

অতঃপর সর্বৌষধের যশমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে জনগণ তাহার বিরহ দুঃখ ত্যাগ করিয়া রোগভয়ে নিজ দুঃখ-কথাই ভাবিতে লাগিল। তৎপরে লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রিগণ লোকহিতার্থে কুমারের দেহ সুরক্ষিত করিয়া বনপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। ফুল্ললতা-মণ্ডিত ও রমণীয় পুষ্করিণী-শোভিত সেই স্থানে কুমারের দেহ তদীয় পুণ্যের ন্যায় অপর্যুষিতই রহিল। রোগীগণ তথায়ও নানা দিগন্ত হইতে আসিয়া ঐ দেহ স্পর্শমাত্রেই সহসা নীরোগ হইত। ঐ দেহস্পৃষ্ট বায়ুদ্বারা চালিত পদ্মগণের মধু পুষ্করিণী-জলে পতিত হইয়া ভাসিয়া থাকিত, লোকে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া

সর্বরোগ হইতে মুক্ত হইত। ক্রমে মর্ত্যগণ অমৃতপায়ীর ন্যায় অমর হইয়া উঠিল।

আমিই পূর্বজন্মে সন্তোষধ নামক রাজকুমার ছিলাম। সন্তোষধের নাম কীর্তন করিলে সর্বব্যাধি দূর হয়। যে ব্যক্তি সুধাসদৃশ আঁমার এই কথা স্মরণ করিবে। তাহার আধি ও ব্যাধিজনিত সকল দুঃখ প্রশান্ত হইবে। কালক্রমে এই দেশে অশোক নামে এক রাজা উৎপন্ন হইবেন। তিনি লোকহিতার্থে একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র একমনে ভগবৎ কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষোদয়াবশতঃ বিকশিত বদনকান্তি দ্বারা শোভিত হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পল্লব

সর্বন্দদাবদান

চিন্তামণি চিন্তিত বস্তুই দান করেন এবং কল্পবৃক্ষ মনঃকল্পিত বস্তুই উৎপাদন করেন ; কিন্তু যিনি নিজ দেহদানসময়ে স্বয়ং উদ্যত হন, তাহার প্রশংসা করিবার যোগ্য কয়টি কথা আছে ?

ভগবান্ ঘাট ও উপঘাটক নামক যক্ষদ্বয়কে বিনয় শিক্ষা-দিয়া কেশিনী-কানন হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্য বনে গমন করিলেন। তথায় পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় ভগবান্ হাস্য করিলেন ; তদ্দর্শনে ইন্দ্র হাস্যকারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে লাগিলেন, পুরাকালে গগনস্পর্শী মণিময় প্রাসাদ শোভিত ও সর্বসম্পদের আশ্রয় সর্বাবতী নামে এক নগরী ছিল। তথায় চন্দ্রসদৃশ নির্মলকান্তি সর্বন্দদ নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার কীর্তি-জ্যোৎস্না দিবারাত্রি সমভাবে ত্রিভুবন আলোকিত করিত। ইনি নিজ বিপুল পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াও বিনীত ছিলেন এবং অত্যন্ত সৌম্যাকৃতি ছিলেন। ইঁহার দানজনিত প্রশংসাবাদ কুঞ্জররাজের বিজয়ঘোষণার ডিণ্ডিমের ন্যায় সতত ঘোষিত হইত।

পৃথিবীন্দ্র সর্বন্দদ একদা প্রজাকার্য পরিদর্শন করিবার জন্য বহির্বাটির অঙ্গনে আসন পরিগ্রহ করিলেন। তথায় তিনি বহু সামন্তগণের মুকুটমণিতে প্রতিবিম্বিত

হওয়ায় যেন অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া প্রজাকার্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহার সম্মুখবর্তী প্রণত অর্থিগণ চন্দ্রকান্তমণিময় পাদপীঠে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিন্তাজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিল।

ইত্যবসরে দগ্ধপক্ষের ন্যায় গতিহীন একটি পারাবত কোথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রাজার উরুমূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজা সহসাভীত, উদভ্রান্ত-নয়ন ও সঙ্কুচিতাঙ্গ পারাবতটিকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন। তিনি কোথা হইতে ইহার ভয় উপস্থিত হইল, ইহা দেখিবার জন্য লক্ষ্মীর ক্রীড়াপদ্মের ন্যায় মনোরম নয়নদ্বারা চতুর্দিক বিলোকন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইন্দ্র ইঁহার সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য মায়া দ্বারা ব্যাধবেশ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্বক রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! বহু অন্বেষণের পর আমার ভক্ষণীয় এই পারাবতটি পাইয়াছি, আপনি ইহাকে ত্যাগ করুন। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। এ বৃত্তি কেহই নিবারণ করিতে পারে না এবং ইহা আমাদের অযাচিত বৃত্ত। হে পৃথিবীশ্বর! আমি এই স্বভাবসিদ্ধ ভোজন ত্যাগ করিতে পারি না। ভোজন না করিলে কাহারই প্রাণ থাকে না। এখন ভোজনাভাবে আমি জীবন ত্যাগ করিলে সুপুত্রা মদীয় গৃহিণীও আশাভঙ্গ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিবে। একজনকে রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যক্তি বহু জনের প্রাণ নাশ করে এবং যেখানে ইহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, সেখানে অধর্ম কিরূপ জানি না। পারাবতের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার প্রতি বিদ্বেষ করা আপনার উচিত নহে। আপনার ন্যায় ব্যক্তি এরূপ পক্ষপাতে প্রবৃত্ত হন না। এও যেরূপ, আমিও তদ্রূপ; আমাদের উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সজ্জনগণ সর্বপ্রাণীতে সমদর্শী হন। একজনে কৃপা করেন না।

ব্যাধ এই কথা বলিলে রাজা লুক্কায়িত পারাবতটিকে হস্তদ্বারা প্রচ্ছাদিত করিয়া কঙ্কণ-ঝনৎকার শব্দে যেন বলিলেন যে, তোমার ভয় নাই।

তৎপরে সর্বপ্রাণীর দুঃখনাশে বদ্ধপরিকর রাজা মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ব্যাধকে বলিলেন, ক্ষণকালের তৃপ্তির জন্য কঠোর প্রাণিহিংসা করিও না। প্রাণিগণের সকলেরই প্রাণের প্রতি মমতা ও দুঃখানুভব সমান। পরের প্রাণনাশের দ্বারা তোমাদের যে জীবিকা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মঙ্গল। হিংসাবৃত্তি পাপ ও সন্তাপের কারণ হয়। এখনই আমার জন্য প্রস্তুত খাদ্য হইতে যাহা কিছু তোমার ইচ্ছানুরূপ হয় তাহা গ্রহণ কর।

ব্যাধ রাজার এই কথা শুনিয়া বিশুষ্কবদন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক

উত্তম খাদ্য গ্রহণে অসম্মত হইয়া বলিল, আমরা বনবাসী। রাজভোগ আস্বাদনে অনভিজ্ঞ। মৃগগণ তৃণ খাইতেই অভ্যস্ত হয়; মোদকাহারে উহাদের তৃপ্তি হয় না। উষ্ট্র শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে থাকিলে তথায় মরুভূমিজাত পত্রহীন কণ্টকলতা না পাওয়ায় অত্যধিক মনঃকষ্টে কৃশ হইয়া যায়। কাক সুপক্ক আম্রফল বিষজ্ঞানে কখনও খায় না। স্বভাব-ভেদে সকলেরই অভ্যস্ত বস্তুই সুখদ হয়। অদ্য রাজভোগ খাইয়া কল্য আবার কি খাইব? যে বস্তু অন্য দিনেও দুর্লভ হয় না, সেই বস্তু খাওয়াই সুখকর হয়। যাহারা উৎকৃষ্ট রসপ্রচুর দ্রব্য আহার করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহারা বিরস বস্তু আহার করে না। যে জন বহুপরিজনে বেষ্টিত থাকে, সে একাকী থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহার হাঁটিয়া যাইতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। লব্ধ বস্তু বিনষ্ট হইলে বিষম ক্লেশকর হয়। হে রাজন্! আপনার কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত জনগণের পক্ষে রাজভোগ দুর্লভ হয় না। কিন্তু আমি জন্মাবধি ইহা কখনও ভালবাসি না। মৃগয়াহৃত মাংসই আমাদের জীবন রক্ষা করে। অতএব আপনি পারাবতের দ্বিগুণ পরিমাণ নিজ দেহমাংস কাটিয়া দিউন।

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তায় বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আনন্দে উৎফুল্ল নয়ন হইয়া ব্যাধকে বলিলেন, আমি পক্ষীটির ও তোমার উভয়েরই প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছিলাম। তুমি বুদ্ধিমান, আমাকে উৎকৃষ্ট উপায় উপদেশ দিয়াছ। আমি উভয়ের প্রাণরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। তুমি মিত্রের ন্যায় আমার মন সুস্থির করিয়াছ। তোমার দৃষ্টিপাশে বদ্ধ এই পক্ষীটিকে ত্যাগ কর। সম্প্রতি আমার মাংস দ্বারা জীবন ধারণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা করুণাবশতঃ এই কথা বলিলে অমাত্যগণ বিষদিগ্ধ শরদ্বারা যেন আহত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অমাত্যগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন যে, দান করিবার সময় কেহ কোন কথা কহিলে তিনি দেহত্যাগ করিবেন।

অতঃপর রাজা বলিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার মাংস কর্তন করিয়া ওজন করিয়া দিবে তাহাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হউক। তৎপরে হিরণ্যবর্মা রাজা বহু লোককে আহ্বান করিলেন। কিন্তু সকলেই এই কুকর্ম করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া চলিয়া গেল। পরে কপিলপিঙ্গল নামক একজন ক্রূরবুদ্ধি লোক সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই ক্রূরকার্যে বদ্ধপরিকর হইল।

দুরাত্মগণ ক্রকচের ন্যায় সরল বৃক্ষসদৃশ সরলপ্রকৃতি জনের ছেদন করিতে নিপুণ

হয় এবং স্বভাবতই বক্রস্বভাব হয়; ইহারা ক্রূরতানিবন্ধন সকল কার্য করিতে পারে। যাহা অস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, তাহা খল জন বিদলিত করিতে পারে। যে কথা উপহাসচ্ছলেও বলা যায় না, খল জন তাহা সহসা সম্পাদন করে। যাহা অসাধ্য কার্য, তাহাও খল জন মনে মনে কল্পনা করে। খল জন নিজ চরিত্র দ্বারা সর্বপ্রকার আশ্চর্য কার্য করিয়া থাকে।

পরে সেই ক্রূরবুদ্ধি কপিলপিঙ্গল পারাবতটি তুলাদণ্ডে আরোপিত করিয়া রাজার দক্ষিণ উরু হইতে তত্তুল্য মাংস কর্তন করিয়া তুলাদণ্ডে নিহিত করিল। তখন পৃথিবী রাজার প্রথম রুধির-বিন্দুপাতে যেন বিহ্বলা হইয়া বহুক্ষণ বিঘূর্ণমানা হইলেন। অতঃপর পারাবতটি গুরু হওয়ায় এবং মাংস লঘু হওয়ায় রাজা আবও মাংস কাটিয়া দিতে বলিলেন। উরু ও ভুজদ্বযেব সমস্ত মাংস কাটিয়া দিয়াও পারাবতের তুল্য না হওয়ায় রাজা স্বযং ত্রিভুবনের সংশয়-তুলাস্বরূপ সেই তুলায় আরোহণ করিলেন। স্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট বাজা স্বয়ং তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলে তাঁহার দানজনিত আগ্রহে যেন উদ্বিগ্ন হইয়া তদীয় কীর্তি দিগন্তরে গমন করিল। সেই সময়ে রাজার অক্ষীণ ধৈর্য দেখিয়া দেবাঙ্গনাগণ বিস্ময় সহকারে নিজ কেশ-মাল্য হইতে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তদীয় চরিতের পূজা করিবার জন্য আদরবতী হইলেন।

রাজা তুলারূঢ় হইয়াও নির্বিকার অবস্থায় আছেন দেখিয়া ঐ ক্রূরকর্মা পুরুষ সভয়ে বাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই দেহ-দানের জন্য আপনি কি অভিলাষ করিয়াছেন, জানি না। প্রাণিগণ দেহের জন্যই সকল প্রকার লাভের কায করে। দেহত্যাগ-জন্য আপনার চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে কি না, সত্য বলুন। সে এই কথা বলিলে বাজা হাস্য সহকাবে তাহাকে বলিলেন, ইহলোকে আমাব কিছুই লাভেচ্ছা নাই, তবে সর্বপ্রাণীব হিতার্থে অনুত্তব সম্যক্ সংবোধিব নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি। যদি আমার চিত্তে কোনরূপ দুঃখ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দেহ অক্ষত ও প্রকৃতিস্থ হউক। সত্যশীল রাজা এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দেহ ক্ষতহীন হইযা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ হইল।

তৎপরে পারাবত চলিযা গেলে এবং লুব্ধকাকৃতি ইন্দ্রও অদর্শন হইলে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। রাজাও উদীযমান সূর্যের ন্যায় প্রকাশবান্ হইলেন।

আমি পূর্বজন্মে সর্বন্দদ নামক রাজা ছিলাম এবং দেবদত্ত ঐ পিশঙ্গপুরুষ ছিল। সেই পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। দেবরাজ ভগবানের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পল্লব

গোপালনাগ-দমনাবদান

যাঁহাদের দর্শনমাত্রে বিদ্বেষ-বিষের উত্তাপ প্রশান্ত হয়, এরূপ অমৃতরসতুল্য শীতল চন্দ্রসদৃশ সুজনগণ কাহার বন্দনীয় নহেন?

ভগবান বুদ্ধ ধারামুখ নামক যক্ষের নিবাসস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হিঙ্গুমর্দন নামক নগরে গিয়াছেন। তথায় রাজা ব্রহ্মদত্তকর্তৃক বিনয়সহকারে পূজিত হইয়া তদীয় সভায় কিছুক্ষণ ধর্মদেশনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ধন্য করিলেন। তখন পুরবাসী জনগণ তথায় আগমন করিয়া সবপ্রাণীর সকল আপদের নিবারক ভগবানের নিকট বিজ্ঞাপন করিল, হে ভগবন্! এই নগরের প্রান্তে একটি পাষাণ-পর্বত আছে, তথায় গোপালক নামে একটি দুঃসহ ক্রূর সর্প বাস করে। ঐ সর্প পশুগণ, মনুষ্যগণ ও শস্যসকলের পক্ষে মহাবজ্রস্বরূপ। প্রস্তুত দ্রব্যের বিনাশ করিবার জন্য কে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, জানি না। আপনি অদান্ত জনের দমনকারী এবং অশান্তজনের প্রশমবিধাতা। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য আমরা আপনার দয়ার শরণাগত হইলাম।

পুরবাসিগণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে করুণানিধি ভগবান্ সভামধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া পাষাণ-পর্বতে গমন করিলেন। তিনি ঐ পর্বতের উচ্চাবচ তটদেশে সেই ভীষণকায় সর্পের আবাস দেখিতে পাইলেন। উহার নিশ্বাস-বিষে সে স্থানের জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নিষ্কাশিত খড়গের ন্যায় ভীষণ তরঙ্গাকুল সেই জলাশয়ের তীরে ভগবান্ বুদ্ধ পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রসন্ন-দৃষ্টিরূপ সুধাবর্ষী স্নিগ্ধ চক্ষুদ্বারা তথাকার বিষময় জল তৎক্ষণাৎ নির্বিষবৎ করিলেন। সুবর্ণসদৃশকান্তি ভগবান্ নীলবর্ণ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া মরকতবৎ এবং নীলাকাশে প্রবিষ্ট সূর্যের ন্যায় শোভিত হইলেন। ভগবানের কান্তিদ্বারা তথাকার অন্ধকার অপসৃত হইল। তাহা তখন ভয়বিহ্বল ও পলায়মান সর্পগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

নাগরাজ ভগবান্‌কে দেখিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইল এবং সহসা আকাশে প্রবেশপূর্বক জগৎ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সর্পের ক্রোধাগ্নির ধূমরাশিসদৃশ মেঘমণ্ডলে সর্পের জিহ্বাসদৃশ বিদ্যুৎ দেখিয়া চতুর্দিক ভয়ে বিহ্বল হইল।

প্রলয়ারম্ভ-কালের সূচক ঐ সকল বৃহৎ মেঘের গর্জনশব্দে পর্বতের হৃদয়সদৃশ গুহা-গৃহসকল বিদীর্ণ হইয়া গেল। তৎপরে অত্যধিক শিলাবৃষ্টি হওয়ায় বৃক্ষসকল পিষ্টপ্রায় হইল এবং পর্বতের শিলাখণ্ডসকল চূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে জনগণ অধৈর্য হইয়া উঠিল। দুষ্ট সর্পকর্তৃক সম্পাদিত সেই মহাবৃষ্টি ভগবানের দৃষ্টিপাত দ্বারা মন্দবায়ু সঞ্চালিত কুসুম-বৃষ্টির ন্যায় হইয়া গেল।

বনদেবতাগণ তথায় উপপ্লব-বর্জিত বিশদ আভা এবং ভ্রমরগুঞ্জন দ্বারা রমণীয় প্রস্ফুটিত কুসুম-সকল দেখিয়া হর্ষকান্তিদ্বারা হরকান্তির আচ্ছাদন করিয়া সেই ক্রুর সর্পকে বলিলেন, হে কালমেঘ! বিকৃতভাব পরিত্যাগ কর। এই সুমেরুপর্বত নিশ্চলভাবেই আছেন। তোমাদের ন্যায় বহু সর্প প্রলয়কালিনী বায়ুর আঘাতে তাড়িত হইয়া এই সুমেরুপর্বতের নিতম্বদেশস্থ গুহামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎপরে সর্প তখনই গর্বহীন হইয়া বিকৃতিভাব পরিত্যাগ পূর্বক ভগবানের নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিল।

করুণানিধি ভগবান্ শরণাগত ঐ সর্পকে শিক্ষাপ্রদান পূর্বক ভবিষ্যতে কুশলের জন্য অনুগ্রহ করিলেন। সর্প নিজ মস্তক ভগবানের চরণপ্রান্তে নত করিয়া প্রণয়সহকারে প্রার্থনা করায় ভগবান্ তদীয় ভবনে সতত সন্নিধান বিধান করিলেন। এই সময়ে ভগবান্ প্রসঙ্গক্রমে সমাগত বজ্রপাণি নামক যক্ষের শাস্তি-বিধানের জন্য অনুগ্রহ করিলেন।

ভগবান্ জনগণের এইরূপ বিষম উপদ্রব নিবারণ করিলে দেবগণ সুললিত স্তব-দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের পাদপদ্মস্পর্শে পবিত্র বনদেশে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় সস্মিত-ভগবান্ দর্শনার্থে সমাগত দেবরাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হাস্যের কারণ বলিলেন। পবিত্র ও নির্মল নির্ঝর-জল-শোভিত ও পরস্পর বিদ্বেষহীন প্রাণিগণের বিচরণে মনোহর এবং ধার্মিক মুনিগণের চিত্তশুদ্ধিকর এই সকল শান্তিনিকেতন তপোবনে পূর্বে আমিই বহুবার বিহার করিয়াছি। হে ইন্দ্র! এই পবিত্র বনে হরিণ-শিশুগণ সিংহীর স্তনতলে ক্রীড়া করে। শ্রীমান্ ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি নামক সুগত, শান্তিপরায়ণ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপমুনি ইত্যাদি সর্বপ্রাণীর দুঃখনাশক মহাপুরুষগণ এই বনে অবস্থিতি করিতেন।

ভগবান্ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় পুণ্যপরিণামে তথায় সমাগত এবং ভগবানের শরণাগত এক লুব্ধকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান্ তাহার শিক্ষাপদ-যোগ্য শাস্তিবিধান করিলেন। কুশললুব্ধমনাঃ ভাগ্যবান লুব্ধক ভগবানের অনুগ্রহে

তাঁহার আদেশক্রমে তদীয় নখ ও কেশ লইয়া তাহা দ্বারা মৃগাধিপ নামক একটি চৈত্য নির্মাণ করিল।



সপ্তপঞ্চাশত্তম পল্লব

স্তূপাবদান

যাঁহাদের যশঃ স্তূপ-নির্মাণদ্বারা জগৎ শোভিত করিতেছে, তাঁহারাই জয়যুক্ত হন এবং তাঁহাদের সদ্‌গুণকথা দিগ্বধূগণ কর্ণভূষণের ন্যায় কর্ণে ধারণ করেন।

ভগবান্ ইন্দ্রকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই স্থানে পূর্ববুদ্ধকৃত স্তূপে নিজ স্তূপ সম্পাদন করাইলেন। দেবগণ শতসূর্যসদৃশ উজ্জ্বলকান্তি ঐ রত্নময় স্তূপটি নির্মাণ করিলে জগজ্জনের মোহময় অন্ধকার দূরীভূত হইল। ভগবান তথায় কিন্নর, গন্ধর্ব, নর, নাগ ও দেবগণের সমক্ষে ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। দেবগণ পাষাণ-পর্বতে চারিটি স্তূপ নির্মাণ করিলে ভগবান্ পঞ্চম স্তূপটি নির্মাণ করিয়া পঞ্চস্তূপে সেই পর্বত শোভিত করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ বালোক্ষ নামক দেশে গমন করিয়া ও কুবেরতুল্য ধনবান্ সুপ্রবুদ্ধ নামক একজন বণিক-কর্তৃক পূজিত হইয়া ধর্ম ও বিনয় উপদেশ দিলেন। তাহা দ্বারা অনুচরগণসহ সুপ্রবুদ্ধের মোহনিদ্রা ক্ষয় হওয়ায় প্রবুদ্ধতা লাভ হইল। তিনি ভগবানের আজ্ঞায় নিজ পুণ্যের ন্যায় উন্নত ও রত্নসন্নিবেশে উজ্জ্বল বালোক্ষীয় নামক একটি স্তূপ নির্মাণ করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ ক্রমে ডম্বরগ্রামে গিয়া ডম্বর নামক যক্ষকে শিক্ষাপদ প্রদানদ্বারা বিনয় শিক্ষা দিয়া চণ্ডালগ্রামে আগমন পূর্বক মল্লিকা নামে চণ্ডালীকে তদীয় সপ্ত পুত্রের সহিত বিনয় শিক্ষা প্রদান করিয়া বিনীত করিলেন। তাহারা কর্মদোষে চণ্ডালকুলে উৎপন্ন হইয়া দূষিত ছিল। পরন্তু ভগবানের দর্শনে সূর্যালোকে পদ্মাকরের ন্যায় তাহারা বিমলতা প্রাপ্ত হইল। কুবুদ্ধিহীন সাধুজন দীনজনের উদ্ধারের জন্য দূষিত, নিন্দিত এবং পাপ, তাপ ও বিপুল দুঃখে পীড়িত হীন জনের প্রতি অত্যধিক করুণা করিয়া থাকেন।

তৎপরে ভগবান্ অনুচরগণ সহ পাটলগ্রামে গমন করিয়া পোতল নামক গৃহস্থের জন্য ধর্মযুক্ত সৎকথা বলিলেন। তিনি ভগবানের অনুগ্রহে শিক্ষাপদদ্বারা বিমলতা লাভ করিয়া তাঁহার কেশ ও নখদ্বারা একটি রত্নস্তূপ নির্মাণ করিলেন। তথায় সন্দর্শনার্থে সমাগত ইন্দ্রকে ভগবান বলিলেন যে, এই দেশে মিলিন্দ্র নামক রাজা একটি স্তূপ নির্মাণ করিবেন।

এইরূপে ভগবান্ স্থানে স্থানে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় সমস্ত লোক শোক, মোহ ও ভয়বর্জিত হইল এবং নূতন নূতন নির্মিত স্তূপোপরি শব্দায়মান মণিময় ক্ষুদ্র ঘন্টিকাগণের মনোহর শব্দে তৎকালে মেদিনী যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।



অষ্টপঞ্চাশত্তম পল্লব

পুণ্যবলাবদান

যে সকল করুণাপূর্ণ জনগণ সর্বপ্রকার কুশলের উৎপত্তিস্থানসদৃশ স্বতঃসিদ্ধ সুধা অন্তরে ধারণ করেন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিপাতদ্বারা আপন্ন জনের দুঃখ নিবারণ পূর্বক আরোগ্য বিধান করেন, এরূপ সংসারপরাভবজনিত ক্ষোভরূপ রোগের প্রশমনকারী বৈদ্যগণই প্রশংসনীয় ও বন্দনীয় হন।

পুষ্কলাবতী নামক নগরে ভগবান্ হাস্য করায় দেবরাজ ইন্দ্র হাস্যকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তদুত্তরে ভগবান্ বলিতে লাগিলেন, পুরাকালে পুণ্যবল নামে এক রাজা ছিলেন। ইহার রাজ্যমধ্যে অশীতি সহস্র নগরী ছিল। পুণ্যবতী নামে নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এ নগরীতে বহুতর স্ফটিক-মণিময় গৃহ থাকায় সদাই চন্দ্রের জ্যোৎস্নাবৎ শোভিত হইত।

একদা রাজা নূতন উদ্যান দর্শন করিবার জন্য রথারোহণে যাইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে পথ্যাভাবে ক্লিষ্ট একটি আতুরকে দেখিতে পাইলেন। চতুর্দিকপতি রাজা দীর্ঘ রোগে ক্লিষ্ট ও অতিদরিদ্র সেই লোকটিকে দেখিয়া করুণাবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সূর্যকান্ত মণিতে যেরূপ সূর্যতাপ সদ্যঃ প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ দর্পণবৎ স্বচ্ছ সজ্জনের হৃদয়ে পরদুঃখ সংক্রামিত হয়, এজন্য ইহারা সন্তপ্ত জনকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হন। এই রাজা সকল নগরে এবং রাজধানীর

সমস্ত রাজপথে রোগিগণের আহার, ঔষধ ও শয্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ভৈষজ্যশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তৎপরে তিনি ঐ রোগীর শুশ্রূষার জন্য কয়েকটি সুনিপুণ পরিচারক নিযুক্ত করিলেন। সৎপরিচারকই ব্যাধি-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। করুণাবান্, সক্ষম, ধৈর্যবান্ ও চিকিৎসকের মতে কার্যকারী এবং রোগীর প্রতি স্নেহবশতঃ ঘৃণাবর্জিত এরূপ পরিচারক অতি দুর্লভ।

তৎপরে রাজা নিযুক্ত পরিচারকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা দিবারাত্রি রোগীর পরিচর্যা করিবে। রাজপ্রাসাদসদৃশ গৃহমধ্যে রোগিগণের জন্য উৎকৃষ্ট শয্যা করা হইয়াছে এবং উহাদের জন্য রত্নসোপানযুক্ত ও পদ্মশোভিত জলাশয় নির্মাণ করা হইয়াছে। বৈদ্য ও ঔষধাদিরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের স্বাস্থ্য লাভ করা তোমাদেরই আয়ত্ত বলিয়া আমি বিবেচনা করি। পরিচারকগণ শিশিরোপচারদ্বারা রোগীর সন্তাপ দূর করে, সুখকর উষ্ণদ্বারা শীত নাশ করে, শীতল জল দিয়া তৃষ্ণা দূর করে, এবং পুনঃ পুনঃ পরিমিত ও হিতকর আহার দানে ক্লান্তি দূর করে। রোগী অধৈর্য হইলে "তুমি সুস্থ হইয়াছ", এইরূপ প্রিয়বাক্য বলিয়া পরিচারক তাহাকে শান্ত করে এবং ক্রীড়াদিদ্বারা রোগীর মনস্তুষ্টি করে। ইহজন্মে পরিচারকের কার্য করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট বৈদ্য হওয়া যায়। অতএব তোমরা রোগপীড়িত ও সন্তপ্ত লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রিয়বাক্য বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিবে। প্রসন্নহৃদয় ভগবান্ বুদ্ধই প্রশংসনীয় বৈদ্য এবং তাঁহার ধর্মোপদেশই পরম ঔষধ। ইহা সংসাররূপ দীর্ঘ জ্বরে শোষিত জনগণের শান্তির জন্য পরম রসায়নস্বরূপ।

ধনবর্ষী রাজার এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিচারকগণ রোগিগণের স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত যত্ন করিতে লাগিল। তৎপরে রাজার সেইরূপ মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া রোগিগণ রাজার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইল। প্রজাগণ ব্যাধিমুক্ত হইলে রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন।

দেবরাজ ইন্দ্র দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য রাজা পুণ্যবলের জন্য তাঁহার পুণ্যসদৃশ সমুজ্জ্বল একখানি রথ নির্মাণ করিলেন এবং তাহাতে ষড়্দন্তশোভিত শুভ্র হস্তী যোজনা করিলেন। রাজার গমনপথে সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত, হেমময় ও রত্নময় পদ্মশোভিত এবং ভৃঙ্গাঙ্গনার গুনগুন ধ্বনি-বিরাজিত দিব্য কমলিনী রচনা করিলেন। ঐ সকল রত্নময় পদ্মে অবস্থিত সুরনারীগণ নৃত্য-গীতাদিদ্বারা দূর হইতে সমাগত রাজার সেবা করিতে লাগিল।

ইন্দ্র সত্ত্বসিন্ধু রাজা পুণ্যবলের সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য অন্ধরূপ ধারণ

করিয়া তথায় আগমনপূর্বক রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! আমি জন্মাবধি নয়নহীন, জগতের কিছুই আমি দেখি নাই। আপনি সর্বপ্রাণীর পরিত্রাণে বদ্ধপরিকর, এই কথা শুনিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। এই সকল রোগিগণ আপনার প্রভাবে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সুন্দরকান্তি হইয়া আপনার গুণানুবাদ করিয়া বিচরণ করিতেছে। হে দেব! আপনি দীন-দুঃখী ও অন্ধজনের বান্ধব, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। যদি পারেন, তাহা হইলে আপনার দক্ষিণ চক্ষুটি আমায় প্রদান করুন।

প্রসন্নবদন রাজা অন্ধ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য নিজ সম্যক্ সম্বোধির সিদ্ধি উদ্দেশে প্রণিধান করিয়া ধৈর্যসহকারে অস্ত্রদ্বারা নিজ লোচন উৎপাটনপূর্বক তাহাকে প্রদান করিলেন। দেবগণ তখন পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত দান-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তরঙ্গ-বিলোল সমুদ্ররূপ মেখলাধারিণী পৃথিবী পর্বতগণসহ বিচলিতা হইলেন।

রাজা একটি নয়নদানে অন্ধকে প্রাপ্তনয়ন দেখিয়া অতিশয় দানাগ্রহবশতঃ দ্বিতীয় নয়নটিও দিতে উদ্যত হইলেন। তৎপরে ইন্দ্র নিজরূপ ধারণ করিয়া ও রাজার নয়নের স্বাস্থ্য বিধান করিয়া তদীয় অত্যধিক সত্ত্বগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দানকালে যাঁহার নিজ অঙ্গের প্রতিও কিছুমাত্র স্নেহ হয় না, এরূপ সত্ত্বসিন্ধু জনের ধন নামক ধূলির প্রতি কেন আত্মবুদ্ধি হইবে?

আমিই তৎকালে দানানুরাগদ্বারা বোধিপ্রাপ্ত রাজা পুণ্যবলরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই আশ্চর্য ঘটনা স্মরণ হওয়ায় আমি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া হাস্য করিয়াছি।



ঊনষষ্টিতম পল্লব
কুণালাবদান

যাঁহার রাজলক্ষ্মী তদীয় সুপ্রকাশ কীর্তিরূপ তিলক ধারণ করিয়া এবং তদীয় গুণরত্নে ভূষিত হইয়া ও তদীয় বিশুদ্ধস্বভাবরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভিত হন এবং যাঁহার দানরূপ কুসুম কখনও ম্লান হয় না অথচ যিনি সত্যের আদর করেন, একমাত্র তিনিই পুণ্যবান রাজচক্রবর্তী বলিয়া উল্লেখের যোগ্য।

পৃথিবীর তিলকস্বরূপ পাটলিপুত্র নামক শ্রেষ্ঠ নগরে সূর্যবংশাবতংস যশস্বী মহারাজ অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। অশোক প্রথমে অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, তৎপরে অত্যন্ত প্রচণ্ডস্বভাব হইয়াছিলেন এবং অবশেষে বয়ঃ-পরিণামে ধর্মপ্রচার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পবিত্র উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুমদ্বারা যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ মহারাজ অশোকদ্বারা পৃথিবীর শোভা হইয়াছিল। অশোকই পৃথিবীর আভরণস্বরূপ ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে নানাবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হওয়ায় প্রজাগণও অশোকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কালে অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা দেবী পদ্মাবতী, দানানুগতা সম্পত্তি যেরূপ প্রশংসাবাদ উৎপাদন করে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণপূর্ণ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজার বহু পুণ্যফলে এরূপ পুত্রলাভ হইয়াছিল। লক্ষ্মীর হস্তস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দরনয়ন ও সুবর্ণকান্তি রাজকুমারের হিমাদ্রিপর্বতস্থিত কুণালনামক হংসের তুল্য নয়ন হওয়ায় তাঁহার নাম কুণাল রাখা হইল।

কুণাল, বিদ্যারূপ বধূগণের বিমল দর্পণস্বরূপ ছিলেন, সর্ববিধ কলাবিদ্যারূপ লতার চৈত্রোৎসবস্বরূপ ছিলেন এবং কীর্তিরূপ কুমুদিনীর চন্দ্রোদয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি সকলেরই প্রীতিপাত্র ছিলেন। চন্দ্রের ক্রোড়স্থিত মৃগের ন্যায় সুন্দর, ভ্রূদ্বয়রূপ ভ্রমর-মণ্ডিত ও বিলাসযুক্ত রাজকুমারের নয়ন-পদ্মদ্বয় বিলোকন করিয়া রাজা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

সকল দিকের ও সকল দ্বীপের রাজগণ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কন্দর্পের গলদেশস্থ মুক্তালতাসদৃশ নিজ নিজ কন্যাকে নানাগুণালঙ্কৃত কুণালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। আয়তনয়না, চন্দ্রমুখী কাঞ্চনমালকানাম্নী কন্যাটিই জনপ্রিয় সুন্দরাকৃতি কুমারের অধিক প্রীতিপাত্র হইয়াছিল। বোধ হয়, স্বয়ং কন্দর্প কুণালরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রতি কাঞ্চনমালিকারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন।

অনন্তর একদিন একটি স্থবির ভিক্ষু পিতৃনিকটস্থ রাজকুমারকে দর্শন করিলেন এবং রাজার অনুমতি লইয়া কুমারকে সঙ্গে করিয়া সুযশ নামক বিহারে নির্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ভবিষ্যদ্দর্শী মনীষী সেই বৃদ্ধ যোগী কালক্রমে কুণালের চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশ হইবে জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ তাঁহার আগামী দুঃখের উদ্ধারের জন্য কুমারকে বলিলেন, তোমার এই বিভবাসক্ত চিত্ত, কন্দর্পের সহায়ভূত নবযৌবন এবং চন্দ্রের দর্পহারী সুন্দর দেহ, এইগুলি সবই তোমার পতনের নিমিত্ত হইয়াছে দেখিতেছি। চক্ষু স্বভাবতই চপল। জনগণ চক্ষু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজ গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং স্পৃহারূপ মহাগর্তে পতিত হয়। এই চক্ষুকে

আস্থা ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। নীলোৎপলপত্রসদৃশ মনুষ্য-গণের এই বিশাল নয়নই অনুরাগরূপ সর্পের বাসস্থান বিশাল ছিদ্রস্বরূপ। এই ছিদ্র দিয়াই সকল ইন্দ্রিয় আশু পরিস্রুত হয়। যাঁহাদের সুশীলতা-প্রভাবে নয়নদ্বয় লাবণ্যামৃত পান করিয়া অত্যধিক তৃষ্ণায় বিঘূর্ণমান হয় না, তাঁহারাই ধন্য, সত্ত্বশালী ও ধীর বলিয়া গণ্য হন।

রাজপুত্র কুণাল স্থবিরের এই সকল প্রশমযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনো-মধ্যে তাহা ধারণা করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক নিজ স্থানে গমন করিলেন।

অতঃপর ভৃঙ্গগণের গুন্ গুন্ ধ্বনিতে মনোরম, সিন্দূরপূরসদৃশ কিংশুক পুষ্পে শোভমান, পুন্নাগপুষ্প-সৌরভে আমোদিত এবং মানিনীগণের মানভঙ্গকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইল। উদ্যান-লতার সমস্ত পত্রই বিরহিণীগণের দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে শুষ্ক হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সহসা বসন্ত-সমাগমে একযোগে বহুতর রাগরঞ্জিত নবপল্লবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বায়ুদ্বারা কম্পিত চম্পকপুষ্পের পত্ররেখার সহিত কন্দর্প মিত্রতা প্রকাশ করায় উহা বসন্তের একটি প্রধান ধৈর্য-নাশক মহাস্ত্রস্বরূপ চতুর্দিকে প্রথিত হইল। নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও সহকার-মঞ্জরীতেই বহুলভাবে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ ধ্বনি দ্বারা বসন্তবন্ধু কন্দর্পের যশোগান করায় সহকারই বসন্তের অধিক উপকারক হইল।

এইরূপ বসন্তোৎসবকালেও রাজকুমার কুণাল বিজনে বসিয়া স্থবিরের উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা নাম্নী রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। যুবতী বিমাতা তিষ্যরক্ষা প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, আয়ত-লোচন, পীনস্কন্ধ ও আজানুলম্বিতবাহু কুমারের নিকট আসিয়া বলিল, কুমার! সংসারের সারভূত তোমার নয়নকান্তি এখন প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কাহার না ধৈর্য হরণ করে? বিশেষতঃ তোমার এই সুন্দর বেশ অত্যন্ত ধৈর্যহারী হইতেছে। তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া লজ্জা-ত্যাগপূর্বক সহসা ভুজদ্বয়দ্বারা কুমারকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। তখন কম্পবশতঃ মুখরিত আভরণের শব্দ হওয়ায় বোধ হইতেছিল যে, তাহার নিজ আভরণগুলিও তাহাকে এরূপ কার্য হইতে নিবারণ করিতেছিল।

ইনি বিমাতা হইলেও নিজ মাতার ন্যায় সতত বাৎসল্য প্রকাশ করেন, এই ভাবিয়া কুণাল নিঃশঙ্কচিত্তে বিমাতার পদপ্রান্তে নতশির হইলেন। মদমত্ত ও কন্দর্প-বিকারে ক্ষুব্ধ অঙ্গনাগণের যখন মোহ উদয় হয়, তখন নদীর ন্যায় উহাদেরও গর্তে পতনের কোনরূপে নিরোধ করা যায় না। মদনাভিভূতা তিষ্যরক্ষা

মানসিক আবেগবশতঃ বিশৃঙ্খলবৎ হইয়া কুমারকে বলিল। তখন শুচিশীলতা যেন পাপকার্যে কলঙ্ক-ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল।

কুমার! তুমি আমার সমবয়স্ক ও প্রিয়পাত্র। আমি তোমার বিমাতা, মাতা নহি। তোমার আলিঙ্গনের যোগ্য আমার এই তনু অদ্য সৌভাগ্যরূপ ভোগ্য বস্তু লাভ করুক। নারীগণকেই সকলেই প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি স্বয়ং তোমাকে প্রার্থনা করায় অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ হইয়াছে। কি করি, বহুদিন হইতেই আমার হৃদয়ে তোমার সঙ্গমাশা উদিত হইয়াছে। তুমি এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হার-শোভিত স্ত্রীগণের স্তনদ্বয় এবং রসনাযুক্ত নিতম্বস্থল নখোল্লেখ-রহিত হইলে উহার সৌন্দর্যাভিমান থাকে না। স্ত্রীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ নূতন বস্তুর অভিলাষী এবং কুতূহলময় হয় এবং উহাদের নয়নও স্বভাবতঃ লাবণ্যলুব্ধ হইয়া থাকে।

কম্পিতাঙ্গী তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগদ্বারা অধরপল্লবের কান্তি ম্লান করিয়া স্বেদজলবিন্দুদ্বারা তিলক ধৌত করিয়া স্পষ্টভাবে কামভাব প্রকাশ করিল। কুণাল, তপ্ত সূচীসদৃশ কর্ণ-বিদারণকারী বিমাতার এইরূপ বিরুদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে ভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন, নিজ চক্ষুর সংলগ্ন পাপ তিনি ভূমিতে প্রক্ষেপ করিলেন। তিনি বিষাদ ও লজ্জায় বিশুষ্কবদন হইলেন এবং বিমাতার মুখ চন্দ্রসদৃশ হইলেও পাপমলে মলিন হওয়ায় তিনি উহা দেখিতে পারিলেন না। মহাপাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় কম্পিত হইল। এজন্য কুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হওয়ায় কুণ্ডলস্থ রত্নের কান্তিও বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। তাহাতে বোধ হইল যেন, তাঁহার কর্ণদ্বয় পাপ-শুদ্ধির জন্য রত্নকান্তিরূপ বহ্নিশিখামধ্যে প্রবেশ করিল।

কুণাল হস্তদ্বারা কর্ণযুগল আচ্ছাদিত করিয়া দন্তকান্তিদ্বারা ধবলিত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। গঙ্গাপ্রবাহসদৃশ তদীয় দন্তকান্তি যেন তাঁহার অঙ্গলগ্ন বিমাতার আলিঙ্গন-দোষ ক্ষালন করিয়া দিল। কুণাল বলিলেন, মা! তোমার একথা বলা উচিত নহে। সৎপথে গমন কর, বাক্য সংযত কর। তুমি এইমাত্র শীল ত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে সে বিচলিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, উহাকে আশ্বাসিত কর। দর্প, প্রমাদ, পরধনেচ্ছা ও পাপযুক্ত বিষয়বাসনা, এইগুলি সকলই লোকের পতনকালে বিনাশের নিরর্গল দ্বারস্বরূপ হয়। যাহারা দান-পরাঙ্মুখ, তাহাদের ধনে প্রয়োজন কি? যাহারা বিদ্বেষপরায়ণ, তাহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নে ফল কি? যাহারা সদ্গুণবর্জিত, তাহাদের সৌন্দর্য বিফল। যাহারা

শীলবর্জিত, তাহাদের কুলমর্যাদা বৃথা। মা! তুমি চঞ্চলতা ত্যাগ কর। পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ মনোহর যশ রক্ষা কর। সুশীলতা ত্যাগ করিও না। নিজবংশমর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পাপকার্যে মতি করিও না। পাপকারীদিগকে পরলোকে অত্যন্ত ক্লেশকর স্থানে থাকিতে হয়। সেখানে নারকীয় অগ্নির অত্যন্ত উত্তাপে বিকল পাপকারী প্রেতগণের উৎকট প্রলাপ সতত শুনিতে পাওযা যায়।

তিষ্যরক্ষা কুমারের এই কথা শুনিয়াও তীব্র অনুরাগ ও আগ্রহ ত্যাগ করিতে পারিল না। মোহান্ধ জনের অন্ধকূপসদৃশ অন্তঃকরণে ধর্মোপদেশরূপ সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। সে দুর্দান্ত কন্দর্পরাজ কর্তৃক বিশেষরূপ ব্যথিত হইয়া চোরীর ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ সহ অসঙ্গতভাবে প্রলাপ করিতে লাগিল।

সে বলিল, তুমি সুস্থজনকে যেরূপ উপদেশ করে, সেরূপ উপদেশ করিতেছ; কিন্তু আমি কামপীড়িত, উহা কিছুই শুনিতেছি না। বিশাল শিখাযুক্ত প্রবল কামাগ্নি বাক্যদ্বারা উপশান্ত হয় না। নির্ঝরজলপ্রপাতে শীতল দেশেও উত্তপ্ত মরুভূমি হইয়া থাকে। যাহারা কামাতুর, তাহাদের পক্ষে সূর্যোদয়কালেও চতুর্দিক অন্ধকারময় হয়। তুমি দয়ালু। সন্তাপপ্রাপ্ত অবলাকে রক্ষা করিয়া যদি তোমার ধর্ম না হয়, তাহা হইলে সাধুগণ যে ধর্মের গৌরব করেন, তাহার অভাবেও কেন অধর্ম হইবে? যাহারা সুস্থ ও শীতল, তাহাদের পক্ষে তোমার কথিত এইরূপ স্থির ধর্ম সুখকর হয়। যাহারা সন্তাপিত ও বিপদাপন্ন, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ কার্যেও কোন বিচার নাই। আমিই প্রথমে পাপ গ্রহণ করিয়াছি। আমায় রক্ষা করিলে তোমার ধর্ম হইবে। চন্দ্রসদৃশ শীতল ত্বদীয় অঙ্গস্পর্শদ্বারা আমার সন্তাপ-ক্লেশ নির্বাপিত কর। চন্দ্র লোকের সন্তাপ হরণ করেন, সূর্য ঘোর অন্ধকার নষ্ট করেন এবং অগ্নি দিবারাত্রি লোকের শীত ক্লেশ শান্তি করেন। ইহারা সকলেই পরোপকারী। ইহাদের কি কোনরূপ পাপ হইতে পারে? তুমি সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত আছ, তুমিই সত্য কথা বল। বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অপেক্ষা অন্য সৎকার্য ও ধর্ম কি আছে? এখানে রহস্য-প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এস্থান জনবর্জিত ও সুসংবৃত। স্বেচ্ছায় প্রণয়াকাঙ্ক্ষাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গ ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে। রতিদ্বারা ঘোষিত নিতম্বিনীগণের দশনক্ষতদ্বারা ক্লিষ্টাধর, স্বস্ত অলক-শোভিত ও স্বেদবিন্দুদ্বারা আর্দ্র অঙ্গরাগযুক্ত মুখপদ্ম ধন্য জনই দেখিতে পায়। স্ত্রীলোকের জন্য কত লোক করবালরূপ লোলজিহ্বাযুক্ত যুদ্ধরূপ কালের মুখমধ্যে প্রবেশ করে এবং কত লোক স্ত্রীলোকের জন্য ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ সমুদ্রমধ্যেও প্রবেশ করে। লোকসকল বহুদিন ধরিয়া

বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থোপার্জনের জন্য প্রযত্ন করে। ধর্মোপার্জনের জন্যই অর্থের আবশ্যক। কামই ধর্মের মুখ্য ফল বলিয়া কথিত হয়।

তিষ্যরক্ষা এইরূপ ব্যাকুলভাবে নানাপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিল। পরে কুমার তাহাকে বলিলেন,—মাতঃ! ধর্মই ত্রিবর্গের মূল ও প্রধান ফল। ধর্মই কুশলের আশ্রয়। নির্জন বলিয়া পাপ কখনও গুপ্ত থাকে না। দেবগণ অন্তর্হিত হইয়া সাক্ষিস্বরূপ রহিয়াছেন। ছায়া জায়ার ন্যায় সর্বদাই সঙ্গে আছে, সে লোকের সকল কথাই জানে। নির্জনে কৃত কর্মেরও অবশ্যই ফললাভ হয়। কর্মফল কখনও নষ্ট হয় না। নির্জনে অন্ধকারমধ্যে বিষপান করিলে তাহা দ্বারা কি প্রাণ নাশ হয় না? স্ত্রীলোক স্বভাবতই পাপপ্রযোজক হয়। তাহার উপর পরদারসঙ্গ অতি ভীষণ। নিজ পত্নীকেও যদি কলহকালে মোহবশতঃ মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে জীবনান্তেও লোকে তাহাকে আর স্পর্শ করে না।

তিষ্যরক্ষা এইরূপে নিজের প্রার্থনাভঙ্গ হওয়ায় তিরস্কৃতা ও অত্যন্ত সন্তপ্তা হইল। পরে পাপিষ্ঠা বলিল যে, আমি অবশ্যই তোমার চক্ষুর দর্পহরণ করিব। এই বলিয়া সে নিজস্থানে চলিয়া গেল। তৎপরে রাজা অশোক রাজা কুঞ্জরকর্ণের তক্ষশিলানাম্নী রাজধানী জয় করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ কুমারকে পাঠাইলেন। কুমারের যাত্রাকালে সৈন্যোত্থাপিত ধূলিদ্বারা সূর্য আচ্ছাদিত হইয়া গেল। কুমার তক্ষশিলা নগরীতে গিয়া গজযূথরূপ অন্ধকার দ্বারা চতুর্দিক্ অন্ধকারিত করিয়া নগরীকে বেষ্টন পূর্বক অবস্থিতি করিলেন। বায়ুক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জনের ন্যায় ঘোর সৈন্যগণ ও গজগণের নিনাদে ত্রিভুবন যেন বিদীর্ণ হইল।

তৎপরে ধীমান্ তক্ষশিলাধিপতি রাজকুমারের পদপ্রান্তে মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এবং গজ, অশ্ব ও রত্নদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। রাজকুমার তথায় রাজা কর্তৃক আদরপূর্বক নানা উপচারে পূজিত হইয়া মেঘোদয়বশতঃ মলিন বর্ষাকালের কয়েকদিন বাস করিলেন।

ইত্যবসরে রাজা অশোক পুত্র-মুখ সন্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠিতমানস হওয়ায় অত্যধিক চিন্তাবশতঃ তাঁহার উদরমধ্যে মূত্র বদ্ধ হইয়া কঠিন ব্যাধি হইল। অন্তঃপুরমধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের নির্ণয়কার্যে অবহিতচিত্ত বৈদ্যগণ রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। অসাধ্য রোগ জানিতে পারিয়া বৈদ্যগণের মুখে খেদভাব প্রকাশ হইল। বধূগণ চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দনেত্রে রাজাকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাঞ্চীকলাপ যেন উদ্বেগভয়ে নিঃশব্দ হইল। আসন্নবর্তিনী

কান্তার করপল্লবস্থিত, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত, শুভ্রবর্ণ চামরদ্বারা রাজাকে বীজন করা হইতে লাগিল। চামরটিও যেন শোকবশতঃ উচ্ছসিত হইতেছিল।

রাজা শীতল জলের ভৃঙ্গারে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং কষায় ঔষধ-পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিদ্রা না হওয়ায় তিনি সতত কুপিত হইতেন এবং পথ্যের কথায় বিষাদ প্রকাশ করিতেন। তিনি নিন্দনীয় রোগের যন্ত্রণায় নিজ দেহেতেও বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পত্নীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপনপূর্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন, এখন আর বৈদ্যগণের আবশ্যক কি? তাহাদের যতদূর বিদ্যা ছিল, তাহা ত চেষ্টা করা হইল। কষ্টকর মিথ্যা পথ্য দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা নিজ অশুভ কর্মফলে পীড়িত হয়, তাহাদের জন্য ধর্মোপদেশই প্রধান চিকিৎসা এবং তাহাই আত্মীয়জনের প্রণয়ের লক্ষণ। এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে। ভোগ্য বস্তু-সকল এখন শল্যবৎ বোধ হইতেছে। অন্ধজনের লাবণ্য-বতী কান্তা যেরূপ ভোগবর্জিত হয়, তদ্রূপ ভোগবর্জিত এই রাজসম্পৎ আমার পক্ষে এখন প্রবল শাপবৎ বোধ হইতেছে। আমি অত্যন্ত মন্দাগ্নি হইয়াও প্রবৃদ্ধ শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। শরীরে জড়তা অত্যধিক রহিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণাও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই সুখকর বোধ হইতেছে। অন্তর্বর্তী প্রচ্ছন্ন পাপ, কলহানুবন্ধী নীচ জনের অবমাননা এবং দীর্ঘ-কালস্থায়ী নিন্দিত ব্যাধি, এই তিনটিই প্রদীপ্ত অগ্নিতাপে উপশান্ত হয়। অন্য কোন প্রতিকার নাই। দরিদ্র লোকদিগের রোগকষ্ট না থাকিলেও দারিদ্র্য-কষ্ট সদাই আছে এবং ধনবানদিগের দারিদ্র্য-ক্লেশ না থাকিলেও সর্বদা রোগজন্য ক্লেশ থাকে। এই দুইটি ক্লেশই দুই জাতীয় লোকের কুকর্মের বিচিত্ররূপ পরিণামের ফল। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। মনুষ্যজন্মে যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সে জন্মই বৃথা। শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা যদি বুদ্ধিকে অলঙ্কৃত করা না হয়, তাহা হইলে সে বুদ্ধিকে ধিক্! যে ব্যক্তি বিস্তর শাস্ত্র পাঠ করিয়াও দৈন্যভাব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার সে শাস্ত্রপাঠ বৃথা। যে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সম্পৎ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না, তাহার সে সম্পদও বৃথা। প্রজাগণপ্রিয় রাজকুমার তক্ষশিলা-জয়কার্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছে; তাহাকে সত্বর আনয়ন কর। আমি অদ্যই সেই নির্মলস্বভাব ও সচ্চরিত্র রাজকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে চাই। আমি স্বেচ্ছায় কুমারকে রাজচ্ছত্র ও মুকুট প্রদান করিলে পুরবাসী প্রজাগণ আমাকেই পুণ্যরসায়নদ্বারা তরুণ-ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিবে।

রাজপত্নী তিষ্যরক্ষা রাজার এই কথা শুনিয়া যুগপৎ ভয়, শোক, দীনতা,

মাৎসর্য ও মোহে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল, মহারাজ! আমি আপনাকে নিরাময় করিতেছি। আমার বিশেষ ক্ষমতা আপনি দেখুন। এই সকল অশিক্ষিত ও লোকের ধন-প্রাণনাশক কুবৈদ্যগণের কোন আবশ্যক নাই। ইহারা চলিয়া যাউক। বৈদ্যগণ নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান জন্য গর্ব প্রকাশ করিয়া পরস্পর বিবাদ করে এবং মূর্খের ন্যায় পরস্পরের নিন্দা করে। ইহারা সতত রোগীকে বিনাশ করিতেই উদ্যত। ইহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া রোগীকে মারে। হে রাজন্! নিজ পুত্রকেও রাজ্য দান করা উচিত নহে। সকল বস্তুই পরাধীন হইলে স্পৃহাজনক হয়। লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলে অল্প দিনেই সহস্র বিপদ্রূপ বহ্নির তাপে অনুতপ্ত হইতে হইবে। পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট আরোপিত করিলে তখনই রাজার প্রভুতা ও গৌরব বিলুপ্ত হয়। যাহারা রাজাজ্ঞা নতশিরে গ্রহণ করিত, তাহারা তখন রাজাজ্ঞা তৃণজ্ঞান করে, আর আজ্ঞা পালন করে না।

তিষ্যরক্ষা এইরূপে রাজার ধৈর্য বিধান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং অন্বেষণ করাইয়া রাজার তুল্য রোগাক্রান্ত একটি আভীরকে একান্তে আনয়ন করাইল। ক্রূরাশয়া তিষ্যরক্ষা ক্রূরবুদ্ধি একটি দাসী দ্বারা আভীরকে হত্যা করিয়া তাহার নাভিকোষটি উৎপাটন করিল। তৎপরে তাহার অন্ত্রে সংলগ্ন ও কঠিনভাবে দংশনকারী একটি বিকৃত কৃমি দেখিতে পাইল। তিষ্যরক্ষা দেখিল যে, কৃমিটা বেগে ঊর্ধ্বে ও অধোদেশে চলাচল করিতেছে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে। তৎপরে পিপ্পলী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গযুক্ত ঔষধ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিল। সেই সেই ক্ষার দ্রব্য ও বিষাক্ত কতকগুলি দ্রব্য দিয়াও কৃমিটা মরিল না। পরে পলাণ্ডু-রস স্পর্শমাত্রেই কৃমি মরিয়া গেল।

তিষ্যরক্ষা এই উপায়টি জানিতে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে রাজার নিকট গেল এবং প্রচ্ছন্নভাবে পলাণ্ডু-রস সেবন দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যেই রাজাকে সুস্থ করিল। যেখানে বিষের কোন শক্তি নাই, সেখানে অস্ত্রসকল কুণ্ঠিত হয় এবং যেখানে হুতাশন উৎসাহহীন হইয়া পরাঙ্মুখ হন, সেখানেও যুবতী স্ত্রীগণের ক্ষমতা অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ হয়।

তৎপরে কৃতজ্ঞ রাজা জীবন-লাভ-হর্ষে এবং তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রেমবশতঃ তাহার প্রার্থনানুসারে সাত দিনের জন্য রাজ্যের কর্তৃত্বভাররূপ বর তিষ্যরক্ষাকে প্রদান করিলেন। তিষ্যরক্ষা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত রাজকার্য করিতে লাগিল। সে তক্ষশিলাধিপতির নিকট উত্তম রত্ন উপঢৌকনসহ একটি রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র প্রেরণ করিল।

তৎপরে তক্ষশিলাধিপতি বিনয়-নম্র হইয়া রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্রটি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং স্পষ্টাক্ষর ও স্পষ্টার্থ পত্রটি পাঠ করিলেন। "স্বস্তি, পাটলিপুত্র নগর হইতে, যাঁহার অনুপম সমর-সাহসদ্বারা চতুঃসাগরসীমা পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্রুত বিমল যশোরূপ শুভ্রবস্ত্রাবৃতা বসুধাবধূর সৌভাগ্য-গর্বে প্রবল রিপুগণের প্রতাপ খর্বীকৃত হইয়াছে, যিনি অরাতি বধূগণের বিলাসিতার শাপস্বরূপ, যাঁহার মণিময় নির্মল পাদপীঠে শত শত প্রণত সামন্ত-রাজার মুখপদ্ম প্রতিবিম্বিত হয়, যিনি বন্ধুগণরূপ কমলের বিকাশ-বিষয়ে সূর্যসদৃশ এবং যিনি পরাক্রমে বিখ্যাত মৌর্যবংশের সিংহস্বরূপ, সেই মহারাজ শ্রীমান্ অশোক-দেব তক্ষশিলাধিপতি শ্রীমান্ কুঞ্জরকর্ণকে সম্বোধন করিতেছেন; যথা,—নির্লজ্জ, কুচরিত্র-প্রিয়, চরিত্রভ্রষ্ট, পুত্ররূপী শত্রু, অপবিত্র ও শাস্ত্রবিদ্বেষী কুণাল পিতৃকলত্র অভিলাষ করিয়াছে এবং উহার রূপ, যৌবন, উৎসাহ ও সাহস সবই পাপের অনুরূপ। এজন্য আমি প্রণয়সহকারে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, কুণালের নয়নমণি উৎপাটিত করিয়া এবং উহাকে উলঙ্গ করিয়া নগর হইতে নির্বাসিত কর। ইহাই আমার সপ্রণয় প্রার্থনা।"

রাজা কুঞ্জরকর্ণ এইরূপ উগ্রতর পত্রার্থ অবগত হইয়া কৃপাবশতঃ এরূপ কার্য করিতে পারিলেন না। তিনি কুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং রাজা অশোকের ভয়ে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া দোলায়মান হইতে লাগিলেন। কুণাল সেখানে বসিয়াছিলেন। তিনি রাজাকে অধোবদন ও সজলনয়ন দেখিয়া হঠাৎ ভাবান্তর-দর্শনে সন্দেহবশতঃ পত্রখানি লইয়া স্বয়ং তাহা দেখিলেন।

কুণাল বুঝিতে পারিলেন যে, পিতা মিথ্যা সন্দেহবশতঃ আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া এরূপ দুঃসহ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ অসহ্য বিপৎকালেও তিনি ধৈর্যগুণে চিত্ত স্থির করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, প্রথমতঃ পিতার এ ইচ্ছা পূরণ করিতে হইবে। ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। রাজা কুঞ্জরকর্ণকেও পিতার কোপ-ভয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যদিও পিতা মিথ্যা অপরাধে কুপিত হইয়াছেন, তথাপি শুদ্ধ কথাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না। আমি নিজ নেত্রদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া পিতার কোপানলজন্য তাপের শান্তি করিব। ইহাতে রাজা কুঞ্জরকর্ণেরও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য কোন বিপদ হইবে না। এই বিনশ্বর ক্লেদময় দেহমধ্যে চক্ষুটি জলবিকারস্বরূপ। তৃণপ্রদীপতুল্য ক্ষণিক-প্রকাশ এই চক্ষুতে কি গুণে আস্থা করিব? লোকে যে রূপের দর্শন-লাভের জন্য প্রযত্নপূর্বক চক্ষুকে রক্ষা করে, সেই রূপই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রজাল ও স্বপ্নাবলী-সদৃশ। ইহা আকাশস্থ চিত্রবৎ মিথ্যা।

রাজপুত্র কুণাল বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং রাজা কুঞ্জরকর্ণ এরূপ কঠোর কার্য করিতে অনিচ্ছাবশতঃ বিমুখ হইলেও এবং জনগণ সজলনয়নে নিবারণ করিলেও তিনি নিজ চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট করিলেন। কুণাল প্রচুর সুবর্ণ দিবেন বলায় একজন ক্রুরস্বভাব লুব্ধ ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিল। তখন দুর্দান্ত হস্তীদ্বারা পদ্মাকরের পদ্মগুলি বিনষ্ট হইলে যেরূপ হয়, কুণালেরও সেইরূপ দশা হইল।

কুণাল যখন বিজয়-যাত্রা করেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত প্রেমপাত্র কাঞ্চনমালিকাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া কুণালকে তদবস্থ দেখিয়াই মোহবশতঃ ভূমিতলে পতিতা হইলেন। কুণালের চক্ষুর লাবণ্যমুগ্ধা কাঞ্চনমালিকা ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ধীরস্বভাব কুণাল অনিত্যতা চিন্তাদ্বারা সত্য দর্শন করিয়া ও স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভদ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া কাঞ্চনমালিকাকে বলিলেন, মুগ্ধে! ধৈর্য অবলম্বন কর। মোহ ও দৈন্যে বিহ্বল হইয়া কাতর হইও না। হে ভীরু! মনুষ্যের নিজ কর্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। এখন আমি অন্ধ হইয়াছি। আমি বিজনে গমন করি। তুমি ক্লেশ সহ্য করিতে পার না, তুমি বন্ধুজন-গৃহ আশ্রয় কর। শোক করিও না, সৌভাগ্য-ভোগের বিয়োগই সার। সংসারের ইহাই স্বভাব।

কুণাল এই কথা বলিলে বিয়োগভীতা জায়া কম্পিতাঙ্গী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তখন তাঁহার কজ্জলযুক্ত চক্ষুর জল কুচদ্বয়ে নিপতিত হওয়ায় যেন তিনি নিজ চিত্ত দুঃখের নিকট বিক্রীত বলিয়া লিখিলেন, হে আর্যপুত্র! আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। ইহা অঙ্গনাগণের কুলোচিত নিয়ম নহে। পতি নারীর বিভূষণ। আপৎকালে পতি বিরূপ হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। বেশ্যাগণও ধনবান্-দিগের প্রীতির জন্য যত্নপূর্বক সতীব্রত দেখাইয়া থাকে। বিপদাপন্ন প্রার্থী যেরূপ মহাপুরুষের অধিক প্রিয় হয়, তদ্রূপ বিপন্ন পতিও সতীর অধিক প্রিয় হয়। পুরুষ নয়নহীন হইলে জায়াই তাহার প্রকৃষ্ট যষ্টিস্বরূপ। বিপত্তাপে ও পরিশ্রমে জায়া ছায়াস্বরূপ হয়। বিষম দশায় পদচ্যুত পুরুষগণের পক্ষে জায়ার তুল্য অন্য সহায় নাই।

কুণালপত্নী পাদপতিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করায় রাজকুমার কুণাল জীর্ণবস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া ধৈর্যসহ পত্নীর সহিত ধীরে ধীরে গমন করিলেন। বীণাবাদন-পটু ও সুগায়ক কুণাল পথে যাইতে যাইতেই জীবিকাবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কলাবিদ্যার তুল্য মনুষ্যগণের অন্য বিদ্যা নাই। ইহা বিপৎকালে পণ্যস্বরূপ এবং

বিভবাবস্থায় বিলাসস্বরূপ হয়। মদমত্ত ভ্রমর-পংক্তির ধ্বনিসদৃশ শ্রবণসুখকর বীণাস্বন দ্বারা লোককে মুগ্ধ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া জায়াসহ কুণাল গৃহস্থগণের গৃহে প্রবেশ পূর্বক গান করিতেন।

যাঁহাদের প্রভাব-সূর্য গুরুজনের কোপরূপ রাহুকর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সুচরিতরূপ চন্দ্র মিথ্যাপবাদরূপ কৃষ্ণপক্ষদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সদ্‌গুণরূপ রত্নের প্রভা গুণিগণের দোষমধ্যে পতিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়াছে, যাঁহাদের নয়ন-প্রদীপ বহুতর দুষ্কৃত কর্মের ফলরূপ ঝটিকাঘাতে নির্বাণ হইয়াছে এবং যাঁহারা সংসাররূপ বিপুল মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় তরল সম্পদের জ্যোতি-বিহীন হইয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে পুনর্বার ধর্মস্মরণরূপ নতন আলোক উদিত হয়। কলাবিদ্যা-নিপুণ, বিবেকচক্ষু কুণাল গান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, যষ্টিস্বরূপ প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া পিতার রাজধানী পাটলীপুত্র নগরেই গেলেন। অত্যন্ত ক্লেশে ও পথশ্রমে ক্ষীণদেহ, শীতে ও রৌদ্রে বিবর্ণ-বদন কান্তাসহ কুণালকে দেখিয়া লোকে শাপভ্রষ্ট মন্মথ বলিয়া বুঝিল।

ক্রমে তিনি বিশ্রামার্থী হইয়া রাজার উপবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন উদ্যানপালগণ অমঙ্গল-দর্শন জন্য কটুবাক্যে তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। আশ্রয়হীন কুণাল আশ্রয়ার্থী হইয়া রাজার হস্তিশালায় প্রবেশ করিলেন। হস্তিপালক বীণাবাদনে আদর কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে স্থান দান করিল। তত্রস্থ গজরাজ অন্ধ কুণালকে চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে স্বাগত-বাক্য বলিবার জন্য উচ্চস্বরে গর্জন করিয়া উঠিল এবং ক্রীড়া-ময়ূরগণ নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তিপালগণ গজেন্দ্র-গর্জনে নিশ্চল ও নির্ভয় কুণালকে দেখিয়া বলিল, ইনি কোনও সত্ত্বসাগর নির্ভয় সুক্ষত্রিয় হইবেন।

কাঞ্চনমালিকা পতির চরণ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি হস্তীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক সজলনয়নে বিভব ও অভিমানের কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, তোমার সম্মুখে যে সকল ময়ূরগণ গজেন্দ্র-গর্জনে মেঘভ্রমে নৃত্য করিতেছে, ইহারা কার্তিকবাহন ময়ূরের বংশ-সম্ভূত। গজানন গণেশের গর্জনকালেও ইহাদের কোনরূপ বিকার হয় না।

তৎপরে সরাগা (অর্থাৎ সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিতা), চপলা (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িনী), দোষোন্মুখী (অর্থাৎ রাত্রির আহ্বানকারিণী) সন্ধ্যা অনুরাগবতী চঞ্চলস্বভাবা ও দুষ্কর্মাভিলাষিণী বিদ্বেষবতী নারীর ন্যায় সহসা উপস্থিত হইয়া লোচনের জীবন-স্বরূপ সূর্যকে হরণ করিয়া জনগণের অন্ধতা বিধান করিল। ভ্রমরাবলী লক্ষ্মীর

বিরহে ম্লান ও সঙ্কুচিতমুখপদ্ম পদ্মাকরকে দেখিয়া শোকে যেন ভবিতব্যতার স্বভাব গান করিতে লাগিল।

বিশ্বপ্রকাশের একমাত্র মণিপ্রদীপস্বরূপ সূর্য অস্তমিত হইলে লক্ষ লক্ষ দীপালোকদ্বারা দিবালোকের লেশমাত্রও হইল না। মহাজনের তেজ সর্বাতিশায়ী হইয়া থাকে। মণিময় ও সুবর্ণময় প্রাসাদময়ী সেই রাজধানী অন্ধকারমধ্যে প্রভায় প্রকাশমানা হইয়া কষ্টকালে ভক্তিপূর্বক পতির উপকারকারিণী শীলবতী সতীর ন্যায় শোভিত হইল। তিমিররাশি উদ্‌গত হইয়া সর্বস্থানে অধিকারপূর্বক ত্রিভুবন আলোকহীন করিল এবং ক্রমে যেন চন্দ্রোদয়-ভয়ে অভিভূত হইয়া কোথায় লুক্কায়িত হইল।

অতঃপর শ্যামল কলঙ্ক-রেখাস্বরূপ সন্দেশ-লিপিধারী, কুমুদ্বতীর হর্ষকর ও পদ্মাকরের শোভাহারী চন্দ্র উদিত হইল। সুন্দর মৃণাল-লতার নবাঙ্কুরসদৃশ ময়ূখলেখাবান্ শুভ্রবর্ণ চন্দ্র দুগ্ধবৎ শুভ্র কান্তিরূপ শুভ্র বস্ত্রদ্বারা যেন যশঃ দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ করিল।

তৎপরে রাত্রির যৌবনকাল অতীত হইলে এবং চন্দ্র আকাশে লম্বমান হইলে হস্তিপালগণ জাগরিত হইয়া নিদ্রিত কুণালকে জাগরিত করিয়া বলিল, হে গায়ক! উঠ। কলধ্বনিকারিণী ও নখঘাতাভিলাষিণী কান্তাসদৃশী বীণাটি ক্রোড়ে করিয়া একটি গান কর।

পথশ্রান্তিবশতঃ নিদ্রাভিভূত কুণাল হস্তিপালগণের এইরূপ উদ্ধত বাক্যদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন ও নীচজন-বাক্যে দুঃখিত হইয়া নির্মল বীণাটি ক্রোড়ে ধারণপূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন, অহো! রক্তপায়ী, নির্দয় ব্যাঘ্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও লোক জীবিত থাকে, কিন্তু অভদ্র, কটুভাষী, পেটমোটা রাজভৃত্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে লোকের জীবন থাকে না। নীচসেবাসদৃশ অসহ্য নির্বেদজনক শোক আর নাই। ইহা মানের হানি করে, লজ্জা উৎপাদন করে, সুখের উচ্ছেদ করে ও তাপজনক হয়।

কুণাল হৃদয়লীন অবমানজনিত দুঃখাগ্নি-সন্তপ্ত হইয়া এইরূপ নীচ বাক্যের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক কাল অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধীরে ধীরে বীণাবাদনপূর্বক গান করিলেন। হায়! এই সংসার খল জনের দ্বারা কতপ্রকার ক্রীড়া করিতেছে। কাহারও মানহানি করিতেছে, কাহারও বিভবভ্রংশ হেতু তাহাকে অবহেলা ও উপহাস করিতেছে, কাহারও বা মর্মস্পর্শী শল্যসদৃশ অপবাদযুক্ত বিপৎক্লেশ দ্বারা মর্যাদা নাশ করিয়া চরিত

উৎপাটিত করিতেছে। প্রবহমান বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত লতার পত্রাগ্রের ন্যায় চঞ্চল সংসার বিভ্রম জনগণের স্থায়ী মহামোহ উৎপাদন করে। তাহাতে আবার জনগণরূপ সজল মেঘে সমুদিত বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় দৃশ্যমান এই সকল সম্পদ আরও অধিক চঞ্চল। যদি পুরুষগণের সমস্ত বিপদে রক্ষারত্নস্বরূপ বিমল স্বভাব কিছুমাত্র খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সে বিভব-নাশজন্য ক্লিষ্ট হইলে এবং নয়নহীন, পঙ্গু ও মূক হইয়া দুঃখ-গর্তে পতিত হইলেও শোভিত হয়। আমি যষ্টিদ্বারা জল ও স্থল বুঝিতে পারি। স্পর্শ ও গন্ধদ্বারা খাদ্যদ্রব্য জানিতে পারি এবং বুদ্ধিদ্বারা সবই বুঝিতে পারি। দুর্গম পথ শুনিলে অন্য দিকে যাই। অন্ধজন প্রতি নিশ্বাসক্ষেপে ঘোর নরকক্লেশ দেখিতে পায় না। মোহান্ধ মুগ্ধজন বহুতর বিষয়ে বিড়ম্বিত হয়। নয়নহীন ভত হয় না।

কুণাল এইরূপে নিজ বৃত্তান্তানুরূপ গান উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন। তখন রাত্রিশেষে রাজাও সহসা জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি সর্বদাই দুঃস্বপ্ন দেখি এবং নানা শঙ্কায় আকুল হই। তক্ষশিলাবাসী কুমার কুণাল আজও কোন পত্র পাঠাইল না কেন? আমি সর্বদাই তাহাকে স্মরণ করি। সে কি আসন্ন সুখে বিভোর হইয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়াছে? বহুদিন প্রবাসে থাকিলে লোকের স্নেহ মমতা নিশ্চয়ই শিথিল হয়। বীণা মূর্ছনায় মধুর স্বরযুক্ত এই যে গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, ইহা অতি শ্রুতিমধুর, যেন গন্ধর্বলোক হইতে গীতধ্বনি আসিতেছে। ইহা ঠিক কুণালের গীতধ্বনিসদৃশ। ইহা নিশ্চয়ই তাহারই মৃদু গীতধ্বনি। রাজা ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যকে পাঠাইয়া তদ্দ্বারা পুত্রকে ডাকিয়া আনাইলেন।

রাজা দূর হইতে উৎপাটিত নেত্র শ্রীহীন কুমারকে আসিতে দেখিয়া এবং বধূসহ পুত্রকে চিনিতে পারিয়া মোহবশতঃ ভূমিতে নিপতিত হইলেন। পরে হিমশীবারযুক্ত জলসেক দ্বারা সংজ্ঞালাভ করিয়া সমীপাগত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বহুক্ষণ শোক-প্রকাশ করিলেন, হা জীবলোকের নয়নানন্দদায়ক পুত্র! কি জন্য তুমি এরূপ দুঃখদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে? সুরসুন্দরীগণের লোভজনক তোমার নয়ন-পদ্ম দুইটি কোথায় গেল? হে গাম্ভীর্যাধার! হে গুণ-রত্নের নিধি! হে সরস্বতীবল্লভ! হে সত্ত্বরাশি! হিমালয় পদ্মবন হইতে যেমন শোভা অপগত হয়, তদ্রূপ তোমার সেই সৌন্দর্য কোথায় গেল? তোমার সেই সৌন্দর্য কোথায়, আর এই অসহ্য অন্ধদশা কোথায়; সেই অতুল বৈভব কোথায়, আর এরূপ দুর্দশা বা কোথায়! এরূপ পরিবর্তন অসম্ভব বোধ হইতেছে। কিজন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে,

না, তাহা জানি না। কে ইহাকে বজ্রবৎ কঠিন করিল? বিভব কালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিত, তাহারা কোথায় গেল? তোমার পরিবার মধ্যে একমাত্র এই পত্নীই তোমার কুলের অনুরূপ। কষ্টাবস্থায় সাধু জনের ধৈর্যবৃত্তি যেরূপ নিশ্চল ভাবে থাকে, তদ্রূপ ইনিই তোমার এ অবস্থায় নিশ্চলা আছেন।

কুমার বিলাপকারী রাজার এইরূপ অশ্রুবেগে অস্পষ্টোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর তদীয় ক্রোড় হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক বলিলেন, হে পৃথিবীন্দ্র! শোক পরিত্যাগ কর। ধীরগণ কখনও শোকাভিভূত হন না। ভবিতব্যতার স্বভাবই এইরূপ। উন্নতেরই পতন হইয়া থাকে। নরগণের আশ্চর্য সুখযুক্ত ঐশ্বর্য ও লাবণ্য-শোভাযুক্ত বপু ক্ষণমধ্যে কৃতান্তের ক্রীড়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। শূন্যময় এই সংসারে যদি পদার্থ-সকল সত্য হইত, তাহা হইলে এই সকল মুনিগণ ভোগ ত্যাগ করিয়া কেন বিজনে বাস করিবেন?

কুমার এই কথা বলিলে রাজা তাঁহার বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্র প্রেরণের কথা ও নেত্র-নাশের বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা এই কঠোর ও নৃশংস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুঠার দ্বারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন।

রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিষ্যরক্ষার সেই কুটিল আচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার নিগ্রহের জন্য স্ত্রীবধ-পাতক গ্রহণ করিতেও উদ্যত হইলেন। রাজা সেই ক্রূরতর মহাপকারের প্রতীকারে উদ্যত হইলে কুমার নিজ কর্মফলে এরূপ দুঃসহ দুঃখ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া রাজাকে নিবারণ করিলেন।

ব্যথিত রাজা শোক ও কোপে দহ্যমান হইয়া কুণালকে বলিলেন, কি জন্য তুমি মোহবশতঃ শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ক্রূরস্বভাবা অনার্যাকে রক্ষা করিতেছ? যাহার মন বিদ্বেষী ও স্নেহবান ব্যক্তির প্রতি তুল্যভাব থাকে, সে নগণ্য মনুষ্য। যাহার অপকারীর প্রতি ক্রোধলেশও হয় না, তাহার উপকারেও প্রসন্নতা হইবে কেন?

দুঃখিত রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্বক এই কথা বলিলে পর কুমার পিতাকে বলিলেন, হে রাজন্! এই তীব্র অপকারেও আমার কোনরূপ দুঃখ বা ক্রোধ-লেশও হয় নাই। যদি আমার জননীর প্রতি এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে আমার নেত্র উৎপাটিত করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার মন প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যবলে এখনই আমার নেত্রদ্বয় পূর্ববৎ হউক।

এই কথা বলিবামাত্র রাজপুত্রের নয়ন-পদ্মদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লোক-সকল সত্যব্রতের প্রতি বিশ্বাসবান হইল এবং রাজলক্ষ্মী নয়নদ্বয়ে লুব্ধ হইলেন।

রাজা অশোক প্রজাগণের সুখ ও উৎসাহজনক, নেত্রদ্বয়ে শোভমান কুণালকে যৌবরাজ্য-গ্রহণে বিমুখ জানিতে পারিয়া তৎতুল্য গুণবান্ তদীয় পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর রাজা পত্নী তিষ্যরক্ষার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়া, কুণালের এরূপ দুর্দশা উপেক্ষা করার জন্য তক্ষশিলাধিপতির প্রতিও দুঃসহ ক্রোধানল প্রকাশ করিলেন।

ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঙ্ঘস্থবির বলিলেন, এই রাজপুত্র পূর্ব জন্মে কাশীপুরে এক লুব্ধক ছিলেন। সেই লুব্ধক হিমালয়ের তটপ্রান্তে গুহায় প্রবিষ্ট পঞ্চ শত মৃগকে চক্ষু উৎপাটন দ্বারা অন্ধ করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে বধ করিয়াছিল। অন্য জন্মেও ইনি মুগ্ধ নামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। সেই বালক শ্রেষ্ঠিতনয় মোহবশতঃ চৈত্যস্থ জিন প্রতিমার মুখপদ্মটি শস্ত্র দ্বারা লোচনহীন করিয়াছিল। বালক পরে জ্ঞানোদয় হইলে ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা সেই প্রতিমার নয়নদ্বয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে অন্য জন্মেও সে একটি জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার ও পূজা করিয়াছিল।

বনে মৃগগণের নেত্র উৎপাটন করার জন্য এবং বাল্যকালে চৈত্যপ্রতিমার চক্ষু নাশ করার জন্য রাজপুত্র এই জন্মে নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিমার বিনষ্ট নেত্র পুনরায় রত্নদ্বারা নির্মাণ করার জন্য ইনি বিনষ্ট দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার করার জন্য প্রসাদগুণযুক্ত ও কান্তিমান হইয়াছেন। ইনি স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দ্বারা বিমল আলোক প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্য দ্বারা সত্য-দর্শনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালক্রমে পুণ্যবলে ইনি সংবুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবেন। স্থবিরের এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন।

ষষ্টিতম পল্লব

নাগকুমারাবদান

সংসারে নানাপ্রকার ক্লেশ-নিচয় মনুষ্যগণের দেহ শীর্ণ করিতেছে। পরলোকেও ক্রূরতর নরকাগ্নি মনুষ্যকে দগ্ধ করে। পরন্তু যাঁহারা ভগবানের শরণাগত হইয়া পুণ্যফলে শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের দেহে দুঃখতাপ অধিকার করিতে পারে না।

সমুদ্রতটে বহু পরিবার-সমন্বিত ধন নামে এক নাগ ছিলেন, উহার ফণারত্নের উজ্জ্বল আলোকে সদাই অপূর্ব দিবালোক বোধ হইত। তাঁহার বাসভবনে দিবারাত্রি তপ্ত বালুকা নিপতিত হইত, তাহাতে ভুজঙ্গগণের দেহে অত্যন্ত তাপক্লেশ হইত।

একদা স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি তাঁহার প্রিয় পুত্র স্বধন তপ্তবালুকা-পীড়িত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ। কিজন্য এই তপ্ত বালুকা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে? কি মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে ইহা নিবৃত্ত হইতে পারে? এই সমুদ্রমধ্যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট অনেক নাগ আছে, কিন্তু কেবল আমরাই দুঃখার্ত হইয়া আছি।

মহামতি ধন পুত্রকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র। অন্য নাগগণ যেরূপ ধর্মজ্ঞ, আমরা সেরূপ নহি। যাহারা ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হইয়াছেন এবং যাহারা সত্যবাদী, তাহাদের শরীরে বা মনে কোনরূপ তাপ হয় না। যাহারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ, এই পবিত্র রত্নত্রয়ের শরণাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কোনরূপ সন্তাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যাহারা ক্লেশনাশক শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা অমৃত দ্বারা সিক্ত, তাহাদের কিরূপে পাপ-তাপের ভয় হইবে? ভগবান জিন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবন আশ্রয় করিয়া আছেন। সেই শাক্য মুনিই লোকের সকল ক্লেশের শান্তি বিধান করেন। করুণারূপ কৌমুদীর উৎপত্তিস্থান সেই শাক্যমুনি সত্ত্বগুণে শুভ্র উপদেশ দ্বারা জগৎত্রয়ে অমৃত বর্ষণ করেন। যে সকল দুর্বিনীত জনগণ শিক্ষাপদ লাভ করিয়া উহা রক্ষা করে না, তাহাদিগেরই নরকে চিরবাস ও তীব্র সন্তাপ হইয়া থাকে।

নাগপুত্র পিতা ও মাতার এই কথা শুনিয়া দিব্য পুষ্প গ্রহণপূর্বক পবিত্র জেতবনে গমন করিলেন। তিনি সুগতাশ্রমে আসিয়া তথায় ধর্মকথা শুনিবার জন্য সমাগত ও সন্তোষসুখে উন্মুখ বিপুল জনসমাজ দেখিতে পাইলেন। তথায় তিনি সুন্দরবদন ও দীর্ঘলোচন জিনকে দেখিলেন। তাঁহার বদন ও নয়ন যেন পূর্ণচন্দ্র ও পদ্মবনকে মৈত্রীসুখ প্রদান করিতেছে। উপদেশকালে প্রকাশমান অধরকান্তি দ্বারা যেন তিনি সংসারানুরাগী জনগণের উদ্ভূত রক্ততার তর্জন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণপাশে কোনও আভরণ নাই, তথাপি লাবণ্যময়। যেন তিনি নিরাবরণ-ভাব ও শূন্যভাব লোককে দেখাইতেছেন। তাহার করদ্বয় দানমুদ্রায় শোভিত এবং যেন ধর্মদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। তদীয় বাহুদ্বয় যেন সুবর্ণময় প্রভাব-গৃহের স্তম্ভদ্বয়স্বরূপ। তিনি চরণছায়ারূপ চীবর দ্বারা পৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন।

যেন উৎফুল্ল পদ্মগণের জীবন দ্বারা তাঁহার চরণছায়া রচিত হইয়াছে বোধ হয়। নয়নামৃত তদীয় দেহকান্তি দ্বারা যেন তিনি সজ্জনগণের সংসাররূপ মরুভূমির সন্তাপ বারণ করিতেছেন।

নাগনন্দন তাঁহাকে দেখিয়াই সন্তাপহীন হইলেন। মহাত্মগণের দর্শনে দৈহিক ও মানসিক সকল পীড়াই উপশান্ত হয়। নাগকুমার পুষ্পাঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে তৎক্ষণাৎ শীতল হইলেন। তৎপরে কৃতী নাগকুমার ভগবান হইতে শিক্ষাপদ লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যাবজ্জীবন ভগবানের ভোগাধিবাসনা প্রার্থনা করিলেন।

ভগবান তাঁহাকে বলিলেন যে, সকলেই আমার অনুগ্রহপাত্র, অতএব কেবল একজনের যাবজ্জীবন অধিবাসনা করা উচিত নহে। প্রণয়ীজনের প্রীতি-সম্পাদনে সতত উদ্যত ভগবান এই কথা বলিয়া নাগকুমারেব কামনা পূরণের জন্য প্রস্থিত হইলেন।

ভিক্ষুসঙ্ঘের অগ্রযায়ী হইয়া ভগবান যখন আসিতেছিলেন তখন নাগকুমার প্রভাববলে স্থানে স্থানে স্বর্গশোভা বিধান করিলেন। তিনি স্থানে স্থানে সুবর্ণ ও রত্নকিরণে চিত্রিত, দিব্য উদ্যানে মনোহর, ভোগ্য বস্তু-সংগ্রহে ব্যস্ত দাস ও দাসীজন-পরিবৃত এবং কর্পূর ও চন্দন-নির্মিত মালাদ্বারা ভূষিত সুন্দর বিহার ভগবানেব জন্য নির্মিত করিলেন।

তৎপরে নাগকুমার করন্দকনিবাস নামক বেণুবনে উপস্থিত হইয়া সকল প্রকার ভোগসম্ভার দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। তথায় তিন মাসকাল ভগবান নাগকুমার কর্তৃক অর্চিত হইলেন। তদ্দর্শনে আনন্দে বিস্মিত হওয়ায় ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, এই নাগকুমার শত কল্পকাল অখণ্ডিত সকল প্রকার ভোগসুখে সুখী হইবে এবং অপর জন্মে সম্যক্ প্রণিধানবলে বোধিপ্রাপ্তও হইবে।



একষষ্টিতম পল্লব

কর্ষকাবদান

নিধি মোহান্ধ জনের হস্তগত হইয়াও অপগত হয়। বিশুদ্ধবুদ্ধির গৃহে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মনের প্রসন্নতাই পুরুষের ভূষণমণিস্বরূপ। ঐ মণির আলোকে দারিদ্র্যরূপ ঘোর অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে স্বস্তিক নামে একটি নির্ধন ব্রাহ্মণ ছিল। সে নিরুপায় হইয়া অল্পফল কৃষিজীবিকা আশ্রয় করিল। সে ক্ষেত্রকার্যেই নিরত থাকিত, শীত, বায়ু ও রৌদ্রে কষ্ট পাইত এবং হাল কোদাল প্রভৃতি ভার বহন করিয়া গতায়াত করিত।

একদিন জায়াসহ ব্রাহ্মণ আসিতেছিল, এমন সময় পথে দেখিল যে, শ্রাবকগণের সহিত ভগবান্ যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা উহাদের চিত্তে প্রসন্নতার উদয় হইল। ব্রাহ্মণ পত্নীকে প্রসন্নবদনা দেখিয়া বলিল যে, দান-পুণ্যের পরিক্ষয়ের জন্যই বিষম দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত হয়। আমরা এই ভগবান্‌কে একদিনও পিণ্ডপাত দ্বারা পূজা করি নাই। পুণ্যপণলভ্য ধনসম্পদ্ আমাদের কিসে হইবে?

যে ব্যক্তি সম্মানিত, সেই লোকসমাজে জীবিত থাকে এবং নষ্টকীর্তি ব্যক্তি মৃত বলিয়া গণ্য হয়। নির্ধন লোক জীবিত বা মৃত কিছুই নহে। ধনই জাতি, ধনই বিদ্যা, ধনই ধর্ম এবং ধনই যশঃ। ধনহীন জনের জীবন যাত্রায় মৃতপ্রায়। উহাদের আবার কি গুণ থাকিতে পারে! ভারবাহীর পক্ষে যেমন মণিকাঞ্চনময় ভূষণের ভার কেবল ক্লেশকর হয়, তদ্রূপ দরিদ্র জনেরও পরোপকারিতা প্রভৃতি কেবল ক্লেশজনক হয়। দরিদ্র জন দান না করায় পুনঃ পুনঃ দারিদ্র্য প্রাপ্ত হয়। দরিদ্র জন ধনলোভে পাপাচারী। দরিদ্র জীবিত হইলেও মৃত, এ বিষয়ে কাহারও অসম্মতি নাই, দরিদ্রেরই এই দশ দিক নিজজনবিহীন বোধ হয়। অতএব আমরা কৃপণবৎসল সুগতকে পূজা করিব। যে সকল মোহান্ধ জন বুদ্ধের আরাধনা করে না, তাহাদের কুশল কিসে হইবে? বিপন্নের বন্ধু পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান্ যেখানে যেখানে দৃষ্টিপাত করেন, সেই সেই স্থানে লক্ষ্মীর সমাগম হয়; ইহা আমি জানি।

ব্রাহ্মণী স্বামীর এই কথা শুনিয়া সাদরে ও শুদ্ধভাবে নিজ গৃহে ভগবানের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিল। সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ও তাহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের সপ্রণয় প্রার্থনায় পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের পূজান্তে প্রনিধান করিল যে, আমি দারিদ্র্য দুঃখে কষ্ট পাইতেছি। আমার বিভব হউক। অতঃপর ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে গিয়া দেখিল যে, শস্য ও যবাঙ্কুর সকলই স্বর্ণময়। এইরূপে সহসা সে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইয়া গেল।

রাজা প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণের পুণ্যবলে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া বিস্ময়বশতঃ প্রীতিসহকারে রাজপ্রাপ্য ভাগ ত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বিপুল সুবর্ণ দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হইয়া সসঙ্ঘ বুদ্ধকে সবপ্রকার ভোগ দ্বারা পূজা করিলেন। ভগবানের ধর্মোপদেশে স্রোতঃপ্রাপ্তি ফললাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিয়া কালক্রমে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ সমস্ত ক্লেশমুক্ত হইয়া অর্হত্বপদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুগণ তাহার কর্মফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিলেন, পূর্বজন্মে এই ব্রাহ্মণ ভগবান্ কাশ্যপের আজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য করিয়াছিল। তিনিই এই জন্মে আমা হইতে ইহার এইরূপ দেবগণ-পূজিত সিদ্ধি লাভ হইবে, বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তদীয় গুণ সংক্রমিত হওয়ায় মনে মনে তাহার সুচরিতের প্রশংসা করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম পল্লব

যশোদাবদান

বিবেকজ্ঞান যাঁহার সম্পদ, যৌবন ও সুখের উপযুক্ত সুন্দর বেশভূষায় শান্তিযুক্ত বৈরাগ্য সম্পাদন করে, একমাত্র সেই পুরুষই মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ লোক-সমাজরূপ কাননে আশ্চর্যময় হইয়া জন্মিয়াছেন।

পুরাকালে যখন ভগবান জিন ন্যগ্রোধারামে বিহার করিতেন, সেই সময় বারাণসীতে সুপ্রবুদ্ধ নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার সম্পদ দান ও উপভোগে শোভিত ছিল। তিনি কুবেরের ধনাগার নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাঁহার

সুখ-সম্পদ সবই ছিল, কেবল পুত্র না থাকায় সেই চিন্তাবশতঃ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেন। কাহারই সম্পদ শল্যহীন হয় না।

বান্ধবগণ বন্ধুবৎসল সুপ্রবুদ্ধকে শোকাগ্নিতপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে গৃহপতে! আপনি ক্লীব-জনোচিত চিন্তা করিবেন না। এ সংসারে ধীর ও সত্বশালীর পক্ষে কিছুই দুর্লভ নাই। এই যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষটি রহিয়াছে, পুরবাসীরা সকলেই ইহার পূজা করিয়া থাকে। ইহার পূজাদ্বারা সকল বস্তুই লাভ করা যায়। এই বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া কত অপুত্রক লোক পুত্রবান হইয়াছেন। কত নির্ধন ধনী হইয়াছেন এবং কত রোগী নীরোগ হইয়াছেন। সত্যযাচন চৈত্য নামক সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষই উপযুক্তরূপে যাচিত হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই পুত্রফল প্রদান করিবেন।

সুপ্রবুদ্ধ বান্ধবগণের এইরূপ কথা শুনিয়া হাস্যপূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন, অহো! মোহ বা স্নেহবশতঃ তোমরা মূর্খতা প্রাপ্ত হইয়াছ। লোক নিজ কর্মাধীন। নিয়তি নিশ্চল ভাবে লোককে ধরিয়া রহিয়াছে। এ.অবস্থায় কে কাহার স্থিতি, পোষণ বা বিনাশ করিতে পারে? মোহান্ধ ব্যক্তি নিজ কর্মফলে প্রাপ্য বস্তু লাভ করিয়া অন্যের প্রদত্ত বিবেচনায় সন্তুষ্ট হয়। কুকুর যেরূপ নিজ লালারস আস্বাদন করিয়া উহাকে শুষ্ক চর্মেরই রস বলিয়া বোধ করে, উহারাও তদ্রূপ বোধ করে। বৃক্ষ পুত্র প্রদান করে, ইহা একটা মূর্খবাক্য মাত্র। অধিক কি, বৃক্ষ সময় না হইলে একটি পত্রও নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না। যদি বল, বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা পূজার লোভে এইরূপ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজে পূর্ণ উপহারে নিজের পূজার সৃষ্টি করেন না কেন? লোকে ঘুণাক্ষরন্যায়ে বা কাক-তালীয়ন্যায়ে নিজের প্রাপ্তব্য বস্তুই পাইয়া দেবতা দিয়াছেন বলিয়া মনে করে। নিজ কর্মানুসারে প্রাপ্তব্য বস্তুই লোক পাইয়া থাকে। নানা যত্ন বা প্রার্থনায় অলভ্য বস্তু পাওয়া যায় না। যাহা আপনি আসে, তাহাই লোক ভোগ করিতে পারে। ইনি ইহা করিয়াছেন, একথা মোহান্ধ ব্যক্তিই মনে করিয়া থাকে।

সুপ্রবুদ্ধ এই কথা বলিলে বান্ধবগণ স্নেহবশতঃ বহু অনুরোধ করায় তিনি একাকী গূঢ়ভাবে সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি একখানি কুঠার হস্তে করিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষকে বলিলেন, আমি তোমার পূজা করিতে বা মূলোচ্ছেদ করিতে উদযুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তুমি যদি আমায় পুত্র প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার এরূপ পূজা দিব, যাহা কখনও কেহ করে নাই। নহিলে তোমায় কাটিয়া, পিষিয়া ও দগ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব।

বৃক্ষবাসিনী দেবতা তাহার এই কথা শুনিয়া সহসা ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া চিন্তা করিলেন, আমি স্বেচ্ছায় কাহাকেও পুত্র বা বিত্ত দান করি নাই। জনগণ নিজ কর্মানুসারে প্রাপ্ত বস্তু আমার প্রদত্ত বলিয়া মনে করে। এখন একটি অপূর্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কর্মফলে পুত্রলাভ না হওয়ায় বলপূর্বক দেবতা উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। লোকে ফলার্থী হইয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহা একটা লোকাচার মাত্র। কর্মানুসারে যদি ফললাভ না হয় তাহা হইলে দেবতা কিরূপে দিবেন, কে বা তাহা করিতে পারে? যদি কর্মফলে ব্যাধির চিকিৎসা অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে গণক, বৈদ্য বা মন্ত্রণাদাতাকে কেহই আক্রমণ করে না। এ ব্যক্তি অকার্য করিতে উদ্যত। ইহার বৃক্ষচ্ছেদের কোন শঙ্কা নাই। যাহারা অন্যায়াচরণে অভিনিবিষ্ট, তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই। বৃক্ষটি ছেদন করিলে অন্যত্র গিয়া আমি সুখে থাকিতে পারিব না। সঙ্গ ও অভ্যাসজন্য প্রীতি মুনিগণও ত্যাগ করিতে পারেন না।

দেবতা এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর ইন্দ্রের মন্দিরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্রকে এই কথা জানাইয়া সভয়ে বলিলেন, আমি সেই বৃক্ষে থাকিয়া জনগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইলেও নানা জন উপবাসাদি করিয়া নানা বিষয় প্রার্থনা করায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া ছ। কেহ বা পুণ্যবলে ফললাভ করে, কেহ বা অধোবদনে চলিয়া যায়। কতকগুলি হঠমূর্খ খলব্রতধারা সেইখানেই লয়প্রাপ্ত হয়। গতানুগতিকন্যায়ে লোক প্রসিদ্ধ স্থানেই শরণাগত হয়। তাহারা মূর্খতাবশতঃ সর্বদুঃখ নাশের জন্য আমার নিকটে আসে। নির্বোধ জনগণ কর্তৃক এইরূপে উদ্বেজিত হইয়াও আমি বৃক্ষটির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারি না। গন্ধলুব্ধ ভ্রমর বন্ধনক্লেশ গণ্য না করিয়া পঙ্কজে প্রবেশ করে। হংস মৃণাল আস্বাদন করিবার জন্য পঙ্কমধ্যে যাইতে ভয় করে না। শীতার্ত ব্যক্তি ধূমভয়ের জন্য অগ্নিকে ত্যাগ করে না। যাহার যাহাতে আবশ্যক থাকে, সে তাহার দোষও সহ্য করিয়া থাকে। অতএব প্রভো! আমি বৃক্ষ-বিয়োগভয়ে দুঃখিত হইতেছি; আমার রক্ষা করুন। স্থানত্যাগে দেহীর দেহত্যাগের ন্যায় কষ্ট বোধ হয়।

শচীপতি দেবতা কর্তৃক এইরূপ সপ্রণয়ে প্রার্থিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে গৃহপতির পুত্রলাভ তাহারই কর্মায়ত্ত। ইত্যবসরে দেবরাজ দেখিলেন যে, দেবপুত্র সুমতির স্বর্গ হইতে চ্যুত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। খল জনের নিকট নত হইলে যেরূপ কীর্তি ম্লান হয়, তদ্রূপ তাহার মালা ম্লান হইয়াছে। দৈন্যাগমে যেরূপ যাচ্ঞাবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়, তদ্রূপ তাহার দেহের অন্ধকারময়ী ছায়া প্রাদুর্ভূত

হইয়াছে। পুণ্যক্ষয় হইলে যেরূপ নূতন বিপদ্ আসে, তদ্রূপ তাহার দেহে স্বেদোদয় হইয়াছে। বিদ্বেষ-দোষযুক্ত বুদ্ধি যেরূপ সতত অসন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ তাহার অসন্তোষ ভাবও হইয়াছে। এই সকল লক্ষণে তাহার স্বর্গচ্যুতির সূচনা প্রকাশিত হইল।

দেবরাজ যখন সুমতিকে বলিলেন যে 'পৃথিবীতে বিখ্যাত ধনী গুণবান্ সুপ্রবুদ্ধের পুত্ররূপে তুমি জন্মগ্রহণ কর', সুমতি বলিলেন যে, যদি আপনি অনুত্তর ও উদার ধর্মচক্র প্রবর্তন করিতে সক্ষম শাস্তা শাক্যমুনির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য আমার বোধোদয় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি সুপ্রবুদ্ধের পুত্রতা গ্রহণ করিতে পারি।

দেবপুত্র সুমতি এই কথা বলিলে ইন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। তৎপরে সুমতি ইন্দ্রাজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হইয়া সুপ্রবুদ্ধের পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবতা নিজস্থানে গিয়া সুপ্রবুদ্ধকে বলিলেন যে, তোমার পুত্র হইবে এবং সে প্রব্রজ্যানিরত হইবে। গৃহপতি এই কথা শুনিয়া সহর্ষে গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, পুত্রের প্রব্রজ্যা নিবারণ করিবেন।

তৎপরে যথাকালে সুপ্রবুদ্ধপত্নী লতা সর্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণযুক্ত ও কনককান্তি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সমস্তই যেন রত্নময় হইল এবং সুন্দর-শ্রীযুক্ত সেই বালকের শিরোভূষণটি যেন আশ্চর্য মূর্তিমান্ ছত্রের ন্যায় বোধ হইল।

পিতার যশোবৃদ্ধি হেতু বালকের নাম যশোদ রাখা হইল। যশোদ বিদ্যা, কলাবিদ্যা ও প্রভাবের বাসভবনস্বরূপ হইলেন। পিতা দেবতার বাক্য স্মরণ হওয়ায় পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণে শঙ্কাপ্রযুক্ত তাহার গৃহ, দ্বার ও নগরদ্বারে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর ইন্দ্র পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তথায় আসিয়া প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন যশোদ শান্তিসিক্ত হইয়া প্রব্রজ্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদা রথারোহণ করিয়া যশোদ উদ্যানে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, ভগবান জিন যদৃচ্ছাক্রমে সেই পথে আসিতেছেন। হৃদয়ে সুখস্পর্শ প্রশমামৃতবর্ষী ভগবানকে দেখিয়াই যশোদ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় পদবন্দনা করিলেন। ভগবানও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিলেন।

তৎপরে ভগবানকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া যশোদ নিজ উদ্যানে চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি ভগবানের বিষয়ই সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবান হাস্যপূর্বক ভিক্ষু অশ্বজিৎকে বলিলেন, এই কুমার অদ্য রাত্রিকালে আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।

ভগবান এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণসহ নিজস্থানে চলিয়া গেলে কুমার ইন্দ্র-নির্মিত একটি পূষ, ক্লেদ ও ক্রিমিকুলব্যাপ্ত স্ত্রীদেহ দেখিতে পাইলেন। উদ্যানমধ্যে শবদেহ-দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া যশোদ ভাবিতে লাগিলেন, যৌবন, সৌন্দর্য, লাবণ্য বা কান্তি, সবই বিকার ছাড়া কিছুই নহে। মনুষ্যের চর্ম ও মাংসসমূহের ইহাই প্রকৃত অবস্থা। চঞ্চল নয়নদ্বয়যুক্ত, উন্নত কুচদ্বয়শোভিত, জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র কান্তি ও নবযৌবনোদয়ে লাবণ্যময় এই দেহ এখন দুর্গন্ধ বসাময়, ক্রিমিব্যাপ্ত ও ক্লেদযুক্ত প্লীহা, যকৃৎ ও অন্ত্রে দুর্দশ্য হইয়াছে। হতবুদ্ধি জনগণ অনুরাগে মোহিত হইয়া এই দেহের সঙ্গমকালে এই স্তনমণ্ডলে লীন হইয়া পরম নির্বৃত্তি লাভ করিত। এখন শৃগাল ইহার ক্লেদ দেখিয়া খাইতে চায় না; সেও মুখ বক্র করিয়া দূরে যাইতেছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া গাঢ় বৈরাগ্য-বাসনা উদিত হওয়ায় যশোদ উদ্যানে না গিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ইত্যবসরে দিবাকর দিবসের ম্লানতা-দর্শনে খিন্ন হইয়া যেন নীরস লোক-বৃত্তান্ত দেখিয়াই প্রশমোন্মুখ হইলেন। রবি সকল আশা (অর্থাৎ দিক্ এবং আকাঙ্ক্ষা) পরিত্যাগের উপযুক্ত প্রশম প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যারূপ রক্তবস্ত্র পরিধান করিলে যেন তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা বোধ হইল। ত্রিভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য লোকান্তরে গেলে বাসরও পৃথিবীলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। তৎপরে জগদ্বাসী নূতন তিমিরোদ্গমে উদ্বিগ্ন হইলে প্রদীপ-মণ্ডলের আলোক যেন কৃপাপূর্বক সে উদ্বেগ নিবারণ করিল।

এমন সময় শাস্তা স্বয়ং যশোদের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য পুরনদীর পরপারে আসিলেন। যশোদও পুনঃপুনঃ দিবাবসান-তুলনায় সংসারের অসারতা ভাবিয়াই শয্যাগৃহে গেলেন এবং তথায় নিজ ললনাগণকে বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদি বিনোদনে মত্ত হওয়ায় শ্রমবশতঃ নিদ্রিত দেখিলেন। কেহ বা বীণার উপর বদন বিন্যস্ত করিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গোপরি হস্ত অর্পিত করিয়া যেন সুখ অনিত্য বলিয়া দুঃখ-চিন্তায় নিরত হইয়াছে।

যশোদ ঐ সকল স্রস্তবসন ও মৃতাবৎ নিশ্চল ললনাগণকে দেখিয়া অধিকতর বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, অহো! পরিণামে বিরস একপ্রকার

বধূনামক বিষয়ে মুগ্ধ জনগণ অত্যধিক আদর করিয়া থাকে। ইহাদিগের হাস্য ও বিলাস অনিত্য সুখরূপ ঘনোদয়ে বিদ্যুদ্বিলাসতুল্য। নিদ্রিত বা মৃত হইলে ইহাদের সে হাস্য বা বিলাস কোথায় থাকে? কেহ বা অধোমুখে বক্র হইয়া শুইয়া আছে। কেহ বা উহার পৃষ্ঠে পতিতা হইয়াছে। আর একজন হাঁ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অপর একজন স্কন্ধে বেণী লম্বিত করিয়া নিদ্রিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, কতকগুলা কাক উহার উপর বসিয়াছে। এই মুদিতনয়ন স্ত্রীগণব্যাপ্ত আমার বাসভবনটি যেন আশ্চর্যময় একটি শ্মশানের ন্যায় হইয়াছে। আমি অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মোহ নিবৃত্তির নিমিত্ত ভগবানকে দেখিতে যাইব।

যশোদ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামূল্য রত্ন-পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রপ্রভাবে পুররক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন। নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারা নাম্নী নদীর নিকটে গিয়া যেন তিনি সংসাররূপ মরুভূমিতে বাস করার জন্য সংক্রামিত সন্তাপ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

ভূতভাবন ভগবান যশোদ আসিতেছেন দেখিয়াই প্রীতিপূর্বক তাহার সন্তরণ বিষয়ে যেন উৎকণ্ঠিত হইলেন। ভগবান সুবর্ণকান্তি নিজ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ও দেহপ্রভাদ্বারা চতুর্দিকস্থিত অন্ধকার দূর করিয়া দূর হইতে মেঘগম্ভীর শব্দে বলিলেন, এস এস, নিরপায় ও অনাময়পদ লাভ কর।

যশোদ ভগবানের কথা শুনিয়া যেন অমৃতপুরিত হইয়া সন্তাপ ত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণেই শীতল হইলেন। তিনি নদী তীরে মহামূল্য রত্ন-পাদুকা ত্যাগ করিয়া এক ডুবে নদী পার হইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। তিনি তাপনাশক চন্দন-পাদপসদৃশ ভগবানের নিকটে গিয়া তাহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে শাস্তা যশোদের জন্য অনুপম উৎকর্ষশালী ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা দ্বারা যশোদ বৈরাগ্য লাভ করিলেন। ধর্ম বিনয় উপদেশ করার পর ভগবান যশোদকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন।

অতঃপর সুপ্রবুদ্ধ জাগরিত হইয়া শুনিলেন যে, পুত্র নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তখন তিনি পুত্র-বিরহে কাতর হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে নির্গত হইলেন। তিনি শোক, স্নেহ ও মোহে পীড়িত হইয়া যাইতে যাইতে বারা নদীর তটে পুত্রের রত্ন-পাদুকাদ্বয় দেখিতে পাইলেন এবং নদী পার হইয়া ভগবানকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভগবানের প্রভাবে প্রতিচ্ছন্ন সম্মুখবর্তী পুত্রকে দেখিতে পাইলেন

না। তৎপরে ভগবান্ ধর্মযুক্ত কথাদ্বারা সূর্যকিরণদ্বারা যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রণত সুপ্রবুদ্ধেরও মোহ নাশ করিলেন। তৎপরে সুপ্রবুদ্ধ মোহমুক্ত হইয়া বিমলকান্তিসম্পন্ন পুত্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভগবানের অনুমতি লইয়া প্রণয়পূর্বক তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান্ সুপ্রবুদ্ধের গৃহে পূজা গ্রহণ করিয়া সপত্নীক সুপ্রবুদ্ধকে বিশুদ্ধ শিক্ষাপদ উপদেশ দ্বারা উজ্জ্বল করিলেন।

তৎপরে বিমল, সবাহু, পূর্ণক ও গবাংপতি নামে মহাধনশালী চারি জন যশোদের মন্ত্রী ভগবৎ সকাশে ব্রহ্মচর্য-ব্রতাসক্ত ও যশদ্বারা বিখ্যাত যশোদের কথা শুনিয়া সেই স্থানে আসিলেন। পুণ্যপরিপাকে তথায় সমুপস্থিত এই চারি জনের জন্য শুদ্ধশাসন ভগবান্ পুনশ্চ ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তখন যশোদ এবং ঐ চারি জন ও অন্য পাঁচ জন ভিক্ষু ভগবানের নিকট অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

যশোদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অন্য পঞ্চাশ জন যশোদের সহচর শাস্তার নিকটে গিয়া সেইরূপ হইলেন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আবার অন্য পাচ শত লোক ভগবানের নিকট তত্তুল্য ধর্মবিনয় লাভ করিলেন।

তৎপরে একদিন ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবানকে যশোদের পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ তাহাদিগকে বলিলেন, পুরাকালে শিখী নামক প্রত্যেকবুদ্ধ নগরে পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বারা নদীতটে ক্ষণকাল বসিয়াছিলেন। সেই পথে রাজা ব্রহ্মদত্তও যাইতেছিলেন। তদীয় অনুচর সুপ্রভ বিশ্রান্ত প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন এবং সূর্যের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ঘর্মাসিক্ত প্রত্যেকবুদ্ধের উপরে ছত্র ধরিয়া ছায়া বিধান করিলেন। সুপ্রভ সেই প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট শিক্ষাপদসহ ব্রহ্মচর্য লাভ করিয়া চিত্ত-বৈমল্য হেতু কুশল বিষয়ে প্রণিধান করিলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন যে, ভবিষ্যৎকালে শাক্য মুনির নিকট তুমি বোধি প্রাপ্ত হইবে। কালক্রমে সুপ্রভ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুমতি নামক দেবপুত্র হইয়া বহুকাল ছিলেন। সেই পুণ্যবান্ সুপ্রভই অদ্য মঙ্গলময় যশোদ হইয়াছেন। ইহার কীর্তিদ্বারা বন্ধুগণও কুশল প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাকালে উদারবুদ্ধি মহারাজ কৃকি শাস্তা কাশ্যপের নির্বাণ হইলে রত্নস্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তদীয় তৃতীয় পুত্র যশস্বী পিতৃকৃত স্তূপে রত্ন-ছত্র দিয়াছিলেন। এই পুণ্যফলে যশোদ ইহজন্মে রত্ন-দীপ্ত ছত্রদ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।

এইরূপ জন্মান্তরীয় পুণ্যদ্বারা বদ্ধমূল ও শুভ্র যশোরূপ পুষ্প-শোভিত যশোদের ধর্মরূপ মহাবৃক্ষ অদ্য ফলিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম পল্লব

মহাকাশ্যপাবদান

ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিবরগণ যাহার জন্য বিকার প্রাপ্ত হন, সেই কামসুখ যাহার নিকট তৃণবৎ বিবেচিত হয়, সে জন কাহার না বিস্ময়কর হয়?

মাগধ গ্রামে বিখ্যাত ধনবান্ মহাশালকুলসম্ভূত ন্যগ্রোধকল্প নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তদীয় ভার্যা সুরূপা একদিন গৃহোদ্যানে বিহার করিতে করিতে পিপ্পল তরুতলে সূর্যসদৃশ কান্তিসম্পন্ন একটি পুত্র প্রসব করিলেন। তপ্তকনককান্তি সেই বালকের জন্ম হইলে সেই পিপ্পলতরু হইতে যশঃশুভ্র একখানি দিব্য বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল। পিপ্পলায়ন নামক কমললোচন সেই বালক বিদ্যা ও কলাবিদ্যায় মার্জিতবুদ্ধি হইয়া বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তদীয় সৌন্দর্যও তৎসঙ্গে বর্ধিত হইতে লাগিল।

বিমলাশয় পিপ্পলায়ন বিষয় সুখে বিদ্বেষবশতঃ পিতার প্রার্থনা সত্ত্বেও বিবাহে অনিচ্ছুক হইলেন। পিতা বংশলোপভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় তিনি পিতাকে বলিলেন যে, বিবাহ-বন্ধনে আমার ইচ্ছা নাই। পিতঃ! আমি কামকামী নহি। ব্রহ্মচর্য করিতেই আমার ইচ্ছা। শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধনে বদ্ধ হইতে কে ইচ্ছা করে? বিবাহকালে হোমধূমদ্বারা যে চক্ষুর জল পড়িয়া থাকে, তাহা হইতেই চক্ষুজল পড়া আরম্ভ হয়। উভয়ে পরস্পর হস্তার্পণদ্বারা যে সত্যগ্রন্থি বন্ধন করা হয়, তাহাই বিপদ পথে অগ্রসর হইবার সত্যপাঠস্বরূপ হয়। সংসারের নিয়মিত আজ্ঞানুসারে চলিবার জন্য মাল্যরূপ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হয়। এরূপ বিবাহ মোহমুগ্ধ জনেরই হর্ষজনক হয়। যাহারা বিবাহ সময়ে উৎসাহিত বালিকাদিগের নৃত্য ও বিলাসানুগত বীণা-বেণুধ্বনি শ্রবণ করে নাই, তাহাদিগের "হা পুত্র" বলিয়া বাষ্প গদগদস্বরে বধূর প্রলাপবাক্য শুনিতে হয় না।

পিপ্পলায়ন এই কথা বলিয়া অত্যন্ত আগ্রহবান্ পিতা ও মাতাকে নিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা নির্মিত একটি সুবর্ণময়ী কন্যার প্রতিকৃতি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই প্রতিমার তুল্যবর্ণা কন্যা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার কথায় আমি বিবাহ করিব।

ন্যগ্রোধকল্প পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া স্বর্ণপ্রতিমা তুল্য ব্রাহ্মণকন্যা দুর্লভ বিবেচনায় নিরাশ হইয়া অধোমুখ হইলেন। তিনি নিরানন্দ ও নিষ্পন্দ হইলে তদীয় সুহৃৎ চতুরক নামক একটি ব্রাহ্মণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শোক-ক্লান্ত ন্যাগ্রোধকল্পের নিকট আসিয়া বলিলেন, যাহা প্রযত্নদ্বারা হইতে পারে, সে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে। এই আমি কনকপ্রভা কন্যা অন্বেষণ করিতে চলিলাম।

ব্রাহ্মণ এইরূপে বন্ধুর ধৈর্য বিধান করিয়া সুবর্ণপ্রতিমাটি গ্রহণ পূর্বক দেশ ভ্রমণে গেলেন। তিনি প্রতিমাটি মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবতাচিহ্ন একটি ছত্র দিয়া "এই প্রতিমাটি কন্যাগণের পূজনীয়" এই কথা প্রচার করতে করিতে চতুর্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি নগরে, গ্রামে ও পথে প্রতিমা পূজার জন্য উপস্থিত বহু কন্যা দেখিলেন, কিন্তু তত্তুল্য একটিও দেখিতে পাইলেন না।

তৎপরে একদিন বৈশালী নগরীতে কপিল নামক ব্রাহ্মণের ভদ্রানাম্নী কন্যাটি হেমপ্রতিমা অপেক্ষাও অধিক কান্তিমতী দেখিতে পাইলেন। বৈরাগ্য ও বিবেকবতী ঐ কন্যা বিবাহবিমুখী ছিল। ব্রাহ্মণ কপিলের নিকট বংশ বিবরণ বর্ণনা করিয়া ঐ কন্যাটি প্রার্থনা করিলেন।

কন্যার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, কাশ্যপ-গোত্রসম্ভূত ন্যাগ্রোধকল্পের বংশ বিখ্যাত সদ্বংশ; কিন্তু ধনবান্ দেখিয়া প্রযত্ন পূর্বক কন্যা দান করা উচিত। দরিদ্রের ঘরে দিলে কন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ দ্বারা পিতার মন দগ্ধ করে। কলহাসক্তা পত্নী, নির্ধনে প্রদত্তা কন্যা এবং ব্যসনাসক্ত পুত্র—এই তিনটিই তপ্ত সূচীর ন্যায় অসহ্য বলিয়া মনে হয়। জলনিধি পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে নিজ কন্যা লক্ষ্মী প্রদান করিয়া পরে বলি রাজার নিকট প্রার্থনা করায় বামন (অর্থাৎ ক্ষুদ্র) বলিয়া জানিতে পারিয়া হৃদয়াসক্ত বাড়বানল-রূপ শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই তীব্র সন্তাপ তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অতএব ধনবান্ অন্বেষণ করিয়া এবং তাহার বিভবের উন্নতি দেখিয়া সৎকুলে কন্যা দান করিব। সদগুণাবলি সকলই ধনের অধীন।

ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা ... দীয় কন্যাগণের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাই হইবে বলিয়া কুমারের পিতা ... ট গেলেন। ন্যাগ্রোধকল্প 'সুবর্ণবর্ণা কন্যা পাওয়া গিয়াছে', এই কথা বন্ধু ... শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

পিপ্পলায়ন কন্যাটি ... গাভিলাষিণী শুনিয়া নিজেই যাচক-বেশে কপিলের গৃহে গেলেন। তিনি ... অতিথি সৎকার লাভ পূর্বক কন্যাটিকে দেখিয়া এবং

তাহাকে ব্রহ্মচর্যার্থিনী জানিতে পারিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়া বলিলেন, হে কল্যাণি! আমি ব্রহ্মচর্যাভিলাষী পিপ্পলায়ন নামক ব্রাহ্মণ। আমারই জন্য সেই ব্রাহ্মণ যত্ন সহকারে তোমায় প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি বিবাহে অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতার অত্যন্ত প্রার্থনায় এ কার্য করিতেছি। হে ভদ্রে। তুমিও আমারই ন্যায় বিবাহ বিমুখী। ভাগ্যক্রমে তুল্য সমাগমই হইযাছে।

ভদ্রা পিপ্পলায়নের এই কথা শুনিয়া হর্ষসংকারে তাহাকে বলিলেন, আমাদের এ বিবাহ কোনরূপ বিরুদ্ধ নহে। ইহাতে শম ও সংযমের কোন হানি হইবে না।

তৎপরে পিপ্পলায়ন সমুচিত পত্নীলাভে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া নিজ ভবনে গমনপূর্বক পিতার কথায় সম্মত হইলেন। কপিলও অনন্ত ধনশালী অন্বেষণ করিয়া পিপ্পলায়নকেই রত্নালঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহোৎসব সমাধা হইলে সেই সমাগমে ব্রহ্মচর্য লোপ হইল না এবং কোন প্রকার মনের বিকারও হইল না।

সংযমশীল বর-বধূর সৌন্দর্য ও যৌবন সত্ত্বেও কন্দর্পের আজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় তাহার প্রভাবের হানি হইল। তাঁহারা পর্যায়ক্রমে একজন নিদ্রিত হইলে একজন জাগরিত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহারা শয়নকালে স্পর্শ রক্ষা করিতেন।

একদিন ভদ্রা নিদ্রায় মুদিতনয়ন হইলে পিপ্পলায়ন শয্যাপ্রান্তে একটি কালসর্প দেখিতে পাইলেন। তৎপরে তিনি দয়াবশতঃ পার্শ্বে লম্বমান ভদ্রার বাহুলতা চামরপ্রান্ত দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা রক্ষিত করিলেন। সকম্প কুচদ্বয়োপরি দোলায়মানহারা হরিণনয়না ভদ্রা সহসা বাহুচালনে ত্রস্ত হইয়া পতিকে বলিলেন, আর্যপুত্র! আপনি সত্যবাদী। কেন আপনি প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলেন? কিজন্য আপনার চিত্তবিভ্রম হইল? লজ্জাবহ এরূপ বিকার দশা কেন আপনার উপস্থিত হইল? ভূধরও ধৈর্য-মর্যাদা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সাধুজন কখনও মর্যাদা ত্যাগ করেন না।

পিপ্পলায়ন ভদ্রার এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্রে! স্বপ্নকালেও আমার মনের বিকার হয় না। কিন্তু এই ভীষণ কৃষ্ণ-সর্প এখানে রহিয়াছে; তোমার হস্তটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, এজন্য ভয়ে আমি রক্ষা করিয়াছি।

ভদ্রা পতির এইকথা শুনিয়া শঙ্কা ত্যাগপূর্বক বলিলেন, আপনি সত্যনিষ্ঠ। আপনার বুদ্ধি কামদ্বারা মলিন হয় নাই, ইহা বড় সৌভাগ্য। সর্প বরং ভাল, ইহা হইতে তত ভয় নাই। অনুরাগরূপ সর্প হইতেই বেশী ভয় হয়। সর্প একটি দেহ নাশ করে, কিন্তু কাম শত দেহের বিনাশকারী হয়। কামবিকারই রক্ষা

করা উচিত। ভদ্রা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পিপ্পলায়ন তাঁহার সংযমের বহু প্রশংসা করিলেন।

কালক্রমে ন্যগ্রোধকল্প স্বর্গগত হইলে পিপ্পলায়ন প্রভূত সম্পদ থাকা হেতু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। একদিন তিনি বৃষদিগের তৈলপানের জন্য তিলপীড়ন-কার্য ভদ্রাকে আদেশ করায় ভদ্রা পরিচারিকাগণকে নিযুক্ত করিলেন। পরিচারিকাগণ তিলপীড়নকালে তিলকুম্ভে পতিত ও অবসাদ-প্রাপ্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র কীট দেখিয়া দয়াবশতঃ পরস্পর বলিতে লাগিল, হায়! এই বহু প্রাণিবধের জন্য আমাদের মহাপাপ হইল। অথবা এ পাপ সমস্তই ভদ্রার হইবে, তাঁহার কথায় আমরা এ পাপ কার্য করিয়াছি।

গৃহমধ্যস্থিতা ভদ্রা এই কথা শুনিয়া বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়েই তদীয় পতি তথায় আসিয়া একান্তে ভদ্রাকে বলিলেন, ভদ্রে, আমি গৃহভার বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আর সহিতে পারি না। কৃষিক্লেশে বৃষগণ পীড়িত হইতেছে। ইহাদের প্রাণহিংসা করিয়া কৃষিকার্য করা আমার অভিপ্রেত নহে। এই সকল অসার সুখসম্পদ পরিণামে বড়ই কষ্টদায়ক। ইহা আস্বাদন করিলে নল-তৃণের শাখা আস্বাদনের ন্যায় ব্যথাজনক হয়। ক্লেশরূপ শৈবাল-জালযুক্ত এবং পাপরূপ পঙ্কময় গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহিগণ জরদ্গব যেরূপ পঙ্কে অবসন্ন হয়, তদ্রূপ অবসাদপ্রাপ্ত হয়। অতএব গৃহসম্পদ্ আমাদের ত্যাগের যোগ্য হইতেছে।

পিপ্পলায়ন এই কথা বলিয়া পত্নীর অনুমোদনক্রমে শান্তির জন্য স্থির নিশ্চয় হইলেন। তিনি গৃহ, পরিচ্ছদ ও সমস্ত ধন প্রার্থিগণকে দান করিয়া সমস্ত আশারূপ পাশ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি কাশ্যপগোত্র সম্ভূত বলিয়া মহাকাশ্যপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে কাশ্যপ নামক সম্যক্ সংবুদ্ধের নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন। তিনি বহুপুত্র নামক চৈত্যমূলে অবস্থিত কাশ্যপের নিকট গিয়া তাঁহা হইতে ধর্মবিনয় শিক্ষা করিয়া বোধিপ্রাপ্ত হইলেন। ভদ্রাও বৈরাগ্যপথে ধর্মবিনয় লাভ করিয়া পূর্বপুণ্যফলে উজ্জ্বল কুশল প্রাপ্ত হইলেন।

ভিক্ষুগণ মহাকাশ্যপকে দেবগণের বন্দনীয় দেখিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, যখন কোনও খাদ্য শস্যাদি পাওয়া যাইত না এবং ভিক্ষাও মিলিত না, সেই বিষমতর সময় কাশীপুরীতে এক দরিদ্র পুরুষ নিজের ভোজনদ্রব্য দান করিয়া তগরশিখীকে পূজা করিয়াছিলেন।

তদীয় পুত্র কৃকি রাজার নির্মিত রত্নখচিত চৈত্যে মণিমণ্ডিত বিচিত্র একটি কনকচ্ছত্র নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ইহাই মহা কুশলের মূল। জন্ম-দ্বয়ে সঞ্চিত

মহাপুণ্যফলে ইনি মহাকাশ্যপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া সেই কুশলমূলের ফলস্বরূপ অর্হৎপদ হইয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম পল্লব

সুধন-কিন্নর্যবদান

মহাজনের চিত্ত নব-কিশলয়ের ন্যায় কোমল হইলেও তাহাদের ধৈর্যবৃত্তি বজ্রের ন্যায় কঠিন। তাঁহাদের মন স্ফটিকের ন্যায় নির্মল হইলেও তাহাতে অনুরাগাদি সংক্রামিত হয় না।

সর্বভূতে দয়াবান্ শাস্তা যে যে সময়ে পিতা কর্তৃক শাক্যভবনে দর্শন দিবার জন্য প্রার্থিত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, সেই সময়েই প্রাসাদবর্তিনী, মৃগনয়না যশোধরা কান্তিদ্বারা সকলের বিস্ময়কর নিজ দয়িতকে দেখিয়া তদীয় সঙ্গম ও আলিঙ্গনে নৈরাশ্যবশতঃ বিষমূর্ছিতার ন্যায় দশদিক অন্ধকারময় দেখিতেন। ধৈর্যবৃত্তি সখীর ন্যায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি সৌধ হইতে নিজ দেহ পাতিত করিতেন। পল্লববৎ কোমলাঙ্গী সাধ্বী যশোধরা যখনই এইরূপে নিজ দেহ পাতিত করিতেন, তখনই দয়ার্দ্রনয়ন ভগবান কামমোহিতা যশোধরাকে রক্ষা করিতেন।

তৎপরে একদিন বনান্তবর্তী ভগবান কৌতুকবশতঃ ভিক্ষুকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দন্তকান্তিরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা অধরস্থিত রাগ যেন নিবারিত করিয়া বলিলেন, যশোধরা যে আমাব বিরহে কাতর হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য করে, ইহা কামবিকারের স্বভাব। ইহাতে ধৈর্য থাকে না এবং মোহ উদয় হয়। আমিও পূর্বজন্মে কামমোহিত হইয়া তাহার বিরহে সন্তাপ ও প্রভূত দুঃখসহ খেদ অনুভব করিয়াছি।

পুরাকালে অমরপুরী অপেক্ষাও অধিক শোভান্বিত হস্তিনাপুরে সর্বগুণের আধার ধন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি ভুজদ্বারা পৃথিবী আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সরস্বতীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীকে ভূষিত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কীর্তিকেই দূরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

কালে তদীয় জায়া রামার গর্ভে সুধন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ইঁহার জন্মের সঙ্গেই শত শত নিধান উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্যই ইনি বিখ্যাত হইলেন। সুধন সর্ববিদ্যারূপ কুমুদিনীর বিকাশক, নির্মলকান্তি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদা শোভিত হইতেন।

বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও মানী রাজা মহেন্দ্রসেন রাজা ধনের সন্নিধানেই থাকিতেন। ইনি প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতেন এবং দুঃসহ দণ্ডদ্বারা প্রজাগণকে পীড়িত করিতেন। অধর্মপ্রবৃত্ত মহেন্দ্রসেনের রাজধানীতে কোনরূপ পুণ্যোৎসব হইত না এবং লোকে নানা সন্তাপে সন্তপ্ত হইত। অধিক কি, তথায় একবিন্দু বৃষ্টিপাতও হইত না। একে রাজা প্রতিকূল তদুপরি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিপৎকালেই নানাপ্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৎপরে নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট পুরবাসিগণ রাজার পীড়নে উদ্বিগ্ন হইয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া চিন্তা করিল, দোষের আকর ও নির্বোধ রাজা নূতন কর স্থাপন দ্বারা নিশাকর যেরূপ নলিনীকে পীড়িত করে, তদ্রূপ প্রজাগণকে পীড়িত করিতেছে। ব্যসনাসক্ত ও অসৎ মন্ত্রিগণের মতানুবর্তী এই রাজা আমাদিগকে পীড়ন করিয়া বিট, চেট ও গায়নগণকে পোষণ করিতেছে। তাহার উপর রাজার পাপে অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রপ্রকৃতি রাজা, কটুভাষী ও মূর্খ রাজভৃত্যগণ, কপটাচারী ও কদর্যস্বভাব অমাত্যগণ, বিষম কটুভাষী ও কোপনস্বভাব পদস্থ কায়স্থগণ, ইহারা সকলেই দারুণ এবং দীন প্রজাগণের পীড়ক। ইহা কিরূপে সহ্য করা যায়? শ্রীমান্ রাজা ধন প্রজাপালক বলিয়া শুনা যায়। আমরা ধন রাজার নগরে যাইব। তিনি প্রজাবৎসল, আমাদিগকেও তিনি পালন করিবেন। যে রাজা প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় দেখেন, তাঁহার রাজ্যে বাস করা পিতৃগৃহে বাসের তুল্য এবং জীবিকাও তথায় ভালরূপ নির্বাহ হয়।

প্রজাগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া হস্তিনাপুরে গেল। দেহও অপায়যুক্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হয়। দেশ বা গৃহ এরূপ অবস্থায় যে ত্যাগ করিতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

তখন রাজা মহেন্দ্রসেন নিজ রাজধানী জনশূন্য দেখিয়া অনুতাপবশতঃ ক্রোধ সহকারে অমাত্যগণকে বলিলেন, আমার পুরবাসিগণ ধনশালী রাজা ধনের রাজধানীতে গিয়াছে। একথা আমি গুপ্তচরগণের মুখে শুনিয়াছি। যদি তাহারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া আমার শত্রুর রাজ্যে গিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ভুল। কারণ,

মহাপুণ্যফলে ইনি মহাকাশ্যপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া সেই কুশলমূলের ফলস্বরূপ অর্হৎপদ হইয়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম পল্লব
সুধন-কিন্নর্যবদান

মহাজনের চিত্ত নব-কিশলয়ের ন্যায় কোমল হইলেও তাঁহাদের ধৈর্যবৃত্তি বজ্রের ন্যায় কঠিন। তাঁহাদের মন স্ফটিকের ন্যায় নির্মল হইলেও তাহাতে অনুরাগাদি সংক্রামিত হয় না।

সর্বভূতে দয়াবান্ শাস্তা যে যে সময়ে পিতা কর্তৃক শাক্যভবনে দর্শন দিবার জন্য প্রার্থিত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, সেই সময়েই প্রাসাদবর্তিনী, মৃগনয়না যশোধরা কান্তিদ্বারা সকলের বিস্ময়কর নিজ দয়িতকে দেখিয়া তদীয় সঙ্গম ও আলিঙ্গনে নৈরাশ্যবশতঃ বিষমূর্ছিতার ন্যায় দশদিক অন্ধকারময় দেখিতেন। ধৈর্যবৃত্তি সখীর ন্যায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি সৌধ হইতে নিজ দেহ পাতিত করিতেন। পল্লববৎ কোমলাঙ্গী সাধ্বী যশোধরা যখনই এইরূপে নিজ দেহ পাতিত করিতেন, তখনই দয়ার্দ্রনয়ন ভগবান কামমোহিতা যশোধরাকে রক্ষা করিতেন।

তৎপরে একদিন বনান্তবর্তী ভগবান কৌতুকবশতঃ ভিক্ষুকগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দন্তকান্তিরূপ জ্যোৎস্নাদ্বারা অধরস্থিত রাগ যেন নিবারিত করিয়া বলিলেন, যশোধরা যে আমার বিরহে কাতর হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য করে, ইহা কামবিকারের স্বভাব। ইহাতে ধৈর্য থাকে না এবং মোহ উদয় হয়। আমিও পূর্বজন্মে কামমোহিত হইয়া তাহার বিরহে সন্তাপ ও প্রভূত দুঃখসহ খেদ অনুভব করিয়াছি।

পুরাকালে অমরপুরী অপেক্ষাও অধিক শোভান্বিত হস্তিনাপুরে সর্বগুণের আধার ধন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি ভুজদ্বারা পৃথিবী আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সরস্বতীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীকে ভূষিত করিয়াছিলেন; কেবলমাত্র কীর্তিকেই দূরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

কালে তদীয় জায়া রামার গর্ভে সুধন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল।' ইহার জন্মের সঙ্গেই শত শত নিধান উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্যই ইনি বিখ্যাত হইলেন। সুধন সর্ববিদ্যারূপ কুমুদিনীর বিকাশক, নির্মলকান্তি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদা শোভিত হইতেন।

বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও মানী রাজা মহেন্দ্রসেন রাজা ধনের সন্নিধানেই থাকিতেন। ইনি প্রজার সর্বস্ব হরণ করিতেন এবং দুঃসহ দণ্ডদ্বারা প্রজাগণকে পীড়িত করিতেন। অধর্মপ্রবৃত্ত মহেন্দ্রসেনের রাজধানীতে কোনরূপ পুণ্যোৎসব হইত না এবং লোকে নানা সন্তাপে সন্তপ্ত হইত। অধিক কি, তথায় একবিন্দু বৃষ্টিপাতও হইত না। একে রাজা প্রতিকূল তদুপরি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিপৎকালেই নানাপ্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইযা থাকে।

তৎপরে নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট পুরবাসিগণ রাজার পীড়নে উদ্বিগ্ন হইয়া সকলে একত্র মিলিত হইযা চিন্তা করিল, দোষের আকর ও নির্বোধ রাজা নূতন কর স্থাপন দ্বারা নিশাকর যেরূপ নলিনীকে পীড়িত করে, তদ্রূপ প্রজাগণকে পীড়িত করিতেছে। ব্যসনাসক্ত ও অসৎ মন্ত্রিগণের মতানুবর্তী এই রাজা আমাদিগকে পীড়ন করিয়া বিট, চেট ও গায়নগণকে পোষণ করিতেছে। তাহার উপর রাজার পাপে অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোকক্ষযকর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইযাছে। উগ্রপ্রকৃতি রাজা, কটুভাষী ও মূর্খ রাজভৃত্যগণ, কপটাচারী ও কদর্যস্বভাব অমাত্যগণ, বিষম কটুভাষী ও কোপনস্বভাব পদস্থ কাযস্থগণ, ইহারা সকলেই দারুণ এবং দীন প্রজাগণের পীডক। ইহা কিরূপে সহ্য কয়া যায়? শ্রীমান্ রাজা ধন প্রজাপালক বলিযা শুনা যায়। আমরা ধন রাজার নগরে যাইব। তিনি প্রজাবৎসল, আমাদিগকেও তিনি পালন করিবেন। যে রাজা প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় দেখেন, তাঁহার রাজ্যে বাস করা পিতৃগৃহে বাসের তুল্য এবং জীবিকাও তথায় ভালরূপ নির্বাহ হয়।

প্রজাগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া হস্তিনাপুরে গেল। দেহও অপায়যুক্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হয। দেশ বা গৃহ এরূপ অবস্থায যে ত্যাগ করিতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

তখন রাজা মহেন্দ্রসেন নিজ রাজধানী জনশূন্য দেখিয়া অনুতাপবশতঃ ক্রোধ সহকারে অমাত্যগণকে বলিলেন, আমার পুরবাসিগণ ধনশালী রাজা ধনের রাজধানীতে গিযাছে। একথা আমি গুপ্তচরগণের মুখে শুনিয়াছি। যদি তাহারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া আমার শত্রুর রাজ্যে গিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ভুল। কারণ,

সদাচার দেখিতেছেন না। তুমি যজ্ঞভূমিতে গিয়া তারপর আকাশপথে যাইবে, নহিলে রাজা মনে করিতে পারেন যে, আমি তোমায় লুকাইয়া রাখিয়াছি।

ভর্তার প্রবাসের জন্য দুঃখিতা মনোহরা শ্বশ্রূর এই কথা শুনিয়া কেবল পতি-সঙ্গমাশায় প্রিয় দেহ যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্বশ্রূপ্রদত্ত চূড়ামণিটি মস্তকে ধারণপূর্বক যজ্ঞক্ষেত্রে গিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া বলিলেন, হে রাজন! আপনি আপনার প্রিয় পুত্রের বধূকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কি আপনার সমুচিত কার্য হইতেছে? আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনার পুত্র আমার বিরহে অধীর হইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এই কথা বলিয়া মনোহরা বিদ্যুতের ন্যায় আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন।

কিন্নরী চলিয়া গেলে রাজা যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় শঙ্কিত হইলেন। তখন পুরোহিত তাঁহাকে বলিল, হে রাজন্। আপনি শঙ্কা করিবেন না। আমি মন্ত্রের দ্বারা ক্রূর নামক ব্রহ্মরাক্ষসকে আকর্ষণ করিয়াছি। আপনার যজ্ঞের কোন বিঘ্ন হয় নাই। সে কিন্নরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা পুরোহিতের এই মিথ্যা বাক্য সত্য বলিয়াই বোধ করিলেন। কুটিল জনগণ মূর্খদিগকে যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নাচাইয়া থাকে।

মনোহরা নিজ পতিকে হৃদয়ে বহন করিয়া পিতৃগৃহে আগমনপূর্বক পিতার নিকট নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মনোহরা পিতার আজ্ঞানুসারে মনুষ্য-সঙ্গ-জনিত গন্ধের শান্তির জন্য প্রতিদিন পঞ্চ শত সুবর্ণকুম্ভ দ্বারা স্নান করিতেন।

স্নানদ্বারা ক্রমে মনোহরার মনুষ্য-সঙ্গ-গন্ধ কমিয়া গেল, কিন্তু সুধনের প্রতি স্নেহযুক্ত অনুরাগ কিছুমাত্র কমিল না। মনোহরা দিব্য উদ্যান উপভোগ করিয়াও সুখবোধ করিতেন না। একত্র অনুরাগ আবদ্ধ হইলে তাহার অন্যত্র প্রীতি হয় না। কান্ত-বিরহকাতরা মনোহরা একদিন আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সেই নাগ-ভবনের উপান্তবর্তী বনভূমিতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি আশ্রমস্থিত মহর্ষি বল্কলায়নের নিকটে গিয়া প্রণামপূর্বক নতমুখে তাহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি লুব্ধককে আমার বন্ধনের কথা উপদেশ দিয়া কি ভাল কার্য করিয়াছেন? তাহা আপনিই বলুন।

মুনি কিন্নরীর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইয়া বলিলেন, মুগ্ধে। এটি তোমার ভবিতব্যতা। তাহার যে অমোঘ পাশ আছে, একথা না জানিয়া আমি বলিয়াছিলাম। ধূর্ত লুব্ধক আমার কথা শুনিয়াই তোমাকে বন্ধন করিয়াছে। দুষ্টাত্মা ও ক্রূরচিত্ত জনের কুটিলতা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সত্য কথা বলিয়া থাকি এবং সদ্ভাব ও সরলতাই করি।

মুনি এই কথা বলিলে, তম্বঙ্গী মনোহরা প্রণয়পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! বালিকার এই বচন-চাপল্য ক্ষমা করিবেন। আপনার সম্মুখে আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা কেবল ললনাজনসুলভ সদাচারের ব্যতিক্রম মাত্র। গুরুজনের নিকট চাপল্য প্রকাশ করিয়া যে কথা কহা হয়, তাহা বিরহানল-তাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারার জন্যই হয়। দয়ালু জনগণ সন্তপ্ত জনের দুঃখোদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদিগের প্রায়ই অনুচিত কার্যের অন্তরঙ্গ হইতে হয়। আমি অনেক প্রলাপ করিয়া লুব্ধকের পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি; কিন্তু মনোহর রাজপুত্র আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বিরহানলে ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্র সুধন যদি এই পথে আপনার কাছে আসেন, তাহা হইলে আপনি দয়া করিয়া আমার কথামত তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহার বিরহক্লেশে দুঃখিত হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছি। তিনি উৎকণ্ঠা, অনুকম্পা, স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা অথবা সরলতা স্মরণ করিয়া শীঘ্র যেন তথায় গমন করেন। কিন্নরপুরে যাইবার পথ অতি দুর্গম এবং ক্লেশময়। সেস্থানে অল্পবলবীর্যসম্পন্ন মনুষ্যগণের যাইবার সাধ্য নাই। এই তপোবনপ্রান্তে সুধা নামে যে মহৌষধি দেখা যাইতেছে, উহা ঘৃতদ্বারা পাক করিয়া তিনি যেন পান করেন। ঐ মহৌষধি-প্রভাবে সত্ত্বোদ্রেক হওয়ায় সকল ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-পর্বতের কান্তিতে শুভ্রবর্ণ পথ দিয়া তিনি কিন্নরপুরে যাইবেন। আমার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিবেন। এই কথা বলিয়া ও বিষম পথের বিষয় উপদেশ দিয়া এবং আশ্চর্য যুক্তিদ্বারা বিঘ্নের প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিয়া অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক মনোহরা আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মুনি কিন্নরী-কথিত দূর পথ অতিক্রম করিবার অদ্ভুত উপায় শুনিয়া এবং অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রাজপুত্র সুধন মেঘ রাজাকে জয় করিয়া তদীয় ধনভাণ্ডার গ্রহণ-পূর্বক দয়িতাদর্শনে উৎসুক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সামন্ত-রাজগণের ছত্রদ্বারা আকাশমণ্ডল ফেনাকুল সমুদ্রসদৃশ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে অন্তঃপুরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। পিতা তখন স্নুষার বিপদের কথা বলিতে ক্লেশবশতঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং পিতার অন্তঃপুরবর্তী সকলেই শোক-শল্যাঘাতে উৎসবহীন ও অধোমুখ হইল। তদ্দর্শনে সুধন অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন।

"বিরহার্তা তন্বঙ্গী মনোহরা জীবিত আছে ত?"—এই কথা সুধন জিজ্ঞাসা

সদাচার দেখিতেছেন না। তুমি যজ্ঞভূমিতে গিয়া তারপর আকাশপথে যাইবে, নহিলে রাজা মনে করিতে পারেন যে, আমি তোমায় লুকাইয়া রাখিয়াছি।

ভর্তার প্রবাসের জন্য দুঃখিতা মনোহরা শ্বশ্রূর এই কথা শুনিয়া কেবল পতি-সঙ্গমাশায় প্রিয় দেহ যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্বশ্রূপ্রদত্ত চূড়ামণিটি মস্তকে ধারণপূর্বক যজ্ঞক্ষেত্রে গিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া বলিলেন, হে রাজন! আপনি আপনার প্রিয় পুত্রের বধূকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কি আপনার সমুচিত কার্য হইতেছে? আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনার পুত্র আমার বিরহে অধীর হইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এই কথা বলিয়া মনোহরা বিদ্যুতের ন্যায় আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন।

কিন্নরী চলিয়া গেলে রাজা যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় শঙ্কিত হইলেন। তখন পুরোহিত তাঁহাকে বলিল, হে রাজন্! আপনি শঙ্কা করিবেন না। আমি মন্ত্রের দ্বারা ক্রূর নামক ব্রহ্মরাক্ষসকে আকর্ষণ করিয়াছি। আপনার যজ্ঞের কোন বিঘ্ন হয় নাই। সে কিন্নরীকে হত্যা করিয়াছে। রাজা পুরোহিতের এই মিথ্যা বাক্য সত্য বলিয়াই বোধ করিলেন। কুটিল জনগণ মূর্খদিগকে যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নাচাইয়া থাকে।

মনোহরা নিজ পতিকে হৃদয়ে বহন করিয়া পিতৃগৃহে আগমনপূর্বক পিতার নিকট নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মনোহরা পিতার আজ্ঞানুসারে মনুষ্য-সঙ্গ-জনিত গন্ধের শান্তির জন্য প্রতিদিন পঞ্চ শত সুবর্ণকুম্ভ দ্বারা স্নান করিতেন।

স্নানদ্বারা ক্রমে মনোহরার মনুষ্য-সঙ্গ-গন্ধ কমিয়া গেল; কিন্তু সুধনের প্রতি স্নেহযুক্ত অনুরাগ কিছুমাত্র কমিল না। মনোহরা দিব্য উদ্যান উপভোগ করিয়াও সুখবোধ করিতেন না। একত্র অনুরাগ আবদ্ধ হইলে তাহার অন্যত্র প্রীতি হয় না। কান্ত-বিরহকাতরা মনোহরা একদিন আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সেই নাগ-ভবনের উপান্তবর্তী বনভূমিতে আগমন করিলেন। তথায় তিনি আশ্রমস্থিত মহর্ষি বল্কলায়নের নিকটে গিয়া প্রণামপূর্বক নতমুখে তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি লুব্ধককে আমার বন্ধনের কথা উপদেশ দিয়া কি ভাল কার্য করিয়াছেন? তাহা আপনিই বলুন।

মুনি কিন্নরীর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইয়া বলিলেন, মুগ্ধে! এটি তোমার ভবিতব্যতা। তাহার যে অমোঘ পাশ আছে, একথা না জানিয়া আমি বলিয়াছিলাম। ধূর্ত লুব্ধক আমার কথা শুনিয়াই তোমাকে বন্ধন করিয়াছে। দুষ্টাত্মা ও ক্রূরচিত্ত জনের কুটিলতা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সত্য কথা বলিয়া থাকি এবং সদ্ভাব ও সরলতাই করি।

মুনি এই কথা বলিলে, তন্বঙ্গী মনোহরা প্রণয়পূর্বক তাহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! বালিকার এই বচন-চাপল্য ক্ষমা করিবেন। আপনার সম্মুখে আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা কেবল ললনাজনসুভগ সদাচারের ব্যতিক্রম মাত্র। গুরুজনের নিকট চাপল্য প্রকাশ করিয়া যে কথা কহা হয়, তাহা বিরহানল-তাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারার জন্যই হয়। দয়ালু জনগণ সন্তপ্ত জনের দুঃখোদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদিগের প্রায়ই অনুচিত কার্যের অন্তরঙ্গ হইতে হয়। আমি অনেক প্রলাপ করিয়া লুব্ধকের পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি; কিন্তু মনোহর রাজপুত্র আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বিরহানলে ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্র সুধন যদি এই পথে আপনার কাছে আসেন, তাহা হইলে আপনি দয়া করিয়া আমার কথামত তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহার বিরহক্লেশে দুঃখিত হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছি। তিনি উৎকণ্ঠা, অনুকম্পা, স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা অথবা সরলতা স্মরণ করিয়া শীঘ্র যেন তথায় গমন করেন। কিন্নরপুরে যাইবার পথ অতি দুর্গম এবং ক্লেশময়। সেস্থানে অল্পবলবীর্যসম্পন্ন মনুষ্যগণের যাইবার সাধ্য নাই। এই তপোবনপ্রান্তে সুধা নামে যে মহৌষধি দেখা যাইতেছে, উহা ঘৃতদ্বারা পাক করিয়া তিনি যেন পান করেন। ঐ মহৌষধি-প্রভাবে সত্ত্বোদ্রেক হওয়ায় সকল ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-পর্বতের কান্তিতে শুভ্রবর্ণ পথ দিয়া তিনি কিন্নরপুরে যাইবেন। আমার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিবেন। এই কথা বলিয়া ও বিষম পথের বিষয় উপদেশ দিয়া এবং আশ্চর্য যুক্তিদ্বারা বিঘ্নের প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিয়া অঙ্গুরীয় প্রদানপূর্বক মনোহরা আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মুনি কিন্নরী-কথিত দূর পথ অতিক্রম করিবার অদ্ভুত উপায় শুনিয়া এবং অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রাজপুত্র সুধন মেঘ রাজাকে জয় করিয়া তদীয় ধনভাণ্ডার গ্রহণ-পূর্বক দয়িতাদর্শনে উৎসুক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সামন্ত-রাজগণের ছত্রদ্বারা আকাশমণ্ডল ফেনাকুল সমুদ্রসদৃশ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে অন্তঃপুরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। পিতা তখন সুধার বিপদের কথা বলিতে ক্লেশবশতঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং পিতার অন্তঃপুরবর্তী সকলেই শোক-শল্যাঘাতে উৎসবহীন ও অধোমুখ হইল। তদ্দর্শনে সুধন অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন।

"বিরহার্তা তন্বঙ্গী মনোহরা জীবিত আছে ত?"—এই কথা সুধন জিজ্ঞাসা

করিলে যখন কেহই অপ্রিয় কথা বলিল না, তখন তাঁহার জননী বলিলেন, পুত্র! তোমার প্রিয়া জীবিত আছে, তবে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হওয়ায় চূড়ামণিটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সুধন এই কথা শুনিয়াই সহসা মহীতলে পতিত হইলেন। তদীয় হার ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যেন পৃথিবীর অশ্রুবিন্দুর ন্যায় উহা বোধ হইল। তুষার-শীকরযুক্ত হরিচন্দন-জল দ্বারা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুধন সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভূতলে চন্দ্রকান্তিস্বরূপা ও মন্থনাভাবেও বিনা যত্নে সমুদ্গত অমৃতের প্রবাহরূপা এবং কুসুমশরের অযত্ন-সম্পাদিত রত্নবলভীতুল্যা মনোহরা কোথায় গেল? আমি পিতার আজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া দূরদেশে গমনকালে বাষ্পাকুললোচনা, হরিণনয়নার ধৈর্য বিধান করি নাই, সেইজন্যই আমার উপর কন্দর্পের অভিশাপ পতিত হইয়াছে। মনোহরে! তুমি কোথায় গিয়াছ? আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও। আমি প্রমাদবশতঃ সেই হরিণাক্ষীকে রক্ষা করি নাই। তাঁহার সমাগমজন্য সৌভাগ্য হেতু আমি দেব-সভায় প্রশংসনীয় হইয়াছিলাম। তাঁহার বিয়োগে মনুষ্যমধ্যে গণ্য আমার আর কি শোভা আছে?

এই কথা বলিয়া সুধন ক্রমে কান্তা-সম্ভোগের সাক্ষিস্বরূপ উদ্যানমধ্যে প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। তিনি পরিজনকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে অলক্ষিতভাবে বনমধ্যে গিয়া সমতল ও বিষম স্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তীব্র অনুরাগরূপ মহাপিশাচ কর্তৃক বিমোহিত হইয়া সুধন উন্মত্তের ন্যায় চেতন ও অচেতন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, সখে শুক-শাবক। তোমার সখার প্রাণসখী, পূর্ণচন্দ্রাননা মনোহরার কথা কি জান, বল। মনোহরার দশনচ্ছদ-তুল্য রক্তবর্ণ বিম্বফলে তোমার সদা উপভোগ হউক। হে শুভ্রস্কন্ধ ও নলিনীর লীলাভরণস্বরূপ হংস! তুমি কি সেই সুরভিপদ্মাননা ও কান্তিপ্রবাহের তরঙ্গিণী-স্বরূপা মনোহরাকে দেখিয়াছ? বল, তাহার পীন পয়োধরাগ্রে মুক্তামালা বিলুণ্ঠিত হইতেছে এবং তন্নিম্নে রোমাবলী হংসমুখবিচ্যুত শৈবাললতার ন্যায় শোভিত হইতেছে।

তীব্র দুঃখযোগে এইরূপ প্রলাপকারী ও সমতলেও পদস্খলিত সুধনের প্রতি। দয়াবশতঃ পথে আলোক বিধানের জন্য চন্দ্র ক্রমে আকাশে উদিত হইলেন। সুধন মন্মথবান্ধব আকাশস্থ নিশাপতির কমনীয় মণ্ডল দেখিয়া মনে করিলেন যে, হয়ত ইন্দুমুখী মনোহরা আকাশগৃহের শৃঙ্গ হইতে নিজ সহাস্য বদন দেখাইতেছেন।

হে শশধর! তোমার ক্রোড়স্থ মৃগের ন্যায়, সুন্দর-নয়না, তোমার ন্যায় শুভ্রকান্তি মনোহরাকে তুমি কি আকাশে দেখিয়াছ? তাঁহার মুখের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধ থাকায় জগতে তোমার খ্যাতি লাভ হইয়াছে, আমি কান্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইনি কিছুই বলিতেছেন না কেন? চন্দ্র পরোপকার সম্পাদনের জন্যই শীতল এবং কলাবান্ (অর্থাৎ কলাবিদ্যাসম্পন্ন) হইলেও কখনও কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন না। হে ময়ূর! স্নিগ্ধ ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্না ও ঘনস্তনী মনোহরাকে তুমি কোথায়ও দেখিয়াছ কি? বিচিত্র মাল্যযুক্ত তাঁহার কেশপাশ তোমার পুচ্ছমণ্ডলেরই সদৃশ। হে ভুজঙ্গ! উত্তম চূড়ারত্ন-মণ্ডিতা কোন ভুজঙ্গীকে তুমি কি কোথায় দেখিয়াছ? তাঁহার বিস্পষ্ট বিষচ্ছটা এই দুঃসহ বিরহকালে আমাকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে, দেখ! হে হরিণ! কন্দর্পরাজের ক্রীড়ামৃগীস্বরূপা মনোহরাকে তুমি কি দেখিয়াছ? বোধ হয়, তাঁহারই নয়ন-পদ্মের কিছু অংশ পাইয়া বনে হরিণীগণ এত মনোরম হইয়াছে। হে বনস্পতি! বিলাসের জন্মভূমিস্বরূপ, পল্লববৎ কোমলোষ্ঠী এবং পুষ্পগুচ্ছসদৃশ স্তনভাবে নতাঙ্গী কোনও লতাসদৃশী লাবণ্যময়ী ললনাকে বনমধ্যে তুমি দেখিয়াছ কি? এই বনকুঞ্জের নিশ্চয়ই আলিঙ্গন-লোভে রাজরম্ভাসদৃশী মনোহরাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথবা মেঘ যেরূপ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে।

এইরূপে সুধন কাননমধ্যে উন্মত্তভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকেই যেন রজনী ক্রমে চন্দ্ররূপ বদন মলিন করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে সুধন নাগ-ভবন জলাশয়ের তীরোপান্তবর্তী তপোবনে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি বল্কলায়নকে জিজ্ঞসা করিলেন, হে মুনিবর! বিরহবশতঃ চিন্তা ও শোকজনিত দীর্ঘনিশ্বাসদ্বারা অত্যধিক প্রজ্বলিত কামানলের ধূমসদৃশ, শ্যামবর্ণ বেণীধারিণী শশাঙ্কের সৌন্দর্য-দর্প-নাশিনী, হরিণনয়না কোনও কিন্নরীকে এখানে আপনি দেখিয়াছেন কি?

মুনি কান্তাবিযুক্ত ও উন্মাদ-দশাপ্রাপ্ত সুধনের এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, আশ্বস্ত হও, বিশ্রাম কর এবং মনস্তাপ ত্যাগ কর, তোমার মানসচন্দ্রিকা কল্যাণী মনোহরাকে আমি দেখিয়াছি। তিনি যূথভ্রষ্টা করিণীর ন্যায় এবং পাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায় জীবনে নিরাশ হইলেও তোমার আশায় জীবন ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বদনকমল তদীয় পাণিতলেই শয়ন করিয়া থাকে এবং তিনি পল্লবাস্তরণে শয়ন করেন। তাঁহার দেহ এত দুর্বল যে, একটা অপ্রিয়

করিলে যখন কেহই অপ্রিয় কথা বলিল না, তখন তাঁহার জননী বলিলেন, পুত্র! তোমার প্রিয়া জীবিত আছে, তবে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হওয়ায় চূড়ামণিটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সুধন এই কথা শুনিয়াই সহসা মহীতলে পতিত হইলেন। তদীয় হার ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যেন পৃথিবীর অশ্রুবিন্দুর ন্যায় উহা বোধ হইল। তুষার-শীকরযুক্ত হরিচন্দন-জল দ্বারা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুধন সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, ভূতলে চন্দ্রকান্তিস্বরূপা ও মন্থনাভাবেও বিনা যত্নে সমুদ্‌গত অমৃতের প্রবাহরূপা এবং কুসুমশরের অযত্ন-সম্পাদিত রত্নবলভীতুল্যা মনোহরা কোথায় গেল? আমি পিতার আজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া দূরদেশে গমনকালে বাষ্পাকুললোচনা, হরিণনয়নার ধৈর্য বিধান করি নাই, সেইজন্যই আমার উপর কন্দর্পের অভিশাপ পতিত হইয়াছে। মনোহরে! তুমি কোথায় গিয়াছ? আমার কথার প্রত্যুত্তর দাও। আমি প্রমাদবশতঃ সেই হরিণাক্ষীকে রক্ষা করি নাই। তাঁহার সমাগমজন্য সৌভাগ্য হেতু আমি দেব-সভায় প্রশংসনীয় হইয়াছিলাম। তাঁহার বিয়োগে মনুষ্যমধ্যে গণ্য আমার আর কি শোভা আছে?

এই কথা বলিয়া সুধন ক্রমে কান্তা-সম্ভোগের সাক্ষিস্বরূপ উদ্যানমধ্যে প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। তিনি পরিজনকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে অলক্ষিতভাবে বনমধ্যে গিয়া সমতল ও বিষম স্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তীব্র অনুরাগরূপ মহাপিশাচ কর্তৃক বিমোহিত হইয়া সুধন উন্মত্তের ন্যায় চেতন ও অচেতন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, সখে শুক-শাবক! তোমার সখার প্রাণসখী, পূর্ণচন্দ্রাননা মনোহরার কথা কি জান, বল। মনোহরার দশনচ্ছদ-তুল্য রক্তবর্ণ বিম্বফলে তোমার সদা উপভোগ হউক। হে শুভ্রস্কন্ধ ও নলিনীর লীলাভরণস্বরূপ হংস! তুমি কি সেই সুরভিপদ্মাননা ও কান্তিপ্রবাহের তরঙ্গিণী-স্বরূপা মনোহরাকে দেখিয়াছ? বল, তাহার পীন পয়োধরাগ্রে মুক্তামালা বিলুণ্ঠিত হইতেছে এবং তন্নিম্নে রোমাবলী হংসমুখবিচ্যুত শৈবাললতার ন্যায় শোভিত হইতেছে।

তীব্র দুঃখযোগে এইরূপ প্রলাপকারী ও সমতলেও পদস্খলিত সুধনের প্রতি দয়াবশতঃ পথে আলোক বিধানের জন্য চন্দ্র ক্রমে আকাশে উদিত হইলেন। সুধন মন্মথবান্ধব আকাশস্থ নিশাপতির কমনীয় মণ্ডল দেখিয়া মনে করিলেন যে, হয়ত ইন্দুমুখী মনোহরা আকাশগৃহের শৃঙ্গ হইতে নিজ সহাস্য বদন দেখাইতেছেন।

সখে শশধর! তোমার ক্রোড়স্থ মৃগের ন্যায়, সুন্দর-নয়না, তোমার ন্যায় শুভ্রকান্তি মনোহরাকে তুমি কি আকাশে দেখিয়াছ? তাঁহার মুখের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধ থাকায় জগতে তোমার খ্যাতি লাভ হইয়াছে, আমি কান্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইনি কিছুই বলিতেছেন না কেন? চন্দ্র পরোপকার সম্পাদনের জন্যই শীতল এবং কলাবান্ (অর্থাৎ কলাবিদ্যাসম্পন্ন) হইলেও কখনও কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন না। হে ময়ূর! স্নিগ্ধ ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্না ও ঘনস্তনী মনোহরাকে তুমি কোথায়ও দেখিয়াছ কি? বিচিত্র মাল্যযুক্ত তাঁহার কেশপাশ তোমার পুচ্ছমণ্ডলেরই সদৃশ। হে ভুজঙ্গ! উত্তম চূড়ারত্ন-মণ্ডিতা কোন ভুজঙ্গীকে তুমি কি কোথায় দেখিয়াছ? তাঁহার বিশ্লিষ্ট বিষচ্ছটা এই দুঃসহ বিরহকালে আমাকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে, দেখ! হে হরিণ! কন্দর্পরাজের ক্রীড়ামৃগীস্বরূপা মনোহরাকে তুমি কি দেখিয়াছ? বোধ হয়, তাঁহারই নয়ন-পদ্মের কিছু অংশ পাইয়া বনে হরিণীগণ এত মনোরম হইয়াছে। হে বনস্পতি! বিলাসের জন্মভূমিস্বরূপ, পল্লববৎ কোমলোষ্ঠী এবং পুষ্পগুচ্ছসদৃশ স্তনভারে নতাঙ্গী কোনও লতাসদৃশী লাবণ্যময়ী ললনাকে বনমধ্যে তুমি দেখিয়াছ কি? এই বনকুঞ্জের নিশ্চয়ই আলিঙ্গন-লোভে রাজরম্ভাসদৃশী মনোহরাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথবা মেঘ যেরূপ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে।

এইরূপে সুধন কাননমধ্যে উন্মত্তভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকেই যেন রজনী ক্রমে চন্দ্ররূপ বদন মলিন করিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রমে সুধন নাগ-ভবন জলাশয়ের তীরোপান্তবর্তী তপোবনে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি বল্কলায়নকে জিজ্ঞসা করিলেন, হে মুনিবর! বিরহবশতঃ চিন্তা ও শোকজনিত দীর্ঘনিশ্বাসদ্বারা অত্যধিক প্রজ্বলিত কামানলের ধূমসদৃশ, শ্যামবর্ণ বেণীধারিণী শশাঙ্কের সৌন্দর্য-দর্প-নাশিনী, হরিণনয়না কোনও কিন্নরীকে এখানে আপনি দেখিয়াছেন কি?

মুনি কান্তাবিযুক্ত ও উন্মাদ-দশাপ্রাপ্ত সুধনের এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, আশ্বস্ত হও, বিশ্রাম কর এবং মনস্তাপ ত্যাগ কর, তোমার মানসচন্দ্রিকা কল্যাণী মনোহরাকে আমি দেখিয়াছি। তিনি যূথভ্রষ্টা করিণীর ন্যায় এবং পাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায় জীবনে নিরাশ হইলেও তোমার আশায় জীবন ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বদনকমল তদীয় পাণিতলেই শয়ন করিয়া থাকে এবং তিনি পল্লবাস্তরণে শয়ন করেন। তাঁহার দেহ এত দুর্বল যে, একটা অপ্রিয়

দৈব বিপ্লব পর্যায়ক্রমে সর্বত্রই হইয়া থাকে। অথবা রাজার দোষে স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত যদি তাহারা গিয়া থাকে, তাহাও ভুল। কারণ, কোন রাজার রাজ্যেই প্রজাগণ রাজার বেগার খাটা, রাজদণ্ড এবং রাজকর হইতে নিষ্কৃতি পায় না। লোক প্রায়ই পরিচিতের প্রতি বিদ্বেষী ও নূতন নূতন বস্তুর অভিলাষী হয়। দূরস্থ সকলেই সকলের প্রিয় হয়। আমাদিগের অপেক্ষা অধিক কি গুণ ধন রাজার আছে, যাহাতে পরের জায়াসদৃশ পরের প্রজাগণকে হরণ করে? অতএব তাহার দর্পনাশের জন্য একটা উপায় চিন্তা কর। যাহাতে সমৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি কারণের ব্যাঘাত কর।

রাজার এই কথা শুনিয়া আমাত্যগণ বলিল, মহারাজ! যে কারণে ধন রাজা ধন-জনে বর্ধিত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ধন রাজার রাজ্যে চিত্র নামে একটি মহাসর্প আছে। ঐ সর্পটি বহুজল বর্ষণ করে। সেইটিই রাজার মূর্তিমান পুণ্যের অভ্যুদয়স্বরূপ। সেই সর্পের প্রভাবে অকালে শস্যনিষ্পত্তি হয়। রাজাদিগের সকল সম্পদই কৃষিসম্পদমূলক হইয়া থাকে। অতএব কোনরূপ বিদ্যাবলে যদি সেই সর্পটিকে সংহার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সকল প্রজাই আপনার আশ্রয়ে আসিবে। প্রদীপ্তমন্ত্রবলশালী কোন একটি সাধকপুরুষকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদ্বারা নাগরাজ-হরণে শীঘ্র উদ্যোগ করুন।

রাজা অমাত্যগণের এই কথা শুনিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। খলগণ নিজে গুণার্জন করিতে পারে না, কিন্তু পরদোষ-সম্পাদনে খুব উদ্যমশীল হয়।

তৎপরে মন্ত্রিগণ প্রভূত স্বর্ণদান ঘোষণা করিয়া নাগবন্ধনে উপযুক্ত একজন মন্ত্রজ্ঞ লোককে পাইলেন। বিদ্যাধর নামক সেই মন্ত্রজ্ঞ পুরুষকে বহু স্বর্ণ দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক রাজা সেই চিত্র নামক নাগরাজকে আনিবার জন্য প্রার্থনা করায় তিনি তজ্জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

তথায় স্নিগ্ধ শ্যামল পাদ-শোভিত কাননপ্রান্তে তিনি আকর্ণ-প্রভ নাগরাজের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানটি বকুল-মালা ও তিলকবৃক্ষ-শোভিত বনলক্ষ্মীর সম্মুখস্থ কাঞ্চনকার্যোপযুক্ত মণিদর্পণের ন্যায় নিবেদিত হইত। স্বর্ণ-লাভাশায় মলিনমানস সেই সাধক নির্মলজলযুক্ত সেই স্থানটি দেখিয়া মন্ত্রধ্যানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সিদ্ধির জন্য দিগ্বন্ধন করিলেন।

অত্যুগ্রতেজা সাধক দিগ্বন্ধন করিলে পর নাগরাজের মস্তকে অতিশয় ব্যথা হইল এবং তাহার ফণামণি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে জলমধ্যে অদৃশ্য নাগরাজ জল হইতে উত্থিত হইয়া এবং সেই মন্ত্রসাধককে দেখিয়া বন্ধনভয়ে

কম্পিতকলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন, পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূযুগল ও শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল-লোচন অকাল কালসদৃশ এই সাধক নাগকুল ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়াছে। এই দুরাত্মা ইতিমধ্যেই বনমধ্যে বিধ্বস্ত করিয়াছে। যে পর্যন্ত আমাকে বন্ধন করিতে না পারে, তাহার মধ্যেই একটা উপায় করা উচিৎ। এই জলাশয়ের প্রান্তে মহর্ষি বক্তলায়ন বাস করেন। তিনি সাধু পুরুষ; বোধ করি, তিনি আমার রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার আশ্রমে লুব্ধক নামক যে ব্যাধটি তাঁহার পরিচর্যা করিয়া থাকে, সেই আমাকে রক্ষা করিবার যোগ্য।

নাগরাজ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লুব্ধকের নিকটে গেলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বন্ধন হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিলেন। নাগরাজ সাধককে বধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিলেন। ধনুর্ধারী লুব্ধক সেই স্থানে আসিয়া সাধককে মন্ত্রধ্যানে নিশ্চল দেখিতে পাইলেন।

ইত্যবসরে সাধক অগ্নিতে আহুতি দিয়া নাগরাজের বন্ধনে উৎসুক হইয়া নাগরাজকে আকর্ষণ করিল। ফণিপতি মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইলে তদীয় বাসস্থান জলাশয় হইতে সশব্দ বুদ্বুদ উত্থিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন জলাশয় বিষাদ হেতু রোদন করিতেছে। ভয়বিহ্বল নাগ-বধূগণের দীর্ঘনিশ্বাস-বেগে সমুদিত ফেনমালাযুক্ত জলাশয়ের জল যেন তরঙ্গরূপ হস্তে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কম্পিত কলেবরে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিল।

সাধক বিদ্যাবলে গারুড় মন্ত্রপ্রভাবে নাগরাজকে বন্ধন করিলে এবং গর্তের বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া জলাশয়ের উপর টানিয়া আনিলে পর লুব্ধক ধনু আকর্ষণ করিয়া বিষদিগ্ধ বাণদ্বারা সেই স্বর্ণলুব্ধ সাধককে বিদ্ধ করিল। বাণ-বিদ্ধ হইবা-মাত্র সাধক নাগরাজকে ছাড়িয়া দিল এবং লুব্ধক আসিয়া করবালদ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিল।

সাধকের সেই সিদ্ধ বিদ্যা লোভবশতঃ অন্যের অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহার নিজেরই বিনাশের কারণ হইল। বিদ্যা, বিভব ও শক্তি পরের অনিষ্টের জন্য প্রযুক্ত হইলে তাহা সেই মোহান্ধ প্রযোজকের প্রাণ নাশ করিয়া নিজেও নষ্ট হয়।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নাগরাজ হর্ষান্বিত হইয়া লুব্ধকের স্নেহে লোভবশতঃ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রত্নলতা-শোভিত উদ্যানে মণিময় গৃহে রাখিয়া বহু সমাদর করিলেন এবং কিছুদিন তাহাকে তথায় রাখিলেন। একদিন নাগরাজ কর্তৃক পূজ্যমান লুব্ধক বিদ্যুদ্দামসদৃশ অমোঘ নামক পাশ অস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং নাগ কথিত পাশ অস্ত্রের প্রভাবের কথা শুনিয়া লোভবশতঃ সেইটি প্রার্থনা করিল।

দৈব বিপ্লব পর্যায়ক্রমে সর্বত্রই হইয়া থাকে। অথবা রাজার দোষে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত যদি তাহারা গিয়া থাকে, তাহাও ভুল। কারণ, কোন রাজার রাজ্যেই প্রজাগণ রাজার বেগার খাটা, রাজদণ্ড এবং রাজকর হইতে নিষ্কৃতি পায় না। লোক প্রায়ই পরিচিতের প্রতি বিদ্বেষী ও নূতন নূতন বস্তুর অভিলাষী হয়। দূরস্থ সকলেই সকলের প্রিয় হয়। আমাদিগের অপেক্ষা অধিক কি গুণ ধন রাজার আছে, যাহাতে পরের জায়াসদৃশ পরের প্রজাগণকে হরণ করে? অতএব তাহার দর্পনাশের জন্য একটা উপায় চিন্তা কর। যাহাতে সমৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি কারণের ব্যাঘাত কর।

রাজার এই কথা শুনিয়া আমাত্যগণ বলিল, মহারাজ! যে কারণে ধন রাজা ধন-জনে বর্ধিত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ধন রাজার রাজ্যে চিত্র নামে একটি মহাসর্প আছে। ঐ সর্পটি বহুজল বর্ষণ করে। সেইটিই রাজার মূর্তিমান পুণ্যের অভ্যুদয়স্বরূপ। সেই সর্পের প্রভাবে অকালে শস্যনিষ্পত্তি হয়। রাজাদিগের সকল সম্পদই কৃষিসম্পদমূলক হইয়া থাকে। অতএব কোনরূপ বিদ্যাবলে যদি সেই সর্পটিকে সংহার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সকল প্রজাই আপনার আশ্রয়ে আসিবে। প্রদীপ্তমন্ত্রবলশালী কোন একটি সাধকপুরুষকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদ্বারা নাগরাজ-হরণে শীঘ্র উদ্যোগ করুন।

রাজা অমাত্যগণের এই কথা শুনিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। খলগণ নিজে গুণার্জন করিতে পারে না, কিন্তু পরদোষ-সম্পাদনে খুব উদ্যমশীল হয়।

তৎপরে মন্ত্রিগণ প্রভূত সুবর্ণদান ঘোষণা করিয়া নাগবন্ধনে উপযুক্ত একজন মন্ত্রজ্ঞ লোককে পাইলেন। বিদ্যাধর নামক সেই মন্ত্রজ্ঞ পুরুষকে বহু সুবর্ণ দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক রাজা সেই চিত্র নামক নাগরাজকে আনিবার জন্য প্রার্থনা করায় তিনি তজ্জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

তথায় স্নিগ্ধ শ্যামল পাদ-শোভিত কাননপ্রান্তে তিনি আকশ-প্রভ নাগরাজের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানটি বকুল-মালা ও তিলকবৃক্ষ-শোভিত বনলক্ষ্মীর সম্মুখস্থ কঙ্কনকার্যোপযুক্ত মণিদর্পণের ন্যায় নিবেচিত হইত। সুবর্ণ-লাভাশায় মলিনমানস সেই সাধক নির্মলজলযুক্ত সেই স্থানটি দেখিয়া মন্ত্রধ্যানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সিদ্ধির জন্য দিগ্বন্ধন করিলেন।

অত্যুগ্রতেজা সাধক দিগ্বন্ধন করিলে পর নাগরাজের মস্তকে অতিশয় ব্যথা হইল এবং তাহার ফণামণি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে জলমধ্যে অদৃশ্য নাগরাজ জল হইতে উত্থিত হইয়া এবং সেই মন্ত্রসাধককে দেখিয়া বন্ধনভয়ে

কম্পিতকলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন, পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূযুগল ও শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল-লোচন অকাল কালসদৃশ এই সাধক নাগকুল ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়াছে। এই দুরাত্মা ইতিমধ্যেই বনমধ্যে দিগ্বন্ধন করিয়াছে। যে পর্যন্ত আমাকে বন্ধন করিতে না পারে, তাহার মধ্যেই একটা উপায় করা উচিৎ। এই জলাশয়ের প্রান্তে মহর্ষি বক্কলায়ন বাস করেন। তিনি সাধু পুরুষ; বোধ করি, তিনি আমার রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার আশ্রমে লুব্ধক নামক যে ব্যাধটি তাঁহার পরিচর্যা করিয়া থাকে, সেই আমাকে রক্ষা করিবার যোগ্য।

নাগরাজ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লুব্ধকের নিকটে গেলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বন্ধন হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিলেন্। নাগরাজ সাধককে বধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিলেন। ধনুর্ধারী লুব্ধক সেই স্থানে আসিয়া সাধককে মন্ত্রধ্যানে নিশ্চল দেখিতে পাইলেন।

ইত্যবসরে সাধক অগ্নিতে আহুতি দিয়া নাগরাজের বন্ধনে উৎসুক হইয়া নাগরাজকে আকর্ষণ করিল। ফণিপতি মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইলে তদীয় বাসস্থান জলাশয় হইতে সশব্দ বুদ্‌বুদ উত্থিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন জলাশয় বিষাদ হেতু রোদন করিতেছে। ভয়বিহ্বল নাগ-বধূগণের দীর্ঘনিশ্বাস-বেগে সমুদিত ফেনমালাযুক্ত জলাশয়ের জল যেন তরঙ্গরূপ হস্তে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কম্পিত কলেবরে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিল।

সাধক বিত্তাবলে গারুড় মন্ত্রপ্রভাবে নাগরাজকে, বন্ধন করিলে এবং গর্তের বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া জলাশয়ের উপর টানিয়া আনিলে পর লুব্ধক ধনু আকর্ষণ করিয়া বিষদিগ্ধ বাণদ্বারা সেই সুবর্ণলুব্ধ সাধককে বিদ্ধ করিল। বাণ-বিদ্ধ হইবা-মাত্র সাধক নাগরাজকে ছাড়িয়া দিল এবং লুব্ধক আসিয়া করবালদ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিল।

সাধকের সেই সিদ্ধ বিদ্যা লোভবশতঃ অন্যের অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহার নিজেরই বিনাশের কারণ হইল। বিদ্যা, বিভব ও শক্তি পরের অনিষ্টের জন্য প্রযুক্ত হইলে তাহা সেই মোহান্ধ প্রযোজকের প্রাণ নাশ করিয়া নিজেও নষ্ট হয়।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নাগরাজ হর্ষান্বিত হইয়া লুব্ধকের স্নেহে লোভবশতঃ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রত্নলতা-শোভিত উদ্যানে মণিময় গৃহে রাখিয়া বহু সমাদর করিলেন এবং কিছুদিন তাহাকে তথায় রাখিলেন। একদিন নাগরাজ কর্তৃক পূজ্যমান লুব্ধক বিদ্যুদ্দামসদৃশ অমোঘ নামক পাশ অস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং নাগ কথিত পাশ অস্ত্রের প্রভাবের কথা শুনিয়া লোভবশতঃ সেইটি প্রার্থনা করিল।

কথা শ্রবণমাত্রেই দেহ নাশ হইতে পারে। ধৈর্য আশাবন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তোমার বিরহে তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছেন যে, তাঁহার মন কোথায়ও বিশ্রাম পাইতেছে না। তিনি তদীয় পিতা কিন্নররাজ দ্রুমের ভবনে আছেন এবং তোমাকে তথায় সত্বর যাইতে বলিয়াছেন। যাহারা বীর্য, বল, উপায়, ধৈর্য ও উৎসাহসম্পন্ন, তাহাদেরও অগম্য কিন্নরপুরে যাইবার ক্রমিক পথ তিনি বলিয়া গিয়াছেন। এই রত্নাঙ্গুরীয়টি তোমার জন্য তিনি দিয়া গিয়াছেন। ইহার স্নিগ্ধ প্রভাদ্বারা চতুর্দিক পিঙ্গলবর্ণ হয়।

মুনি এইপ্রকার আনন্দরূপ সুধাদ্বারা সিক্ত ও সুধনের ধৈর্যাবলম্বনপ্রদ বাক্য বলিয়া অঙ্গুরীয়টি প্রদানপূর্বক পথের কথা বলিয়া দিলেন।

ধীর সুধন মুনি-কথিত পথে এবং তৎকথিত উপায়দ্বারা উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি ঘৃতপাকে সিদ্ধ সুধানামক মহৌষধি পান করিয়া বল, প্রভাব ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়া, সশস্ত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে যাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঋদ্ধিপ্রভাবে পথে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য উপস্থিত হইল। সত্ত্বগুণ উদয় হইলে সকল সম্পদ্ই করায়ত্ত হয়।

অতঃপর তিনি বিদ্যাধর-বধূগণের বিলাস-হাস্যসদৃশ শুভ্রকান্তি হিমালয়-পর্বত অতিক্রম করিয়া কুকূলাদ্রিতে গেলেন। তথায় ফলোপহার প্রদান দ্বারা বানর-দলপতিকে আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগ নামক বানরে আরোহণপূর্বক সেই শৈল লঙ্ঘন করিলেন। তৎপরে তিনি অজপথ নামক পর্বত অতিক্রম করিলেন এবং বিঘ্নরাশিসদৃশ ঘোর অজগরকে বাণদ্বারা নিহত করিয়া ও বীণাস্বনদ্বারা কামরূপিণী রাক্ষসীকে বশীভূত করিয়া কামরূপ পর্বত অতিক্রমপূর্বক যাইতে লাগিলেন। বলবান ও অতিসাহসী সুধন পর্বতগাত্রে মুদ্গরাঘাত দ্বারা শঙ্কু নিখাত করিয়া তাহাদ্বারা একাধার-পর্বতে আরোহণ করিলেন।

অতঃপর অতি উগ্র বজ্রক নামক পর্বতে আরোহণ করিয়া পিশিতার্থিনী গৃধ্ররূপা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। সুধন সমাংস মৃগচর্ম দ্বারা নিজদেহ আচ্ছাদিত করিয়া সেই গিরির পাদমূলে নিশ্চলভাবে রহিলেন। মাংসলুব্ধা, ভীষণদেহা, গৃধ্ররূপা নিশাচরী মাংস খাইবার জন্য মৃগচর্মাচ্ছন্ন সুধনকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পর্বতশিখরে লইয়া গেল। বীর্যবান সুধন মৃগচর্ম ফেলিয়া দিয়া এবং নিশাচরীকে বধ করিয়া খদিরবৃক্ষাকীর্ণ খদির-পর্বতে গেলেন। তথায় একটি শিলা অপসারিত করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশপূর্বক শীত, আতপ, অন্ধকার, সর্প ও রাক্ষসাদির ভয়নাশক মহৌষধি প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে তিনি যন্ত্রপর্বতদ্বয়ে গিয়া সংঘট্ট দ্বারা লোকের প্রাণনাশক যন্ত্রকীলটি শরাগ্র দ্বারা ছেদন করিয়া নিশ্চল করিলেন। তিনি যন্ত্রকীল উচ্ছেদ দ্বারা যন্ত্রদ্বার বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রচক্রের ছেদন করিলেন এবং তীব্র প্রহারকারী লৌহময় পুরুষদ্বয় ও মুদ্গরসহ যন্ত্র-মেষদ্বয় এবং যন্ত্রময় উগ্র দন্ত দ্বারা নিষ্পেষণকারী মকর ও রাক্ষসদ্বয়কে ছিন্ন করিয়া, ঘোর অন্ধকারময় গুহাকূপ লঙ্ঘন করিয়া, ভুজা নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া এবং সেই নদীকূলস্থ রাক্ষসগণকে হত্যা করিয়া, সর্পাবৃতজলা পত্তাখ্যা নদী পার হইয়া রোদিনী নদী পার হইলেন। এই নদীর তীরে কিন্নর-চেটিকাগণ রোদন-শব্দ দ্বারা তদগতচিত্ত জনগণের বিঘ্ন সম্পাদন করে। এই রোদিনীর ন্যায় হাসিনী নামে অন্য একটি নদী পার হইলেন। এই নদীর পুলিনে কিন্নরাঙ্গনাগণ হাস্য দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বিপদ্ উপস্থিত করে। সুধন অন্যান্য অনেক নদী অতিক্রম করিয়া বেত্রা নাম্নী নদী প্রাপ্ত হইলেন। তথায় কূলস্থ বেত্রলতা অবলম্বন করিয়া নদী পার হইবার মানসে বায়ুপ্রেরিত পরপারের একটি বেত্রলতা পাইয়া তাহাদ্বারা পরপারে গিয়া স্ফটিকময় মন্দির-মণ্ডিত কিন্নরপুর দেখিতে পাইলেন।

সুধন কিন্নরপুরে প্রবেশ করিয়া কনকপদ্ম-শোভিত কান্তা নাম্নী পুষ্করিণীর তীরস্থ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক রত্নলতা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন যে, কিন্নরাঙ্গনাগণ হেমকুম্ভ দ্বারা পদ্মরজঃপুঞ্জে সুরভি কান্তা সরসীর জল লইয়া যাইতেছে। একটি কিন্নরাঙ্গনা কলসী উত্তোলনের জন্য পরিশ্রান্ত হইলে, সুধন হস্তাবলম্বনদ্বারা তাহার সাহায্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কাহার জন্য যত্ন করিয়া তোমরা জল লইয়া যাইতেছ? তোমরা তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ এত পরিশ্রম গণ্য করিতেছ না।

সুধন মিষ্ট বাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় কিন্নরকন্যা সুধনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, কিন্নর-রাজকন্যা মনোহরা পিতার আদেশানুসারে মনুষ্য-সঙ্গজন্য গন্ধ অপনোদনের নিমিত্ত সুরভি জলদ্বারা সদা স্নান করেন।

সুধন কিন্নরকন্যা-কথিত এই কথা শুনিয়া যেন সুধাদ্বারা সিক্ত হইলেন এবং তিনি হেমকুম্ভমধ্যে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সেই কলসীর জলে মনোহরাকে যখন স্নান করান হয়, তখন অঙ্গুরীয়টি কুম্ভ হইতে তদীয় কুচকুম্ভে নিপতিত হইল এবং সেই অঙ্গুরীয়স্থ সূর্যসদৃশ রত্নের কিরণ-লেখা মনোহরার স্তনমণ্ডলে নখক্ষত-রেখা সদৃশ হইল।

মনোহরা মূর্তিমান অনুরাগস্বরূপ ও নিজ কামবৃত্তান্তের অন্তরঙ্গ সেই রত্নাঙ্গুরীয়টি দেখিয়া কান্ত আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া দাসীকে বলিলেন,—তুমি কোথা হইতে ইহা পাইয়াছ?

দাসী তাঁহাকে বলিল, দেবি! পুষ্করিণীর তটে সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় কমনীয় একটি অজ্ঞাত যুবা অবস্থিত আছেন। তিনিই এই সুবর্ণকুম্ভে অঙ্গুরীয়টি নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই অঙ্গুরীয়কের প্রভায় কুম্ভস্থ জল কুঙ্কুমবর্ণ হইয়াছে।

তখনী মনোহরা দাসী-কথিত এইরূপ প্রিয়কথা শুনিয়া, দয়িত আসিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া, তাহারই দ্বারা প্রিয়কে আনাইলেন। দাসী তাঁহাকে আনিয়া উদ্যানের একটি নিভৃত গৃহে রাখিয়া দিল এবং মনোহরা তথায় গিয়া কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রকে দেখে, তদ্রূপ সাগ্রহে সুধনকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পর বিলোকন দ্বারা এবং পরস্পরের বিরহ-বেদনা নিবেদন দ্বারা হর্ষাতিশয় উদিত হওয়ায় অনঙ্গ সংপূর্ণাঙ্গ হইয়া শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা বিরহকালে যাহা যাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং মন্মথ হৃষ্ট হইয়া যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহা প্রেমের ও ঔৎসুক্যের সমুচিত, তৎসমুদয়ই তাঁহারা সম্পাদন করিলেন।

তৎপরে মনোহরা সলজ্জভাবে পিতামাতার নিকট নিজ গুপ্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পৃথিবীর কন্দর্পস্বরূপ পতিকে দেখাইলেন।

কিন্নর-রাজ কোপে কম্পিতাধর হইয়া সুধনের অপরোক্ষে মনোহরাকে বলিলেন, অহো! দৈবাৎ প্রমাদবশতঃ তুমি অযোগ্য জনে পতিত হইয়াছিলে; কিন্তু এত প্রক্ষালন করিয়াও তুমি তাহার প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারিলে না? দেবগণের স্পৃহণীয় তোমার এই যৌবনোদয় ও লাবণ্য মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করায় শোচনীয় হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়। হে নীচগামিনি! তুমি উন্নত-কুলসম্ভূত ও যৌবনযুক্ত হইয়াও ক্ষোভবশতঃ ভ্রষ্ট হইয়া মহাপর্বত-সম্ভূতা নদীর ন্যায় নিতান্ত অধঃপতিত হইয়াছ। তুমি খলজনের বিদ্যার ন্যায় বিদ্বজ্জনের উদ্বেগজননী, বংশের লজ্জাকারিণী ও মলিনস্বভাবা হওয়ায় কাহারও সম্মত হইতেছ না। যদি তুমি রূপমাত্র দেখিয়া মনুষ্যের বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে সুবর্ণ-নির্মিত পুরুষ-পুত্তলির কান্তি দেখিয়া তাহাতে রত হও না কেন? পুরুষ সুন্দরাকৃতি হইলেও যদি প্রভাব ও গুণহীন হয়, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় ভিত্তির শোভাবর্ধক হয় মাত্র। পাপিষ্ঠে! তোমার পতি আমার বধ্য হইতেছে। এই হীন সম্বন্ধে আমি তোমার প্রার্থনার্থ সমাগত

দেবগণকে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। জরা যেরূপ শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে কন্যাও সেই প্রকার সত্য, উৎসাহ ও উন্নতিশালী কুলের সংকোচ সাধন করে।

মনোহরা পিতাকর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া মস্তক নত করিয়া বাষ্পবিন্দু-দ্বারা কুচদ্বয়োপরি সূত্রহীন হার রচনা করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—তাত! কোপবশতঃ আমাকে এরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় নাই। নরগণ কি কিন্নরাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী বলিয়া শুনা যায় না? যিনি গরুড়ের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘনীয় এতটা ভূমি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে পারেন, তিনি কি প্রভাববান নহেন? তিনি কি সাধারণ মনুষ্য হইতে পারেন? গুণের পরিচায়ক আকৃতি প্রায়ই প্রাণিগণের হইয়া থাকে। চন্দ্রের কান্তিই মনের আহ্লাদ সম্পাদন করিয়া থাকে। জাতিদ্বারা কিছু কার্য হয় না। স্বভাবানুসারে গুণ হইয়া থাকে। চন্দ্র কালকূট বিষের সহোদর বটে, কিন্তু অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। কাহারও গুণ অন্তর্নিহিত থাকায় প্রকাশ পায় না। কাহারও বা দোষ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকায় জানা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া মহামূল্য মণির মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নহে।

কিন্নররাজ এই কথা শুনিয়া তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য জামাতাকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, তুমি সৌন্দর্যে কিন্নর-বালকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি, কিন্তু যদি কোন প্রভাব-গুণ দেখাইতে পার, তাহা হইলে দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ করিবার উপযুক্ত হইতে পার। এই বিস্তৃত শর-বন ক্ষণকালমধ্যে শরহীন করিয়া তাহাতে এক আঢ়ক-পরিমিত তিল বপন কর, এবং তাহা সমস্ত খুঁটিয়া তুলিয়া পুনর্বার ছড়াইয়া দাও। ধনুর্বেদে দৃঢ় লক্ষ্য প্রভৃতি কৌশল দেখাও। তাহা হইলে তোমার কীর্তিপতাকাস্বরূপ মনোহরা তোমার আয়ত্ত হইবে।

কিন্নররাজ কৌটিল্যবশতঃ এইরূপ অসাধ্য কার্যে প্রেরণা করায় সুধন কান্তার প্রতি অনুরাগবশতঃ তৎসমুদয় করিতে উদ্যত হইলেন।

সুধন বৃথাশ্রম ও ক্লেশমাত্র-ফলক শরপাটনকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সুধনের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ ভাবিলেন, রাজপুত্র সুধন ভাদ্রকল্পিক বোধিসত্ত্ব। ইঁহাকে কিজন্য কিন্নররাজ নিষ্ফল ও ক্লেশকর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? এখন আমি ইঁহার কার্যে সহায়তা করিব। এইরূপ ভাবিয়া ইন্দ্র তাঁহার কার্য নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রাদিষ্ট যক্ষগণ শূকররূপ ধারণ করিয়া শর-বন উৎপাটিত করিল এবং তিনি তাহাতে তিলাঢ়ক বপন করিলেন। পরে ইন্দ্রসৃষ্ট পিপীলিকাগণ তাহা একত্র সঞ্চিত করিয়া দিলে কুমার বিস্মিত কিন্নররাজকে তাহা নিবেদন করিলেন।

সুধন নিশিত বাণদ্বারা সাতটি কনকস্তম্ভ ও শুকরীচক্রযুক্ত সাতটি তালবৃক্ষ বিদ্ধ করিয়া শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা এবং বিক্রম ও শিল্প-বিদ্যাতে অভিজ্ঞতা দেখাইলেন। তখন তাঁহার মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল।

কিন্নররাজ সুধনের প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেও পুনর্বার তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য সেই সেই যুক্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহারা পরের পরিভব করিবার জন্য স্থিরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহারা বিপুল আশ্চর্য দেখিয়াও কথা কহে না। সজ্জনের প্রশংসা করা হইলে উপহাস করে এবং কাহারও কীর্তি বা উৎকর্ষ দেখিলে মলিনবদন হইয়া তাহার প্রতিবাদ করে। বিরুদ্ধবুদ্ধি জনকে শত গুণের পরিচয় দিয়াও বশীভূত করা যায় না।

কিন্নররাজ সুধনকে বলিলেন,—তুমি উত্তম প্রভাব প্রকাশ করিয়াছ। এখন তোমাকে বুদ্ধির প্রকর্ষ দেখাইতে হইবে। একপ্রকার বর্ণ ও সৌন্দর্যশালিনী এবং একপ্রকার বস্ত্রাভরণমণ্ডিত কিন্নরীগণের মধ্য হইতে নিজ কান্তাকে বাছিয়া লইয়া গ্রহণ কর।

কিন্নররাজ এই কথা বলিলে, সুধন সম্মুখে তুল্যবর্ণ, তুল্যবয়স এবং তুল্যবেশভূষা-সম্পন্ন পঞ্চ শত কিন্নরী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে তিনি, ভৃঙ্গ যেরূপ বল্লরীবনে সংচ্ছাদিত চূত-মঞ্জরী চিনিয়া লয়, তদ্রূপ মনোহরাকে চিনিয়া গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে কিন্নররাজ তাঁহাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া সন্তোষ সহকারে দিব্য রত্নসহ মনোহরাকে সম্প্রদান করিলেন। কিন্নররাজ সমাদরপূর্বক উত্তম ভোগ্যবস্তু ও বিভবদ্বারা সুধনকে পূজা করিলেন। কুমার তখন জায়াসহ কিন্নররাজকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন।

রাজা মনোহরার সহিত পুত্র আসিয়াছেন দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সুধা-সাগরের ন্যায় শোভিত হইলেন। তৎপরে রাজা প্রজাগণের সন্তাপনাশক পুত্রকে সচ্চরিত্রতা-রূপ চন্দ্রসদৃশ শ্বেতচ্ছত্র-মণ্ডিত নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সন্তোষদ্বারা শীতল ও বিবেক-সুখে রমণীয় শান্তি-বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিলেন।

সুধন অভিষিক্ত হইবার পরদিন প্রভাতকালে সাতটি অমূল্য রত্ন নূতন প্রভাবশালী প্রভুর সেবার্থ তথায় বাস করিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইল।

আমিই সুধন নামে বোধিসত্ত্ব ছিলাম এবং যশোধরা মনোহরা ছিলেন। কামানুবন্ধবশতঃ তাঁহার বিয়োগে আমি এত ক্লেশ পাইয়াছিলাম। অতএব কমলবদনা নারীগণের নয়নপ্রান্তবাসী কাম শান্তিরূপ মৃগবধূর বন্ধনকারী ব্যাধ-স্বরূপ। ইহাকে সতত বর্জন করিবে। এই ব্যাধ পুষ্পবাণের রজঃপুঞ্জরূপ উগ্র হলাহল বিষমাখা শোক ও ব্যসনরূপ মোহন বাণদ্বারা লোককে বিদ্ধ করে।

ভিক্ষুগণ স্বয়ং ভগবান জিন কর্তৃক কথিত এইরূপ নিজ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনোভবকেই শত শাখাযুক্ত সংসার-ক্লেশের বিপুল ও সরস মূলস্বরূপ বুঝিলেন।



পঞ্চষষ্টিতম পল্লব

একশৃঙ্গাবদান

সরোবরে যেরূপ পদ্মবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেলেও মৃত্তিকামধ্যস্থ মূল হইতে পুনর্বার বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ও কমল জন্মে, তদ্রূপ মনুষ্য ইহজন্মে নির্লিপ্ত হইলেও তাহার পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ মনোমধ্যে লীন ও রসযুক্ত বাসনাবশেষরূপ মূল হইতে পুনর্বার অনুরাগোদয় হইয়া থাকে। এই অনুরাগই সম্ভোগলীলারূপ পরিমলদ্বারা মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবশেষে রসলুব্ধ মধুকরের ন্যায় মনুষ্যকে একটা বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে।

পুরাকালে যখন ভগবান জিন শাক্যপুরে ন্যগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিক্ষুগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি শান্তিনিরত হইয়াছেন, বেশ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং আপনার সংসার-বিকার সমস্তই নিবৃত্ত হইয়াছে, তথাপি আপনি যখন রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন যশোধরা আপনাকে দেখিয়া যেন বিমুগ্ধ হন। আপনার দর্শন পাইলেই তিনি ভূষিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আপনার ভোজ্যাধিবাসকালে তিনি মোদকপাত্র হস্তে লইয়া আপনাকে প্রলোভিত করেন। এখনও তাঁহার নানাপ্রকার মনোবিকার শান্তিপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি আপনার মুখচন্দ্রের কান্তিবিযুক্ত হইয়া কুমুদিনীর ন্যায় অবসাদপ্রাপ্ত হইতেছেন।

ভিক্ষুগণ বিস্ময়বশতঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান ঈষৎ হাস্যদ্বারা মুক্তা-ফলযুক্ত বিদ্রুমমালার আভার ন্যায় অধরপল্লব এবং দন্তের কান্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যশোধরা অদ্যাপি বিকারযুক্ত অভিলাষলীলা ধারণ করিতেছেন। ইনি পূর্বজন্মেও স্মরবিভ্রম ও মোদকদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন।

পুরাকালে কাশীপুরে কাশ্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ছিল এবং তিনি শত্রুরূপ মত্ত হস্তীর পক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইলেও কোমল ও সরলস্বভাব ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুপ্রকার প্রযত্নপূর্বক তপস্যা করায় নলিনী নামে একটিমাত্র কন্যা উৎপন্ন হইল। প্রজাপালন জন্য গর্বিত রাজগণ প্রায়শই বংশহীন হইয়া থাকেন।

অন্তঃপুরমধ্যে কন্যা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রাজার মনেও চিন্তা বর্ধিত হইতে লাগিল। পরে নিদ্রাভাবে ক্লিষ্ট রাজা পণ্ডিতগণ ও অমাত্য-গণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার এই আধিপত্যরূপ বৃক্ষটি বিস্তীর্ণ শাখাযুক্ত, স্থির ও বদ্ধমূল, অত্যুন্নত এবং সমস্ত লোকের উপজীব্য হইলেও যথোপযুক্ত ফলহীন হওয়ায় ঘুণক্ষত বৃক্ষের তুল্য পতনোন্মুখ বোধ করিতেছি। আমার একটিমাত্র কন্যা নলিনী আছে। ইহার এখন সম্প্রদান করিবার বয়স হইয়াছে। ইহাকে প্রযত্ন করিয়া পাত্রস্থ করিলে আমার আর সন্তান না থাকায় সন্তান-স্নেহ প্রকাশ করিবার স্থানও থাকিবে না। যেরূপ প্রদীপ্ত দীপবর্তিকা কেহই হস্তে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ নিজ কন্যাকে কেহই গৃহে রাখিতে পারে না। কন্যা গচ্ছিত ধনতুল্য। উহাকে পরের হস্তে দিতেই হইবে। বংশে কন্যা জন্মিলে কেবল চিন্তা করাই ফল লাভ হয়।

রাজকন্যাকে ভৃত্যগণের মধ্যে বা পুরবাসীজনের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করা যায় না, দূরদেশেই দেওয়া উচিত। কিন্তু দূরদেশে দিলে সর্বদা কুশল-সংবাদ না পাওয়ায় জীবিত থাকা বা মৃত হওয়ায় কোনই প্রভেদ নাই। অতএব আমি প্রযত্ন করিয়া এরূপ কোন একটি গুণবান্ পাত্রকে জামাতা করিব যে, সে নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আমার পুত্রের ন্যায় এই দেশে থাকিয়া আমার এই আধিপত্য ভোগ করিবে। আমি শুনিয়াছি যে, গঙ্গাতীরবর্তী সাহঞ্জনী নামক তপোবনে কাশ্যপ নামে এক রাজর্ষি আছেন। প্রস্রবণ-জলে তাঁহার বীর্যস্খলন হইয়াছিল এবং দৈবযোগে উহা একটা উন্নতাগ্র প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছিল। একটি তৃষ্ণার্তা হরিণী উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইয়া সুবর্ণকান্তি একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিল।

বনমধ্যে মৃগীর স্তন্যপানে বর্ধিত ঐ বালক পিতা কর্তৃক গৃহীত এবং যথাবিধি

সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ বালকটির নাম একশৃঙ্গ। তাহার মস্তকে একাঙ্গুলপরিমিত একটি শৃঙ্গও আছে।

সেই একশৃঙ্গ এখন যুবা পুরুষ, ব্রহ্মচর্য-সম্পন্ন, নির্মলস্বভাব এবং ঈশ্বরধ্যান-পরায়ণ; কিন্তু নিঃসঙ্গ স্থানে বাস হেতু বিষয়-সুখে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহার দেহকান্তি সূর্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল। একশৃঙ্গ যদি নলিনীর পতি হয়, তাহা হইলে এ বংশ লোপ হইবে না। পরন্তু তেজোনিধি একশৃঙ্গের আনয়ন-বিষয়ে একটি যুক্তি আপনারা চিন্তা করুন।

অমাত্যগণ রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া বহুক্ষণ বিচারপূর্বক রাজাকে বলিলেন, —সেই আশ্রমের নিকটে বিহার করিবার জন্য রাজকন্যাকে সম্প্রতি পাঠাইয়া দিউন।

রাজা অমাত্যগণের বাক্যে অনুমোদন করিয়া এবং নলিনীর নিকট নিজের অভিপ্রায় সমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাহাকে তপোবনপ্রান্তে বিহার করিবার জন্য পাঠাইলেন। নলিনীও প্রগল্‌ভার ন্যায় মুনিকুমারকে হরণ করিবার জন্য তপোবনে গেলেন।

কমনীয়াকৃতি, চারুলোচনা, তন্বঙ্গী নলিনী বালানিল-সঞ্চালিতা সঞ্চারিণী লতার ন্যায় নানাবিধ লীলাদ্বারা তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নলিনী যখন পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, তখন ভৃঙ্গগণ উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল, এবং কুরঙ্গগণ ভয়ে বিচলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে একশৃঙ্গ নিজ তপোবনান্ত হইতে কৌতুকবশতঃ সেইস্থানে আসিলেন।

মনুষ্য-সঙ্গ-বর্জিত মুনিকুমার একশৃঙ্গ বিস্ময়ে নির্নিমেষ হইয়া যৌবনবিভ্রম-যুক্তা, সন্নতাঙ্গী ও উৎফুল্লপদ্মনয়না নলিনীকে দেখিলেন। মুনিকুমার নারী-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও মৃগনয়না, কমনীয়াকৃতি নলিনীকে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন। জন্মান্তরীয় বাসনাভ্যাসবশতঃ মনোমধ্যে লীন বিষয়াভিলাষ কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। মৃগীসুত একশৃঙ্গ নলিনীর মুখপদ্মে সুস্নিগ্ধ ও মুগ্ধভাবে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাধর বা মুনিপুত্র বোধ করিয়া প্রীতিপূর্বক বন্দনা করিলেন।

নলিনী প্রতিপ্রণাম জন্য মস্তক নত করিলে নির্মল, শুভ্রকান্তি তদীয় হার যদিও নিজ কান্তি দ্বারা নলিনীর হৃদয়রাগ আচ্ছাদিত করিল, পরন্তু প্রবাল সদৃশ নলিনীর অধরের কান্তি হারে প্রতিফলিত হওয়ায় সেও যেন অনুরাগবান হইল। প্রতিপ্রণামকালে নলিনীর ললাটে স্বেদবিন্দু উদিত হওয়ায় তদীয় তিলক ও অলক-প্রান্ত আর্দ্র হইল এবং তাঁহার অঙ্গে ঈষৎ কম্পভাব উদিত হইল। তদীয় কাঞ্চী

সখীর ন্যায় মধুরস্বরে কামোপচার বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিল। এই রূপ ভাবপ্রাপ্ত নলিনীকে মুনিকুমার বলিলেন, হে মুনিপুত্র! এস, এস; তোমার তপোবনস্থ মৃগগণের কুশল ত? তাহারা সর্বদাই তপোবন দেখিয়াই নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে এবং অন্য স্থানে প্রায়ই যায় না। দিব্যব্রতধারী তোমার এই অমৃতবর্ষী অনবদ্য রূপ দেখিয়া জটাবল্কলধারী মুনিগণের বপুঃ শুষ্ক দ্রুমতুল্য বোধ হইতেছে। কুসুম ও লতাদ্বারা শোভিত তোমার এই স্নিগ্ধ জটাকলাপ নবোদিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কমনীয়। সুন্দর বিল্বফলদ্বয়-শোভিত তোমার এই বক্ষঃস্থল শুভ্রবর্ণ অক্ষসূত্র দ্বারা কেমন শোভিত হইতেছে। এই অক্ষমালাটি বালকুরঙ্গের নেত্রের ন্যায় বিচিত্র ভাবে গাঁথা হইয়াছে বোধ হয়। আপনার পরিহিত মৌঞ্জী মেখলায় হোমাগ্নির স্ফুলিঙ্গ লাগিয়া রহিয়াছে। ইহা কেমন নবপল্লবদ্বারা চিত্রিত। বাললতা সদৃশ আপনার এই তন্বী তনু কাহার না কৌতুকপ্রদ হয়? আপনার প্রসন্ন তপোবন কোথায়, আমাকে বলুন। আপনার পাদ-বিন্যাসসম্ভূত বিকশিত শোভাদ্বারা সেখানে যেন সততই পঙ্কজিনী স্থলে সঞ্চরণ করিতেছেন, বোধ হয়।

একশৃঙ্গ এই কথা বলিলে নলিনী তাঁহাকে ললনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও মৃগসদৃশ-স্বভাব জানিতে পারিয়া লজ্জা ত্যাগপূর্বক অশঙ্কিতচিত্তে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে একশৃঙ্গের মন আনন্দরসে আর্দ্র হইলে মৃদুভাষিণী নলিনী কোমলস্বরে বলিলেন,—এই তপোবনের নিকটেই আমার আশ্রম, সেখানে সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প প্রচুর পরিমাণে আছে।

নলিনী এই কথা বলিয়া মাধুর্য ও চমৎকৃতিযুক্ত সৎকবির সূক্তি দ্বারা যেরূপ লোককে প্রলোভিত করা যায়, তদ্রূপ ঈষৎ হাস্যপূর্বক কর্পূরপরাগ-সুরভিত মোদকদ্বারা একশৃঙ্গের মন প্রলোভিত করিলেন। তিনি সেই রসনার সুখপ্রদ মোদকদ্বারা ও চিত্তের উল্লাসকর প্রেমবিলাস দ্বারা এবং কর্ণসুখকর প্রণয়োক্তি দ্বারা মৃগসদৃশ একশৃঙ্গকে বাগুড়াবদ্ধবৎ করিয়া লইয়া গেলেন।

একশৃঙ্গ সোল্লাসে বলিলেন, তোমার কমনীয় তপোবন দেখাও। তখন নলিনী ভুজলতাদ্বারা তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুদিতনয়ন একশৃঙ্গকে বলিলেন,—এস, আমার সঙ্গে এস।

একশৃঙ্গ যাইতে উদ্যত হইলে নলিনী কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে তাঁহার গমনের জন্য সজ্জিত রথে আরোহণপূর্বক হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করিতে বলিলেন। ভেদজ্ঞান-বর্জিত একশৃঙ্গ রথে সংলগ্ন তুরঙ্গগণকে

কুরঙ্গ মনে করিয়া বলিলেন যে, আমি মৃগীপুত্র হইয়া কিরূপে মৃগ-সংলগ্ন এই স্থান পাদদ্বারা স্পর্শ করিব ? তাহা পারিব না।

অতঃপর রাজকুমারী মনের দ্বারা মুনিকুমারকে বহন করিয়া মনোবৎ বেগগামী রথদ্বারা নিজ রাজধানীতে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট বলিলেন। রাজাও মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার আনয়ন বিষয়ে উপায় চিন্তা করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা তাঁহাকে আনিলে অগ্নিপ্রতিম মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এই ভাবনায় ভীতও হইলেন। তৎপরে রাজা মুনিকুমারকে আনয়ন জন্য কতকগুলি নৌকা একত্র করিয়া তদুপরি বৃক্ষলতা দ্বারা একটি আশ্রমের ন্যায় নির্মাণ করিয়া পুনর্বার নলিনীকে নৌকাযোগে সেই গঙ্গাতীরবর্তী তপোবনে পাঠাইলেন।

এদিকে এই কয়দিন মধ্যে একশৃঙ্গ সমস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া কেবল রাজকন্যারই চিন্তা করিতেছেন এবং মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। মহর্ষি পুত্রকে এইরূপ নবাভিলাষযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলে একশৃঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা সম্মুখস্থ লতাপল্লব ও মঞ্জরী-গুলিকে নর্তিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পিতঃ! আমি তপোবনে একটি মুনি-কুমারকে দেখিয়াছি, তাহার মুখখানা প্রমৃষ্ট চন্দ্রসদৃশ কমনীয় এবং তাহার নয়নপ্রভা দ্বারা হরিণাঙ্গনাগণের দর্প অপহৃত হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থলে, কটিদেশে, পাণিতে ও গলদেশে বিচিত্র সূত্র শোভিত হইতেছে। সেগুলি যেন ইন্দ্রধনুর শাবকসদৃশ। পিতঃ! আমারও কেন সে রূপ নাই ? এখনও তাহার বাক্য-মাধুর্য আমার মনে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেরূপ মিষ্ট স্বর আমি কখনও শুনি নাই। চূতবনে কোকিলের কুহুরব ও ভ্রমরগুঞ্জন তাহার শতাংশেরও তুল্য নহে। মন্দাকিনী-ফেনসদৃশ শুভ্রবর্ণ নব বল্কলদ্বারা আচ্ছাদিত তদীয় তন্বী তনু কেমন সুন্দর! এ বল্কল এখন আমার ভাল লাগিতেছে না। সে আমার মুখের উপর নিজ মুখপদ্ম সন্নিবিষ্ট করিয়া এবং নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা বহুগুণ আমার দেহ নিপীড়িত করিয়া ও মন্ত্রজপ দ্বারা অধর প্রস্ফুরিত করিয়া এক অপূর্ব আনন্দজনক স্পর্শসুখ শিক্ষা দিয়াছে। আমি অধীর হইয়াছি। সেই অসাধারণ কমনীয় মুনিকুমার ছাড়া আমি ক্ষণকালও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। তিনি যেরূপ ব্রত উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখন নিদ্রা আর আমার চক্ষুকে স্পর্শও করে না। আমার চক্ষু তাঁহাকেই দেখিতে চাহিতেছে। কর্ণ তাঁহার বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহারই চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতেছে। আমার এই দেহ-পীড়ার কোন মন্ত্র আপনি জানেন কি ?

মহর্ষি কান্তাহৃত-মানস পুত্রের এইরূপ সন্তাপ ও চিন্তাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তপস্তার বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া পতনভয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, হায়! তীক্ষ্ণস্বভাব কাম-ব্যাধ এই মুগ্ধ শাবককে কটাক্ষরূপ কূট প্রয়োগ দ্বারা বারাঙ্গনারূপ বাগুরাতে হঠাৎ বদ্ধ করিয়াছে।

মনীষী মুনি ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রের মনোবিকার হরণ করিবার জন্য কামরূপ ভুজঙ্গ কর্তৃক বিস্পষ্ট বিষয়াভিলাষরূপ বিষবাহী পুত্রকে বলিলেন, হে পুত্র! সে সাধুস্বভাব মহর্ষিপুত্র নহে। সে কামরূপ ভুজঙ্গের উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীলোক। মূঢ় জন তাহাতে আসক্ত হইয়া তীব্রতর অনুরাগরূপ বিষের ব্যথায় ব্যাকুল হয়। জনগণ অঞ্জনরূপ কালকূট-বিষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ তরুণীর কটাক্ষ-বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া এবং সংসাররূপ কারাগৃহে নারীর ভুজপাশে বদ্ধ হইয়া নানা ক্লেশবশতঃ অনুশোচনা করিয়া থাকে। মোহে অন্ধকারময় সংসাররূপ মেঘের মধ্যে স্বভাবতঃ বক্র নারীরূপ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয় এবং ক্ষণকাল পরে উহা বিনষ্ট হইয়া পুরুষের চক্ষে মহান্ধকার সৃজন করে। স্ত্রীগণ গর্ব, উন্মাদ ও মূর্ছাজনক বিষলতাস্বরূপ এবং মহামোহজনক পিশাচিকাস্বরূপ। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোকের কুশল হয় না। এই সকল সাধুগণ সুস্থ হইয়া সন্তোষ দ্বারা কমনীয় তপোবনমধ্যে বাস করিতেছেন। ইহাদের চিত্তে সন্তাপজনক নারীর কটাক্ষরূপ শাণিত বাণ বিদ্ধ হয় নাই।

পিতা এইরূপ বিবিধ প্রকার বিবেকবাক্য দ্বারা প্রযত্নপূর্বক একশৃঙ্গকে প্রবোধিত করিলেও তিনি কামযুক্ত লাবণ্য-মধু পান করিয়া মত্ত হওয়ায় তাঁহার কিছুমাত্র বোধোদয় হইল না।

পরদিন মুনি নিত্যকর্ম সমাধা করিয়া ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য গমন করিলে রাজকন্যা লীলাবিলাস দ্বারা কুমারকে প্রলোভিত করিবার জন্য পুনর্বার আসিলেন। দাসীগণ কর্তৃক অনুগতা এবং পুষ্পরূপ হাস্যযুক্তা লতার ন্যায় শোভাযুক্তা নতাঙ্গী নলিনী সম্পূর্ণাঙ্গ অনঙ্গের ন্যায় সুন্দর একশৃঙ্গকে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিতা হইলেন।

নলিনী একশৃঙ্গকে বলিলেন যে, স্বর্গীয় দেবগণের বাসযোগ্য এবং কল্পলতাগ্রে লম্বমান ফল দ্বারা শোভিত অতি মনোরম মদীয় আশ্রম দেখিবার জন্য আইস। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেলেন। একশৃঙ্গ তথায় রত্নোজ্জ্বল বিচিত্র পত্রযুক্ত সুবর্ণময় লতার ফল ও পুষ্পদ্বারা রমণীয়, নৌকার উপরিস্থিত কৃত্রিম আশ্রমটি সুখময় বোধ করিয়া সহর্ষে তাহাতে আরোহণ

করিলেন। সংসার তুল্য সেই কপট আশ্রম দ্বারা হৃত একশৃঙ্গ অজ্ঞাততত্ত্ব হইলেও অনুরক্তচিত্ত হওয়ায় নদীপ্রবাহ দ্বারা সুখময় বারাণসী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পৃথিবীর ইন্দ্রতুল্য কাশীরাজের মহামূল্য রত্নমণ্ডিত রাজধানীতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে মুনিগণের মুখে স্বর্গাঙ্গনের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যেন তিনি দেখিলেন ও বুঝিলেন।

তৎপরে বিধিজ্ঞ রাজা হৃষ্ট হইয়া বিলোল-হারমণ্ডিতা মৃগাক্ষী নিজ কন্যা যথাবিধি একশৃঙ্গকে সম্প্রদান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন। সরলমতি মুনিকুমার রাজকন্যার করে নিজ কর অর্পণ করিবার সময় বিবাহ-বিধি অনুসারে হোমাদি কার্যকে অন্য এক প্রকার অগ্নিহোত্র হোম বলিয়া বুঝিলেন। মহোৎসবানন্দে আনন্দিত রাজা কর্তৃক আদৃত হইয়া একশৃঙ্গ সংযত অবস্থায় কিছুদিন তথায় থাকিয়া জায়া সহ নিজ তপোবনে গমন করিলেন।

একশৃঙ্গ-জননী মৃগী জায়া সহ বর্তমান পুত্রকে দেখিয়া হর্ষ সহকারে মুনির অনুগ্রহে প্রাপ্ত মনুষ্য-বাক্য দ্বারা বলিল,—এ নারীকে কোথায় পাইলে?

একশৃঙ্গ মৃগীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মাতঃ। কমনীয়রূপ পুরুষটি আমার বয়স্য। অতি প্রযত্নে আমি ইহাকে পাইয়াছি। অগ্নি সাক্ষি করিয়া ইহার সহিত মিত্রতা করা হইয়াছে।

মৃগী এই কথা শুনিয়া পুত্রকে বিবাহ-কথায় অনভিজ্ঞ ও নিতান্ত মুগ্ধ বুঝিয়া পতিব্রতা তাপসীগণের তপোবনে তাহাদিগকে লইয়া গেল। তথায় তাপসীগণ একশৃঙ্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইনি তোমার সহধর্মচারিণী পত্নী এবং তুমি ইহার পতি। তখন তিনি রাজকন্যাকে প্রিয়া জায়া বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

পিতা কাশ্যপও হৃষ্ট হইয়া বিবাহ-ধর্মেই উপদেশ দিলেন। পরে একশৃঙ্গ পিতার আজ্ঞায় ভার্যা সহ শ্বশুরের রাজধানীতে গেলেন। বৃদ্ধ রাজা সত্ত্বোজ্জ্বল শান্তিপদ আশ্রয় করিয়া একশৃঙ্গকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও সামন্ত-রাজগণের কিরীটাগ্রদ্বারা স্পৃষ্টপাদপীঠ হইয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন।

একশৃঙ্গ ধর্মস্বভাব হেতু বিবেকসম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য-মোহে তাঁহার বুদ্ধি অভিভূত হয় নাই। কালে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও পৌত্র হইল। তিনি বৃদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যাদ্বারা শান্তি-পথের অভিলাষী হইলেন।

আমিই মুনিকুমার একশৃঙ্গ ছিলাম। সেই নলিনীই এখন যশোধরা হইয়াছেন। আজও ইহার জন্মান্তরীয় বাসনা আমার প্রলোভন জন্যই নিযুক্ত রহিয়াছে।

ভিক্ষুগণ জিন কর্তৃক বর্ণিত নিজ জন্মান্তর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন।



ষট্‌ষষ্টিতম পল্লব

কবিকুমারাবদান

ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেরই কর্মমার্গ ছায়ার ন্যায় দেহের সহচারী হয়। উহাকে লঙ্ঘন করা যায় না। শত শত কায়-পরিবর্তনেও উহা নিবৃত্ত হয় না এবং বেগে পলায়ন করিলেও উহা বিচ্ছিন্ন হয় না।

একদা শিলাবৃষ্টিপাতে ভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ভিক্ষুগণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান বলিতে লাগিলেন, দুর্নিবার বৈরভাব স্মরণ করার জন্য আমার যে কর্মফলে পদাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।

পুরাকালে পাঞ্চালদেশে কাম্পিল্য নগরে ধর্ম ও কর্মের আশ্রয়ভূত সত্যরত নামে এক রাজা ছিলেন। সুলক্ষণযুক্তা লক্ষণানাম্নী তদীয় পত্নী প্রজারক্ষারূপ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ছিলেন। দৈববশতঃ লক্ষণার পুত্র-সন্তান না হওয়ায় রাজা পুত্রার্থী হইয়া লক্ষণার মতানুসারে বিদেহদেশীয়া সুধর্মাকে বিবাহ করিলেন। রাজা বিবাহ করার পরে লক্ষণার একটি পুত্র হইল। এ কারণ তিনি বৃথা সপত্নী হওয়ায় অনুতাপ প্রাপ্ত হইলেন।

রাজপুত্রের অলোলমন্ত্র নাম রাখা হইল। তিনি বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন এবং কলাবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারগ হওয়ায় পিতার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র হইয়া উঠিলেন। সুধর্মা গর্ভবতী হইলে রাজা পরলোকগত হইলেন। মনুষ্যের উদ্যম ও আশা স্থির থাকে; কিন্তু দেহ স্থির নহে। রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যগণ লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি সামন্তরূপ হস্তিগণের পক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ ছিলেন। গোবিষাণ নামে মহামাত্য তাঁহার প্রীতিপাত্র ছিলেন। গোশৃঙ্গের ন্যায় কুটিল অমাত্যের নীতি অন্যে জানিতে পারিত না।

সুধর্মার প্রসবকাল প্রত্যাসন্ন হইলে নিমিত্তজ্ঞ পুরোহিত বলিলেন যে, এই গর্ভজাত সন্তান রাজনাশক হইবে।

অনন্তর রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে জন্মক্ষণেই শিশুর হত্যার মানসে অস্ত্রধারী অন্তঃপুররক্ষকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। সুধর্মা তাহা জানিতে পারিয়া ভয়বশতঃ বিধাতার ন্যায় মহামাত্য স্বচ্ছন্দকারীর শরণাগত হইলেন। অমাত্য প্রভুভার্যা বলিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ নির্দিষ্ট কালে সঞ্জাত রাজপুত্রকে এক কৈবর্তের গৃহে রাখিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে একটি সদ্যোজাত কন্যা আনিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা কন্যাকে দেখিয়া নৈমিত্তিকের বাক্য সত্য বলিয়া বোধ করিলেন না।

কবিকুমার নামক সেই বুদ্ধিমান শিশু কৈবর্ত গৃহে শাস্ত্র, শিল্প ও কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাভুজ কবিকুমার পথে বালকগণসহ ক্রীড়াকালে রাজধানী নির্মাণ করিয়া রাজা সাজিয়া খেলা করিতেন।

দৈবাৎ একদিন সেই নৈমিত্তিক পুরোহিত যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিল এবং বালকটিকে দেখিয়াই রাজার নিকট গিয়া ভক্তিসহকারে বলিল, রাজন! পূর্বে আমি আপনার রাজ্য ও প্রাণনাশক শিশুর কথা বলিয়াছিলাম, সেই বালককেই আমি কৈবর্তদের বাটীতে দেখিয়াছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া কোপবশতঃ বিমাতাকে ভৎর্সনা করিয়া মহামাত্য গোবিবাণকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন, হায়! তুমি আমার রাজ্য-সাগরে কর্ণধারস্বরূপ হইয়া গর্ববশতঃ রাজলক্ষ্মীরূপ নৌকাকে উপেক্ষা করিয়া ডুবাইলে। তোমার বুদ্ধিবলে আমি চিত্তবিন্যস্ত সুখে নিদ্রিত ছিলাম। এখন সেই নিদ্রাই আমার প্রাণসন্দেহকর জ্বরতন্ত্রীস্বরূপ হইয়াছে। আমার বিমাতা আমার বিনাশকারী তদীয় গর্ভজাত সন্তানকে গূঢ়ভাবে কৈবর্তগৃহে রাখিয়া প্রহৃষ্টা হইয়া দিন গণিতেছেন। এখনও তাহার বধের জন্য কোন প্রকার যুক্তি কর। যাহা নখদ্বারা ছেদনার্হ, তাহাও কালবশে কুঠারের দ্বারা অচ্ছেদ্য হয়। অমাত্য রাজার রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্গ, মিত্র ও সৈন্যগণকে পরিদর্শন করেন, এজন্যই অমাত্য সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রীগণ সদাই বিপদ্‌নিবারণের চিন্তায় রত থাকিবেন এবং কিসে হিত হয়, তাহা চিন্তা করিবেন। তাঁহারা রাজার প্রতি ভক্তিবশতঃ চর দ্বারা গুপ্ত সংবাদ লইবেন এবং অভিমত ফললাভ দ্বারা সত্য-কার্যসিদ্ধি প্রদর্শন করিবেন। এরূপ শুচি ও উদারপ্রকৃতি মন্ত্রী রাজগণের পুণ্যফলে হইয়া থাকে। সত্বর গুরুতর উদ্‌যোগ করিয়া সেই বালককে বিনষ্ট কর। কাল অতীত হইলে প্রযত্ন করা কেবল অনুতাপজনক হয়।

রাজা এইরূপ আদেশ করিলে পূর্বে উপেক্ষা করার জন্য লজ্জিত অমাত্য গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিসহ যাত্রা করিলেন।

ইত্যবসরে সুধর্মা গূঢ়ভাবে পুত্রকে ডাকিয়া রাজার মন্ত্রণার কথা তাঁহাকে বলিয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন। মাতা একটি চূড়ামণি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলে তিনি সত্বর হইয়া পলায়ন করিলেন। অমাত্য দূর হইতে সেই রত্নভূষিত কুমারকে দেখিতে পাইয়া "নিশ্চয় রাজপুত্রই গূঢ়ভাবে পলায়ন করিতেছে" বুঝিয়া তাহার বধের জন্য উগ্রস্বভাব সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মৃগবেগে পলায়নকারী, দূরগত কুমার পশ্চাতে সৈন্যগণকে বেগে আসিতে দেখিয়া চম্পক নামক নাগের বাসস্থান জলাশয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে কুমার চক্ষুর সম্মুখে লুক্কায়িত হইলে মহামাত্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বহু প্রযত্ন করিলেন। পরে পদক নামক একটি গুপ্তচরকে নিযুক্ত করিলেন। কুমার চূড়ামণি-প্রভাবে জল স্তম্ভিত করিয়াছেন দেখিয়া নাগ তাহাকে আশ্বাসনপূর্বক "এইখানেই থাক", এই কথা বলিল। গুপ্তচর জলাশয়তটে রাজপুত্রসদৃশ পদচিহ্ন দেখিয়া কবিকুমার নাগভবনে আছেন বুঝিয়া অমাত্যকে তাহা বলিল।

তৎপরে মহামাত্য নাগেন্দ্র-ভবনের চারিদিক বেষ্টন করিয়া নাগ রাজাকে রাজাজ্ঞা শুনাইলেন, হে ভুজঙ্গম! তোমার এই বাসস্থান ধূলিদ্বারা পূর্ণ করিব। প্রভু কুপিত হইলে জলকে স্থল ও স্থলকে গর্ত করিতে পারেন। যদি তুমি ভুজঙ্গী-ভোগেচ্ছা কর, তাহা হইলে স্বয়ং রাজরাজের শত্রু রাজপুত্রকে পরিত্যাগ কর।

অমাত্য এইরূপ তর্জনা করায় নাগ ভয়ে রাত্রিকালে সত্বর রাজতনয়কে ত্যাগ করিল। সকল প্রাণীই ভয়ের অধীন।

তৎপরে রাজপুত্র প্রচ্ছন্নভাবে এক রজকের গৃহে থাকিলেন। গুপ্তচর পদচিহ্ন দ্বারা তাহাও জানিতে পারিল।

তৎপরে মহামাত্য আসিলে রজক ভীত হইয়া কুমারকে বস্ত্রভার মধ্যে অন্তর্হিত করিয়া নদীতটে রাখিয়া আসিল। তথা হইতে কুমার গূঢ়ভাবে এক কুম্ভকার ভবনে গিয়া রহিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষম হইলেও কাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেখানেও গোবিষাণ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মহাসৈন্য দ্বারা পথরুদ্ধ করিলে কুম্ভকারগণ রাজপুত্রকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং পুষ্পমালাঙ্কিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবচ্ছলে নির্জনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল।

তখন কুমার বিজনে বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন, মহামাত্য পদচিহ্ন দ্বারা

তাঁহার গতি জানিতে পারিয়া সত্বর পশ্চাৎধাবন করিলেন। কর্ম যেরূপ সর্বত্রই অনুসরণ করে, তদ্রূপ অমাত্য সর্বত্রই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অন্বেষণে পরিশ্রান্ত হইয়া কুপিত মন্ত্রী কুমারকে দেখিতে পাইলেন।

কুমার বেগে গমনকালে একটি মহাগর্তে পতিত হইলেন। তাঁহার চূড়ামণিটি শুষ্ক লতা সঙ্কটে সংলগ্ন হইয়া রহিল। মন্ত্রী কুমারকে বিষম গর্তমধ্যে পতিত দেখিয়া চূড়ামণিটি গ্রহণপূর্বক গিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, শ্বভ্রবাসী অঞ্জনাখ্য যক্ষ কুমারকে রাখিয়াছে। সে পক্ষীর ন্যায় মৃত্তিকার মধ্যে গিয়া মরিয়া যায় নাই।

সুধর্মা নিজ পুত্র গর্তে পতিত হইয়াছে শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু এক দিব্য কন্যা 'তোমার পুত্র বাঁচিয়া আছে', এই কথা বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

কুমারও বরাহ ও ব্যাঘ্রগণের ক্ষুর ও নখরাঘাতে বিদীর্ণ শিলাতলযুক্ত এবং গজরক্ত-পানে মত্ত শার্দূলের বিচরণে ভীষণ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি পিঙ্গলক নামক ব্যাধ-কথিত পথ অনুসরণ করিয়া একটি ছিন্নদেহ পুরুষ দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্র তাহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজন বনমধ্যে কে তোমার এরূপ দুরবস্থা করিল?

সে বলিল,—অনতিদূরে মনুষ্যের যমস্বরূপ প্রচণ্ডস্বভাব সুদাস নামে এক দুঃসহ চণ্ডাল বাস করে। শঙ্খমুখ নামে তাহার একটি ভীষণ কুক্কুর আছে। সেই কুক্কুরটা পথিকজনের অস্থিদ্বারা এই দিক্‌টা আকীর্ণ করিয়াছে। তাহার সম্মুখে পড়িয়া আমার এই অঙ্গচ্ছেদ দশা হইয়াছে। মুহূর্তমাত্র আমার জীবন অবশিষ্ট আছে, ব্যথায় অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। সেই চণ্ডাল মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধার্ত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ শঙ্খমুখ কর্তৃক ছিন্নকণ্ঠ পথিকগণের শোণিত প্রত্যহ পান করে।

রাজপুত্র তাহার এই কথা শুনিয়া অস্ত্রহীন থাকা প্রযুক্ত এবং তাহার কোন উপকার করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

অতঃপর প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী চণ্ডাল দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা চতুর্দিকে বরাহ-রুধিরচ্ছটা ক্ষিপ্ত করিয়া তথায় আসিল। তাহার পার্শ্বে ক্রকচের ন্যায় ক্রূরদশন ও প্রত্যগ্র-শোণিত-লিপ্ত নখাগ্র দ্বারা ভূমিবিদারণকারী সেই কুকুরও দেখা গেল। কুকুরটা কুরঙ্গগণের অঙ্গভঙ্গস্বরূপ, চমরগণের গলগ্রহস্বরূপ, শৃগালগণের কুলব্যাধিস্বরূপ শূকরগণের ক্ষয়জ্বরস্বরূপ ও সিংহগণের আয়াসস্বরূপ। বিধাতা চণ্ডালের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ বনপথে এই ক্রূর ও দর্পিত কুকুরকে নির্মাণ করিয়াছেন।

পথিকদিগের বধূগণের নূতন বৈধব্য-বিধানের বিধাতা সেই কুকুরের হুঙ্কার ও ঘর্ঘর শব্দে পশুগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। উগ্রস্বভাব চণ্ডালের সঙ্কেতে অভিদ্রুত কুক্কুরকে দেখিয়া রাজকুমার একটি আমলকী বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। চণ্ডাল তাঁহাকে পাদপারূঢ় দেখিয়া আকর্ণ ধনুঃ আকর্ষণপূর্বক শল্যমুখকে তাঁহার বধোন্মুখ করিল।

ক্রূরদৃষ্টি ব্যাধ শর ও কুক্কুর-দংষ্ট্রার ন্যায় তীক্ষ্ণ বাক্যদ্বারা উদ্ধতভাবে রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি অস্ত্রহীন হওয়ায় বিধাতা আমার এই রাজরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য দেহের এইরূপে বিনাশ করিলেন। এই অকারণ দুর্জন শত্রু স্নেহ, দান, মান বা গুণদ্বারা বশীভূত হইবার নহে। নরকঙ্কালে আকীর্ণ এই বনভূমি ইহার চিরকালের জন্য নরকবাস ঘোষণা করিতেছে। কোথায় আমি অপ্রিয় শিরোমণি রাজচন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি আর কোথায় বা কুক্কুর বা চণ্ডাল হইলে অস্ত্রহীন অবস্থায় আমার বধ হইল! ইহা নিতান্ত বিসদৃশ। পুরুষার্থের অসাধ্য, জন্মজন্মানুযায়ী ও নিশ্চল প্রাক্তন কর্মকে সর্বথা প্রণাম করি। দোষ নিচয়ের আবাসস্থলে লোকচন্দ্রের ন্যায় যে বংশের স্বল্পমাত্র দোষও দেখিয়া দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া দেখায়, এরূপ সর্বোন্নত বংশের জন্ম না হওয়াই ভাল। জাল্ম লোকগণ দোষরাশি বা গুণপরম্পরা কিছুই গণ্য করে না। উহারা ইচ্ছামত দোষ গুণ নির্দেশ করে।

বিষম প্রাণ-সংশয়কালে রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর নাশ অপেক্ষা মান-নাশেরই বেশী ভয় হইল।

ইত্যবসরে বিদ্যাধর মুনি মাঠর দিব্যদৃষ্টিতে এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কৃপাবশতঃ নিষ্কোষ খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া খড়্গ ও আকাশের একরূপতা প্রদর্শন পূর্বক তথায় আসিলেন। ভীষণদেহ ও ক্রোধে ক্রূরনয়ন বিদ্যাধর মুনি আসিয়া চণ্ডাল ও কুক্কুর উভয়েরই শিরচ্ছেদ করিলেন। তৎপরে তিনি রাজপুত্রকে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া মহর্দ্ধি-সম্পন্ন মায়াবিদ্যা প্রদান করিলেন।

মানী রাজপুত্র মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যলাভ-কামনায় ও শত্রু জয় ইচ্ছা করিয়া কাম্পিল্য নগরে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় রতির ন্যায় নর্তকী-রূপ ধারণ করিয়া সুললিত অভিনয় দ্বারা পৌরজনকে তুষ্ট করিলেন। রাজা তাঁহার নৃত্য ও বাদ্য কৌশল শুনিয়া অমাত্যগণ সহ দেখিবার জন্য স্বয়ং নাট্যমণ্ডপে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া রাজা নৃত্যলীলা-ললিত কুমারকে দেখিয়া অমৃতাহরণের জন্য মোহিনী মূর্তিধারী বিষ্ণুর ন্যায় বিবেচনা করিলেন।

রাজা তাঁহার অভিনব সৌন্দর্য দেখিয়া শৃঙ্গার-মুখ আস্বাদন করিবার জন্য মত্ত হইয়া প্রধান অমাত্যকে বলিলেন, অহো! এই নর্তকীর তনু কেমন সম্পূর্ণ লাবণ্যময়। ইনি বিচিত্র অভিনয় দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়াছেন। ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গ-সভার মেনকা হইবেন। নহিলে এরূপ নববেশবতী কমনীয় আকৃতি কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তম প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী, বিচিত্রতা ও পদবিন্যাস দ্বারা সঙ্গত ভাবে আস্বাদনীয় রসের নিষ্পাদন করিতেছে। আবার গান দ্বারা সেই নিষ্পন্ন রসের কিরূপ প্রসাধন করা হইতেছে। সংমূর্ছিত মুরজধ্বনি-রঞ্জিত এই নাট্য মন আকর্ষণ করিতেছে। তন্বঙ্গীর বাণী বীণাস্বনে মিশ্রিত হইয়া অতিশয় আনন্দপ্রদ হইতেছে। সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে কম্পবশতঃ শব্দায়মানা মেখলাটিও তালযুক্ত শব্দ করিতেছে। ইহার সৌন্দর্য অঙ্গবিক্ষেপ-জনিত রমণীয়তায় অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। ইহার ভ্রূযুগ্ম যেন নৃত্য বিলাস শিক্ষায় ইহার শিষ্যতা গ্রহণ করিয়াছে।

এই কথা বলিয়া রাজা নর্তকীর বদনপদ্মে নেত্রদ্বয় বিন্যস্ত করিলেন। তাঁহার বদনে উদ্গত স্বেদবিন্দু দ্বারা মদন-পাদপ সিক্ত হইল। দিনাবসানে রাজা নর্তকীকে রত্নপূর্ণ পারিতোষিক দিয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্বক নর্তকীকেই ভাবিতে লাগিলেন। সংসার মায়ার ন্যায় অসত্যরূপা সেই কপটকামিনী রাজার মন আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

মদনাতুর রাজা সেই নর্তকীকে নিজ গৃহে আনাইলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহা পরিণামে বিরোধী হয়, তাহাই কামনা করে। ইন্দ্রিয়ের অসংযম, কীর্তিপুষ্পশোভিত ও ত্রিবর্গফলশালী রাজরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুঠার স্বরূপ হয়। যদি হস্তিনী গাঢ় অনুরাগে বিবশ হস্তীর মোহ সম্পাদন না করে, তাহা হইলে মদমত্ত যূথপতি হস্তী কখনই গর্তে পড়িয়া বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয় না।

তৎপরে রাজার মনোরঞ্জনকারী মূঢ় ভৃত্যগণ রাজার বিনাশের জন্য সেই কূট কামিনীকে গৃহমধ্যে প্রবেশিত করিল। নির্জনে সেই নর্তকী গাঢ়ানুরাগী ও ধৈর্যহীন রাজার কান্তারূপী কালস্বরূপ হইয়া কণ্ঠগ্রহে উন্মুখ হইল।

তৎপরে সেই রাজা দীর্ঘনিদ্রার জন্য আদরপূর্বক শয্যায় আরূঢ় হইলে কুমার সহসা নর্তকীরূপ ত্যাগ করিয়া বলিলেন, তুমি রাজ্য-ভোগ-লোভে ভ্রাতৃস্নেহ অপেক্ষা না করিয়া একাকী এই সহভোগ্য রাজ্য কেন ভোগ করিতেছ? আমি নির্দোষ, কিন্তু তুমি আমাকে বিষম-ক্লেশ সাগরে ফেলিয়াছ। এখন আমি নিজ কর্মযোগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিকার চিন্তা করিতেছি।

কুমার এই কথা বলিয়া রাজাকে বন্ধনপূর্বক নিজ রাজ্য লাভ করিলেন এবং প্রজাগণও রাজভৃত্যগণকে আশ্বাসবাক্য দ্বারা প্রশান্ত করিয়া, নিজ পরাভব বিষয় চিন্তা করিয়া, রাজার প্রতি নির্দয় হইয়া প্রভাতকালে শিলানিক্ষেপ করিয়া রাজাকে বধ করিলেন। কবিকুমারও ভ্রাতৃবধজন্য রক্তাক্ত সেই রাজসম্পদ্ ভোগ করিয়া দেহান্তে নরকগামী হইলেন।

আমি সেই কবিকুমার ছিলাম। বহু সহস্র বর্ষ সেই কর্মফল ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলেও অদ্য সেই পাপাবশেষ ফলে পদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত পাইয়াছি। পুরুষ ধারাবাহিক জন্মান্তরক্রমে পরিপাকপ্রাপ্ত নানা প্রকার নিজ কর্মফল দেহরূপ পাত্রে ভোগ করে। স্থল, জল, তরু ও প্রস্তরমধ্যে গেলেও কর্ম তাহার পশ্চাদগামী হয়। বহুকল্প অতীত হইলেও কর্মাবশেষ ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

ভিক্ষুগণ ভগবৎ কথিত এইরূপ জন্মান্তর কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম-সন্ততিকে অলঙ্ঘনীয় বুঝিতে পারিলেন।



সপ্তষষ্টিতম পল্লব

সঙ্ঘরক্ষিতাবদান

যাহারা বহুতর ক্লেশ ও উগ্র সন্তাপজনক সংসাররূপ বিস্তৃত মরুভূমিময় দীর্ঘপথ গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহারাই ধন্য ও পরিপূর্ণ পুণ্যবান্। তাঁহারাই সদ্ধর্ম সম্যকরূপ অবগত হইয়া জ্ঞানপূর্ণ গুরুপদেশ-মাহাত্ম্যে প্রভাব সম্পন্ন হন।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে বুদ্ধরক্ষিত নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার গৃহসম্পদ অর্থিগণের উপকারের জন্যই ছিল। প্রসন্নচিত্ত ভিক্ষু শারিপুত্র কুশল লাভের জন্য শিক্ষাপদ প্রদান দ্বারা ইহাকে প্রসন্নচিত্ত করিলেন। ইহার পুত্র সঙ্ঘরক্ষিত সর্বগুণান্বিত, সদাচার ও সর্ববিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। একদা শারিপুত্র ইহার গৃহে উপস্থিত হইলে পিতা পুত্রকে বলিলেন যে, হে পুত্র! তুমি যখন গর্ভস্থ ছিলে, তখন আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তুমি ইহার সেবক হইবে।

অতএব এখন আমার কথা যাহাতে সত্য হয়, তাহা করা উচিত। যে পুত্র পিতাকে ঋণমুক্ত করে, সেই সৎপুত্র। এরূপ পুত্র বহু পুণ্যফলে হইয়া থাকে।

সঙ্ঘরক্ষিত পিতা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সহর্ষে শারিপুত্রের অনুগমনপূর্বক তাহার পরিচর্যাপরায়ণ হইলেন। তৎপরে শারিপুত্র সদাচর শিক্ষা দিয়া তাহাকে প্রব্রজিত করিলেন এবং নিখিল ধর্মাগমচতুষ্টয় অধ্যাপনা করাইলেন।

একদা সঙ্ঘরক্ষিতের সমবয়স্ক বন্ধু পঞ্চ শত বণিক্‌পুত্র সমুদ্র গমনের জন্য প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদের শুভানুধ্যায়ী হইয়া প্রবহণে আরোহণ করিলেন। ভয়কালে ধৈর্যাবলম্বন করাই উচিত, এইরূপ গুরুবাক্যই গ্রহণ করিয়া তিনি গমন করিলেন। অতঃপর সমুদ্রমধ্যে সেই প্রবহণ সংরুদ্ধ হওয়ায় বণিকগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন জল হইতে বাক্য উচ্চারিত হইল যে, "যদি তোমরা প্রবহণের মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই সঙ্ঘরক্ষিতকে সত্বর জলে ক্ষেপণ কর।"

এই কথা শুনিয়া প্রাণসংশয় কালে তাহাদের সকলেরই একমত হইল যে, বরং আমাদের নিধন হয় হউক, কিন্তু সাধু বন্ধুর বধ করা হইতে পারে না। সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ বিষম প্রাণ-সংশয়কালে কৃপাবশতঃ তাহাদের রক্ষার জন্য নিজে সমুদ্রে পতিত হইলেন এবং নাগগণের সহিত নাগভবনে গিয়া তত্রস্থ পূর্বসংবুদ্ধকৃত প্রাচীন চৈত্য বন্দনা করিয়া দৃষ্টিবিষ, নিশ্বাসবিষ, দন্তবিষ ও স্পর্শবিষ প্রভৃতি নানা জাতীয় নাগগণের চিন্তায় কৃশ হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত ধর্মদেশনা করিলেন।

তিনি অত্যন্ত বিরক্তি জন্য উদ্বিগ্ন ও স্বদেশ-গমনে উৎসুক হওয়ায় নাগগণ ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাকে সেই বণিকদিগের প্রবহণে দিয়া আসিল। বণিকগণ যেন পরলোক হইতে সমাগত সঙ্ঘরক্ষিতকে পাইয়া অতি হৃষ্ট হইয়া প্রবহণ ফিরাইয়া মহোদধিতীরে আসিলেন। তাঁহারা গৃহোৎকণ্ঠাবশতঃ অতিসত্বর যাইতেছিলেন, এজন্য তাঁহারা বালুকাময় সমুদ্রতটে নিদ্রিত সঙ্ঘরক্ষিতকে বিস্মরণবশতঃ ফেলিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রভাতকালে সঙ্ঘরক্ষিত জাগরিত হইয়া দেখিলেন, বণিক্‌গণ চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বন্ধুগণ-বিরহে বিষণ্ণ হইয়া চতুর্দিক্ জনশূন্য বিলোকন করতঃ চিন্তা করিলেন, অহো: গন্ধর্বনগরসদৃশ মিথ্যাভূত বন্ধুজন সমাগম কত দেখিলাম, ও কত বিনষ্ট হইল। ইহা কেবল বিরহকালে বিমোহিত করে। প্রিয়সঙ্গম ক্ষুদ্র শফরীর উদ্বর্তনের ন্যায় চঞ্চল। ইহা মনুষ্যের আশা ও মিথ্যা নিশ্চয় সম্পাদন করিয়া বন্ধন করে। প্রাণীগণ একাকী গর্ভে শয়ন করে ও একাকীই মৃত হয়, কেবল স্বকৃত শুভাশুভ কর্মই তাহার সহচর হয়, স্বজনের কেহই থাকে না।

ধীরবুদ্ধি সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষম পথে যাইতে লাগিলেন ও ও ক্রমে জনচিন্তার ন্যায় অনন্ত শালাটবীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় রত্ন-খচিত প্রসাদ মণ্ডিত মূর্তিমান কৌতুকের ন্যায় একটি মহাবিহার দেখিতে পাইলেন এবং ঐ বিহারে সুন্দর পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট ও সুন্দর চীবরধারী শান্তিময় ভিক্ষুসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন।

তৎপরে তিনি ভিক্ষুগণ কর্তৃক আদৃত হইযা আসন পরিগ্রহ পূর্বক ভোজন-সৎকার লাভ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর ভিক্ষুগণের ভোজনকাল উপস্থিত হইলে সম্মুখে সজ্জীকৃত ভোজনপাত্রগুলি সহসা স্থূল মুদ্গর হইয়া গেল। তৎপরে সেই বিহার অন্তর্হিত হইল এবং ভিক্ষুগণ সেই মহামুদ্গর দ্বারা পরস্পবের মস্তকে আঘাত করিয়া পৃথিবী রক্তাক্ত করিল।

আহারকাল অতিক্রান্ত হইলে পুনর্বার সেইরূপ বিহার আবির্ভূত হইল এবং ভিক্ষুগণ পূর্ববৎ সুস্থ প্রশমান্বিত হইল। তিনি এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি জন্য ভোজনকালে তোমাদের এরূপ কলহ উপস্থিত হইল ?

ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিল যে, পূর্বজন্মে আমরা বিহার মধ্যে ভোজনকালে যুদ্ধ করিযাছিলাম। ইহা সেই কর্মেরই ফল। তাহারা আরও বলিল যে, পুরাকালে আমরা অতিশয় দুরাত্মা ভিক্ষু ছিলাম। আমরা আগন্তুক ভিক্ষুগণের ভোজনের বিঘ্ন করিতাম।

সঙ্ঘরক্ষিত এই কথা শুনিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সুন্দর বাসগৃহযুক্ত ও ভিক্ষুগণাকীর্ণ অন্য একটি নূতন বিহাবে গিয়া দেখিলেন যে, ভিক্ষুগণের ভোজনকালে বিহারটি দগ্ধ হইয়া গেল এবং পবে পুনর্বাব আবির্ভূত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্ময় পূর্বক ভিক্ষুগণকে দাহ-কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, পূর্বজন্মে আমরা ক্রূরস্বভাব ভিক্ষু ছিলাম, আমরা ভিক্ষুগণের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ বিহার দগ্ধ করিয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান কবিলেন, এবং অন্যত্র দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি প্রাণী স্তম্ভাকৃতি, কুড্যাকৃতি, হলাকৃতি, মার্জনীসদৃশ, রজ্জুসদৃশ, খট্টার ন্যায় স্থূল, উদূখলের ন্যায় স্থূল, তন্তশেষ ও দ্বিধাকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের চৈতন্য বা সুখ কিছুই নাই।

সঙ্ঘরক্ষিত এই সকল দেখিয়া চলিতেছেন, ক্রমে তীব্র তপস্যাকারী পঞ্চশত মুনিগণ সেবিত পবিত্র তপোবনে উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ দূর হইতে তাঁহাকে

দেখিয়া পরস্পর নিশ্চয় করিল যে, উহাকে আমরা স্থানও দিব না এবং প্রিয়বাক্যও বলিব না। শাক্যশিষ্য স্বভাবতঃ বাচাল হয়। উহাদের সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌনী হইয়া রহিল। সন্ধ্যাকালে তাহারা আশ্রয় না দেওয়ায় বদ্ধকোশ পঙ্কজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত নিরাশ ষটপদের ন্যায় তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন একজন মুনি বাসের জন্য তাঁহাকে একখানি শূন্য কুটির দিল এবং বলিল যে, এখানে তুমি মৌনী হইয়া রাত্রি যাপন করিবে।

তথায় মুনিগণ আতিথ্য না করায় তিনি রাত্রি যাপন মানসে শুইয়া রহিলেন। পরে আশ্রমদেবতা আসিয়া বলিলেন, হে সাধো! উঠ, সৌজন্যবশতঃ আমাকে ধর্মোপদেশ কর। ইহলোকে তুমি সদ্ধর্মবাদীদিগের শ্রেষ্ঠ।

মৌনাবলম্বী সঙ্ঘরক্ষিত আশ্রমদেবতা কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া লঘুস্বরে বলিলেন, মাতঃ! আমাকে তাড়াইবার জন্য তোমাকে কে পাঠাইল? এখানে একজন মুনি মৌনী হইয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় দিয়াছেন, আমি তাহার ব্যতিক্রম করিলে আমাকে তাড়াইয়া দিবেন।

তিনি এইকথা বলিলেও আশ্রমদেবতা প্রণয়পূর্বক বহু বার প্রার্থনা করায় তিনি ব্রাহ্মণানুমত ধর্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রতসকল শরীরের শোধন করে এবং বিজন তপোবন শরীর পবিত্র করে; কিন্তু উহা জটাজিনধারী মুনিগণের স্পৃহাময় চিত্তের শোধন বা পবিত্রতা করিতে পারে না। এই বনবাসী ও ফলভোজী কপিগণ এবং বল্কল ও জটাধারী বৃক্ষগণ মুক্ত হইতে পারে না এবং তীর্থজলে বাসকারী মৎস্যগণও মুক্ত নহে। যাহারা শান্তিহীন, তাহাদের তপস্যার আড়ম্বর করা বৃথা। ভস্মদ্বারা ধবলিত হস্তিগণ, বায়ুভোজী সর্পগণ, বনবাসী মৃগগণ, ভূমিশায়ী মহিষগণ, ফলাহারী শুকগণ ও বস্ত্রহীন ব্যাধগণ কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তিলাভ হয় না।

সঙ্ঘরক্ষিতের এইকথা শুনিয়া মুনিগণও বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই আদর-পূর্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই মুনি-সভা সংসারচক্রে পরিবর্তিত হইয়া মিথ্যা ব্রত ও তপঃক্লেশ ভোগ করিতেছে। অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংস্কারণবশতঃ বাহ্য বিষয় জ্ঞান ও নামরূপতা অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞান হয়। ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে বিষয়-জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। বিষয়-বাসনা দ্বারা সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের এইরূপ দুঃখময় অবস্থাই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহারা প্রশান্ত

মনীষী, তাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্রমে এক একটির নিরোধের দ্বারা পরপর সকলগুলিই লয় প্রাপ্ত হয়।

সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে তদুপযুক্ত ধর্মদেশনা করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, যাঁহাদের চিত্ত মৈত্রীগুণে পবিত্র এবং জীবন সদ্ধর্মদ্বারা বিশুদ্ধ, এইরূপ পুনর্জন্ম-রহিত সমুন্নত মহাজনের নিঃশোকভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। এই পৃথিবীতে, আকাশে ও নাগলোকে যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে আমি বন্ধুভাবে প্রণয় বাক্যদ্বারা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা হৃদয়কে মৈত্রীর পাত্র কর ও ধর্মবুদ্ধি আশ্রয় কর। বিষম অন্ধকারে ধর্মের তুল্য অন্য দীপ নাই।

এই কথা বলিয়া তিনি বৃক্ষমূলে পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে স্বতঃ প্রকাশমান অর্হৎভাব অবলোকন করিলেন।

মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে ভদন্ত! আমাদিগকে শাক্য মুনির স্থানে লইয়া যান। তিনি ধর্মবিষয় ভালরূপে উপদেশ করিলে আমরা প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিব। তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা করায় মহর্দ্ধিশালী সঙ্ঘরক্ষিত মুনিগণকে চীবর প্রান্তে লম্বিত করিয়া আকাশমার্গে শাস্তার স্থানে গিয়া তদীয় পাদপদ্মদ্বয় বন্দনাপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

ভগবান প্রণয়ীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার কথায় চিত্ত প্রসাদকারিণী ধর্মদেশনা করিলেন। তাঁহারা চিত্তপ্রসাদবশতঃ নির্মল শান্তি লাভ করিয়া সর্বক্লেশ-বর্জিত ও পূজনীয় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে সঙ্ঘরক্ষিত শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! স্তম্ভ ও কুড্যাকৃতি ফল ও পুষ্পসদৃশ এবং রজ্জুবৎ ও তন্তুশেষ কতকগুলি প্রাণীকে আমি পথে দেখিয়াছি। তাহাদের কর্মফল কিরূপ?

তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, পুরাকালে কাশ্যপ নামক শাস্তার কতকগুলি শ্রাবক শিষ্য ছিল। তাহারা বিহারের স্তম্ভে ও কুড্যে শ্লেষ্মা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কয়েক জন সঙ্ঘ-বৃদ্ধদিগের ফল ও পুষ্প ভোগ করিয়াছিল। অন্য কয়েক জন বিদ্বেষবশতঃ ভিক্ষুগণের পান-ভোজনে বিঘ্ন করিয়াছিল। আরও কয়েকজন ভিক্ষুগণের সঙ্ঘলব্ধ বস্তু পরিবর্তিত করিয়াছিল। তাহারা সেই কর্মফলে সেই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ভগবানের এই কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

সঙ্ঘরক্ষিত অর্হৎপদ পাইয়াছেন দেখিয়া ভিক্ষুগণ তদীয় কর্মের কথা জিজ্ঞাসা

করায় ভগবান বলিলেন, পুরাকালে ইনি প্রব্রজিত হইয়া শাস্তা কাশ্যপের আজ্ঞায় বিহারে সঙ্ঘের পরিচর্যাকারী হইয়াছিলেন। বিহারে পঞ্চশত ভিক্ষু ছিল। ইনি দেহান্ত সময়ে কুশললাভের জন্য প্রণিধান করিয়াছিলেন। সেই জন্য এজন্মে ইনি অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পঞ্চশত ভিক্ষু পঞ্চশত মুনি হইয়াছেন। রক্ত, শুক্ল, কৃষ্ণ ও চিত্রবর্ণ কর্মসূত্র দ্বারা রচিত বিচিত্রাকার জন্মরূপ বস্ত্র বহুবার পরিধান করিতে হয়, জরাজীর্ণ ভুজগ যেরূপ ম্লান নির্মোক ত্যাগ করে, সেইরূপ জন্মবস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিলে কুশলী ব্যক্তি কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হয়। উহা শীতও নহে, উষ্ণও নহে।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই কথা শুনিয়া অনন্যমনে সঙ্ঘরক্ষিতের প্রশংসা করিলেন।



অষ্টষষ্টিতম পল্লব

পদ্মাবত্যবদান

সুগন্ধি পুষ্প যেকপ তৈলমধ্যে নিজ সৌগন্ধ লীন করিয়া যায়, তদ্রূপ পূর্বকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম প্রাণিগণে সংশ্লিষ্ট হইয়া ফল ভোগ করিবাব জন্য সংস্কাররূপ বাসনা নিহিত করিয়া যায়।

বুদ্ধ বজ্রাসনে বসিয়া বজ্রবৎ কঠোর সমাধি দ্বারা ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া, উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করিয়া যখন আসন হইতে উত্থিত হন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন ! আপনার বিয়োগানলে সন্তপ্তা যশোধরা আপনা কর্তৃক নিহিত গর্ভ ছয় বৎসর পরে প্রসব করিয়াছেন। বাহুলক নামক আপনারই সদৃশাকার শিশু উৎপন্ন হইলে রাজা শুদ্ধোধন কিরূপে এ বালক জন্মিল, সন্দেহ করিয়া ক্রোধে যশোধরার বধ আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে আপনারই প্রভাবে বালকে আপনার সাদৃশ্য লেখা থাকায় সতী রক্ষা পাইলেন। আপনার ব্যায়াম শিলার উপর শিশুকে রাখিয়া জলে শিলাটি নিক্ষেপ করা হইল। তাহার সত্যযাচন দ্বারা শিলা জলে ভাসিয়া উঠিল। পতিব্রতা ও

পবিত্রা যশোধরার কি কর্মের ফলে শ্বশুরের কোপ জন্য এইরূপ দুঃখ, অপমান ও সন্তাপ হইল?

ভিক্ষুগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান বলিলেন, যশোধরা যে জন্য দুঃখ পাইয়াছেন, তাহা শুন।

পুরাকালে কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পৃথিবীর ইন্দ্রস্বরূপ এবং কামিনীগণের কন্দর্পস্বরূপ শ্রীমান ছিলেন। ইহার খড়গধারী ভুজদ্বারা জনিত প্রতাপাগ্নি অরাতিগণের মোহান্ধকার প্রদান করিয়া আশ্চর্যরূপে প্রজ্বলিত হইত।

মৃগয়া কৌতুকী ধনুর্ধারী রাজা একদা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া একাকী বহুদূরে গিয়া পড়িলেন। রৌদ্র লাগিয়া তাঁহার কপোলে স্বেদবিন্দু উদগত হওয়ায় উহা কুণ্ডলস্থিত মুক্তার প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

পথে মৃগশাবকগণ আসিয়া রমণীয় দর্শন-কৌতুকে নিশ্চল হইয়া থাকায় এবং হারস্থ রত্নে মৃগ প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় তিনি শশধরের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন। অনুরক্ত হরিণীসহ মুদিত-নয়নে বিশ্রান্ত মৃগগণ ও করিণীসহ তদ্রূপ সুখবিশ্রান্ত হস্তিগণ কর্তৃক সেব্যমান এবং শবরীগণের কবরীস্থিত পুষ্পস্পর্শে সুরভি বনবায়ু তাঁহার স্বেদবিন্দু অপনোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে প্রস্রাব পানবশতঃ গর্ভবতী মৃগীর গর্ভসম্ভূতা মহামুনি শাণ্ডিল্যের কন্যা জলাহরণার্থ আশ্রম নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলবাস প্রীতিবশতঃ কমলাকারে সমাগতা লক্ষ্মীর ন্যায় চরণ বিন্যাস দ্বারা কমলমণ্ডল সৃজনকারিণী, লাবণ্যামৃতবাহিনী, তরল নয়না ও অপূর্ব কৌতুক জননী ঐ কন্যাকে দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত নির্নিমেষনয়ন হওয়ায় তখন যেন অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, অহো! এই মুনিকন্যা কি কমনীয়। ইনি হরিণীর ন্যায় স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ বিলোকন দ্বারা মন হরণ করিতেছেন। কমলিনী ইহার নিকৃষ্ট সেবা পাদ-সংবাহন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র নিজ কলঙ্ক-লেখা দ্বারা লিখিত ইহার বদনের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সুভ্রূর ভ্রূবিলাস নিজেই বিশ্ববিজয় আরম্ভ করায় নিতান্ত নির্মম কামের কার্মুক-লতা এখন নির্গুণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বদনবিম্ব সুললিত ও শুভ্র প্রভা বিকিরণক্রমে হর্ষরূপ সুধা বিকিরণ করিতেছে। কর্ণমূল পর্যন্ত আয়ত ইহার নেত্রদ্বয় নব পদ্মের উজ্জ্বল কান্তি বিস্তার করিতেছে।

রাজা ব্রহ্মদত্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া তুরঙ্গম হইতে অবতরণপূর্বক কৌতুক বিলোকনে উন্মুখী মুনিকন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে পদ্মনয়নে! অম্লান

পুণ্যশালী দেবলোকের কণ্ঠে অবস্থানযোগ্য মণিমালার ন্যায় তুমি কে এবং কেন বিজন বনে আছ? আনন্দ-সন্দোহ-নিস্যন্দিনী তোমার এই সুললিতা কান্তি কাহার মন কৌতুকে আকুঞ্চিত না করে? হে কামমুক্তালতে! শরচ্চন্দ্রের ন্যায় অবদাত তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া কোন উন্নত বংশকে ভূষিত করিয়াছ, তাহা বল।

তিনি আদরপূর্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় মুনিকন্যা তাঁহাকে মুনিপুত্র বুঝিয়া কামবৃত্তান্ত না জানিলেও সাভিলাষার ন্যায় বলিলেন, আমার নাম পদ্মাবতী। আমার পাদ হইতে পদ্মমালা উদিত হয়। আমি মৃগীগর্ভসম্ভূতা শাণ্ডিল্য মুনির কন্যা। হে মুনিপুত্র! এস এস। তোমার দর্শনে আমার অত্যন্ত প্রীতি হইতেছে। তোমার পরিধানের বল্কল কেমন বিচিত্র ও মনোহর। তোমার এ ব্রত কিরূপ? তোমার এই জটাভার যেন ময়ুর পুচ্ছ দ্বারা বিভূষিত। ইহা দেবপূজার পুষ্প দ্বারা আকীর্ণ হইয়া কেমন শোভিত হইয়াছে। আমলকীর ন্যায় স্থূল ও হিমশিলার ন্যায় উজ্জ্বল তোমার কণ্ঠস্থিত অক্ষমালা দ্বারা বেশ শোভা হইয়াছে। তোমার হস্ত এই বক্রাকৃতি বেণুদণ্ডে বিচিত্র কুশনির্মিত পবিত্র দ্বারা নব-পল্লব-মালা গ্রথিত করিতেছে, 'এরূপ রমণীয় ব্রতধারী তুমি, তোমার আশ্রম কোথায় বল। আমার মন মৃগাকীর্ণ বনে থাকায় শ্রান্ত হইয়াছে। তোমার আশ্রমে গিয়া বিশ্রান্তি পাইবে বোধ হইতেছে।

রাজা এইরূপ সুধার ন্যায় সুস্বাদু মুগ্ধার বাক্য আস্বাদন করিয়া তাঁহার নিজ পাথেয় মোদক কন্যাকে দিয়া বলিলেন, হে সুভ্রু! এইরূপ কুশসূচী সমাকীর্ণ, শুষ্ক তরু ও তৃণময় বনমধ্যে তোমার এই কোমল দেহ থাকিবার যোগ্য নহে। এখান হইতে অনতিদূরে আমার আশ্রম। তথায় অনেক সম্ভোগযোগ্য শোভা আছে এবং এইরূপ ফল বহুতর সেখানে পড়িয়া নষ্ট হয়। তথায় তুমি বাস কর এবং মন্মথের তপস্যা কর। আমাকে তোমার সম্ভোগের পরিচর্যায় নিযুক্ত কর। মহাদেব যখন কুপিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নয়নাগ্নিতে মদন পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, বোধ হয় বিধাতা তখন তাঁহার নূতন রকম জীবোৎপাদন করিয়াছিলেন, পৃথিবীস্থিত চন্দ্রকলা-কোশ সদৃশ ও পুণ্যপ্রাপ্য তোমার এই কমনীয় দেহ মন্মথ হইতে অভিন্ন ও লাবণ্যের নিধিস্বরূপ।

মুগ্ধা মুনিকন্যা বিদগ্ধ রাজার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র মোদকটি খাইয়া তাঁহাকে বলিল, আমি তোমার ব্রতই করিব এবং তোমার আশ্রমে বাস করিব। ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর আমার পিতার আজ্ঞা প্রার্থনা করি।

মুনিকন্যা এই কথা বলিয়া নিজ আশ্রমে গিয়া নবাভিলাষবশতঃ বিবশা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক মুনিকে বলিলেন, পিতঃ! আমি বনেতে একটি মুনিকুমারকে দেখিয়াছি। তাঁহার পরিধেয় বল্কল জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও তাহার পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণ। তদীয় আশ্রমোদ্ভূত একটি দিব্য ফল আমি আস্বাদন করিয়াছি। আমার আর অন্য ফল সংগ্রহে ইচ্ছা হয় না। আমি আপনার অনুমতি লইয়া তাঁহার তপোবনে যাইব। তাঁহার সৌজন্যে আমি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছি। অন্যত্র থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

মুনি কন্যার এইরূপ স্মরসূচক বাক্য শুনিয়া যৌবনোন্মাদ শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া মুগ্ধা কন্যাকে বলিলেন, পুত্রি! বোধ করি, তুমি রত্নভূষিত ভুজঙ্গ দেখিয়াছ। মুনিগণ কুটিল বা ভোগী হন না। পরিণামে দুঃখপ্রদ ও আপাত সুখকর বিষয় ভোগরূপ অতিমধুর মোদক দ্বারা প্রীতিবোধ করিও না। হে মুগ্ধে! উহা কামকলা সদৃশ সরস হইলেও অত্যন্ত ক্লেশকর। বিষসদৃশ বিষয়ের আস্বাদে জনগণ মূর্ছিত হয়। এস, সেই মুনিপুত্রকে দূর হইতে আমাকে দেখাও, এই কথা বলিয়া মুনি কন্যার সহিত নদীতীরে গেলেন।

তিনি নদীতীরে রাজা ব্রহ্মদত্তকে দেখিয়া গুণবান, ও যোগ্য জামাতা হইয়াছে বিবেচনা করিলেন। রাজাও মুনিকে দেখিয়া লজ্জায় নতাসন হইয়া ত্রিগুণ প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। তৎপরে মুনি যথোচিত বিধানে কন্যা দান করিলেন এবং হর্ষামৃত ধারার ন্যায় রাজাও কন্যা গ্রহণ করিলেন।

পরের কথায় কখনও তুমি ইহার প্রতি ক্রোধ করিও না। এই মুগ্ধাকে তুমি পালন করিবে এই কথা বলিয়া মুনি নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর রাজা জায়াসহ সহর্ষে অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রাজধানীতে গিয়া মহোৎসব আদেশ করিলেন। রাজা মুনিকন্যাকে অন্তঃপুরবর্গের শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিলেন এবং তিনি কলাকৌশল ও কেলি বিষয়ে রাজার শিক্ষক হইলেন।

রাজপরিজনেরা মুনিকন্যার পাদ বিন্যাসে ভূমি কমলযুক্ত হয় দেখিয়া তাঁহার দেবী শব্দ যথার্থ বলিয়া মানিল। পুণ্যবানজনেরই আশ্চর্যময় ও অতিশয়যুক্ত লক্ষণ দ্বারা পুণ্যসহকৃত দিব্য উৎকর্ষ সূচিত হয়। রাজা অন্যান্য অন্তঃপুরিকার প্রতি বিমুখ হওয়ায় ঘনস্তনী পদ্মাবতী সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

কালক্রমে পদ্মাবতী রাজা হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন। অন্তঃপুর বধূজন তাহাতে দুশ্চিন্তারূপ শল্যে আহত হইলেন।

মুগ্ধা পদ্মাবতী আসন্নপ্রসবা হইলে অন্তঃপুরিকাগণ কৌটিল্য, ক্রুরতা ও মাৎসর্যবশতঃ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, হে মুগ্ধে! তুমি রাজোচিত প্রসব বিধান জান না। জননী পট্টবস্ত্র দ্বারা নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া পুত্র প্রসব করিয়া থাকে।

সপত্নীগণ এই কথা বলিলে গর্ভভরালসা পদ্মাবতী বলিলেন, আপনারা যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন।

তৎপরে সপত্নীগণ বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে তাঁহার চক্ষু বদ্ধ করিলে তিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ দুইটি বালক প্রসব করিলেন। স্ত্রীগণ বালকদ্বয়কে একটি মঞ্জুষায় রাখিয়া এবং উহা বস্ত্র দ্বারা সংচ্ছাদিত করিয়া নিষ্করুণভাবে গোপনে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল পরে তাহারা পদ্মাবতীর মুখে রক্ত মাখাইয়া দিল এবং বলিল যে, তোমার দুইটি মৃত সন্তান হইয়াছিল, তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

রাজা পুত্রদর্শনে উৎসুক হইয়া বিপুল উৎসব বিধানে উদ্যোগী হইয়া অন্তঃপুরিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সন্তান জন্মিয়াছে?

তাহারা রাজাকে বলিল যে, আপনার সদৃশই দুইটি পুত্র হইয়াছিল কিন্তু দেবী পিশাচীর ন্যায় তাহা ভক্ষণ করিয়াছেন। কি আর বলিব।

রাজা এই কথা শুনিয়া ত্রাস্ত হইয়া অন্তঃপুরে গমনপূর্বক পদ্মাবতীকে রক্তাক্তবদনা দেখিয়া সত্য বলিয়াই বুঝিলেন। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ সপত্নীদিগের কৌশল সন্দেহ করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

অতঃপর শাণ্ডিল্য মুনির আশ্রম-দেবতা আকাশমার্গে আসিয়া জনগণ সমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, তুমি নির্দোষা এবং দুর্দশাগ্রস্তা পদ্মাবতীকে বধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছ। ইহাতে তোমার অবিচার প্রবাদ প্রচারিত হওয়ায় তোমার পূর্বযশ নির্মূল হইয়াছে। মুগ্ধা পদ্মাবতী বন-মৃগীর গর্ভজাতা, সপত্নীগণ নিজ সুখের জন্য তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। হে রাজন্! তুমি ইহা বুঝিতে পার নাই। যাহাদের চিত্ত বিভবরূপ উগ্র পিশাচ কর্তৃক সর্বদাই অধিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের বুদ্ধি প্রায়ই এইরূপ উন্মাদিনী হয়। যেখানে স্বভাবতঃ চপল-স্বভাব ও সম্পদগৌরবে উচ্ছৃঙ্খল ভোগান্ধ রাজা থাকে, যেখানে অসত্যের আধারস্বরূপ ও পাপনিরত যুবতীগণ বাস করে এবং আকাশে চিত্রকার্য করিতে উদ্যত ও স্বচ্ছন্দভাবে অদ্ভুত বাক্যবাদী খল জনগণ যেখানে থাকে, সে স্থানে সরলস্বভাব সাধুজন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে?

রাজা অন্তর্হিতা দেবতার এই কথা শুনিয়া কুপিত হইয়া অন্তঃপুরাঙ্গনাগণকে যথার্থ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা রাজাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তীব্র শাসন-ভয়ে ভীত হইয়া যথার্থ কথা বলিল এবং ভয়ে বিহ্বল হইল। রাজা সপত্নীগণ কর্তৃক প্রবঞ্চিতা নির্দোষা বনিতাকে বধ্যভূমিতে পাঠাইয়াছেন বলিয়া অনুতাপে ব্যাকুল হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। অনুরাগ, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ও শোকে যুগপৎ তুল্যবলে উদিত হওয়ায় বাজা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। হা প্রিয়ে! আমি পুণ্যহীন। তোমার সহিত কোথায় আমার পুনঃসমাগম হইবে? এই কথা বলিয়া রাজা ভূমিতে পতিত হইলেন।

অতঃপর জালজীবী ধীবরগণ গঙ্গপ্রবাহে প্রাপ্ত, রাজমুদ্রাঙ্কিত একটি মঞ্জুষা লইয়া রাজসভায় আসিল। তাহারা রাজার সম্মুখে মঞ্জুষাটি বিন্যস্ত করিলে সহসা তাহা উদঘাটিত করা হইল এবং তন্মধ্যে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল বালকযুগল দেখা গেল। তখন জনগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, সূর্যনন্দন অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় রাজার তুল্যরূপ লক্ষণাঙ্কিত দুইটি কুমার হইয়াছে। রাজা সজল নয়নে তনয়দ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া প্রিয়ার বিরহশোকে অত্যধিক সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে দীর্ঘমতি নামক মহামাত্য রাজাকে বলিলেন, হে দেব! সপত্নীজন-বঞ্চিতা আপনার পত্নী জীবিতা আছেন।

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা যেন প্রাণলাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া "কোথায় আছেন, আমায় দেখাও" এই কথা বলিয়া মন্ত্রীর গৃহে গেলেন। তথায় তিনি দুঃখিতা, অপমানভয়ে সমুদ্বিগ্না ও শোকবশতঃ বিস্মৃতসংভ্রমা পদ্মাবতীকে দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! যাহারা তোমায় এইরূপ বিষম ক্লেশ দিয়াছে, এস, তাহাদের এখন বিচিত্র বধ-ব্যাপার দেখিবে এস। প্রসন্ন হও, সন্তাপ ত্যাগ কর, মৌনব্রতী হইও না। এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন।

পদ্মাবতী নয়নজলে উন্নত স্তন সিক্ত করিয়া বলিলেন, হে নরেন্দ্র! মহাপকারী জনের প্রতিও কোপ করিও না। হে নৃপতে! সত্য বলিতেছি, অপ্রিয়কারিণী সপত্নীগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। শত্রুতা ক্ষমা দ্বারাই উপশান্ত হয়; শত্রুতা দ্বারা উহা আরও বর্ধিত হয়। শত্রু পরাভব করিতে পারে না এবং মিত্রও উপকার করিতে পারে না, দেহিগণের দুঃখাদি সমস্তই প্রাক্তন কর্ম অনুসারে হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিচার না করিয়া অপকারীর

প্রতিও পরাভব চেষ্টা করেন না। ক্রোধ দ্বারা পরের ক্রোধ-বিষ বর্ধিত হয়। অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির শান্তি হয় না। পূর্বে আমি কামবতী হইয়া পিতার কথা শুনি নাই, এজন্য এরূপ দুঃখ পাইলাম। এখন আমি পিতার তপোবনেই যাইব। আমার কামফলস্পৃহা পিতার বারণ সত্বেও যৌবনোন্মাদ-দোষে নিবৃত্ত হয় নাই। কি করিব? এই কথা বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অবনতমুখী হইয়া পদদ্বারা ভূমি বিলেখন করতঃ কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

রাজা পাদপ্রণত হইলেও তিনি প্রসন্ন হইলেন না। মিথ্যা দোষাপবাদ প্রেমেতে শল্য তুল্য হইয়া থাকে। পদ্মাবতী গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া পিতার আশ্রমে চলিয়া গেলেম। মানিনীগণের মন্যু ভূজঙ্গের ন্যায় কুটিল ও অতি দুঃসহ। তিনি ভৃঙ্গস্বনদ্বারা স্বাগত-বাদিনী লতারূপ সখীগণ কর্তৃক আলিঙ্গ্যমানা হইয়া এবং মৃগীগণ কর্তৃক প্রেমভরে পরিবেষ্টিতা হইয়া পিতার তপোবনে উপস্থিত হইলেন।

পুণ্য নিধি মুনি নিজ তপোবনে অর্জিত পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন, পদ্মাবতী আশ্রম শূন্য দেখিয়া অধীরা ও মোহহতা হইলেন। তিনি জন্মাবধি মনোমধ্যে লীন স্বচ্ছস্বভাব পিতার বাৎসল্য স্মরণ করিয়া ত্রিভুবন শূন্যবোধ করিলেন এবং সর্পদষ্টার ন্যায় বিষবৎ যাতনায় অধীর হইলেন। তাঁহার অতি প্রিয় সেই তপোবন মুনি বিহনে অপ্রিয় বোধ হইল। কাল সমস্ত পদার্থেরই সার ভক্ষণ করে, এজন্য সবই বিরসস্বভাব অর্থাৎ কিছুতেই সুখ নাই। সেই মনোহর দেশে এবং সেই পুষ্পাকর বসন্ত কালের দিনে একের অভাবে সমস্তই বিষাদময় হয়।

তৎপরে পৃথিবীর চন্দ্রলেখাসদৃশী পদ্মাবতী প্রব্রজিতার ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া সুখ ত্যাগপূর্বক নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মূর্তিমতী শান্তির ন্যায় বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৃষ্ণি রাজা অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেও তপঃপ্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী পদ্মাবতীকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। রাজপত্নীগণ দেবতার ন্যায় অতি যত্নে তাহাকে পূজা করিতেন, পতিব্রতা তথায় নিজ বৃত্তান্ত চিন্তা করতঃ কিছু দিন বাস করিলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্তও চরদ্বারা বারাণসীস্থিতা পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া বিয়োগ দুঃখে দহ্যমান হওয়ায় ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তথায় গেলেন। প্রণয়াভিসারী রাজা ব্রহ্মদত্ত সুশীলতা ও যশের পতাকাস্বরূপ ও ব্রহ্মচর্যব্রতধারিণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ রূপ প্রকাশ করিলেন। "আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর," রাজা এই কথা বলিলে পদ্মাবতী বহুক্ষণ রোদন

করিলেন। মানিনীদিগের অবমাননাজনিত দুঃখ উল্লেখ দ্বারা পুনরায় নূতন ভাব প্রাপ্ত হয় রাজা তাঁহার অশ্রুধারা পরিহৃত করিয়া শরৎকাল যেরূপ নদীকে প্রসন্ন করে, তদ্রূপ কান্তাকে প্রসন্ন করিয়া আশা সফল হওয়ায় সহর্ষে তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

পদ্মাবতীর পাদপদ্ম হইতে পূর্বে যে পদ্মোদগম হইত, তাহা বিয়োগকালে হইত না। প্রিয় সঙ্গম হইলে উহা গাঢ়ানুরাগযুক্ত সম্ভোগ শোভার ন্যায় পুনর্বার প্রাদুর্ভূত হইল। পূর্ব জন্মে পদ্মাবতী কন্যকাবস্থায় নিজ ক্রীড়া পদ্মটি এক জন প্রত্যেকবুদ্ধকে দিয়াছিল এবং লোভবশতঃ তাহা লইয়া পদ্ম শোভার বিচার করিয়া পুনর্বার তাঁহাকে দিয়াছিল।

প্রত্যেকবুদ্ধকে পদ্ম প্রদান করায় ইহার পাদবিন্যাসকালে পদ্ম উদগত হইত তাহা পুনরায় গ্রহণ করার জন্য কিছুকাল উহা বিরত ছিল এবং পুন প্রদান করাতে পুনর্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই দত্ত বস্তু হরণ করার জন্যই পাপকর্মের পরিণাম ফলে পদ্মাবতী বধ্যভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই পদ্মাবতীই অধুনা যশোধরারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভিক্ষুগণ সকলেই জিন কথিত কর্মফলোদয়ের বিচিত্র কথা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ হওয়ায় চিত্রলিখিতবৎ নিস্পন্দ হইলেন।

ঊনসপ্ততিতম পল্লব

ধর্মরাজিক প্রতিষ্ঠাবদান

পুণ্যবিশেষ ফলে উন্নতলক্ষণযুক্ত যে সকল লোকের পুণ্য চৈত্যচিহ্নিতা বসুমতী স্বয়ং উল্লেখ করেন, অশেষ কুশলের প্রণিধানকারী সেই সকল লোকের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিশুদ্ধ ও সুখময় হয়।

পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে সম্যক পালন করতঃ অশোক করিয়াছিলেন। ইনি বোধিব্রত সমাপন করিয়া কাঞ্চনবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষু সঙ্ঘকে তিনটি করিয়া চীবর প্রদান দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। মাননীয় যশোনামক স্থবিরের মতানুসারে ইনি আদর সহকারে

অতীত বুদ্ধগণের অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীরধাতু সংগ্রহ করিয়া এবং মূল্যবান উজ্জ্বল বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে সুন্দর চৈত্যাঙ্কিতা করিয়াছিলেন।

অশোক নিজে নাগলোকে গিয়া নাগগণ প্রদত্ত সুগতের ধাতুসঞ্চয় আহরণ পূর্বক রত্নখচিত স্তূপাবলী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতলে ধর্মরাজিক-যুক্ত চতুরকীর্তি সহস্র স্তূপ নির্মাণ করিয়া যখন এক সঙ্গে সবগুলির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ঐ স্থবির আকাশে উৎপতিত হইয়া সূর্যকে আচ্ছাদন পূর্বক ছায়া বিধান করায় তাঁহার ছায়া নাম হইয়া ছিল।

অশোক প্রতিদিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইতেন। একদিন একটি জরাজীর্ণ প্রব্রজিত ভিক্ষু সঙ্ঘমধ্যে আসিয়াছিলেন। রাজা তাহার জন্য রাজোচিত খাদ্য পাঠাইয়া দেন এবং ভিক্ষু সুধার ন্যায় তাহা ভোজন করিয়া পরম প্রীত হয়েন। অন্য একটি ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন যে, রাজা কি জন্য তোমাকে রাজোচিত ভোজ্য দিলেন, তাহা কি তুমি জান? তুমি অতি বৃদ্ধতর, রাজা তোমার মুখ হইতে সদ্ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্যই তিনি ভালরূপ সৎকার দ্বারা তোমাকে পূজা করিতেছেন।

ভিক্ষু হাস্যমুখে এই কথা বলিলে বৃদ্ধ ভিক্ষু মূর্খতাবশতঃ লজ্জিত হইলেন এবং শল্যবিদ্ধবৎ দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমি লজ্জা পাইবার জন্য কেন এই ভোজ্য খাইলাম? ইহার পরিণামে আমার দুঃখই হইল। আমি নিরক্ষর, একটি গাথার চতুর্ভাগও আমি জানি না। কি করিব, সজ্জনের মধ্যে রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি কি বলিব? উপহাসপ্রিয় জনগণ আমাকে মূক বলিবে। যে বৃক্ষের স্কন্ধদেশে কীটগণ কোটর নির্মাণ করিয়া বাস করে এবং যাহা অভ্যন্তরস্থ অগ্নির ধূমে মলিন, এরূপ গর্তস্থিত বৃক্ষও আমাদের ন্যায় মূর্খ অপেক্ষা ধন্য, যাহার মুখকান্তি খণ্ডিত হওয়ায় যে ব্যক্তি লজ্জিত হয়, এরূপ মূক ও অন্ধসদৃশ প্রমাদী সাদৃশ মূর্খের জন্ম নিরর্থক।

এইরূপ চিন্তাবশতঃ দুঃখিত ও দীর্ঘনিশ্বাসকারী বৃদ্ধ ভিক্ষুর নিকটে আসিয়া বুদ্ধের প্রসাদিনী দেবী তাহাকে বলিলেন, রাজা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি বলিবে যে, ধর্ম কথা অতি বিস্তীর্ণ, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরের উপকারের জন্য অল্পমাত্র ধন প্রার্থনা করিবে। প্রাণধারণের জন্য অল্পমাত্র স্বাদহীন অন্ন আহার করিবে। ক্ষণকালমাত্র নিদ্রা দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিবে। এইরূপে অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিবে। মনুষ্যগণ আসক্তিবশতঃ বিপুল আয়োজন দ্বারা নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে।

বৃদ্ধ ভিক্ষু দেবী কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ধর্মশ্রবণার্থ সমাগত রাজার সম্মুখে সুস্পষ্ট স্বরে ঐরূপ ধর্মদেশনা করিলেন।

রাজা বৃদ্ধের সেই হৃদয়গ্রাহী সুভাষিত শুনিয়া ভাবিলেন, অহো! মনীষী বৃদ্ধ ভিক্ষু সত্য কথাই বলিয়াছেন। সজ্জনের বাক্য তত্ত্বকথা নির্ণয় করায় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়। এরূপ কথা বহু পুণ্যে পাওয়া যায়। আমি রাজকোষে তৃষ্ণানলের বর্ধক যে ধনরাশি সঞ্চয় করিতেছি। ঐ ধনরাশির কার্যই চতুঃসাগর বেষ্টিতা পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইতেছে, আমার আহারও বিচিত্রতার পরিচায়ক এবং নিদ্রাও খুব বেশি। এ সকলই মোহ-সুখের নিমিত্ত। অন্তকালের জন্য কিছুই কোথায়ও দেখিতেছি না।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধে প্রণামপূর্বক কাঞ্চন-খচিত ও সুন্দরকান্তি ভাল একটি চীবরাংশুক প্রদান করিলেন। তৎপরে রাজপূজাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভিক্ষু যখন পথে গমন করেন, তখন দেবী তাঁহাকে ধ্যান ও অধ্যয়নযোগের জন্য উপদেশ দিলেন। দেবতার উপদেশ তিনি ধ্যান-যোগে মনোনিবেশ করায় তাঁহার সকল ক্লেশ জয় হইল এবং তিনি নিজ চেষ্টায় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

অন্য এক দিন রাজা অশোকের বিপুল সঙ্ঘভোজনকালে দিব্যসৌরভযুক্ত চীবরধারী একটি নূতন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপূর্ব সৌরভে ভ্রমরগণ তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া উড়িতে লাগিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে তোমার এরূপ সৌরভোদয় হইল?

তিনি বলিলেন, আমি দেবলোকে পারিজাত তরুতলে এক দীর্ঘকাল বাস করিয়াছি, সেইজন্য পারিজাত পুষ্পের সৌরভে আমার এরূপ সৌরভোদয় হইয়াছে।

রাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রভাব-দর্শনে অধিক আদর করিলেন এবং রত্নত্রয়ের অর্চনায় আসক্ত হইয়া পুণ্য কর্মানুষ্ঠানে নিরত হইলেন। যে বৃত্তি দ্বারা ধর্মস্থিতি হয়, তাহাই যথার্থ বৃত্তি। যে বাণী সত্যবাদে সুভগা, তাহাই যথার্থ বাণী। যে বুদ্ধি পরিণামে চিন্তা করে, তাহাই যথার্থ বুদ্ধি এবং যে সম্পদ পরোপকারে নিযুক্ত হয় তাহাই যথার্থ সম্পদ।



সপ্ততিতম পল্লব
মাধ্যন্তিকাবদান

যাঁহারা ভক্তিপূর্বক ভগবানের আজ্ঞা প্রবর্তিত করেন, তাঁহাদের অভিমত পুণ্যযোগই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পবিত্রা পৃথিবী ইঁহাদের কীর্তিচিহ্ন সন্নিবেশ দ্বারা অধিকতর পবিত্রা হন।

মাধ্যন্তিক নামে এক ভিক্ষু নিজ গুরু আনন্দের আজ্ঞায় বুদ্ধ শাসন প্রচার করিবার জন্য কাশ্মীরদেশে গিয়েছিলেন। ধীরস্বভাব মাধ্যন্তিক সেই দেশ নাগাধিষ্টিত জানিয়া সমাধিদ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া নাগগণের সংক্ষোভবিধান করিলেন। নাগগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শস্ত্রবৃষ্টি ও অগ্নিবৃষ্টি করিল, কিন্তু তাঁহার প্রভাবে উহা তাঁহার মস্তকে পদ্মমালার ন্যায় পতিত হইল।

তৎপরে নাগগণ তাঁহার প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিল, যতটা দেশ আপনার পর্যঙ্কাসনে বদ্ধ করিয়াছেন, ততটা দেশ আপনারই বশীভূত হইল।

এই কথা বলিয়া নাগগণ পর্যঙ্কবন্ধ তুল্য পরিমাণ করিয়া নবদ্রোণ-পরিমিত জনশূন্য ভূমি প্রদান করিল। তিনি তথায় নগর ও গ্রাম সন্নিবেশ করিয়া পঞ্চশত অর্হৎগণসহ তথায় অবস্থিতি করিলেন।

মাধ্যন্তিক সে স্থানে অক্ষয় ধর্মসন্নিবেশ করিয়া ও পৃথিবীকে বিহাররূপ রুচির আভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধমাদন-তট হইতে নব কুঙ্কুম আনিয়া ও কন্দাদি দ্বারা ঐ স্থানটি ব্যাপ্ত করিলেন।

একসপ্ততিতম পল্লব
শাণবাসী অবদান

যাঁহারা শান্তিমান ও বিষয়-ভোগ বা বেশভূষায় নিস্পৃহ এবং নির্মলস্বভাব-রূপ বস্ত্র দ্বারা শোভিত, তাঁহাদের চীনাংশুক অথবা মলিন ও শীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা অভিমান বা দৈন্যভাব হয় না।

পুরাকালে ভগবান্ শাণবাসী নামক ভিক্ষু গুরুর আজ্ঞায় জিন শাসন প্রচার করিবার জন্য মথুরা দেশে গিয়াছিলেন। তিনি গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পর কথোপকথনকারী আর্য-স্বভাব মল্লদ্বয়ের মুখে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত এই আর্যাটি শুনিতে পাইলেন। যাঁহারা নির্মলস্বভাব ও শাস্ত্রপাঠ দ্বারা নির্মল জ্ঞানবান্ এবং ক্ষমাশীল, তাহাদিগকেই ভিক্ষু শাণবাসী পৃথিবীতে শ্রমণ বলেন।

মল্লদ্বয় এই কথা বলিলে শাণবাসীও তাহাই বলিলেন। মল্লদ্বয় তাহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তুমিই শাণবাসী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে সুমতে! কি জন্য তুমি শাণবাসী নামে চতুর্দিকে বিখ্যাত হইয়াছ? তুমি সদ্ধর্মবাদী! মুনিগণ তোমার গাথাই গান করিয়া থাকেন।

তিনি বলিলেন, আমি পূর্বজন্মে রোগপীড়িত প্রত্যেকবুদ্ধকে একটি বৈদ্যচিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়াছিলাম এবং আমি সেই প্রত্যেকবুদ্ধের শণবিনির্মিত ও শীর্ণ ক্ষুদ্র বস্ত্র দেখিয়া রাজার্হ উত্তম বস্ত্র দিয়াছিলাম। প্রত্যেক-বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—সখে! রুচির বস্ত্র আমি ভালবাসি না। শণসূত্র-নির্মিত বস্ত্র দ্বারাই আমার শান্তিযুক্ত শোভা লাভ হয়। আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া শীর্ণ শণসূত্রের বস্ত্রই পরিধান করিতাম এবং সেই সংসঙ্গে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় উত্তম বস্ত্রে বিমুখ হইয়াছিলাম। কালক্রমে প্রত্যেকবুদ্ধের দেহান্ত হইলে আমি ভালরূপে পূজা-বিধান করিয়া তত্তুল্য ভাব পাইবার জন্য প্রণিধান করিয়াছিলাম। সেই প্রণিধানবলে ও তাঁহার অর্চনা করিবার জন্য শাণবস্ত্র সহ আমি উৎপন্ন হইয়া শাণবাসী নামে বিখ্যাত হইয়াছি।

এই কথা বলিয়া তিনি গমন করিলেন এবং মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইয়া মহোদ্যম সহকারে উরুমুণ্ড নামক শৈলে আরোহণ করিলেন। তথায় তিনি পর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পৃথিবী কম্পিত করিয়া, তত্রস্থিত দীর্ঘকায় বিষাক্ত নাগদ্বয়কে ধর্মবিনয় শিক্ষা দিয়া এবং নট ও ভট নামক মথুরাবাসী দুইটি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে একটি বিহার নির্মাণ করিলেন।

রত্নদ্বারা উজ্জ্বল, স্ফটিক ও কাঞ্চন দ্বারা রমণীয় হর্ম্যশোভিত, পর্যঙ্ক, পীঠ ও শয্যাদি দ্বারা বিভূষিত এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ সেই পুণ্যময় ও স্বর্গতুল্য বিহারটি নটভট নামেই খ্যাত হইল।

দ্বিসপ্ততিতম পল্লব

উপগুপ্তাবদান

সাধারণ লোক সকলেই অজ্ঞানরূপ ধূলিদ্বারা চক্ষু পরিভূত হওয়ায় সত্যদর্শনে অক্ষম হইয়া যে সকল বিষয়-সম্ভোগ দ্বারা আকাঙ্ক্ষাধিক্য প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিষয়-সম্ভোগ দ্বারাই পুণ্য-পরিমণ্ডিত বিশুদ্ধি-সমন্বিত জনগণের চিত্ত বৈরাগ্য-যোগ ও শান্তি প্রাপ্ত হয়।

পুরাকালে মথুরাবাসী গুপ্ত নামক গন্ধবণিকের পুত্র শ্রীমান উপগুপ্ত একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইঁহার জন্ম হইবার পূর্বে ইঁহার পিতা মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে সে শাণবাসী ভিক্ষুর অনুচর হইবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি শাণবাসীর প্রতি ভক্তি-নিরত হইয়াছিলেন। নব-যৌবনশালী উপগুপ্ত বৈরাগ্যাভিমুখ হওয়ায় কন্দর্পের সকল প্রকার বিঘ্নসম্পাদন-চেষ্টা বিফল হইল এবং তজ্জন্য কন্দর্প অতিশয় দুঃখিত হইলেন। উপগুপ্ত পিতার আদেশানুসারে কিছুকাল হরিচন্দন, কস্তুরী, কর্পূর ও অগুরু প্রভৃতি বিক্রয় দ্বারা ব্যবহার কার্যে লিপ্ত রহিলেন।

অতঃপর বাসবদত্তা নাম্নী গণিকা গন্ধদ্রব্য ক্রয়ার্থ প্রেরিতা দাসীর মুখে উপগুপ্তের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া অনুরাগোদয় হওয়ায় সঙ্গমার্থিনী হইয়া বিশ্বস্ত দূতী পাঠাইয়া উপগুপ্তকে মনোভাব জানাইল।

দূতী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি একটু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, এখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় নহে। তৎপরে দূতী ফিরিয়া গেলে গণিকা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। বেশ্যাগণের অনুরাগ বা বিরাগ বিষয়ে কিছুই নিয়ম নাই।

একদিন ঐ গণিকার গৃহে একটি যুবা বণিকপুত্র উপস্থিত ছিল এবং সেই সময়ে অন্য একটি নতুন সুন্দর বণিক পুরুষ উত্তরাপথ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত বণিক এক রাত্রি সম্ভোগের জন্য সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান করিলে লুব্ধস্বভাবা গণিকা নিজ জননীর সহিত পরামর্শ করিল। এই বণিকপুত্রটি ব্যস্ত

করিয়া গৃহতে রহিয়াছে। কিন্তু মহাধনবান অন্য একজন প্রার্থীও আসিয়াছে। এ স্থলে কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। যাহার সহিত অনেকবার সঙ্গম হইয়াছে, সে অধিক প্রদান করিবে না। অতএব নিষ্ফল ও পর্যুষিত সম্ভোগে প্রয়োজন কি? নূতন লোক নতুন ঔৎসুক্যবশতঃ অযাচিতভাবে সকল বস্তুই দিবে। প্রথমানুরাগ অপ্রিয় বস্তুতেও প্রিয়ভাবের আস্বাদন সম্পাদন করে। অতএব এই বণিকপুত্রের হৃদয়ে শল্যবৎ সংসক্ত কামনার কি প্রতিবিধান করা যায়? ইহা কর্মবন্ধনের ন্যায় ভোগ ব্যতিরেকে অপগত হইবে না। আমাদের এই ব্যবস্থা। ধনবান লোক উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায় না। আমরা ধর্ম বা কামের জন্য নির্মিত হই নাই। আমরা অর্থের জন্যই নির্মিত হইয়াছি।

ধনার্থিনী গণিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া মাতার সম্মতি অনুসারে বিষযুক্ত উত্তম মদ্য পান করাইয়া বণিকপুত্রকে বধ করিল এবং মৃতদেহ আবর্জনারাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থগ্রহণ পূর্বক সার্থবাহকে প্রবেশ করাইল।

বণিকপুত্রের বন্ধুগণ বণিকপুত্রকে গণিকাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে দেখে নাই। এজন্য তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইল। তৎপরে তাহারা বণিক-পুত্রের বধের জন্য দুঃখিত হইয়া রাজার নিকট জানাইল। রাজা বেশ্যার তীব্র পাপের উপযুক্ত উগ্রভাবে নিগ্রহ আদেশ করিলেন।

ঐ বেশ্যাকে উলঙ্গ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং উহার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা হইল। তখন সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিজ রক্ত-কর্দমে লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল। একটি দাসী মাংসাশী পশু-পক্ষীগণকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

তৎপরে উপগুপ্ত ঐ গণিকার বিষম কষ্টাবস্থার কথা শুনিয়া এখন তাহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর উপগুপ্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাসী গণিকাকে বলিল এবং গণিকা পূর্বাভিলাষবশতঃ লজ্জায় সংকুচিত হইল। বাসনাভ্যাস পথে প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট অনুরাগ কোন অবস্থাতেই তাহাকে ত্যাগ করে না। গণিকা দাসীর বস্ত্রে জঘন আবৃত করিয়া এবং স্তনোপরি হস্তবিন্যাস পূর্বক নতমুখে উপগুপ্তকে বলিল, আমি প্রযত্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেও তুমি আগমন কর নাই। এখন আমি মন্দভাগা, এখন তোমার সন্দর্শনে আমার কি ফল হইবে? যখন

আমার অতুল ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য ছিল, তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, এখন দেখা করিবার সময় নহে। এখন আমি কর্তিতাঙ্গী ও রক্তাক্ত হইয়া ক্লেশ-সাগরে পতিত হইয়াছি। হে পদ্মপলাশলোচন! এখন কি তোমার দেখা করিবার উপযুক্ত সময় হইল?

গণিকা এই কথা বলিয়া চক্ষুর জলে বস্ত্রাঞ্চল প্লাবিত করিলে উপগুপ্ত অনুতাপের সহিত মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন, তোমার এই চন্দ্র-সদৃশ কান্তি, সুবর্ণময় কদলী বৃক্ষের ন্যায় লাবণ্য যুক্ত দেহ, পদ্মাধিক সুন্দর বদন এবং কুবলয়াধিক মনোরম লোচনদ্বয়, এ সকল আমার প্রিয় নহে। আমি কামের প্রকৃতি কিরূপ বিরস, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য প্রযত্নপূর্বক এখানে আসিয়াছি। বিভূষণ ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উত্তম সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুরভিত তোমার এই দেহে কিরূপ শোভা হইত? কিন্তু তাহার স্বভাব এইরূপ জানিবে। কেশ ও অস্থিসঙ্কুল, সতত দুঃখানলতাপে দগ্ধ সর্বাঙ্গ, বিপদরাশির নিধান এবং অতি নিন্দনীয় এই অচেতন দেহ নামক শ্মশানক্ষেত্রে যাহারা অনুরক্ত হয়, তাহারা বড়ই নির্বোধ। অহো! মনুষ্যগণের মোহবশতঃ ক্লেদনিস্যন্দী, দুর্গন্ধময় ও বিকৃত ছিদ্রসঙ্কুল দেহেতেও প্রিয়-ভাবনা হইয়া থাকে। কায়পরম্পরায় মায়া ও বিষয় বাসনাজনিত মনুষ্যগণের এইরূপ যে দুঃখপরম্পরা হইয়া থাকে, উহা সুগতের উপাসনায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মোহান্ধকার নাশক সূর্যসদৃশ ও সকল ক্লেশনাশক শাস্তা বুদ্ধের কল্যাণময় শাসন-বাক্যে যাহারা মনোনিবেশ করে, তাহাদের আর ক্লেদময়, কলঙ্কাঙ্কিত, অস্ত্রাদিব্যাপ্ত ও বিকারময় এই দেহ নামক নরকে মগ্ন হইতে হয় না।

গণিকা উপগুপ্তের এই কথা শুনিয়া দুঃখোদ্বেগবশতঃ বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় শান্তিলাভের জন্য পবিত্র রত্নত্রয়ের শরণাগত৷ হইল। সে উপগুপ্তের উপদেশে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল প্রাপ্ত হইয়া ধর্মমার্গে প্রবৃত্তি হওয়ায় সত্য দর্শন পূর্বক দেহ ত্যাগ করিল।

গণিকা প্রভাময় দেবনিকায়ে জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মথুরাবাসী জনগণ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তাহার দেহের সৎকার করিল।

ইত্যবসরে প্রসন্নধী শাণবাসী ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপগুপ্তের প্রব্রজ্যার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করায় উপগুপ্ত প্রব্রজিত হইয়া এবং অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়া পুরবাসীদিগকে সদ্ধর্ম উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপগুপ্তের ধর্মোপদেশকালে কন্দর্প বিদ্বেষবশতঃ সভামধ্যে নানা প্রকার বিঘ্ন ও বিকার

করিত। কন্দর্প সভামধ্যে রুচির মুক্তা ও কাঞ্চন বৃষ্টি করিত। তাহাতে শ্রোতাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভ্রম হইত। কন্দর্প সুললিত সুন্দর নর্তকী-দেহ ধারণ করিয়া গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণসহ সভামধ্যে নৃত্য করিত। তাহার নৃত্যবিলাস দর্শনে শ্রোতৃগণের চিত্ত কামময় হইত।

তখন উপগুপ্ত দুর্বিনীত কন্দর্পকে শিক্ষা দিবার জন্য বিকারোৎপাদনের উপযুক্ত প্রতিকার চিন্তা করিলেন। তিনি কন্দর্পের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তোমার নৃত্য-কৌশল দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। কি আশ্চর্য নৃত্য ও গীত! অধিক কি বলিব, ইহা স্বর্গীয়। এই কথা বলিয়া মাল্যদানচ্ছলে তিনটি মৃতদেহ দ্বারা কন্দর্পকে বন্ধন করিলেন। মস্তকে মৃত সর্প ও কর্ণদ্বয়ে কুক্কুর ও মনুষ্যের মৃতদেহ দ্বারা বন্ধন করিলেন। কন্দর্প নিজে সেই মৃতদেহ তিনটির মোচন করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের শরণাগত হইলেন। তাঁহারা কেহই উহা মোচন করিতে না পারায় ব্রহ্মা তাঁহাকে উপগুপ্তের নিকটে যাইতেই বলিলেন। তৎপরে কন্দর্প ভগ্নদর্প হইয়া উপগুপ্তের শরণাগত হইলেন।

কন্দর্প অতি বিনীত ভাবে উপগুপ্তের পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া গর্ব ত্যাগ পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আমি যেরূপ আপনার অপকার করিয়াছি, তাহার সমুচিত দণ্ডই আপনি দিয়াছেন। এখন প্রসন্ন হউন, ক্রোধ ত্যাগ করুন। আমি আপনার আশ্রিত। আমি অপরাধ করিলেও মহাত্মা সুগত, পিতা যেরূপ অবিনীত পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাকে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। সুগত যখন বোধিবৃক্ষমূলে বজ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমি তাঁহার বহু পরাভব করিয়াছি, কিন্তু তিনি তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। সুগত যখন বোধিসমাধির সিদ্ধির স্থানে পর্যঙ্কাসনে অবস্থিত ছিলেন, তখন আমি প্রাকারের ন্যায় নিশ্চল হইয়া নানা প্রকার অপকার করিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধাত্মা ধ্যানপরায়ণ ভগবান বুদ্ধ ক্ষমাগুণে ক্রোধ ক্ষালিত করিয়া একবার চক্ষু উন্মীলিতও করেন নাই। অদ্য আপনি নির্দয় হইয়া আমাকে এইরূপ অপমানিত করিয়াছেন। মহাজনের মন অপরাধীর প্রতিও ক্রোধমলিন হয় না। আমার এই কুণপবন্ধন মোচন করুন। আমি আপনার আজ্ঞাধীন হইলাম।

কন্দর্প সবিনয়ে এই কথা বলিলে উপগুপ্ত তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি পুনর্বার ভিক্ষুগণের প্রতি এরূপ বিপ্লব না কর, তাহা হইলে আমি দৃঢ় কুণপবন্ধন মোচন করিয়া দিব। আমার অনুরোধে তোমার আর একটি প্রিয় কার্য করিতে হইবে, অতীত সুগতের আকারটি আমাকে দেখাইতে হইবে। নৃত্যকালে তুমি যেরূপ

সকলের অনুকরণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়াছি। আমি ভগবানের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। সেইটি দেখাও। আমি শাস্ত্র পাঠ দ্বারা সুগতের ধর্মদেহ দেখিয়াছি, কিন্তু নয়নরঞ্জন স্বরূপ দেহ দেখি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি পুষ্প-বন্ধন মোচন করিলেন। তখন কন্দর্প তাঁহাকে বলিলেন যে, সুগতের ঠিক সদৃশ রূপ করিতে পারা যায় না, তথাপি আপনার আজ্ঞানুসারে আমি দেখাইতেছি। আমি সুগতাকার ধারণ করিলে আপনি যেন আমাকে প্রণাম করিবেন না।

কন্দর্প এই কথা বলিয়া নির্বিকার, সুখপ্রদ ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কমনীয় সুগত মূর্তি প্রদর্শন করাইলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় একাগ্র ধ্যানে নিমীলিত। ভ্রূলতা নিশ্চল। নাসিকাটি বংশীর ন্যায় এবং নাসাগ্র একটি কমনীয় সুবর্ণ-ছত্রের ন্যায়। তাঁহার আয়ত কর্ণযুগল ভূষণ-হীন হইলেও কমনীয়। বাহু যুগল আজানু-লম্বিত। এইরূপ বুদ্ধরূপ দর্শন করিয়া অচেতনদিগেরও নিবৃত্তি হইল।

উপগুপ্ত সেই কমনীয় ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া সবাষ্প নয়নে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন।

মন্মথ বলিলেন,—আমি প্রণম্য নহি, আমাকে প্রণাম করিবেন না। উপগুপ্ত বলিলেন,—তুমি জিনাকার ধারণ করার জন্য এখন প্রণম্য। কৃত্রিম পুত্তলিকাদি প্রতিবিম্বতেও ভগবানের দেহ বিবেচনায় প্রণাম করিতে হয়। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতুকে পণ্ডিতগণ প্রণাম করেন না।

উপগুপ্তের এই কথা শুনিয়া কন্দর্প সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুগতরূপ ত্যাগ করিয়া নিজ রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর বিনীত ও জনহিতার্থী উপগুপ্ত কন্দর্প দ্বারা পুরবাসিগণকে আহ্বান করায় তাহারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্য তথায় আসিল। অষ্টাদশ লক্ষ পুরবাসিগণ উপগুপ্তের উপদেশ শুনিয়া সত্য দর্শন দ্বারা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল।

ধর্মমার্গের উপদেশ এইরূপ সকল লোকের জ্ঞানালোকরূপ কল্যাণ সম্পাদন করে এবং দুঃখরূপ অন্ধকার বিনাশ করে। বিপুল কুশল কর্মের ফলে যাঁহারা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব পরের হিতসাধকই হইয়া থাকে।

ত্রিসপ্ততিতম পল্লব

নাগদূত প্রেষণাবদান

অখণ্ডিত শাসন, প্রচুর সম্পদ, শরৎ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র যশ এবং আশ্চর্যভূত ও মনোজ্ঞ প্রভাব, এসকলই সুগতার্চনের ফলের লেশমাত্র।

পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইহার নিকট কত দানার্থী আসিত, তাহা সংখ্যা করা যাইত না। একদা রাজা সভাসীন আছেন, এমন সময় সমুদ্র যাত্রায় সর্বস্ব নাশ হেতু শোকার্ত কতকগুলি বণিক আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক রাজাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, হে দেব! আপনার ভুজচ্ছায়ায় পৃথিবীর সকল লোকই বিশ্রান্ত রহিয়াছে। আপনার রাজ্যে কেহই চিন্তাসন্তপ্তচিত্ত নহে। পরন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে প্রবহণটি ভগ্ন হওয়ায় যাহা কিছু ধন রত্ন ছিল, তৎসমুদয়ই সাগরবাসী নাগগণ হরণ করিয়াছে। আমাদের সর্বস্ব নষ্ট হওয়ায় সমুদ্র যাত্রার উচ্ছেদ হইয়াছে। হে বিভো! আপনি এবিষয়ে উপেক্ষা করিলে আমাদের আর জীবিকার উপায় নাই।

রাজা তাহাদের এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সমুদ্রান্তর্গত নাগগণের কথা চিন্তা করিয়া স্তিমিত হইলেন। রাজা প্রতিকার করিতে না পারায় কুপিত চিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া সমীপবর্তী ষড়ভিজ্ঞ ইন্দ্র নামক ভিক্ষু বলিলেন, হে পৃথিবীপতে! রত্ন চোর নাগগণের নিকট আপনার প্রতাপাগ্নিসূচক তাম্রপট্টে লিখিত পত্র প্রেরণ করুন।

রাজা ভিক্ষুর এই কথা শুনিয়া সমুদ্রজলে তাম্রলেখ নিক্ষেপ করিলেন। নাগগণ তখনই তাহা তীরে ফেলিয়া দিল। রাজা সেই অপমানে মলিনবদন হইলেন এবং চিন্তান্বিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অঙ্গনা যেরূপ ক্লীবের নিকট পরাঙ্মুখী হয়, তদ্রূপ নিদ্রা তাঁহার নিকট পরাঙ্মুখী হইল। লুব্ধ জনের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা যেমন ক্ষয় হয় না, তদ্রূপ তাঁহারও রাত্রি ক্ষয় হইত না।

রাজাকে পরোপকারে উদ্যত দেখিয়া আকাশ-দেবতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, হে ভূপাল! উপায় থাকিতে কেন তুমি চিন্তা করিতেছ? যাহারা

মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বুদ্ধকে প্রণাম ও পূজা করেন, তাঁহারা মহাপুণ্যবান। তাঁহাদের আজ্ঞা দেবগণও সুবর্ণসূত্র-গ্রথিত বিচিত্র মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করেন।

রাজা এই কথা শুনিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে বুদ্ধকে ধ্যান করিয়া বলিলেন, যিনি সত্ত্বগুণে স্মেরবদন, যাঁহার করুণাজ্যোৎস্না দ্বারা চতুর্দিক পূরিত হইয়াছে, সকলের মোহান্ধকার নাশের জন্য যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিত্যানন্দরূপ পরমামৃত বর্ষণ করেন, সেই তাপনাশক বুদ্ধরূপ পূর্ণচন্দ্রকে বন্দনা করি। যাঁহারা চিত্তকে বশীভূত করিয়া বিষয়-সঙ্গ-দোষ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন এবং পরম পারমিতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল পরহিতাভিলাসী ও সিদ্ধসংকল্প মহাজনগণ আমার কুশল বিধান করুন।

রাজা ভক্তিপূর্বক এইরূপ প্রণিধান করায় ষষ্টি সহস্র সংখ্যক অর্হৎগণ চতুর্দিক হইতে সত্বর তথায় সমাগত হইলেন। তৎপরে ইন্দ্র নামক ভিক্ষু রাজার একটি স্বর্ণময় মূর্তি এবং নাগরাজের অন্য একটি মূর্তি নির্মাণ করাইলেন। তৎপরে রাজার মূর্তিটি ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল এবং নাগরাজের মূর্তিটি নত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

রাজা যত রত্নত্রয়ের অর্চনা করিলেন, ততই নাগমূর্তি নত হইল এবং রাজমূর্তি উন্নত হইল। তৎপরে রাজা পুনর্বার তাম্রলেখ প্রেরণ করিলে নাগপুঙ্গবগণ বণিকগণের সমস্ত রত্নভার স্কন্ধে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বণিকগণকে সেই সমস্ত নাগাহৃত ধনরত্ন প্রদান করিয়া ও নাগগণকে বিদায় দিয়া জিনশাসনে সমধিক আদরবান হইলেন। তিনি রাজোচিত উপচার দ্বারা অর্হৎগণের পূজা করিয়া দৃঢ় সংকল্প দ্বারা বুদ্ধ দর্শনে সমুৎসুক হইলেন।

বুদ্ধ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন এখন দুর্লভ। রাজা উপগুপ্তকে বুদ্ধের তুল্য গুণবান শুনিয়া দূত দ্বারা উরুমুণ্ডে অবস্থিত ভক্তবৎসল উপগুপ্তকে সমাদরে আনয়ন করাইলেন। রাজা অশোক উপগুপ্তকে পূজা করিয়া তাহা হইতে সদ্ধর্মরূপ কুশল লাভ করিয়া সতত রত্নত্রয়ের অর্চনাপরায়ণ হইলেন। রাজা অশোক এইরূপ জিনস্মরণদ্বারা সহসা উদিত মহাপুণ্য সম্পদ দ্বারা নাগগণেরও মস্তকে পুষ্পমালার ন্যায় নিজ শাসন আরোপিত করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম পল্লব
পৃথিবী প্রদানাবদান

যাঁহারা দানোদ্যত হইয়া পূর্ণাঙ্গ পুণ্যদ্বারা রমণীয়, বিপুল মধ্যদেশসমন্বিত এবং নিজ দেহরূপ বৎসসমন্বিত পৃথিবীরূপ গাভী অবলীলাক্রমে প্রদান করেন, তাঁহাদের পুণ্য কেন সকলের প্রণম্য হইবে না ?

রাজা অশোক প্রভৃত দানাভ্যাসবশতঃ অভ্যাগত অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি রাজোচিত ভোজন, আভরণ ও বস্ত্র প্রদান দ্বারা সতত নিজ গৃহে তিন লক্ষ ভিক্ষুর পূজা করিতেন। রাজা অশোক স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, তিনি শত কোটি সুবর্ণ দান করিবেন। কুশলশালীদিগের সত্ত্বগুণই স্থিরতর কোষস্বরূপ। প্রভূত বৈভবশালী, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি রাজা অশোক ষড়বিংশতি বর্ষ সাম্রাজ্য করিয়া ষন্নবতি কোটি সুবর্ণ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিলেন।

তৎপরে রাজা ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া গ্লানিপ্রাপ্ত হইলেন। পুণ্যই চিরস্থায়ী হয়, দেহ চিরকাল থাকে না। রাজা আসন্নকাল নিশ্চয় করিয়া কুক্কুটারামস্থিত ভিক্ষুগণকে ধন প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদীয় পৌত্র লোভান্ধ সম্পদী দান পুণ্যপ্রবৃত্ত রাজার দানাজ্ঞা নিরোধ করিয়া কোষাধ্যক্ষগণকে ধন দিতে নিষেধ করিলেন।

পৌত্র দানাজ্ঞার প্রতিষেধ করিলে রাজা নিজ ঔষধ আমলকীর অর্ধখণ্ড সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাহাই প্রদান করিলেন। তৎপরে রাজা বুদ্ধিমান মন্ত্রী রধিগুপ্তের পরামর্শে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমস্ত পৃথিবী প্রদান করিলেন। তিনি গঙ্গাপ্রবাহ দ্বারা রমণীয় চতুঃসাগরে বেলাভূমিরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ও মলয়-পর্বত-ভূষিত নিখিল পৃথিবী প্রদান করিয়া যে পুণ্য লাভ করিলেন, তাহা পরিমাণ করা যায় না।

ষন্নবতি কোটি সুবর্ণ দানে বিখ্যাত রাজা অশোক স্বর্গগত হইলে তদীয় পৌত্র সম্পদী মন্ত্রীর কথানুসারে অবশিষ্ট চতুঃকোটি সুবর্ণ প্রদান করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে পৃথিবী ক্রয় করিয়া লইলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম পল্লব
প্রতীত্যসমুৎপাদাবদান

অবিদ্যারূপ মূল হইতেই এই সকল সংসারবৃক্ষের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য হইয়াছে। ইহা বুঝিতে, বলিতে ও বিনাশ করিতে সর্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহই পারে না।

পুরাকালে অশেষদর্শী ভগবান জিন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে অবস্থিতিকালে ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন, হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের মন প্রজ্ঞার আলোকে নির্মল হইয়াছে; অতএব মঙ্গল লাভের জন্য প্রতীত্য সমুৎপাদের কথা শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অবিদ্যাই বাসনা এবং ইহাই দুঃখময় বিপুল সংসাররূপ বিষবৃক্ষের মূলবন্ধন বিধান করে। অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক নামক তিনটি সংস্কার হয়। এই সংস্কার হইতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানময় মন উদিত হয়। মনদ্বারা সংজ্ঞা ও সন্দর্শন নামক নাম ও রূপের প্রত্যয় হয়। তৎপরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয়ে ষড়ায়তন নামক অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির উদ্ভব হয়।

এই ষড়ায়তন সংশ্লেষকেই স্পর্শ বলে এবং এই স্পর্শের অনুভবকে বেদনা বলে। বিষয়সংশ্লেষে অনুরাগবশতঃ তৃষ্ণার উদ্ভব হয়, তৃষ্ণা হইতেই কামাদির উপাদান প্রবর্তিত হয়। এই উপাদান হইতেই কামনার অনুরূপ বিচিত্র সংসারের সৃষ্টি হয় এবং নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জন্মগ্রহণ করিলেই জরা, মরণ ও শোকাদি হইয়া থাকে। অতএব মূল অবিদ্যার নিরোধ করিলে ক্রমে সকলই ব্যুপরত হয়। তোমরা বিজন বনবাসী ও শান্তিনিরত; এজন্য তোমাদের নিকট আমি এই অবিদ্যাসম্ভূত বহুপ্রকার প্রতীত্য সমুৎপাদের কথা বলিলাম। ইহা তোমরা ভালরূপে চিন্তা করিবে। ইহা সম্যকরূপে জানিতে পারিলে কালক্রমে তন্মুতা প্রাপ্ত হইবে এবং তন্মুতর হইলে ইহা অক্লেশেই নিবারণীয় হইবে।

ষটসপ্ততিতম পল্লব

বিদুরাবদান

ঈর্ষাবশতঃ প্রতপ্তচিত্ত কামিগণের চিত্তে সততই ক্রোধোদয় হয়। লোক ক্রোধান্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ ঘোর অন্ধকারময় মহাগর্তে পতিত হয় এবং তথা বিষম নরক-ক্লেশবশত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া কল্পান্তকাল ক্ষুরশয্যাসদৃশ বিষম ক্লেশকর নরক-ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীতে অজিরবতী নদীতীরে গিয়াছিলেন এবং তথায় একটি বিকৃতাকার মহাকায় প্রাণী দেখিয়াছিলেন। উহার ব্রণোদ্ভূত কৃমিকুল দংশন করায় সে ব্যথাবশতঃ চীৎকার করিয়া নরকবাসের যন্ত্রণা ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। সর্বজ্ঞ ভগবান মহাকায় প্রাণীকে দেখিয়া করুণাবশতঃ নদীতীরে পৌরজন-কল্পিত আসনে উপবেশন করিলেন এবং সেই জাত্যন্ধ মহিষোপম, বিকৃতাকার প্রাণীকে সমাধিদ্বারা জাতিস্মর করিয়া বলিলেন, বিদুর। তুমি কি ছিলে ও কোন্ ক্রূর কর্মের ফল ভোগ করিতেছ, বলিতে পার? তোমার দৌর্জন্য-জননী বুদ্ধির কথা স্মরণ হয় কি?

সে ভগবানের এই কথা শুনিয়া মনুষ্যের ন্যায় বলিল, হে ভগবন! আমি তীব্র পাপের বিপুল ফল ভোগ করিতেছি।

সে জাতিস্মর হইয়া এই কথা বলিলে জনগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল এবং ভিক্ষু আনন্দ কৌতুকবশতঃ ভগবানকে উহার পাপ কর্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান্ আশ্চর্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরীতে বিদুর নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি অশোক-বৃক্ষে কামিনীগণের চরণাঘাতপ্রিয় ছিলেন।

একদা রাজা বিদুর বসন্ত কালে মন্দানিলচালিত লতাদ্বারা শোভিত ও মধুপ-ঝঙ্কারে রমণীয় বিলাস-কাননে বিহার করিতেছিলেন এবং রাজবধূগণ নূপুর-শব্দে বিহঙ্গগণকে ব্যাকুল করিয়া পুষ্পচয়ন করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। রাজবধূগণ বিলাস-বনের একপ্রান্তে দেখিলেন যে, শান্তিময় একটি প্রত্যেকবুদ্ধ

তথায় বিশ্রাম করিতেছেন এবং অর্হদগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। পর্যাঙ্কসনে উপবিষ্ট ও ধ্যানস্তিমিতলোচন প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া সহসা রাজবধূগণের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যানান্তে প্রত্যেকবুদ্ধ তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ অমৃতময় ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং রাজবধূগণ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্বক বসিয়া রহিলেন।

রাজা তথায় আসিয়া স্ত্রীগণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধবশতঃ শুদ্ধশীলা নারীগণের শারীরিক দণ্ডের আদেশ করিলেন। সেই পাপে ইনি কদর্যাকৃতি যক্ষ হইয়া বহুকাল নরক-সঙ্কটে অক্লান্ত কীট কর্তৃক ভক্ষ্যমানদেহ হইয়াছেন। দেখ, ইহার জুগুপ্সিত দেহ আপাদ-মস্তক অনেক প্রকার ব্রণাকীর্ণ ও কৃমিকুলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

এ ব্যক্তি কল্পান্তে নরকভোগের পর চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৃগয়াকালে একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে হত্যা করিবে। পুনর্বার নরকক্লেশে শীর্ণকায় হইয়া অগণ্যকালের পর মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে পাপক্ষয় হইলে দীর্ঘ ক্লেশানলে উদ্বিগ্ন হইয়া উত্তর নামক শাস্তার উপদেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। তৎপরে একটি উদ্যানে কাশীরাজার কান্তাগণ কর্তৃক ঈর্ষাকোপবশতঃ অত্যুগ্র শারীরিক নিগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে ইহার তীব্র দুঃখানলের অবসান হইবে। শাস্তার এই কথা শুনিয়া সকলে তখন বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেখানে যাঁহারা ভগবানের উপদেশ শুনিতেছিলেন, তাঁহারা ভবভয় ও ক্লেশের চিন্তায় আকুল হইলেন, কিন্তু শাস্তার আহ্লাদজনক, কুশলময় উপদেশরূপ অমৃতধারা দ্বারা তাঁহাদের আশয় প্লাবিত হওয়ায় শান্তিরূপ কুসুমের সৌরভে আনন্দিত হইলেন তাঁহাদের সে মনস্তাপ কোথায় চলিয়া গেল।



সপ্তসপ্ততিতম পল্লব

কৈনেয়কাবদান

খল জনের উৎকর্ষ হইলে সকলেরই গুণের গ্লানি হইয়া থাকে। মহাত্মগণের প্রভাব জগতের অভ্যুদয়ের জন্যই হয়।

পুরাকালে ভগবান সুগত যখন মায়াবন প্রান্তে স্বভাগার নামক গুহামধ্যে

ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তীব্র বজ্রনির্ঘোষ ও শিলাবৃষ্টিপাতে বৃষ ও কর্ষকগণ নিষ্পিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ভগবান মেঘের গর্জন শুনিতে পান নাই।

অতঃপর ভগবানের ধ্যানাবসানে ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়, বিরূপাক্ষ ও ধন নামক চারিজন দেবতা ভগবানের প্রবচন শ্রবণ করিবার জন্য মন্দাকিনীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রত্ন ও কুসুম বিকীরণ করিয়া ভগবানের পাদবন্দনা করিলেন। এই চারিজনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূঢ়ক আচার্যজাতীয় ছিলেন এবং অন্য দুইজন ক্রুবজাতীয় ছিলেন। ভূতভাবন ভগবান তখন তাঁহাদের নিজাভ্যস্ত ভাষায় সদ্ধর্মদেশনা করিলেন। তাহা দ্বারা তাহারা ভগবানের উপদিষ্ট ধর্মে বিচক্ষণ হইলেন।

তাঁহারা শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হইয়া রত্নত্রয় অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটি আশ্রয় করিয়া ভগবানের পাদ বন্দনাপূর্বক বিমান দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদের পূর্বপুণ্য কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান বলিলেন, পুরাকালে অল্পাশ্বাস ও মহাশ্বাস নামে দুইটি নাগ ছিল। চুডি ও মিটিশ্বর নামক দুইটি গরুড় ইহাদের বিদ্বেষী ছিল। নাগদ্বয় কাশ্যপ নামক শাস্তার উপদেশ লাভ করিয়া বলবান হওয়ায় গরুড়দ্বয় তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না। তখন বিদ্বেষ, স্পর্ধা ও অভিমানবশতঃ গরুড়দ্বয়ও কাশ্যপ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া রত্নত্রয়ের শরণাগত হইল। তাহারই দুই জন নাগাচার্য জাতীয় ধৃতরাষ্ট্র ও বিরূঢক হইয়াছেন। এই সেই ক্রুর সুপর্ণদ্বয় বিরূপাক্ষী ও ধন হইয়াছেন।

সেই বনপ্রান্তবাসী কৈনয়ক নামক মুনি ভগবান জিনের এইরূপ পবিত্র সুবচনামৃত শ্রবণ করিয়া, তদীয় প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহারই শরণাগত হইলেন এবং অনাগামি-ফললাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইলেন, শৈল নামক তদীয় ভাগিনেয়ও সেইরূপ বিনয় আশ্রয় করিয়া অনাগামি-ফললাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিলেন।

ইহারা দুই জন ভগবানের ধর্মোপদেশে প্রসন্নচিত্ত হইয়া, অনুগগণ সহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্লাঘনীয় অর্হৎ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে ভগবানের আজ্ঞায় কফিন, শারিপুত্র ও মৌদগল্য এই তিনজন ভিক্ষু অবশিষ্ট সকলকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।

ভিক্ষুগণ কৈনেয় ও শৈলের পরম চিত্তপ্রসাদ দেখিয়া ভগবানের নিকট তাহাদের পূর্বপুণ্য-কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান বলিলেন, ইহারা দুই জন পূর্বজন্মে

বারাণসী নগরীতে অজ ও অজন নামে ধর্মনিরত গৃহস্থ ছিলেন। ইহারা ব্রহ্মচর্য পালন পূর্বক গুরু কাশ্যপের নিকট এইরূপ প্রণিধান করায় অন্ত প্রশান্তভাব পাইয়াছেন।

ভিক্ষুগণ ভগবৎ কথিত পবিত্র মুনিবরদ্বয়ের প্রণিধান-জনিত ফল শ্রবণ করিয়া প্রশান্তিযোগ দ্বারা সংসাররূপ সর্পের অভিভব জন্য সচেষ্ট হইলেন।



অষ্টসপ্ততিতম পল্লব

শক্র-চ্যবনাবদান

যাঁহারা দেবরাজের প্রতিও অমঙ্গলের শান্তিবিধায়িনী নিজ সদয় দৃষ্টি নিপতিত করেন, সেই সকল মহাজনের প্রভাব-মাহাত্ম্য কৌতুকের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

পুরাকালে সভাসীন দেবরাজ ইন্দ্র নিজ স্বর্গচ্যুতির লক্ষণ দেখিয়া সিংহাসনগত হইলেও সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মস্তকস্থিত মন্দারমালা অপুণ্যবশতঃ তারুণ্যহীন কান্তির ন্যায় ম্লানতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার কীর্তির ন্যায় শুভ্র তিলকমধ্যে তাহার বিলোপ সাধনের জন্য নব অপবাদের ন্যায় স্বেদবিন্দু সকল স্থান প্রাপ্ত হইল। পতনকাল আসন্ন হওয়ায় ইন্দ্রের চিত্ত চিন্তাক্রান্ত হইল। ধৃতি যেন ঈর্ষাবশতঃ রুষ্ট হইয়া দূরদেশে প্রস্থান করিল। ইন্দ্রানী ইন্দ্রকে শোকাক্রান্ত দেখিয়া সভয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—এই আসন্ন নিপাতকালে কোন একটি অবলম্বন চিন্তা করুন।

ত্রিভুবনমধ্যে বিপদের অলভ্য কিছুই নাই, যেহেতু তুমি ত্রিভুবনের অধিপতি হইলেও তোমারও এরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। আপদ গুণাগ্রাহী ব্যক্তির ন্যায় যত্নপূর্বক অন্বেষণ করিয়া খল জনকে বর্জনপূর্বক সজ্জ ইচ্ছা করে। হে বিভো! আপনি স্বয়ং জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এই বিপদে রক্ষাকারী কোন একটি শ্রমণের অন্বেষণ করুন। শ্রমণগণের বিপুল প্রভাব ও উৎকর্ষের কথা অনেক শোনা যায়। তাঁহাদেরই পুণ্যে অনেকে কুশল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দেবরাজ শচীর এইরূপ কথা শুনিয়া তদনুসারে পৃথিবীতে আগমনপূর্বক শ্রমণগণকে ক্লেশ-নাশের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভাবাভিমানী শ্রমণগণ ইন্দ্রের পরিচয় পাইয়াই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য নতানন হইলেন। যাহারা আমাকেই প্রণাম করিতেছে, তাহারা আমাকে কি রক্ষা করিবে? এই ভাবিয়া দেবরাজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে তিনি পরমামৃতপ্রাপ্ত সুগতের কথা অবগত হইয়া আসন্ন বিপৎকালে তাহাকেই পরিত্রাণকর্তা স্থির করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র ইন্দ্রমাল-গুহামধ্যস্থিত তেজোধাতু সম্পন্ন তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য অনুগগণ সহ তথায় গমন করিলেন।

শচীপতি ইন্দ্র অনুগগণ সহ গুহার নিকটে গিয়া পঞ্চশিখ নামক গন্ধর্ব পুত্রকে আদর সহকারে বলিলেন, তুমি নিজ কলাবিদ্যার কৌশলে তেজোধাতু-সম্পন্ন ভগবান তথাগতকে প্রবোধিত কর। যে ব্যক্তি আশয় না জানিয়া, অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই অসময়ে প্রবেশ করে, সে সজ্জনের অবমানের পাত্র হয়।

সুররাজ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া গন্ধর্ব-বালক বৈদূর্যদণ্ড যুক্ত বীণাটি সুস্বরবৎ করিলেন।

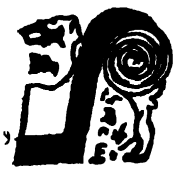
গন্ধর্ব বালক স্বভাব মধুর স্তুতি গান দ্বারা ভগবান জিনকে বিবোধিত করিয়া ইন্দ্রের ভগবদ্দর্শনে অবসর করিয়া দিলেন।

তৎপরে দেবরাজ দেবগণসহ গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া হর্ষ-জনক ও প্রশমামৃত-বর্ষী সুগতকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রণামার্থ নতানন হইয়া মস্তকস্থিত মন্দার-পুষ্পের মকরন্দ দ্বারা শাস্তার পাদ-নখ-দর্পণের মার্জন করিলেন।

তৎপরে জিন গুহাপ্রবিষ্ট ইন্দ্রের চিত্তপ্রসাদ বিধান করিলেন, যদ্দারা সত্য-দর্শন হওয়ায় ইন্দ্র ধর্মচক্ষু হইলেন। ইন্দ্র সহসা স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনর্বার নিজ আসন প্রাপ্ত হইলেন। সেই পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার স্বর্গচ্যুতির লক্ষণ সকল প্রশান্ত হইল। ইন্দ্র যাবজ্জীবন সুগতের শরণাগত হইলেন। তিনি দুঃখমুক্ত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র গন্ধর্ব-বালক পঞ্চশিখকে তুম্বুরুসুতা ললিতা নাম্নী একটি দেবকন্যা প্রদান করিলেন। সজ্জনের পক্ষে পরকৃত উপকার ঋণবৎ চিন্তাজনক হয়।

ইন্দ্রের এইরূপ কুশল-লাভ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, পুরাকালে শোভবতী নগরীতে শোভাখ্য

রাজা ককুৎসন্দ নামক শাস্তার শরীরাংশ লইয়া একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যপ্রণিধান-যোগে সেই রাজা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ধর্মানুগত বিভূতি লাভ করিয়াছেন। ভগবান এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।



ঊনাশীতিতম পল্লব

মহেন্দ্রসেনাবদান

গৃহরাক্ষসীসদৃশ স্ত্রীগণ কর্তৃক বিমোহিত-বুদ্ধি পুরুষ সুখবাঞ্ছাবশতঃ ধনার্জনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সে জন্য পুরুষের দেহে যে সকল কঠোর ক্লেশ পতিত হয়, একেবারে শান্তিলাভ ব্যতীত ঐ সকল ক্লেশের শান্তি হয় না।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে জীবশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি অধ-বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। জীবশর্মা জরাশুভ্রকেশ হইলেও স্নেহবশতঃ বন্ধুগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ধর্মানুরোধে দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তরলনয়না তরলিকানাম্নী তরুণী তদীয় পত্নী সম্ভোগলুব্ধ জীবশর্মার তত অধিক প্রিয় হয় নাই। তরলিকার জীবশর্মার প্রতি অত্যন্ত অরুচি ছিল এবং তজ্জন্য তাহার মনস্তাপও হইয়াছিল। স্ত্রীগণ প্রায়ই অভক্তের প্রতি অনুরক্ত ও আসক্তের প্রতি বিরক্ত হয়।

তরলিকা ভাবিত যে, আমার অপুণ্যবশতঃ এই পূর্ণ যৌবনে নিতান্ত অযোগ্য এই জরাশুভ্র-কেশ পতি সংঘটিত হইয়াছে। বৃদ্ধের তরুণী-সম্ভোগে শরীর ক্ষয় হয়। জরা যেন বাৎসল্যবশতঃ কেশগ্রহণ দ্বারা ইহা নিষেধ করিতেছে। বৃদ্ধ লোক ঈষৎ সঙ্কোচবশতঃ বক্র হইয়া যেন হারিত নিজ যৌবন-মণি অন্বেষণ করিবার জন্য পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমন করে। বুদ্ধিমান বৃদ্ধ যদি পরলোকের জন্য পর-ভোগ-প্রণয়িনী তরুণীকে আনিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাই করিব। ইনি গৃহমধ্যে থাকিলে গুপ্ত কামুকগণ নিরর্গলভাবে ও প্রেমবশতঃ নির্দয়রূপে আমাকে সম্ভোগ করিতে পারিবে না।

তরলিকা এইরূপ ভাবিয়া পতির নিকটে আগমনপূর্বক লজ্জা, বিনয় ও

আভিজাত্যের অনুকরণ করিয়া বলিল, আপনি গৃহাসক্ত হইয়া নিষ্কর্মা ও সুখৈষী হইয়াছেন, ইহাতে আপনি নিজ হস্তে দুঃসহ দারিদ্র্য আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। যে ব্যক্তি উদ্যমহীন ও আলস্যপ্রিয়, তাহার পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য বিবাহ করা উচিত নহে। যে গৃহস্থ আলস্যবশতঃ গৃহকোণ ত্যাগ করে না, তাহার মুগ্ধ অঙ্গনাগণ কি ধনার্জনের জন্য বিদেশে নির্গত হইবে? যেখানে পুরুষ উৎসাহযুক্ত হইয়া ব্যবসায়ার্থ বহির্দেশে গমন করে এবং স্ত্রী গৃহকার্যে রত থাকে, সেখানে সকল সম্পদ হয়। নিষ্কর্মা লোকের গৃহ বসন-ভূষণ বর্জিত হয় এবং অঙ্গনাগণ মলিনবেশে গৃহকোণে বসিয়া থাকে। শয্যা, আসন—সকলই ছিন্ন এবং জলপাত্র ঘটটি পর্যন্ত স্ফুটিত হয়। দাস বা গৃহোপকরণ কিছু থাকে না। ঘোল টানার শব্দ সে বাটীতে শুনা যায় না। অধিক কি, সকল প্রকার ভোগ ও উৎসবহীন হয়।

জীবশর্মা পত্নী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ধনার্জনের জন্য প্রস্থান করিলেন। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া লোক বিষয়-গর্তে পতিত হয়।

তিনি সাগরান্তা বসুধা ভ্রমণ করিয়া প্রতিগ্রহ দ্বারা সুবর্ণ ও বস্ত্রে পূর্ণ হইয়া কিছু কাল পরে নিজ নগরীতে আসিলেন। গৃহোৎকণ্ঠাবশতঃ ও ধনভার-বহনে ক্লান্ত হইয়া নগরী প্রান্তে কানন মধ্যে বিশ্রামকালে দস্যুগণ তাঁহার সমস্ত অপহরণ করায় তিনি শরীরমাত্র শেষ হইলেন। লোক সুখার্থী হইয়া নিজ সামর্থে যে অর্থ উপার্জন করে তাহা বিধাতার ইচ্ছা না থাকিলে মরুভূমিতে বারিকণার ন্যায় উপিয়া যায়।

জীবশর্মা ভাবিলেন, হায়! আমি বহু যত্নে যে ধনার্জন করিয়াছি, তাহা অভাগ্যবশতঃ স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় হইয়া গেল। আমি শূন্যহস্তে ধনার্থিনী পত্নীর নিকটে গেলে অবমাননারূপ উগ্র বিষযুক্ত কটুবাক্য শ্রবণে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব এখনই এই স্থানে পাশ দ্বারা উদ্বন্ধন করাই আমার শ্রেয়। দারিদ্র্যের উপদ্রবে ক্রূর ও স্ত্রীরূপ অস্ত্রযুক্ত গৃহ আমি সহিতে পারি না।

জীবশর্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া কণ্ঠে লতাপাশ নিবেশিত করিলেন। যাহারা তীব্র ক্লেশে বিষণ্ণ, তাহাদের মরণই পরম বন্ধু।

ইত্যবসরে কৃপাসিন্ধু, ভূতভাবন, ভগবান সর্বজ্ঞ জীবশর্মার দুঃখ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার জন্য সেই বনে আগমন করিলেন। তিনি দয়াপূর্বক তাঁহাকে আশ্বাসিত করায় ব্রাহ্মণ পাশ-মোচন করিয়া তৎপ্রদত্ত নিধি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গৃহে গেলেন। তাহার ভার্যা ধন পাইয়াও তাঁহার প্রতি অনুকূল হইল না। পরস্পর্শানুরাগিণী নারী ধন দ্বারা তুষ্ট হয় না।

জীবশর্মা কালক্রমে সম্ভোগ-সুখ সত্ত্বেও উদ্বিগ্নমনা হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, সংসারে বস্তুতঃ কোন সুখ নাই। এই সংসারে দারিদ্র্যতুল্য দুঃখ নাই। ধনার্জন করা তাহা অপেক্ষাও দুঃখকর। সুখলেশযুক্ত ধনোপভোগ পদে পদে দুঃখশত প্রসব করে। বিরক্ত জীবশর্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া জেতকাননে গমন-পূর্বক সংসারোচ্ছেদের জন্য শাস্তার শরণাগত হইলেন। ভবরোগের বৈদ্য ভগবান তাঁহার আশয়, অনুশয়, ধাতু ও গতি বুঝিয়া ধর্মরূপ ভৈষজ্য প্রদান করিলেন। তিনি সত্য দর্শন করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া সর্বক্লেশ নাশযোগ্য অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন।

জীবশর্মার এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধি দেখিয়া বিস্ময়বশতঃ ভিক্ষুগণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, পুরাকালে বারাণসী নগরীতে মহেন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। সর্বপ্রাণীতে দয়াই তাঁহার প্রধান প্রিয় ছিল। বহু দেশ হইতে দুর্গতিগ্রস্ত জনগণ আসিয়া সন্মার্গস্থিত ছায়া বৃক্ষের ন্যায় ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত।

একদা প্রতিপক্ষ সামন্ত-রাজগণ ইঁহার নগর অবরুদ্ধ করিলেও ইনি ক্রোধ করিলেন না এবং প্রাণিহিংসাকর যুদ্ধে ইঁহার ইচ্ছা হইল না। মন্ত্রিগণ বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে নিরুৎসাহ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, ধন গ্রহণ পূর্বক শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিল।

অতপর প্রাণিবধে উদ্বেগবশতঃ রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া একাকী অলক্ষিত-ভাবে ক্ষমাক্ষেত্র কাননে চলিয়া গেলেন। দুর্জন অমাত্যগণ প্রভুভক্তি ত্যাগ করিয়া সৌজন্য ও লজ্জা ত্যাগ পূর্বক লোভান্ধ হইয়া প্রতি সামন্তকেই রাজা করিল।

নূতন রাজার পার্শ্বে নূতন ভাবই প্রকাশ পাইল। কেবল নিজ প্রভুত্যাগী অমাত্যগণে অনৌচিত্যভাব সংলগ্ন হইল। নূতন রাজার দ্বারস্থগণ মন্ত্রিগণকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করায় তাহারা খেদে ও লজ্জায় নিশ্বাস ত্যাগপূর্বক আত্মনিন্দা করিতে লাগিল, পেশলস্বভাব, সুলভদর্শন প্রভু মহেন্দ্রসেনকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা পরদ্বারে পাপ-তাপ সহ্য করিতেছি। হে নীচোমুখ শঙ্খমূর্খ! তুমি হৃদয়হীন। যেহেতু তুমি দেবাসুরগণের রত্নপ্রদাতা, লক্ষ্মীর আশ্রয়, স্বচ্ছ পয়োনিধিতুল্য রাজা মহেন্দ্রসেনকে ত্যাগ করিয়াছ, এখন তুমি কুরাজার দ্বারে গড়াগড়ি দিতেছ। নতমুখে উচ্চস্বরে কেন রোদন করিতেছ? নীরবে বসিয়া থাক।

মন্ত্রিগণ নূতন রাজার তীব্র প্রতাপে এইরূপ অনুশোচনা করিয়া মহেন্দ্রসেনের দর্শনে ইচ্ছুক হইল।

এই সময়ে কৌশিক নামক একটি যাচক ব্রাহ্মণ শান্তিবনস্থিত রাজা মহেন্দ্র-সেনের নিকট আগমন করিল। রাজা ফলমূল দ্বারা ব্রাহ্মণের আতিথ্য করিলে, তিনি বিশ্রান্ত হইয়া রাজার জিজ্ঞাসানুসারে তথায় আগমন কারণ বলিতে লাগিলেন। সমস্ত প্রার্থিগণের কামনার কল্পবৃক্ষসদৃশ রাজা মহেন্দ্রসেনের নিকট ধন যাচঞা করিবার জন্য আমি যাইতেছি।

রাজা এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং আশাবশতঃ সমাগত অর্থীর বৈমুখ্য জন্য দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক তাহাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমিই সেই মহেন্দ্রসেন। আমি রাজ্যহীন, আমায় ধিক! তুমি অর্থী বিমুখ হইয়া আমাকে সন্তাপ দিতে আসিয়াছ। শুষ্ক বৃক্ষসদৃশ আমার এই নিষ্ফল দেহের আর আবশ্যক কি? অর্থিগণ আশাভঙ্গবশতঃ পরিম্লান আমার মুখ বিলোকন করে।

ব্রাহ্মণ রাজার এই কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হওয়ায় মূর্ছিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শিলাহতবৎ বলিলেন, হে ভূপাল, আমার অভাগ্যবশতঃ আপনি বিভবহীন হইয়াছেন। আপনার ন্যায় সুলভ দাতা ত্রিভুবনে আর কোথায় পাইব? আপনি সন্তোষাভরণে ভূষিত হওয়ায় রাজ্যাপেক্ষা আপনার অধিক শোভা হইয়াছে। প্রার্থিগণেরই অভাগ্য তাহাদের আর অন্য আশ্রয় নাই। লক্ষ্মী চঞ্চলতাবশতঃ রত্নাকরকে ত্যাগ করিলেও তাহাতে তাহার কিছুই হীনতা হয় নাই। লক্ষ্মী এখন নীচ, খল ও লুব্ধের গৃহেই অবসন্ন হইতেছেন। এখনও তাহার সৎপুরুষের আশ্রয়লাভে হর্ষপ্রাপ্তি হয় নাই।

নৈরাশ্য-বিষে আতুর ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া কলত্র ও বৃত্তি-বিচ্ছেদবশতঃ দুঃখে মরিতে উদ্যত হইলেন।

করুণাসিন্ধু ও প্রার্থিগণের পরমবন্ধু রাজা তাঁহার কণ্ঠগত পাশ অপনীত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া প্রতিপক্ষ রাজার নগরীতে লইয়া যাও। সে আমায় বধ করিয়া তোমাকে বাঞ্ছিতাধিক ধন প্রদান করিবে।

রাজা এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া ধনতৃষ্ণাবশতঃ অর্থিবান্ধব রাজাকে বদ্ধ করিয়া লইয়া গেল।

প্রতিপক্ষ সামন্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক আনীত রাজাকে দেখিয়া এবং সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাজাকে প্রশংসা করিলেন। প্রতিসামন্ত ব্রাহ্মণকে

ধন দিয়া রাজাকে নিজ পদে স্থাপিত করিলেন এবং পদানত হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।

আমিই রাজা মহেন্দ্রসেন ছিলাম। সেই দরিদ্র যাচক কৌশিক ইহজন্মে জীবশর্মা হইয়াছেন। ভগবান জিন নিজমুখে এইরূপ নিজ চরিত বলিলেন।

আশীতিতম পল্লব

সুভদ্রাবদান

পরোপকার সম্পাদনে সতত উদ্যত সজ্জনগণ বহুতর আত্মক্লেশ সহ্য করেন। ইহারা কদর্থিত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না এবং কেহ ইহাদের শিখা গ্রহণ করিলেও তাহাকে হিত কথাই বলিয়া থাকেন।

পুরাকালে সাধুস্বভাব শ্রীমান্ পুরন্দর প্রিয়জনের প্রীতিসম্পাদন-মানসে গন্ধর্বরাজ সুপ্রিয়ের গৃহে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় বহুমানপূর্বক গন্ধর্বরাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া আসন গ্রহণপূর্বক গন্ধর্বরাজকে বলিলেন, হে সুপ্রিয়! এস, আমরা পৃথিবীতে গমন করি। রাজা শুদ্ধোদনের পুণ্যের মহোদধিস্বরূপ একটি পুত্র হইয়াছে। তিনি শান্তিরূপ অমৃত পাইয়াছেন এবং জগতের কুশলের জন্য তাহা বিভাগ করিতেছেন। আমাদেরও তিনি শান্তি বিধান করিবেন।

ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া গন্ধর্বরাজ বলিলেন, সম্প্রতি আমি বীণাতে একটি গানের স্বর যোজনা করিয়াছি। এখন কিরূপে আমি যাইব? পরে ইহা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে।

গন্ধর্বরাজ এই কথা বলিলে ইন্দ্র বিমনা হইয়া নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। বিষয়াসক্তচিত্ত জনের কুশল কার্যে রুচি হয় না।

এই সময়ে পৃথিবীতে কুশিপুরীতে একটি সরোবর-তটে উদুম্বরবনমধ্যে যতিব্রত-ধারী সুভদ্র অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি নব মুকুলে পরিব্যাপ্ত উদুম্বর-বৃক্ষ-সকল দেখিয়া বিস্ময়ে বিকসিত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। জিন-জন্ম হইলে অথবা চক্রবর্তীর উদ্ভব হইলে এই উদুম্বর-বনে মুকুল-শোভা হয়, অন্যথা এরূপ হয় না। অথবা আমারই পুণ্যে এরূপ অদ্ভুত মুকুলোদ্ভব হইয়াছে। সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

অতঃপর দেবরাজ পুনর্বার সুপ্রিয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, সাধুজন নিজকার্য অপেক্ষা পরকার্যে অধিক উদ্যোগী হন। সুপ্রিয়! এস আমরা পৃথিবীতে যাই। ক্ষিতিতলের চন্দ্রস্বরূপ সুগত সদ্ধর্মোপদেশরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা জগৎ প্রকাশিত করিয়াছেন।

সুপ্রিয় তাহাকে বলিলেন, দেব! আমি বীণাতে গীতস্বর যোজনা করিয়াছি। পরে ইহা আমার পক্ষে সুকর হইবে না।

দেবরাজ এই কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। পুণ্যহীন ব্যক্তি অনায়াসলব্ধ অমৃত পান করে না।

সুভদ্রও কিছুকাল পরে উদুম্বর-বনের উৎফুল্ল কুসুমামোদে দিগন্তর আমোদিত হইয়াছে, দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, শাস্তার ধর্মপ্রবর্তন সময়ে অথবা চক্রবর্তীর বিজয়কালে এই উদুম্বরবনে পুষ্প বিকসিত হয়। অথবা আমার পুণ্যপ্রভাবে নিখিল বন পুষ্পিত হইয়াছে। সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে একটু দর্পিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর অর্হৎপদপ্রাপ্ত চুন্দ নামক একটি শ্রমণ তথায় আসিয়া নিজ ঋদ্ধি প্রদর্শন দ্বারা সুভদ্রকে পরাজিত করিয়া তদীয় দর্প দূর করিলেন।

কালক্রমে ভগবান জিন জগৎকার্য সম্পাদন করিয়া, রাত্রিশেষে শয়নে অবস্থিত থাকিয়া নিজ পরিনির্বাণ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন যে, আমি সকলকেই বিনয়ে অভিনিবেশিত করিয়াছি। কেবল সুভদ্র ও গন্ধর্ব সুপ্রিয় অবশিষ্ট আছে। সুভদ্র অক্লেশেই বিনয় লাভ করিবে, কিন্তু তারুণ্য ও বিভবে উন্মত্ত গন্ধর্ব সুপ্রিয়কে অতি কষ্টে অনুশাসন করিতে হইবে।

তথাগত এইরূপ চিন্তা করিয়া গন্ধর্বপুরে গমনপূর্বক সুপ্রিয়াপেক্ষা অধিক কান্তিশালী অন্য একটি গন্ধর্বরাজ নির্মাণ করিলেন। সেই নবনির্মিত গন্ধর্বরাজ সহস্র তন্ত্রীবিশিষ্টা ও বৈদূর্যদণ্ড শোভিতা বীণাবাদন দ্বারা স্পর্ধাপূর্বক সুপ্রিয়ের মদোচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা দুই জনেই প্রভাবদ্বারা তন্ত্রীবিচ্ছেদ হইলেও সমস্ত স্বরের মূর্চ্ছনা প্রদর্শন করিয়া উভয়েই সমান হইল। পরে গন্ধর্বনায়ক সর্বতন্ত্রীর বিচ্ছেদ দ্বারা অনেক কৌশল দেখাইলেন, সুপ্রিয় তাহা পারিলেন না।

অতঃপর সুপ্রিয় মান ও দর্প ত্যাগ করিলে ভগবান জিন প্রত্যক্ষ দেহ হইয়া তাহাকে শুদ্ধ সদ্ধর্ম উপদেশ করিলেন। জ্ঞানরূপ বজ্রদ্বারা সৎকায়-দৃষ্টি অর্থাৎ দেহকে চিরস্থায়ী বলিয়া যে ভ্রম, তদ্রূপ শৈল বিদারিত করা হইলে, প্রশান্তির জন্য সুপ্রিয়ের স্রোতঃপ্রাপ্তিফল বিধান করিলেন।

কালক্রমে উদুম্বর-বনের সেই রমণীয় কুসুম-সমৃদ্ধি বুদ্ধের সম্ভোগের ন্যায় ক্রমে ম্লান হইয়া গেল। সুভদ্র পুষ্পসকল ম্লান হইয়াছে দেখিয়া শোকে সমাক্রান্ত হইলেন এবং নিজের অপুণ্যের নূতন উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ভাবিলেন। উদুম্বর-বনদেবতা চিন্তানলসন্তপ্ত সুভদ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তুমি বৃথা বিষাদ করিও না। তোমার প্রভাবে বা পুণ্যে উদুম্বর-বন কুসুমিত হয় নাই এবং তোমার অপুণ্যেও ম্লান হয় নাই। ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

সুগতের জন্ম হইলেই এই সকল পুষ্পোদগম হইয়া থাকে এবং অনুত্তর-জ্ঞান লাভ হইলে চতুর্দিকে বিকশিত হয়। তাঁহার পরিনির্বাণকাল আসন্ন হইলে এই সকল পুষ্প ম্লান হইয়া পড়িয়া যায়। এখন তথাগত কুশিপুরীতে আছেন। শীঘ্রই তাঁহার পরিনির্বাণ হইবে।

সুভদ্র বনদেবতার এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, আমি শাস্তার নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা করিব, বহুদিন হইতে, আমার হৃদয়ে এই আশা ছিল। যাঁহারা শাস্তার ধর্মপ্রবচনকালীন মুখপদ্ম বিলোকন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদেরই সকল ক্লেশ দূর হইয়াছে এবং তাঁহারাই সম্পূর্ণ কুশল লাভ করিয়াছেন। এখন কাহার মুখচন্দ্র হইতে প্রবৃদ্ধ জ্ঞানালোকের প্রসারণে রমণীয় পুণ্যরূপ অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে? এই সংসাররূপ মরুভূমিবাসী লোক সকল কর্ণপাত্র দ্বারা শোকশান্তির সুহৃৎ ও তীব্র তৃষ্ণার্ত জনের বন্ধুস্বরূপ কাহার বাক্যামৃত পান করিবে? যেখানে ভগবান জিন আছেন, আমি সেই কুশিপুরীতে যাইব। যদি তাঁহার শেষ দর্শনও লাভ করিতে পারি।

সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া তনু অন্তর্হিত করিয়া ক্ষণমধ্যে মনোবেগে মল্লাশ্রয়া কুশিপুরীতে গমন করিলেন। তথায় অর্কশালায় কুসুমারামশায়ী জিনের দ্বাররক্ষক আনন্দের নিকট প্রবেশ প্রার্থনা করায় আনন্দ তাঁহাকে বলিলেন যে, ভগবান মন্দ মন্দ স্বরে ও উন্নত অঙ্গুলিচালনা দ্বারা প্রবেশ নিবারণ করিয়াছেন।

হে সুভদ্র! এখন তোমার প্রশ্নার্থ ব্যাখ্যা করিবার সময় নহে। তথাগত পরিশ্রান্ত হইয়া দেহ শান্তির জন্য বিশ্রাম করিতেছেন। লোক উপযুক্ত অবসর চিন্তা করে না এবং পরের ব্যথার বিষয় জানে না; কেবল স্বার্থসিদ্ধি চাহে। যে ব্যক্তি দেশ ও কাল বিচার না করিয়া সহসা প্রার্থী হয়, সে অভীষ্ট না পাইয়া লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া যায়। এখন জিনের দেহ-শান্তি সময়ে নদীসকল বেগ ত্যাগ করিয়া বিনতভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সমীরণও বেগে প্রবাহিত

হইতেছে না। এই সকল সত্ত্ব-পল্লব লতা ও তরুগণও আর চলিতেছে না; সকলই নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে।

আনন্দ যত্নপূর্বক এইরূপ পুনঃ পুনঃ বারণ করিলে সুভদ্র আশাভঙ্গবশতঃ উদভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমি আর্ত, অবসর জানি না। প্রসন্ন হও। দয়া করিয়া আমায় সুলভ জিনকে দেখাও। এরূপ নিষ্ঠুর হইও না। পথিকগণ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া শীতলতানুভবে আনন্দলাভ করে এবং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফলগ্রহণ দ্বারা বৃক্ষকে কত পীড়িত করে। আশ্রিতবৎসল ও সকলের সুলভাশ্রয় বৃক্ষের শাখা ভঞ্জন ও চর্ণবিচর্ণ করার জন্য ক্লেশ কে বিচার করিয়া থাকে?

সুভদ্র যত্নপূর্বক পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলেও আনন্দ তাঁহাকে গতি-প্রতিষেধ দ্বারা নিরানন্দ করিলেন।

সর্বজ্ঞ ভগবান্ শয়নের নিমিত্ত দেবালয় হইতে প্রেরিত শয্যা পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে আনন্দকে বলিলেন যে, সুভদ্র প্রবেশ করুক।

সুভদ্র প্রবেশ লাভ করিয়া দরিদ্র যেরূপ নিধি দর্শন করে, তদ্রূপ ভগবানকে দেখিয়া সজলনয়নে প্রণিপাতপূর্বক বলিলেন, ভগবন্! মনুষ্যলোকে এ কি দুর্ভাগ্য! আপনি ইহাকে ত্যাগ করিলে আলোকহীন মর্ত্যলোকের কি গতি হইবে? সূর্য সদৃশ আপনা ব্যতীত কোন্ জন জ্ঞানালোক দ্বারা মোহনিদ্রায় মুদ্রিত জগৎ-পদ্মের প্রবোধন করিবে? আপনি অকারণে সমস্ত জগতের উপকার করিয়া এবং সকলের সুলভ হইয়া কেন আমার পক্ষে দুর্লভ হইতেছেন? সুভদ্র প্রণয়পূর্বক এই কথা বলিলে প্রসন্নকান্তি ভগবান্ মুখপদ্ম উন্নত করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি সকল বস্তুরই অনিত্যতার বিষয় কি জান না? সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক। দেহ গ্রহণে আবার কিসের আগ্রহ? সূর্য একবার জগৎকে পরিভ্রমণ করিলে দিবা-রাত্রি-ঘটিত এক একটি দিন হয়, এরূপ কত দিন হইয়া গিয়াছে। এই সকল দিন অনবরত পরিভ্রমণশীল মহাকাল চক্রের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত মনুষ্য-জীবনের এক একটি খণ্ড মাত্র। এই সকল শৈল সবই বিদলিত হইবে। সমুদ্রগণও শুষ্ক হইয়া যাইবে। প্রাণিগণের আশ্রয় এই ভুবন প্রাণিগণসহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। চকিত হরিণীর লোচনের ন্যায় চঞ্চল এই অসার সংসারে বহুপরিচিত এই দেহ-সকল চিরস্থায়ী নহে।

ভগবান্ এইকথা বলিয়া সুভদ্রের প্রশান্তির জন্য প্রসাদ ও আনন্দময় ব্যক্ত সত্য পথের কথা কহিলেন, পথিক যেরূপ ভার ত্যাগ করে, তদ্রূপ সুভদ্র দণ্ড-কুণ্ডাদি সম্ভার ত্যাগপূর্বক আজ্ঞায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি অর্হৎপদ লাভ করিয়া সর্বক্লেশের সংক্ষয় হওয়ায় ভাবিলেন যে আমার এরূপ শিষ্যতা উচিত নহে। আমি সম্মুখে ভগবানের পরিনির্বাণ কিরূপে দেখিব? অতএব আমি পূর্বে দেহত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করি।

সুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া পঞ্চাধিষ্ঠান আশ্রয়পূর্বক সর্প যেরূপ খোলস ত্যাগ করে, তদ্রূপ পরিনির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সুভদ্রের দেহ-সংকারকালে ইনি কাহার সব্রহ্মচারী, এই কথা লইয়া তীর্থিকগণের সহিত ভিক্ষুগণের বিবাদ উপস্থিত হইল। সুভদ্রের সংকারকালে তীর্থিকগণ তাঁহার শিবিকা বহন করিতে না পারিয়া চলিয়া গেলে সমস্ত ভিক্ষুগণ বলিল যে. ইহার সমস্ত শরীরের উপর স্তূপ নির্মাণ করা বিধেয়, ভিক্ষুগণ তাহা সম্পাদন করিয়া সুগতের নিকট ইহার পূর্বে পরিনির্বাণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

সুগত ভিক্ষুগণকে বলিলেন যে, পূর্বকালে ইনি বারাণসীতে অশোক নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি কাশ্যপ নামক শাস্তার প্রাণসম সুহৃৎ ছিলেন। ইনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান কাশ্যপ হইতে ধর্মবিনয় উপদেশ পাইয়া দেবতাপ্রসাদে অর্হৎপদ পাইয়াছিলেন। ভক্তিশীল অশোক নিজ গুরুর সম্মুখে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দেবতা প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, ইনি যেরূপ কাশ্যপের পরিনিবৃত হইলেন, এইরূপ আমিও গুরুর সম্মুখে তাঁহার অগ্রগামিনী হই।

সেই দেবতাই এই সুভদ্র। ইনি শ্রদ্ধাবিশুদ্ধ সেই প্রণিধানবলে আমার সম্মুখে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পূর্বকালে পাশ্চমশয্যাস্থিত শাস্তা ককুৎসন্দের নিকট পঞ্চশত মুনি অর্হৎপদ পাইয়া ভক্তিপূর্বক অগ্রে দেহত্যাগ করিলেন দেখিয়া দেবতা স্বয়ং সেইরূপ প্রণিধান করিয়াছিলেন। সেই দেবতাই সুভদ্র হইয়াছেন। দেহে স্বভাবজাত এইরূপ মৃত্যুকালীন ক্লেশ আমি সহ্য করিয়া ইহাঁকে নিব্যর্থ করিয়া নিজ পদ প্রাপিত করিয়াছি।

ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন এবং আমি তাঁহার অশ্ব ছিলাম। শত্রুর তাড়নে প্রাণসংশয়কালে আমি অস্ত্রাহত হইয়াও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। পূর্বে কান্যকুব্জ-বনে আমি মৃগ-যূথপতি হইয়াছিলাম এবং সুভদ্রও যূথমধ্যে একটি মৃগ হইয়াছিল। মৃগয়াসক্ত রাজা কর্ণ সমস্ত বন সংরুদ্ধ করিলে নদীতীরে সংত্রস্ত মৃগগণের কোন উপায় হয় নাই।

আমি নদীতে অবতীর্ণ হইয়া নিশ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে ন্যস্তচরণ সেই সকল ভীত মৃগগণকে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ করিয়া দিই। তাহাদের খুরাঘাতে আমার

পৃষ্ঠ দলিত হওয়ায় আমি মুমূর্ষু হইলে একটিমাত্র সেই হরিণ অতিকষ্টে সন্তরণ করিয়া আসিতেছিল।

আমি তাহাকে ভয়ে ভীত দেখিয়া, নিজ ব্যথা স্তম্ভিত করিয়া দয়াপূর্বক সত্বর তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া পুলিনে নিধন প্রাপ্ত হইলাম। আমি সব্যথ অবস্থায় সেই সুভদ্রকেই উদ্ধার করিয়াছিলাম। ভগবান এই কথা বলিয়া শাস্তির জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

ভিক্ষুগণ সুপ্রিয়ের কুশলপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রণয়িবৎসল সর্বজ্ঞ ধীরে ধীরে বলিলেন, শাস্তা কাশ্যপের সুধী নামে একজন উপাসক ছিলেন। ইনি কাশ্যপের প্রসাদে শিক্ষাপদ পাইয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়াছিলেন। সুধী গীতকুশল গান্ধর্বিকগণ শ্রেষ্ঠকে দেখিয়া গন্ধর্বাধিপতির প্রতি প্রণিধান করিয়াছিল। সুধী সেই প্রণিধানবলে সুপ্রিয় হইয়াছে এবং শিক্ষাপদ পরিগ্রহ করিয়া ধর্মবিষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সুভদ্র ও সুপ্রিয়কে আমি কুশলী করিয়াছি। পরাভিত কার্যে আমরা কোন কষ্ট বোধ করি না।

অজিতোদয় নামক স্বর্গতুল্য নগরে ইন্দ্রতুল্য বিজয়ন্ত নামক এক রাজা ছিলেন। ইহার পুণ্যপ্রভাবে পুরবাসীগণ ধর্মমার্গানুযায়ী হওয়ায় সকলে স্বর্গগামী হইত। তাহাতে দেবভূমি মনুষ্যগণে পূর্ণ হইয়াছিল। রাজার পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গ নরগণে পূণ্য হইল দেখিয়া দেবরাজ রাজার সত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য একটা যুক্তি করিলেন।

তৎপরে ইন্দ্রনির্মিত কতকগুলি ক্রুর প্রাণী রাজার নিকট গিয়া তাঁহার শরীর হইতে কর্তিত মাংস ও রুধির প্রার্থনা করিল। নির্বিকারমতি রাজা তাহাদিগকে অভিমত মাংস দিয়া অস্থিশেষ অবস্থায় প্রণিধান করিলেন যে, এই শরীরদান-পুণ্যে প্রাণিগণের উদ্ধার হউক এবং আমি যেন অনুত্তরা সম্যক সংবোধি লাভ করি।

অতঃপর ইন্দ্র তথায় আসিয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! এইরূপ দেহ-প্রদানে ব্যথিত হইয়া আপনার কোন বিকার হইয়াছে কি না, সত্য বলুন।

নরেন্দ্র সুরেন্দ্র কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ায় হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইয়া বলিলেন যে, এই ব্যথায় যদি আমি নির্বিকার হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দেহ সুস্থ ও সংকান্তিযুক্ত হউক।

এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দেহ সুস্থ ও মেঘ-নির্মুক্ত চন্দ্রবিম্বের ন্যায় কমনীয় হইল।

আমিই সেই দেহের প্রতি ব্যথার্থী বিজয়ন্ত রাজা ছিলাম। এই কথা বলিয়া ভগবান ধ্যানে মুদ্রিত নয়ন হইলেন।

মহাশয় অমৃত-সাগর দেব কার্যের জন্য মন্দর পর্বতের চালনা জন্য ক্লেশ এবং মন্থন জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যাঁহারা বিমলমনা ও পরের হিত-সাধনে উদ্যত, তাঁহারা কায়-নিপাতকালেও বিকার প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের ব্যথাও সুখের ন্যায় বোধ হয়।



একাশীতিতম পল্লব

হেতূত্তমাবদান

সুকৃষ্ট ক্ষেত্রে অল্প যাহা কিছু বপন করা যায়, কৃতজ্ঞ জনের হিতের জন্য যাহা কিছু করা হয় এবং গুণবান উন্নত জনকে যাহা কিছু সমর্পণ করা হয়, তাহা সহস্র শাখায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবনে অবস্থিত ভগবান জিন কথাপ্রসঙ্গে ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন, নিজ ভোগের জন্য যাহা অর্জন করা হয়, তাহা সমস্তই বিফল। যাহা অর্হৎকে সমর্পণ করা হয়, তাহাই সফল। সরলতা পূর্বক সৎপাত্রে প্রদত্ত দক্ষিণা সৎসঙ্গতির ন্যায় অক্ষয় হইয়া অসংখ্য গুণতা প্রাপ্ত হয়।

পুরাকালে পাটলিপুত্রবাসী বণিকগণ চন্দনের জন্য মহাপ্রবহণে আরোহণপূর্বক চন্দনদ্বীপে গিয়াছিল। তাহারা নানা স্থান হইতে গোশীর্ষ-চন্দন সংগ্রহ করিয়া সহর্ষে প্রত্যাগমনকালে মহোদধির মধ্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহোদধি-মধ্যে বিপুল বায়ুমণ্ডলী দ্বারা মহাতরঙ্গ উদিত হওয়ায় প্রবহণটি কালের দোল-ক্রীড়ায় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। তখন বণিকগণ পরিত্রাণের জন্য দেবতাদের স্তব করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মনোরথের সহিত প্রবহণটি ভগ্ন হইয়া গেল।

বণিকগণের নায়ক পুণ্যসেন সেই বিষম প্রাণসংশয় কালে কম্পিত কলেবর হইয়া পরিত্রাণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, আমার গৃহের নিকটে ধর্মবোধি উপাসক বাস করেন, তিনি ক্লেশকালে হেতূত্তম নামক শাস্তারই স্তব করিয়া থাকেন।

সার্থপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভয়ে ও ক্লেশে গদগদস্বরে সজলনয়নে তাঁহারই শরণাগত হইয়া বলিলেন, হেতূত্তম নামক মহাসংবুদ্ধ অর্হংকে নমস্কার। তিনি কুশলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ এবং সকল ক্লেশের নিবারক।

সার্থপতি এই কথা বলিলে সহসা অগ্নিদেবতা তথায় আসিয়া প্রত্যাগতপ্রাণ বণিকগণকে সমুদ্রতটে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বণিকগণ সেই মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে আসিয়া সর্বদাই হেতূত্তমের প্রতি নমস্কারনিরত হইল।

সেই সময়ে কোনও কর্মশেষের ফলে শাস্তা হেতূত্তমের দেহে তীব্র তাপযুক্ত জ্বর হইল। যাঁহারা সংসাররূপ মহাভয়ের ভেষজস্বরূপ দৃষ্টিপাত দ্বারা সর্বজগতের স্বস্থতা বিধান করেন, তাঁহারাও নিজ কর্মাবশেষের ফলভোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। রাজা চন্দ্রাবলোক হেতূত্তমের তীব্র তাপ শান্তির জন্য গোশীর্ষ-চন্দন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজা একজন সার্থপতিকে চারি লক্ষ মুদ্রা দিয়া দুর্লভ গোশীর্ষ-চন্দন চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা দিল না। পরে সেই সাগর-সঙ্কট হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত সার্থপতি ভক্তিপূর্বক স্মৃতিমাত্রে মহোপকারী শাস্তার দেহ গোশীর্ষ-চন্দন দ্বারা চর্চিত করিয়া দিল।

হার-তুষার রাশি ও চন্দ্রের অপেক্ষাও অধিক শীতল সেই নিজ কীর্তির ন্যায় শুভ্র গোশীর্ষ-চন্দন দ্বারা জিন সুস্থ হইলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে পুণ্যসেন চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালী এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত সৌরভযুক্ত হইলেন।

পুণ্যসেনের চন্দনখণ্ডাদি যাহা কিছু সাগরের জলে পতিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় নিজ গৃহের উপান্তবর্তী কূপ হইতে উত্থিত হইল। তিনি বণিকগণের চন্দনাদি সমস্তই নিজ জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে ভোজ্য, রত্ন ও বস্ত্র দ্বারা ভিক্ষুগণকে পূজা করিলেন।

অতঃপর সার্থপতির দিব্য প্রভাব ও সম্পদ দেখিয়া একজন উপস্থাপর তাঁহার পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় হেতূত্তম জিন সহাস্যে তাঁহাকে বলিলেন যে, আমাকে চন্দন দ্বারা লেপন করার জন্য সার্থপতি এরূপ সম্পদ লাভ করিয়াছেন।

পুণ্যশীল পুণ্যসেন যেরূপ পুণ্য করিয়াছেন, তাহাতে ইনি অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল সম্পদ তাহার লেশমাত্রের ফল। ইনি পুণ্যপরিপাক হইলে আগামী জন্মে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অনুত্তরা সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বিশাল পবিত্র চন্দন-বৃক্ষের মূলে চন্দনশ্রী নামে খ্যাত ও তথাগত জন্মগ্রহণ করিবেন।

জ্ঞানলোচন ভগবান হেতূত্তম এই কথা বলিয়াছিলেন। শাক্যমুনি এই কথা বলিলে ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইল।

অহংক্ষেত্র সমর্পণ করিলে পুণ্যবানদিগের শ্রদ্ধাপূর্বক দান একটি অঙ্কুররূপে উৎপন্ন হইয়া শত শাখা দ্বারা বর্ধিত হয় এবং পরিণামে বৈরাগ্য-লক্ষ্মীই এই বৃক্ষের ফলস্বরূপ হয়। দেহাদিশৈত্য, শুভ্র ছত্র, পবিত্র গন্ধ ও আনন্দ লাভ ইত্যাদি এই বৃক্ষের প্রত্যগ্র পুষ্পোদগম সদৃশ হয়।



দ্ব্যশীতিতম পল্লব

মারকপুর্বিকাবদান

পরলোকে শুভ হইবে বিবেচনায় লোকে কেন পুত্রের জন্য বৃথা আকাঙ্ক্ষা করে? নিজে যাহা সমুচিত পুণ্যকার্য করা যায়, তাহাই তাহার পুণ্য। অন্যের কৃত পুণ্য-পাপাদি অন্যে ভোগ করেনা, বিষম ক্রূরকার্যে নিপুণ কোনও পুত্র এরূপ কার্য করে যে, তাহার সেই পাপে সমস্ত বংশ নিপাতবশতঃ ভগ্নবদন হইয়া অবসন্ন হয়।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে শ্রুতবর্মা নামক এক গৃহস্থের জয়সেনা নামক জায়ার গর্ভে ভববর্মা নামে এক পুত্র হইয়াছিল। পুত্রটি ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল এবং দম্পতীযুগল সেই পুত্রে বংশের উৎকর্ষবিশেষের আশা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ভববর্মার পিতা পরলোকগত হইলে স্নেহ ও মোহের বশীভূতা জননী পুত্রের সংবর্ধনপরায়ণা হইলেন। ক্রমে ভববর্মা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিবেশী সমবয়স্কগণের সহিত নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একদিন সে রাজমার্গ দিয়া যাইতেছে, এমন সময় হর্ম্যশিখরস্থিত সুন্দরী নামক সুভটাঙ্গনা (বেশ্যা) তাহাকে দেখিতে পাইল। ভববর্মাও সাভিলাষ হইয়া সবিলাস-নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরীও তাহার মস্তকে কামসূচক পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিল।

প্রতিবেশী সহচর তাহাদিগের বিলাসযুক্ত অভিপ্রায় দেখিয়া সম্ভোগসূচক সঙ্কেত বলিয়া বুঝিতে পারিল। প্রতিবেশী নিজ বন্ধুর প্রতি স্নেহবশতঃ তদীয় পরাভব শঙ্কা করিয়া তাহার জননীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল, তোমার পুত্র সুভটাঙ্গনা (বেশ্যা) কর্তৃক স্পষ্টভাবে সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াছে। অবিনীত ভববর্মা অদ্য রাত্রে স্বৈরাচারী হইয়া সেখানে যাইবে। এই সংসাররূপ বিপৎসঙ্কুল গহনমধ্যে অত্যন্ত ভোগাসক্ত এবং নানাপ্রকার সুখরূপ শস্য-লোলুপ মনুষ্যরূপ

মৃগগণ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা বিনাশোদ্যত কামরূপ ব্যাধের জালে নিপতিত হইয়া অবশেষে বিষয়রূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। চপলাশয় ভববর্মাকে সমস্ত দিন আমি রক্ষা করিব। তুমি রাত্রিকালে উহাকে রক্ষা করিবে। এই কথা বলিয়া সুহৃৎ চলিয়া গেল।

তৎপরে পুত্র গৃহমধ্যে সুপ্ত হইলে মাতা দ্বারদেশে শয়ন করিলেন এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া পুত্রের রক্ষাপরায়ণ হইলেন। পুত্র জলশৌচচ্ছলে বাহিরে যাইতে চাহিলে স্নেহমোহিতা জননী তাহাকে বাহিরে যাইতে দিলেন না।

তখন ভববর্মা মনে মনে ভাবিল, হায়! আমার রমণীয় স্ত্রীরত্ন-সমাগমের বিঘ্ন-জননী জননীকে কে নির্মাণ করিল? আমার সৌভাগ্যবশতঃ পিতা যৌবনকালেই নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমার অপুণ্যফলে এই কালসর্পীর ন্যায় কঙ্কালী গৃহে রহিয়াছে। যদি আমি নিদ্রাবিরহিতা মাতাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাই, তাহা হইলে ইহার কলহালাপ দ্বারা পল্লীর লোকসকল জাগিয়া উঠিবে। রাত্রি প্রায় শেষ হইল, কিন্তু কান্তা দূরে রহিয়াছে। কি করি! আমি ভাগ্যহীন, আমার পক্ষে সুভগা সুন্দরী কিরূপে সুলভ হইবে? যখন হর্ম্যোপরিস্থিতা সুন্দরী সরলভাবে আমাকে বিলোকন করিয়া নতমুখী হইয়াছিল, তখন তাহার শ্রবণোৎপলটি স্রস্ত হইয়া পায়ের উপর পড়ায় উহা তাহার নয়নের ছায়ার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার কর্ণ স্থিত তাড়ঙ্কের কান্তি দ্বারা কপালে যেন পত্রাবলী রচনা করা হইয়াছে বোধ হইতেছিল, এরূপ সুভগা সুন্দরী ভাগ্যবান জনেরই ভোগ্য হয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া ভববর্মা পুনঃ পুনঃ দ্বার ছাড়িবার জন্য প্রার্থনা করিলেও মাতা তাহাকে বলিলেন যে, এইখানেই তুমি শৌচ কর।

তৎপরে ভববর্মা খড়্গ দ্বারা মাতার শিরশ্ছেদ করিয়া বেগে চলিয়া গেল। অনুরাগবশতঃ পাপাসক্ত দুরাত্মাগণের অসাধ্য কিছুই নাই।

রাত্রিকালে কোন ক্লেশ গণ্য না করিয়া সে সুন্দরীর গৃহে গিয়া গুপ্ত-সম্ভোগের জন্য উদ্যতা বিদগ্ধা সুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইল। সে আদর পাইবার জন্য সুন্দরীর নিকট নিজকৃত পাপের কথা বলিল। যে কার্যে মনুষ্য নিন্দনীয় হয়, মূর্খগণ তাহাতেই আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়া থাকে।

তাহার মাতৃবধরূপ ক্রূর পাপের কথা শুনিয়া সুন্দরী কম্পিত হইল এবং চণ্ডালের ন্যায় তাহার সংস্পর্শ ইচ্ছা করিল না। পরে সুন্দরী হর্ম্যোপরি যাইবার ছলে তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। অভিলাষ থাকিলেও পাপাচার দেখিয়া বিরক্তি হইয়া থাকে।

মহাপাপে পরাঙ্মুখী সুন্দরী উচ্চ হর্ম্যে আরোহণ করিয়া চোর আসিয়াছে বলিয়া সভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন তাহার পরিজনগণ চতুর্দিকে ধাবমান হইলে ভববর্মা ভয়ে পলায়ন করিল এবং কুক্কুরগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া বেগে নিজ গৃহে গেল।

গৃহে গিয়া সে চীৎকার করিতে লাগিল যে, চোরে আমার মাতাকে হত্যা করিয়াছে। প্রভাতকালে সে মাতার দেহ সংকার করিল। সে নিজকৃত গুপ্ত পাপের সন্তাপে দহ্যমান হইয়া এবং ঘোর নরকে নিপাতের বিষয় চিন্তা করিয়া ভূতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে ব্রাহ্মণদিগের নিকট নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে, মাতৃবধ পাপের নিষ্কৃতি নাই।

অতঃপর সে জেতবনে গিয়া ভিক্ষুগণ-কথিত সর্বপাপনাশক ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিল এবং ক্রমে ত্রিপিটক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ধর্মকথক হইল।

অতঃপর সর্বজ্ঞ ভগবান তথায় আসিয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন যে, তোমরা এই পাপিষ্ঠকে কেন প্রব্রজ্যা দিয়াছ? এই পাপিষ্ঠের মাতৃবধজনিত ক্রূর পাপফলে শীঘ্রই তপ্তাবীচি নামক নরকে বহুকালের অবস্থিতি করিতে হইবে।

তথাগত এই কথা বলিলে পর সে উপাধ্যায়-পদ প্রাপ্ত হইলেও কিছুকাল পরে আয়ুঃশেষ হইলে ঘোর নরকে গেল। তথায় সে অবীচিত্রয়ের সুতীব্র বহ্নি-শিখাশত দ্বারা দহ্যমান হইয়া বহুদিন নরকবাসিগণের খেদজনক হইল। নরকপাল ক্রোধবশতঃ মুদ্গরাঘাতে তাহাকে চূর্ণিত করিত। এইরূপে বহুকাল নরকাগ্নি দ্বারা পরিপক্বদেহ হইয়া সে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

অতঃপর সে প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রভাবে দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া চাতুর্মহারাজিক নামক দেবগণমধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর সে বিমল মালা, মুকুট, কেয়ূর ও হারস্থিত মণিরত্নের কিরণে অদ্ভুত শ্রীসম্পন্ন, দেবগণের বন্দনীয়, চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান এবং দেহপ্রভায় উদ্ভাসমান হইয়া সুগতকে বন্দনা করিবার জন্য গমন করিল।

তাঁহার পাদপদ্মযুগল বন্দনা করিতে উদ্যত হইয়া আনন্দে তাহার মুখপদ্ম বিকশিত হইল। শাস্তার ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া মানস-দর্পণ মার্জিত হওয়ায় সে সত্য দর্শন করিল। দীর্ঘকাল ভোগদ্বারা পাপক্ষয় হইলে এবং পাপরূপ প্রদোষান্ধকারের উপশম হইলে লোকের এইরূপ বিমল পুণ্যপ্রভাবের ফল কালে বিপুল কুশলাতিশয়ের প্রকাশ হইয়া থাকে।

ত্র্যশীতিতম পল্লব

রাহুল-কর্মপ্লুত্যবদান

গজ কর্তৃক উদ্ধৃত মৃণাল ছিন্ন হইলেও তাহার অভ্যন্তরস্থ তন্তু যেরূপ তাহাতে সংলগ্ন থাকে, তদ্রূপ অতুলনীয় কাল কর্তৃক পরিচালিত প্রাণী গর্ভস্থিত অবস্থা, পরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া শিশু অবস্থা, যুবাবস্থা এবং ক্রমে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও সকল অবস্থাতেই কর্মসূত্র সংলগ্ন থাকে, উহা বিচলিত হয় না।

রাজা শুদ্ধোদন ভক্তিপূর্বক ভগবানকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবানও ভিক্ষুগণ সহ রাজার ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি ভোজনের পর প্রসন্নচিত্তে আসন পরিগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ বিশুদ্ধ দেশনা করিলেন।

শিশু রাহুল সেই প্রথম ভগবানকে দেখিলেও ভিক্ষুগণমধ্যস্থিত ভগবানকে চিনিয়া লইয়া একটি মোদক দ্বারা পিতাকে পূজা করিল।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সকলেই বালকের প্রণয়ভাব দেখিয়া কৌতুকবশতঃ ভগবানকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতিবিম্ব-দেহ এই শিশু কি কর্মবিপাকে ছয় বর্ষকাল গর্ভক্লেশ সহ্য করিয়া তৎপরে ভূমিষ্ট হইয়াছে? কি জন্যই বা দেবী যশোধরা দিবারাত্রি গর্ভভারে পীড়িত হইয়া এতদিন গর্ভক্লেশ সহ্য করিয়াছেন?

ভিক্ষুগণ প্রণয়সহকারে সর্বজ্ঞ ভগবানকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ইহার কারণ শ্রবণ কর।

বিদেহ দেশে মিথিলা নগরীতে রাজা পুষ্পদেবের সূর্য ও চন্দ্র নামে দুইটি পুণ্যশীল পুত্র হইয়াছিল। পিতা স্বর্গগত হইলে পুত্রদ্বয় তপোবন গমনে স্পৃহাবান হইল এবং সাম্রাজ্যভার গ্রহণের জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিল।

সূর্য বৈরাগ্যবশতঃ সর্বপ্রকারে রাজ্য ত্যাগ করিল। চন্দ্র জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া কোন প্রকারে রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইল।

রাজর্ষি সূর্য শান্তিতে শ্লাঘনীয় তপোবনে গিয়া সন্তোষরূপ রাজ্য-লাভে সুখী হইয়া বহুদিন তপস্যা করিলেন।

একদা তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া তীব্র তৃষ্ণাবশতঃ মুনিকে না বলিয়াই মোহবশতঃ তাঁহার কমণ্ডলুর জল পান করিয়া ফেলিলেন। তিনি জ্ঞান লাভ করিয়া, অদত্ত বস্ত গ্রহণের জন্য পাপের বিষয় চিন্তা করিয়া ম্লানবদন হইলেন এবং পশ্চাত্তাপবশতঃ ভাবিতে লাগিলেন, প্রাণীগণ কর্মপাশের আকর্ষণে বিবশ হইয়া অনিচ্ছা সত্বেও সুকৃত বা দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। লোক শুভ্র নিজ সুকৃতাচরণমধ্যে দুষ্কৃতের কণাও নিহিত করে এবং তজ্জন্য মলিন বদন হইয়া অত্যন্ত অনুশোচনা করে। যাহারা সংসারের ক্ষণিক সুখ-মিশ্রিত দুঃখনিচয়ে স্পৃহাদ্বারা প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের অনুতাপ শত শাখায় বর্ধিত হইয়া অন্তর শুষ্ক করিয়া দেয়। আমি রাজসভায় গিয়া নিজ পাপের কথা আবেদন করিব। রাজদণ্ড দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত লোকের ধর্মসঞ্চয় বিশুদ্ধ থাকে। ধর্মপ্রবৃত্ত জনের নেতা শাস্ত্র, রোগার্ত জনের নেতা চিকিৎসক এবং বর্ণাশ্রম-গুরু রাজা পাপকারীদের নেতা।

রাজর্ষি সূর্য এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাজার নিকটে গিয়া নিজকৃত অদত্তদান পাপের কথা নিবেদন করিলেন।

রাজা সভাগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পূজা করিয়া তাহাকে বলিলেন, আপনি জন্মাবধি বিশুদ্ধস্বভাব। আপনার কিছুই পাপ নাই। যে ব্যক্তি দৈবাৎ অতি ক্ষুদ্র অন্যায় কার্য করিয়া, পরে অনুতাপ করে, সেই অনুতাপই তাহার বিশুদ্ধি সম্পাদন করে।

রাজার এই কথা শুনিয়া সূর্য তাঁহাকে বলিলেন যে, আমি সদ্ধর্মরূপ ধবল অংশুকমধ্যে একটু মাত্রও কলঙ্কলেশ সহিতে পারি না। হে রাজন! আমি দণ্ডই প্রার্থনা করিতেছি। ভালরূপ বিচার করিয়া দণ্ডই বিধান করুন। অগ্নির ন্যায় শুদ্ধিজনক রাজদণ্ডের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়।

এইরূপ আগ্রহ সহকারে পুনঃ পুনঃ দণ্ড প্রার্থনা করায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা তাঁহাকে বলিলেন যে, প্রাতঃকালে যাহা কর্তব্য হয়, করিব। আপনি এই উদ্যানমধ্যে থাকিয়া প্রতীক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া রাজা পৌর কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

নিয়ম-নিশ্চল মুনি উদ্যানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা তাহার কথা বিস্মৃত হইয়া ছয় দিনের পর তথায় আসিলেন।

রাজা অনাহারে কৃশ অগ্রজ মুনিকে দেখিয়া নিজ বুদ্ধিভ্রমের নিন্দা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ব্রাহ্মণগণের সহিত যুক্তি করিয়া রাজা তাঁহার পাপের

প্রমার্জন করিয়া বিদায় করিলেন এবং ছয় দিন ক্লেশদান জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন।

আমিই সেই রাজর্ষি সূর্য ছিলাম এবং এই শিশু রাজা চন্দ্র ছিল। এই শিশু ছয় দিন মুনিকে ক্লেশদানের জন্য ছয় বৎসর গর্ভক্লেশ পাইয়াছে।

ভদ্রা নাম্নী আভীর-ভার্যা নিজ সুতা তরুণীর সহিত তক্র বিক্রয়ের জন্য নগরাভিমুখে যাইতেছিল। তাহার কন্যা তরুণী নিজের গুরুভার ঘটটি বৃদ্ধ জননীকে দিয়া জননীর হালকা ঘটটি নিজে লইল। দুহিতা বৃদ্ধা ও কৃশা জননীকে সার্ধযোজন পথ এইরূপ বহন করাইয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধা নগরপ্রান্তে গিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল।

সেই আভীর-তরুণীই যশোধারা হইয়াছে। মাতাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য ষটক্রোশ তুল্য সংখ্যক বর্ষ গর্ভভারে পীড়িত হইয়াছে। স্বর্গে, মর্তে বা নাগলোকে, শৈশবে, যৌবনে বা বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুকালে বা গর্ভশয্যায় অবস্থিতিকার্যে প্রাণীগণের প্রাক্তন কর্ম সঙ্গে গমন করে। প্রাক্তন কর্মের কিছুতেই বিনাশ হয় না।

তথাগত-কথিত রাহুলের পূর্বকর্মযুক্ত এইরূপ বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ ও পরিজন সহ রাজা শুদ্ধোদন অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

চতুরশীতিতম পল্লব

মধুরস্বরাবদান

যিনি সজ্জনগণের মন সমুচিতভাবে আনন্দময় করেন এবং যাঁহার প্রভাবাতিশয়ে ক্রুরদিগেরও অভ্যস্ত ক্রুরভাব স্বয়ং বিনষ্ট হয়, এরূপ চন্দ্রাংশ অপেক্ষাও অধিক প্রভাবশালী কোনও অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ পুরুষের পুণ্য সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা পরিমাণ করা যায় না।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে সুধীর নামক গৃহস্থের সুনেত্রা নামক জায়ার গর্ভে ঈক্ষিত নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। পুত্রটি ভূমিষ্ঠমাত্র দিব্যবস্ত্র-ভূষিত, নিজপুণ্য-চিহ্নিত, তৎকালোৎপন্ন পর্যঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইয়া শোভিত হইল। ইহার জন্মকালে মধুর ও স্নিগ্ধ শব্দযুক্ত মেঘ-সকল পুষ্প সহ রত্ন এবং মধু বর্ষণ করিল।

কুমার কুবেরের শত নিধানে বেষ্টিত থাকায় ধনপূর্ণ হইল। মধুবৃষ্টি হওয়ার

জন্য কুমারের নাম মধুরস্বর হইল। ইনি রত্ন বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে অদরিদ্র করায় শ্বেত কাকের ন্যায় কোথাও যাচক দেখা যাইত না।

একদা মধুরস্বর ঈর্ষাবিরহিত, শান্তিপথে অবস্থিত আনন্দ নামক ভিক্ষুকে গৃহে সমাগত দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, পিতঃ! এই বিমল কান্তিবিশিষ্ট পুরুষের কি বিশেষ ব্রত? ইহার দর্শনমাত্রেই মন সদ্য প্রসন্ন হইতেছে।

পুত্রের এই কথা শুনিয়া সুধীর তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র! ইহা শান্তিব্রত-ধারী পুরুষের সত্ত্বগুণের প্রকাশ। যিনি সংসাররূপ ঘোর সমুদ্রে সমস্ত প্রাণীর সেতুস্বরূপ এবং সরলস্বভাব, যিনি ক্রোধরূপ ব্যাধির চিকিৎসক এবং শান্তিসুধা-দ্বারা সকলের তৃষ্ণানাশক, যিনি দোষরূপ অন্ধকারের বিনাশক সূর্যস্বরূপ এবং জ্ঞানই যাঁহার উজ্জ্বল কান্তিস্বরূপ, ইনি সেই বুদ্ধের একজন শ্রাবক। ইহার নাম আনন্দ। ইনি শান্তিশীলগণের অগ্রগণ্য।

মধুরস্বর ভগবানের নাম শুনিয়াই পূর্বজন্মের কুশলোদয় হেতু রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন।

অতঃপর তিনি আনন্দিতমনে ও প্রণয়পূর্বক আনন্দকে প্রণাম করিয়া সমস্ত ভিক্ষুগণ সহ তাহাকে উত্তম ভোগদ্বারা পূজা করিলেন।

তৎপরে তিনি ঔৎসুক্যবশতঃ আনন্দের সহিত জেতবনে গিয়া তেজোরাশি ভগবান তথাগতকে দর্শন করিলেন। প্রফুল্ল পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নযুগল-শোভিত, দিব্য-লক্ষণযুক্ত, লাবণ্যে ললিতাকার, সুবর্ণময় তাল-ফলের ন্যায় উন্নত ভগবান যেন অমৃতদ্বারা সকলকে লেপন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষে বিভোর মধুরস্বর তাঁহার পাদ-নখের কান্তি মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করিলেন।

প্রণয়িবৎসল ভগবান মধুরস্বরের সপ্রণয় প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে গিয়া ভোগ প্রতিগ্রহ করিলেন।

ভগবান পূজিত হইয়া জেতকাননে গমন করিলে মধুরস্বর জনগণকে রত্ন দান করিয়া তাহাদিগকে রত্নপূর্ণ করিলেন। দরিদ্রগণের গৃহে তাহাদের অপুণ্যবশতঃ মধুরস্বর-দত্ত রত্নরাশি ক্ষণকাল মধ্যে অঙ্গাররাশি হইয়া গেল।

মধুরস্বর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং জনগণকে বলিলেন যে, তোমরা পূর্বে কোনরূপ পুণ্যকার্য কর নাই। দয়াপূর্বক দান না করিলে ও সঙ্ঘভোজন না করাইলে এবং ভগবানকে অর্চনা না করিলে ঐশ্বর্য লাভ হয় না। অথবা তোমরা সুগতপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে অর্চনা কর। আমি তোমাদের জন্য সকল প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সম্পাদন করিতেছি।

জনগণ মধুরস্বর কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া নিজ পাপের শাস্তির জন্য মধুরস্বর প্রদত্ত ভোগসম্ভার দ্বারা সসজ্জ ভগবানের পূজা করিল। জনগণ এইরূপ কল্যাণকর কার্য করায় তখনই তাহাদের পাপক্ষয় হইল। তাঁহারা নিজ গৃহে আসিয়া দেখিল যে, উজ্জ্বল রত্নরাশি দ্বারা তাহাদের গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন ধীমান মধুরস্বর বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় শান্তিলাভের জন্য ভগবানের নিকট গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

নিয়মিত ব্রতচারী মধুরস্বর শাস্তার আজ্ঞায় শ্রাবস্তী নগরী ত্যাগ করিয়া নগরীপ্রান্তে কর্বটস্থিত বিহারে গমন করিলেন। সেখানে তিনি কর্বটবাসী জনগণকে শিক্ষাপদ প্রদান করিলেন। তাহারাও ক্লেশরূপ বিষের শান্তির জন্য রত্নত্রয়ের শরণাপন্ন হইল।

এই সময়ে কাননান্তবাসী চৌরগণ দুর্গার নিকট বলিদানের জন্য একটি মনুষ্য অন্বেষণ করিতে আসিল। কোনও ধূর্ত লোক তাহাদিগকে বিহার দেখাইয়া দেওয়ায় তাহারা বিহারে আসিয়া ভিক্ষুগণকে বন্ধন করিল।

একজন ভিক্ষু উপহার দিবার জন্য আমাদের আবশ্যক, চোরগণ এই কথা বলিলে ভিক্ষুগণ সকলেই ক্রমে ক্রমে বলিল যে, উপহারের জন্য আমাকে লইয়া যাও, অন্য সকলকে ছাড়িয়া দেও। ভিক্ষুগণ এই কথা বলিলে মধুরস্বর বলিলেন যে, আমিই উপহারের যোগ্য ; ভিক্ষুগণকে ছাড়িয়া দেও। চোরগণ এই কথা শুনিয়া সুন্দরাকৃতি মধুরস্বরকেই লইয়া চলিয়া গেল।

নির্বিকারবুদ্ধি মধুরস্বর বধোদ্যত চোরগণ কর্তৃক বদ্ধ হইয়া কাননমধ্যে নীত হইলেন এবং তথায় একটি অতি ভীষণ দুর্গা-মন্দির দেখিতে পাইলেন। বলির জন্য সজ্জীকৃত স্থূলাকার মহিষগুলি দেখিয়া বোধ হয় যেন, কল্পান্ত-মেঘগণ নিজ পুত্রগুলি উপহার দিয়া পূজা করিয়া গিয়াছে। পাদশিলায় সংলগ্ন রুরু মৃগের রক্তচ্ছটায় এবং ভটগণপ্রদত্ত বন্ধুজীব পুষ্পের মাল্যে সে স্থানটি পরিব্যাপ্ত ছিল। ঘণ্টাগ্রে লম্বমান বীরগণের মস্তকদ্বারা মন্দিরটি বেষ্টিত থাকায় বোধ হয় যেন, যম ফুল্ল কমল দ্বারা পূজা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যগ্র নররক্তে আর্দ্র সোপানগুলি রক্তবর্ণ হইয়াছে। যেন শবরীগণের চরণ-ন্যাস জন্য উহা অলক্তক-রসে রক্তবর্ণ হইয়াছে। শবরীগণ উপহার না পাইয়া, নিজ শিশু সন্তানের হৃৎপিণ্ড উৎকৃত্ত করিয়া উপহার দিয়াছে, তাহা প্রাঙ্গণ বেদীতে পড়িয়া রহিয়াছে।

মধুরস্বর নির্ঘাতন ও ক্লেশে পীড়িত প্রাণিগণকে দেখিয়া উদ্বেগময় সংসারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি অর্হত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ক্লেশের ক্ষয় হওয়ায় ত্রৈধাতুক, বীতরাগ এবং সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানবান্ হইলেন। তিনি ভাবিলেন—সংসারচ্ছেদক শাস্তার কি আশ্চর্য প্রভাব! যাঁহার প্রসাদে আমি নিঃসংসার ও সুখময় ভূমিতে আসিয়াছি। মোহরূপ শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে; দেহাত্ম-জ্ঞানরূপ শৈল খণ্ডিত হইয়াছে, কামনা-বিষয়রূপ নদী উত্তীর্ণ হইয়াছি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণরূপ বৃক্ষ সকল উৎপাটিত হইয়াছে। আমি শাস্তার প্রসাদে দুঃখহীন স্থান পাইয়াছি। এখানে শোকজন্য চক্ষের জল ফেলিতে হয় না।

সত্ত্বসাগর মধুরস্বর এইরূপ চিন্তা করিয়া শৈলবৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইলেন। চোরগণ তাঁহাকে বধ্যমালা পরাইয়া অস্ত্র উদ্যত করিল। চোরগণ কাঞ্চন-কান্তি মধুরস্বরের গাত্র হইতে বস্ত্র অপহৃত করিলে অন্য বস্ত্র উদ্ভূত হইল। এইরূপে যত বার বস্ত্র অপহৃত করে, তত বারই বস্ত্র উদ্ভূত হয়। সেই সকল অপহৃত বস্ত্র রাশীকৃত হইল।

ইত্যবসরে দুর্গাদেবী পঞ্চশত ভূত উৎপন্ন করিয়া তাহাদের দ্বারা সেই পঞ্চ শত চোরগণকে নিশ্চল করিলেন। তখন তাহাদের হস্ত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল এবং আকাশ হইতে মধুবস্বরের মস্তকে রত্নসহ পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল।

তৎপরে মধুরস্বর আকাশপথে উঠিয়া যাইতেছেন দেখিয়া দস্যুগণ তাঁহার প্রভাব দর্শনে তাঁহারই শরণাগত হইল। তৎপরে তিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চরণে নতমস্তক চোরগণকে বলিলেন যে, তোমরা দুষ্কার্য ত্যাগ করিয়া ধর্মে রত হও।

এই কথায় তাহাদের বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তাহারা পাপ-বর্জিত হইল এবং সংসারের শান্তির জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল।

তৎপরে মধুরস্বর সেই সকল অর্হৎগণ ও কর্বটবাসী ভিক্ষুগণের সহিত শাস্তাকে দর্শন করিবার জন্য জেতবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি দিব্য জনকর্তৃক আনীত, দেবসাধিত ও সুধারস সংস্কৃত ভোগদ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন। ভগবান তাঁহাদের হিতের জন্য চিত্ত প্রসাদসাধিকা এবং মোক্ষ পথের অগ্রদূতিকা-স্বরূপ ধর্মদেশনা করিলেন। মধুরস্বরের পিতা সুধীরও পুত্রের এরূপভাব জানিয়া নিজপুণ্যে উদ্ভূত একটি সুবর্ণ-পদ্ম গ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভের জন্য জেতবনে গেলেন। সুধীর ভগবানের চরণে নতশির হইয়া, সেই পদ্মটি দিয়া তাঁহাকে অর্চনা করিলেন। ভগবানের প্রসাদিনী দৃষ্টির সংস্পর্শে তিনি যেন অমৃতসিক্তবৎ হইলেন।

তৎপরে ভগবান আসন্ন কুশল সুধীরকে বলিলেন যে, তোমার পরজন্মে পাদবিন্যাসে স্বর্ণ-কমল উদিত হইবে। তুমি পদ্মোত্তর নামে খ্যাত হইবে এবং সম্যক সম্বুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে। পরে প্রাণিগণকে উদ্ধার করিয়া পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

সত্যদর্শী সর্বজ্ঞ এই কথা বলিলে সুধীর জগতের কল্যাণ সাধনের অভিলাষী হইলেন।

যাহারা সংসারমোচক ভগবান্ শাস্তাকে ভক্তিপূর্বক প্রণামকালে তদীয় পাদপদ্মে মস্তক উপহিত করে, তাহারা আর জননী ক্রোড়ে শয়ন করিয়া এবং স্তন্যপানে তৃপ্ত হইয়া দন্তশূন্য বদনে মৃঢ় হাস্য করিবে না।

পঞ্চাশীতিতম পল্লব

হিতৈষী-অবদান

যাঁহারা নয়ন-সংলগ্ন অনুরাগ-রোগ, হৃদয়-সংসক্ত বিদ্বেষরূপ শূলরোগ এবং সর্বাঙ্গ-বিস্তৃত পাপরূপ কুষ্ঠরোগ হরণ করেন, সেই সকল বৈদ্যগণকে নমস্কার করি।

ভগবান্ ভিক্ষুগণ সহ নানা কথা কহিয়া তপোবনে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ভিক্ষুগণ কৌতুকাকৃষ্ট হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্বজনের শোকাপহারী এবং ভব-রোগের চিকিৎসক ; কিন্তু রোগিগণ আপনার অধিক প্রিয়পাত্র হয় কেন?

ভগবান্ ভিক্ষুগণকে বলিলেন যে, সত্যই রোগিগণ আমার অধিক প্রিয়পাত্র। কারণ, কায়-পীড়ার তুল্য অন্য কোন ক্লেশই অধিক কষ্টকর নহে। জন্মান্তরেও আমার স্বভাবতঃ দীন ও আতুর জনের প্রতি সতত অধিক পক্ষপাত ছিল।

শিখিঘোষা নামক নগরীতে শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি প্রার্থিগণের বান্ধবস্বরূপ ছিলেন এবং সর্বপ্রাণীর হিত চিন্তা করিতেন। সত্ত্বগুণসম্পন্ন শিবিরাজা নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, যেখানে যত রোগী আছে, আমি যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে চিকিৎসা করিব।

একদা পুরবাসিগণ একটি চিররোগীকে আনিয়া আর্তবৎসল রাজার নিকট

চিকিৎসার প্রার্থনা করিল। রাজা সেই রোগীর স্বাস্থ্য লাভের জন্য সমস্ত বৈদ্য-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজন! এই গরিয়ান রোগের ঔষধ অতি দুর্লভ। জন্মাবধি ক্ষমাশীল পুরুষের রক্ত দ্বারা এ রোগের শান্তি হয়।

করুণাপূর্ণচিত্ত রাজা এই কথা শুনিয়া সেই চিররোগীর স্বাস্থ্যের জন্য বৈদ্যগণ-কথিত ঔষধের জন্যে ভাবিতে লাগিলেন। বাল্যাবধি কখনও কোন বিষয়ে আমার কোপ হয় নাই। শুনিয়াছি, আমি গর্ভস্থ হইলে আমার জননীও ক্রোধবর্জিতা হইয়াছিলেন। অতএব এই পৃথিবীতে আমার ন্যায় ক্রোধহীন পুরুষ কেহই নাই। আমারই রক্ত প্রবাহ দ্বারা ইহার ব্যাধির শান্তি হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া রাজা অন্তর্জীবিগণ নিবারণ করিলেও নিজ শিরা কর্তন করিয়া তাহাকে সর্বদা শোণিত প্রদান করিতে লাগিলেন। ছয় মাস এইরূপ রক্ত পাইয়া সেই চিররোগী স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং পূর্ণকাম হইয়া কৃশাকৃতি রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

তৎপরে একদিন রাজপুত্র হিতৈষীর ব্যায়ামকালে হঠাৎ পার্শ্ববেদনা হইল। তাহাতে তাঁহার জীবন-সঙ্কট হইয়া উঠিল। পুণ্যকর্মা জনগণের এইরূপ বিপরীত বিপাকই হয়। যাহারা সুস্থ, তাহাদের গৃহে খাদ্য নাই এবং ধনী লোকেরই যত রোগ হয়। বৈদ্যগণ তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য সহস্রপাকসিদ্ধ সর্বসার নামক ঘৃত ব্যবস্থা করিলেন। নানা দ্রব্যের সার গ্রহণ করিয়া, জীবঞ্জীব পক্ষীর স্নানজল ও ক্বাথ যোগ করিয়া, বহু প্রযত্নে দ্বাদশ বর্ষে ঘৃত সিদ্ধ হইলে কুমার যখন তাহা পান করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় একটি শোকার্ত প্রত্যেকবুদ্ধ ঐ ঘৃত প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তসাগর কুমার সকলে নিবারণ করিলেও সমস্ত সর্বসার ঘৃতটুকুই সেই প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রদান করিলেন।

তৎপরে প্রত্যেকবুদ্ধ সুস্থ হইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রণিধান দ্বারা কুমারকে সুস্থ করিলেন। সাধুসেবাই অমৃত।

আমিই তৎকালে রাজপুত্র হিতৈষী ছিলাম। রোগিগণের পীড়ার শান্তি বিধান করা স্বভাবতঃ আমার প্রিয় ছিল।

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ পুনর্বার জিনকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি কর্ম-ফলে তুল্যরোগী সেই দুই জন স্বাস্থ্যলাভ করিল?

ভিক্ষুগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন, পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। নন্দ ও উপনন্দ নামে

নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কীর্তি অভিলাষী ছিল এবং দ্বিতীয়টি রাজ্যকামী ছিল।

উপনন্দ একদিন অথর্ববেদ-নিপুণ, বয়স্য, কুহন নামক পুরোহিত পুত্রকে একান্তে বলিল, আমার এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনরঞ্জনে অতি নিপুণ। ইনি জন মধ্যে যশোলাভ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। আমি রাজ্যের কোন অংশই পাইব না এবং সর্বজন পরিত্যক্ত হইয়া ধ্বস্ত হইব। আমি রাজপুত্র হইলেও আমার জীবন বৃথা। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই নিয়মানুসারে পৌরোহিত্য পদ লাভ হইবে। অতএব আমরা দুইজনেই সমান দুঃখী। আমাদের বনে গমন করাই উচিত।

পুরোহিত-পুত্র দুঃখিত রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া বলিল যে, আমি তোমার হিত করিব।

তৎপরে সে দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বিকলাঙ্গ করিল। তাহাতে রাজার দেহান্তে কনিষ্ঠই রাজ্য লাভ করিল। উপনন্দ রাজ্যলাভ করিয়া কিছুকাল পরে অগ্রজকে বিকলাঙ্গ ও যষ্টি-অবলম্বী দেখিয়া অনুতাপ প্রাপ্ত হইল। তৎপরে উপনন্দ পৌরোহিত্য-পদপ্রাপ্ত পুরোহিত-পুত্রকে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক গুপ্তভাবে বলিল, হায়! আমি ধর্ম না জানিয়া রাজ্যলোভে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ কুৎসিৎ অবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছি। অবিবেকী জনগণ ক্ষণস্থায়ী সুখলোভে পাপাচরণ করিয়া আপনাকে চিরস্থায়ী দুঃখে নিক্ষিপ্ত করে।

উপনন্দের এই কথা শুনিয়া পুরোহিতও অনুতপ্ত হইল এবং বলিল, হে রাজন! আমারও এজন্য অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছে।

পুরোহিত পুনবার দ্রব্যপ্রয়োগ দ্বারা জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে সুস্থ করিল এবং উপনন্দও সুস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিজ রাজ্য প্রদান করিল।

কিছুকাল পরে উপনন্দ এবং সেই পুরোহিত পুত্র একটি প্রত্যেকবুদ্ধকে কারাদণ্ড দিয়া দেহান্ত প্রাপ্ত হইল।

রাজপুত্র উপনন্দই শিবি রাজার পুত্র হিতৈষী হইয়াছিলেন এবং সেই পুরোহিত পুত্রই প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহারা দুইজনেই গুপ্ত পাপ করার জন্য তুল্যরোগী হইয়াছিল এবং বিকলাঙ্গকে পুনর্বার সুস্থ করার জন্য একসঙ্গেই স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ আপনজনের ত্রাণকর্তা জিনের মুখে এইরূপ অতীত জ্ঞানবিষয়ক প্রাণিগণের প্রতি কারুণ্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট এবং সুখী হইল।



ষড়শীতিতম পল্লব

কপিঞ্জলাবদান

যে সকল ধর্মশিক্ষাবিৎ, গুণবান্ জনগণ স্থবিরক্রমানুসারে পূজনীয়গণকে নিয়ত বন্দনা করে, তাহারাই উন্নতিপ্রাপ্ত হয়। যাহারা দর্পবশতঃ উদ্ধত, বিশৃঙ্খল বুদ্ধি দ্বারা মোহবশতঃ জ্যেষ্ঠাতিক্রম করিয়া অধঃপতিত হয়, তাহাদের ইহলোক ও পরলোক, উভয়ই সদা শোকময় হয়।

ভিক্ষুগণ জ্যেষ্ঠপূজাপ্রসঙ্গে ভগবানকে বৃদ্ধানুক্রমের বিধি জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ তাহাদিগকে পুনর্বার বলিলেন, পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার পুণ্যপ্রভাবে জগৎ ধর্মারণ্যবৎ হইয়াছিল।

তাঁহার রাজ্যকালে নগরপ্রান্তে বনমধ্যে পূর্বপুণ্যফলে মনুষ্যের ন্যায় আলাপকারী চারিটি প্রাণী ছিল। কপিঞ্জল, শশক, কপি ও গজ এই চারিটি প্রাণী সদাচারবান্ এবং পরস্পর স্নেহানুবদ্ধ হইয়া থাকিত।

একদা সুখাসীন ঐ চারিটি প্রাণী পরস্পর কথান্তে বলিল যে, আমাদের জ্যেষ্ঠক্রম ব্যতিরেকে কিরূপে পরস্পরের পূজা হইতে পারে? সজ্জনগণ বৃদ্ধানুসারে পূজা প্রবর্তিত করিয়াছেন। ইহাতে কল্যাণ সাধিত হয় এবং কুশলের জন্যই ইহা কল্পিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনিই স্থবির-গৌরবে পূজনীয় হইবেন।

তাহারা এই কথা প্রস্তাব করিলে গজরাজ বলিল, এই যে জীর্ণ মহাশাখাবিশিষ্ট পুরাতন বট বৃক্ষটি দেখা যাইতেছে, ইহা এখন আমারই তুল্যাকার হইয়াছে। আমার এই বট-বৃক্ষের নব পল্লবোদ্গমের সময় স্মরণ হয়।

অতঃপর কপি তাহাদিগকে বলিল যে, আমি বনে বিচরণ করিতাম, আমি এই বট-বৃক্ষকে নিজ দেহতুল্য স্বল্পাকার দেখিয়াছি। শশকও বলিল যে, পূর্বে আমি পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত, পত্রদ্বয় শোভিত ও হিমজলসিক্ত এই বটবৃক্ষটি অবলেহন করিয়াছি।

ইহারা ক্রমে ক্রমে এই কথা বলিলে, পরে কপিঞ্জল বলিল যে, আমারই বিষ্ঠামধ্যস্থিত বীজ হইতে এই মহান্ বটবৃক্ষটি উৎপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর তাহারা জ্যেষ্ঠক্রম জানিতে পারিয়া পরস্পর স্নেহবান্ হইয়া সর্বদা পরস্পর গৌরবোচিত পূজা করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণিহিংসা, চৌর্য, অগম্যাগমন, অসত্যাচরণ ও মদ্যতুল্য অম্লফল ভক্ষণ হইতে বিরত হইয়া এবং পুণ্যাসক্ত হইয়া নিজ নিজ আচার শিক্ষাদ্বারা পুণ্যপ্রভাবে বনবাসী সকলকেই তুল্যব্যবহারী করিল। তাহাদের পুণ্যে বৃক্ষ সকল সর্বদা ফলপুষ্পে শোভিত থাকিল। ভূমি প্রচুর শস্যসম্পন্ন এবং মেঘ যথাকালবর্ষী হইল।

রাজা ব্রহ্মদত্ত এইরূপ মহৎ আশ্চর্য দেখিয়া সমস্তই নিজের পুণ্যপ্রভাবে হইতেছে বলিয়া মনে করিলেন।

তখন পঞ্চাভিজ্ঞ একজন মুনি মিথ্যাজ্ঞানে তুষ্ট রাজা ব্রহ্মদত্তকে বলিলেন যে, তোমার পুণ্যবলে এরূপ পুষ্পফলোদ্গম হইতেছে না। কাননমধ্যে কপি, শশক, হস্তী ও কপিঞ্জল বাস করিতেছে। সদ্ধর্মশীল সেই চারিটি প্রাণীরই পুণ্যে এরূপ হইতেছে। তাহারা পঞ্চবিধ ব্রতদ্বারা শুদ্ধ এবং যথাক্রমে স্থবির পূজক। কপিঞ্জলের কথায় সকলেই সদ্ধর্মের নিয়ম আশ্রয় করিয়াছে।

রাজা মুনির এই কথা শুনিয়া অতিশয় আদর সহকারে পুরবাসী, অন্তঃপুরজন ও অমাত্যগণসহ ব্রতপঞ্চক গ্রহণ করিলেন।

আমিই কপিঞ্জল হইয়াছিলাম, শারিপুত্র শশক হইয়াছিলেন, মুদ্গলাপত্য কপি হইয়াছিলেন এবং আনন্দ গজরাজ হইয়াছিলেন। তাহারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পূজা করার জন্য বিমল ধর্মপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব প্রণাম ও পূজাবিষয়ে স্থবিরক্রম দেখা উচিত।

ভিক্ষুগণ শাস্তার এইরূপ বিনয়োপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং জ্যেষ্ঠার্চনরূপ তপোবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ভিক্ষুসভামধ্যে বৃদ্ধানুসারে সগৌরবে পূজা প্রচলিত করিল।

সপ্তাশীতিতম পল্লব
পদ্মকাবদান

সত্বর দেহমধ্যে পরিসর্পণশীল সর্প-বিষ, দর্পরূপ বিষম বিষ, ক্রূরতারূপ মারক বিষ এবং অত্যুৎকট কালকূট বিষের ন্যায় বিকট দর্পে চিরস্থায়ী স্থাবর বিষ ও

অন্যান্য যত দুঃসহ বিষ জানা আছে, তৎসমুদয় একত্র করিলেও কটুবাক্যরূপ বিষের তীক্ষ্ণতার তুলনায় উহা কিছুই নহে।

শ্রাবস্তী নগরীতে মানসনামক গৃহস্থের পদ্মগর্ভের ন্যায় কান্তিমান ও গুণশালী পদ্মক নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সুশীল ব্যক্তির নিয়ম যেরূপ বর্ধিত হয়, সাধু জনের গুণাদর যেরূপ বর্ধিত হয় এবং ধীমান জনেব বিবেক যেরূপ বর্ধিত হয়, তদ্রূপ পদ্মক ক্রমে বর্ধিত হইতে লাগিল।

পদ্মক নবযৌবনকালে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান হইল, কিন্তু সে ভোগেচ্ছা না থাকায় বৈরাগ্যাভিলাষী হইয়া উঠিল, পদ্মক উপসেন নামক একজন ক্ষান্তিশীল ভিক্ষুর শাসনাধীনে প্রশমগুণে শ্লাঘনীয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল, পদ্মকের ভিক্ষাপাত্র ছিল না, তাই সে হস্ত দ্বারাই ভিক্ষা গ্রহণ করিত এবং কৌপীন ধারণ করিত। তাহাকে দেখিযা বোধ হইত যেন, চন্দ্র কিছু দিন সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ প্রব্রজিত হইযাছেন।

একদিন পদ্মক পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু বিহার ও উদ্যানে রমণীয় মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইল। নতন সেখানে যাওযায কাহাকেও না জানাব জন্য পদ্মক ভিক্ষাব জন্য শশিলেখা নামক এক বেশ্যার গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

পদ্মনয়না শশিলেখা পদ্মকের রূপ দর্শনে বিস্মিত হইযা আদর সহকারে আসন প্রদানপূর্বক তাহাকে বলিল, তোমার এই নবযৌবন-শালিনী সুন্দর মূর্তি কাহার না চক্ষুদ্বয়ে অমৃতলেপনের ন্যায তৃপ্তি প্রদান করে? তোমার এই নবযৌবনকালে এবং এরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বে কামবিরোধী কোন ব্যক্তি তোমাকে এই স্ববিরোচিত বৈরাগ্যের উপদেশ দিযাছে? ললনা জনের কুচস্পর্শের সুখেব সমুচিত পাত্র ও সম্ভোগপাত্র তোমার এই হস্তে ভিক্ষাপাত্র শোভা পায না। আমি স্তনভারে আক্রান্তা এবং তুমিও যৌবন তরঙ্গে ভাসমান। আমাদের পরস্পর প্রীত হওয়াই উচিত। এখন তুমি ব্রত ত্যাগ কর। যে ব্যক্তি আয়তলোচনা নারীগণের অধর-দলের আস্বাদজনিত আনন্দোৎসব ত্যাগ করিযা যেন শাপবশতঃ শম ও দম অভ্যাস দ্বারা সম্ভোগসুখে নিস্পৃহ হয় এবং কান্তার কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া হৃদয়ে অনুরাগ ধারণ না করে, এরূপ ক্লেশক্লিষ্ট, তৃণভোজী দান্ত জনকে নমস্কার। যদি তুমি প্রণযাকৃষ্ট এই নারী জনের কথা রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি বলপূর্বক তোমার এই কমনীয় মুখ-পদ্মের মধু পান করিব।

পদ্মক এই কথা শুনিয়া ভীতবৎ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া বেশ্যাকে বলিল যে, মাতঃ! আমার শাসন দূষিত করা তোমার উচিত নহে। যাহারা সর্বপ্রকারে সুচরিত্ররূপ আভরণে ভূষিত, এরূপ পুরুষের সুশীলতার তুল্য অন্য কিছুই ভূষণ নাই, উহা সুগত-ব্রতের ভূষণস্বরূপ এবং সত্বশ্রীর স্বস্থ তিলকস্বরূপ।

পদ্মক এই কথা বলিয়া অপায়রূপ শল্যে বিষম বেশ্যার পূজা পরিত্যাগপূর্বক রিক্তহস্তেই প্রস্থান করিল।

অতঃপর অনুরাগিণী সেই বেশ্যা বশীকরণ ও আকর্ষণাদি মন্ত্র-তন্ত্রে নিপুণা একটি চণ্ডালীকে আহ্বান করিয়া তাহার নিকট নিজ কামপরাভবের কথা নিবেদন পূর্বক তাহাকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পদ্মকের সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিল। তৎপর পদ্মক চণ্ডালীর মন্ত্রবলে আকৃষ্ট ও বিবশ হইয়া তাহাকে বলিল যে, আমায় কি করিতে হইবে বল। চণ্ডালী পদ্মককে বলিল যে, তুমি পুণ্যলভ্যা এই প্রণয়িনী কান্তাকে ভজনা কর, নতুবা এই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ কর।

পদ্মক সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক সজ্জিত হইয়া চণ্ডালীকে বলিল যে, আমি দীপ্ত, পাবক অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছি, কিন্তু আমি অপারক অনুরাগাগ্নিতে প্রবেশ করিব না। মদনাগ্নি দ্বারা দগ্ধ পুরুষের দাহজনিত তাপ শত জন্ম তাহার অনুসরণ করে।

চণ্ডালী পদ্মকের এই কথা শুনিয়া ভগ্নমনোরথ হইল এবং পাপ-ভয়ে ভীত হইয়া অনুতাপ প্রাপ্ত হইল। তৎপরে চণ্ডালী এবং সেই বেশ্যার মনে বৈরাগ্য ও শান্তির উদয় হওয়ায় প্রণয়সহকারে ক্ষান্তিশীল পদ্মককে তাহারা প্রসন্ন করিল। পদ্মক তাহাদের জন্মশুদ্ধির জন্য সদ্ধর্ম উপদেশ করিলেন। তদ্দ্বারা তাহারা সর্বক্লেশের শান্তি হওয়ায় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল।

স্বস্তিমান পদ্মক নিজেও অর্হৎপদ পাইয়া ভগবান তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তী নগরীতে গমন করিল। পদ্মক তথায় জেতবনে আসীন জিনকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল এবং ভিক্ষুগণের সম্মুখে ভগবানকে নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

ভিক্ষুগণ পদ্মকের পুণ্যোদয়-দর্শনে বিস্ময়বশতঃ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বেশ্যা, পদ্মক ও চণ্ডালীর পূর্ববৃত্তান্ত বলিলেন, পুরাকালে মিত্র নামক এক গৃহস্থ কাশ্যপ নামক শাস্তার শাসনাধীনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। নন্দা ও সুনন্দা নামে তাহার ভার্যাদ্বয় পরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ইহারাও ভর্তৃতুল্য প্রভাবতী হইয়া বিহারে অবস্থান করিত। ইহারা অত্যন্ত কটুবাক্য প্রয়োগে

কলহ করিয়া ভিক্ষুণীদিগকে উদ্বিগ্ন করিত। স্বভাব সহজে ত্যাগ করা যায় না। পরে একজন চণ্ডালী বলিয়া এবং অন্য জন বেশ্যা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে তিরস্কার করিয়া পাপগ্রস্ত হইল। বাগ্দোষবশত একজন চণ্ডালী ও অন্যজন বেশ্যা হইয়াছে। পরন্তু প্রব্রজ্যার প্রভাবে পুনর্বার কুশল প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই মিত্র নামক গৃহস্থ এখন দৃঢ়-ব্রতধারী পদ্মক হইয়াছে। এখন পদ্মক অর্হৎপদ পাইয়া এবং বিশুদ্ধ স্বভাবে ভূষিত হইয়া শোভিত হইয়াছে। এই পদ্মক অন্য জন্মে পুষ্পসেন নামক মালাকার ছিল। পুষ্পসেন সর্বদা অর্থিগণকে পুষ্পরাশি প্রদান করিত। পুষ্পসেন একটি প্রত্যেক-বুদ্ধকে ভোগদ্বারা অর্চনা করিয়া এবং বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কমল, উৎপল, কহ্লার-পুষ্প দ্বারা আকীর্ণ করিয়াছিল। সেই পুণ্যফলে পদ্মক পদ্মগর্ভের ন্যায় কান্তিমান হইয়াছে। পুণ্যের উদার সৌরভে বংশীয় পদ্মক আমারই শাসনার্হ। সুচরিত্র-ভূষিত রূপ, বিশুদ্ধমনা, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র কুল, পরিপক্ক বিবেকে নির্মল চিত্ত এবং সংসারে বৈরাগ্যযুক্ত শান্তিগুণ, এইগুলি পুণ্যবান জনের প্রত্যক্ষ লক্ষণ। নিন্দনীয় জাতি ও মলিন মন মনুষ্যগণের দুষ্কর্মের চিহ্ন।

সর্বজ্ঞ-কথিত এইরূপ অদ্ভুত কর্মবিপাক কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণের হর্ষ সহ বিস্ময়োদয় হইল।



অষ্টাশীতিতম পল্লব

চিত্রহস্তিশয্যান্তিপুত্রাবদান

এই সকল সংসারের সহচরী নারীগণ বিষম ও স্বপ্নতুল্য সকল প্রকার বিলাস-বিভ্রমই করিয়া থাকে, ইহারা কটাক্ষনিক্ষেপ দ্বারা নিয়মীর কঠোর নিয়ম ভঙ্গ করে। শান্তিগুণকেও ছাড়ে না, তাহাও নষ্ট করে। আপাতমনোরম ও হিমবৎ শীতল কর্ম করে, কিন্তু উহা পরিণামে সন্তাপজনক হয়, ইহারা কার্যভয় ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রবৃত্তিমার্গেই পরিচালিত করে।

পুরাকালে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহ নগরে চিত্র নামক একটি হস্তিশয্যান্তিপুত্র গজসেনাপতি হইয়াছিল। চিত্র রাজতুল্য বিভব এবং নানাবিধ গৃহোপকরণ সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যুবাবস্থাতেই বৈরাগ্যবশতঃ প্রব্রজ্যা গ্রহণ

করিল। স্বরূপা নাম্নী চিত্রের পত্নী প্রভূত বিভবযুক্ত গৃহে ভর্তৃসম্ভোগবিরহিত হইয়া বহু দিন থাকায় অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল।

কিছুকাল পরে স্বেচ্ছামত বিচরণশীল চিত্র পরিচিত স্থান দেখিতে অভিলাষী হইয়া নিজ জন্মভূমি রাজগৃহ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্রের পত্নী প্রণয়-সহকারে অভ্যাগত সানুচর চিত্রের বহু সমাদর করিয়া নিমন্ত্রণ করিল।

বহু দূর পথ আগমন জন্য পরিশ্রান্ত চিত্রকে দেখিয়া চিত্রের পত্নী মনে মনে ভাবিল, হায়! ইহার আর সে লাবণ্য নাই, কেবল যৌবন লাবণ্যই কিছু পরিমাণে আছে। এই সম্ভোগযোগ্য বয়সে ইনি গৃহসম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য বৃথা কোনরূপ বিচার না করিয়া আত্মাকে কষ্ট দিতেছেন? ইনি তপস্বী হইলেও বোধ করি, এখনও ইহার স্নেহাবশেষ বিলুপ্ত হয় নাই। যেহেতু ইনি পক্ষপাতযুক্ত চক্ষুদ্বারা গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথবা অগ্রে স্থিরতার কার্য ধৈর্যের পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, ইহার বৈরাগ্য দৃঢ়, কি চঞ্চল। অনেকেই গৃহে থাকিয়া এবং নানা প্রকার ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া কানন-বাস ইচ্ছা করে এবং পরে বিজনে সুখভ্রষ্ট হইয়া থাকায় অনুতপ্ত হয়।

চিত্রের পত্নী এইরূপ চিন্তা করিয়া চিত্রের ভোজনকালে গৃহের উপর হইতে সশব্দে একটি তাম্রপাত্র নিজে ফেলিয়া দিল।

চিত্র সেই শব্দ শুনিয়া সংত্রস্তবৎ চারি দিক বিলোকনপূর্বক সসম্ভ্রমে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কি জন্য এত শব্দ হইল?

তৎপরে প্রৌঢ়া চিত্রপত্নী সহাস্যবদনে চিত্রকে বলিল যে, একটা তাম্রপাত্র উপর হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়া সে পুনশ্চ ভাবিল যে, ইনি নির্বিকার পদে এখনও অবস্থিতি করিতে পারেন নাই। ইহার শিথিল মনকে সত্বর অবলীলাক্রমে আকর্ষণ করিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি একটা পাত্রের শব্দ শুনিয়াই ভয়ে ব্যাকুল হয়, এরূপ অবিবেকী জনকে বিষয় ভোগের প্রলোভনে কিনা করা যায়? সকল হংসই মেঘের শব্দ মাত্র শ্রবণে ভয়ে ধৈর্যহীন হইয়া পলায়ন করে। কোন কোন কমলবাসী রাজহংস আছে, তাহারা পুষ্কর মেঘের গম্ভীর গর্জনেও ভীত হয় না।

চিত্রপত্নী মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্রলতার নৃত্যলীলা প্রকটনপূর্বক চিত্রের নিকটে গিয়া মৃদুবাক্যে চিত্রকে বলিল, তুমি আমাকে তৃণজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া গেলে, এই দেখ, সপত্নীর ন্যায় নানা বিপৎ গৃহ আক্রমণ করিয়াছে। এই মহাবিভবযুক্ত গৃহে আমি ভোগ বর্জিত হইয়া অতি দুঃখে কেবল তোমার দর্শনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। যাহা বলা উচিত

নহে, তাহাও দুঃখবশতঃ আমি বলিতেছি। মৌনকামা জিহ্বাও বোধ হয়, এই কথা বলিয়া লজ্জিত হইতেছে। নিশ্চয়ই গৃহপতি পত্নীর কোনরূপে স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়াছেন, নহিলে অসময়ে এরূপ বৈরাগ্যোদয় হইবে কেন? সকল লোকই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরস্পর এই কথা বলে। লোকে প্রায়ই অন্যের গুণের গ্লানি করিতে নিপুণ হয়। আমি বিয়োগদুঃখে তপ্ত, কিন্তু লোকে আমাকে স্বস্থচিত্ত মনে করে। এরূপ ক্লেশেও আমি অক্লিষ্টকান্তি আছি। ইহা যৌবনের গুণ। আমি কি করিব?

গৃহে এই সকল পরিজন উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। অস্বামিক নারীগণের সম্মুখে কুকুরও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করে। এই দাসপুত্র আমারই উচ্ছিষ্ট খাইয়া বর্ধিত হইয়াছে, দেখ, এখন ইহাকে কোন আজ্ঞা করিলে আমার কেশাকর্ষণ করিতে আইসে।

এই কথা বলিয়া চিত্রের পত্নী ভর্তার চিত্তবিকারের জন্য পূর্বসংকেত অনুসারে ভর্তাকে দাস কর্তৃক নিজ পরাভব দেখাইল। চিত্র পত্নীকে দেখিয়া অক্লিষ্টরূপা বিবেচনায় স্পৃহাবান হইল, সুখবর্জিতা, বিবেচনায় উৎকণ্ঠিত হইল, অপবাদপ্রাপ্ত শুনিয়া ঈর্ষাবান হইল এবং দাস কর্তৃক পরাভূতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল। তখন সে ব্রত নিয়ম ত্যাগ করিয়া যুগপৎ সকল প্রকার সংসার দোষের বশীভূত হইল।

তৎপরে চিত্র পাত্র ও চীবর পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ খড়্গ আকর্ষণপূর্বক প্রিয়ার পরাভব জন্য ক্রোধে দাসকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। পত্নী প্রণয়-সহকারে সত্বর তাহাকে হত্যাকার্য হইতে নিবারিত করিল। ভোজন দ্বারা এবং জিগীষাবশতঃ চিত্রের হৃদয়ে পুনর্বার গৃহ-সুখ আসিয়া উপস্থিত হইল। চিত্র ভোগ পরিগ্রহ করিয়া ললনা-সম্ভোগজনিত সৌভাগ্যের পাত্র হইল এবং নানাপ্রকার পরিভব-কথা শুনিয়া কোপাকুল হইল। কামনা সংযম নষ্ট করে এবং ক্রোধ ক্ষণ মধ্যে ধৈর্য নাশ করে। মিথ্যা ব্রতাচরণে শাসিত মন দ্বারা বৈরাগ্য লাভ হয় না।

অতঃপর রাজা তাহাকে হস্তিমহামাত্রের পদ অর্পণ করিলেন। চিত্র সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া আরও অধিক বিভববান্ হইল। এই সময়ে ভিক্ষুগণ নগরান্তর হইতে ভিক্ষা করিয়া জেতবনস্থিত জিনের নিকট আগমনপূর্বক বিষণ্ণবদনে চিত্রের অনুচিত ব্রতের কথা ভগবানের নিকট নিবেদন করিল।

সর্বজ্ঞ ভগবান হাস্যপূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন যে, চিত্র অপক্ককুশল অবস্থায় ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা পরিপক্ক বিবেক দ্বারা পাপচিন্তা ও আশা সম্পূর্ণরূপ ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা আর পুরাতন বিষয়াস্বাদ-স্মৃতির বশীভূত হয় না। যাহারা প্রয়োজন উদ্দেশ্যে গর্ব ত্যাগ করিয়া শিথিলভাবে

আসক্তি ত্যাগ করে, তাহাদের মনোমধ্যে কামনা থাকে এবং তাহাদের মন দোলায়মান অর্থাৎ দৃঢ় নহে। বিষয়াভিলাষ পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ হৃদয়ে লীন থাকে। পণ্ডিতেরাও এই বিষয়াভিলাষ কর্তৃক কুপথে পরিচালিত হইয়া নিজ নিয়ম পরিত্যাগ করে। অনুরাগরূপ উৎকট বিষসম্পন্ন ভোগিগণ বিষম অন্ধকারময় ভূমিতে প্রবেশ করে। বিস্তৃত শিখাবান্ অগ্নিতুল্য মনোবিকার উদিত হইলে কাম কাহাকেও ক্ষমা করে না।

ভগবান জিন এই কথা বলিয়া চিত্রের গৃহে গমন করিলেন এবং দেহপ্রভা দ্বারা বাহ্য অন্ধকার উন্মূলিত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা চিত্রের মন বিমল করিলেন। তখন চিত্র তাঁহাকে প্রণাম ও সমাদর করিলে তিনি চিত্রকে নিজ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তথায় জিন প্রব্রজ্যাত্যাগী চিত্রের সিদ্ধি লাভের জন্য পুনর্বার বিশুদ্ধ সদ্ধর্ম উপদেশ করিলেন।

চিত্র সর্বক্লেশ সংক্ষয় হওয়ায় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুগণ তাহার পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় ভগবান বলিলেন, চিত্র পূর্বজন্মে ভক্তিপূর্বক একজন প্রত্যেক বুদ্ধকে পূজা করিত এবং তাঁহার দেহান্ত হইলে একটি মহৎ চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিল। সেই পুণ্যফলে চিত্র আমার শাসনে ধন্য হইয়াছে এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পুনর্বার কাম-প্রবৃত্তির কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ ব্যক্তি পূর্বজন্মেও পত্নী কর্তৃক প্রলোভিত হইয়াছিল।

বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্তের হরিদত্ত নামে এক গুণবান পুরোহিত ছিল। তাহার বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন দুইটি পুত্র ছিল। একটির নাম হরিদ্রায়ণ ও অপরটির হরিশিখ। পুরোহিত-পুত্রদ্বয় বিবেক দ্বারা বৈরাগ্য লাভ করিয়া, সংসার ভোগে বিমুখ হইয়া এবং তপোবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পঞ্চাভিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহারা ব্যোমচারী ছিল। রাজা এবং জনগণ তাহাদের পূজা করিত। তাহারা শান্তিগুণে প্রশংসনীয় হইয়া মুনিগণেরও মান্য হইয়াছিল।

একদা হরিশিখ রাজভবনে অবস্থিত আছেন, এমন সময় রাজা দিগ্বিজয়ে উৎসুক হইয়া নিজ কন্যা লাবণ্যবতীকে বলিলেন, বৎসে! তুমি গৌরব সহকারে এই পূজনীয় মুনির পূজা করিবে। ইনি আমার পূজার্হ। রাজা কন্যাকে এইরূপ আদেশ করিয়া চলিয়া গেলে রাজপুত্রী সতত মুনির পূজায় যত্নবতী হইল।

রাজপুত্রী সুবর্ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন ও পদ্মনয়ন মুনিকে দেখিয়া অভিলাষবতী হইল। মনোজ্ঞ বিষয়াশ্রয়ী কাম একত্র বাস দ্বারা কামীর হৃদয়ে সংযমের আশা

বদ্ধমূল করে। পরে একদিন আনতাঙ্গী রাজপুত্রী মন্দবায়ু-চালিতা লতার ন্যায় কামবিকারবশতঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সানন্দে সর্বাঙ্গ দ্বারা মুনিকে আলিঙ্গন করিল। মুনি রাজপুত্রীর কুচাগ্রলগ্ন অঙ্গরাগ দ্বারা হৃদয়ে মদনরাজের আজ্ঞাপত্রের ন্যায় রেখা ধারণ করিয়া অসময়ে সংযম ভঙ্গ জন্য তৎক্ষণেই অভিমত নবলীলায় উচ্ছৃঙ্খল হইলেন।

সূর্য যেরূপ বৃষরাশি, মিথুন রাশি, কর্কট রাশি ও সিংহ রাশি অতিক্রম করিয়া তাপ শান্তির জন্য কন্যা রাশিতে গমন করিতে উদ্যত হন, তদ্রূপ সূর্যতুল্য মুনি বৃষ অর্থাৎ ধর্ম অতিক্রম করিয়া কর্কটের ন্যায় দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া মিথুন-ক্রিয়ায় উদ্যত হইলেন এবং মদন-তাপ শান্তির জন্য রাজসিংহের গৃহে রাজকন্যা গমনে উৎসুক হইলেন। ভুজঙ্গী তুল্য নারীগণের অঙ্গে বিষম বিষ আছে। উহা আলিঙ্গন সময়ে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা ও মোহ বিধান করে। মন্ত্র দ্বারা এ বিষ নষ্ট হয় না, শাস্ত্ররূপ মণি দ্বারা ইহার উপশম হয় না, যোগ বা ধ্যান দ্বারা এবং শান্তিরূপ ঔষধি-রসদ্বারা এ বিষের কিছুই প্রতিকার হয় না।

মুনি রাজপুত্রী কর্তৃক প্রীতি-রসে নিপতিত হইয়া চৌর্যসম্ভোগরসে মগ্ন হইলেন। অবিবেক-জনিত কাম-বিকার মনীষিগণেরও ধৈর্য নাশ করে। রাজপুত্রীর সংযম-দীক্ষা পাইয়া মুনির ব্রত সমস্তই নূতন প্রকার হইল। সঙ্গ পরাঙ্মুখ হৃদয়ে অনুরাগ উদিত হইল, জপাধার অধর চুম্বন-নিরত হইল, ধ্যানালম্বন লোচনে প্রণয়িনীর লাবণ্য-পানোৎসব হইল, ভিক্ষুপাত্রযুক্ত হস্তে কুচযুগল শোভিত হইল। এইরূপে মুনি কন্দর্পারাধনে দীক্ষিত হইলেন। মুনির ভুজপঞ্জরবর্তিনী রাজপুত্রী সের্ষার ন্যায় সহসা তপঃসিদ্ধির বিবোধিনী হইল। অন্তঃপুরিক জনগণ এইরূপ মহৎ অবিনয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেও ভয়ে তাহারা কেহই কিছু বলিল না।

তৎপরে বহুদিন পরে রাজা প্রত্যাগত হইলে, অদ্ভুত আয়োজনে ও প্রভূত বিভব ব্যয় করিয়া বিজয়োৎসব করা হইল। রাজা প্রথমেই ভক্তিপূর্বক হরিশিখ মুনিকে রাজযোগ্য সর্বপ্রকার ভোগ দ্বারা নিজে পূজা করিলেন। মুনির ভোজন-কালে রাজা প্রণয়বশতঃ সম্মুখে অবস্থিত রহিলেন এবং লাবণ্যবতী পরিচর্যা করিতে লাগিল।

তৎপরে লাবণ্যবতী সুবর্ণ-ভৃঙ্গার হস্তে করিয়া তথায় আগমন করিলে, মুনি ধৈর্যের কথা বিস্মৃত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক "এস এস", এই কথা বলিল। রাজা মুনির এইরূপ কাম-বিকার দেখিয়াই কুপিত হইলেন এবং পাপের প্রতিকারের জন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলেন।

লাবণ্যবতী ক্রোধে ক্রুরভাবপ্রাপ্ত পিতার মুখ দেখিয়া বলিল যে, বোধ হয় মুনির গলায় ভাত বাধিয়াছে। এই বলিয়া সে মুনির মুখে জল দিল।

নারীগণ পাপ-গোপন-কার্যে বিচিত্র প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি হইয়া থাকে এবং মায়া-প্রকাশ কার্যে বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমতী হয়।

রাজা কন্যার সেই বাক্য শুনিয়া চূর্ণ দ্বারা জলাশয় যেরূপ প্রসন্ন হয়, তদ্রূপ সহসা প্রসন্নভাব প্রাপ্ত হইলেন। ইত্যবসরে বনবাসী মুনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের দিব্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে এবং ঋদ্ধি ও আকাশ-গমন-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে, এই কথা জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলেন এবং স্বয়ং তথায় আসিয়া হরিশিখকে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। পরে তাহাকে পুনর্বার পঞ্চাভিজ্ঞ ও ধ্যানপরায়ণ করিলেন। নরপতি ও মুনি অনুরাগ-সাগরে পতিত হইয়াছিলেন এবং বিষম বিষয়-ক্লেশরূপ আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন এবং বহু তপস্যায় কাম-স্মৃতি-পাপ দগ্ধ হইয়াছে, এই কথা জানিতে পারিয়া উপচিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক প্রসন্ন হইলেন।

আমিই হরিহায়ণ মুনি ছিলাম, চিত্র হরিশিখ হইয়াছিল এবং তাহার পত্নী তখন রাজকন্যা লাবণ্যবতী হইয়াছিল।

তথাগত এইরূপ অবিতথ ও প্রথিত নিজকথা বলিলেন। তাহাতে ভিক্ষু-গণের বুদ্ধি সহসা সংসারাসক্তি ত্যাগের জন্য চেষ্টিত হইল।



উননবতিতম পল্লব

ধর্মরুচি-অবদান

মনুষ্য ভক্তিভরে সুগতের স্মরণ করিলে, ভীষণ মেঘ ও ঝটিকাসংযোগ সমুদ্ভূত তরঙ্গের ঘোর নিনাদে দিগন্তর পূরিত করিলেও এবং আবর্তাদি জল-বিকার উদ্ভূত হইলেও সমুদ্র প্রশান্ত হইয়া থাকে।

পুরাকালে সমস্ত প্রাণীর কুশলের জন্য সতত উদ্যত জিন যখন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবন নামক উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি বণিক রত্নার্থী হইয়া উৎসাহ সহকারে বিপুলদ্বীপে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া মহোদধির তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৎপরে বণিকগণ প্রবহণে আরোহণ করিলে কর্ণধার গুরুতর ভার দেখিয়া মজ্জনশঙ্কাবশতঃ তাহাদিগকে বলিল, তোমরা ঔৎসুক্যবশতঃ কোন বিবেচনা না করিয়াই এত লোক প্রবহণে আরোহণ করিলে; কিন্তু ইহা উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-শৃঙ্গ সমুদ্র; গৃহাঙ্গন নহে। তোমরা সত্বর হইয়া প্রবহণে ভারাধিক্য করিলে, কর, কারণ, রত্নরাশি পাইতে সকলেই ইচ্ছা করে; কিন্তু সমুদ্রে বহু বিঘ্ন আছে জানিবে। সমুদ্র মধ্যে কোথায় বা ভীষণ মকরকুলে সমাকীর্ণ তরঙ্গরাশি রহিযাছে, কোথায় বা এত বেগ যে প্রবহণ স্থির থাকিতে পারে না; কোন কোন স্থানে জলনিমগ্ন পর্বতের শৃঙ্গে আঘাত লাগিয়া জলরাশি অতি বেগবান হইয়াছে; কোথায় বা জলমধ্য হইতে উদ্গত কৃতান্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় ভীষণ বায়ুর আঘাতে জল ঘূর্ণিত হইতেছে। কোন স্থানে বা প্রচণ্ড শিখামণ্ডলযুক্ত বাড়বাগ্নি যেন অকাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

বণিকগণ কর্ণধার কথিত সমুদ্রের ঈদৃশ ভীষণতা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ নামিয়া ফিরিয়া গেল। কতকগুলি সাহসী বণিক প্রবহণে রহিল। তৎপরে বণিকগণ রত্নদ্বীপে গিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রবহণ শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছিল, এমন সময় বণিকগণ সম্মুখে দেখিল যে, মন্দর পর্বত যেন মুখকুহর ব্যাদান করিয়া আকাশে উদ্গত হইতেছে এবং সমুদ্র কূর্ম, মীন ও মকরের সহিত বেগে শ্বভ্রপাতের ন্যায় তাহারই সম্মুখে প্রস্থান করিতেছে।

তৎপরে প্রবহণ কৃতান্তের মুখকুহরের নিকটবর্তী হইলে, বণিকগণ বিপ্লবশঙ্কায় বিহ্বল হইয়া কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিল একি অভূতপূর্ব অদ্ভুত প্রাণী উদ্ভূত হইল? ইহার মস্তকে যেন চণ্ডাংশু যুগল উদিত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। সমুদ্রের জল কেন ইহার সম্মুখে ধাবিত হইতেছে? জলের বেগে আকৃষ্ট হইয়া প্রবহণ ঘূর্ণিত হইতেছে। এইরূপ অকাণ্ডক্ষয় আশঙ্কায়, ভয়ে ও সংভ্রমে কাতর বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিলে কর্ণধার তাহাদিগকে বলিল, তিমিঙ্গিলগিরি নামক প্রাণীরাশি-সংহারকারী মহামৎস্য এই সাগরে বাস করে। ইহাকে দেখিলেই সম্মোহ উপস্থিত হয়। প্রলয়কালের ন্যায় ভীষণ এই মৎস্যের নেত্রদ্বয় দেখা যাইতেছে। দ্বাদশার্কের উদয়কালে সূর্যদ্বয়ের ন্যায় ইহা দেখাইতেছে। ইহার আস্য-কুহরপ্রান্তে শুভ্র মেঘ পরিবারিত মহাদ্রির শৃঙ্গমালার ন্যায় দন্তপংক্তি দেখা যাইতেছে। ইহার মুখগামী প্রবাহ দ্বারা প্রবহণ আকৃষ্ট হইযাছে। বিষয়াভিমুখ চিত্তকে যেরূপ ধরিয়া রাখা যায় না, তদ্রূপ প্রবহণ টানিয়া রাখিতে পারিতেছি না। এখন জন্মান্তরে শুভপ্রদ

কোন দেবতার স্মরণ কর, কর্মফলানুসারে নিধন উপস্থিত হইলে কোন প্রতিকার করা যায় না।

বণিকগণ কর্ণধার-কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নমো বুদ্ধায়, নমো বুদ্ধায়," এই কথা বলিতে লাগিল।

এদিকে জেতবনস্থিত ভূতভাবন ভগবান জিন ভয়ার্ত বণিকগণের সেই আর্তনাদ দিব্য শ্রোত্রে শ্রবণ করিলেন। সেই মৎস্য তমোনাশক "বুদ্ধ" নাম শ্রবণ করিয়াই প্রাণিগণের উপপ্লব শান্তির জন্য শনৈঃ শনৈঃ নিজ মুখ মুদিত করিল। মৎস্য মুখ মুদিত করিলে কালবক্ত্র সদৃশ সেই বিপ্লব হইতে মুক্ত হইয়া প্রবহণটি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

তৎপরে বণিকগণ তীব্রতর ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে রত্নপূর্ণ শ্রাবস্তী নগরীতে গিয়া ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইল। তাহারা বিপদে উদ্ধারকারী জেত-বনবাসী জিনের নিকট গিয়া তাহাকে ভক্তিপূর্বক বন্দনা করিল এবং ভগবানের দর্শনমাত্রেই তাহাদের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় সদ্য প্রসাদলাভপূর্বক প্রব্রজ্যা দ্বারা অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল। ইহারা পূর্বজন্মে কাশ্যপ শাস্তার শাসনাধীন ছিল। ভগবান এই কথা বলিলেন।

সেই সমুদ্রবাসী তিমিঙ্গিলগিরি মৎস্য সত্ত্ব-সংহার হইতে বিরত হওয়ায় তীক্ষ্ণ জঠরাগ্নির তাড়নায় প্রাণ-সংশয় দশা প্রাপ্ত হইল। তাহার কলেবর ক্লিন্ন হওয়ায় দুর্গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া বলবান নাগগণ জলনিধি তটে উহা নিক্ষিপ্ত করিল। তাহার দেহের শুষ্ক অস্থিরাশি কালক্রমে জলধারা ক্ষালিত হইয়া তুষারাচ্ছাদিত শৈল-শৃঙ্গের ন্যায় শোভিত হইল।

অতঃপর সেই মৎস্য শ্রাবস্তী নগরবাসী সুমতি নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিল। গর্ভস্থ অবস্থায় সে মাতার তীব্র ক্ষুধাক্লেশ জন্য অতি কষ্ট উৎপাদন করিল। সে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত ক্ষুধিত হইল যে, শত শত স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না এবং ক্রমে সে প্রভূত ভোজন করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল। ভোজন করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল এবং অবশেষে ভিক্ষুসভায় গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক নানা স্থানে পিণ্ডপাত গ্রহণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। সে বহুভুক নামে বিখ্যাত হইয়া নানা স্থানে সঙ্ঘভোজন মধ্যে বহু ভোজন করিলেও কোথাও তৃপ্তি লাভ করিল না।

সেই সময়ে দানব্রত নামক এক গৃহস্থ শ্রদ্ধাপূর্বক ভিক্ষুগণকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। তখন ভিক্ষুগণ অন্যত্র ভোজন করিতে গিয়াছিল। এ জন্য সে একমাত্র

সেই বহুভোজীকে পাইয়া তাহাকেই সমস্ত ভোজ্য প্রদান করিল। বহুভোজী ভিক্ষু ক্ষণকাল মধ্যে বহু পুরুষের খাদ্য খাইয়া ফেলিলে গৃহস্থ তাহাকেই সমস্ত সঙ্ঘের খাদ্য প্রদান করিল। বিস্ময়কারী বহুভোজী গাড়ি গাড়ি অন্ন ভোজন করিয়া ফেলিলে গৃহস্থ ভূত শঙ্কা করিয়া ভয়ে ভাবিতে লাগিল, অহো! আমি এই সুকুমার অল্পভোজী বেশ ভিক্ষুটি পাইয়াছি! ইনি একাকী সমস্ত সঙ্ঘের খাদ্য ভোজন করিলেন। এই যক্ষ যতক্ষণ আমাকে খাইয়া না ফেলে, তাহার মধ্যেই আমি ইহাকে দক্ষিণা দিয়া পলায়ন করি। এইরূপ মনে স্থির করিয়া গৃহস্থ সভয়ে তাহাকে দক্ষিণা দিয়া পশ্চাদগমন-ভয়ে পৃষ্ঠদেশ দেখিতে দেখিতে পলায়ন করিল এবং ভগবানের নিকট গিয়া ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এ ব্যক্তি যক্ষ না রাক্ষস?

ভগবান্ গৃহস্থকে বলিলেন, ইনি যক্ষ বা রাক্ষস নহেন। ইনি ধর্মরুচি নামক ভিক্ষু ইনি শীঘ্রই অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইবেন।

তৎপরে শাস্তা স্বয়ং আকাশপথে ধর্মরুচিকে লইয়া গিয়া তাহার পূর্বজন্মের সেই প্রকাণ্ড দেহের অস্থিরাশি দেখাইলেন। ধর্মরুচি সংসারের ন্যায় ভীষণ সেই অস্থিরাশি দেখিয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি?

সর্বজ্ঞ ভগবান্ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহা তোমারই দেহের শুষ্ক অস্থিরাশি। ইহা দেখিলে ভয় হয়। হে ধর্মরুচি! তুমি শান্তি আশ্রয় কর, মনের কুভাবসকল ত্যাগ কর। ইহা তোমারই দেহের পৃষ্ঠাস্থি শৃঙ্খলার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ধর্মরুচি সুগত-কথিত এই কথা শুনিয়া এবং নিজ কলেবর দেখিয়া ভব-ভ্রমে অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইল এবং মনে মনে ভাবিল যে, অহো! এই মোহমার্গে বিচরণকারী পথিকতুল্য মনুষ্যগণের ক্ষণস্থায়ী এই দেহেতেও নিজ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে! শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় দৃশ্যমান অস্থিময় ও বিকট দশনশ্রেণী দ্বারা ভীষণ দৃশ্য এবং কৃমিকুলব্যাপ্ত ছিদ্রযুক্ত আমার এই দেহ বিনষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য মায়াবশতঃ এই বিনষ্ট দেহের প্রতি স্নেহ করে এবং বিষয়াস্বাদে বাসনা করে।

ধর্মরুচি এইরূপে নিজ কলেবর দেখিয়া বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইলে জিন তাহাকে লইয়া আকাশমার্গে পুনর্বার জেতবনে চলিয়া গেলেন।

তথায় ভগবান্ দয়াপূর্বক তাহার জন্য ধর্মদেশনা করিলেন। তদ্দ্বারা সে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল, সকৃৎফল, অনাগামিফল এবং অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল। ধর্মরুচি

পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ দ্বারা সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া তথাগতকে প্রণাম-পূর্বক সহাস্যবদনে চলিয়া গেল।

তৎপরে একদিন সংসার-বন্ধন-মুক্ত ধর্মরুচি ভিক্ষুগণ-পরিবেষ্টিত ভগবানের নিকট আসিলে ভগবান্ প্রীতিপূর্বক তাহাকে বলিলেন। হে ধর্মরুচে! তুমি যেন ক্লেশকর বিপুল পথ বহুদিন ধরিয়া অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ। এত বিলম্বে আসিবার কারণ কি? হে ধর্মরুচে! নিরন্তর বহুদিন ধরিয়া পথশ্রম হওয়ায় তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? বল।

সর্বজ্ঞ সজ্জনগণ-সমক্ষে ধর্মরুচিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পূর্বজন্মের স্মৃতিদাতা ভগবানকে বলিলেন, হে ভগবন্! বহুদিন ধরিয়া ক্লেশকর বিপুল পথে পরিভ্রমণ করায় গর্ভবাস ও মললেপনাদি নানাপ্রকারে গুরুতর ক্লেশ পাইয়া এবং দেহরূপ কষ্টসমূহের ভারে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে দুঃখিতজনের বিপদনাশকে বন্ধুস্বরূপ তোমাকে পাইয়া সকল প্রকার দুঃখবর্জিত বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি।

ধর্মরুচি ও জিনের এইরূপ কথোপকথনকালে ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ সুগতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার পূব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

পূর্বকল্পে প্রেম নামক রাজার রাজত্বকালে ক্ষেমবতী নগরীতে ক্ষেমঙ্কর নামক সুগত ছিলেন। সে সময় ধর্মশীল নামক এক গৃহস্থ ছিল। সে সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বহু রত্ন লাভ করিয়া কুবেরতুল্য ধনী হইয়াছিল। কালক্রমে ক্ষেমঙ্কর সুগত সমস্ত জগৎকার্য সম্পাদন করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে গৃহপতি ধর্মশীল তাঁহার বিয়োগে দুঃখিত হইয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার দেহাংশ দ্বারা একটি স্তূপ নির্মাণ করিতে উদ্যত হইল। মহাত্মা ধর্মশীল মণিকাঞ্চন সম্ভার দ্বারা স্তূপনির্মাণ আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণগণ জিন-শাসনে বিদ্বেষবশতঃ তাহা নিবারণ করিল। ধর্মশীল ধর্মবিঘ্নকারী ব্রাহ্মণগণের বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিয়া এবং রাজপ্রদত্ত প্রতিষেধকগণের নিবারক একজন সুভটকে পাইয়া, সেই সহস্রবোধি নামক সুভট দ্বারা দম্ভভয়ে পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণগণকে নির্ভৎর্সনপূর্বক নির্বিঘ্নে মণিমুক্তাখচিত হেমময় স্তূপ নির্মাণ করিয়া প্রণিধান করিল যে, আমি যেন এই কুশল কর্মফলে প্রাণিগণের উদ্ধারের জন্য সুধাময়ী অনুত্তরা সম্যক্ সম্বোধিপ্রাপ্ত হই।

সহস্রবোধী ধর্মশীল-কথিত এইরূপ প্রণিধান-কথা শুনিয়া সাদরে প্রণিধানপূর্বক বলিল যে, আমি যেন তোমারই শ্রাবক হই।

ধর্মরুচি তাহাকে বলিল যে, তুমি প্রভূত পাপকারী; এজন্য অতি কষ্টে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া পরে আমার শ্রাবক অর্থাৎ শিষ্য হইবে। বহুবর্ষ অতীত

[হইলে তোমার বিশাল কুকর্মের ক্ষয় হইবে। তৎপরে তুমি বুদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়া কুশলপ্রাপ্ত হইবে।

আমিই সে সময় ধর্মশীল গৃহস্থ হইয়াছিলাম। যে সহস্রযোধীর কথা বলিলাম, সে-ই কালক্রমে ধর্মরুচি হইয়াছে।

দ্বিতীয় কল্পে দ্বীপ নামক রাজার রাজত্বকালে দ্বীপবতী নগরীতে দীপঙ্কর নামক শাস্তা বর্তমান ছিলেন। তপোবনপ্রিয় দীপঙ্কর জিনকে রাজা একদা ভক্তিপূর্বক তাহার রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। প্রসন্নচিত্তে সুগত বাৎসল্যবশতঃ রাজার প্রার্থনা অনুমোদন করিলে, রাজা উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা নিজ সুহৃৎ বাসব নামক রাজার রাজধানী কাশী নগরীতে দূত পাঠাইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভগবান্‌কে দর্শন কর।

সেই সময়ে রাজা বাসব দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া যথাবিধি পঞ্চ দক্ষিণা দান করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। তখন দেবতা রাজাকে বলিলেন যে, সুমতি ও মতি নামে দুইজন ব্রাহ্মণ তোমার নিকট আসিবে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি দানের যোগ্যপাত্র।

অতঃপর সেই ব্রাহ্মণদ্বয় বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণার্থী গুরুকে দক্ষিণা দিবার জন্য রাজার যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বাসব তাহাদের নাম শুনিয়া হর্ষ সহকারে সুমতিকে পঞ্চদক্ষিণা প্রদান করিলেন। চারিটি রত্ন-খচিত শয্যা, সুবর্ণময় দণ্ড ও কমণ্ডলু, সুবর্ণ ও রত্ন-খচিত একটি ভোজন-পাত্র ও তদুপরি পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা এবং সর্বাভরণ-ভূষিতা নিজ কন্যা দান করিবার জন্য রাজা উদ্যত হইলে সুমতি নিজ ব্রহ্মচর্যের কথা উল্লেখ করিয়া কন্যা গ্রহণ করিলেন না।

সুন্দরী নাম্নী রাজকন্যা কনক-কান্তি সুমতিকে দেখিয়া সাভিলাষা হওয়ায় লজ্জা ত্যাগপূর্বক প্রার্থনা করিল, কিন্তু ব্রহ্মচারী সুমতি প্রত্যাখ্যান করায় বৈরাগ্যবশতঃ বন্ধুজনকে ত্যাগ করিয়া দ্বীপবতী নগরীতে গমন করিল। তথায় সে অলঙ্কার ও রত্ন বিক্রয় করিয়া সেই মূল্যে পুষ্প ক্রয় করিয়া সর্বদা দেবার্চনা করিতে লাগিল। সুমতি রাজার নিকট প্রাপ্ত সমীহিত দ্রব্যসকল গুরুকে প্রদান করিলেন এবং গুরু পত্নীর নির্দেশানুসারে অবশিষ্ট সুবর্ণমুদ্রাগুলি নিজে লইলেন।

সেই রাত্রিতে সুমতি দশটি স্বপ্ন দেখিলেন। সুধা-সমুদ্র পান, আকাশে গমন, চন্দ্র-সূর্য-স্পর্শ, রাজা ও মুনিগণের যাজন এবং শ্বেতবর্ণ হস্তী, হংস, সিংহ ও পর্বত শিখরে আরোহণ। অতঃপর সুমতি জাগরিত হইয়া সেই সকল স্বপ্নের ফল শ্রবণ করিবার জন্য পঞ্চাভিজ্ঞ মহামুনি পর্ণাদের তপোবনে গমন করিলেন।

মহামুনি পর্ণাদ সুমতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, তোমার এই জন্মে স্বপ্নের ফল দ্বীপবতী নগরীস্থিত ভগবান জিনই জানেন।

সুমতি এই কথা শুনিয়া স্বপ্ন-ফল জানিবার জন্য ঔৎসুক্যবশতঃ সত্বর ভ্রাতা মতির সহিত দ্বীপবতী নগরীতে গমন করিলেন।

সেই সময়ে রাজা ভগবানের পুরপ্রবেশ উপলক্ষে বিপুল উৎসবের আয়োজন করিয়া রত্ন ও বস্ত্র দ্বারা নগরী সাজাইতেছিলেন। রাজা তাঁহার পূজার জন্য সমগ্র পুষ্প সংগ্রহ করায় বাজারে অন্বেষণ করিয়াও কেহ পুষ্প পায় নাই।

তৎপরে রাজকন্যা সুন্দরী পুষ্প দুর্লভ দেখিয়া ও পূজাবিচ্ছেদ হইবে বিবেচনায় দুঃখিত হইয়া মালাকারকে পুষ্পের জন্য বলিল, সুমতির পুণ্যপ্রভাবে একটি পদ্মহীন হ্রদে তখন কয়েকটি পদ্ম ফুটিয়াছিল। মালাকার রাজভয়ে গুপ্তভাবে ঐ পদ্মগুলি সুন্দরীকে দিল এবং সুন্দরী তাহা কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর চলিয়া গেল।

সুমতি জিনপূজার জন্য কুসুম অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে ফুল্ল পদ্ম সহ সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। সুমতিরই পুণ্যপ্রভাবে কুম্ভাভ্যন্তরে আচ্ছাদিত পদ্মগুলি যেন সজীবের ন্যায় নিজ মুখ দেখাইল। সুমতি হিরণ্য বিনিময়ে কমল প্রার্থনা করিলে সাভিলাষা সুন্দরী হাস্য সহকারে তাহাকে বলিল যে, তুমি পূর্বে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। এখন যে আমার নিকট পুষ্প প্রার্থনা করিতেছ? হে সাধো! কন্যার সহিত সম্ভাষণ করা ব্রহ্মচারীর উচিত নহে। তোমাকে পুষ্প-প্রদান ফলে অন্য জন্মে যেন তোমার ভার্যা হই, এইরূপ প্রণিধান করিয়া পুষ্প প্রদান করিব, অন্যথা দিব না।

সুমতি "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে সুন্দরী তাহাকে পাঁচটি পদ্মের পর্ব দিল এবং নিজে পূজার জন্য দুইটি কমল গ্রহণ করিল।

অনন্তর রাজা দ্বীপ ও রাজা বাসব উভয়ে ভক্তিপূর্বক ভগবান্‌কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। রাজা বাসব তাঁহার জন্য রত্ন-শলাকাযুক্ত উজ্জ্বল ছত্র এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র চামর গ্রহণ করিলেন।

দেবগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ ও গন্ধর্বগণ কর্তৃক পূজ্যমান দ্বীপঙ্কর জিনের পুর-প্রবেশকালে চতুর্দিকে সকল প্রাণীরই মনে সুখ ও উৎসবের উদয় হইল। তথায় বহুলোকের সমাগম হওয়ায় অতিকষ্টে সুমতি পুণ্য-প্রভাবে তথায় প্রবেশের পথ পাইলেন। তিনি শাস্তার চরণে কমল কয়টি ক্ষেপণ করিয়া সানন্দে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমিতে জটাভার বিক্ষেপপূর্বক তাহাকে বন্দনা করিলেন।

সুমতি-প্রদত্ত পদ্মগুলি তদীয় সুকৃতের ন্যায় তখনই বিপুলতা প্রাপ্ত হইয়া

ভগবানের সম্মুখে সঞ্চারিণী চক্রের আভা বিস্তার করিল। সুন্দরী কর্তৃক ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত প্রফুল্ল পদ্মযুগল ভগবানের কর্ণাবতংস হইয়া গেল। প্রণত সুমতির জটাভার সুগতের পদতলে পড়িয়া বিশীর্ণ হইল এবং তখনই অন্য জটাভার প্রাদুর্ভূত হইল।

সুমতি আকাশ-গতি লাভ করিয়া কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইলে, সর্বসমক্ষে ভগবান জিন উচ্চস্বরে বলিলেন, হে সুমতে! তুমি অনুত্তরা সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়া শাক্যমুনি নামক তথাগতরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। জিন এই কথা বলিলে এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইলে মন্ত্রিগণ সকলে তপঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেই বিশীর্ণ জটা গ্রহণ করিল।

সুমতির ভ্রাতা মতি ভ্রাতার জটা ভগবানের চরণাক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া শ্রোত্রিয়ত্বাভিমানবশতঃ কোপাকুল হইল। সুমতি ভ্রাতার মোহ-সংভূত বিকার নিবারিত করিয়া তাহার সহিত শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে কালক্রমে সুমতির দেহান্ত হইলে তুষিত নামক দেবালয়ে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং মতি নরকগত হইল।

সেই সুমতিই এখন আমি এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছি। মতি মতিবিপ্লববশতঃ এই ক্লিষ্ট ধর্মরুচি হইয়াছে এবং সেই সুন্দরী যশোধরা হইয়াছে।

তৃতীয় কল্পে জম্বুদ্বীপে অনুত্তর জ্ঞাননিধি ককুছন্দ নামক তথাগত উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে চন্দনদত্ত নামক বিখ্যাত ধনবান্ একটি বণিক ছিল। কামবলা নামক তদীয় জায়ার গর্ভে কন্দর্পের ন্যায় কান্তিমান্ অশ্বদত্ত নামে এক পুত্র হইল। সে পিতার অতি প্রিয় হইয়া উঠিল।

চন্দনদত্ত পত্নীর হস্তে গৃহভার ন্যস্ত করিয়া ধনোপার্জন-মানসে সমুদ্রযাত্রা করিল। ধন হইলে ধনিগণের আরও তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। চন্দনদত্তের পত্নী পতি প্রবাসে গেলে যৌবনোন্মাদে মত্ত হইয়া গৃহচিন্তা পরিত্যাগপূর্বক কামচিন্তা-পরায়ণা হইল। সে কুমার অশ্বদত্তকে ধনকার্যে নিযুক্ত করিয়া সর্বদাই প্রাসাদশৃঙ্গে অবস্থানপূর্বক রাজমার্গ বিলোকন করিত।

বাটীতে বহুজন ভৃত্য থাকায় নির্জনে অবকাশ ও সুযোগ না পাইয়া সে বৃদ্ধ ধাত্রীগণের নিকট আসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগপূর্বক বলিল, মাতঃ! বহু ভোগ্য বস্তুপূর্ণ বিভব ও আজ্ঞাধীন পরিজনবর্গ থাকিলেও স্বৈর-সঞ্চারহীন হওয়াও সত্যই আমার গৃহে অনুরাগ মাত্রও নাই। ললনাগণ পুরুষ সম্ভোগ বিনা কিছুতেই সুখবোধ করিতে পারে না। অধিকারলাভ, সমাদর, অলঙ্কার ও উত্তম খাদ্যে

ললনার প্রীতি হয় না। অতএব আমি গৃহত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দচারিণী হইয়া গমন করিব। বাল্য অবস্থায় উৎপন্ন আমার এই পুত্রও আমার স্নেহভাজন হইতেছে না। যোষিদগণ তরঙ্গিণীর ন্যায় কুলরূপ কূলন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া বন্ধুজনের বন্ধন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না। ইহারা রতিশীল।

চন্দনদত্তের পত্নী এই কথা বলিলে, বাৎসল্যবতী ধাত্রী তাহাকে বলিল,—বৎসে! এই বিপুল সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত নহে। বহুবিধ কার্যময় এই গৃহেই গুপ্তচর্যা নিয়োগ করা যাইতে পারে। স্বৈরাচরণ করিলে রাজমার্গে লোকে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। তুমি যৌবন-তাপে তাপিত হইয়া কিরূপে চরিত্র রক্ষা করিবে, কিরূপেই বা গৃহ-সম্পৎ পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাইতে পার। এদিকে কাম-বিষের আবেশ হইয়াছে। অন্যদিকে ক্ষণকালমধ্যে অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা। এই উভয় সন্দেহে কি করিবে, জানি না।

চপলস্বভাব পুরুষগণ কৌতূহলবশতঃ যে পর্যন্ত বস্ত্র উন্মোচন করিতে না পারে, সেই পর্যন্তই প্রাণপণ করিয়াও পরস্ত্রীকে প্রার্থনা করে। পুরুষ যখন সশব্দ রসনাযুক্ত পরস্ত্রীর বস্ত্র আকর্ষণ করে, তখন সে "না-না-না, আমায় ছাড়িয়া দেও, আমি যাই," এইরূপ বলিয়া থাকে। এই ভাবটা সকল পুরুষেরই অতি প্রীতিকর হয়। পুরুষ পরস্ত্রীকে বিবসনা দেখিয়া এবং নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া যেই তাহার ভুজপঞ্জর হইতে মুক্ত হয়, তখনই শুকপক্ষীর ন্যায় পলায়ন করে। অন্ধকারমধ্যে রতিচৌর পুরুষের সহিত ক্ষণকাল সুখ-সঙ্গম হয়। পরে আলোক প্রকাশ হইলে পরপুরুষ-সমাগম বলিয়া বোধ হয়। যে নারী পুরুষের আকর্ষণে লজ্জাবশতঃ অধোমুখী হইয়া থাকে, তাহার আকর্ষণ নিষ্ফল হওয়ায় সে যেন কুপথে হরিত নিজশীলরূপ-রত্ন অন্বেষণ জন্য অধোমুখী হইয়া চলিয়া যায়। যাহার দুশ্চরিত্রাপবাদ প্রচারিত হয়, সে বিষদসম্ভূত স্থূল নেত্রজল-বিন্দু মোচন করিয়া রোদন করে। সে যেন শতশ্রমে ত্রুটিত নিজ শীলরূপ হারের মুক্তাজল দ্বারা ধরা পূরিত করে।

স্বৈরিণী নারী নিজ বালক সন্তানের চন্দ্রের ন্যায় মনোহর হাস্য স্মরণ করিতে করিতে সহসা ম্লান হয় এবং মুখ-পদ্ম শুষ্ক হয়। লোকে গৃহমধ্যে তাহার কথা আলোচনা করে এবং সে সেই কথা শুনিয়া এত ভীত হয় যে, তৃণ বা পল্লবচালিত হইলেও তাহার মন শঙ্কিত হয়। তরুণীগণ রূপ-দর্পে পতি-গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরে পুরুষ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া তীর্থস্থানে পরিত্যাগ করে। অতএব গৃহে থাকিয়াই যাহাতে তোমার পুরুষ-সঙ্গম হয় এবং কোন লোক জানিতে না পারে, এরূপ যুক্তি আমি বলিতেছি। কুমার অশ্বদত্ত যুবা পুরুষ

হইয়াছে। সে তোমার বেশ ভোগ্য হইতে পারে। তাহাতে কেহই আশঙ্কা করিবে না। এরূপ বিদগ্ধ কান্তিমান্ পুরুষ কোথায় পাওয়া যায়? যদি ইহা করিতে পারি, তাহা হইলে নির্বিঘ্নে তোমার কার্যসিদ্ধি হইবে।

বণিক্‌পত্নী ধাত্রীর এই কথা শুনিয়া তাহাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। তীব্র অনুরাগে অন্ধ ব্যক্তি পাপজন্য পতন দেখিতে পায় না।

তৎপরে ধাত্রী কুমারের নিকট সম্ভোগ-সুখের বর্ণনা করিয়া ক্রমে তাহার মন বিষয়-সম্ভোগে অভিমুখ করিল। সে কুমারকে প্রতারণা করিয়া সশঙ্কভাবে বলিল, বৎস! তোমার উপযুক্ত একটি প্রোষিতভর্তৃকা নারী আছে। সে অত্যন্ত লজ্জাবতী; এজন্য নির্জন গৃহে রাত্রিকালে দীপ নির্বাপণ করিয়া তোমার সহিত সুখে সঙ্গম করিতে ইচ্ছা করে।

বণিকপুত্র ধাত্রীর এই কথা শুনিয়া সাভিলাষ হইল এবং গুপ্ত গৃহে নিজ জননীর সহ সঙ্গম করিতে লাগিল। বণিকপত্নী প্রচ্ছন্ন গৃহে রতিসেবা করিয়া ক্রমে তাহার অনুরাগাগ্নি এত বর্ধিত হইল যে, কিছুতেই শান্তি হইল না। সে মনে ভাবিল যে, এরূপ গোপন যন্ত্রণা আর সহ্য করা যায় না। আলোকই রূপভোগের জীবনস্বরূপ। পরস্পরের মুখ-পদ্ম বিলোকন জন্য সুখ ব্যতীত চুম্বনে বা সুরত-কার্যে সেরূপ সুখোদয় হয় না। অতএব আমি প্রযত্ন করিয়া প্রচ্ছাদন-ক্লেশ দূর করিব এবং যাহাতে স্বেচ্ছায় প্রগল্‌ভতা সহকারে রতিকার্য করে, তাহা করিব।

এইরূপ ভাবিয়া সে রাত্রি প্রভাত হইলে বস্ত্র পরিবর্তন-যুক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশ করিল। কুমার নিজ জননীকে দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। পাপ-বিষের আবেশে কুমার অবশ হইয়া গেল। বণিকপত্নী শীতল জলধারা সেচন করিলে ক্রমে কুমার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মহাগর্তে পতিতবৎ দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

কামমোহিতা বণিকপত্নী ভুজদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া এবং নরক-পতনের দূতীস্বরূপ ভ্রূলতা উন্নত করিয়া বলিল, অকারণ কেন তোমার এরূপ বিষাদ উপস্থিত হইল? মিথ্যাচারই নারীগণের স্বভাব, ইহা কি তুমি জান না? তুমি কোনরূপ দুঃখ উৎপাদন কর নাই অথবা কাহারও ধন অপহরণ কর নাই। সাধারণ সুখভোগ বিষয়ে তোমার পাপবুদ্ধি হইতেছে কেন? নারীগণ নদীর তুল্য। নদীতে অবগাহনে কোন বাধা নাই। যে নদীতে পিতা স্নান করে, তাহাতে কি পুত্র স্নান করে না? যে পথ দিয়া পিতা যায়, পুত্রও সেই পথে গিয়া থাকে। পথ সদৃশ নারীগণ সাধারণেরই গমনীয় হয়। ললনা একজনেরই

ভোগ্য হইবে এবং কেহ কাহারও স্ত্রীতে গমন করিবে না এরূপ নিয়ম-বন্ধন ঈর্ষালু জনগণই প্রচারিত করিয়াছে। বস্তুবিচার করিয়া দেখিলে কোন নারীই রতির জন্য অগম্য নহে। স্ত্রীলোক পিতা ও পুত্র উভয়েরই ভোগ্য হইতে পারে।

বণিকপত্নী এইরূপ যত্ন করিয়া নিজ পুত্র অশ্বদত্তকে সম্ভোগে অভিমুখ করিল। পশু-স্বভাব অশ্বদত্ত অনুরাগবান্ হইয়া সতত জননীকে সম্ভোগ করিতে লাগিল। তৎপরে কিছুদিন পরে পিতা মহোদধি হইতে সমাগত হইলে অশ্বদত্ত মাতৃপ্রেরিত হইয়া বিষদ্বারা পিতাকে মারিয়া ফেলিল।

অনন্তর বণিকপত্নী অনুরাগ বৃদ্ধিবশতঃ অবাধে সুখভোগেচ্ছায় স্নেহ মোহিত কুমারকে প্রণয় সহকারে বলিল, এস, আমরা অবাধে সুখ-ভোগের জন্য ধন-রত্না দ সার বস্তু লইয়া নিষ্কণ্টক দেশে গমন কবি।

অশ্বদত্ত মাতার এই কথা শুনিয়া চিরকাল-সঞ্চিতসার ধন সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত চলিয়া গেল। গুপ্ত-পাপী এই দুজনে দেশান্তরে অবস্থান করিয়া এবং পতি-পত্নী ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইল।

তৎপরে একদিন একটি পরিচিত ভিক্ষু অশ্বদত্তকে স্বদেশবাসী জানিতে পারিয়া বাৎসল্যবশতঃ তাহার বাটীতে আসিয়া তাহাকে বলিল, তোমার মাতা ভাল আছেন ত? তুমি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। দেশের চিন্তায় তোমার মন অনুতপ্ত হয় না ত?

অশ্বদত্ত ভিক্ষুর এই কথা শুনিয়া যেন প্রস্তরাঘাত প্রাপ্ত হইল এবং চিনিতে পারিয়াছে ভাবিয়া ভয়ে মনে মনে নানা যুক্তির চিন্তা করিতে লাগিল। পরে সে মাতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া পাপ-প্রকাশ-ভয়ে ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহমধ্যে অস্ত্র দ্বারা তাহাকে বধ করিল। অর্হৎপদপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে বধ করিতেও তাহার মন কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। নৃশংসগণ পাপাভ্যাসে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হয়। যাহারা ধর্মরূপ পর্বত-শৃঙ্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া গর্তমধ্যে পতিত হয় এবং আবর্তবহুল তরঙ্গাঘাতে পীড়িত হয়, তাহাদের উত্তরোত্তর পতনই হইয়া থাকে।

বণিক পত্নী পুত্রের সহিত রমণ করিয়াও সম্ভোগপরায়ণতা বশতঃ সুন্দর নামক বণিকপুত্রকে দেখিয়া তাহার প্রতি অভিলাষ করিল। ভোগাভ্যাস দ্বারা কাম এইরূপ বর্ধিত হয়। লোভ হইলে আরও বর্ধিত হয়। লবণ-জল পান করিলে তৃষ্ণা অধিক বর্ধিত হয়। বিপুল শিখাবান্ বাড়বাগ্নি অগাধ জলে অধিকতর প্রজ্বলিত হয়। অশ্বদত্ত জননীকে অনুরাগী সেই নূতন কামুক সহ গুপ্তভাবে সঙ্গত দেখিয়া ক্রোধে খড়্গদ্বারা মাতাকে বধ করিল।

এইরূপে ক্রমে তিনটি মহাপাপভারে আক্রান্ত অশ্বদত্ত দেবতা-প্রেরিত জনগণ কর্তৃক সত্বর নগর হইতে নিষ্কাশিত হইল। সে তখন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ভিক্ষুগণ সকাশে গিয়া এবং নিজ পাপের কথা নিবেদন করিয়া দুঃখে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। যখন কেহই তাহাকে পতিতজ্ঞানে প্রব্রজ্যা দিল না, তখন সে বিদ্বেষবশতঃ রাত্রিকালে সুপ্ত ভিক্ষুকগণকে দগ্ধ করিল।

তখন একজন বোধিসত্ত্বের অংশভূত ভিক্ষু তাহার প্রতি দয়াবশতঃ তাহাকে শিক্ষা পদ-বর্জিত প্রব্রজ্যা দিলেন। অশ্বদত্ত নির্বন্ধ সহকারে শিক্ষাপদ প্রার্থনা করিলে ভিক্ষু তাহাকে বলিলেন যে, তুমি শিক্ষাপদ পাইবার যোগ্য নহে। তুমি "নমো-বুদ্ধায়" এই কথা সদা মুখে উচ্চারণ কর। জিন নাম শুনিয়াই তুমি কল্পান্তে মুক্তি লাভ করিবে।

অতঃপর অশ্বদত্ত দেহান্ত হইলে ঘোর নরকে পতিত হইল। যাহার সম্মুখে প্রবল ও উত্তাল প্রলয়ানল প্রজ্বলিত হইল, সেই ধর্মরুচিকে আমি এতদিনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। যে বাতালি-চালিত তরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলা জননীকে নিঃশঙ্কে আলিঙ্গন করিয়াছে, তেজোনিধি পিতাকে যে হত্যা করিয়াছে এবং অর্হৎপদপ্রাপ্ত ভিক্ষুকে যে তীব্রভাবে মারিয়াছে, ধূমের ন্যায় মলিন সে ব্যক্তি কি কি দুষ্কৃত করে নাই?

নবতিতম পল্লব
ধনিকাবদান

চিত্তের শুদ্ধিজনক অত্যল্প দান দ্বারা সত্ত্বগুণান্বিত জনগণের প্রণিধানবলে প্রচুর সম্পদ লাভ হয়।

পুরাকালে বৈশালী নগরীতে মর্কট নামক হ্রদসকাশে গোপ-পল্লীতে কুটারাম নামক গুহাগৃহে যখন ভগবান অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে ধনিক নামক একজন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ ছিল। সে সকল প্রকার পুণ্যকার্য অনুষ্ঠান করায় শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ধর্মপত্নীর নাম শীলবতী ছিল এবং পুত্রের নাম বদান্ত ও পুত্রবধূর নাম সত্যবতী ছিল।

বৈশালী নগরবাসী ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া নিয়ম করিল যে, সকলে একযোগে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, অন্যথা নহে। যদি একাকী কেহ ধনমদে জিনকে নিমন্ত্রণ করে, তাহা হইলে সেই অন্যের ধর্মবিঘ্নকারী ব্যক্তিকে নগর হইতে নির্বাসিত করা হইবে।

দিব্যসম্পদযুক্ত ধনিক নাগরিকগণের এরূপ নিয়ম না জানিয়া নিজে গিয়া জিনকে নিমন্ত্রণ করিল। ভগবান সঙ্ঘগণ সহ তাহার গৃহে যাইতে স্বীকার করিলে সে হৃষ্ট হইয়া নিজ গৃহে গমন করিল। দিব্য বৈভবযুক্ত ধনিক দেবোচিত দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা রত্নাসনসমন্বিত ভোজ্য-ভূমি সুসজ্জিত করিল।

ইত্যবসরে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া আয়োজন পূর্বক ভগবানের নিকট গিয়া ভক্তি সহকারে নিমন্ত্রণ করিল। প্রসন্নচিত্ত ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন যে, পূর্বেই ধনিক সঙ্ঘসহ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। তাহারা এই কথা শুনিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল এবং অন্যদিন ভগবানের অর্চনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভগবান ধনিকের গৃহে গিয়া ভিক্ষুগণ সহ দিব্য ও অদ্ভুত ঋদ্ধিযুক্ত ভোজ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তৎপরদিনেও ধনিক-পত্নী তত্তুল্য বিপুল আয়োজনে দিব্য ভোগ-সম্ভার দ্বারা ভগবানকে পূজা করিল। তৃতীয় দিন ধনিক-পুত্র এবং চতুর্থ দিন ধনিক-পুত্রবধূ আশ্চর্য বৈভবযুক্ত ভোগসম্ভার দ্বারা ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল।

বৈশালী নগরবাসী জনগণ ভগবৎ পূজার অবসর না পাইয়া ধনিকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নগর হইতে নিষ্কাশিত করিতে উদ্যম করিল। তৎপরে সুগতের আজ্ঞায় ধনিক ব্রাহ্মণদিগকে বলিল যে, "আমি তোমাদের এ নিয়ম জ্ঞাত নহি," এইরূপে তাহাদিগকে প্রসন্ন করিল।

সপত্নীক ধনিক এবং সস্ত্রীক তদীয় পুত্র শাস্তার ধর্মোপদেশে সত্য দর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ধনিকের পূর্ব পুণ্যকথা জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান তাহাদিগকে ধনিকের মহাবৈভবের কথা বলিলেন, পুরাকালে বারাণসীতে কমল নামে এক মালিক ছিল। সে দুর্ভিক্ষ সময়ে অত্যন্ত দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পত্নী পল্লবিকা, পুত্র কুবলয় এবং পুত্রবধূ পাটলা, এই তিনজন তাহার সংসারে ছিল।

একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার গৃহ-সন্নিধানে পুষ্পোদ্যানে সন্তোষশীল একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বিশ্রাম করিতেছিলেন। মালিক-পরিবারে একখানি মাত্র বস্ত্র ছিল। তাহারা পর্যায়ক্রমে সেই বস্ত্রখানি পরিবর্তন করিয়া রাজবাটীতে পুষ্প দিয়া আগমনকালে সেই প্রভাময় প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইল।

তেজোনিধি প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া তাহারা প্রাতঃকালে তাঁহাকে পূজা করিতে ইচ্ছুক হইল; কিন্তু নির্ধনতাবশতঃ তাহারা পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় মনে দুঃখ পাইল। তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের একখানি মাত্র বস্ত্র সম্বল আছে; তাহা দ্বারাই এই পূজনীয় ব্যক্তির দিব্য দেহ আচ্ছাদিত করিব। অদ্য রাজগৃহে যাইব না। তাহাতে কি হইবে? এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সেই বস্ত্রখানি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিল।

সেই মালিক সেই পুণ্যপ্রভাবে এখন ধনিক হইয়াছে এবং পত্নী, পুত্র ও স্নুষা সহ দিব্য প্রভাব ও সম্পদযুক্ত হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ সর্বজ্ঞ-কথিত এই কথা শুনিয়া চিত্ত-শুদ্ধিই দানের ফলদায়ক, ইহা স্থির করিল। তৎপরে ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ মলিত হইয়া বিশুদ্ধ ভোগদ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়া কুশল লাভ করিল। অবহেলা করিয়া যদি রত্নরাশি দান করা হয়, তাহা তৃণবৎ গণ্য হয় এবং তৃণখণ্ড যদি শ্রদ্ধা সহকারে দেওয়া যায়, তাহা অমূল্য রত্ন বলিয়া গণ্য হয়। ধন দ্বারা শোভা ও প্রভাব হয় না, চিত্ত-শুদ্ধিই কুশল-লাভের নিমিত্ত জানিবে।



একনবতিতম পল্লব

শিবি-সুভাষিতাবদান

উজ্জ্বল দীপ যেরূপ আলোকহীন স্থানে বস্তু প্রকাশ করে, তদ্রূপ সুভাষিতও সত্য পথের প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাত্মগণের বিবেক আলোচনাতেও সুভাষিত অনেক উপকার করে। এজন্য উহা তাঁহাদেরও অত্যন্ত প্রিয়।

কুশলকামী ভগবান্ যখন মল্ল জনের বাসস্থান কুশিপুরীতে ভিক্ষুগণকে অর্হৎপদ প্রদান করিয়াছিলেন তখন ভিক্ষুগণ পরস্পর মধুর ধর্ম-কথার আলোচনা করিতেছিল। সুগত স্বয়ং প্রীতি সহকারে সেই সকল সুভাষিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানের ঐরূপ সুভাষিত-শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে বলিল যে, হে সর্বজ্ঞ! আমাদের বাক্য আপনার প্রিয় হইতেছে কেন?

ভিক্ষুগণ এই কথা বলিলে ভগবান জিন বলিলেন যে, জন্মান্তরেও সুভাষিত আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

পুরাকালে শিববতী পুরীতে শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি সর্বপ্রাণীর প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ছিলেন। ইহার পবিত্র শাসনাধীন নরগণ সকলেই স্বর্গগামী হওয়ায় স্বর্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্র ইহার সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য আসিলেন।

ইন্দ্র অত্যুগ্র রাক্ষস-রূপ ধারণ করিয়া রত্নপ্রাসাদ-শিখরে আসীন রাজার নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, সংসার তরলতর বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় অনিত্য এবং সততই প্রলয়রূপ পরিণামের অভিলাষী।

রাক্ষস এইরূপ অর্ধ শ্লোক বলিয়া নীরব হইল। রাজা তাহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে সাধো! মনঃসুখকর এই শ্লোকের অবশিষ্ট অর্ধাংশ বলুন। বোধির অঙ্গভূতা আপনার এই বাণী আমি শিষ্য হইয়া শ্রবণ করিব।

রাজা বিনয় সহকারে এই কথা বলিলে রাক্ষস বলিল, হে রাজেন্দ্র! তুমি নিষ্ফল শিষ্য হইলে আমার কি কার্য হইবে? আমি পিপাসায় পরিভূত এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট। হে রাজন! কেবল গুরুগৌরব এখন আমার ঈপ্সিত নহে। আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ব্যাকুলতাবশতঃ যাহা কিছু বলিতেছি। আর অধিক বলিতে পারি না; আমাকে আর কদর্থিত করিও না। সুমধুর ও সরস সুভাষিত উচ্চারণ করিলে তাহা দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উপশম হয় না। ইহা তৃপ্ত জনেরই সুখপ্রদ হয়। শাস্ত্রজ্ঞান, সঙ্গীতবিদ্যা, কাব্যালোচনা, শ্রমশিক্ষা, কৌতুকবিধান, মণিজ্ঞান, ভূতগ্রহাদি ও রোগের এবং বিষোন্মাদ প্রভৃতির ঔষধকরণ, রাজসেবা, সমুদ্র-যাত্রা এবং স্বর্ণ-নির্মাণ, এতৎসমুদয়ই ভোজনের নিমিত্ত। ভোজনই এতৎসমুদয়ে ফলস্বরূপ পরিগণিত হয়। সদ্যঃকর্তিত মাংস ও রুধির আমার তৃপ্তিজনক। পরন্তু আপনি অহিংসা-নিয়মবদ্ধ। আপনার নিকট ইহা অতি দুর্লভ। অন্য কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে যাই। আপনার নিকট থাকিয়া কি করিব? তুল্যাহারীরই পরস্পর ক্রীড়া-কথা শোভিত হয়।

রাক্ষস এই কথা বলিলে রাজা আদর সহকারে বলিলেন যে, আমি নিজ দেহ কর্তন করিয়া রুধির সহ মাংস তোমাকে দিব। তুমি প্রতীত্য-সমুৎপাদাত্মক শ্লোকটির উত্তরার্ধটি বল। তোমার কথিত সুভাষিত নির্বাণ-নগরের অগ্র-পন্থা স্বরূপ।

রাজা এই কথা বলিলে রাক্ষস তাঁহাকে বলিল, হে সুমতে! শ্রবণ কর এবং শীঘ্র প্রতিশ্রুত মাংস প্রদান কর। সংসার তরলতর বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় অনিত্য

এবং সততই প্রলয়রূপ পরিশ্রামের অভিলাষী। প্রাণিগণ সংসারে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত ও বিবশ হইলে নিরোধজনিত উপশম বিশ্রান্তি বিধান করে।

রাজা এই সুভাষিত শ্রবণ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইলেন এবং নিজ দেহ কর্তন করিয়া সশোণিত মাংস তাহাকে প্রদান করিলেন। রাজা নিজ দেহ কর্তন করিয়া মাংস প্রদানকালে কোনরূপ বিকার না হওয়ায় রাক্ষস তাঁহার সত্ত্বগুণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। রাজা সর্বাঙ্গ হইতে মাংস কর্তন করিয়া রাক্ষসকে প্রদান করিয়া সর্বপ্রাণির উদ্ধারের নিমিত্ত প্রণিধান করিলেন।

তৎপরে রাক্ষসরূপী ইন্দ্র প্রণয়পূর্বক রাজাকে বলিলেন যে, তোমার এই মর্মচ্ছেদনে বিষাদ বা ব্যথা হইয়াছে কি?

রাজা ইন্দ্র-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, পরোপকার জন্য আমার দেহে কোনরূপ বিষাদ হয় নাই। যদি ব্যথার জন্য আমার কোনরূপ বিকার না হইয়া থাকে, তবে এই সত্যবলে আমার দেহ পূর্বের ন্যায় সুস্থ হউক।

রাজা সত্য-যাচনা করিয়া এই কথা বলিলে সহসা তাঁহার দেহ পূর্ববৎ সুস্থ ও সুন্দর হইল। আকাশচারী দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা রাজাকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং ইন্দ্র রাক্ষসরূপ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বহু প্রশংসা করিলেন।

ইন্দ্র রাজার সত্ত্বগুণ দেখিয়া ও তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া চলিয়া গেলে রাজা সুধার ন্যায় সুস্বাদ সেই সুভাষিত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমিই পূর্বজন্মে শিবি নামক রাজা ছিলাম। এইরূপ প্রাণপণ দ্বারাও সুভাষিত আমার প্রিয় ছিল।

ভিক্ষুগণ তথাগত কথিত তদীয় জন্মান্তর-কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং বহু প্রশংসা করিতে লাগিল। সুভাষিত তমোময় পথে প্রদীপস্বরূপ হয়। সুভাষিতের অমৃতবৎ আস্বাদ অত্যন্ত প্রীতিপদ হয়। সকলের প্রার্থনীয় সর্বজ্ঞও সুভাষিত শ্রবণের জন্য অর্থী হন। অতএব সুভাষিতের ন্যায় সজ্জনের প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই।

ত্রিনবতিতম পল্লব

মৈত্র-কন্যকাবদান

গুরুজনের সমক্ষেও মাতাই গুরুতর পদ পাইবার যোগ্য এবং সর্বাপেক্ষা মহতী বলিয়া গণ্য হন। সজ্জনগণ সদা মাতাকে পূজা করেন। মাতৃদেহ ত্রিদশতটিনী গঙ্গায়ও পবিত্রতাজনক বলিয়া গণ্য হয়। মাতাই প্রাণিগণের ধরিত্রী এবং সকল রসের সারভূত রস প্রসব করেন। মাতা যেরূপ সন্তানের শরীর পোষণ করেন, পৃথিবী সেইরূপ পারেন না।

শ্রাবস্তী নগরীতে জিন বিস্তররূপে ধর্মদেশনা করিয়া পুনশ্চ ভিক্ষুগণকে সংক্ষিপ্তভাবে বলিলেন, পিতা-মাতাই পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং গতিশীল পুণ্যরাশিস্বরূপ। যে কুলে পিতা-মাতার পূজা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, সেই কুলই ধন্য।

সত্যের তুল্য তপস্যা ত্রিলোকে আর নাই। অহিংসার তুল্য ধর্ম কুত্রাপি নাই। পিতা অপেক্ষা অধিক গুরু কেহ নাই এবং মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহ নাই। যাহারা ভক্তিভরে পিতার পাদপদ্মযুগল সেবা করে নাই, তাহারা কেবল উত্তম জললোভে সকল তীর্থে গমন করে, তাহাদের তীর্থফল হয় না। সুখসেব্য, ক্ষমাশীল, কঠোর ব্রতাদি নিয়মদ্বারা শরীর-শোষণকারী এবং স্বল্প সেবায় বহুফলপ্রদ পিতামাতার সদৃশ তৃতীয় গুরু আর নাই। আচার্য অর্থাৎ শিক্ষাগুরু পুণ্যোপদেশ করেন বলিয়া সকলেরই বন্দনীয় হন। প্রাণের জনক ও গুরুজনের শ্রেষ্ঠ পিতা অবশ্যই পূজনীয়। মাতা গর্ভ-ভার বহন করার জন্য যে ক্লেশ সহ্য করেন, তাহার পরিশোধ করিবার উপযুক্ত কোন পুণ্যই হইতে পারে না। যে ব্যক্তির অবিবেকজন্য কুশল ক্ষয় হইয়াছে, সে-ই মাতার পরাভব করিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তির মস্তকে পাপব্রতের চিহ্ন স্বরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখার ন্যায় জটাকলাপ হইয়া থাকে। আমিও পূর্ব জন্মে মাতার অপকার করিয়া পর্যায়ক্রমে তীব্র পাপ ও শাপময় সন্তাপ পাইয়াছি।

পুরাকালে বারাণসীতে মৈত্র নামে এক গৃহস্থ ছিল। তাহার বসুন্ধরা নাম্নী পত্নী অতিশয় প্রিয় ছিল। বসুন্ধরার বহু পুত্র জাত-মাত্রই মরিয়া যাইত। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাহার একটি সুন্দর পুত্র হইল। পিতা এই পুত্রেরও

[illegible] নাম রাখিলেন। এ জন্য সে মৈত্রকন্যক নামে বিখ্যাত হইল।

শিশুর পিতা সমুদ্র গমন করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইলে, একপুত্রা জননী নিধির তুল্য পুত্রটিকে সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। জননী কুলক্রমাগত সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়া নিজ দেশের যোগ্য ক্রয়-বিক্রয় জীবিকা পুত্রকে আদেশ করিলেন। পুত্র পূর্ববিক্রয়োৎপন্ন চারি কাহন লাভ করিয়া পরদিন দ্বিগুণ ও তৎপর দিন চতুর্গুণ এবং তৎপরে অষ্টগুণ লাভ করিয়া সমুদয়ই মাতাকে প্রদান করিল। অতঃপর সে কুলোচিত সমুদ্র-যাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া সমুদ্র-গমনের জন্য উৎসুক হইল। সে সমুদ্র-গমনের জন্য দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিয়া মাতার নিষেধ সত্বেও নিবৃত্ত হইল না এবং গর্ববশতঃ পাদপতিতা ও শোকাতুরা মাতাকে লক্ষ্মীর ন্যায় চরণ দ্বারা সরাইয়া দিয়া নির্গত হইয়া গেল।

দুষ্পুত্র শিশু অবস্থায় অর্ধোচ্চারিত ললিত-বাক্য দ্বারা সুধা-বর্ষণ করে এবং তৎপরে কথামত কার্য করিয়া শত শত মনোরথ সহ পরম প্রীতি সম্পাদন করে। শেষে যখন উৎকট যৌবনোন্মাদে বিকটস্বরে অহঙ্কার প্রকাশ করে, তখন সে কালকূট বিষের ন্যায় কটু বলিয়া বোধ হয় এবং অত্যন্ত কষ্টকর হয়। মৈত্রকন্যক জননীর শোকের ন্যায় বিপুল সাগরে গিয়া প্রবহণে আরোহণপূর্বক রত্নার্জনের জন্য যাত্রা করিল।

তৎপরে তাহার প্রবহণ ক্রকচের ন্যায় তীক্ষ্ণ মকরের নখরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া কূলের নিকটেই ভগ্ন হইল। মাতার আশাভঙ্গ করার জন্য গর্বিতমতি মৈত্রকন্যকের প্রবহণ ভগ্ন হইলে মাতৃশাপের ন্যায় মোহ উপস্থিত হইল।

তৎপরে সে একখানি কাষ্ঠখণ্ড পাইয়া ক্রমে সংজ্ঞা লাভপূর্বক তীরে আসিয়া গহন বনে প্রবেশ করিল। একাকী অধীর হইয়া বহুদিন বিজন বনে যাইতে যাইতে রমণক নামক অতি রমণীয় দিব্য নগরে উপস্থিত হইল।

তথায় সে মুখচন্দ্রের কান্তিধারা জ্যোৎস্না-প্রবাহবর্ষিণী চারিটি অপ্সরা কর্তৃক সাদরে পরিগৃহীত হইয়া হেম-পুষ্করিণীর তীরে রমণীয় রত্ন-লতাবনমধ্যে মণিময় গৃহে উত্তম শয্যায় অপ্সরা সম্ভোগ করিতে লাগিল। বিপদের অন্তে সুখ হয় এবং ক্লেশ দ্বারা সম্পদ লাভ হয়। প্রাণিগণের পর্যায়ক্রমে এইরূপ পরিবর্তনঘটিয়া থাকে।

হরিণনয়না অপ্সরাগণ রতিসম্ভোগাভিলাষী মৈত্রকন্যক কর্তৃক রমমাণ হইয়া কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইল। তাহারা নিষেধ করিল যে, নগরের দক্ষিণ পথে যাইও না। কিন্তু মৈত্রকন্যক সেই পথে যাইতেই উৎসুক হইল। যাহারা

নিয়মাধীন হয় না এবং স্বাধীন বিষয়ে অভিলাষ করে না, এইরূপ লোকের প্রায়ই নিষিদ্ধ বিষয়ে অধিক আগ্রহ হয়।

তৎপরে সে কৌতুকাকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে সদামত্ত নামক দিব্য নগরে উপস্থিত হইল। তথায় আটটি অপ্সরা সেইরূপ তাহার ভোগ্য হইল এবং তাহারা তাহাকে ততোধিক সেবা করিতে লাগিল। তাহারাও দক্ষিণ পথে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল। পরন্তু সে কৌতুকবশতঃ সেইপথে গিয়া ক্রমে নন্দনপুরে উপস্থিত হইল।

এখানে ষোড়শ অপ্সরা যথাক্রমে তাহার ভোগ্য হইল এবং ইহারাও দক্ষিণ পথে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তথাপি সে সেই পথে গিয়া ব্রহ্মোত্তর নামক প্রাসাদে উপস্থিত হইল।

এখানেও দ্বাত্রিংশ অপ্সরা পাইয়া সে যথোচিত সম্ভোগ করিয়া, পুনর্বার দক্ষিণ পথে যাইতে যাইতে দুর্গের ন্যায় লৌহময় একটি নগর দেখিতে পাইল। নগরটি খল জনের সৌহার্দের ন্যায় কঠোর এবং নানাবিধ ক্লেশপূর্ণ।

মৈত্রকন্যক তথায় প্রবেশ করিবামাত্র ক্রমে সকল দ্বার কে যেন রুদ্ধ করিয়া দিল এবং নিঃসন্ধিবন্ধনের ন্যায় হইল। তন্মধ্যে সে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ অবস্থিত রহিয়াছে, দেখিল। পুরুষটি যেন সকল প্রকার ক্লেশের একটি বিস্তীর্ণ আধার-স্বরূপ। তাহার মস্তকে অগ্নিশিখা-বেষ্টিত একটি তীক্ষ্ণ চক্র ঘুরিতেছে এবং মস্তক হইতে রক্ত প্রবাহ নির্গত হইতেছে। সে নিজ মস্তক হইতে প্রস্রুত রক্ত ও পূয দ্বারা ভোজন নির্বাহ করিতেছে। মৈত্রকন্যক তাহাকে দেখিয়া অতি দুঃখে বলিল, তুমি কে, কেন এরূপ কঠোর ক্লেশক্রান্ত হইয়াছ, কোন কর্মফলে তোমার এরূপ হইয়াছে? মৈত্রকন্যক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পুরুষ বলিল যে, আমি মাতার অপমান করিয়াছি। সেই কর্মফলে এইরূপ ক্লেশ হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া মৈত্রকন্যকও সমান পাপকারী বিবেচনায় শঙ্কিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আমিও মাতার নিকট অপরাধ করিয়াছি। আমারও এই পাপ আছে। আমার সমপাপকারীকে দেখিয়া সেই কথা স্মরণ হইল। শষ্পবনচারী মৃগ যেরূপ ব্যাধ কর্তৃক আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আমি নিশ্চয়ই সেই পাপ কর্তৃক সুখমণ্ডল হইতে আকৃষ্ট হইয়াছি।

রুদ্ধদ্বার পুর মধ্যে অবস্থিত মৈত্রকন্যক এইরূপ চিন্তাকুল হইলে সহসা আকাশবাণী হইল যে, চিরবদ্ধ পাপিগণকে ছাড়িয়া দাও এবং নবাগত পাপিগণকে বদ্ধ কর। বদ্ধ পাপীর মুক্তি এবং নব পাপীর বন্ধনের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আকাশ হইতে এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র সেই পুরুষ মুক্ত হইল এবং সেই প্রদীপ্ত চক্রটি মৈত্রকন্যকের মস্তকে আসিল। সে তখন নূতন বদ্ধ হইয়া মর্মচ্ছেদকর ব্যথায় অস্থির হইল এবং বন্ধনমুক্ত সেই পুরুষকে বলিল, আমি মণিময় মন্দিরে শোভমান এবং অপ্সরাগণের সরসসম্ভোগে সুখকর নগর সকল ত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টতর পাপের ভোগকালে এখানে আকৃষ্ট হইয়াছি। কর্মবল্লীর ফল যথাকালে কল্পিত আছে, একথা সত্য। আমি পশুর ন্যায় এই জনশূন্য ভূমিতে আসিয়াছি। বলবতী ভবিতব্যতাই মনুষ্যকে আকর্ষণ করে। ভবিতব্যতাকৃষ্ট মনুষ্য যেখানেই প্রবেশ করে, সেইখানেই ভবিতব্যতা তাহার সম্মুখে থাকে। মাতার নিকট অপরাধীর কতদিন এইরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয়? আমার ন্যায় পাপী নূতন কেহ কি আর আসিবে?

বন্ধনমুক্ত পুরুষ প্রজ্বলিত চক্রাগ্রদ্বারা বিদীর্যমান ও ব্যথার্ত মৈত্রকন্যকের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল যে, ষষ্টিসহস্র বর্ষ ও ষষ্টি শত বর্ষকাল এই পাপ-ভোগের নির্ধারিত সময়। এখানে অন্যান্য অনেক ঘোরতর পাপিগণের স্থান আছে। মাতার নিকট অপরাধী ভিন্ন যাহারা আসিবে, তাহাদের জন্য সেই সকল স্থান নির্দিষ্ট আছে।

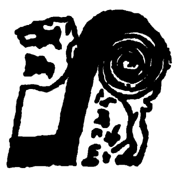
মৈত্রকন্যক পুরুষ কথিত এইরূপ দুঃসহ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের কষ্টাতিশয় বিবেচনায় পরের প্রতি দয়াপ্রযুক্ত হইয়া বলিল যে, এখন হইতে যে সকল পাপকারী এখানে আসিবে, তাহাদের জন্যও এই চক্র আমারই মস্তকে থাকুক। তাহারা কিরূপে এইরূপ তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যথা সহ্য করিবে? আমার একলারই ব্যথা হউক। তাহারা ব্যথাহীন থাকুক। আমি নিজ কর্মফল ভোগ করিয়া পরের জন্য এই চক্র ধারণ করিব। নিজের ব্যথা না হইলে লোকে ব্যথা বুঝিতে পারে না।

সর্বপ্রাণীর হিতৈষী, করুণাপরায়ণ মৈত্রকন্যক এই কথা বলিলে তাহার সেই সৎসংকল্পপ্রভাবে সেই চক্র আকাশে উঠিয়া গেল।

সৎসংকল্পরূপ লতা পল্লবিত হইয়া সন্তাপ নাশ করে, পুষ্পিত হইয়া শুভ্র যশ বিস্তার করে এবং সৌরভ বিস্তার দ্বারা সুখকর হইয়া শোভাবর্ধন করে। সজ্জনগণ যখনই করুণাবশতঃ উহাকে হৃদয়ে আরোপিত করেন, তখনই সরস ফল প্রসব করে। সৎসংকল্প দ্বারা কি না হয়? কারুণ্য-পুণ্যের মাহাত্ম্যে মৈত্রকন্যক অবিলম্বে নিষ্পাপ হইয়া দেহত্যাগ পূর্বক স্বর্গে দেবরূপে উৎপন্ন হইল।

আমিই পূর্বজন্মে সেই মৈত্রকন্যক হইয়াছিলাম। পদদ্বারা মাতাকে উৎপীড়ন

করায় এইরূপ দুঃখদশা ঘটিয়াছিল। মাতাকে কার্ষাপণ অর্পণ করায় অপ্সরাস্থান পাইয়াছিলাম। ভগবান মাতার শুশ্রূষা ধর্ম-বিষয়ে এই কথা বলিলেন। মাতা গুণময়ী মঙ্গল-মালাস্বরূপ, পিতা বাৎসল্যের আধার। ইঁহারা যাহাদের মস্তকে মঙ্গলের জন্য পাদপদ্ম আরোপণ করেন, তাহারাই পুণ্যবান, সুখী ও জগতের পূজ্য। তাহাদের সকল আশা পূর্ণ হয় এবং যশ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়।



ত্রিনবতিতম পল্লব

সুমাগধাবদান

জিনের প্রতি বিশেষ ভাবে ভক্তিমান্ জনগণের শ্লাঘনীয় সেই শ্রদ্ধাসুধা-নির্ঝরের জলবিন্দু জয়যুক্ত হউক। যেহেতু পূজ্য ব্যক্তির পূজা-বিধানের উপযোগী পুষ্প ধূপাদি অচেতন হইলেও শ্রদ্ধাবলে চেতনবৎ হইয়া থাকে।

শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অবস্থিত জিনের নিকট আসিয়া অনাথপিণ্ডদ ভগবান্‌কে বলিল, হে ভগবন্! তোমার প্রতি ভক্তির ন্যায় মহামূল্য গুণে বিখ্যাত মদীয় কন্যা সুমাগধা এখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধন নগরে শ্রীমান্ সার্থপতির পুত্র বৃষভদত্ত ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কন্যা প্রদান করিব। আমার ধন ও প্রাণ আপনার অধীন এবং আমিও আজ্ঞাধীন।

বাৎসল্যে বিমলাকায় ভগবান্ তাহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, দোষ কি তাহাকে কন্যা দান করিতে পার। অনাথপিণ্ডদ শাস্তার আজ্ঞা লইয়া তাহাকে সাদরে প্রণিপাতপূর্বক নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

তৎপরে সে মহাবিভবে প্রভূত রত্ন ও বস্ত্র প্রদান পূর্বক তাহাকে কন্যা দান করিল। দূরদেশে প্রদত্ত সুমাগধা গমনকালে ভগবানের চরণ স্মরণ করিয়া সজলনয়না হইল। সে বহুদিনে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে গিয়া পতিশুশ্রূষা-নিরত হইয়া পতিগৃহে বাস করিতে লাগিল।

একদা তদীয় শ্বশ্রূ ধনবতী অসংখ্য ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়া ভোজ্য-সম্ভার

আয়োজন পূর্বক সুমাগধাকে বলিল, সুমাগধে! তুমি পূজোপকরণ সজ্জিত কর। প্রাতঃকালে আমাদের গৃহে জগৎপূজ্য জিন আগমন করিবেন। গুরুজন গৌরবের উপযুক্ত পাত্র ও সকলেরই পূজনীয়। জগতের মোহনাশে উদ্যত ক্ষপণকগণ আসিবেন।

শ্বশ্রূ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সুমাগধা ভিক্ষুগণের জন্যই পূজার আয়োজন হইতেছে বুঝিয়া কার্যতৎপর হইলেন।

পরদিন নগ্ন ক্ষপণকগণ গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা কেশ ও শ্মশ্রু উল্লুঞ্চন করিয়া কষ্টের জন্যেই যেন ব্রত ধারণ করিয়াছে। সুমাগধা মাস-কলাই ও ঘাস খাইয়া স্থূলদেহ মহিষের ন্যায় ঐ সকল নির্লজ্জ ও বিবসন ক্ষপণক-গণকে দেখিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন পূর্বক গুরুজন-সন্নিধানে শ্বশ্রূকে বলিল, অহো! এ কিরূপ আচরণ দেখিলাম! এরূপ আমি কখনও দেখি নাই। এই সকল বিবসন ক্ষপণকদিগের সম্মুখে বধূজন কিরূপে আছে? ইহারা অদাম্ভ শৃঙ্গ-বর্জিত পশুতুল্য। আপনার গৃহে ইহারা ভোজন করিতেছে। ইহারা মনুষ্য নহে, এ জন্যই অঙ্গনারা লজ্জিত হন না। অস্থানে আপনাদের ভক্তি দেখিতেছি। এ কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল নিয়ম? যে আহার ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে বস্ত্র ত্যাগ করে কিরূপে? কেশ উন্মূলন-কার্য দ্বারাই ইহাদের নির্ঘৃণ ভাব স্পষ্ট জানা যাইতেছে। কৌপীন পর্যন্ত ত্যাগ করায় সুশীলতার দেশও নাই। এই সকল পশুতুল্য নগ্ন ও ভোজনার্থী ব্রতধারী ক্ষপণকদিগের দন্তময় ভয়জনক মুখে ক্রোধের লক্ষণ বেশ দেখা যাইতেছে। এই সকল পশুরা যেখানে পূজনীয় হয়, সেখানে কাহাদের তারাইয়া দিতে হয়, জানি না। অথবা ইহা দেশের দোষ। লোক যাহা দেখে, তাহাই করে।

সুমাগধা এই কথা বলিলে শ্বশ্রূ বিষণ্ণ হইয়া বলিল যে, ভদ্রে! তোমার পিত্রালয়ে কিরূপ লোকের পূজা করা হয়?

সে বলিল, আমার পিত্রালয়ে ভগবান্ জিনের পূজা করা হয়। তিনি কারুণ্য-বশতঃ সর্বপ্রাণীর কুশলের জন্য সতত উদ্যত থাকেন। তিনি সদাই ধ্যানমগ্ন ও স্তিমিতনয়ন। তিনি পূর্ণলাবণ্যের সিন্ধুস্বরূপ; তাঁহার নাসিকা বংশীর ন্যায় বিপুল ও সরল। ভূষণশূন্য বিস্তৃত কর্ণযুগল অতি সুদৃশ্য। তিনি কান্তি দ্বারাই মনে শান্তি সম্পাদন করেন। তাঁহার কান্তি সুবর্ণের ন্যায়। তাঁহার মস্তকে একটি স্বাভাবিক উজ্জ্বল মণি আছে। তাঁহার হস্তে শম ও দমের চিহ্নস্বরূপ শঙ্খ, ধ্বজ, পদ্ম ও মালার রেখা আছে। তিনি মহামুনিগণেরও অভিগমণীয়। তাঁহার

স্বভাব সর্বাভিলাষশূন্য। তিনি কোনরূপ বিষয়-সুখ স্মরণ করেন না এবং সততই আনন্দিত-চিত্ত থাকেন। তিনি রাগবর্জিত হইলেও তাঁহার অধরটি রক্তবর্ণ। কান্তি তাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। মৈত্রী তাঁহার মনে সতত বিদ্যমান রহিয়াছে। কান্তি তাঁহার সর্বাঙ্গেই লক্ষিত হয়। দয়া তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সর্বাশাপূরণকারী জিন এইরূপ বহুদয়িতাসক্ত হইলেও তাঁহার অনন্যসাধারণ বৈরাগ্য ও শান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একটি অপূর্ব রত্নস্বরূপ। যাহার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সজ্জনগণের মন শীলরূপ বস্ত্রে আবরণ হইতে মুক্ত হন, তিনি আমাদের গৃহে পূজিত হন। জগতের রক্ষামণিস্বরূপ জিনের স্মরণ করিলে রাগদ্বেষরূপ উগ্র দংষ্ট্রাযুক্ত সংসার সর্প আর পীড়া দিতে পারে না।

শ্বশ্রূ সুমাগধার এইরূপ কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্যঃ প্রসন্নচিত্ত হইয়া আনন্দের সহিত তাহাকে বলিল, হে সুমুখি! তাঁহার দর্শনের কোন উপায় আছে কি? তোমার পুণ্যে আমরাও কি অমৃতস্বাদ পাইতে পারি?

শ্বশ্রূ সানুনয় ও সাদরে এইরূপ প্রার্থনা করায় ভক্তিমানিনী সুমাগধা বলিল যে, আমি তোমাদিগকে জিন-দর্শন করাইব। সে এইরূপ মহাপ্রতিজ্ঞা করায় তাহা নির্বাহ করিবার অভিলাষে সন্দিহান হইয়া ক্ষণকাল চিন্তাপরায়ণ হইল।

তৎপরে প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ পূর্বক ভগবানের অধিষ্ঠিত দিক্ উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পূজোপযুক্ত কুসুমাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিল। সে পুষ্প, ধূপ ও জল দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক আনন্দ-জনিত বাষ্প নিরুদ্ধনয়ন হইয়া বলিল, হে ভগবন্! আমি রত্নত্রয় বর্জিত হইলেও আপনার দয়াপাত্রী। আমি আপনার আশ্রম-মৃগীস্বরূপ এখন দূরদেশে আসিয়াছি। হে দয়ালো! আপনার পাদপদ্মে শরণাগত আমি দূরস্থিত হইলেও দৃষ্টিদ্বারা আমায় স্পর্শ করুন। যাঁহারা বাৎসল্যে কোমলবুদ্ধি, সে সকল মহাজনের দূরস্থিত জনে করুণার হ্রাস হয় না। হে ভগবন্! আপনার দাসকন্যা আমি অদ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ করিলাম, হে বিভো! প্রাতঃকালে আগমন করিয়া আমার মান রক্ষা করুন।

সুমাগধা এই কথা বলিয়া বিচিত্র পুষ্পাঞ্জলি আকাশে প্রক্ষেপ করিল। ভক্তি-দূতিকাস্বরূপ সেই পুষ্পাঞ্জলি সজীবের ন্যায় আকাশমার্গে চলিয়া যাইতে লাগিল। শ্বেত, রক্ত, হরিত ও অসিতবর্ণ সেই পুষ্পাবলী ধূপ-ধূমসহ আকাশে নবমেঘ-সংলগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। উহা সঞ্চারিণী ইন্দ্রধনুর ন্যায় বহুক্ষণ আকাশে শোভিত হইল।

অতঃপর ভক্তিশালিনী সেই কুসুমাবলী ক্ষণমধ্যে জেতবনে গিয়া শাস্তার পাদপদ্মে পতিত হইল। সর্বজ্ঞ ভগবানও সুমাগধার অভিলাষ জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ সম্মুখস্থিত আনন্দকে বলিলেন, প্রাতঃকালে আমাদিগকে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে যাইতে হইবে। সুমাগধা আমার ও ভিক্ষুসঙ্ঘের অর্চনা করিতে প্রার্থনা করিতেছে। এখান হইতে একশত ষষ্টি যোজন পথ এক দিনেই যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা উচিত নহে। যে যে প্রভাববান ভিক্ষু নিজ ঋদ্ধি বলে আকাশে পথে যাইতে পারে, তাহাদিগকে তুমি নিমন্ত্রণশলাকা প্রদান কর।

আনন্দ সুগত কর্তৃক এইরূপ প্রেরিত হইয়া ভিক্ষুগণকে বলিল যে, যাঁহারা একদিনে যাইতে পারিবেন, তাঁহারা নিমন্ত্রণশলাকা গ্রহণ করুন।

তখন মহর্ধিশালী ভিক্ষুগণ সকলে শলাকা গ্রহণ করিলে পর পূর্ণ নামক কুম্ভোপধানী স্থবির ভিক্ষুও ক্রমে শলাকা গ্রহণ করিল। প্রভাবপ্রাপ্ত পূর্ণ শলাকা গ্রহণ জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে আনন্দ হাসিয়া বলিল যে, দুই পা রাস্তা অনাথপিণ্ডদের গৃহে যাওয়া হইবে না। অর্ধদিন কাল মধ্যে এক শত ষষ্টি যোজন পথ যাইতে হইবে।

স্থবির ভিক্ষু আনন্দ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া লজ্জায় নতানন হইল এবং ভাবিল যে, নিজ দলমধ্যে ন্যূনতা অতি দুঃসহ। অনাদিকাল সঞ্চিত ক্লেশকর জন্ম-জরাদিও যত্নদ্বারা ক্ষয় করা যায়। ঋদ্ধি লাভ করা এমন কি কঠিন কার্য? তীব্র আবেগযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধচেতাঃ স্থবিরের ক্ষণকালের মধ্যেই মহর্ধি প্রাদুর্ভূত হইল।

অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে সমস্ত ভিক্ষুগণ নানাপ্রকার দিব্য বেশ ধারণ করিয়া বিমান দ্বারা আকাশমার্গে গমন করিল।

ইত্যবসরে সুমাগধা মহা উদ্‌যোগে দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভর্তৃগৃহ পূর্ণ করিয়া এবং ভগবদ্দর্শনে উৎসুক হইয়া শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্তার সহিত প্রাসাদ-শিখরে আরোহণপূর্বক পুষ্প, ধূপ, ও অর্ঘ রচনা করিয়া অবস্থান করিল।

তৎপরে দিব্য ঋদ্ধি প্রভাবে আশ্চর্যময়, অশ্বরথারূঢ় ভিক্ষু অজ্ঞাত কৌণ্ডিন্য প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। সূর্যসদৃশ কান্তিশালী সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া শ্বশুরাদি সকলেই বিস্মিত হইয়া সুমাগধাকে বলিল যে, ইনিই ভগবান জিন?

সুমাগধা বলিল, এই সূর্যসদৃশ ভিক্ষু ভগবান্ নহেন। ইনি উজ্জ্বল কান্তিশালী ভিক্ষু অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য।

ক্রমে বহুরথ আসিতে লাগিল এবং শ্বশুরাদি সকলে বলিল, হে ভদ্রে! ইনি কি ভগবান, ইনিই কি ভগবান?

সুমাগধা বলিল, ইহারা কেহই ভগবান্ নহেন, ইহারা তাঁহার শাসনাধীন প্রশান্তস্বভাব ভিক্ষুগণ। যিনি কমনীয় স্বর্ণবৃক্ষে শোভিত শৈল-শৃঙ্গে অধিরূঢ় হইয়া সম্মুখে আসিতেছেন, ইনি আশ্চর্য প্রভাবশালী ভিক্ষু মহাকাশ্যপ। যিনি জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী সিংহরথে অধিরূঢ় হইয়া আকাশমার্গে আসিতেছেন, ইনি বিখ্যাত গুণবান ভিক্ষু সারিপুত্র। যিনি কৈলাসের ন্যায় শুভ্র চতুর্দন্ত-শোভিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, ইনি অনন্তকান্তিসম্পন্ন পুণ্যবান্ মৌদগল্য নামক ভিক্ষু। যিনি বৈদূর্যমণিময় মৃণাল-শোভিত ও রত্ন-কেশরযুক্ত স্বর্ণপদ্মে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, ইনি বিখ্যাত ভিক্ষু অনিরুদ্ধ। ইহার সৌরভে দিগন্তর পূরিত হয়। যিনি গরুড়ে অধিরূঢ় হইয়া পক্ষানিল দ্বারা মেঘকে সরাইয়া দূর আকাশমার্গে আসিতেছেন ইনি মৈত্রায়ণীপুত্র ভিক্ষু সুপূর্ণ। যিনি নিতান্ত প্রশান্ত অনন্তে অধিরূঢ় হইয়া আসিতেছেন, ইনি সত্ত্বসাগর, প্রভাবশালী ও প্রভাববান ভিক্ষু ত্রয্যজিৎ। যিনি বিলোল লতাবলয়ে শোভিত, বিশাল সুবর্ণতালে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন, ইনি পুণ্যপূর্ণকান্তি, মতিমান্ ভিক্ষু উপালী। যিনি সুবর্ণে ও রত্নে উজ্জ্বল পত্ররেখা-শোভিত, বৈদূর্য-মণিময় বিমানশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন এবং প্রভাদ্বারা যেন সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিতেছেন, ইনিই ভিক্ষু কাত্যায়ন। যিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ বৃষ-বাহনে অধিরূঢ় হইয়া আকাশমার্গে আসিতেছেন, ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধীরবুদ্ধি ভিক্ষু কৌষ্ঠিল। যিনি বিমান-হংসের কান্তিদ্বারা আকাশ-পথ হাস্য-তরঙ্গে রমণীয়বৎ করিয়া আসিতেছেন, ইনি মহাতপস্বী পিলিন্দবৎস নামক ভিক্ষু। যিনি উৎফুল্ল লতাবনের অন্তরালে বসিয়া আসিতেছেন, ইনি অক্ষুণ্ণকান্তি, গৃহনিরপেক্ষ ভিক্ষু শ্রোণকোটি। যিনি চক্রস্থিত হইয়া আকাশে শোভিত হইতেছেন, ইনি শাস্তার পুত্র রাহুলক। ইহার স্বর্ণবৎ প্রভায় দিগ্বিভাগ ভূষিত হইয়াছে। ইহাকে দ্বিতীয় সুমেরু পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছে। বিচিত্র রত্নময় আসনযুক্ত বাহনে অধিষ্ঠিত এই সকল অসংখ্য ও অদ্ভুত ভিক্ষুগণ গিরি, দিগন্তর, ভূমণ্ডল ও আকাশতট হইতে আসিতেছেন।

সুমাগধা কর্তৃক যথাক্রমে এইরূপ নির্দিশ্যমান ভিক্ষুগণকে দেখিয়া তাহারা হর্ষ, বিস্ময় ও সংভ্রমের যুগপৎ অধীন হইল।

অতঃপর প্রতপ্ত কাঞ্চন-চূর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল শত-সূর্যের প্রভাত উদিত হইল এবং সকল সন্তাপের শান্তি হওয়ায় জগৎ যেন শত শত চন্দ্রের আলোকে শীতল-হইল। তৎপরে কুবের, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক অনুযাত এবং দেব-কন্যাগণ কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা বিকীর্যমান জিনেন্দ্র তাহাদের নয়ন-পথে পতিত

হইলেন। তিনি অষ্টাদশ মূর্তিতে এক সময়েই অষ্টাদশ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া সুমাগধার গৃহ চন্দ্র-প্রভাময় করিলেন। তথায় সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহু প্রকার উপাচার দ্বারা পূজা করিল এবং পুরবাসিগণ বাহিরের ভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত জিন-মূর্তির পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ সঙ্ঘ সহ সুমাগধার প্রতি দয়াবশতঃ পূজা গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ-দৃষ্টি দ্বারা সকলকে প্রসন্ন করিলেন।

শ্বশুরাদি সহ সুমাগধা এবং অন্যান্য পুরবাসিগণ সকলেই শাস্তার ধর্মদেশনা দ্বারা শুদ্ধাশয় হইয়া তখনই সত্যদর্শন করিল।

ভিক্ষুগণ সুমাগধার এইরূপ পুণ্যপ্রভাব দেখিয়া কৌতুকবশতঃ জিনের নিকট তাহার আদি-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

সর্বদর্শী জিন ভিক্ষুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সভাস্থলে দন্তপ্রভা দ্বারা দিঙ্মুখ প্রকাশিত করিয়া বলিল, পুরাকালে বারাণসীতে কৃকি নামক রাজার কাঞ্চনমালিকা নামে এক কন্যা ছিল। সে কাশ্যপ নামক শাস্তার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং পঞ্চশত সখীসহ তাহার পরিচর্যা করিত।

একদা কৃকি রাজা বিকৃত স্বপ্ন-দর্শনে ভীত ও সন্দিহান হইয়া স্বপ্নফলাভিজ্ঞ জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নৈমিত্তিকগণ রাজ সুতার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বলিল যে, অতি প্রিয়জনের হৃৎপিণ্ড আহুতি দিয়া মঙ্গল লাভ হইবে।

রাজা তাহাদিগের এইরূপ ক্রূরতর বাক্যে অনাদর করিয়া কন্যার কথানুসারে কাশ্যপের সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, অদ্য আমি একটি বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়াছি। হে সর্বজ্ঞ! ইহার ফলে কি হইবে, তাহা আপনি বলুন। আমি দেখিয়াছি যে, একটি রুদ্ধপুচ্ছ গজ বাতায়ন দিয়া নির্গত হইতেছে এবং তৃষিত জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কূপ ধাবিত হইতেছে। একজন তৃপ্ত ব্যক্তি শক্তুপ্রস্থ লইয়া মুক্তাপ্রস্থ বিক্রয় করিতেছে এবং সামান্য কাষ্ঠ চন্দনের সমান করা হইয়াছে, দেখিয়াছি। একটা কলভ মহাহস্তীকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছে এবং অশুচি-লিপ্তাঙ্গ একটা বানর অন্য লোকদিগকে অশুচি-লিপ্ত করিয়া পলাইতেছে। একটা চপলস্বভাব বানর বিপুল রাজ্যে অভিষিক্ত হইতেছে। একখানি বস্ত্র অষ্টাদশ জন পুরুষ কর্তৃক কৃষ্ট হইয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না। রমণীয় পুষ্প-ফলযুক্ত উদ্যান চোরগণ লুণ্ঠন করিতেছে এবং বহু লোক বিদ্বেষ, উপহাস ও কলহে আসক্ত হইয়াছে। এই সকল অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরতর ফলের কথা অন্যলোক বলিয়াছে।

রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কাশ্যপ বলিলেন, তুমি যে কুঞ্জর দেখিয়াছ, তাহাতে অমৃতসাগর, শান্তস্বভাব, শাস্তা শাক্যমুনি জিন শতায়ুঃ জন-সমাজে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহারও পশ্চাৎকালে শ্রাবকগণ কলহ আশ্রয় করিয়া শীল, গুণ ও আচার ত্যাগপূর্বক ধর্মবিপ্লব করিবে। তাহারা বলপূর্বক অল্পবিবেকী গৃহবাসীদিগের সেবা অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ধর্মদেশনা করিবে। প্রার্থনীয় ব্যক্তি যেহেতু প্রার্থী হইয়া সেবার জন্য ধাবিত হইবে, তাহাই তুমি দেখিয়াছ যে, কৃপতৃষিতের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। তাহারা লোভান্ধ ও মোহহত হইয়া বোধির অঙ্গভূত শাস্ত্র-রূপ মুক্তাপ্রস্থ শক্তুপ্রস্থ লইয়া বিক্রয় করিবে। তাহারা বিশেষজ্ঞান-বর্জিত হইয়া অজ্ঞ জনের বাক্যরূপ কুকাষ্ঠ বুদ্ধের বাক্যরূপ চন্দনের সহিত সমান করিবে। কোথায় বা দুঃশীল ভিক্ষুরূপ কলভ ভদ্র ও বিনীত ভিক্ষুকুঞ্জরকে দেখিয়া স্পর্ধাপূর্বক তাঁহাকে ধিকৃত করিবে। চপলতারূপ অশুচি-লিপ্তাঙ্গ ভিক্ষু-মর্কট স্বদোষদ্বারা অন্যান্য সুশীলগণকে লিপ্ত করিয়া আপনার ন্যায় করিবে। বানরের ন্যায় ষণ্ডের অভিষেক হইবে। বিশুদ্ধ শাস্ত্ররূপ বস্ত্র কৃষ্যমান হইয়াও নষ্ট হইবে না। ভিক্ষুগণের দ্রব্য, ফল ও উদ্যানে চোরের উপদ্রব হইবে। তাহারা পরস্পরের অপবাদ করিয়া কলহাসক্ত হইবে। তোমার স্বপ্নের ফলে পৃথিবীতে এই সকল ঘটনা হইবে। রাজা কাশ্যপের এইরূপ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর শাস্তা কাশ্যপ সানুগ রাজার নিকট ধর্মদেশনা করিলেন এবং কাঞ্চনমালার কুশল-যোগ্যতা আদেশ করিলেন।

কাঞ্চনমালা পূর্বজন্মে নারঙ্গমালা দ্বারা স্তূপের অর্চনা করিয়াছিল। এজন্য হেমমালাঙ্কিত হইয়া জন্মিয়াছে। সেই কাঞ্চনমালারই পুণ্যপ্রভাবে সুমাগধা হইয়া এই সকল জনগণের কুশল-লাভের হেতু হইয়াছে।

ভগবান্ জিন এই কথা বলিয়া কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূরিত করিয়া ভিক্ষুগণ সহ আকাশমার্গে জেতবনে চলিয়া গেলেন।

সৎকুলের অভ্যুদয়ের জন্য লোকের বৃথা পুত্র-কামনা হইয়া থাকে। পুত্র যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত কুলই বিকল হইয়া পড়ে। এমন গুণবতী কন্যাও উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা সংসার-সাগর হইতে উভয় কুল উত্তীর্ণ হইতে পারে।



চতুর্নবতিতম পল্লব

যশোমিত্রবদান

কোন কোন ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণ তরল তরঙ্গযুক্ত ও গভীর জলময় স্থানে থাকিয়াও তৃষ্ণায় সন্তপ্ত হয় এবং কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ প্রখর মরুভূমির তাপময় স্থানে থাকিয়াও সহজে জল লাভ করিয়া তৃষ্ণার অপনোদন করেন।

শ্রাবস্তী নগরীতে পুণ্যমিত্র নামক গৃহস্থের পুত্র মহাযশস্বী যশোমিত্র নামক এক বিখ্যাত লোক ছিল। ইহার জন্মক্ষণে পবিত্র বাক্য দ্বারা অনাবৃষ্টি সম্ভূত বিষম বিপদ্ প্রশান্ত হইয়াছিল।

যশোমিত্র যুবাবস্থাতেই সংসার ভোগে বিমুখ হইয়া কুশল-লাভের জন্য জেত-বনস্থিত জিনের সেবা করিত। সে শাস্তার ধর্মদেশনা দ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ লাভপূর্বক লোষ্ট্র কাঞ্চনে তুল্য জ্ঞান এবং সুখ-দুঃখ-বর্জিত হইল। যশোমিত্রের সম্মুখস্থ দুইটি দণ্ড হইতে স্ফটিকের ন্যায় নির্মল জল প্রস্রুত হইত। তজ্জন্য সে সর্বদাই তৃষ্ণাহীন থাকিত।

একদা ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবানের নিকট যশোমিত্রের তৃষ্ণা-নিবৃত্তির কারণ পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ভগবান বলিলেন যে, পুরাকালে কাশিপুরে সুন্দরক নামক বণিকপুত্র কাশ্যপ নামক শাস্তার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। একদা সে গ্রীষ্মকালে চাতকের ন্যায় তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্তদেহ হইয়া কোথাও জল পাইল না। তাহার পাপে জলপাত্র-সকল শূন্য, কূপ নির্জল ও স্রোত সহসা শুষ্ক হইয়া গেল। সে তৃষ্ণায় প্রলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগে উদ্যত হইল। তখন উপাধ্যায় তাহাকে একটু জল দিলেন; কিন্তু তাহাও অদৃশ্য হইল।

অতঃপর সে কাশ্যপের আজ্ঞায় অক্ষয় জলপূর্ণ একটি জলপাত্র পাইয়া তাহা সঙ্ঘমধ্যে প্রদান করিল। মঙ্গলনিধি ভগবান কাশ্যপ করুণাবশতঃ নিজ হস্তে তাহার জল প্রতিগ্রহ করিলেন। সমাগত জনগণ তাহার জলপূর্ণ পাত্রটি দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সত্য দর্শন করিল। সেই পুণ্যফলে কুশলমূল্যবান সুন্দরক এখন জলস্রাবী দণ্ডবিশিষ্ট যশোমিত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া শান্তি আশ্রয় করিয়া আছে।

ভিক্ষুগণ ভগবৎ কথিত এইরূপ যশোমিত্রের পূর্ব-জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল।

জিনসেবাপরায়ণ ব্যক্তি সুখরূপ বিমল জলপূর্ণ, তাঁহার মহিমার অংশভূত শীতল তরঙ্গিণী লাভ করিয়া সংসাররূপ মরুভূমিতে পরিভ্রমণজনিত তৃষ্ণাতাপ ত্যাগ করে।



পঞ্চনবতিতম পল্লব

ব্যাঘ্রী-অবদান

বুদ্ধরূপ সূর্য পাপরূপ বিপুল অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া তখনই করুণারূপ আলোক প্রকাশ করেন এবং দোষ ও পরিতাপ হরণ করিয়া সৎপথের উপদেশ দিয়া থাকেন।

পুরাকালে ভগবান্ তথাগত রাজগৃহ নগরে বেণু কাননে কলন্দক-নিবাস নামক বিহারে অবস্থিত ছিলেন। ঐ নগরে অর্থদত্ত নামক সার্থপতির নিশিতাখ্য জায়ার গর্ভে দুইটি যমজ পুত্র হইল। শঙ্কু ও সন্ধিদত্ত নামক ঐ পুত্রদ্বয় পিতা পরলোকগত হইলে এবং ধনক্ষয় হইলে মাতা কর্তৃক কষ্টে পালিত হইতে লাগিল। ইহার বাল্যাবস্থায় মাতার কথায় প্রতিবেশিগণের গৃহে চৌর্যপ্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে স্বল্প সঞ্চিত ধনের ক্ষয় করিল। বালকগণ পিতা ও মাতার শাসনে যোগ্যতা লাভ করে এবং তাঁহাদের উপেক্ষায় অবিনীত হইয়া অধঃপতিত হয়। বালকগণ পূর্বোক্ত স্বজনের বাসনানুবিদ্ধ হইয়া তিলের ন্যায় পরস্বভাব প্রাপ্ত হয়। ক্রমে তাহারা প্রৌঢ় চৌর হইয়া উঠিল এবং উল্লঙ্ঘন ও সন্ধিচ্ছেদাদি দ্বারা পৌরদিগের ধন হরণ করিতে লাগিল।

রাজা অজাতশত্রু চরদ্বারা তাহাদের কার্য জানিতে পারিয়া উহাদিগকে মাতার সহিত বধ্য-ভূমিতে পাঠাইলেন। পর-ধন দ্বারা যে পান-ভোজন করা হয় এবং সুখাশায় যে বিষম পথে গমন করা হয়, তাহার পরিণাম এইরূপ প্রাণনাশকর ও দারুণ হইয়া থাকে। বিষয়-বাসনামদে মত্ত জনগণের যে চৌর্য, গৃহদাহ ও নরহত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত ধনে অনুরাগ হয়, তাহা পরিণামে হস্তপদচ্ছেদ ও শূলাধিরোহণ দ্বারা প্রবাহিত রক্তধারা দ্বারা নির্গত হয়।

তৎপরে তাহারা বধ্যমালাঙ্কিত ও নীলবস্ত্রাবৃত হইয়া দর্শকজনে পরিবারিত হইয়া বধ্যভূমিতে গমন করিল। দয়ালু সর্বজ্ঞ ইহা অবগত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্বক প্রসাদ ও অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। সর্বজ্ঞের আজ্ঞায় রাজা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তাহারা পাপমুক্ত হইয়া ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল।

জননীসহ ঐ চৌরদ্বয় জ্ঞানোজ্জ্বল হইয়াছে দেখিয়া ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ জিজ্ঞাসা করায় সুগত বলিলেন, আমিই পূর্বজন্মেও ইহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তখন ইহাদের জননী ঘোররূপা ব্যাঘ্রী ছিল। সেই সময় আমি সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্ করুণরেখা নামক বোধিসত্ত্বরূপী রাজপুত্র ছিলাম। একদা ক্ষুধার্তা ব্যাঘ্রী নিজ সন্তানদ্বয়কে খাইতে উদ্যত হইল। আমি নিজ দেহ দান দ্বারা তাহাকে নিবারিত করিলাম।

তাহারাই অদ্য কর্মফলাবশেষের জন্য চৌরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমি ইহাদিগকে রক্ষা করিলাম। সেই ব্যাঘ্রীই এখনও ইহাদের মাতা হইয়া রহিয়াছে।

করুণাসিন্ধু ভগবান এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণসহ জেতকাননে চলিয়া গেলেন।

অমৃতবৃষ্টিসদৃশ সাধু জনের দৃষ্টিপাত সকল অনিষ্ট বিনষ্ট করে। উহা পতিত জনকেও পুণ্যে উন্নত ও প্রশংসনীয় করিয়া থাকে।



ষণ্ণবতিতম পল্লব
হস্তী-অবদান

চন্দ্রের আহ্লাদকতা, সূর্যের প্রকাশকতা, অগ্নির সন্তাপ এবং বায়ুর বেগ যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ করুণারত মহাজনদিগেরও পরোপকার সাধন স্বাভাবিক।

পুরাকালে অবন্তী দেশের রাজা উদয়ন বধূ সহ উদ্যানে বিহার করিতেছিলেন। হরিণনয়না রাজবধূগণ পুষ্পচয়নে আসক্ত ছিল, এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত পঞ্চশত মুনিগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। রাজা ক্রোধবশীভূত হইয়া বধূগণের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী মুনিগণের হস্ত-পদ ছেদন করিয়া রক্তময় পঙ্কে শায়িত করিল।

ভগবান্ বুদ্ধ মর্মব্যথায় আর্তনাদকারী ঐ সকল মুনিগণকে করুণা-স্নিগ্ধ-লোচনে দেখিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে তাহারা যেন অমৃতবৃষ্টি দ্বারা ব্যথাহীন ও সংশ্লিষ্ট-হস্ত-পদ হইয়া উত্থিত হইল। তৎপরে ভগবান্ ধর্মদেশনা করিয়া তাঁহাদিগকে অনাগামিফলপ্রাপ্ত করিলেন। তদ্দর্শনে ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, পূর্বেও ইহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম।

পুরাকালে বারাণসীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত পঞ্চশত অপরাধী মন্ত্রীগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তাহারা রাজভয়ে মরুভূমি-পথ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং ক্রমে গ্রীষ্মকালে নির্জল স্থানে উপস্থিত হইয়া তীব্র তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন বোধিসত্ত্বরূপী মহাহস্তী তাহাদিগকে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া করুণাবশতঃ ব্যথিত হইল। হস্তী দূরদেশ হইতে শুণ্ডদ্বারা জল আনয়ন করিয়া এবং ফল-মূল প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তৃষ্ণা ক্লেশমুক্ত করিল। ঐ হস্তী সতত তাহাদের প্রাণধারণোপায় করিয়া দিতে লাগিল এবং তাহারা বিপুল পথশ্রম বিদূরিত করিয়া সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। কালক্রমে ঐ হস্তী দেহত্যাগ করিলে তাহারা তাহার দেহ সংকার করিয়া দেবোচিত পূজা করিল।

আমিই পূর্বে কুঞ্জররূপে সেই সকল মন্ত্রীগণকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এখনও ঐ সকল মুনিগণকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিলাম। সর্বপ্রাণীর উদ্ধারের জন্য আগ্রহবান্ ভগবান্ এই কথা বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া নিজ তপোবনে চলিয়া গেলেন।

সকল প্রকার কুশলের দূতীস্বরূপ, সংসাররূপ মরুভূমিতে তাপনাশক শীতল ছায়াস্বরূপ এবং করুণারূপ অমৃতধারা প্রবাহিনী জননীতুল্যা শাস্তার দৃষ্টি ভয়মুক্ত হউক।

সপ্তনবতিতম পল্লব
কচ্ছপাবদান

বিদ্বেষ-বিষে দূষিত-চিত্ত জনগণের যে সাধু জনকে পীড়া দিবার জন্য প্রযত্ন হইয়া থাকে, তাহা যদি তাঁহাদের উজ্জ্বল গুণের অনুকরণে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহ-সংসারে কেহই পরাভূত হয় না।

জিন যখন রাজগৃহ নগরপ্রান্তে বেণু-কাননে অবস্থিত ছিলেন, তখন দেবদত্ত বিদ্বেষবশতঃ কতকগুলি তাপসকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিল। দেবদত্ত প্রদত্ত বিবিধ অস্ত্রধারী তাপসগণ ভ্রূভঙ্গ দ্বারা ভীষণ-মুখ ও ক্রোধে অসংযত হইয়া ধাবিত হইল। পঞ্চশত তাপসগণ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রবৃষ্টি ভগবানের দেহে কমল-মালার ন্যায় পতিত হইল।

শাণিত অস্ত্রও মৃদুতা প্রাপ্ত হয়, পরন্তু পাপিগণের বিদ্বেষ-বিষদিগ্ধ চিত্ত মৃদুতা প্রাপ্ত হয় না।

শাস্তার দেহ আচ্ছাদন করিবার জন্য একটি আকাশপ্রভ মণিময় কূটাগার প্রাদুর্ভূত হইল; তাহাতে তাহাদের দৃষ্টির নিবারণ হইল না। তৎপরে তাপসগণ শ্রান্ত ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ক্ষমাসিন্ধু ও প্রসন্নচিত্ত শাস্তার পদদ্বয়ে নিপতিত হইল। ভাগবানও পুত্রগণের ন্যায় তাহাদের পরাভবেও কোনরূপ ক্রোধ না করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন।

ক্ষোভবর্জিত ও সুখময় শান্তি-আশ্রিত এবং পবিত্র ক্ষমা-জলে ধৌত ও সুশীতল মহাজনগণের চিত্ত অহিতকারীর দুর্ব্যবহারে ক্রোধে কলুষিত হয় না। শাস্তার ধর্মদেশনা দ্বারা তাহারা মার্জিতচিত্ত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক সর্বাশ্রম-নির্মুক্ত হইয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল।

ইত্যবসরে সেই কথা শ্রবণ করিয়া সমাগত ভিক্ষুগণ বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করায় জিন বলিলেন, ইহারা পূর্বজন্মেও আমার অত্যন্ত অপকার করিয়াছিল; কিন্তু আমি নির্বিকারচিত্তে প্রসন্নদৃষ্টিতে ইহাদিগকে বিলোকন করিয়াছিলাম। ইহারা কাশীদেশজাত বণিক ছিল। সমুদ্র-যাত্রায় ইহাদের প্রবহণ ভগ্ন হওয়ায় জীবন-সংশয় উপস্থিত হইল। আমি কচ্ছপরূপে পৃষ্ঠে করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। ইহারা তীর প্রাপ্ত হইয়া, জীবন লাভ করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিল। উহাদিগকে পার করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় আমি ক্ষণকাল নিদ্রাক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন ইহারা সকলে আমার মাংস আহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। আমি হস্ত-পদ সঙ্কুচিত করিয়াছিলাম। দৃঢ় কপাটসদৃশ মদীয় দেহে তাহারা প্রস্তর-বৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইল না। তৎপরে আমি তাহাদিগকে ক্ষুধায় ক্ষীণ দেখিয়া করুণাবশতঃ স্বয়ং তাহাদিগকে নিজ দেহ প্রদান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিলাম।

সেই বণিকগণই এখন তাপস হইয়াছে। ইহারা অপরাধী হইলেও

করুণাবশতঃ আমি ইহাদিগকে কুশল প্রাপ্ত করিয়াছি। ইহারা পূর্বজন্মে মহামুনি শাস্তা কাশ্যপের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। অদ্য তাহার ফলভাগী হইল।

ভিক্ষুগণ তথাগত-কথিত এই কথা শুনিয়া পৃথিবীর ন্যায় সকল ভারক্ষমা তদীয় ক্ষমার বহু প্রশংসা করিল।

নির্মল স্বভাবরূপ শীতল জলবিশিষ্ট ও বৈররূপ ধূলির বিনাশকারিণী এবং জীবগণের আশ্বাসপ্রদা ক্ষমা-নদী যাঁহাদের চিত্তে বর্তমান আছে, তাঁহারা শত্রুকৃত পরাভবে কোশানলের তাপে কোনরূপ ব্যথা বা বিকার প্রাপ্ত হন না।



অষ্টনবতিতম পল্লব

তাপসাবদান

সূর্যের আলোক অত্যুন্নত কুলাচলের শিখরে এবং অশুচিপূর্ণ নিম্নদেশে সমভাবে পতিত হয় এবং সমান উপকার করিয়া থাকে।

পুরাকালে দুর্ভিক্ষসময়ে ক্ষুধাক্ষীণ মল্লগণ রাজগৃহে বেণুকাননবাসী জিনের শরণাগত হইয়াছিল। করুণার কল্পবৃক্ষ জিন তাহাদিগকে অভিমত আহার প্রদান করিয়া তাহাদের দুর্দশা শান্তির জন্য ধর্মদেশনা করিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে তাহারা কুশললাভ করিয়া ও অর্হৎপদ পাইয়া জগৎপূজ্য হইল।

তখন পুরবাসিগণ নীচদিগকে উন্নত দেখিয়া মাৎসর্যবশতঃ তাহাদের জাতির অপবাদ করিতে লাগিল। তাহারা জিনকে বলিল যে, আপনি অযোগ্য ম্লেচ্ছজাতি মল্লগণকে বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ করিয়া অর্হৎপদ প্রদান করিয়াছেন। ক্ষুদ্রকে বিপুল বিভব দিলে, সে নবোৎসাহে অসহনীয় হইয়া কেবল লজ্জাজনক নিজ জাতির পরিচয় দিয়া থাকে। জিনের আজ্ঞায় তাহারা আকাশপথে কুরুবীথে যাতায়াত করিত। রাজা তাহাদের প্রভাব দেখিয়া সপরিজনে তাহাদের পূজা করিতেন। তৎপরে পুরবাসিগণ প্রণাম দ্বারা তাহাদিগকে প্রসন্ন করিল এবং তাহারা গুণদ্বারা সকল ভিক্ষুগণের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল।

ভিক্ষুগণ তাহাদের প্রভাব-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাহাদের পুণ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ ভগবান্ বলিলেন, আমি পূর্বজন্মে কাশীদেশে একটি তপোবনে কুশলশীল নামে এক পঞ্চাভিজ্ঞ তাপস ছিলাম। তথায় কোটমল্লগণ মুনি হইয়াছিল। আমি তাহাদিগের কল্যাণোপদেশ করিয়া তাহাদিগকে পঞ্চাভিজ্ঞ করিয়াছিলাম। সেই পুণ্যবাসনাভ্যাসবশতঃ এ জন্মেও আমি এই সকল মল্লগণকে সংসার ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিলাম। ইহারা পূর্বজন্মে শাস্তা কাশ্যপের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া কটুভাষী হইয়াছিল, সেইজন্য মল্ল হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ সর্বদর্শী ভগবানের কথিত মল্লগণের এইরূপ পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল।

অন্ধকারের আক্রমণে নিমীলিত পঙ্কজ যেরূপ সূর্যের আলোক লাভ করিয়া দেবতার শেখরে স্থান প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান মনুষ্যও জ্ঞানালোক পাইয়া পূজনীয় হইয়া থাকে।

নবনবতিতম পল্লব

পদ্মকাবদান

সমস্ত লোকের পরলোকে বন্ধুস্বরূপ ও সুধানিধি ভগবান্ বুদ্ধই জীবগণের কায়িক ও মানসিক ভয় এবং সংসার-ভয় হরণ করেন।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে ভগবান্ বুদ্ধ দৃষ্টিপাতরূপ অমৃতদ্বারা রোগাক্রান্ত ভিক্ষুগণকে সুস্থ করিতেন। তাঁহার বাৎসল্য দেখিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইত। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে, পূর্বজন্মেও আমি তোমাদিগকে সুস্থ করিয়াছি।

পুরাকালে বারাণসীতে আমি পদ্মক নামক রাজা হইয়াছিলাম। আমি সকলের দুঃখনাশে আসক্ত এবং প্রজাগণের জনকতুল্য ছিলাম। একদা দৈবদোষে দেশকালের বৈষম্য ঘটিয়া সমস্ত পুরবাসিগণের দুঃসহ ব্যাধি হইল। বৈদ্যের রাশি রাশি ঔষধ খাইয়া এবং শান্তি ও মঙ্গল কার্যাদি দ্বারা তাহারা সুস্থ হইতে পারিল না।

লক্ষণজ্ঞ বৈদ্যগণ তাহাদের রোগ নিবৃত্তির জন্য রোহিত নামক মহামৎস্য সংগ্রহ করিতে বলিল; কিন্তু কোন ধীবরই তাহা পাইল না। সেই মৎস্যের অভাবে জনগণের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে আমি দুঃখ ও করুণাবশতঃ তাহাদের প্রলাপ সহিতে না পারিয়া "সকল রোগীর পথ্যার্থ রোহিত মৎস্য যেন আমি হই", এইরূপ প্রণিধানপূর্বক প্রাসাদ-শিখর হইতে দেহপাত করিলাম। সেই প্রণিধানবলে আমি ক্ষণকালমধ্যেই বারানদীর জলে সুমহান্ রোহিত মৎস্য হইলাম। পুরবাসিগণ সকলে সেই-রোহিতের মাংস খাইয়া যেন অমৃত খাইয়া সহসা স্বাস্থ্য লাভ করিল।

তাহারা এখন তোমরা হইয়াছ এবং আমি তোমাদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছি। আমি প্রাণিগণকে রোগ হইতে রক্ষা করি বলিয়া সদাই নিরাময় হইয়া আছি। সংসার ব্যাধির বৈদ্যস্বরূপ সুগত কর্তৃক কথিত এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ হর্ষ ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইল।

সতত পরহিতাভিলাষী মহাজনের সর্বপ্রাণীতে সমতাজ্ঞান অপূর্ব। তাঁহারা নিজ দেহও তৃণজ্ঞানে দান করিয়া থাকেন।

শততম পল্লব

পুণ্যপ্রভাসাবদান

অমৃতের অগ্রদূতীস্বরূপ অনুত্তরবোধি লাভের কামনা পুণ্যবলে যাঁহার চিত্তে চন্দ্রলেখার ন্যায় নবোদিত হয়, এরূপ সত্ত্বসাগর মহাজনই বন্দনীয় হন।

পুরাকালে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কৌতুকবশতঃ জেতবনস্থিত জিনকে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! পূর্বে কোন জন্মে প্রথম আপনার সম্যক্ সম্বোধিলাভের বাসনা হইয়াছিল, তাহা বলুন।

ভগবান্ রাজা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দশনকান্তি বিকাশদ্বারা বিশুদ্ধ মনোভাব দেখাইয়া বলিলেন, পুরাকালে যখন আমি প্রভাবতী নগরে প্রভাস নামক রাজা হইয়াছিলাম, তখন আমার সম্যক্ সম্বোধি-বাসনা উপস্থিত হয়। করিণীর প্রেমপাশে সমাকৃষ্ট সেই কুঞ্জর যখন বনে অবগাহন করিয়া পুনর্বার উপাগত হইল, তখন মহামাত্র সংঘাত আমাকে বলিল যে, হে রাজন! আমার শিক্ষায় কুঞ্জর

পুনর্বার আসিয়াছে। এই কুঞ্জর অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া সংযম বিস্মৃত হইয়াছিল এবং বিশ্বস্ত ও গুণবান হইয়াও বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কামজনিত অনুরাগ স্মৃতি-নাশক উন্মাদস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাতে ধৈর্য থাকে না। ইহা একটি অভিনব সন্তাপ। সূর্য ও অগ্নির তাপও এরূপ নহে। ইহা একটি নরকস্বরূপ; কিন্তু অভিশাপ-জনিত নহে। ইহা অন্ধতা সম্পাদন করে, কিন্তু অন্ধকার নহে। ইহা বিষম বিষ, কিন্তু সর্প বা কোন দ্রব্যের বিষ নহে। ইহাতে অসহনীয় মত্ততা হয় এবং নিম্নে পতন না হইলেও অধঃপতন হইয়া থাকে।

সংযাত এই কথা বলিলে রাজা তাহাকে বলিলেন, সংসারে কেহ কি বিষয়-সুখে নিস্পৃহ আছে?

রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় সংযাত বলিল যে, ইহ-সংসারে বীতরাগ তথাগতগণই সংসার-বর্জিত। হে রাজন্! সর্বপ্রাণীর উপকারক গুণবান্ বুদ্ধ-প্রদীপের আলোকে জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। এই কথা শুনিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং তখনই হৃদয়ে সম্বোধি-বাসনা উদিত হইল।

রাজা পূর্বপুণ্যফলে কুশলপ্রাপ্ত হইয়া সম্যক সম্বোধি-লাভের জন্য প্রণিধান করিলেন। তিনি পূর্বজন্মে গৃহপতি নামে এক কুম্ভকার ছিলেন। দীন কুলাল গুড়োদক দ্বারা জিনের পূজা করিয়াছিল। সেই পুণ্যবলে কুলাল প্রভাসরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং চিত্তে বোধিবাসনা অঙ্কুরিত হইয়া এখন ফলিত হইয়াছে।

কোশল-রাজ তথাগত-কথিত এইরূপ প্রথমোদিত বোধিবাসনার কথামৃত কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।



একাধিক-শততম পল্লব

শ্যামাকাবদান

যে দিবস নিজ জনক সূর্যের পদসেবা করিয়া থাকে এবং নিজ জননী প্রভাত-কান্তির পূজা করে, এরূপ প্রশংসনীয় দিবস সর্বজনপ্রিয় কল্প বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহাতে সর্বদাই আলোক প্রকাশ লাগিয়া থাকে। এইরূপ দিবসের অনুসরণকারী লোকও ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও অন্ধকার কর্তৃক স্পৃষ্ট হয় না।

রাজা শুদ্ধোদন যশঃশেষদশা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ তথাগত তাঁহার শরীর সৎকার করিয়া একটি স্তূপ নির্মাণ করাইলেন।

তথাগত অসামান্য বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াও লোকাচারানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া ভিক্ষুগণ সন্দিগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি অনুত্তরা ও অবিনাশী বোধিসম্পন্ন এবং স্পৃহাহীন, জগতের গুরু। আপনি কেন গুরুজনের প্রতি গৌরব প্রকাশের জন্য লোকাচার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন?

সর্বদর্শী ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন যে, কল্যাণাশ্রয় এই দেহের কারণীভূত পিতা ও মাতা গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন। যাহারা সমস্ত পুণ্যে প্রথমাবতার স্বরূপ পিতামাতার পূজা করে না, তাহাদের ধর্মও অধর্ম মধ্যে গণ্য হয় এবং তাহাদের জ্ঞানালোক মলিন হইয়া যায়। পূর্বজন্মেও আমি গৃহবাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া তপোনিরত, অন্ধ পিতামাতাকে আদর ও গৌরব সহকারে দেবতার ন্যায় সদাই আরাধনা করিতাম।

পুরাকালে কাশীপুরে সুবন্ধু নামক ব্রাহ্মণের পত্নী গোমতিকার গর্ভে শ্যামাক নামে এক পুত্র হইয়াছিল। এই পুত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের বংশ পবিত্র হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দম্পতি অন্ধ হইয়া পুত্রে গৃহ-ভার বিন্যস্ত করিয়া তপোবনে গেলেন। জরা উপস্থিত হইলে কেবল মনীষিগণেরই বিবেক তরুণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের পুত্র শ্যামাক আচারবান্ ও গুণী বলিয়া রাজা পুরোহিত-পদ দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেও সে পিতামাতার পূজা করিবার মানসে যুবাবস্থাতেই সেই তপোবনে গমন করিল। মনীষী শ্যামাক কর্তৃক প্রযত্ন সহকারে ফল-মূল ও জলদান দ্বারা পরিচর্যমান বৃদ্ধ দম্পতি সন্তুষ্ট এবং প্রসন্ন হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

তৎপরে একদিন মৃগয়াবিহারী রাজা ব্রহ্মদত্ত সেই আশ্রমের নিকটবর্তী নদীতটে মহিষ ও গজাদিপূর্ণ বনভূমিতে আসিলেন। সেই সময় মৃগচর্ম-পরিহিত শ্যামাক কুম্ভে করিয়া জল গ্রহণ করিতেছিলেন। রাজা মৃগজ্ঞানে দূর হইতে আকর্ণাকৃষ্ট বাণ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন।

অকুশল কার্যে প্রবৃত্ত রাজা কর্তৃক শাণিত বাণ দ্বারা তীব্রভাবে মর্মস্থানে বিদ্ধ শ্যামাক বিঘূর্ণমান হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, হায়! করুণাহীন কোন্ অনার্য অকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ বিচার না করিয়াই অকারণ এই প্রাণনাশক বাণ প্রক্ষেপ করিয়াছে? বনবাসী অন্ধ পিতামাতার অবলম্বন-যষ্টিস্বরূপ আমি হত হইলে তাঁহারাও নিরাশ হইয়া হত হইবেন। কে এই তিনজনের বধের জন্য প্রযত্ন করিল?

বেদনাবশতঃ এইরূপ প্রলাপকারী, নবোদিত শ্মশ্রুরেখাযুক্ত ব্রাহ্মণকে কার্ত্তিক কর্তৃক ছিন্ন, ভৃঙ্গসমন্বিত নূতন চূতবৃক্ষের ন্যায় রাজা সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। পক্ষযুক্ত ও সুবর্ণ-পুঙ্খশোভিত সেই প্রাণনাশক বাণটি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন, গুরুতর ক্লেশের চিন্তাজনিত সন্তাপাগ্নির শিখা হৃদয় হইতে উদ্‌গত হইতেছে।

রাজা নদীতটে বিচেষ্টমান দ্বিজকুমারকে দেখিয়া অধৈর্য হইলেন এবং যেন নিজে শরাহতের ন্যায় অতিশয় ব্যথিত হইলেন। রাজা তাহাকে বলিলেন যে, হে মুনে! আপনি মৃগ-চর্মে আচ্ছাদিত থাকায় আমি বুঝিতে পারি নাই। হে সাধো! শাপাগ্নি দ্বারা আমায় নিহত করিবেন না।

স্বভাবতঃ কোপহীন দ্বিজকুমার ব্যথিত রাজার এই কথা শুনিয়া তীব্র বেদনা নিরোধ পূর্বক জটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, হে রাজন! আপনি শাপভয় করিবেন না। আমার কোনরূপ ক্রোধোদয় হয় নাই, আমার অন্ধ পিতামাতা এই প্রাণ-নাশক অপকারেও আপনাকে অভিশাপ দিবেন না। ইহা সংসারে জীবের স্বকৃত কর্মেরই নিয়মিত ফললাভ হইয়া থাকে। উহা সুখ-দুঃখ, গুণ-দোষ, অভিশাপ ও বধের নিমিত্ত যথাকালে উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি সন্মার্গ দিয়া ধীরে ধীরে যায়, সেও নিপতিত হইয়া ভগ্নদেহ হয় এবং যে বিপদগামী, সে গর্তে পতিত হইয়াও অক্ষতদেহ থাকে। ধনবান্ ও প্রযত্ন-পরায়ণ ব্যক্তিও অবসন্ন হয়, এ সমস্তই কর্মফলের বৈচিত্র্য। ইহা আকাশে চিত্র-রচনার ন্যায় অত্যাশ্চর্য। তুমি সৌজন্য অবলম্বন করিয়া সত্বর গমনপূর্বক তৃষ্ণার্ত মদীয় পিতামাতার জন্য এই শেষ জলকুম্ভটা প্রদান করিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করিবে।

কণ্ঠাগতপ্রাণ দ্বিজকুমার এই কথা বলিয়া শ্বাসক্লেশে অন্য কথা বলিতে না পারায় মৌনাবলম্বন করিয়া যেন সেই নতমুখ বাণকেও লজ্জিত করিলেন।

তৎপরে রাজা কুম্ভটি গ্রহণ করিয়া অতি দুঃখে আশ্রমে গমনপূর্বক সেই একমাত্র পুত্রবান বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা পদশব্দ শুনিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলে, রাজা নিকটে গিয়া পাপভয়ে ও বিনাশাশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, আমি আপনাদের পুত্র নহি। আমি মহাপাপী, সৌজন্য-লতার ছেদক কুঠারস্বরূপ। আমি মাতঙ্গের ন্যায় মত্ত হইয়া আম্রতরু ছেদন করিয়াছি। আমিই কুমারকে হত্যা করিয়াছি। আপনাদের পুত্র আমার বাণদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া কষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছেন

এবং নদীতটে শুইয়া আছেন, আমার মস্তকে উগ্র অভিশাপ নিহিত করুন। এই মহাপাপের তাপ অপেক্ষা অভিশাপ শীতল।

রাজা এইকথা বলিবামাত্র বৃদ্ধ দম্পতি বজ্রাহতবৎ ভগ্নদেহ হইয়া যেন সেই দুঃসহ শোকভয়ে মোহরূপ গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে রাজা শীতল জল সেচন করিলে তাঁহারা কথঞ্চিত সংজ্ঞা লাভ করিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে পুত্রের নিকট লইয়া যাও।

তৎপরে রাজা তাহাদিগকে নদীতটে লইয়া গেলে, তাহারাও যেন সেই বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারা শরবিদ্ধ পুত্রকে স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইলেন।

হে পুত্র! তুমি আমাদের প্রতি বৎসল্য হইয়াও বৃদ্ধ, অন্ধ এবং অনাথ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অকস্মাৎ স্বর্গে যাইতেছ? তাহারা পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন।

হে পুত্র! তুমি অগ্নিহোত্র নিরত হইয়া দেবতাজ্ঞানে অকপটে আমাদিগের আরাধনা করিয়াছ, সেই সত্যবলে তুমি বিশল্য ও সুস্থ হও। তাঁহারা করুণা, দুঃখ এবং সত্যসম্পন্ন এই কথা বলিবামাত্র ইন্দ্র আসিয়া সুধাসেক দ্বারা কুমারকে জীবিত ও ব্যথাহীন করিয়া দিলেন।

আমিই তখন বিনয়ব্রতবান্ শ্যামাক নামক দ্বিজকুমার ছিলাম, এখন শাক্যবংশে জন্ম হইলেও তাঁহারাই পিতা ও মাতা আছেন এবং আমি ইঁহাদের পূজা করিয়াছি।

ভিক্ষুগণ সুগত-কথিত বিবিধ ধর্মমূলক এই কথা শুনিয়া গুরুসেবা তুল্য অন্য কোন ব্রতই নাই, এইরূপ নিশ্চয় করিল।

দ্ব্যধিক-শততম পল্লব

সিংহাবদান

ধীরলোক দানদ্বারা দীনজনের দুঃখনাশ করেন। শীলদ্বারা সজ্জনের মনস্তুষ্টি করেন। প্রজ্ঞাবলে অবিবেক ও মোহ হরণ করেন এবং বীর্যদ্বারা ভীরুর ভয় দূর করেন।

পুরাকালে যখন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবনে ভগবান জিন ধর্মোপদেশ করিতেছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিল, হে ভগবন্! আপনি ইন্দ্র, রাজা বিম্বিসার ও ভিক্ষু অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্যকে সত্য দর্শন করাইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে দুই লক্ষ ও চারি অযুত দেবতাগণ সত্যদর্শনের পাত্র হইয়াছেন। ইহা কি আপনার স্বভাব বা পুণ্য কর্মের গুণ অথবা বিশ্বোপকারীর বহু জন্মাভ্যস্ত প্রসাদগুণ?

ভিক্ষুগণের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন যে, আমার অভ্যাসের গুণে পরোপকার-বুদ্ধি স্বভাবসিদ্ধ। এই মনুষ্য-জন্মে আমার এই জীবহিতে কামনা বিচিত্র নহে। অভ্যাসবলে সিংহ ও হস্তী প্রভৃতি জন্মেও এরূপ ইচ্ছা ছিল।

পুরাকালে দাক্ষিণাত্যে তিন জন বণিক সার্ধ লক্ষ অনুচর সহ আগ্রহপূর্বক সমুদ্র-তীরে গিয়াছিল। সেই সময় জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত দ্বিতীয় যমের ন্যায় ঘোরাকৃতি ও বিপুলদেহ কঙ্ক নামক অজগর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দুঃসহ ভয়জনক সেই অজগরকে দেখিয়া ধৈর্যহীন ও ঘূর্ণিত হইল। সেই অজগর নিজ দেহ দ্বারা চতুর্দিকের পথ বেষ্টিত করিলে তাহারা যেন কালের মুখবর্তী হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা সকল দেবতার শরণার্থী হইয়া স্তব করিতে লাগিল। তাহাদের করুণ স্বরে সকল দিক্ ব্যাপ্ত হইল।

তৎপরে যশঃ কেশর নামে গুহাশায়ী একটি সিংহ এবং তাহার বয়স্য মন্দর নামক হস্তী সেই শব্দ শুনিয়া করুণাকৃষ্টচিত্ত হইয়া এবং বিপন্নের উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়া সার্থগণের রক্ষার জন্য আসিল। অনন্তর সিংহ গিরিসদৃশ হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এবং বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া অজগরকে মারিয়া ফেলিল। অজগরের প্রাণবিয়োগকালে অগ্নিবর্ষী তদীয় নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা সিংহ ও কুঞ্জর ভস্মীভূত হইয়া গেল।

তৎপরে সার্থবাহগণ সিংহ ও গজের দেহ পূজার জন্য একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়া তাহাদের যশোগান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আমিই সেই সার্থত্রাণে উদ্যত সিংহ ছিলাম। এই দেবদত্ত তখন অজগর ছিল এবং সারিপুত্ত কুঞ্জর হইয়াছিল।

ভিক্ষুগণ জিন কথিত এইরূপ পুণ্য প্রকাশক ও বিশ্বোপকারজনক চরিত্র কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমে হৃষ্ট হইল এবং পরে বহু প্রশংসা করিল।

ত্র্যধিক-শততম পল্লব

প্রিয়পিণ্ডাবদান

উজ্জ্বল হার, উত্তম বস্ত্র এবং ছত্র ও চামররূপ শুভ্র হাস্যযুক্ত এবং দিব্য ভোগ সম্পাদন দ্বারা সুখকর রাজসম্পদ্ সুখোৎসব দ্বারা মহাত্মাদিগের পুণ্য সূচিত করে।

ভগবানের ধর্ম, বিভব ও প্রভাব অত্যন্ত প্রবর্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হওয়ায় ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন, আমার পূর্বজন্মে যখন অনুত্তর-জ্ঞানলাভ হয় নাই, তখনও আমার পুণ্যব্যঞ্জক আশ্চর্য সম্পদ্ হইয়াছিল। উত্তরা-খণ্ডে বজ্রবতী নগরীতে বজ্রপাণির ন্যায় প্রতাপশালী বজ্রচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি গঙ্গাধিপত্য নগরে মেরু নামক রাজাকে জয় করিয়া চন্দ্র যেমন রোহিণীকে পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ মেরুরাজ-কন্যা রোহিণীকে লাভ করিলেন।

এই রোহিণীর গর্ভে রাজার একটি সূর্যসদৃশ তেজস্বী পুত্র হইল, ইহার জন্মসহ একটি বিচিত্র মণিময় ছত্রও উদ্ভূত হইল। ইহার পুণ্যপ্রভাবে সদাই পুর-বাসিগণের সংকল্পমাত্রেই দিব্য আভরণ, বস্ত্র ও ভোজ্য দ্রব্য উপস্থিত হইত, যেহেতু ইহার প্রীতিকর ভোগপিণ্ডদ্বারা নগর পূর্ণ হইল, এজন্য রাজপুত্রের নাম প্রিয়পিণ্ড রাখা হইল।

পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করিয়া ও প্রভূত যশদ্বারা চতুর্দিক্ পূরিত করিয়া রাজপুত্র সর্বপ্রাণীর ভোগের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিলেন। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন দুর্মতি নামক তদীয় মন্ত্রী ইহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। গুণিগণের প্রতি বিদ্বেষ করাই দুরাত্মাদিগের স্বভাব।

মন্ত্রী গুপ্ত পত্র দ্বারা ইহার মাতামহ মেরুরাজকে পূর্ব অপকার স্মরণ করাইয়া সমরোদ্‌যোগী করাইল। মেরুরাজাও সহসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বল-গর্বে দৌহিত্র নিধনে উদ্যত হইয়া দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি দৌহিত্র হইলেও শত্রুর পুত্র, তোমার পিতা আমার রাষ্ট্রমণ্ডল খণ্ডিত করিয়া কীর্তিসদৃশী কন্যাকে হরণ করিয়াছে। যদি তুমি নিজেচ্ছায় তোমার পিতৃগৃহীত উর্বরা ভূমিটি প্রত্যর্পণ না কর, তাহা হইলে নিজে গিয়া তোমাকে আমার শরণাগত করিব।

রাজা মাতামহের এইরূপ সন্দিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া জনক্ষয়ের ভয়ে করুণা-বশতঃ তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজে তথায় গেলেন। ইনি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েরই প্রস্তাবে উদ্যোগী হইয়া নৌকা-যোগে সৈন্যসহ গঙ্গাতীরস্থিত মাতামহের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ইহার সংকল্পমাত্রেই অমাত্য ও ভৃত্যবর্গসহ সকলেরই দিব্য আহার-দ্রব্য উদ্ভূত হইল। তদ্দর্শনে মেরুরাজা ইহাকে দেবতা-জ্ঞান করিয়া স্বয়ং ইহার নিকটে আগমনপূর্বক সবাষ্পনয়নে আলিঙ্গন করিয়া বহু রত্ন দ্বারা সমাদর করিলেন। প্রিয়পিণ্ড নিজ মাতামহ কর্তৃক প্রণয় সহকারে সম্মানিত হইয়া নিজ রাজধানীতে গমনপূর্বক পৃথিবীর সকল লোককে দিব্য ভোগসম্পন্ন করিলেন।

ভিক্ষুগণ ইহার চরিত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সর্বজ্ঞ জিন ইহার সম্পদের কারণ বলিলেন, প্রিয়পিণ্ড পূর্বজন্মে বারাণসীতে মূলিক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল এবং একজন রোগগ্রস্ত প্রত্যেকবুদ্ধের ঔষধ প্রদান দ্বারা স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছিল ও রৌদ্র নিবারণ জন্য বিচিত্র ছত্র ধারণ করিয়াছিল। সেই পুণ্যে ছত্রবান্ ও দিব্যভোগ-সম্পন্ন হইয়াছে।

আমিই পূর্বজন্মে প্রিয়পিণ্ড ছিলাম এবং দেবদত্ত দুর্মতি নামক মন্ত্রী ছিল। ভিক্ষুগণ জিন-কথিত এইকথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বিস্ময়াবহ বিভব, প্রভাব ও দিব্য ভোগে রমণীয় যে আধিপত্য হইয়া থাকে, তাহা ব্যাধিগ্রস্ত ও বিপন্ন জনের সেবা ও বিপদুদ্ধারজনিত পুণ্যের ফলেই হয়।



চতুরধিক-শততম পল্লব

শশকাবদান

সৎপথে সঙ্গত মনোরথের সিদ্ধিদ্বারা সৎসঙ্গ লাভ হয়। ইহা পুণ্যজনক নির্মল তীর্থের ন্যায় পবিত্র এবং সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রের সেতুস্বরূপ। সজ্জনগণের প্রশংসনীয় সৎসঙ্গই স্বভাবতঃ সকল কল্যাণের হেতু স্বরূপ।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে কমল নামক গৃহস্থের পুত্র হংসকে ভগবান যত্ন করিয়া অর্হৎপদ দিয়াছিলেন। প্রসাদযুক্ত করুণ-দৃষ্টিপাত দ্বারা অনুগ্রহ করিবার

জন্য সাগ্রহ ও ব্যগ্র ভগবানকে দেখিয়া ভিক্ষুগণ বলিল যে, হে ভগবন্! এই গৃহস্থের ছেলেটি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও বাসনাশেষ থাকায় বিষয়-সুখ স্মরণ করিয়া গৃহবাসেই ইচ্ছুক হইয়াছিল। আপনি বহু প্রযত্ন করিয়া, সে বিনয়হীন হইলেও তাহাকে বিষয়শিক্ষা দিয়া মোহরহিত করিয়াছেন। অহো! আপনার তাহার প্রতি মহান অনুগ্রহ দেখিতেছি।

হর্ষামৃতসিক্ত ও বিস্মিত ভিক্ষুগণ এই কথা বলিলে ভক্তবৎসল সর্বজ্ঞ ভগবান তাহাদিগকে বলিলেন, পূর্বজন্মেও আমি যত্ন করিয়া ইহাকে কুশল-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ইনি তপোবনে সুব্রত নামক এক মুনি ছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার আশ্রমে আমি একটি শশক ছিলাম। আমি মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারিতাম এবং মুনির ধর্মকথা শুনিয়া প্রীতিসহকারে সেখানে থাকিতাম। অতঃপর অনাবৃষ্টিবশতঃ তথায় ফল-মূল এবং জল পর্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল, সেই মুনি বনে থাকা কষ্টকর জ্ঞানে গ্রামান্তে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন।

আমি প্রণয় সহকারে তাঁহাকে বলিলাম, হে সাধো, তপোধন! তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও তপোবন পরিত্যাগ করিতেছ কেন? ইহা উচিত নহে। বিয়োগ এবং বিবিধ উদ্বেগে বিপন্ন জনগণাকীর্ণ গ্রামভূমি মোহ এবং নানা ক্লেশের আশ্রয়। নারীরূপ শৃঙ্খলার শব্দে মুখরিত, পুত্র এবং ভৃত্যাদিরূপ পাশদ্বারা ব্যাপ্ত; বান্ধবরূপ নিবিড় জলাকীর্ণ এবং খলজনের আশ্রয়ে ভীষণ গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কুবুদ্ধিবশতঃ পুনর্বার তাহা স্পর্শ করে? নানাবিধ বিয়োগজনিত বারাবার গৃহবাসীর মোহ বিধান করে। ধনরূপ লবণের আহারে অত্যধিক তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। বিষম বিষয়ানুরাগের অভ্যাসবশতঃ চিত্ত জড়ীভূত হয়। এইরূপ গৃহবাসীর সকল প্রকার কুশলই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

শান্তিবিশেষে সন্তোষশীল বিজন বনবাসীদিগের বুদ্ধি বিষয়ানুরাগরূপ মদিরার মত্ততায় বিঘূর্ণিত হয় না। প্রিয়জনের বিয়োগরূপ ধূম দ্বারা চক্ষুর জল পড়ে না। কলহ, কোপ ও সন্তাপ জন্য চিত্তের ব্যথাও হয় না। চিত্তে শান্তি না থাকিলে বনবাসীর গ্রামস্পৃহা হয় এবং গ্রামবাসীর বনস্পৃহা হয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। নিয়মের বিরোধী গ্রামবাসে কদাচ তুমি ইচ্ছা করিও না। গ্রাম-সংসর্গ বিষয়ানুরাগীকে প্রথমে বদ্ধ করে। কালক্রমে এই স্থানেই তোমার ফল লাভ হইবে। এখন বিশুদ্ধ মদীয় মাংস দ্বারা প্রাণধারণ কর।

এই কথা বলিয়া শশক নিকটবর্তী বহ্নিতে স্বয়ং নিপতিত হইল এবং হংসমুনি সত্বর অগ্নি হইতে তুলিয়া আলিঙ্গনপূর্বক আমাকে বলিল, এ কি ভীষণ, বিরুদ্ধ

সাহসকার্য তুমি করিয়াছ। আমি এই বন হইতে যাইব না। তোমার ভালবাসা কোথায় পাইব?

হংসমুনি প্রণয়পূর্বক এই কথা বলিলে এবং আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহসা বৃষ্টিপাত হইল এবং ক্রমে ভূমি সফলা হইল।

তৎপরে সেই মুনি পঞ্চাভিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়া সাদরে আমাকে বলিল যে, কেবল শুদ্ধ সত্ত্ব লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছ কেন? মুনি প্রণয়পূর্বক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে বলিলাম যে, জনগণের আচরিত সম্যক্ সম্বোধিত আমি চাহি না আমি অন্য জন্মে যেন জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য জিনরূপে জন্মগ্রহণ করি। আমি এই কথা বলিলে মুনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি তথাগত হইবে। যখন তুমি সম্যক সম্বুদ্ধ সর্বজ্ঞ হইবে, তখন আমি যে দেহে থাকিব, সেই দেহে আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ করিতে হইবে।

আমি স্নেহবশতঃ মুনির এই কথা স্বীকার করিলাম। সেই শশক আমি এই জন্মে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই গৃহস্থপুত্র সুব্রতই এখন হংস হইয়াছে এবং আমি পূর্বস্মৃতিবশতঃ যত্নপূর্বক তাহাকে কুশল প্রাপ্ত করিয়াছি।

শরণাগতবৎসল সর্বজ্ঞ কর্তৃক কথিত এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইল। 'শুভচরিত জনের সহিত একত্র বাস করিলে অবিকল ফল-লাভ হয়। দিনপতির সংযোগে জলপ্রকৃতি চন্দ্রেরও অপূর্ব শোভা হইয়া থাকে।



পঞ্চাধিক-শততম পল্লব

রৈবতাবদান

ক্রূরতার সর্পসদৃশ যে সকল লোক শুদ্ধস্বভাব জনগণের মিথ্যাপবাদরূপ বিষ উদগিরণ করে, তাহারা পাপ ও অভিশাপজনিত পরিতাপ-পরম্পরায় আর্ত হইয়া উগ্র দুঃখরূপ অন্ধকারময় গর্ত মধ্যে প্রবেশ করে।

পুরাকালে কাশ্মীরদেশে শৈলবিহারে সর্বভূতে দয়াবান্ রৈবতক নামে এক ভিক্ষু ছিল। একদা ঐ ভিক্ষু নির্জন কানন মধ্যে গাছের ছালের কষায়দ্বারা চীবর বস্ত্রের রঞ্জন করিতেছিল। ইত্যবসরে পিশুন নামক এক ব্রাহ্মণ গোখাদক জনের ভয়ে

শঙ্কিত হইয়া তাহারধেনু ও বৎসগণকে অন্বেষণ করিতে তথায় আসিল। ঐ ব্রাহ্মণ দূর হইতে চীবর-কাথ-পাকের অগ্নি হইতে সমুদ্গত ধূম দেখিয়া পর্বতে বৎস-পাক হইতেছে বলিয়া মনে করিল।

তৎপরে অস্ত্রধারী পুরুষগণের সহিত পর্বতে আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিনয়-পূর্বক রৈবতক ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আর্য! এ কি করিতেছেন? ব্রাহ্মণ গৌরব সহকারে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে রৈবতক ভিক্ষু বলিলেন যে, চীবর রঞ্জন করা হইতেছে।

এই সময়ে ভিক্ষুর পূর্বকর্মবিপাকবশতঃ সেই কষায়পাক গো-মাংসপাকে পরিণত হইল। বিধি বিমুখ হইলে সুখ দুঃখ হইয়া যায়, শুভ্র বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ধর্মও অধর্ম হইয়া যায়। মিথ্যা পাপ প্রকাশ, লোকের ক্রোধ এবং পদচ্যুতি —এই সকল পাপপরিপাকের প্রত্যক্ষ লক্ষণ। পূর্বকৃত পাপের পরিপাককালে পুরুষের দোষ এবং অগুণ প্রকাশ হয়। কার্য বিপর্যয় প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধি লোপ হয়। সকল প্রকার মহা অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। বিরুদ্ধ আমিষ-গন্ধে এবং রুধির-দর্শনে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ দেখিল যে, কুম্ভ মধ্যে চীবর নহে—উহা মাংস।

ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দোষ দেখিয়া ক্রোধে বিকৃত মুখ হইল এবং ভৎর্সনা করিয়া ভিক্ষুকে বলিল, অহো! এই সদাচারবান্ লোকটি বিজন বনে বাস করিতেছে। ইহার এরূপ কার্য কেহই দেখিতে পায় না। ইহার দেহ প্রব্রজ্যাদ্বারা রঞ্জিত, কিন্তু ম্লেচ্ছ জনের ন্যায় কার্য। প্রচ্ছন্ন পাপের কপটব্রত ও শান্তভাব কে জানে?

ব্রাহ্মণ ভৎর্সনা করিয়া এই কথা বলিলে রৈবতক ভিক্ষু চিন্তা করিল যে, দোষ প্রত্যক্ষ দৃশ্য হইলে কি বলিব, কোন উত্তর নাই। ইহা আমার দৈব দুর্বিপাক, এ কথা বলিলে কে তাহা বিশ্বাস করিবে? প্রত্যক্ষের অপলাপকারী লোক হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া উপস্থিত সকল দুঃখই সহ্য করিতে হইবে। জল হইতে এই অগ্নি উত্থিত হইয়াছে, ইহার কোন প্রতিকার নাই। কালরূপ ঐন্দ্রজালিকের বধূস্বরূপ এই ভবিতব্যতা সতত আশ্চর্যরূপ প্রদর্শন করায়। দোষকে মহাগুণ দেখায় এবং গুণকে দোষ করে। অমৃতে বিষ দেখায় এবং বিষকেও অমৃত করে।

রৈবতক মৌনাবলম্বন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মস্তকে একটি স্থূল লগুড়দ্বারা আঘাত করিল। ব্রাহ্মণ রক্তাক্ত দেহ রৈবতকে বাঁধিয়া রাজসভায় লইয়া গেল এবং সেই মাংস দেখাইয়া কারারুদ্ধ

করিল। এই বিচিত্র সংসারে কে কাহার শুদ্ধি জানিতে পারে? নির্দোষ ব্যক্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় এবং গুপ্ত-পাপী সাধু হইয়া বেড়ায়।

ভিক্ষু কারাগারে নিবদ্ধ হইলে কিছুদিন পরে ঐ ব্রাহ্মণ নিজ গোবৎসগুলি পাইল; কিন্তু দৌর্জন্য প্রকাশের লজ্জায় কিছু প্রকাশ করিয়া বলিল না। অতঃপর দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে আকাশবাণী দ্বারা বিবোধিত রাজা ভিক্ষুর শিষ্যকর্তৃক স্মারিত হইয়া ভিক্ষুকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

রৈবতক ভিক্ষু কৃশকায়, ধূলিধূসর, কঙ্কালসার, উর্ধ্বকেশ এবং বিবসন অবস্থায় প্রেতের ন্যায় কারাগৃহ হইতে নির্গত হইল। অহো! প্রস্তরে খোদিত লিপির ন্যায় কৃত কর্ম নিশ্চলভাবে থাকে, তাহার ক্ষয় হয় না। যেহেতু পঞ্চাভিজ্ঞত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তিও কঠিন ক্লেশ জন্য কদর্থিত হইল।

নন্দ রাজা ভিক্ষুর অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং নিজ প্রমাদ-জনিত পাপানুষ্ঠানের বহু নিন্দা করিলেন। তিনি ভিক্ষুর পাদপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন যে, হে আর্য! আমার অজ্ঞানতাজনিত দোষ ক্ষমা করুন। সেই ব্রাহ্মণ তাহার সেই সকল গোবৎস পাইয়াছে। আমি পাপিষ্ঠ, মোহবশতঃ কারাবন্ধনের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। একজন রাজসভায় আপনার কথা স্মরণ করিয়া দিল, রাজার পাপ হইলে নির্দোষ জনের দণ্ড হয়।

রাজা এই কথা বলিলে ক্ষমাক্ষালিতচিত্ত ভিক্ষু রৈবতক বলিল যে, হে রাজন্! আমার ক্রোধ বা শোক হয় নাই। তুমি আমাকে মহাক্লেশে নিপাতিত করিলেও কোন অপকার কর নাই। আমার নিজ কর্মের পরিপাককালে অনুরূপ ফল উপস্থিত হইয়াছে। নানাবিধ বিপদ্ উৎকণ্ঠার সহিত লোকের যে কণ্ঠালিঙ্গন করে এবং সর্বাঙ্গসুন্দর উপভোগ্য সম্পদ্ যে ক্লেশকর হয় এবং স্বচ্ছন্দে সুখে বিচরণ করিয়া যে দীর্ঘকাল বন্ধন-দশা হয়, এ সমস্তই মনুষ্যের নিজ কর্ম বিপাকের জন্য সংসার-লতার বিচিত্র ফলস্বরূপ।

ভিক্ষু এই কথা বলিলে রাজা কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন যে, হে সুমতে! তোমার ন্যায় ব্যক্তিরও কি কুকর্মের ফলে এরূপ ঘটনা হইল?

ভিক্ষু বলিলেন, পূর্বজন্মে আমি বারাণসীতে গোচোর ও গোমাংসাশী কুঠ নামক এক ব্যক্তি ছিলাম। একদিন গোহত্যা করিয়া তদীয় মাংস গ্রহণপূর্বক ভয়ে আমি পলাইতে লাগিলাম এবং অনুচরগণসহ গোরক্ষকগণ ক্রোধে আমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। আমি সেই মাংস একজন প্রত্যেকবুদ্ধের নিকটে নিক্ষিপ্ত

করিয়া তাঁহাকে চৌর বলিয়া দেখাইয়া দিলাম। গো-রক্ষকগণ সকলে মাংস দেখিয়া গো-বধ পাপের জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে বধ করিতে হইবে, এরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে বাঁধিয়া কারাগারে নিবদ্ধ করিল। শেষে দ্বাদশ দিন পরে আমি অনুতাপবশতঃ তথায় আসিয়া আমিই পাপকারী, এই কথা বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম। সেই পাপের ফলে আমি বহুদিন নরকে ছিলাম এবং এ জন্মেও দ্বাদশ বর্ষ ক্লেশপ্রাপ্ত হইলাম।

রৈবতক এই কথা বলিয়া রাজাকে আমন্ত্রণপূর্বক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করাইয়া ভিক্ষুগণসহ চলিয়া গেল।

খলজন বিশেষ যুক্তিদ্বারা লক্ষণ প্রত্যক্ষ করাইয়া মিথ্যা দোষদ্বারা সাধুজনকে দূষিত করিলে, তখন সাধুজন বিদেশে বিক্রীত জনের ন্যায় কিছুই বলিতে পারেন না।



ষড়ধিক-শততম পল্লব

কনকবর্মাবদান

ধীর ব্যক্তিগণ বিজিগীষু রাজার ন্যায় সংসাররূপ শত্রু-সৈন্যকে বিনাশ করিয়া বিপুল সদ্ধর্মরূপ সাম্রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

যখন ভগবান নগরোগম সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন ভিক্ষুগণ কৌতুক-বশতঃ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, স্বর্গাপেক্ষা মনোরম কনকবতী নামে এক নগরী ছিল এবং কনক নামে তথায় এক রাজা ছিলেন। রাজার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র কনকবর্মা নামে এক পুত্র এবং কনকপ্রভা নামে এক কন্যা ছিল।

কালক্রমে কনকপ্রভা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া স্তনরূপ স্তবক-শোভিতা বসন্ত-লতিকার ন্যায় শোভিত হইল। বাল্যকাল হইতে পরিচিত মন্ত্রী-তনয় কামসার যৌবনসুলভ কামবশতঃ রাজকন্যাকে কামনা করিল। ধৈর্যহারী যৌবনকালে পুষ্পকাল উপস্থিত হইলে ভৃঙ্গ স্বভাবতঃ মঞ্জরীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহাকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

মানী রাজা কন্যাকে দুশ্চরিত্রা জানিয়া যুগপৎ বিষম শোক ও ক্রোধানলে

প্রবেশ করিলেন। অভিমানী ব্যক্তিগণের বংশ পুণ্যবলে যদি কন্যাহীন হয়, তাহা হইলেই মান থাকে। কন্যা ক্ষণমধ্যে অযাচ্যের নিকট যাচ্ঞা করিয়া কুল মলিন করে।

তৎপরে রাজার আজ্ঞায় আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ রাজকন্যা ও মন্ত্রীপুত্রকে বাঁধিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। তাহারা পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছে দেখিয়া করুণাপরায়ণ রাজপুত্র তাহাদিগকে রাজধানী হইতে অন্য নগরে লইয়া গেলেন।

তৎপরে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে মহাশত্রুর ন্যায় নিষ্কাশিত বনবাসী করিয়া দিলেন। সত্ত্বসাগর রাজকুমার পিতা কর্তৃক তাড়িত হইয়া তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে বনমধ্যে একটি রমণীয় উদ্যান ও পুষ্করিণীশোভিত নির্জন নগর দেখিতে পাইলেন। তথায় রাজকুমার জনাভাবে খিন্না নগর-দেবতার ন্যায় একাকিনী নিজ ভগিনী কনকপ্রভাকে দেখিতে পাইলেন।

কনকপ্রভা ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়া বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল এবং ভ্রাতা নগরের শূন্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, হে ভ্রাতঃ! এই ন্যগ্রোধ-বৃক্ষবাসী মহানাগসদৃশ বলবান ষষ্টি-সংখ্যক যক্ষ এই নগরটির নির্জনতা সম্পাদন করিয়াছে। সম্প্রতি এই গৃহে আমি ও মন্ত্রিপুত্র—এই দুই জন মাত্র অবশিষ্ট আছি। এখন তোমার বাহুবলই আমাদের রক্ষাকর্তা।

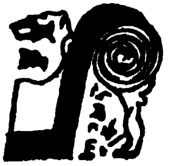
সমাগত রাজপুত্র ভগিনীর এই কথা শুনিয়া বাণ দ্বারা যক্ষগণকে বিনাশ করিয়া একটি মাত্র যক্ষকে অবশিষ্ট রাখিলেন। কোটর নামক সেই যক্ষ রাজপুত্রের শরণাগত হইল এবং দাসভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। পুনর্বার সেই নগর অবাধ ও জনসমাকীর্ণ হইলে রাজকুমার নিজ ভগিনীপতি মন্ত্রিপুত্রকে রাজা করিয়া দিলেন।

কনকরাজা চার-কথিত আশ্চর্যভূত পুত্রের প্রভাব শুনিয়া প্রণয়পূর্বক পত্র প্রদান দ্বারা পুত্রকে আনয়ন করিলেন। বশ্যেন্দ্রিয় রাজকুমার কনকবর্মা পিতা কর্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজমুকুট ধারণপূর্বক চতুর্দ্বীপবর্তী পৃথিবীকে বশীভূত করিলেন।

আমিই সেই সময় রাজকুমার কনকবর্মা ছিলাম এবং আমিই সংসারের ন্যায় দুঃসহ শত্রুবর্গের ক্ষয়সাধন করিয়াছিলাম।

যে ব্যক্তি উৎসাহ সহকারে সদ্ধর্মরূপ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সৎস্বভাবরূপ উষ্ণীষ ধারণপূর্বক বিবেকরূপ জল দ্বারা অভিষেক প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি সংসার-ক্লেশরূপ ভীষণ শত্রুপরম্পরাকে বিনাশ করিয়া শান্তিলাভপূর্বক নির্বাণ-

ভূমি ভোগ করিতে পারে। কোন কোন মহাপুরুষ যক্ষের ন্যায় ক্লেশরূপ শত্রুগণকে হত্যা করিয়া নগরসদৃশ নির্মল নির্বাণপ্রাপ্ত হন। ভগবান এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।



সপ্তাধিক-শততম পল্লব
শুদ্ধোদনাবদান

যাঁহারা পুণ্যোজ্জ্বল এবং নির্মলচিত্ত, তাঁহাদের গুণার্জনেই স্পৃহা হয়, কদাপি ধনার্জনে স্পৃহা হয় না, যোগাভ্যাসে আগ্রহ হয়, ভোগে আগ্রহ হয় না এবং রজোগুণ ত্যাগে অভিরুচি হয়, কামে রুচি হয় না।

ভগবানের পুণ্যাধিক্য-দর্শনে বিস্মিত ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করায় পুণ্যশীল ভগবান তথাগত পুণ্য-প্রভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। যখন রাজা ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, তখন কুবেরসদৃশ ধনবান শুদ্ধোধন নামে এক গৃহস্থ বর্তমান ছিল। প্রার্থিগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শুদ্ধোদনের গৃহ সমুদ্র-যাত্রা দ্বারা অর্জিত মণিমুক্তাদি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত।

একদিন শুদ্ধোধন রত্নদীপ হইতে আসিয়া উপঢৌকনস্বরূপ একটি মুক্তাহার গ্রহণপূর্বক রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য গমন করিল। রাজা প্রত্যুত্থান দ্বারা তাঁহার সম্মান করিলে তিনি লক্ষ্মীর লীলাহাসস্বরূপ সেই উজ্জ্বল হারটি রাজাকে প্রদান করিলেন। রশ্মিরূপ সূত্রে সংসক্ত তারকানিকর-সদৃশ সেই গুণযুক্ত হারটি রাজার হৃদয়গ্রাহী হইল। সেই সময়ে প্রাসাদস্থিতা রাজকন্যা বালসরস্বতী মিষ্ট ভাষায় একটি সুভাষিত পাঠ করিল। শুদ্ধোধন কর্ণামৃতস্বরূপ সেই অভিলষণীয় সুভাষিতটি শ্রবণ করিয়া তন্ময় ও পুলকিত হইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

তিনি সুভাষিতে নিবিষ্টচিত্ত হওয়ায় আহার-বিহার পরিত্যাগপূর্বক নিদ্রাবর্জিত হইয়া নিজ গৃহে বহুকাল চিন্তা করিলেন, অহো! রাজপুত্রী অতি মনোরম সুভাষিতটি গান করিয়াছে। উহা পর্যালোচনা না করিলেও যেন অমৃত ঢালিয়া দিয়াছে। আমি দ্বাদশ বর্ষ বিপুল রত্নরাশি উপার্জন করিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও সুভাষিত-রত্ন পাই নাই। বহু প্রযত্নে সঞ্চিত প্রস্তরময় গুরুভার রত্নদ্বারা কি হইবে? এইরূপ সুভাষিত রত্নই সৎপথ দর্শনে উপযোগী হয়।

এইরূপ চিন্তা করিয়া শুদ্ধোধন রাজগৃহে একটি লোক প্রেরণ করিয়া রাজকন্যার নিকট সুভাষিত যাজ্ঞা করিলেন। রাজকন্যা হাস্য করিয়া বলিলেন যে, মূল্য দ্বারা সুভাষিত পাওয়া যায়। যদি তাহার উচিত মূল্যস্বরূপ ধন দিতে পার, দাও। শুদ্ধোধন দ্বাদশ বর্ষে যত রত্ন সঞ্চয় করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ইহার উচিত মূল্য। তাহা প্রদান করুন।

গৃহস্থ শুদ্ধোধন দূত-কথিত রাজকন্যার এই কথা শুনিয়া সমস্ত রত্ন গ্রহণপূর্বক সাদরে স্বয়ং রাজগৃহে গিয়া তৃণজ্ঞানে রত্নরাশি রাজকন্যাকে প্রদানপূর্বক সুক্ত-রত্নটি গ্রহণ করিয়া উৎকন্ঠিতচিত্তে পুনঃপুনঃ তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ যাহা কিছু সুখ আছে, সত্ত্বগুণের উদ্ভবে বিস্ময়াবহ যাহা কিছু সিদ্ধিযোগ আছে, তৃষ্ণার প্রশমনে বিমল যাহা কিছু আনন্দ লাভ হয়, তৎসমুদয়ই পুণ্যরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফলস্বরূপ। ঔদার্যনিধি শুদ্ধোদন উত্তম রত্ন দিয়া সুভাষিত গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া বিস্ময় সংকারে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলস্বভাব ও বিশ্বাসশীল তুমি কি জন্য বালিকার কথায় রত্নরাশি দিয়া মাত্র একটি সুভাষিত গ্রহণ করিয়াছ? পৃথিবী সুভাষিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ধন অতি কষ্টে পাওয়া যায়। অন্নের অভাবে কেহ সুক্ত খাইয়া থাকিতে পারে না।

রাজার এইরূপ সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধোদন সেই সুক্তপাঠে পরম সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন, হে রাজন্! যত্নে রক্ষণীয় বিনশ্বর রত্ন দ্বারা কি হইবে? রত্ন দ্বারা সর্পের ন্যায় মনুষ্যগণের বিষতুল্য রাগদ্বেষ হইয়া থাকে, সজ্জন-গণের হৃদয়স্থিত সুভাষিত-মণির প্রভা সৎপথপ্রদর্শক দীপের ন্যায় বিমল আলোক প্রকাশ করে। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর পদকদম্বে নিবদ্ধ সুভাষিতের মূল্যের একপাদাংশও সাগর-মেখলা বসুমতী হইতে পারে না।

কুশল-লাভে উদ্যত শুদ্ধোধন এই কথা বলিয়া সুক্তটি সুবর্ণ পত্রে লিখিয়া চতুর্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন।

আমিই তৎকালে শুদ্ধোদন নামক গৃহপতি ছিলাম। আমি সুক্তের পবিত্র উপদেশ লাভের জন্য সর্বস্ব দান করিতেও সাদর ছিলাম। এই ভিক্ষু শারিপুত্র সেই রাজকন্যা ছিলেন। অখিল জগতের কুশলের জন্য তথাগত এই কথা বলিলেন।

পুণ্যই কুশলরূপ নলিনীর মূলবন্ধনের উপযুক্ত প্রথম স্কন্ধস্বরূপ, নানাবিধ সম্পদরূপ নব নব লতার উৎপত্তি-ক্ষেত্র উদ্যান-ভূমিস্বরূপ, তৃষ্ণাতাপের প্রশমনকারী সুশীতল গঙ্গাপ্রবাহস্বরূপ এবং সৎপথপ্রদর্শক আলোকস্বরূপ হইয়া থাকে।

সমাপ্ত